১ম
খন্ড

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সাময়িকী
২০১২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
Bangladesh Economic Association

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১২

খন্ড এক

তৌফিক আহমদ চৌধুরী
সম্পাদক

জুলাই ২০১২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: ৯৩৪ ৫৯৯৬, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪ ৫৯৯৬
Website : www.bdeconassoc.org
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিকে আর্থিক সহায়তা

[সাময়িকীতে প্রকাশিত বিভিন্ন মতামত, মতবাদ
সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
নীতিমালার প্রতিফলন নয়]

প্রকাশকাল

জুলাই ২০১২

প্রকাশক

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: ৯৩৪ ৫৯৯৬, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪ ৫৯৯৬
Website : www.bdeconassoc.org
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com

কভার ডিজাইন

তৌফিক আহমদ চৌধুরী
সৈয়দ আসরারুল হক (সোপেন)
শাহিন আহাম্মদ

মুদ্রণে

আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫
ফোন: ৮৬১২৮১৯

মূল্য

চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র
সদস্যদের জন্য: দুইশত টাকা

BANGLADESH ARTHONITI SAMITY SAMOYIKI-2012. A Periodical of Bangladesh Economic Association: Edited by Professor Toufic Ahmad Choudhury, General Secretary, Bangladesh Economic Association. Published by Bangladesh Economic Association, 4/C, Eskaton Garden Road, Dhaka 1000, Bangladesh. Tel. 9345996, Fax. 880-2-934 5996, Website : www.bdeconassoc.org e-mail. bea.dhaka@gmail.com July 2012. Cover designed by Prof. Toufic Ahmad Choudhury, Syed Asrarul Hoque (Sopen) and Shahin Ahmed. Printed by Agami Printing & Publishing Co.

Price: Taka 400; US$ 50

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১২

সম্পাদক
তৌফিক আহমদ চৌধুরী

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী
মসিহ্ মালিক চৌধুরী
মনজু আরা বেগম
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মামুন
মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল
ড. যাদব চন্দ্র সাহা
অধ্যাপক ড. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া

উপদেষ্টা পরিষদ
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
অধ্যাপক ড. এম এ সাত্তার মন্ডল
অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধূরী
ড. মুহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: ৯৩৪৫৯৯৬, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪ ৫৯৯৬
Website : www.bdeconassoc.org
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com

B E A Executive Committee
2010-2012

President
Abul Barkat

Vice- Presidents
Ashraf Uddin Chowdhury
Hannana Begum
Jamaluddin Ahmed
M. Moazzem Hossain Khan
Syed Yusuf Hossain

General Secretary
Toufic Ahmad Choudhury

Treasurer
Masih Malik Chowdhury

Joint Secretary
A.Z. M. Saleh
Selim Raihan

Assistant Secretary
Monju Ara Begum
Shamima Akhter
Badrul Munir
Mahtab Ali Rashidi
Md. Mozammel Haque

Members
Qazi Kholiquzzaman Ahmad
M.A. Sattar Bhuyan
Md. Zahirul Islam Sikder
Md. Sadiqur Rahman Bhuiyan
Md. Mostafizur Rahman Sarder
Syeda Nazma Parvin Papri
Md. Main Uddin
Mohammad Mamoon
Md. Ali Asraf
Md. Liakat Hossain Moral
Jadab Chandra Saha
Mir Hasan Mohammad Zahid
Md. Tofazzal Hossain Miah
Khourshedul Alam Quadery

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কার্যনির্বাহক কমিটি
২০১০-২০১২

সভাপতি

আবুল বারকাত

সহ-সভাপতি

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী

হান্নানা বেগম

জামালউদ্দিন আহমেদ

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

সৈয়দ ইউসুফ হোসেন

সাধারণ সম্পাদক

তৌফিক আহমদ চৌধূরী

কোষাধ্যক্ষ

মসিহ্ মালিক চৌধুরী

যুগ্ম-সম্পাদক

এ. জেড. এম. সালেহ্

সেলিম রায়হান

সহ-সম্পাদক

মনজু আরা বেগম

শামীমা আখতার

বদরুল মুনির

মাহতাব আলী রাশেদী

মোঃ মোজাম্মেল হক

সদস্য

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

এম. এ. সাত্তার ভূঁইয়া

মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার

মোঃ সাদিকুর রহমান ভূইয়া

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার

সৈয়দা নাজমা পারভীন পাপড়ি

মোঃ মঈন উদ্দিন

মোহাম্মদ মামুন

মোঃ আলী আশরাফ

মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল

যাদব চন্দ্র সাহা

মীর হাসান মোহাঃ জাহিদ

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া

খোরশেদুল আলম কাদেরী

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

অর্থনৈতিক, বিশেষ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিষয়ে শিক্ষা, অনুসন্ধান ও গবেষণার উন্নয়ন সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ এবং উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান ।

অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত সাময়িকী প্রকাশনা ।

অর্থনৈতিক বিষয়াদির উপর সভা, সম্মেলন ও আলোচনা সভার আয়োজন ।

অর্থনীতিবিদদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণ ।

(বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, *গঠনতন্ত্র, ধারা খ)*

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২ ০ ১ ২

সম্পাদকের নিবেদন

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বহুকাঙ্খিত ১৮তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আমাদের স্মারক-শুভেচ্ছা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১২ সম্মানিত সদস্য ও সুপ্রিয় পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাময়িকী প্রকাশ আমাদের সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব (গঠনতন্ত্র, ধারা খ২: উৎস ও লক্ষ্য)। সাময়িকী প্রকাশের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি একজন সম্পাদক এবং একটি সম্পাদকীয় পরিষদ নিযুক্ত করবেন– এটিও গঠনতান্ত্রিক নির্দেশ (ধারা চ১১: কার্যনির্বাহক কমিটি ও কর্মকর্তাদের কর্তব্য)। গণতান্ত্রিক বিধি-বিধানের প্রতি বর্তমান কার্যনির্বাহক কমিটির পূর্ণ আস্থার অন্যতম নিদর্শনই হল 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১২'।

অর্থনীতিবিদদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের স্বচ্ছ সমন্বিত প্রয়াসের প্রতিফলন– এবারের বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১২। গত দু'টি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের মত এবারও একটি বৃহদায়তন ও বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ সাময়িকী বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি দুই খণ্ডে প্রকাশ করলো। এবার সাময়িকীতে প্রবন্ধের সংখ্যা ৬০ টি এবং লেখকের সংখ্যা ৮৬ জন। প্রবন্ধের বিষয়ভিত্তিক বৈচিত্রও বেশি। যে কারণে সুসংবদ্ধভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রবন্ধসমূহকে মোট ৯টি বৃহৎবর্গে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে:

১. বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি
২. দারিদ্র : পরিমাপ ও বিমোচন
৩. খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন
৪. শিল্প ও বাণিজ্য
৫. শিক্ষা ও তথ্য-প্রযুক্তি
৬. জ্বালানী ও জলবায়ু
৭. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
৮. আঞ্চলিক সেমিনার ও দ্বিবার্ষিক সম্মেলন: চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার
৯. আঞ্চলিক সেমিনার: ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া

সমিতির গত দুই বছরের কর্মকাণ্ডের লিখিত প্রমাণাদি আছে এবারের সাময়িকীতে। যার মধ্যে অন্যতম সমিতি কর্তৃক প্রবর্তিত অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণপদক ২০১০ প্রাপ্তদের পরিচিতি, দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের (২০১০-১২) উপর বক্তব্য/প্রতিবেদন, সমিতির প্রাক্তন সভাপতি প্রায়ত অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ স্মরণে স্মরণসভার বিবরণ, সমিতির চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের কার্যক্রম, আঞ্চলিক সেমিনার (ময়মনসিংহ, রাজশাহী, কুষ্টিয়া), বিভিন্ন সংবাদ সম্মেলন, শোকবার্তা ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি। এছাড়াও, সংযোজিত হলো বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২০১০-২০১২

কার্যক্রমের নির্বাচিত ফটো-এ্যালবাম।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ-দেশের মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী মানব উন্নয়ন দর্শনে বিশ্বাসী এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ অর্থনীতিবিদদের সংগঠন হিসেবে পরিচিত। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বর্তমান নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটি এ দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বয়নে তাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যে কাজ করে চলেছে। এ কাজের স্বচ্ছ বহিঃপ্রকাশই বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১২। প্রকাশনার পরিসর বাড়লে ভুল-ত্রুটি বাড়ে। সবরকম সতর্কতা গ্রহণ করার পরও যদি এ সাময়িকীতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে থাকে তাহলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আশা করি পাঠকবৃন্দ ভবিষ্যতে আরো উন্নত সাময়িকী প্রকাশে ইতিবাচক পরামর্শ দেবেন।

আমরা প্রত্যাশা করছি, "রূপকল্প ২০২১"-মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তির সময় ২০২১ সালে বাংলাদেশ হবে "অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র-- বিনির্মাণে সম্মানিত সদস্য, আগ্রহী পাঠক ও কল্যাণকামী গবেষক-নাগরিকদের চিন্তা-চেতনার বিকাশে বর্তমান সাময়িকীর প্রবন্ধসমূহ সবিশেষ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে।

প্রুফ দেখাসহ প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট নানান জটিল ও কষ্টদায়ক কাজে সহায়তার জন্য অনেকের কাছে ঋণ স্বীকার করছি, যাদের মধ্যে অন্যতম সেলিম রেজা, মোজাম্মেল হক, আনিসুর রহমান ও রাজু আহমেদ। সেই সাথে আরো যাদের প্রতি ঋণ স্বীকার না করলেই নয় তারা হলেন, আগামী প্রেসের মুদ্রণ কর্মী এবং স্বত্বাধিকারী শাহিন আহাম্মদ এবং প্রচ্ছদ ডিজাইনার সৈয়দ আসরারুল হক। এবারের সাময়িকী সুপ্রিয় পাঠক ও শুভার্থীদের মনোযোগ লাভে সক্ষম হলে আমাদের উদ্যোগ যথার্থ বলে মনে করবো।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

অধ্যাপক তৌফিক আহমদ চৌধুরী

সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১২
এবং
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২ ০ ১ ২

সূচিপত্র

সম্পাদকের নিবেদন vii

খন্ড এক

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি

১. Status and Determinants of Investment of Bangladesh Economy and Options for Future Development ৩
Narayan Chandra Nath

২. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন: সমতা বনাম অসমতা ৪৩
মোঃ জহির উদ্দিন আরিফ

৩. The Global Financial Crisis: Challenges and Opportunities for the Bangladesh Economy ৫৭
Muhammad Mahboob Ali
Anisul M. Islam

৪. Balance of Payments and Foreign Exchange Reserves for Poverty Alleviation ৮৩
Imam Abu Sayed

৫. What does FDI Inflows do for Bangladesh ১১১
Papon Tabassum
Md. Sohag

৬. FDI and Reflections from World Investment Report 2010 ১২১
Masih Malik Chowdhury

৭. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষায়িত ব্যাংকের ভূমিকাঃ ১৩৯

প্রেক্ষিত বেসিক ব্যাংক লিমিটেড
তাবাস্‌সুম ইসলাম
মো. মোয়াজ্জেম হোসেন খান

৮. Sustainable Development - A Case Study of four Villages in Bangladesh ১৭১
M. Azizur Rahman

৯. মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর অর্থনীতি: কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই ১৯৫
মোঃ জিয়াউর রহমান

১০. Wholesale Market— Global Experience & Bangladesh ২০৩
M S Siddiqui

১১. অবকাঠামো ও বাংলাদেশ ২১৩
মোঃ মনোহর আলী

১২. স্বাধীনতা উত্তর ঃ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অর্থনীতি ও এর বাস্তবতা ২১৫
মোহাম্মদ ইমরানুর রহমান
আবদুল মান্নান

১৩. ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা ২১৯
পরেশ চন্দ্র সরকার
মাহতাব আলী রাশেদী
আ,ন,ম গোলাম জিলানী
এ,আর,এম ছালারে জাহান

দারিদ্র: পরিমাপ ও বিমোচন

১৪. Alternative Approaches to Poverty Measurement and Trend of Development in Rural Bangladesh: Evidences from Grass-roots Level ২৩৫
Md. Jahangir Alam

১৫. Poverty Measurement and Sectoral contribution to Poverty Reduction in Rural Bangladesh: Evidences from Grass-roots Level ২৫৩
Md. Jahangir Alam

১৬. Poverty, Discrimination and Employment ২৬৩
Sabira Yesmin

১৭. Role of Rajshahi Krishi Unnayan Bank to Implement ২৭৯

Bangladesh Bank Rural Credit Policy: 2009-2010 and its Impact on Poverty Alleviation and Employment Generation
Md. Abdul Khaleque Khan

১৮. Role of Islamic Banks in Poverty Reduction in Bangladesh ৩১৩
Abdur Raquib

খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন

১৯. জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উৎপাদন ৩৩১
মো. জয়নাল আবেদীন

২০. দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি উন্নয়ন ঃ একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৩৩৭
সরদার সৈয়দ আহমেদ
মোঃ রেজাউল করিম

২১. Modern Technology and Agrarian Change in Bangladesh ৩৫৫
Md. Nazrul Islam

২২. Dynamics of Agrarian Reform and Rural Development in Bangladesh ৩৬৭
Nazrul Islam
Mihir Kumar Roy
Milan K Bhattacharjee

২৩. বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ও তার সুসংগঠিত বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের পূর্ব শর্ত ৩৯১
মো:আনোয়ারুল ইসলাম

২৪. The Role of Agricultural Marketing in Living Standard of Bangladeshi Peasants ৩৯৯
Md. Asif Kamal

২৫. Good Governance and Rural Development: Some Basic Issues in Bangladesh ৪১১
Mihir Kumar Roy
Md. Mizanur Rahman

২৬. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ ঃ দরিদ্র মৎস্যজীবীদের প্রাপ্তি ও অধিকার কতটুকু ৪২৫
ধৃতব্রত সেন লিটন

২৭. Education and Rural Development: A Case of Bangladesh ৪৩১

A S M Golam Mortuza

২৮. তাজউদ্দীন আহমদের কৃষি-অর্থনীতি ভাবনা ৪৪৫
মোঃ জয়নাল আবেদীন

২৯. The Impact of 'Social Capital' on Household well-beings-
A Survey of Community Based Fisheries Management
Project in Rural Bangladesh ৪৫৩
Jani Parvin

৩০. একটি গ্রামের বিবর্তন ৪৭৩
জাফর আহমেদ চৌধুরী

৩১. উন্নয়নে জনসম্পৃক্ততায় সমবায় ৪৭৯
মোঃ মাহবুবুর রহমান

খন্ড দুই
শিল্প ও বাণিজ্য

৩২. বাংলাদেশের চা শিল্প ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৪৯৩
মো. জয়নাল আবেদীন

৩৩. বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের সমস্যা, সম্ভাবনা ও উত্তরণ: কিছু ভাবনা ৫০৩
ইউ এম আশেক

৩৪. Exploration of Spatial Attributes of Knitwear Manufacturing in Narayanganj Cluster Belt ৫৪১
Tareq Muhammad Shamsul Arefin
Mohammad Yunus

৩৫. Promotion of SMEs for Industrialization ৫৫৯
Monju Ara Begum
Mir Yousuf Ali

৩৬. SME : A Potential Sector to Boost-up our Economy ৫৮১
Nirmal Chandra Bhakta
Hasan Tareq Khan
Amitabh Chakraborty

৩৭. Jute Industry : Global Scenario & Future Prospect for Bangladesh ৬০১

Nirmal Chandra Bhakta
Md. Mostafizur Rahman Sardar
Hasan Tareq Khan
Amitabh Chakraborty

৩৮. Enterprise Development in the Sylhet Region of Bangladesh: A Perceptive Assessment of the Investment Climate ৬২৯
M. Z. Hossain
M. M. H. Kazal
F. E. M. Faisal

শিক্ষা ও তথ্য-প্রযুক্তি

৩৯. Higher Education System of Bangladesh: A Synthesis ৬৫৭
Zakaria Lincoln

৪০. Information Technology and Digital Bangladesh ৬৬৫
Md. Safat Ullah

৪১. Infrastructure of ICT and Growth of Statistical & Economical of Bangladesh Bureau of Statistics ৬৭৫
Md. Safat Ullah

৪২. Challenges of Launching a Nonexistent Service in Bangladesh Telecom Sector: A Study of AKTEL Telecom Company ৬৮১
Mihir Kumar Roy
Sk. Kamrul Hassan
Mehedi Hasan

জ্বালানী ও জলবায়ু

৪৩. Energy Resources in Bangladesh: Cooperation for Development ৭১৩
Subrata Kumar Bain

৪৪. A Community Based Biogas Project Towards Empowering the Rural Women in Gazipur- A Success Story ৭২৩
A H M. Mustain Billah

৪৫. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ ৭৫৫
আল-আমিন সরকার

৪৬. সিডর বিধ্বস্ত উপকূলীয় বিষন্ন অর্থনীতি ৭৫৯

সরদার সৈয়দ আহমেদ

৪৭. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ ৭৮৫
ফেরদৌস আরা কবির

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৪৮. Sixth Five Year Plan (2011-2015): Framework, Targets, Strategies, Financing and Challenges ৭৯৩
Qazi Kholiquzzaman Ahmad

৪৯. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : জেন্ডার ইস্যু পর্যালোচনা ৭৯৭
হান্নানা বেগম

৫০. স্বাধীনতার চার দশক : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারী ৮০৭
হান্নানা বেগম

আঞ্চলিক সেমিনার ও দ্বিবার্ষিক সম্মেলন: চট্রগ্রাম চ্যাপ্টার

৫১. ট্রানজিট বনাম ট্রান্সশীপমেন্ট : কোন্‌টি বাংলাদেশের জন্য শ্রেয় ৮২৯
মায়মুন আলী

৫২. আঞ্চলিক ট্রানজিট এবং ট্রান্সশিপমেন্ট ঃ প্রেক্ষাপট চট্টগ্রাম বন্দর ৮৩৫
নাসির উদ্দিন চৌধুরী

৫৩. The Curse of being Landlocked, Importance of Port Service and Prospect of Regional Connectivity between Bangladesh and Her Landlocked Neighborhood ৮৪১
Nitai C. Nag

৫৪. Rationale and the Economic Parameters that Justify Chittagong as a Regional Hub: The Prospect and Possibilities of Regional Connectivity, Transit & Trans-shipment ৮৬১
Ataul Karim Chowdhury

৫৫. Could Monetary Policy of Bangladesh be Rule-based, Rather than Discretionary ৮৬৯
Mohammed Saiful Islam

৫৬. The Global Financial Crisis and Recovery: 2007-2009 ৮৮৭

Rumman Karim Chowdhury

৫৭. সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ৯০৩
অজয় কুমার বিশ্বাস

৫৮. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি – চট্টগ্রাম চ্যাপটারের ৯১৫
সাধারণ সম্পাদকের দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন

আঞ্চলিক সেমিনার: ময়মনসিংহ ও রাজশাহী

৫৯. Socioeconomic Evaluation of Producing *Bilatidhonia* at Farm Level in Selected areas of Kishoreganj District ৯২৩
M. Mohiuddin
Md. Kamrul Hasan
M. Serajul Islam

৬০. Employment Generation, Poverty Reduction and Sixth Five Year Plan (FY2011-FY2015): Role of Rajshahi Krishi Unnayan Bank ৯৩১
Md. Abdul Khaleque Khan

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণপদক-২০১০

৬১. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সম্মাননা স্বর্ণপদক ২০১০: সম্মাননা পরিচিতি ৯৪৯

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্মরণ সভা

৬২. অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ স্মরণে স্মরণসভা ৯৫৫

সংবাদ সম্মেলন, প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য

৬৩. প্রেস বিজ্ঞপ্তি, শোকবার্তা ও অন্যান্য ৯৫৯

দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের (২০১০- ১২) উপর বক্তব্য/প্রতিবেদন

৬৪. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৭তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১০ মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীর অর্থনীতি : কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই ‘স্বাগত বক্তব্য’ ৯৭৫
আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
৬৫. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৭তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ২০১০-এর ৯৭৯

উদ্বোধনী অধিবেশনে 'ধন্যবাদ জ্ঞাপন'
আবুল বারকাত

৬৬. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২৭ চৈত্র ১৪১৬ /১০ এপ্রিল ২০১০-এ অনুষ্ঠিত সমিতির সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহক কমিটির সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন ৯৮৩

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যক্রমের ফটো এ্যালবাম ১০০৩

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Status and Determinants of Investment of Bangladesh Economy and Options for Future Development

Narayan Chandra Nath*

Abstract

The study attempted to see the present status, structural changes and impact of forces influencing investment in Bangladesh. It has made an econometric exercise to discern the nature of the determinants of investment in Bangladesh situation. For the purpose of econometric exercise, the forces influencing investment have been categorized into four groups: demand for the output, cost of investment, macroeconomic Policy Interventions of the government and quality and quantity of government spending, global economic conditions affecting the economy, and expected returns on investment and expectations, and confidence about the state of the economy. The Cointegration and Granger causality tests have been made to make causal relation for investment in Bangladesh by using the data of 1973-2011 i.e.38 years. Both total investment and GDP are in both short and long term equilibrium relation. Similarly, there prevails bidirectional causality from private investment to GDP and vice versa in the short run. Private investment corrects 43% deviations and GDP corrects 61% deviations from long run equilibrium. Both private investment and GDP are in both long run and short run equilibrium relation. Relation between Public investment and GDP is unidirectional from former to the later but not vice versa. Change in public investment has been found to cause change in GDP.GDP corrects

* The Author is a Research Fellow, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS)

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

55% deviations and public investment corrects 33% deviations from long run equilibrium. GDP has been found in both short run and long run equilibrium relation while public investment is only in long run equilibrium relation but not in the short run relation. The study has attempted to find out the threshold effect of real interest rate for inducing investment and accelerating growth. Threshold level real interest rate has been found around 7% above which investment will get discouraged in Bangladesh situation. The paper argues that neglect of complementarity between public and private investment may prove to be counterproductive, in as much as public sector provides positive externalities for private sector.

I. Introduction

Investment is crucial for economic growth and employment expansion-two important components for poverty alleviation and sustainable development. Bangladesh government has projected to reach GDP growth of 8% by 2014, which would require 30% investment GDP ratio. Investment level needs to be increased also for creating new work places and opportunities of employment to growing labour force. It is felt that much effort needs to be made to reach the cherished level of 30% from the present investment level of 24%. This is achievable if proper environment could be created for investment through addressing the internal and external shocks and responding to domestic and external demand by effective use of human and material resources. This is possible if surplus 8% national savings over present investment level could be translated into productive investment activities. Equally it is important to note that given the stable level of investment at 24% for the last five years, it would be a challenging task to reach 30% level of investment within the next four years if substantial improvement is not made in the context of external shocks of global financial crisis and internal shocks of energy shortages and hazards of climate change of the country.

As well known, investment is the production per unit of time of goods which are not consumed but are to be used for future production[i]. Investment is a spending devoted to enhancing the existing capital stock consisting of factories, machinery and equipment, offices and durable products used in the process of production. Besides, capital stock includes residential housing and inventories held by the firms. Both non-residential investment (such as factories) and residential investment (new houses) combine to make up gross investment. In measures of national income and output, **gross investment** is also a component of Gross domestic product (*GDP*). Investment is everything that remains of production after consumption, government spending, and net exports are subtracted. **Net**

investment is gross investment minus depiction. It is the value of the net increase in the capital stock per year.. Investment, as production over a period of time is a flow *of capital, which* is a *stock*, that is, an accumulation measurable *at a point* in time. Investment consists of the addition to the nation's capital stock of buildings, equipment and inventories during a year. Investment is a flow of capital stock to enhance productive capacity of an economy.

Investment (I) is often modeled as a function of income (y) and interest rate(r), given by the relation $I = f(Y, r)$. An increase in income encourages higher investment, whereas a higher interest rate may discourage investment as it becomes more costly to borrow money. Even if a firm chooses to use its own funds in an investment, the interest rate represents an opportunity cost of investing those funds rather than lending out that amount of money for interest.

Classical economics posited that interest rates would adjust to equate saving and investment, avoiding a pile-up of inventories out of overproduction. A rise in saving would cause a fall in interest rates, stimulating investment. But Keynes argued that neither saving nor investment were very responsive to interest rates (i.e., both were interest inelastic) Thus, saving could exceed investment for a significant period of time, causing a general glut and a recession. He emphasised on the increase of aggregate demand for inducing investment. Keynes argues that private sector decisions sometimes lead to inefficient macroeconomic outcomes and therefore advocates active policy responses by the public sector, including monetary policy of central bank and fiscal policy of the government to stabilise output growth. The forces that influence investment are usually three: i. demand for the output produced by new investment, ii. cost of investment, and iii. expected returns on investment and expectations and confidence about the state of the economy. When output rises and capacity utilisation is high, investment tends to increase because businesses need more construction, which constitute 70% and plant and equipment which constitute 15% of investment in Bangladesh as against 70% of investment being in plant and equipment in USA[ii]. The second important determinant of the level of investment is the cost of investing, which includes interest and taxes apart from the cost of capital goods. The third element in the determination of investment is expectations and business confidence. It is worth hoing that investment may not increase due to increased demand if there is substantial unutilised capacity in the country. Thus in the short run, the link between investment and demand may always not be so visible as predicted.

There are a few studies on Status and Determinants of Investment in Bangladesh. Among them, BBS's estimates on Investment[iii] and the study of World Bank and

BEI[iv] on improving investment climate in Bangladesh are important. One of the important studies on investment has been done in detailed macroeconomic framework by Sultan Hafeez Rahman and Forhad Jahan Shilpi[v]. A country investment study was done in the intra-regional framework of trade and investment by Khondakar Moazzem and Tarique Rahman[vi] (emphasis on Foreign trade and investment). Japan External Trade Organisation (JETRO) has been conducting surveys regularly on Investment-related cost comparisons: the status of Bangladesh[vii]. This year they have completed the 19th survey on investment competitiveness in Bangladesh. Besides, there are some published articles and working papers on investment demand function[viii].

The present study is designed to highlight the status of investment in Bangladesh linking it with economic growth and pinpoint the determinants of investment. The ultimate aim of the study is to find out ways of designing the investment climate to accelerate growth in the country. Attempt was made to analyse the investment related indicators from both supply and demand sides. We have tried to see the link of public with private investment and its link with growth. We have hypothesized that public investment with quality spending of ADP, a stronger domestic credit system with ease of access and lower cost of borrowing, an effective use of the capital market, and improved governance would increase investment in future. Both domestic demand and export demand need to be addressed for investment expansion.

i. Main research questions involved here are:
ii. What is the present status of Investment in terms of its trend in general and by sectors with private –public divide in particular in Bangladesh?
iii. Whether present investment level can be made to rise to help achieve a high growth of 8% per annum in near future as projected by the government?
iv. What is the effect of public investment on private investment and economic growth?
v. What are the determinants of investment expansion in Bangladesh?
vi. What should be the threshold level real interest rate for Bangladesh Economy?
vii. What are the problems in the way of investment expansion?
viii. What are the strategic interventions necessary for investment

expansion to accelerate growth ?

As methodological approach, macro level analysis would be complemented by meso and micro level analysis to address the issues of status of investment and its determinants. The study is based on secondary data. Regression analysis, co-integration technique, error correction model and Granger Causality Test, estimation and tabular analysis were resorted to in addressing the research issues. We have followed logical analysis which is supported by both quantitative and qualitative information. Determinants of investment have been analysed in the framework of a model. Attempts were made for analysis in a longitudinal framework for the last 38 years. Along with the analysis of year-wise time series data, efforts were also made to make comparison between current year with previous year and also compare situation in July-December 09 related to the period of July-December 08 to discern changes in investment in the recent past for monitoring the pattern of impact of global crisis and predicting the immediate future. It is strongly felt that there is a paucity of data on investment specially by sectors. Both direct and indirect indicators have been used to analyse the status of investment. We have used mainly the data base of Board of Investment (BOI), Dhaka Stock Exchange (DSE), Bangladesh Bank (BB) and Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) for our analysis. The paper is structured into five parts: I. Introduction, II. Status of Investment, III. Investment and Economic Growth Link and Investment Efficiency IV. Determinants of Investment, and V. Problems and Policy Options for future Development.

Findings

II. Status of Investment

1. Level of Gross domestic savings which has for a long period in recent past has fallen short of the required investment, but national saving (= domestic plus faring saucing) is much higher than domestic investment level of 24%. This surplus saucing could be translated into investment. If foreign income could be translated into productive investment, it would not be a big problem to reach a higher level of investment to reach 8% growth as projected by Government in Medium Term Budgetary Framework for 2013-14. But the hard reality is that the level of investment did not go beyond 24% in the last 5 years. There is a possibility of raising the investment level through proper institutional arrangement, policy support and intervention for translation of foreign savings. Simultaneously, our domestic saving needs to be increased through increasing income level and decreasing the consumption level. In the panorama of increasing trend of volume of investment as shown in fig.1, while private investment is on

sharp rise, public investment remained stagnated and tends to decline further and now public investment level is around 4% which is abysmally low given the size of the population and needs of infrastructural development. Share of public investment has declined from 36.11% in 1993-94 to 19.16% in 2009 i.e. declined by 16.95% point Contribution of public investment has declined from 31% during 1996-2000 to 7% during 2001-2006. Abrupt decline of share of contribution of public investment has been during 2007-09 when average share of contribution of public investment was highly negative (-66.1%) with slight improvement in 2009.Thus reversal of decay of contribution of public investment need to be seriously reviewed as a policy issue of the government. Such trend need to be revisited when it is proved that public investment is beneficial for improving overall investment climate and for sustained increase of investment level for achieving higher targeted growth of the economy.

2. Though macroeconomic stability is appreciable, its energy base and infrastructure could not be strengthened much. Political stability is yet to be deepened. Though banking sector is on a good setting is not inclusive one hampering the realization of potentials of increasing efficiency of use of material and human resources available in the economy. Projection regarding investment level need to be reviewed. Investment level got stabilized around 24% during the last five years and it is felt difficult to take it to the level of 30% within 4 years from present level of 24%.However, it is not unattainable given the high level of national savings. This is attainable if political stability gets consolidated, if energy problem could be resolved, if country remains free from the hazards of climate change and there is a smooth recovery of world economy from financial crisis. Again, there has been assumption lowering the incremental capital-output ratio to 3.8 from present level of 4. If incremental capital output ratio remains at present level, investment level must be 32% to achieve 8% growth. It seems to be a very hard option for projection of investment and economic growth. Under such scenario, huge resources are required and it is very unlikely that required investment resources will be timely available given the narrow tax base and thin capital market and unreliability of flow of foreign assistance and resources. Besides, there is a problem of poor quality of implementation of Annual Development Plan. In the circumstances, we have tried to revise the estimates and made projections of investment and economic growth upto 2020-21 (Table-2.1). Under the alternative scenario, growth target of 8% will be attainable in the year 2018-19 when investment level would be around 30% increased from 28% in 2013-14 and incremental capital output ratio would be around 3.75%. If incremental

Table 2.1 : Projections of Investment and Economic growth for 2010-2021-Alternative Scenario

Indicators	Target Growth Rate	Required Investment	Investment in Dollar Per 1% Growth (MTBF upto 2014 and 10%p.a. increase afterwards)	Incremental Capital output ratio	*Investment GDP ratio*
2009-10	6.0	24590.0	4098.3	4.0	*24.0*
2010-11	6.3	28152.6	4504.4	4.0	*25.0*
2011-12	6.7	33048.9	4957.3	3.9	*26.0*
2012-13	7.0	38198.4	5477.5	3.8	*26.5*
2013-14	7.1	44132.6	6211.3	3.8	*27.0*
Total and average during 2009-10-14	6.6	168122.4	5049.8	3.9	*25.7*
2014-15	7.4	50286.3	6832.4	3.8	*28.0*
2015-16	7.5	56367.1	7515.6	3.8	*28.5*
2016-17	7.6	63078.5	8267.2	3.8	*29.0*
2017-18	7.8	70568.6	9093.9	3.8	*29.5*
2018-19	8.0	80026.2	10003.3	3.8	*30.0*
2019-20	8.1	89129.2	11003.6	3.7	*30.0*
2000-21	8.2	99252.5	12104.0	3.7	*30.5*
Total and Average in 2014-15-2020-21	*7.9*	*508708.5*	*10094.4*	*3.8*	*29.4*

Source: Estimated by the Author.

capital output ratio becomes 3.8 and investment level reaches 27%, it is possible to attain 7% growth in the year 2013-14. As we predict, it is more achievable scenario than projected under MTBF of MOF.

3. Investment is composed of construction, plant and machinery, transport equipment and other equipment and material stock used for further production**.** In investment of Bangladesh, construction plays predominant role with share of as high as 79% of total investment. This is followed by plant and machinery constituting 14% which is 70% in US economy. Sector wise composition of investment reveals that that about half of the investment goes to construction sector. Other important sectors contributing to investment are transport, storage and communication, power, gas and water and sanitary services, agriculture and manufacturing.

On private-public divide, investment in manufacturing comes majorly from private sector. Investment in public administration is the area for public investment. Five most important sectors of public investment are construction, transport and storage, public administration including

defence, power and gas and mining and quarrying. As against this, five most important sectors of private investment are construction, manufacturing, transport and storage, agriculture and power and gas. Regarding investment effect of central government financing it was revealed that 60% ADP and 4% of Revenue expenditure and 30% of public expenditure are translated into investment. Household Investment was found concentrated mainly in trade, construction, transport, agriculture and manufacturing to some extent.

4. Total industrial investment projects as registered under BOI during July-December 2009 as compared to 2008 have increased in number (8%) and employment (6%), but decreased in terms of values of investment. However, local investment has increased both by number and values by 9.41% in number of units and 8.82% in Dollar values. Foreign investment experienced negative growth of -94%. Growth indicators of investment and employment in the last Quarter of 2009 are lagging far behind the July-December 2007 period in case of both local and foreign investment (Table-2.6.2). However, investment during July-December,07-July-November 09, has shown slight positive growth in case of local (2%) and foreign investment (0.21%). Employment during the period declined in both cases. Foreign direct investment experienced negative growth rate of-2.54% over the period July 08 to September 09. From February 09, foreign direct investment has gone down. Global financial crisis limiting external demand, power and energy shortages and Pilkhana incident in recent time may have affected to an extent the confidence of foreign investors. But there is no lack of interest among local investors despite external and local shocks. If there were no climatic change problem and if there is a global recovery in the middle of the year and if the power situation improves with sustainable political stability and improvement of law and order situation, investment confidence is predicted to grow.

5. Average size of Investment in 2009 is around 3.0 Million Dollars with 1.85 Million Dollars for Local investment and 16 Million Dollars for Foreign investment Projects. Average Size of investment has been growing highly (@10% p.a), in case of both local investment (9.5%) and foreign investment (10.5%). Average size of employment in 2009 was 199 for local investment and 219 in case of foreign investment. Strikingly, average size of employment in foreign investment has increased by 143%. This may be explained by increasing interest of foreign investors in medium scale labour intensive industries. In Local investment projects, average size of employment has decreased.

6. Labour capital ratio is 68 in 2009 as compared to 164 in 1991-92 i.e.

decreased by 5.01% p.a. Labour capital Ratio in Local investment projects, decreased from 223 in 1991-92 to 108 in 2008-09 i.e., by 4.3% p.a.(Fig.1). Labour capital ratio in case of foreign investment has been as low as 13 persons per million dollar investment in 2009 as compared to 39 in 1991-

Fig.1. Capital Labour Ratio in Different Types of Industrial Projects

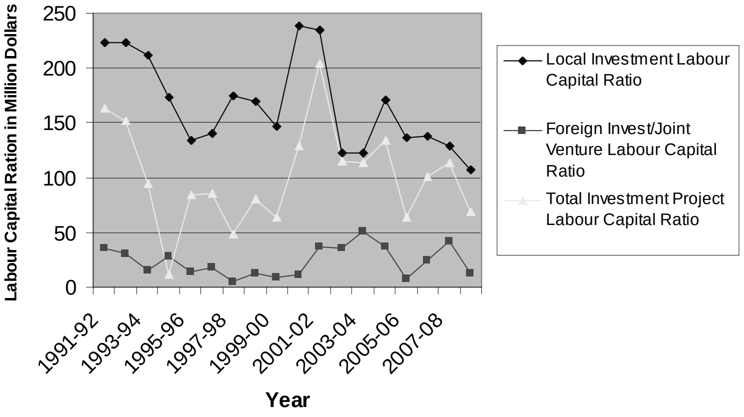

92 i.e. decreased by 5.7% p.a. labour capital ratio in case of foreign investment has been 10 times higher relative to local investment. This indicates that over time both local and foreign enterprises have been switching to capital intensive method of production and foreign investment is pursuing spectacularly higher capital intensive method of production.

Fig.2 Composition of Local Investment by Sectors in 2008-09

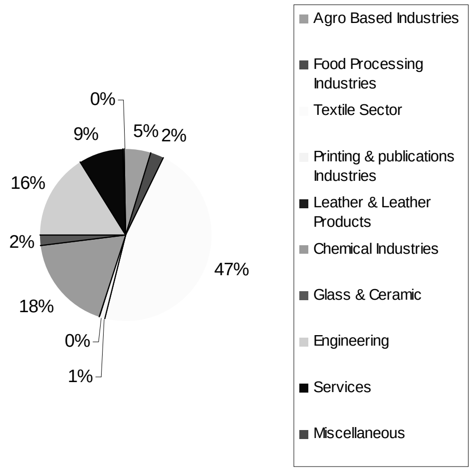

7. Sector wise manufacturing investment reveals that, textile is the predominant sector of domestic investment (40%) (Fig.2). During the period July-December08 and July- December 09, there has been considerable decline of investment in textile (22%) and glass and ceramics (91%), and there has been substantial increase of agro based (231%)and food processing industries (427%) , service industries (114%) and miscellaneous industries (31.4%). This is quite surprising that within a short span of time share of textiles has declined from 55% to 40%of total investment with decline of percentage point of -16%. It is notable that over

Fig.3 Sectoral Composition of Foreign Investment during 2007-09

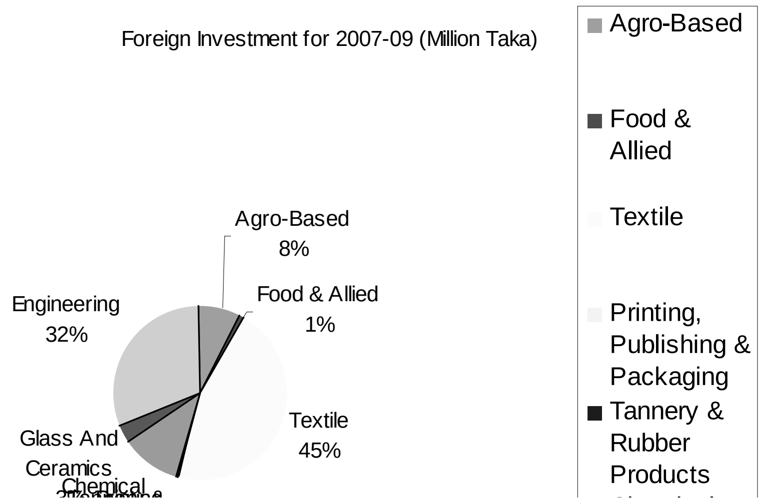

time, engineering and food industries have increased their share in investment. Sector wise, foreign investment is concentrated in textiles, chemical, engineering and agro based industries during 2007-09 (Fig.3). This composition is comparable with 2001 when foreign investment was concentrated in power, gas, cement and telecommunication sectors.

8. Actual flow of direct foreign investment is as low as 60 billion Taka though it has been increasing over time.Net inflow of portfolio investment has been negative in 2009 with an outflow of 18 billion Taka in one year. Cross country comparison shows that Bangladesh with 1.13% FDI to GDP ranks one of the lowest position even in Asia. Bangladesh is even far below the level of low income countries with FDI level of 3.5%, let alone global average of 7% FDI to GDP and 15% of high income countries. Domestic Foreign investment was 1086 Million US Dollar in 2008.Though inflow of domestic foreign investment was less in 2007 than previous year, in 2008,

Table 2.21 : Direct Foreign Investment in Bangladesh (Million Dollars)

Year	Total Year	Jan-June	July-Dec
2005	845.26	481.72	363.54
2006	792.48	381.07	411.41
2007	666.37	381.34	285.03
2008	1086.3	483.66	602.65
Change in 2008 over 2005 in %	8.71	0.13	18.33

Source: Adapted from the Data of Bangladesh Bank

it has increased a bit. FDI flow increased by 8.7 % in 2008 compared to 2005. FDI has grown from 0.2% in 2006 to 5% of total investment in the country in 2008. FDI level in 2009 got stagnated. Actual flows of foreign investment are found to consist of equity capital of 74% and reinvested capital of 22% and the rest 4% intra company loan. Foreign direct investment has grown by 28.52% in 2009 as compared to 2005.

9. Bangladesh has eight export processing zones (EPZs) for investment. EPZs have investment of 1434 Million dollars with accumulated export earnings of 16333 Million Dollars and employment to 218299 persons in 283 industries upto June 2008. Majority industries (83%) are located in Dhaka and Chittagong. Though EPZs have been functioning since 1984, investment here is still very low by any standard. Both export investment ratio and export labour ratio has increased. But Labour capital ratio has declined from 76 in 1984-90 to 9.1 in 2006-09. EPZ investment has been found highly export elastic but low labour elastic. Though labour capital ratio has been declining over time, labour intensiveness here is relatively higher than usual foreign investment. Export capita ratio is 11.4 and Labour

Fig.4. Export Capital and Labour Capital Ratio in EPZs during 1984-2009

capital ratio is 152 per Million Dollars with higher figures in Dhaka and Chittagong. EPZs of Bangladesh not only operate to set up export-oriented enterprises, they also assist in setting up both forward and backward linkage units both inside the zone and in the Domestic Tariff Area (DTA). Sector wise, investment in EPZs is composed of garments (28%), textiles (24%), knitting (9.85%), Garment Accessories (11%), Electronics (3.8%) and footwear (4%).

III. Investment and Economic Growth Link and Investment Efficiency

10. GDP and investment when made time invariant are found to be in the long run equilibrium relation as indicated in the results of cointegration test. Causality test result shows that investment leads to GDP rise while GDP rise does not necessarily lead to increase in investment in the short run at 5% level of significance. Investment has a positive significant impact on GDP at 5% level of significance in with coefficient of 0.375. The regression result implies that 10% increase in investment leads to increase of GDP by 3.8%. Incremental value added ratio is significant at 1% level of significance to bear on increase of GDP but with small coefficient. Private investment is found to have significant impact on GDP increase of 3.0% with increase of investment by 10%. Public investment's impact is only 0.5% with its10% increase, the result is insignificant though with positive sign. Economic growth is significantly dependent on level of private investment. ADP is though not significant has positive sign with large coefficient of 0.32. Impact of investment on GDP growth has thus not been found straightforward as expected. There has been found significant inverse relation between inflation and economic growth.

11. We have looked into the crowding out hypothesis of public investment on the basis of results of studies in different Countries. Under this hypothesis, it is maintained that higher public investment leads to a reduction in private investment. The arguments supporting crowding out effect are mainly three. First, government expenditure competes with private sector in the use of scarce resources. Second, increase in government expenditure may increase interest rate discouraging private investment. Third, if the crowding out hypothesis holds, cutting back public expenditure can stimulate private investment and results to be growth enhancing in two cases: either if public investment crowds out more than proportionately or by public investment is significantly less productive than private investment. As against this, there is a position that such argument neglects possible complementarity between public and private investment. The three gap models on adjustment with growth assume crowding in of private investment. Analysis of test results of

crowding-in versus crowding-out hypothesis in different countries may be made by reviewing the results of different study results in different regions and countries. Five types of results are distinct from different studies.

First, there has been straight crowding out effect of public investment.

Second type of results indicates crowding in of private investment because of public investment

Third type of study results show crowding in effect of infrastructure related public investment and crowding out effect of non infrastructure public investment.

Fourth type of results found results of crowding in effect on private investment in some countries and crowding out effect in case of other countries.

Fifth type of results shows that there is crowding out effect in the short run, but there is a crowding in effect in the long run in case of the same.

Though study results are different and inconclusive, majority of the studies in developing countries tend to establish the complementarity between public investment and private investment and positive impact of public investment on private investment and economic performance of the economy[ix]. If the crowding –in hypothesis holds, a rise in public investment would definitely increase domestic investment more than proportionately. In such a situation, shortage of public investment may decrease not only private investment but also affect economic performance of the economy. If the crowding-in hypothesis holds, a fiscal adjustment which reduces public investment implies a contraction in the fixed capital formation and slowdown of economic growth. Even if private investment is more productive than public investment, adjustment strategy should consider relationship between public and private investment. Neglect of complementarity between public and private investment may prove to be counterproductive, in as much as public sector provides positive externalities for private sector. Here channels are many and varied.

First, availability of economic and social infrastructures may create favourable conditions for private investment decisions by offering essential services to the production system both in the short run and long run. Second, higher public investment may lead to increments to total productivity. Third, public investment may lead to reductions in production costs through infrastructural facilities. And finally, public investments by increasing aggregate demand may give rise to profit and sales expectations so as to spur private sector to invest more. This is more important in case

resources remain underemployed as in developing countries. Regression results in our study on Bangladesh show that Public investment or ADP has significantly positive impact on private investment with large coefficient of 0.48 implying that with 10 % increase in public investment or ADP expenditure, there will be increase of 4.8% private investment. Aggregate demand has positive and significant impact on private investment (though with small coefficient of 0.08), and real interest rate has significant negative impact on private investment (with small coefficient of 0.09). The regression results show crowding in of private investment by increase of public investment, let alone crowding it out. Cointegration result shows that these two sectors are cointegrated in the long run and complementary to each other (Table-2.2).

12. There has been average growth of 6.2% over the last 5 years. However, contribution of industry to economic growth rate of the country has decreased in the last two years which seem to be ominous sign for future investment. In the development of the economy, role of industry has gone down from 36% in 2003-04 to 30% in 2009. Slowing down of three crucial sectors- manufacturing, power and construction sectors may seriously affect growth of investment of the economy in future. Marginal efficiency of investment as reflected in Incremental value added to capital and marginal return on investment is found at a modest level and remains at stagnated condition for the last many years. Capital intensity is found to increase gradually despite abundance of labour and scarcity of capital in the country. It is notable that while investment in volume and level show upward movement, its efficiency remains at stagnated condition with low elasticity though with significant positive sign as indicated in regression results. Though export has a positive role to play, its role is not manifested perhaps because of its small share in the economy. In a labour surplus situation, growth of physical labour force is not in a position to show significant impact on the growth performance though its role at present is more important than the physical capital. In this circumstances, labour quality need to be enhanced to have significant impact in augmenting the efficiency of investment.

13. In order to get some idea of efficiency of and return on investment, we have analysed performance of 257 public limited companies of private sector for the last 5 years[x]. As the results show, Profitability on paid up capital and equity has been on average 25% and 15% respectively during 2005-09. Profitability has been on increasing trend with change in 2009 over 05 by 19% and 8% respectively for paid up capital and equity. Net Asset value has been on average 494 Million Taka with change of 179% in 09 over 05.

Average profitability as well as net asset value has been more in service sectors than in industries sectors. It varies across sectors and by years. Subsectorwise, five sub-sectors of industries were found to show losses in one or other year of two fiscal years. They are engineering, jute textiles, cotton textiles, paper and printing and cements. Even among profit making sectors there are loss makers. However, in the loss making sectors, there are good profit makers as in cement and engineering. Three high profit making sectors were pharmaceuticals, fuel and power and footwear. In the service sectors, there is no trace out of loss making sub-sectors.

Average investment size in industry is around 773 Million Taka per enterprise. Investment size has been very high in case of cement (1114 Million Taka per enterprise) and fuel and power (3529 Million Taka on average per enterprise) in industries sector. Bank has the highest investment size among the service sectors. (3691 Million Taka per enterprise). Investment size in industry has increased by 88% in 2009 compared to 2008. Investment size has declined in paper and printing and ICT sectors. Service sector investment size has increased by 54%. Investment size of combined industries and services has increased by 82% in 2009 over 2008.

14. Main Source of Investment in the firms is found to be retained earning. Retained earning accounts for 60% of project capital and 57% of working capital. Small enterprises use the retained earnings most. Bank credit provides only 30% of new investment and 34% of working capital. Small enterprises get the lowest portion of bank credit among the groups. Trade credit also goes little to the small enterprises. Bank credit and trade credit are required most by the small enterprises whereas they get the least. As a result they are the highest user of informal sources for financing. Thus conceived myth that bank credit is the main source of investment does not correspond to realities of financing investment.

15. Business confidence has been rising despite stagnant investment in the country. Business confidence is growing in the country as companies see increased profits and more employment in the fourth quarter although overall investment remains stagnant. A study result shows that majority of entrepreneurs believe that they would perform better or the same in coming months. Majority of the companies are confident that they would enjoy higher profit and create more jobs in future months. However, private investment is still in a state of stagnation, as companies are taking time on new projects or expanding the existing ones. Investment still remains far off expectations and stagnant. The shortage of gas and power and the global recession are reported the main reasons behind this stagnation. Business

confidence depends upon not only on economic factors but also on the spirit of the entrepreneurs to face the crisis situation. The government has taken a number of infrastructure projects and implementation of these projects is likely to improve the investment climate. Quality public spending and investment are needed to boost local economy. Power generation and gas exploration are the top most priorities of the government to increase the business confidence. Although Bangladesh has survived the first phase of the global recession, there are now signs that the economy could face full brunt of the meltdown. A decline in non-RMG exports and return of Bangladeshi workers from some countries and decline of volume and value of exports of garments in recent months should be taken as a cautionary signal for the future.

IV. Econometric Exercises on Determinants of Investment

16. Methodological Procedure

Since investment is determined by both demand and supply conditions we have picked up most important demand and supply side variables. Among the demand side variables, the most important variable is Gross domestic product which includes both domestic demand and export demand. Increase of aggregate demand as Keynes emphasised, is important for inducing investment. From supply side, real interest rate and access to credit are considered the most important variables. Besides, Annual Development Expenditure has important influence in providing opportunities for investment.Sometimes, market economy operations lead to inefficient macroeconomic outcomes and hence requires active policy interventions and responses by the public sector, including monetary policy and fiscal policy of the government to stabilise output growth.

Thus the forces that influence investment are usually four:

i. Demand for the output produced by new investment,
ii. Cost of investment,
iii. Macroeconomic Policy Interventions of the government and quality and quantity of government spending,
iv. Global Economic conditions affecting the economy, and
v. Expected returns on investment and expectations, and confidence about the state of the economy.

It is notable that investment may not increase due to increased demand if there is substantial unutilised capacity in the country. Thus in the short run, link between investment and demand may not be so visible always as predicted.

We have made econometric exercise on investment with respect to its determinants. Procedure of the econometric exercise was as follows. First step was to make stationarity test. Most of the variables were found non-stationery and had unit root at their level. We have adopted Advanced Dickey Fuller (ADF) test[xi] for the purpose of testing stationarity. The critical values for the test are given by Mackinnon[xii]. We have made transformation of the non-stationery series in the form of differencing. They are found stationery at first difference and were suitable for regression analysis. We have shown the results of unit root tests in Table-4.1. We have tested serial correlation of Investment which was used as dependent variable for our exercise.

At second step, we have attempted for regressions following Ordinary least square method. The results of regression of first difference of log of Total investment and Private investment were given in Tables-4.2. and 4.3. At third step, we have gone for testing cointegration (Trace Test and Maximum Eeigen test) in between private and public investment and in between GDP and investment (Table-4). At fourth step, we have gone for error correction model (Vector Regressive Model) to depict short run and equilibrium relationship among the variables related to investment.. For testing direction of causality of long term relationship, we have gone for granger causality test.

V. Empirical Results of Econometric Exercises

17. Results of Unit Root Tests

We have given results of unit root tests after necessary transformation of the series used in the econometric exercise. Almost all the variables required first differencing for attaining stationarity. Only variables which were found stationary at level I (0) were Real Interest rate, Incremental Value Added to Capital Ratio and GDP deflator (Table-4.1). The Unit roots test indicate the presence of unit roots in the original series of total investment, private and public investment and GDP. The results further suggest that first differencing removes these unit roots implying that these variables are first difference stationary i.e. I(1).

18. Analysis of Determinants of Investment- Regression Results

Regression results (Table-4.2 and Table 4.3) indicated that real interest rate has significant impact on investment. Its negative sign indicates that with reduction of real interest rate, investment would be boosted in as much as real cost of capital would be reduced and profit margin would increase.

Table 4.1 : Results of Unit Root Test: Augmented Dickey-Fuller Test Results of the Variables

Variable	Definition of Variable	Observed T-Value	Theoretical or Critical T - Value: 1% Level	5% Level	10% Level	Proba bility	Decision
LOGINVES1	First Difference of Log of Total Investment	-6.95	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
Logpriv1	First Difference of Log of Private Investment	-4.67	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
Logpui_1	First Difference of Log of Public Investment	-24.34	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
Logsav_1	First Difference of Log of savings	-6.89	-3.65	-2.95	-2.62		Stationary
LNGDMOF1	First Difference of Log o GDP	-7.85	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
logexp1	First Difference of Log of Exports	-6.16	-3.64	-2.95	-2.61	0	Stationary
LNNEXPGD1	First Difference of Log of Non export GDP	-7.74	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
logdef_1	First Difference of Log of GDP Deflator	-6.55	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
LOGMPTD_1	First Difference of Log of import in Million Dollars	-6.37	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
Logdde_1	First Difference of Log of domestic demand	-5.81	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
Logcre_1	First Difference of Log of Credit	-5.88	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
Logpubcr_1	First Difference of Log of Credit to Public Sector	-5.65	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
Logpricr_1	First Difference of Log of Credit to the Private Sector	-6.18	-3.69	-2.97	-2.63	0	Stationary
Logcap_1	First Difference of Log of Capacity to Import	-6.28	-3.65	-2.95	-2.61	0	Stationary
Logadp_1	First Difference of Log of ADP Expenditure	-4.91	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
GDPGR1	First Difference of Log of Growth of GDP	-6.204	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
Logremi_1	First Difference of Log of Remittance	-4.92	-3.65	-2.96	-2.61	0	Stationary
INCVACPC	First Difference of Log of Incremental benefit to Capital	-31.08	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
INVSGD_1	First Difference of Log of Savings GDP ratio in %	-5.75	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
Realintl	Level of Real Interest Rate	-15.87	-3.63	-2.95	-2.61	0	Stationary
Lnreintl	Log of Level of Real Interest Rate	-3.57	-3.69	-2.97	-2.63	0	Stationary
Lnreintl_1	First Difference of Log of real interest rate	-5.91	-3.67	-2.98	-2.63	0	Stationary

With 10% reduction of real interest rate there will be 0.6% increase of investment demand. Access to credit has a large positive coefficient and is significant at 5% level of significance. The results indicate that with 10% increase in the credit supply, there will be increase of investment by 4.7%. Contrary to our expectation, GDP could not show any impact on investment. It might be possibly because there is a huge underutilsed capacity in the economy, and when there is increased demand, it encourages utilization of existing capacity rather than investment for new capacity at least in the short run. Second possibility is that there is a multicollinearity in between credit and GDP (0.66). Same type of result was found by Sultan Hafizzur Rahman and Shilpi (1996) in their work in the mid nineties. In their studies, there was not found significant impact of GDP on investment while credit was found to have significant impact on investment. If we drop credit, coefficient of GDP with positive sign increases but its impact on investment could not attain the acceptable level of significance. Such result does not conform the result of Ezazul Islam and Nurnahar Begum (2005) where they have shown significantly positive impact of GDP but insignificant negative impact of real interest rate on investment. Regression results of private investment (Table-4.4) show that coefficient with respect to GDP is significantly positive. But the coefficient is very small indicating inelasticity of investment with respect to GDP. Impact of Annual Development expenditure is found to have a large impact on private investment with positive sign, with high coefficient at 3% level of significance. The result shows that investment demand will increase by 4.8% with the increase of 10% increase in ADP expenditure.

19. Results of Cointegration Tests

Since total investment, private investment, public investment and GDP variables are I(1), then it is necessary to set out cointegration tests to determine whether there exist a stable long run relationship between private investment and public investment and investment with GDP in Bangladesh. We relied on Johansen's approach[xiii] to establish the cointegrating vectors. The results are presented in Table-4.5. Table 4.5 gives the complementary versions of the same test namely, the maximum eigenvalue and trace tests of Johansen and Juselius (1990) to determine the cointegration rank r. Both the tests suggest that there is one cointegrating relationship between private investment and public investment and total investment. This result demonstrates the existence of long run relationship between private and public investment. This means that increase of public investment will have impact on private investment. Similarly, Table 4.6 gives the complementary

Table 4.2 : Regression Results, Dependent Variable: LOGINV_1, Model Type: Ordinary Least Square (OLS)

	Eq.1		Eq.2		Eq.3		Eq.4		Eq.5	
Explanatory Variables	Coeffi -cients	T-Value	Coeffi -cients	T-Value	Coeffi -cients	T-Value	Coeffi-cients	T-Value	Coeffi-cients	T-Value
C	0.052	2.499 (0.018)	0.123	1.796 (0.083)	0.053	2.641 (0.013)	-0.52055	-3.36 (0.002)	0.06	2.80 (0.008)
REALINTL	-0.006	-3.56 (0.001)			-0.006	-3.4 (0.002)	-0.0081	- 5.19(0.0)	-0.0049	-2.70 (0.01)
LOGCRE_1	0.401	2.481 (0.019)	0.473	2.161 (0.039)						
LNGDMF1	-0.088	-0.456 (0.65)	-0.155	-0.880 (0.386)	0.086	0.597 (0.55)	0.0655	0.5298 (0.60)	0.24	1.62 (0.11)
LNREINTL			-0.061	-1.95 (0.06)						
LOGADP_1					0.359	2.927 (0.006)	0.5171	4.5735 (.000)		
LOGM2							0.04690	3.719 (0.0008)		
R-squared	0.323		0.412		0.363		0.5649		0.1927	
Adj. R-squared	0.260		0.350		0.304		0.50699 5		0.14382	
Durbin-Watson	2.300		1.144		1.951		2.64293 4		2.171	
F-statistic	5.089 (0)		6.552 (0.002)		6.085 (0)		9.741 (0.00004)		3.94 (0.03)	
Log likelihood	31.449		31.944		32.553		37.82405		28.282	
Akaike info crite	-1.525		-1.746		-1.586		-1.875660		-1.4045	
Schwarz criterio	-1.349		-1.563		-1.410		-1.653467		-1.2726	

Table 4.3 : Regression Results, Dependent Variable: LOGINV_1 (Contd.)

	Eq.6		Eq.7		Eq.8		Eq.9	
Explanatory Variables	Coeffi -cients	T-Value	Coeffi-cients	T-Value	Coeffi-cients	T-Value	Coeffi-cients	T-Value
C	0.052 5	2.1181 (0.043)	0.092095	1.797 (0.085)	0.04996 0	2.335 (0.026)		
REALINTL					-0.006385	-3.5158 (0.0014)		
LOGCRE_1			-0.06025	-0.31221 (0.758)	0.399063	2.431 (0.021)		
LNGDMF1	0.0333 35	-0.215386 (0.83)	-0.00585	-0.039 (0.968)	-0.087680	-0.4501 (0.655)		
LNREINTL			-0.01692	-0.80 (0.43)				
LOGADP_1	0.3372 69	2.86 (0.008)	0.32523	3.185 (0.004)				
Tradopen					0.001833	0.391 (0.69)		
LOGM2								
Rexrate_1	0.6584 89	-2.97 (0.006)	-1.05474	-5.829 (0)				
Logremi_1	0.1153 44	1.83 (0.078)	0.28920	4.51 (0.0002)				
R-squared	0.4854 67		0.732156		0.326310			
Adjusted R-squared	0.4119 62		0.66228		0.239382			
Durbin-Watson stat	2.591066		1.831767		2.322348			
F-statistic	6.60 (0.0007)		10.478 (0.000013		3.75 (0.013)			
Log likelihood	39.06085		47.37403		31.54			
Akaikeinfo criterion	2.0642 94		-2.6916		-1.474329			
Schwarz criterion	1.837550		-2.36466		-1.254396			

Table 4.4 : Regression of Log of Private Investment ,at first level Difference (Logpri_1)

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-1.03235	-2.34555	0.0266
LNREINTL	-0.09257	-2.32759	0.0277
LNGDM_1	0.087855	2.932128	0.0068
LOGPRIcr_1	0.014846	0.068347	0.946
LOGADP_1	0.477294	2.285878	0.0303
R-squared	0.471706	Mean dependent var	0.063921
Adjusted R-squared	0.39344	S.D. dependent var	0.15196
S.E. of regression	0.118349	Akaike info criterion	-1.28775
Sum squared resid	0.378177	Schwarz criterion	-1.05873
Log likelihood	25.60403	F-statistic	6.026968
Durbin-Watson stat	1.545808	Prob(F-statistic)	0.001337

versions of the same tests to determine the cointegration rank r. Both the tests suggest that there is one cointegrating relationship between investment and GDP. This result demonstrates the existence of long run relationship between investment and GDP. This means that increase of investment will have impact on GDP.

20. Results of Vector Error Correction Model for Direction of Causality

Though there is a long run relationship between the variables as in cointegration tests, however, in the short run, they may drift apart i.e. there may be disequilibrium. Therefore, the error term has been treated as the equilibrium error, which is used to tie the short run behaviour of the variables. The error correction mechanism first used by Sargan and later popularized by Engle and Granger[xiv] corrects for disequilibrium. Therefore, Error-Correction Models (ECM) are applied to explore the direction of causality. The results of error correction model (Table-4.7) provides unidirectional causality from public investment to private investment. Equilibrium error in private investment is 0.43 while equilibrium error in public investment is –0.065 which means that they are to correct respectively 44% and 7% deviations from long run equilibrium each year. Thus private investment is in both long run and short run equilibrium relation, while public investment is in only long run equilibrium but not in

Table 4.5 : Results of Cointegration between public and Private

Sample (adjusted): 8 38
Included observations: 31 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LOGINV_1 LOGPRIV1 LOGPUI_1
Lags interval (in first differences): 1 to 4
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized		Trace	0.05	
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None *	0.573675	38.65816	29.79707	0.0037
At most 1	0.320082	12.22899	15.49471	0.1463
At most 2	0.008662	0.2697	3.841466	0.6035

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized		Max-Eigen	0.05	
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None *	0.573675	26.42917	21.13162	0.0082
At most 1	0.320082	11.95929	14.2646	0.1122
At most 2	0.008662	0.2697	3.841466	0.6035

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Table 4.6 : Cointegration test of Investment and GDP

Sample (adjusted): 7 38, Included observations: 32 after adjustments
Trend assumption: Line ar deterministic trend
Series: LOGINVES LNGDMOF, Lags interval (in first differences): 1 to 4
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized		Trace	0.05	
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None *	0.694139	39.22132	15.49471	0.0000
At most 1	0.040211	1.313342	3.841466	0.2518

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegra tion Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized		Max-Eigen	0.05	
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None *	0.694139	37.90798	14.26460	0.0000
At most 1	0.040211	1.313342	3.841466	0.2518

Max-eigenvalue test indicates 1 co integrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

short run equilibrium. There prevails bidirectional causality between investment and GDP at 5%.level of significance which means that short run changes in investment causes changes in GDP and vice versa (Table-4.8). Equilibrium errors are -0.56 and -0.81 respectively signifying that 56% deviations from long run equilibrium in case of investment and 81% deviations from long run equilibrium in case of GDP are corrected each year. Thus both total investment and GDP are in both short and long term equilibrium relation. Similarly, there prevails bidirectional causality from private investment to GDP and vice versa in the short run because both of them have significant coefficient. Private investment corrects 43% deviations and GDP corrects 61% deviations from long run equilibrium. Thus both private investment and GDP are in both long run and short run

Table 4.7 : Vector Error Correction Estimates for relation between Public Investment and Private Investment

Sample (adjusted): 8 38, Lag=4
Included observations: 31 after adjustments

Error Correction:	D(LOGPUI_1)	*D(LOGPRIV1)*
CointEq1	-0.065552	*0.435096*
	[-0.43348]	*[2.49966]*
D(LOGPUI_1(-1))	-0.997185	*-0.311996*
	[-4.70317]	*[-1.27844]*
D(LOGPUI_1(-2))	-0.629887	*-0.093198*
	[-2.55732]	*[-0.32874]*
D(LOGPUI_1(-3))	-0.192687	*0.227665*
	[-0.96910]	*[0.99479]*
D(LOGPUI_1(-4))	0.094783	*0.113885*
	[1.49912]	*[1.56490]*
D(LOGPRIV1(-1))	-0.114279	*0.085958*
	[-0.45716]	*[0.29875]*
D(LOGPRIV1(-2))	0.141872	*0.200408*
	[0.69158]	*[0.84874]*
D(LOGPRIV1(-3))	-0.141898	*-0.010534*
	[-0.88904]	*[-0.05734]*
D(LOGPRIV1(-4))	-0.285137	*0.146402*
	[-2.34762]	*[1.04722]*
C	-0.007845	*-0.008766*
	[-0.41624]	*[-0.40407]*
Adj. R-squared	0.724586	*0.565431*
F-statistic	9.769665	*5.337097*
Log likelihood	33.92769	*29.56753*
Akaike AIC	-1.543722	*-1.262421*
Schwarz SC	*-1.081145*	*-0.799844*

Note: Figures in Parenthesis indicate T-Value

Table 4.8 : Vector Error Correction Estimates of Total investment and GDP

Sample (adjusted): 6 38, Included observations: 33 after adjustments
t-statistics in [ ]

Error Correction:	D(LOGINV_1)	*D(LNGDMF1)*
CointEq1	-0.559973	*-0.813818*
	[-3.91136]	*[-7.09970]*
D(LOGINV_1(-1))	-0.341133	*0.522368*
	[-2.08299]	*[3.98375]*
D(LOGINV_1(-2))	-0.006997	*0.233407*
	[-0.04684]	*[1.95159]*
D(LNGDMF1(-1))	0.277956	*0.195863*
	[1.23382]	*[1.08588]*
D(LNGDMF1(-2))	-0.095935	*0.038178*
	[-0.73387]	*[0.36476]*
C	0.010122	*0.011011*
	[0.56956]	*[0.77384]*
R-squared	0.657245	*0.811042*
Adj. R-squared	0.593771	*0.776050*
Sum sq. resides	0.278109	*0.178283*
S.E. equation	0.101491	*0.081259*
F-statistic	10.35467	*23.17777*
Log likelihood	31.98316	*39.31973*
Akaike AIC	-1.574737	*-2.019377*
Schwarz SC	*-1.302645*	*-1.747285*

equilibrium relation. Relation between Public investment and GDP is unidirectional from former to the later but not vice versa. Significant and positive coefficient of GDP indicates that change in public investment causes change in GDP.GDP corrects 55% deviations and public investment corrects 33% deviations from long run equilibrium. Thus GDP is in both short run and long run equilibrium relation while public investment is only in long run equilibrium relation but not in short run relation.

21. Results of Granger Causality

When two series are found cointegrated, the absence of causal relationship between them is ruled out in the error correction framework, while such a possibility exists in the Granger causality test. That is why Granger causality[xv] has been employed to examine the direction of causality. Under granger causality test both total investment and GDP have bidirectional

causality though investment to GDP is much stronger than the other way relation (Table-4.9). Public investment and GDP are found in bidirectional causality while under error correction model it was a unidirectional causality from public investment to GDP. There is no long run equilibrium relation between private investment and GDP. This result is quite different from cointegration test result and error correction model result where they were having bidirectional causality both in the short and long run. Total investment has unidirectional causality to non export GDP but not vice versa though later has unilateral causality to public investment. Granger causality test results do not show any long term causal direction between public and private investment though private investment is found to bring changes in total investment. Total investment has unilateral causality to ADP. Cost of Investment i.e. real interest rate has bidirectional causality with private investment and total investment. Real interest has also unilateral causality to GDP, specially non-export GDP. Private credit has unidirectional causality to total investment and private investment. Private credit has unidirectional causality to private investment and bidirectional causality with public investment. Total credit has bidirectional causality with public investment and ADP. Private investment has bidirectional causality with imports. Remittance has no significant relation with investment though it has unidirectional causality to GDP.ADP has bidirectional causality with total credit and private credit. ADP has bidirectional causality with remittance. Total investment has bidirectional causality with foreign aid which has unidirectional causality to public investment in Bangladesh. Import and investment are in bidirectional causality. All these indicate that credit, real interest rate, aggregate demand (GDP), foreign aid and capacity to import have been found to have expected impact with expected sign as important determinants of investment in Bangladesh. Remittance has though positive impact on GDP and ADP, has no significant relation with investment. One of the important results is that there has been circular causation of variables in making relation, and channels of circular causation need to be investigated for better understanding of the determination of investment.

22. Estimation of threshold level real lending interest rate

We have estimated the threshold level real lending interest rate for Bangladesh. The threshold level of interest rate (K) would indicate a level above which real interest rate would affect investment. Real interest rate (Reintl) is stationery I(0)at level and log of investment is stationery at first level of difference I(1) (loginvest_1). The regression equation is semi

Table 4.9 : Results of Causality Tests: Pairwise Granger Causality Tests, Sample: 1 36, Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability	Type of Relation
LNGDMF1 does not Granger Cause LOGINV_1	34	2.61307	0.09049	Relation at 10%
LOGINV_1 does not Granger Cause LNGDMF1		5.1866	0.01187	Strong
LOGPUI_1 does not Granger Cause LNGDMF1	34	20.0803	3.40E-06	Strong
LNGDMF1 does not Granger Cause LOGPUI_1		3.69426	0.03722	Strong
LOGPRIV1 does not Granger Cause LNGDMF1	34	0.81271	0.45351	No
LNGDMF1 does not Granger Cause LOGPRIV1		1.14533	0.33209	No
LNNEXP_1 does not Granger Cause LOGINV_1	34	2.26082	0.12234	No
LOGINV_1 does not Granger Cause LNNEXP_1		5.20226	0.01173	Strong
LOGEXP_1 does not Granger Cause LOGINV_1	34	0.17866	0.83731	No
LOGINV_1 does not Granger Cause LOGEXP_1		0.93704	0.40333	No
LNNEXP_1 does not Granger Cause LOGPUI_1	34	3.53598	0.04225	Strong
LOGPUI_1 does not Granger Cause LNNEXP_1		21.0498	2.30E-06	Strong
LOGADP_1 does not Granger Cause LNGDMF1	34	7.26853	0.00276	Strong
LNGDMF1 does not Granger Cause LOGADP_1		1.24195	0.30373	No
LOGPRIV1 does not Granger Cause LOGINV_1	34	2.54496	0.09587	Relation at 10%
LOGINV_1 does not Granger Caus e LOGPRIV1		0.89673	0.41891	No
LOGPUI_1 does not Granger Cause LOGINV_1	34	1.67208	0.21	No
LOGINV_1 does not Granger Cause LOGPUI_1		1.69921	0.20	No
LOGPUB_1 does not Granger Cause LOGPRI_1		0.56077	0.57684	No
LOGPRI_1 does not Grang er Cause LOGPUB_1		0.09977	0.90536	No
LOGCRE_1 does not Granger Cause LOGINV_1	34	0.04503	0.95	No
LOGADP_1 does not Granger Cause LOGINV_1	34	0.41625	0.66339	No
LOGINV_1 does not Granger Cause LOGADP_1		2.53738	0.09649	Relation at 10% level
LOGFAID does not Granger Cause LOGINV_1	34	3.05816	0.06236	Relatio at 10% level
LOGINV_1 does not Granger Cause LOGFAID		4.4242	0.02104	Strong
LOGINV_1 does not Granger Cause LOGCRE_1		3.22661	0.05	Strong
LOGPRICR_1 does not G ranger Cause LOGINV_1	32	9.3469	0.00082	Strong
LOGINV_1 does not Granger Cause LOGPRICR_1		1.30722	0.28715	No
LOGPRICR_1 does not Granger Cause LOGPRIV1	32	4.12578	0.02732	Strong
LOGPRIV1 does not Granger Cause LOGPRICR_1		1.68808	0.20381	No
LOGPUI_1 does not Granger Cause LOGCRE_1	34	6.26441	0.00548	Strong
LOGCRE_1 does not Granger Cause LOGPUI_1		3.75591	0.03544	Strong
LOGMPTD_1 does not Granger Cause LOGCRE_1	34	4.88007	0.0149	Strong
LOGCRE_1 does not Granger Cause LOGMPTD_1		2.98279	0.06637	Strong
LOGPRICR_1 does not Granger Cause LOGPUI_1	32	9.16457	0.00092	Strong
LOGPUI_1 does not Granger Cause LOGPRICR_1		3.25142	0.0543	Strong
REALINTL does not Granger Cause LOGINV_1	34	4.54272	0.01922	Strong
LOGINV_1 does not Granger Cause REALINTL		3.28116	0.05193	Strong
LNREMI_1 does not Granger Cause LOGINV_1	31	1.54241	0.23281	No
LOGINV_1 does not Granger Cause LNREMI_1		1.577	0.22572	No
LOGMPTD_1 does not Granger Cause LOGPRIV1	34	2.66243	0.08679	Relation at 10%
LOGPRIV1 doe s not Granger Cause LOGMPTD_1		2.45512	0.10351	Relation at 10% level
LOGMPTD_1 does not Granger Cause LOGINV_1	34	0.22772	0.79776	No
LOGINV_1 does not Granger Cause LOGMPTD_1		1.83411	0.17781	No

logarithmic. The equation to estimate threshold level of interest rate has been in the following conditional form:

Loginvest_1=?0+?1Reintl+ ?2D(Reintl-K)+Ut

Dummy variable D is defined as D=1 if Reintl>K, otherwise= 0 if Reintl=?6

Ut is the random term which represents measurement error in the explanatory variables.

The coefficient of dummy variable (?2) measures the effect of real interest rate on investment when it is greater than assumed structural break and opposite for the real interest rate(?1).In the above model, the sum of the two coefficients (?1+ ?2) represents the annual growth of investment if interest rate is doubled. By estimating values of K which is chosen in ascending order, the optimal value K is obtained by finding the value which maximizes the R squared from the respective regressions. The process requires the estimation several times for different values of K. By using Ordinary Least Squares (OLS) and considering value of R-squared, estimated results have been found out. From the estimated results, it is observable that at low threshold level of interest rate, there is statistically insignificant relationship at 5% level between the dummy of threshold level of interest rate and investment growth (Table-4.10). As K increases, starting from 4%, a statistically significant relationship is observed between investment and dummy of threshold interest rate which continues upto 7% after which relation becomes insignificant and R squared becomes lower. In the estimation process, the threshold level is observed at 7% level where the R squared is maximized i.e. residual of sum of squares (RSS) is minimized. Interest rate above 7% does not induce investment while interest rate below 7% though induces investment, its influence is acceptable at 5% level of significance at threshold level of 6%. When it is below 6%threshold level, impact of dummy threshold level is not acceptable at 5% level of significance. From the above results, it is clear that interest rate above 7% will not have a significant impact on investment, rather will have adverse effect in course of time. Thus threshold level of interest rate can be established at 7%. with threshold level of inflation of 6% ,threshold level of nominal lending rate should not exceed 13%.This finding is important for interest rate policy formulation. Interest rate determination need to be adjusted with inflation rate for acting as proper stimuli of investment. This provides adequate ground for further policy intervention for lowering interest rate in Bangladesh.

Table 4.10 : Results of Interest responsive Investment function with structural Break Term Dependent Variable: loginvestment (-1)

K=Real Interest Rate	Variables	Coefficients	T-Statistic	Probability	F value	Adjusted R Squared
4%	C	0.146	3.29	0.002	4.365(0.02)	0.161
	Real Interest Rate	-0.014	-2.4	0.02		
	D1kdifin	0.012	1.84	0.075		
5%	C	0.16	3.22	0.003	4.5 (0.018)	0.167
	Real Interest Rate	-0.016	-2.46	0.019		
	D2kdifin	0.013	1.9	0.065		
6%	C	0.183	3.2	0.003	4.73 (0.06)	0.176
	Real Interest Rate	-0.018	-2.51	0.017		
	D3kdifin	0.015	2.009	0.053		
7%	C	0.218	3.165	0.003	5.2(0.01)	0.193
	Real Interest Rate	-0.021	-2.64	0.013		
	D4kdifin	0.018	2.19	0.036		
8%	C	0.056	1.278	0.21	2.55(0.09)	0.081
	Real Interest Rate	-0.004	-1.844	0.07		
	D4kdifin	0.023	0.469	0.64		

Source: Estimated by the Author

23. Quantity and Quality of Public Spending and Implementation of Annual Development Programme

Government expenditure has remained on average 14.6% for the last 15 years with growth of 5.85% p.a. Revenue expenditure has grown by 9.15% while ADP expenditure has grown by 2.21% p.a. Share of ADP expenditure to total budget has decreased from 46% in 1994-95 to 24.43% in 2008-09 i.e. by 21.6% points. Proportion of ADP to GDP has declined from 6.64% to 3.74% i.e. by 2.9% points. Decline of share of development expenditure in total government expenditure may affect development of infrastructure and may hamper private investment and consequently economic growth of the country.

In terms of implementation of ADP, situation remains very frustrating with 29% implementation of ADP in the last six months despite some improvement in 2009-10 as compared to 2006-07. Such overwhelming underutilisation of ADP in the first six months has been the usual feature over the years which would affect the quality of implementation of ADP in as much as there is a heavy pressure of quick spending in the second half of the year. High speed of spending of money would definitely bear upon the quality of spending. Government has to get away with this situation with

measures of preparedness for quality implementation of ADP. Main items of ADP expenditure are transport, education, power, rural development, and health.

24. **Quality and volume of Import -Opening and Settlement of LC and Import Structure**

Imports reflect the capacity to invest. There has been negative change of imports during July-November, 09 over the same period of previous year. Item wise, intermediate goods and capital goods which are important component of investment showed negative changes.

Capital machinery import grew by 1.7% during July-November,09 as compared to negative growth of 5.5% in 2008 in the same period. Capital machinery import was in unfavourable situation in July and October, but showed impressive performance in November making the machinery import positive one during the last five months of the year. This reflects some positive tendency of investment in the economy in recent months despite global economic crisis and internal problems of power shortages and poor governance in different sectors.

Opening LCs reflect the investment activism and as such a good proxy for investment climate. During July December, 2009, opening of LCs has changed by 17.57% over July-December 08. Growth of opening of LCs during July December, 2009 has declined by -1.18% as against growth at-8.06%. Growth of Opening LCs in July December, 2009 is greater by 6.88% as compared to earlier period. Growth of opening LCs got momentum from the month of October and increased by 41% in December,09. There has been negative change of settlement of LCs during July-December,09 over the previous period. It is observable that though all the months of later half of year 09 showed negative change of settlement of LCs, December month showed positive change by 35%. Growth of settlement during July-December,09 was positive figure of 3.61% as against negative growth of -3.95% indicating the positive increase of growth of settlement of LCs by 6.58% in the latter period.

During July-November,09 there has been positive increase of capital machinery and other industrial goods, and total LC opening during July-November, 09 relative to earlier corresponding period. There has been negative growth of opening of LCs for petroleum and industrial raw materials during this period as compared to previous period. It is notable that there has been substantial decline of price of petroleum and industrial raw-materials during the year 2009 as compared to 2008 and this decreased price might have affected the value of opening LCs for comparison between

the two periods on the items under review. Regarding settlement of LCs, most of the items except food grains had negative growth during July-November,09.

25. Access to credit

Access to credit in times of need in adequate quantity and on easier terms and low interest rate are the two big stimuli for investment expansion. Domestic credit at the end of December, 2009 increased by 13.7% in over December 08. Domestic credit constituted 45% of GDP in 2008-09. Total domestic credit though increased during July-December 09 by 4.88%, declined by 3.97% compared to the same period in 08. Distribution of domestic credit is characterized by the fact that 78.4% of credit goes to private sector in December 09 increased from December 08 by 3%. Credit to government sector has declined by 11.6% during July-December,09 though decline in loan disbursement to government has been more in the same period of previous year by 2.84%.Credit to other sector had positive growth during July-December, 09 has decreased from the same period of previous year. Credit to private sector has persistently increased during the period of July–December 09 by about 9% and increased by 2% over the growth of the same period of previous year. Government reduced its dependence on banking system and increased the borrowing from the public. Declining bank borrowing by the government and prevailing excess liquidity in the banking system has reduced the possibility of crowding out effect of public investment on private investment.

26. Size of classified loan is still very large constituting Tk. 63138 million i.e. 10% of outstanding loan though there has been some decline of its size in Sept 09 over Sept 08. Bank type wise, classified loan of NCBs declined by 17% in Sept 09 compared to Sept 08 but the largest classified loan still belongs to this group of banks (51%). This is followed by PCBs in generating high classified loan (31%). Surprisingly, high increase of classified loan occurred in FBs (50%) during the Sept 08-Sept09. All these reflect the unsatisfactory situation of risk management in different banks in the period under review. Share of over-dues is around 53% in large industries followed by medium industries (34%) and small industries (13%). Overdues to outstanding term loan to industries constitute 12% with increasing trend with decreased sizes. While overdues to outstanding in large industries constitute 10%, in medium industries, figure is 17% and in small industries, it is 24%. This indicates the possibility of increased cost of risk management in smaller industrial enterprises. However, major portion (87%) of overdues of total overdues of the country remain with large and medium scale industries. Classified loan in industry as a proportion of

outstanding is (12%) greater than overall proportion of classified loan in the economy. All this reflects relatively greater problem of risk management in industrial loan.. Growth of in SME loan (4.6%) was much lower than overall growth of loan(11.65%).This indicates that there still remains strong bias against SME loan despite rhetoric proclamation for the same.

27. There was an enormous amount of excess liquidity in the banking system. The banks in October, 2009 had an excess liquidity of Tk. 351100 million against Tk.347620 Million as end of June,09. High excess liquidity was found in case of Nationalised Commercial Banks and Foreign Commercial Banks. This situation of constant surplus liquidity necessitates creation of effective demand for credit at lower costs. Investors need to be allured to use these funds for productive investment. Lowering interest rate and ensuring reliable supply of power and energy may be given top priority for creating congenial environment for investment of such excess liquid funds.

28. Highly favoured sectors for access to credit in terms of their contribution to GDP growth have been power, trade and manufacturing and highly unfavoured sectors were agriculture, transport and construction. Biasness not only exists in credit allocation by sectors but also by size of loan. Bangladesh credit market is far from being inclusive. As per credit allocation by size, about 87% borrowers in the credit range below Tk. 50000 get only 6.2% credit and the rest 13% account holders get 94% credit resources of the country. Average size of loan is Taka 6000 in the lowest category of 29% borrowers, while in the topmost category of borrowers, average credit is as high as 5257 lakhs Taka. Over 1990-2008, number of account holders and amount of loan decreased by 2.4% and 1.4% respectively in the lowest echelon of borrowers while in the highest echelon, account holders and amount of loan grew by 13% and 18% respectively. All this talks about skewed distribution of credit resources of the country at both static and dynamic level.

29. Level of development of Capital market which is an indicator of development of an economy and reflection of environment for investment remains at a very low level in Bangladesh. To achieve private sector-led growth objective and investment expansion, it is necessary to make capital market efficient and proactive. Though recent global financial crisis directly affected the financial and capital market in different countries of the world, Bangladesh seems to remain unaffected. Analysis of data of capital market of Bangladesh for the last six months corresponding to last year shows that every month experienced increase of share price with heightening of price in November and December. There has been change of 60% change in share

price for the last one year. This is a good indication of economic resilience of the economy amidst global financial turmoil and internal shocks of different kinds. Compared with the given global share price movement, change of share price in Bangladesh by 60% during the last one year is deemed reasonable. Contagion effect of global financial crisis has not been considerably felt in Bangladesh capital market during the last two years of global financial crisis. This might be due to low level of integration of Bangladesh capital market with global market.

There has been found high correlation between market capitalization and GDP of selected APEC countries (Correlation Coefficient=0.80). There has been changes of market capitalization by 93.8% in Bangladesh in Nov,09 over Nov 08 . Despite good changes of market capitalization, its share in GDP is one of the lowest constituting only 30%. Of course, its share to GDP has increased from 20% last year to 30% this year. This need to be compared with share of market capitalization to GDP in Hongkong (1082%), Singapore (282%), Malaysia (139%), Taiwan (169%), India (94%), Japan (65%) and Thailand (62%). All these indicate that Bangladesh has to go a long way to achieve a reasonable level of capital market development. Overwhelming majority share of market capitalisation is held by financial sector (42%). Share of Manufacturing sectors in market capitalization is 22%. Service sectors and miscellaneous industries have share of 18% in market capitalization. Bond constitutes 24% of total market capitalisation. Telecommunication has come as a new sector in 2009 and constitutes 14% of market capitalization. Sector wise, almost all the sectors have experienced increased market capitalization in 2009 as compared to 2008. With the incoming of Grameen Phone into the capital market, market capitalization volume has reached already 35% level of GDP of the country.

30. Price earning ratio, which is an indicator of efficiency of capital market is as high as 25.65 in December 2009 and increased from 18.42 last year i.e. by 7.2 point. Sector wise, highest price earning ratio has been found in IT sector (61) followed by cement (57), Ceramic (40), Engineering (37) and textile (33). Tannery and Footwear has the lowest price earning ratio of 15.4 followed by fuel and power, food and banks. Ideally, price earning ratio should not exceed 10 in the present financial market condition of Bangladesh. Price earning ratio exceeding 20% is a bit risky one. Regional data show that price earning ratio of Bangladesh is one of the highest among the countries of Asia. High price earning ratio in Bangladesh may be explained by the high inflow of liquid resources in a market with limited supply of good shares. Liquidity problem has been addressed by allowing merchant banking system to supply funds for buying shares. Role of

merchant banks has fuelled share price and price earning ratio in the market. In such situation, Government need to make efforts for increased supply of good portfolios to the market instead of just artificial intervention in the market. High Price earning Ratio prevalent at present provides ground for greater supply of shares in order to maintain balance in the market. This is proper time for offloading of the shares of public enterprises facing fund problem. Unlisted domestic joint stock companies and foreign companies may be persuaded to get enlisted in the share market. Provision of listing in the share market may be made mandatory for large companies specially foreign companies.

31. Capital market helps capital formation through bonus share, right share, IPOs, direct listing of shares and issue of bonds in the stock market. Capital increase through stock market has been to the extent of 40385 Million Taka in 2009 increased from 34316.2 Million Taka, in 2008 i.e. increased by 18%. Floating IPOs has been major contributory (47%) followed by bonus share (45%) for capital increase during 2009. IPO has increased by 130% and bonus share has increased by 26%during 2009.All this indicates that capital market in Bangladesh provides scope of capital increase and facilitates strengthening of capital base of companies through issue of bonus share, right share, IPOs, direct listing of shares and issue of bonds in the stock market. Joint stock Companies which are large in number may participate in the development of capital market of the country by using the incentive under book building method. Unlisted joint stock companies need to be made aware of the avenues of capital strengthening through stock market. Public enterprises can go for direct listing to procure funds for adopting measures of necessary BMRE of enterprises and make expansion of capacity to respond to emerging demand in the market. Issue of bonus share helps long term growth of the company and helps to solve liquidity problems of the company. Both public and private enterprises may opt for right share under book building method and may gain extra fund for strengthening competitive strength of the company .Capital market may be used as a good conduit for public private partnership in different sectors of the economy.

V. Problems and Strategies for Investment Expansion in Bangladesh

32. Constraints in the way of Investment in Bangladesh

There are very few studies on constraints of investment in Bangladesh. Constraints as revealed from these studies are from both supply and demand sides.

From results of enterprise surveys including the author's, the problems of investment have been pinpointed as:

i. Irregular and Inadequate Supply of Power and Energy
ii. Marketing Problem specifically related to global financial crisis
iii. Difficulty of Access to Finance and lack of funds
iv. High Interest Rate
v. Backward Infrastructure and High cost of Ports and Transport services
vi. High cost of doing business and high trade transaction cost including high invisible cost
vii Environmental Hazards and adverse effect of climate change
viii Poor testing facilities and of certification
ix. High Cost of Raw materials
x. Scarcity of Skilled Manpower
xi. Technological Problem
xii. Poor Labour management relation
xiii. Low level of research and development hampering product development and product quality
xiv. Locational Problems
xv. Lack of Confidence of the investors
xvi. Security Problem and Problem of extortion
xvii. Poor quality of governance and inadequate institutional facilities in the delivery of utility services
xviii. Competition from imports and domestic producers at home and suppliers in
xix. global market
xx. Limited domestic demand because of low purchasing power of the People
xxi. Limited land for new plants.
xxii. Regulatory policy uncertainty
xxiii. Lack of proper Information

33. Emerging Challenges for Investment Expansion

Important challenges for future investment are:

i. Coping with crisis in power and energy sectors,

ii. Problem of protecting domestic industries from import pressure in the context of global financial crisis,

iii. Challenges of import substitution,

iv. Facing tougher competition in the global market amidst more protected trade regimes and greater stimulus package in the buying countries and competing exporting countries,

v. Coping with hazards of climate change,

vi. Strengthening competitiveness by increasing productivity leading to reduced cost of production and reducing time of delivery and trade transaction cost and increasing quality of the products,

vii. Ensuring easier market access in buying countries.

viii. Increasing quality of public spending and implementation of ADP,

ix. Using excess liquidity in credit and capital market,

x. Productive use of remittance money to translate them into productive investment, and

xi. Diversification of markets and products for exports

34. Strategic Options for Future Development and Investment Expansion

In view of the problems and challenges of internal and external shocks following strategic options may be thought of:

i. Give emphasis on import substitution along with export oriented development

ii. Effective use of capital market for facilitating investment in different sectors

iii. Strengthening energy and power base and their Reliable Supply

iv. Easier access to credit for the Cottage, Micro, Small and Medium Enterprises

v. Reduction of Interest Rate

vi. Development of Transport, Port and other Infrastructure

vii. Strengthening Governance at all levels of the Economy with emphasis on corporate Governance in both public and private Sectors

viii. Measures for effective use of Remittance Earnings for productive use

ix. Measures for public sector reform to bring about qualitative change

in productive use of national resources

x. Strengthening of R&D Facilities for Product Development and Diversification

xi. More allocation for research activities with a view to exploring newer avenues of Investment

xii. Strengthening of Technology base and human capabilities for testing and certification of products

xiii. Measures for Preventing Environmental Hazards and Measures for Adapting to Climate Change

xiv. Quality and timely implementation of ADP to crowd in private investment

Conclusion

Investment Climate in Bangladesh at present is not much strong, but not very bad either. Investment climate here is affected by slow recovery of global financial crisis and internal shocks out of power and energy shortages, problems of climate change, problem of governance and political instability are big challenges to face in the immediate future. It is felt that Bangladesh has grown resilience to face crisis situation and it has enough potential to enhance investment level to achieve GDP growth rate of 8% by 2014. But taking the present level of 24% to 30% investment GDP ratio requires aggressive attempts for investment expansion through increasing and using national savings effectively. Internal resources may not be sufficient, external resources need to be resorted to. It has to constantly adapt to global changes and adopt appropriate measures for gaining competitiveness in the domestic and global market.

From the analysis of test results of different studies, we have found five types of distinct alternative results of crowding-in versus crowding-out hypothesis in different countries. . First, there has been straight crowding out effect of public investment. Second, there has been crowding in of private investment because of public investment. Third type of study results show crowding in effect of infrastructure related public investment and crowding out effect of non infrastructure public investment.Fourth type of results found crowding in effect on private investment in some countries and crowding out effect in case of other countries. Fifth type of results shows that there is crowding out effect in the short run, but there is a crowding in effect in the long run in case of the same .Though study results are different and inconclusive, majority of the studies in developing countries tend to establish the complementarity between public investment and

private investment and positive impact of public investment on private investment and economic performance of the economy

Regression results indicated that real interest rate has significantly negative impact on investment implying that with reduction of real interest rate, investment would be boosted in as much as real cost of capital would be reduced and profit margin would increase. The results show that with 10% reduction of real interest rate there will be 0.6% increase of investment demand. Access to credit has a large positively significant impact on investment. The results indicate that with 10% increase in the credit supply, there will be increase of investment by 4.7%. Regression results of private investment show that coefficient with respect to GDP is significantly positive. Impact of Annual Development expenditure is found to have a large impact on private investment with positive sign, with high coefficient at 5% level of significance. The result shows that investment demand will increase by 4.8% with the increase of 10% increase in ADP expenditure.

The cointegration test results show that there exists stable, long run linear relationship between private and public investment. Similarly, the tests suggest that there is the existence of long run linear relationship between investment and GDP.

The results of error correction model provides unidirectional causality from public investment to private investment. Private investment and public investment are to correct respectively 44% and 7% deviations from long run equilibrium each year. Private investment is in both long run and short run equilibrium relation, while public investment is in only long run equilibrium but not in short run equilibrium. There prevails bidirectional causality between investment and GDP which means that short run changes in investment causes changes in GDP and vice versa. Equilibrium errors are -0.56 and -0.81 respectively signifying that 56% deviations from long run equilibrium in case of investment and 81% deviations from long run equilibrium in case of GDP are corrected each year. Thus both total investment and GDP are in both short and long term equilibrium relation. Similarly, there prevails bidirectional causality from private investment to GDP and vice versa in the short run because both of them have significant coefficient. Private investment corrects 43% deviations and GDP corrects 61% deviations from long run equilibrium. Thus both private investment and GDP are in both long run and short run equilibrium relation. Relation between Public investment and GDP is unidirectional from former to the later but not vice versa. Significant and positive coefficient of GDP indicates that change in public investment causes change in GDP.GDP corrects 55% deviations and public investment corrects 33% deviations from long run equilibrium. Thus GDP is in both short run and long run

equilibrium relation while public investment is only in long run equilibrium relation but not in short run relation.

The results of Granger causality tests show that both total investment and GDP have bidirectional causality though investment to GDP is much stronger than the other way relation. Public investment and GDP are found in bidirectional causality while under error correction model it was a unidirectional causality from public investment to GDP. There is no long run equilibrium relation between private investment and GDP. This result is quite different from cointegration test result and error correction model result where they were having bidirectional causality both in the short and long run. Total investment has unidirectional causality to non export GDP but not vice versa though later has unilateral causality to public investment. Granger causality test results do not show any long term causal direction between public and private investment though private investment is found to bring changes in total investment. Total investment has unilateral causality to ADP. Cost of Investment i.e. real interest rate has bidirectional causality with private investment and total investment. Real interest has also unilateral causality to GDP, specially non-export GDP. Private credit has unidirectional causality to total investment and private investment. Private credit has unidirectional causality to private investment and bidirectional causality with public investment. Total credit has bidirectional causality with public investment and ADP. Private investment has bidirectional causality with imports. Remittance has no significant relation with investment though it has unidirectional causality to GDP. ADP has bidirectional causality with total credit and private credit. ADP has bidirectional causality with remittance. Total investment has bidirectional causality with foreign aid which has unidirectional causality to public investment in Bangladesh. Import and investment are in bidirectional causality. All these indicate that credit, real interest rate, aggregate demand (GDP), foreign aid and capacity to import have been found to have expected impact with expected sign as important determinants of investment in Bangladesh. Remittance has though positive impact on GDP and ADP, has no significant relation with investment. One of the important findings is that there has been circular causation of variables in making relation, and channels of circular causation need to be investigated for better understanding of the determination of investment.

Econometric modeling results show that interest rate above 7% will not have a significant impact on investment, rather will have adverse effect in course of time. Thus threshold level of interest rate can be established at 7%. with threshold level of inflation of 6% and consequently, threshold level of nominal lending rate should not exceed 13%. Interest rate determinationneed to be adjusted with

inflation rate for acting as proper stimuli of investment. This provides adequate ground for further policy intervention for lowering interest rate in Bangladesh.

Investment in Bangladesh is severely constrained by the poor level of infrastructure. It has to improve physical and technological infrastructure on medium and long term basis. Government need to increase the share of public investment, as it is proved that in Bangladesh situation public investment crowds in private investment. Besides poor quality of existing infrastructure, businesses are also constrained by the lack of skilled workers, inefficient bureaucracy and long waiting time, policy instability and limited access to financing. Thus even if the national savings–investment gap has turned positive and is widening, the surplus that is available for investment remains without getting translated into investment. Policies that actively promote and encourage FDI are no match to the constraining effects of these inadequacies. In order to do away with these inadequacies, positive government intervention with policy support and development of required institutional and physical facilities is a dire need for investment expansion in the country. Bangladesh has to significantly reduce cost of doing business and improve quality of human capital resources to strengthen competitiveness. Both financial system and credit market need to be developed for investment expansion. Present financial structure and capital market have enough potential to induce investment expansion in the country Access to credit and on easier terms should be widely made available to the enterprises specially small enterprises which have higher marginal productivity. Though investment is not upto the expectation at present, it is considered to be improving in future. Political stability and political governance is crucial to create confidence among the investors. Public investment need to be increased in both volume and quality terms through more allocation for ADP and its quality implementation. Liquid resources of banking system and capital market and resources of remittance at household level can be used properly through appropriate policy measures and institutional development. Government initiative for stimulus packages successively in response to changes in global and domestic market are encouraging for investment. Stimulus package need to be continued and improved in design and operationalisation in consonance with internal and global situation.

References

1. Wikepedia, http://en.wikipedia.org/wiki/ Investment
2. Samuelson and Nordhaus, 1998, Economics, 16th edition, McGraww-Hill,US.
3. Estimates of Investment:Methods and Data Sources, BBS, 2002, MOP, Dhaka.
4. *An Investment Climate Assessment based on an enterprise survey*, Bangladesh Enterprise Institute and World Bank, 2003, Dhaka.
5. Sultan Hafeez Rahman and Forhad Jahan Shilpi (1996),*A Macroeconometric Model of the Bangladesh Economy: Model, Estimation, Validation and Policy Simulation*, 1996, Research Monograph No.17, Bangladesh Institute of Development Studies.
6. Bangladesh Country Investment Study, Chapter 5, *Study on Intraregional Trade and Investment in South Asia*, ADB, 2009.
7. Japan External Trade Organisation (JETRO),2009, *19th Survey, Investment-related cost comparisons: the status of Bangladesh*, Japan.
8. Islam,Ezazul. Md. and N.Begum (2005), “Is Investment Demand sensitive to Interest rate in Bangladesh?-An Empirical Analysis, *Bank Parikrama*, BIBM, Vol.30,pp.69-86.
9. Shamim Ahmed and Md. Ezazul Islam (2006), “Interest Rate Responsiveness of Investment Spending in Bangladesh-A VAR Approach”, Working Paper Series, WP0608, PAU, Research Department, Bangladesh Bank..
10. Mariana Belloc and Pietro Vertova, “How does Public Investment Affect Economic Growth in HIPC?-An Empirical Assessment”, 2004, Department of Economics, University of Siena.
11. Data base of DSE for the last five years on Listed companies
12. Dickey, David A.,and Wayne A.Fuller, “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of of the American Statistical Association (June 1979),pp.423-31.
13. J.G. Mackinnon, “Critical Values for Cointegration Tests”, in R.F.Engle and C.W.J.Granger (eds.), Critical Values for Cointegration Tests in Long Run Economic Relationships: Readings in Cointegration, Oxford University Press, Oxford, U.K.,1991, PP.267-276.
14. Johansen,S.and K.Juselius,1999,”Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-With Application to the demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol.74.
15. Engle,R.F. and Granger, C.W. (Eds.),1987. “Cointegration and Error Correction: Representation, Etimation and testing”, Econometrica,55, 251-276..
16. Granger, C.W.J., 1969. “Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods”. *Econometrica* 37 (3), 424–438. ————1980,” Testing for causality”, Journal of Economic Dynamics and Control, 2, 329-352.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন: সমতা বনাম অসমতা

মোঃ জহির উদ্দিন আরিফ*

সারসংক্ষেপ

ইদানিংকালের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে একটা ধারণা স্বল্পমাত্রায় হলেও প্রস্ফুটিত হয়েছে যে, আয় এবং সম্পদের সুষম বন্টন একটি দেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি আনয়ন ত্বরান্বিত করে। কিন্তু এরকম ধারণা সব সময় প্রচলিত ছিল না। বস্তুত অর্থনীতির প্রথম স্রোতধারা থেকেই বদ্ধমূল একটি চেতনা অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিস্তৃত ছিল যে, আয় ও সম্পদের অসম বন্টন ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু আয় ও সম্পদের সম বন্টনের সাথে প্রবৃদ্ধির দ্বন্দ্ব নয় বরং সম বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে বাংলাদেশের আয়তন ও সম্পদের তুলনায় বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী জনসম্পদে রূপান্তরিত হবে এবং এই জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও আত্মিক ভ্রাতৃত্ববোধের ফলে দেশের সামাজিক পুঁজির বৃদ্ধি ঘটবে। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবৃদ্ধি ও সমতার সম্পর্কের ইতিবাচক দিকটি বাংলাদেশের অতীত অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে।

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অন্যতম অপরিহার্য বিষয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদদের তত্ত্বানুযায়ী সম্পদ ও আয়ের অসম বন্টন ব্যবস্থায় অধিক মাত্রায় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। কারণ তারা মনে করেন একটি দেশে ধনীদের অধিক অর্জিত আয় থেকে অধিক সঞ্চয় সৃষ্টি হবে যা অধিক মূলধন সৃষ্টির মাধ্যমে পুনরায় অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ঘটাবে। তবে "এ কথা সত্য আধুনিককালে মানুষের যা কিছু সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশই ধনীর ভাগ্যে পড়ে। অর্থাৎ অল্প লোকেরই ভোগে আসে,

* সহকারী অধ্যাপক মার্কেটিং বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ঢাক, বাংলাদেশ

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled **"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত হয়। এর দুঃখ সমস্ত সমাজের। এর থেকে বিস্তর রোগ, তাপ, অপরাধের সৃষ্টি হয়, সমস্ত সমাজকেই প্রতিক্ষণে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে।" (ঠাকুর, বাংলা ১৩৯৮: ৩২৯-৩৩০)। ফলে বিপরীতধর্মী অর্থনীতিবিদদের মতানুযায়ী সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টন ব্যবস্থায়ও একটি দেশে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। কুজনেট্স্ (১৯৫৫) পশ্চিমা উন্নত দেশসমূহের এক পরিসংখ্যানিক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখান যে, একটি দেশ নিম্ন স্তরের আয় থেকে শুরু করে ধনীতে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে আয়ের বন্টনের ধরণ পরিবর্তিত হতে থাকে, প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির শুরুতে অসমতা দ্রুত হারে বাড়তে থাকে, পরবর্তীতে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে বা নির্দিষ্ট স্তরে বা বিন্দুতে উপনীত হওয়ার পর প্রবৃদ্ধি ঘটলেও অসমতা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। সুতরাং আলোচ্য প্রবন্ধে তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সুষম ও অসম এ দু' ধরণের বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ ব্যবস্থাটি অধিক উপযুক্ত এবং কেন তা বাংলাদেশের অতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও চিন্তাধারার আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.০ সমতা এবং প্রবৃদ্ধির দ্বন্দ্ব

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের (বিশেষ করে, এ্যাডাম স্মিথ থেকে কার্ল মার্কস পর্যন্ত) তত্ত্বানুযায়ী মূলধনের পুঞ্জিভূতকরণ প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি এবং এই মূলধনের পুঞ্জিভূতকরণ আসে জনগণের সঞ্চয় থেকে, যে সঞ্চয় আবার আয়ের বন্টন ও স্তরের উপর নির্ভর করে। তারা আরো মনে করেন যে, ধনী পুঁজিপতিরা গরীব শ্রেণীর তুলনায় তাদের আয়ের একটি বড় অংশ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। কারণ তারা বেশী আয় করে, কেননা উৎপাদনের মূল হাতিয়ার পুঁজির মালিক তারাই। অসম বন্টন ব্যবস্থায় যদি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় তবে সেই প্রবৃদ্ধির 'চুঁইয়ে পড়া প্রবাহের' ধারায় দরিদ্ররা নিশ্চিতভাবেই অবগাহন করার সুযোগ পাবে। সুতরাং সমতা এবং প্রবৃদ্ধির মধ্যে এখানে একটি দ্বন্দ্ব পরিলক্ষনীয় যে, সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে কিনা? এ প্রেক্ষিতে দু'টি ধারণা বা অনুমান করা যায়-

বেশী বেশী সম্পদ ও আয়ের অসম বন্টন (Inequal Distribution) উচ্চমাত্রায় সঞ্চয় ও মূলধন পুঞ্জিভূত করবে। কারণ ধনীরা তুলনামূলকভাবে বেশী সঞ্চয় করবে।

অধিক সঞ্চয় দ্রুত প্রবৃদ্ধি বয়ে আনবে।

উলেখ্য, ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদরা ঐ সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে এ ধারণার বিষয়ে কোন বাস্তবিক প্রমাণ করতে সক্ষম হননি। বাংলাদেশের বিগত সময়ের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও চিন্তাধারার আলোকে ক্ল্যাসিকাল ধারণার প্রবৃদ্ধি অর্জন কতখানি প্রাসঙ্গিক তা বিশ্লে-ষণ করা যেতে পারে।

২.১ প্রবৃদ্ধির প্রশ্নে প্রথম ধারণার বিশ্লেষণ

বিশ্বব্যাংকের ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা রিপোর্ট "Bangladesh From Counting the Poor to Making the Poor Count"-এ দেখানো হয়েছে যে, বিশেষত ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অতি□ম করেছে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল গড়ে প্রায় ৪.৪%, যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ২%। আবার ১৯৯৭-'৯৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশে জিডিপি-এর হার ছিল ৫.৪% আর ২০০১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ১.৪৭% (Statistical Year Book, 2001)। ফলে এ তথ্য থেকে বুঝা যায়, এ দেশের মানুষের ভোগ বাড়ছে এবং দারিদ্র্য কমেছে। তথাপি এই দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে আস্তে আস্তে এবং ১৯৮৩ থেকে ১৯৯২ এ সময়ের মধ্যে তেমন কোন প্রকৃত অর্জন হয়নি এ বিষয়ে। বিশেষত গ্রামীণ দারিদ্র্য খুবই উচ্চ এবং দরিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ছিল সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিভিত্তিক। তখন উন্নয়ন কৌশল ছিল আয় বৈষম্য সৃষ্টি করে কিছু পুঁজিপতি শ্রেণী সৃষ্টি করা যারা দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সাহায্য করবে। ফলশ্রুতিতে দেশে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশীয় অর্থনীতিতে বেকারত্ব দূরীকরণকে সম্ভব করবে এবং অসম উন্নয়নের গতিধারায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে, এ নীতির অনুসরণে যে অর্থনীতি জন্ম নিয়েছিল তাতে তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ব অংশের জনগণের কোন লাভ হয়নি। বরং যে গুটিকতক পুঁজিপতি সৃষ্টি হয়েছিল তারা অধিকাংশই ছিল পশ্চিম অংশের। পূর্ব অংশ তথা বাংলাদেশে তাদেরই বাইশ পরিবারের বিনিয়োগের কিছুটা এ অংশে আসলে তা ছিল এ অংশের জন্য শোষণমূলক। দুই অংশের মধ্যে দিন দিন অর্থনৈতিক বৈষম্য একদিকে যেমন বেড়েই চলেছিল অন্যদিকে এদেশের জনগণের দারিদ্র্যের সূচকও শুধু বেড়েই চলেছিল। কাজেই বৃটিশ পরবর্তী ও স্বাধীনতা পূর্ব বিশ বৎসরের অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্য□ম ছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত নেতিবাচক এবং তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সুদৃঢ় পটভূমি তৈরী করেছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে পূর্বের পুঁজিবাদী অসম উন্নয়ন কৌশলের পরিবর্তন ঘটে। স্বাধীনতার পর সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে তৎকালীন সরকার (১৯৭২-৭৫) কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয়। ইতোপূর্বে 'অন্তর্মুখী শিল্পায়ন নীতি'র মাধ্যমে সমতা পূরণে সমর্থ না হওয়ায় এই সময়ে সরকারী খাতকে গুরুত্ব দিয়ে 'পুনর্বন্টন পদ্ধতি' ('Redistribution Approach') গ্রহণ করা হয়। এতে উৎপাদন উপকরণের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে অর্পিত হলো। এরই অংশ হিসেবে বড় বড় শিল্প কারখানা, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কিন্তু পরিচালনাগত অদক্ষতা ও প্রযুক্তি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য যুদ্ধোত্তর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তেমন সুফল অর্জন করা সম্ভব হয় নি। ফলে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে তেমন ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে নি। সুতরাং এই অর্থনৈতিক দর্শনের মাধ্যমে বাস্তবে খুব বেশী সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক তথা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন কৌশলের মাঝে আস্তে আস্তে অনুপ্রবেশ ঘটে ব্যক্তি নির্ভর অর্থনীতির। এ অবস্থাকে আমরা মিশ্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। এরই ধারাবাহিকতায় পুনরায় বেসরকারীকরণের প্র□িয়াও চলতে থাকে। এ মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল বেসরকারী খাতকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা। দ্রুত উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিদেশী পুঁজিও আমদানি করা হয়। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোক্তাদের কার্য□মের ফলশ্রুতিতে সামষ্টিক অর্থনীতিতে যে দ্বৈততা দেখা দেয় তা □মেই জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অর্থনীতিতে দ্বৈততার সমাবেশ সৃষ্টি সে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় সামান্যই। অনিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারায় সমৃদ্ধ ভোগবাদী অর্থনীতির বহিপ্রকাশ ঘটে। □মে □মে অর্থনৈতিক তথা আয়ের বৈষম্য পূর্বের তুলনায় বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ। আর এ সময়ে উন্নয়ন তত্ত্বগুলোকেও উপস্থাপন করা হয়েছে বৈষম্যের স্বপক্ষ হিসেবে। কিন্তু যা হবার তাই হয়েছে। ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে দেখা দিয়েছে নানান ধরনের সামাজিক বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় পুঁজির দুর্বৃত্তায়ন, পরিবর্তন হয়েছে সমাজ কাঠামোতে। ফলে সমাজের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ল, সামাজিক ন্যায়বিচার বিলুপ্ত হলো, দারিদ্র্য মহামারীর আকার ধারণ করল। তখন Basic Need Approach গ্রহণ করা হয়েছিল। যেহেতু দারিদ্র্য কমাতে চাই, তাই দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি পূরণ করার জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, যেমন- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, 'ভালনারেবল গ্রুপ ফান্ড' ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে এ সকল কর্মসূচী ততটা ফলপ্রসূভাবে কার্যকরী হয়নি। এখানে উলেখ্য যে, ১৯৫০-এর দশকের পরে

V-AID (Village, Agriculture and Industrial Development) কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছিল। ড. আখতার হামিদ খান গ্রহণ করেছিলেন 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী' ('Integrated Rural Development Program-IRDP')। অবশ্য তখন 'কম্যুনিটি উন্নয়ন' ('Community Development')-এর কথাও বলা হয়েছিল। যাহোক তখন বাজার অর্থনীতির প্রভাব রাষ্ট্রে ও সমাজের মূলে মেই ভীত রচনা করে। ফলে তথাকথিত "উন্নয়ন পরিকল্পনা" বাজার নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ল। বাজার নিয়ন্ত্রক তথা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণই হয়ে পড়ল উন্নয়নের কার্যম। অন্যদিকে দারিদ্র সীমার নীচের পরিবারের সংখ্যাও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকল।

অর্থনীতির এ রকম অবস্থায়ই ১৯৮০-এর দশকে দাতা গোষ্ঠী বৈদেশিক ঋণ প্রদানের সাথে সাথে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর চিকিৎসাপত্র প্রদান করল বাংলাদেশের হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে। আর সাথে সাথে এ দেশের একশ্রেণীর অর্থনীতিবিদগণ অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই তাদের সাথে সুর মেলালেন। তারা প্রবৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক ঋণের অপরিহার্যতার প্রচারণায় নেমে পড়লেন, বিভিন্নভাবে মাথাপিছু আয়ের হিসাব, দারিদ্র্যের সীমা চিহ্নিতকরণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিরূপন ইত্যাদি গবেষণা কর্মে উঠে পড়ে লাগলেন। দাতাগোষ্ঠী উন্নয়নের নামে যে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিল আজ তারই ফলে বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু প্রায় ৩৬৫ ডলারের ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক, ২০০২) আমৃত্যু তার জ্বালা সইতে থাকে। মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী রূপের অন্তরালে দাতাগোষ্ঠী ও উন্নত বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক হিসেবে ঋণ গ্রহণের মাহাত্ম্য আমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলে। অর্থনীতিবিদদের 'মাথাপিছু আয়ের' হিসাবে দারিদ্র্য রেখার মাপকাঠিতে এর উপরে এবং নীচে থাকে মানুষের অবস্থান।

বাজার অর্থনীতি সৃষ্ট ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধি, সীমাহীন বেকারত্ব এবং তার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট বহুমাত্রিক সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধ এবং দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ১৯৮০-এর দশকে দাতা দেশসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বব্যাংক এগিয়ে আসল 'অর্থনৈতিক পুনর্গঠণ' ('Economic Reform') বা 'কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী' ('Structural Adjustment Program–SAP')-এর মত ব্যাপক নীতি নিয়ে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনই যার মূল মন্ত্র, যে তত্ত্ব ষাটের দশকে একবার পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং এতে বন্টন ব্যবস্থা থেকেছে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। আশির দশকে উক্ত কর্মসূচীকে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং অর্থনীতির চেহারা পরিবর্তনের একমাত্র মূলমন্ত্র হিসেবে প্রচার করা হলো। "SAP আমাদের ফিরিয়ে নিচ্ছে শুধু প্রবৃদ্ধির তত্ত্বে, যে তত্ত্ব ষাটের দশকেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। বন্টনের জন্য কোন উদ্বেগ আজকে আর এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে না- এর পরিবর্তে আলাদা করে, বিচ্ছিন্নভাবে, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য উদ্বেগ এর পাশে রাখা হচ্ছে। আর প্রবৃদ্ধি নাকি হবে অবারিত মুক্ত বেসরকারী উদ্যোগে। SAP এখন উন্নয়নের জন্য নতুন ধন্বন্তরী বটিকা, প্রবৃদ্ধি সমস্যার মহৌষধ, জাতি-বর্ণ-ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, রুগীর বয়স, রোগের চরিত্র এ সমস্ত প্রশ্ন নির্বিশেষে। ... নিয়তির পরিহাস অবশ্য এইখানে যে, SAP-এর প্রয়োগ আজকে অনেক দেশের জন্যই এক দশকেরও বেশী সময় ধরে হচ্ছে, কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ দেশেই প্রবৃদ্ধির অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক- মুক্ত অর্থনীতির হাওয়ায় বেসরকারী বিনিয়োগের যে জোয়ার প্রতিশ্রুত হয়েছিল সেই জোয়ার তেমন দেখা যাচ্ছে না। আর মনে হয় অর্থনীতি এখনো এর একটি মৌল কারণ ধরতে পারেনি।" (রহমান, "উন্নয়ন অর্থনীতির সংকট", ১৯৯৮: ৭৯-৮০)। কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ইত্যাদির মধ্যে কিছুটা হলেও উর্ধ্বমুখী প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে, সন্দেহ নেই। প্রবৃদ্ধির হার ও মাথাপিছু আয়ও কিছুটা বেড়েছে। এ ধরনের ধনাত্মক প্রভাব ঘটলেও সমাজের আয় বৈষম্যের যে ঘুন ধরেছে সে ঘুনের ঔষধ বিন্দুমাত্রও পড়েনি। বরং ঘুন পোকার পরিমাণ এতো বেড়েছে যে তা সমাজের সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। এই আয় বৈষম্যের সর্বগ্রাসী সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনের নতুন নতুন কৌশল নিয়ে হৈ চৈ আরম্ভ হয়েছে সরকারী পর্যায়ে এবং বেসরকারী

দেশীয় ও বিদেশী এনজিওদের মধ্যে । দারিদ্র্য কিভাবে কমানো যায় এ নিয়ে সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়েছে। এর জন্য কোন্ কৌশল অনুসরণ করা যায় সে সম্পর্কে আজও সবাই একমত হতে পারেনি। "আমাদের পেছনে আজকে চার দশকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে যা নিয়ে বোধ হয় খুব একটা গর্ব করতে পারি না। এই তথাকথিত উন্নয়ন সমাজকে বিভক্ত করেছে, সমাজে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য ভয়ানকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে, সামাজিক ক্ষমতা স্বল্পসংখ্যক মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত করেছে যা তাদের ব্যক্তিগত লালসাবলী চরিতার্থ করবার জন্য সমাজের সম্পদ লুণ্ঠন করে থেকে সাহায্য করেছে। ... দেশের পর দেশের ভবিষ্যতকে তথাকথিত 'উন্নয়ন সাহায্য'রূপী ঋণের ভারে বিদেশীদের কাছে বন্ধক দিয়েছে যে ভার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, সমাজের তরুনদের তাদের জীবন ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে হতাশায় ফেলে দিয়ে সন্ত্রাস ও মাদকদ্রব্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, নারী ও শিশুকে পণ্যের মত বিক্রির প্রয়াস ঘটিয়েছে।" (রহমান, "উন্নয়ন অর্থনীতির সংকট", ১৯৯৮)। তাই সময় এসেছে বিকল্প চিন্তা চেতনার। আমরা কি শুধু বাজার অর্থনীতির প্রবক্তাদের কথামত শুধুমাত্র দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করবো না হাজার বৎসর ধরে উপেক্ষিত অধিকাংশ সাধারণ জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মৌলিক অধিকারের প্রশ্নটি সামনে রেখে বন্টন ব্যবস্থার উন্নয়নকে সাথে রাখার কৌশল অবলম্বন করবো। দেহের সমস্ত রক্ত যেমন মুখমন্ডলে না এনে মানবদেহের সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চারের ব্যবস্থা করাই উচিত, তেমনি আয়ের বন্টন ব্যবস্থাও এমন করা উচিত যাতে দেশের সমস্ত মানুষই বেঁচে থাকতে পারে। এ ধরনের উন্নয়ন কৌশল নিয়েই মনে হয় এখন চিন্তা ভাবনা করা উচিত।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন ফান্ড বা ইফাদ কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে (দৈনিক সংবাদ, ৭ ফেব্রয়ারী, ২০০১) বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের আশাব্যঞ্জক ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়েছে। তবে ২০১৫ সালের মধ্যে গ্রামীণ দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টে এর জন্য কৃষি, প্রযুক্তি ও ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে আরও অর্থায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মত কৃষি নির্ভর দেশসমূহের উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরেই কৃষির উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। বাস্তবেও বিদেশী দাতাগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে কৃষির পরিবর্তে শিল্পের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় গ্রামীণ দারিদ্র্য যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বৈষম্যের মাত্রা শহর এবং গ্রাম ভেদেও বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিকল্প কর্মসংস্থান এবং অকৃষি খাতের উন্নয়ন না ঘটায় অতিরিক্ত জনশক্তির চাপে কৃষি খাতেও নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে গ্রামের উদ্বৃত্ত জনশক্তি কাজের আশায় শহরমুখী হয়েছে। এ অদক্ষ জনশক্তি শহরে আসার দরুণ সৃষ্টি হয়েছে বহুমাত্রিক সামাজিক ও নৈতিক বিশৃঙ্খলা। ১৯৬৫ সালে যেখানে শহরে মানুষের সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ মিলিয়ন সেখানে ১৯৬৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬ মিলিয়ন। এই বৃদ্ধি নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একক প্রভাবে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ভাসমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বস্তির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, হয়েছে অপরিকল্পিত নগরায়ন, পরিবেশ হারাচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। এ ধরনের সমস্যা সম্পদের অসম বন্টন থেকেই উদ্ভূত। সুষম বন্টন পরিস্থিতি বিরূপ রেখে কোনভাবেই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

"গত কয়েক দশকে উন্নয়ন অর্থনীতির যাত্রাপথ বেশ কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে। ধনী দেশসমূহের স্বার্থ রক্ষায় এই সকল উন্নয়ন কৌশলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত ও পথের সমন্বয় হয়েছে। প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য স্থির করা হলেও পরে তার সঙ্গে বন্টনকেও যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মুক্ত অর্থনীতির কাঠামোতে ইপ্সিত বন্টনসহ প্রবৃদ্ধির তত্ত্ব দাঁড় করানো কঠিন হয়ে পড়েছে।" (রহমান, উন্নয়ন অর্থনীতির সংকট, ১৯৯৮)। কারণ বন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে যদিও মুক্ত অর্থনীতিতে এ কথাটি স্বীকৃত নয়। নয়া ক্ল্যাসিকাল মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তারা বন্টনের ক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতি তথা বেসরকারী উদ্যোগকেই প্রাধান্য দেয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য সমাজে বন্টন ব্যবস্থায় ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি তো করেই উপরন্তু দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়ক শক্তি হিসেবেও এগিয়ে আসতে হয়।

সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে আমলাগোষ্ঠীর ভূমিকা বেশী। আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং আধিপত্য অর্থনীতির উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাকে সচল না করে বরং বিভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, বিদেশ থেকে, সাহায্যদাতা দেশসমূহ হতে 'উন্নয়ন সাহায্য' নামে যে সম্পদ আসে তার সিংহভাগই সরকারী আমলা এবং দূর্নীতিপরায়ন সরকারী কর্মকর্তাদের নিজস্ব সম্পদ সম্ভারে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে যে অর্থ সাধারণ মানুষের উন্নয়নে ব্যয় হবার কথা ছিল তা না হয়ে উচ্চ শ্রেণী এবং তাদের স্বার্থান্বেষী চ□ের উন্নয়নের কাজেই ব্যয় হয়। সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের বিষয়টি তাই কালের ধারায় প্রশ্নবদ্ধই থেকে যায়।

বাজার অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশের উৎপাদনে প্রযুক্তির বিকাশ লাভ করাই কাঙ্খিত বিষয় হওয়া উচিত। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন হয় সমাজের অতিরিক্ত বিনিয়োগ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কাঙ্খিত অতিরিক্ত বিনিয়োগের অভাবে বাংলাদেশ আমদানী নির্ভর ভোক্তা রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এদেশে ব্যাপক মাত্রায় শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টি না হয়ে উন্মেষ ঘটেছে সম্ভ্রান্ত উদ্যোগী ভোক্তা শ্রেণী যারা দেশের অর্থনীতিকে প্রস্তুত করেছে বিদেশী পণ্যের বাজার হিসেবে। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যের সাথে ফারাক থেকে গিয়েছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার। টেকসই উন্নয়নের দ্রুততর কৌশলের আবিষ্কার থেকে গেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের প্রধান প্রধান মাধ্যম তথা চিংড়ি রপ্তানী, জনশক্তি রপ্তানী, তৈরী পোশাক খাত-এ সকলের প্রবৃদ্ধিই ম্লান হয়ে যায় পুঁজিপতি শ্রেণীর বিলাসবহুল ভোগবাদী স্বভাবের কাছে এবং তাদের অনুৎপাদনশীল বেহিসেবি খরচের কাছে। অন্যদিকে দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের ঘোরেই পাক খেতে থাকে এদের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগেরও বেশী 'হত দরিদ্র' গণমানুষের বিরামহীন শ্রম। এদের কাছে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি স্বপ্ন-বিলাস মাত্র।

উপরি উক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, প্রথম ধারণা আংশিকভাবে সত্য যে, অধিক অসম বন্টন ধনীদের উচ্চ আয়ের দ্বারা অধিক সঞ্চয় প্রবাহ ঘটায়। কিন্তু এ ধারণা প্রমাণিত নয় যে, ধনীদের অধিক সঞ্চয় সর্বাংশে মূলধন গঠণে ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদনে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন ঘটায়। কারণ এ সঞ্চয় উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে বা মূলধন গঠণে ব্যয়িত নাও হতে পারে। ধনীরা সাধারণত বিলাস দ্রব্য এবং আমদানীকৃত দ্রব্য ভোগ করে যার ফলে মূলধন গঠণ ব্যাহত হয় এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাত্রা রহিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান এখনও মাত্র প্রায় ১০%। কারণ, সকল সঞ্চিত অর্থই মূলধন গঠণে ব্যবহৃত হয় না। আবার যেহেতু দরিদ্ররা স্বল্প আয় করে সেহেতু তারা দেশীয় পণ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রী ক্রয় করে ও ভোগ করে। আর এতে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে এ দেশের দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাদের মজুরীর হারও বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশে কার্যকরী চাহিদা সৃষ্টি হবে যার সুফল সবাই ভোগ করবে।

২.২ প্রবৃদ্ধির প্রশ্নে দ্বিতীয় ধারণার বিশ্লেষণ

এখন দ্বিতীয় ধারণা– সঞ্চয় বেশী হলে প্রবৃদ্ধি বেশী হবে– এটা কতখানি সত্য বা মিথ্যা? ১৯৫০ এবং ১৯৬০ –এর দশকের অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন গবেষণায় (Growth Accounting) প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন উৎসের অবদান বিশেষ করে মূলধনের পুঞ্জিভবন (Capital accumulation) এবং শ্রমশক্তি (Labor force) –এর অবদান প্রবৃদ্ধি অর্জনে কতখানি তা পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারা আবিষ্কার করলেন যে, ঐতিহাসিকভাবে মূলধন পুঞ্জিভূতকরণের খুব কমই অবদান রয়েছে উন্নত দেশসমূহের প্রবৃদ্ধিতে, বরং কারিগরি ও কৌশলগত পরিবর্তন

এবং অন্যান্য উপাদানের সমন্বিত রূপই বেশী অবদান রেখেছে। Abramovitz (১৯৫৬) এই ব্যাপক অবদান অংশকে 'অজ্ঞতার মাপকাঠি' ('Measure of our ignorance') হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং চিরাচরিত পদ্ধতিতে অধিক সঞ্চয় অধিক মূলধন পুঞ্জিভূত করে এবং তা অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ঘটায়– এটা সঠিক নয়। বরং বিপরীত দিক দিয়ে বলা যায়, উচ্চ প্রবৃদ্ধি উচ্চ মূলধন পুঞ্জিভবন (Capital Accumulation) ঘটায়।

বিশ্বব্যাংকের গবেষকবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরিশোধিত পরিসংখ্যানমালা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, গড় পড়তা জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে আয়ের বৈষম্যের কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই। যেসব ক্ষেত্রে মাথাপিছু জাতীয় আয় অন্তত দশ বছর ধরে একটানা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার অর্ধেক ক্ষেত্রে আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হ্রাস পেয়েছে বাকী অর্ধেকে। অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেই যে ধনী দরিদ্রের আয়ের ব্যবধান বেড়ে যাবে এমন কোন কথা নেই (ডেনিঙ্গার এবং স্কয়ার, ১৯৯৬)। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতার আলোকে তাই ক্লাসিকাল ধারণার বিপরীতে বলা যায়, বাংলাদেশে ব্যাপক অসম বন্টন বা বৈষম্য থাকলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাপক হারে অর্জিত হয়নি। প্রবৃদ্ধি যা অর্জিত হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হারে। সুতরাং বাংলাদেশে অসমতা প্রবৃদ্ধি নিয়ে আসেনি অথবা প্রবৃদ্ধি অসমতা নিয়ে আসে বা প্রবৃদ্ধি অসমতার পূর্বশর্ত– তা কোনভাবেই প্রমাণিত নয়।

৩.০ বাংলাদেশের জন্য কোন্ ধরণের বন্টন ব্যবস্থা উপযুক্ত এবং কেন? তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সুষম না অসম বাংলাদেশের জন্য কোন্ ধরণের বন্টন ব্যবস্থা উপযুক্ত এবং কেন উপযুক্ত তা এক কথায় বলা মুশকিল। তবে অসম বন্টন ব্যবস্থা বা বৈষম্য যেহেতু সমাজে দরিদ্রদের শোষণের মাত্রা বাড়ায়, ধনীদের বিলাস–ব্যসনকে উল্লসিত করে, ধনীদের উৎপাদন ক্ষমতার অপপ্রয়োগে সহায়তা করে সেহেতু সুষম বন্টন ব্যবস্থায় বা সমতার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায় কিনা, গেলেও প্রবৃদ্ধি কোন্ মাত্রায় অর্জিত হবে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয় এবং বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

"পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, চীনের জয়যাত্রার কথা আজ সর্বজনবিদিত। তুলনামূলকভাবে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য সেখানেও রয়েছে, কিন্তু ন্যূনতম অন্নবস্ত্রে সংকুলান না হওয়ার যে গ্লাণিকর দারিদ্র্য বাংলাদেশের মানুষকে আজও গ্রাস করছে সেই দারিদ্র্য এসব দেশে এখন আর নেই বললেই চলে।" (ওসমানী, ১৯৯৭)। আর এটা সম্ভব হয়েছে এই দেশ তিনটির সুষম বন্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করায়। সুতরাং সমতা প্রবৃদ্ধি আনে– একথা প্রমাণিতভাবে সত্য, অর্থাৎ সমতা এবং প্রবৃদ্ধির মধ্যে একটা পরিপূরক সম্পর্ক রয়েছে । কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিষয়টি কতখানি প্রযোজ্য? এক্ষেত্রে কয়েকটি তত্ত্বের মৌলিক দিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস চালানো যেতে পারে।

ভোগবাদ তত্ত্ব (Underconsumptionist Theory)

এ তত্ত্ব অনুযায়ী যোগানের তুলনায় ভোগ্য পণ্যের চাহিদা কম হয়। আর চাহিদা আয়ের সাথে সম্পর্কিত। বৈষম্যের মাত্রা যত অধিক হবে, ভোগ্য পণ্যের অতিরিক্ত যোগান বা নিম্ন ভোগ (Underconsumption) –এর সমস্যা বেশী হবে। তাই অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্য বাইরে রপ্তানী করে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কার্ল মার্কস ও লেলিন নিম্ন ভোগবাদীদের (Underconsumptionists) ত্রুটি তুলে ধরেছেন যে, তারা শুধু ভোগ্য পণ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু শিল্প পণ্য বা মূলধনী পণ্য (Invested goods) উপেক্ষিত। তাই মূলধনী পণ্য সহকারে সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা আনতে হবে। সুতরাং নিম্ন ভোগ প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু বাংলাদেশে ভোগ্য পণ্যের চাহিদার তুলনায় অনেকাংশেই যোগান কম, ফলে ভোগ্য পণ্য

বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়।

কাঠামোবাদ তত্ত্বসমূহ (Structuralist Theories)

কাঠামোবাদ ১৯৬০ এবং ১৯৭০ দশকের প্রধান আলোচিত বিষয়। এ তত্ত্ব অনুসারে কোন দেশের প্রবৃদ্ধি ও বন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে ঐ দেশের অর্থনীতির কাঠামোর প্রতিটি দিক যেমন– Demand composition, বাজার কাঠামো, আয়ের বন্টন, প্রযুক্তির প্রকৃতি, উৎপাদন কাঠামো ইত্যাদি জানতে হবে। কোন বিষয়ের সাধারণীকরণ করা যাবে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ধনী ও দরিদ্রদের সঞ্চয় প্রবণতা (Saving propensity)–এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশে ধনীদের তুলনায় দরিদ্ররা বেশী সঞ্চয় করে। কিন্তু ভোগ কাঠামো বা Consumption busket–এ উভয় গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে ধনীরা বেশী পুঁজিঘন এবং আমদানীকৃত পণ্য ভোগ করে, পক্ষান্তরে দরিদ্ররা কম পুঁজিঘন এবং কম আমদানীকৃত পণ্য অর্থাৎ দেশীয় পণ্য ভোগ করে। সুতরাং বাংলাদেশে যদি সমতা বিরাজ করে তাহলে দরিদ্ররা আরো অধিক দেশীয় পণ্য ভোগ করবে। ফলে শিল্পে অধিক বিনিয়োগ হবে, কারণ দেশীয় পণ্যের চাহিদা তখন ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে।

৩.৩ নির্ভরতা দর্শন বা মতবাদ (Dependency School)

বর্তমানকালের উন্নয়নশীল দেশসমূহের সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি ধরণ বর্ণনায় ল্যাটিন আমেরিকান ‘নির্ভরতা দর্শন বা মতবাদ’ (‘Dependency School’)–এর মূল অনুসিদ্ধান্ত (Proposition) বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। Furtado এবং Pinto– এ দু’জন কাঠামোবাদী এ School–এর চিন্তাধারা গ্রহণ করেছিলেন। এ চিন্তাধারা অনুসারে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে চরম সংকটপূর্ণ (Critical) নির্ভরশীল উপাদান হচ্ছে ‘ধার করা প্রযুক্তি’ যা এ সকল দেশের বাজারের জন্য উপযুক্ত নয়। এর মূল দিক হচ্ছে– আধুনিক প্রযুক্তি যা পুঁজিঘন এবং এর একটা ব্যাপক Economies of Scale রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে আয় বৈষম্য বেশী থাকলে ধনীদের তুলনায় দরিদ্রদের হাতে সম্পদ ও অর্থ কম থাকায় দীর্ঘস্থায়ী পণ্যের চাহিদা কম থাকবে। ফলে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কম উৎপাদন খরচে অধিক উৎপাদন হবে এবং এটা এমন একটি মাত্রায় হবে যা উৎপাদনকারীদের জন্য লাভজনক হবে। কিন্তু আয় বৈষম্য থাকায় বাজারের আকার সীমিত হবে এবং এই সীমিত আকারের বাজারের জন্য ফার্ম দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্য পণ্য উৎপাদন করবে। এক্ষেত্রে বাজারে চাহিদা কম থাকায় উৎপাদনকারীরা পুনরায় বিনিয়োগে অপারগ হবে। ফলে এভাবে বৈষম্য থাকায় সমাজে স্বল্প প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে কেনসিয়ান তত্ত্ব অনুসারে কার্যকরী চাহিদা (Effective demand)–এর কথা ভাবা যেতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিনিয়োগকারীরা তাদের আয়ের প্রত্যাশা রেখেই বিনিয়োগ করবে। কারণ কেনসিয়ান তত্ত্বানুযায়ী, কার্যকরী চাহিদা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেশী বেশী বিনিয়োগ প্রয়োজন যা নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার উপর।

সুতরাং বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের বাজার থাকতে হবে। তাহলে দীর্ঘস্থায়ী বা টেকসই ভোগ্য পণ্য উৎপাদিত হবে। সেক্ষেত্রে দরিদ্র শ্রেণীর হাতে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে উক্ত পণ্যের চাহিদা কম থাকবে। আর এজন্যই বাংলাদেশে আয় সমতা (Income Equality) বেশী দরকার। কারণ বাজারের উপর আয় সমতার ধনাত্মক প্রভাব রয়েছে। তাই বাজার যদি বাড়ে বা ব্যাপক হয় তাহলে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। সুতরাং এভাবে আয় সমতা আনার মাধ্যমে পুঁজিঘন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমিত বাজারের বিষয়টি কমিয়ে এনে প্রবৃদ্ধি বাড়ানো

যেতে পারে।

৩.৪ অপ্রতিসম তথ্য মডেল (The Asymmetric Information Model or, The Principal-Agent Theory)

এই মডেলটি Bowles এবং Ginits (১৯৯৪) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে। আধুনিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের শাখা হিসেবে Principal-Agent সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে এর উন্নয়ন করা হয়েছে। একজন জমির মালিক (Principal) যখন একজন বর্গাচাষীকে (Agent) জমি বর্গা দেয় তখন ঐ বর্গাচাষীর আচরণ বা তার চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি তথ্য থাকে না বা তার পক্ষে পূর্ব থেকেই তা সব সময় জানা সম্ভব হয় না। আর চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে এই অপ্রতিসম তথ্যের (Asymmetric Information) কারণেই নৈতিক বিপর্যয় (Moral Hazard) দেখা দেয়। জমিতে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে জমির মালিক (Principal) এবং বর্গাচাষী (Agent)–এর মধ্যে একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক (Contractual Agreement) হয়। তাই জমির মালিক সব সময় চেষ্টা করবে যাতে এ নৈতিক বিপর্যয় কমে যায়। প্রকৃতপক্ষে তথ্যেরও একটা ব্যয় (Cost) আছে। তাই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য চুক্তি (Contract) এমনভাবে হবে যেন তা নৈতিক বিপর্যয় কমায় এবং সম্পাদিত চুক্তিটি যেন উৎসাহব্যঞ্জক উপযুক্ত চুক্তি (Incentive compatible contract) হয়। এক্ষেত্রে প্রান্তিক বা অতিরিক্ত উৎপাদন পাবার অধিকার (Right to Residual) তারই হবে যার উপর উৎপাদনশীলতা বাড়া বা কমা নির্ভর করে। আবার কোন ফার্মের অতিরিক্ত উৎপাদনের মালিকানা থাকতে হবে। বর্গাচাষী যেহেতু প্রত্যক্ষ উৎপাদনে অংশ নেয় তাই অতিরিক্ত উৎপাদন অংশ সে পেলে এবং এর মালিকানা অর্জিত হলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। ফলে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজার কাঠামো অনুযায়ী বলা যায়, এদেশে সম্পদের মালিকানার যে হস্তান্তর হয় তা সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক হস্তান্তর। যেমন– বাংলাদেশে জমি, পুঁজি এবং ঋণের বাজারে সম হস্তান্তর হচ্ছে না। সুতরাং বিদ্যমান বাজারের দ্বারা এই সম হস্তান্তর করা সম্ভব নয় বিধায় সম বন্টনও সম্ভব নয়। বাংলাদেশে যদি ধনীদের থেকে দরিদ্রদের কাছে মালিকানা হস্তান্তর করা যায় তাহলে সমতা বাড়বে এবং উৎপাদনশীলতাও বাড়বে অর্থাৎ প্রবৃদ্ধিও অর্জিত হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশে জমি বন্টনের ক্ষেত্রে যে অসম হস্তান্তর এবং অসম বন্টন রয়েছে এ দেশের বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তা পরিবর্তন করে প্রকৃতভাবে সুষম বন্টন সম্ভব হচ্ছে না, ফলে দ্রুতলয়ের প্রবৃদ্ধি অর্জনও ত্বরান্বিত হচ্ছে না। তবে "বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় ব্যাপক ভূমি সংস্কার করে জমির পুনঃ ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা গ্রহণ হবে অনেকাংশেই বিশৃঙ্খলার নামান্তর।" (আরিফ, ১৪ অক্টোবর, ২০০১)। সুতরাং এক্ষেত্রে সরকারের সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত হস্তক্ষেপ দরকার এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় ও পরিকল্পিত পদক্ষেপ এমনভাবে নিতে হবে যাতে সম্পদের সুষম হস্তান্তর এবং সুষম বন্টন হয়।

৩.৫ আন্তঃ প্রবৃদ্ধি তত্ত্ব (Endogenous Growth Theory)

১৯৫০-এর দশকে Solow (১৯৫৬) বিখ্যাত নয়া ক্লাসিকাল প্রবৃদ্ধি মডেল উপস্থাপন করেন যা এক ধরনের 'আন্তঃ প্রবৃদ্ধি মডেল' ('Endogenous Growth Model')। এ মডেল অনুযায়ী মহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের কারণে মূলধন পুঞ্জিভূতকরণ যতই হোকনা কেন একটি নির্দিষ্ট স্তরের পর প্রবৃদ্ধি আর অর্জিত হবে না, যদি নতুন কোন প্রযুক্তির প্রয়োগ না হয়। এক্ষেত্রে নতুন মানবীয় মূলধন পুঞ্জিভূত করা হলে সমাজের জন্য নতুন পরিবর্তনের হার (Return to Scale) হবে। আবার কোন বিশেষ ফার্মের উৎপাদনের ক্ষেত্রে মহ্রাসমান

প্রান্তিক উৎপাদন হতে পারে, কিন্তু ঐ একই সময়ে বাইরের অর্থাৎ সমাজের লোকজন উপকৃত হয়।

এখন দেখা যাক, সমতার সাথে এর সম্পর্ক কোথায়? আয়ের বন্টন যদি অসম হয় তাহলে অল্প পরিমাণ মানবীয় মূলধন অর্জন করতে পারবে। বাংলাদেশের সমাজে যদি পূর্বের তুলনায় বেশী সাম্য অবস্থা বিরাজ করত তাহলে বেশী মানবীয় মূলধন অর্জিত হত এবং এর ফলে দক্ষতাও বেশী হত। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেশী কিন্তু সে তুলনায় জনশক্তির দক্ষতা কম, দক্ষতা বাড়াতে পারলে প্রবৃদ্ধি বেশী অর্জিত হত। তাই শিল্পায়নের দ্রুত অগ্রগতির জন্য অধিক সাম্যবাদী সমাজের খুবই প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে আমরা পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার কথা বলতে পারি। জাপান 'মেইজী পুনরুত্থানের' মাধ্যমে সুষম বন্টন নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে দ্রুতলয়ের প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত করেছে।

অতএব বলা যায়, 'প্রবৃদ্ধির সাথে সমতার সম্পর্ক বিপরীত'– এটা সত্য নয়। তবে এ নিয়ে এখনো বেশ গবেষণা চলছে। তাই এখন আমরা বলতে পারি, বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আয়ের সমতা প্রবৃদ্ধি নিয়ে আসে অর্থাৎ 'Income equality promotes growth'। আর এর ফলশ্রুতিতে বলা যায় যে, সমতা ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে তেমন দ্বন্দ্ব নেই। তবে বিশেষ করে, খুব দরিদ্র একটা দেশে যেখানে উদ্যোক্তা উন্নয়ন হয় না, যেখানে দারিদ্র্য ভাগ করার তথা অংশীদরিত্বের সুযোগ নেই, সেখানে সমতা প্রবৃদ্ধি বয়ে আনবে না। তাই বাস্তব অবস্থায় (Objective Condition) বন্টনকে মিলিয়ে দেখতে হবে, কোন গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি (Dogmatic View) গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশে উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাত্রা আশাব্যঞ্জক নয়। তাছাড়া বাংলাদেশে বিদ্যমান বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় আয় ও সম্পদের সম বন্টন নিশ্চিত করা সম্ভবপর নয় এবং এ অবস্থার উন্নয়ন সাধনও খুব দ্রুত আশা করা অনুচিত বরং এটা সুদূর প্রসারী বিষয়। সুতরাং বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় বাংলাদেশে অসমতা এত বেশী যে এখন অসমতা যতটা কমিয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায় ততটাই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মঙ্গলজনক। তবে সুষম ও অসম বন্টনের মধ্যে যেটি মানবীয় দৃষ্টিতে শুভ সেটিই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবিক অর্থে সুষম বন্টনের একটি মানবিক দিক রয়েছে।

পুরুষের পাশাপাশি নারী গোষ্ঠী মানব সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে বাংলাদেশে নারীরা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ও বঞ্চিত। এ দেশের দরিদ্র ও হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীদের অংশই সর্বাধিক। তাই এ দেশের উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন আজ খুবই জরুরী। নারীকে উন্নয়নের 'নিষ্ক্রিয় অংশীদার' ('Passive Receipients') নয় বরং উন্নয়নের স্বার্থেই পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে 'সক্রিয় অংশীদার' ('Active Receipients') বলে বিবেচনা করতে হবে (সেন, ১৯৯৯)। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে তৈরী পোষাক শিল্পে কর্মরত দরিদ্র ও অবহেলিত বিপুল নারী শ্রমিক সক্রিয় অবদান রেখে আসছে। তাছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের জন্য সক্রিয় সামাজিক নীতি গ্রহণ, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার গ্রহণের সুযোগ দান, সমাজের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিককতা হ্রাস করতে হবে (আরিফ, ২১ অক্টোবর, ২০০১)। তাই বলা যায়, "দরিদ্র জনগণকে, দেশের সাক্ষাৎ উৎপাদক শ্রেণীকে দেশের প্রধান গ্রোথ এজেন্ট করবার জন্য কৌশল উদ্ভাবনে, এবং এ সম্বন্ধে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান রাখতে সমাজ কল্যাণকামী অর্থনীতিবিদদের এগিয়ে আসার এখনই সময়।" (রহমান, ১৯৯৭: ৩৭)। সুষম বন্টনের স্বার্থে সামাজিক ন্যায়বিচার অত্যন্ত জরুরী। অর্থনীতিবিদ রহমান (১৯৯৮: ১২৫) তার "সামাজিক ন্যায়বিচারসহ প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন- "সামাজিক ন্যায়বিচারসহ প্রবৃদ্ধি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ভাগ্যোন্নতির একটি তুলনামূলক প্রশ্ন। এর ন্যূনতম শর্ত দরিদ্র শ্রেণী থেকে ধনী শ্রেণীর কাছে সম্পদ হস্তান্তর হয়ে এভাবে দরিদ্র শ্রেণীকে তার ন্যায্য প্রবৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত করে ধনী শ্রেণীর প্রবৃদ্ধি বাড়াবার সমস্ত প্রক্রিয়া

বন্ধ করা। অতীতে এরকম অন্যায় হয়ে থাকলে তারও প্রতিকার, অর্থাৎ ধনী শ্রেণী থেকে দরিদ্র শ্রেণীর কাছে সম্পদ হস্তান্তর (Reverse transfer of resources)ও দাবি করা ন্যায্য। এছাড়া দরিদ্র শ্রেণীর আয় ধনী শ্রেণীর আয়ের চাইতে বেশি দ্রুত হারে বাড়া প্রয়োজন এটি কল্যাণ অর্থনীতির একেবারে গোড়ার কথা।" অর্থনীতিবিদ সেন (১৯৯২) নৈতিক দর্শনের প্রায় সকল ব্যবস্থায় কাঙ্খিত লক্ষ্য হিসেবে সমতার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। তাই বাস্তবভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হলে এবং দেশে আইনের সুশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে ধনী শ্রেণী থেকে দরিদ্র শ্রেণীর নিকট আয় ও সম্পদ হস্তান্তর করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে সম বন্টন ব্যবস্থায় আস্তে আস্তে দারিদ্র্যের মাত্রা হ্রাস পাবে এবং প্রবৃদ্ধির হারের যে উন্নতি ঘটবে তার সুফল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ ভোগ করবে। এজন্য সরকার ও রাজনীতিবিদদেরকে একত্রিত হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রয়োজন যথাযথভাবে অনুধাবন করে টেকসই উন্নয়নের পন্থা নির্দেশ করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং সুষম বন্টন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হারকে ত্বরান্বিত করতে হবে। এতে ধনী শ্রেণী আপাত দৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর দারিদ্র্য বিমোচন তথা সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশে সম্পদের অসম বন্টন ব্যবস্থার পরিবর্তে সুষম বন্টনের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে জোরারোপ করা প্রয়োজন।

৪.০ উপসংহার

সুতরাং সমাজের আয় ও সম্পদের অসম বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিমুখী নীতির প্রতি তাড়িত হবার আজকের যে প্রবণতা সর্বত্র বিরাজমান তাকে সংযত করা প্রয়োজন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, প্রবৃদ্ধিকে উপেক্ষা করতে হবে বা প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে হবে, যা ষাট ও সত্তরের দশকে প্রায়ই করা হত-দারিদ্র্য বিমোচন তথা সুষম বন্টনের স্বার্থেই প্রবৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। সমতার সাথে প্রবৃদ্ধির দ্বন্দ্ব নয় বরং সমতার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে বাংলাদেশের আয়তন ও সম্পদের তুলনায় বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী জনসম্পদে রূপান্তরিত হবে এবং এই জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও আত্মিক ভ্রাতৃত্ববোধের ফলে দেশের সামাজিক পুঁজি (Social Capital)-এর বৃদ্ধি ঘটবে। তাই সামাজিক ন্যায়নীতিবোধসম্পন্ন উন্নয়ন চিন্তা সমাজের সর্বস্তরে জাগ্রত করা প্রয়োজন। কিভাবে দরিদ্রদের নিকট থেকে সম্পদ ধনীদের নিকট হস্তান্তর বন্ধ করা যায় এবং জনগণের দিকে আরও সম্পদ যাতে আসতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখা অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল নীতিনির্ধারকের একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত। ধনীদের আয় ও সম্পদের বৃদ্ধির হারের চেয়ে দরিদ্রদের আয় ও সম্পদের বৃদ্ধির হার কিভাবে বেশি হতে পারে সেই উন্নয়ন কৌশল অনুসন্ধান এবং তা বাস্তবায়ন এখন যে সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শক্তি দ্বারা নিস্পেষিত, দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ গণমানুষের বর্তমান সময়ের একান্ত দাবি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নির্দেশিকা

1. Abramovitz, Moses, "Resources and Output Trends in the United States Since 1870", American Economic Review, Vol. 46, May 1956, pp. 5-23.

২. আরিফ, মোঃ জহির উদ্দিন, "বাংলাদেশের দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল", অর্থনীতির পাতা, দৈনিক সংবাদ, ১৪ অক্টোবর, ২০০১, পৃঃ ৮।

৩. আরিফ, মোঃ জহির উদ্দিন, 'বাংলাদেশের দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল', অর্থনীতির পাতা, দৈনিক সংবাদ, ২১ অক্টোবর, ২০০১, পৃঃ ৮।

৪. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক, ২০০২।

5. Bowles, S. and Ginits, H., "Escaping the Efficiency-Equity Trade-off: Productivity-Enhancing Asset Redistributions", in G. Epstein and H. Ginits (eds.), Macroeconomic Policy after the Conservative Era, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1994.

6. Deininger, K. and Squire, L., "New Ways of Looking at old Issues: Inequality and Growth" (Mimeo.), World Bank: Washington, D. C., 1996.

৭. দৈনিক সংবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০১।

8. Furtado, C., "Development and Stagnation in Latin America: A structuralist Approach", Studies in Comparative International Development, Vol. 1, 1965, pp. 159-175.

9. Kuznets, S., "Economic Growth and Income Equality", American Economic Review, Vol. 45, 1955, pp. 1-28.

10. Osmani, S. R., "Is Income Equality Good For Growth?", in Abdullah, Abu and khan, Azizur Rahman (eds.), State, Market and Development, Essays in Honour of Rehman Sobhan, University Press Ltd., 1996, pp. 33-64.

১১. **ওসমানী, সিদ্দিকুর রহমান**, "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য, মোচনঃ এদের সম্পর্কের স্বরূপ নিয়ে কিছু ভাবনা," **রহমান, রুশিদান ইসলাম** (সম্পাদিত), "দারিদ্র্য ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ", বিআইডিএস, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ. ১৩–২৯ ।

12. **রহমান, মোঃ আনিসুর**, "উন্নয়ন-অর্থনীতির সংকট", মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ অর্থনীতি ও গণতন্ত্রের সংকট, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৮, পৃ. ৭৬–৮৭ ।

১৩. **রহমান, মোঃ আনিসুর**, "সামাজিক ন্যায়বিচারসহ প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন", মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশঃ অর্থনীতি ও গণতন্ত্রের সংকট, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৮, পৃ. ১২৪–১২৯ ।

১৪. **রহমান, মোঃ আনিসুর**, "দারিদ্র্য গণনা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারসহ প্রবৃদ্ধি", **রহমান, রুশিদান ইসলাম** (সম্পাদিত), "দারিদ্র্য ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ", বিআইডিএস, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ. ৩০–৩৮ ।

15. Sen, Amartya, "Women's Agency and Social Change", Development As Freedom, Oxford University Press, New Delhi, 1999, pp. 189-203.

16. Sen, A. K., *Inequality Reexamined*, Clarendon Press, Oxford, 1992.

17. Solow, R. M., "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, 1956, pp. 65-94.

18. Statistical Year Book, Bangladesh Bureau of Statistics, 2001.

19. The World Bank, "Bangladesh: From Counting the Poor to Making the Poor Count", World Bank: South Asia Region, 1998.

২০. **ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ**, "সমবায় নীতি", রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, বিশ্বভারতী, বাংলা ১৩৯৮; পৃ. ৩২৯–৩৩০ ।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

The Global Financial Crisis: Challenges and Opportunities for the Bangladesh Economy

Muhammad Mahboob Ali*
Anisul M. Islam

Abstract

Global cooperation is an important ingredient where domestic (real, monetary) and external sectors interact to complement each other for strengthening macroeconomic performance. The current massive global crisis, already being dubbed by some as the Great Recession since the Great Depression of the 1930s, began since the end of 2007 with the sub-prime mortgage crisis in the U.S. and it subsequently and quickly started to spread to other nations since the beginning of 2008. Bangladesh, being an integral part of the global economy, could potentially be facing some adverse impacts of the crisis. Definitely the current massive global financial turmoil has created some major set backs not only for the developed nations but also for the developing countries like Bangladesh. However, if competitiveness, capacity building, business and economic policy formulation and implementation can be done properly, the adverse impact of the crisis can be minimized or mitigated and some potential opportunities could be explored. The study has been undertaken to examine whether and to what extent Bangladesh economy is integrated with the global economy, particularly with the US economy (the country's largest trading partner) and will

* Professor, School of Business and Economics, Atish Dipankar University of Science and Technology, Dhaka, Bangladesh, Phone: 8801911394704, Email: pipulbd@gmail.com

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

explore the nature and extent of the impact of the current massive crisis on the Bangladesh economy and how the country could mitigate or overcome its possible adverse impacts. The paper will also explore possible opportunities the country may take advantage of as the global economy comes out of the crisis. Authors suggest that to mitigate the problems of the crisis, the policy makers need to be more proactive rather than reactive. Some of these policy initiatives may involve infrastructural development, creation of employment opportunities, and lowering price of the exportable commodities without sacrificing product quality. It is also argued that the turmoil may bring opportunities that can be explored through using some non-conventional policy measures such as cost cutting, finding access to new markets as well as retaining current markets for exporting products and labor, and adopting innovative marketing strategies.

Key words: *Global, Financial, Crisis, Bangladesh*

Introduction

Bangladesh is interlinked with the global financial system. As such the global financial crisis which originated in 2007 mainly in USA and spread in the latter part of the year 2008 among developed nations and subsequently shifted to developing nations. It has impact on the domestic economy of Bangladesh. The country is in a difficult situation as it faces imbalances, lack of transparency in the financial markets and non-applicability of domestic safety net. IMF's chief economist Blanchard (18 August 2009) commented that the global economic recovery has begun but sustaining it will require refocusing the United States toward exports and Asia toward imports. He also argued that from the point of view of the United States, a decrease in China's current account surplus would help to increase demand and sustain the U.S. recovery (Source: *www.france24.com/.../20090818-global-economic-recovery-chief-economist-imf-china-usa-blanchard-financial-crisis)*. However, Blanchard's comments may be feasible for the short run but it should be carefully observed what will happen in the mid run and long run. International monetary find did not play due role when global financial crisis arises. Before the crisis they must have surveillance in the USA and other developed nations.

Though global financial crisis has started mid 2007 but the world leaders partially take steps in the spirit of the Bretton Wood conference of 1944 to recover the global financial system. They confined their decision mostly for their own country. G-20 meeting was not very effective. It did not have any proper direction about how IMF and World Bank can be strengthened. These sorts of financial

instability were earlier felt during different time period. It may be noted that currency crisis earlier occurred in France, Italy, Spain, and UK during early Nineties and Mexico during mid nineties. Moreover, South East Asian currency crisis occurred during 1996-1998.Russia and Brazil were also affected by the currency crisis. But this time magnitude and degree of the crisis is high as it originated from the global financial leader USA based on whom world class capitalistic structure working as a whole.

After long two years, Bangladesh restored its democracy through general election in the early part of the year 2009. Economic progress of the country depends on political stability. The government has been facing the impact of global financial crisis on the domestic economy. Bangladesh is the part of the global economy; as such they have to face the danger of the global financial crisis, which has both micro and macro impact all over the world. However, still now macro economic variables of the country are more or less is not in a very bad situation. The government of Bangladesh on 19th April, 2009 first declared a ‘stimulus package’ of Tk 3,424 Core. Govt. allocated special financial package at first for Taka 5,000 crore in the budget of the fiscal year 2009-10. The government on November 25, 2009 again declared a series of additional fiscal and policy stimulus packages worth over Tk 1,000 crore for export sectors to offset bad impacts of global meltdown on the domestic economy.Business groups of the country are still demanding for more packages.

In the national budget of Bangladesh for the fiscal year of 2009-10, it is expected that growth rate of gross domestic products will be in between 5.5 percent and 6 percent. The Govt. earlier organized a task force to prepare for the global financial crisis though the activities of the task force should be more strengthen. In the budget it has been decided that dependence on domestic borrowing will be reduced to finance the fiscal deficit, reorient towards foreign aid and loans, to raise Tax/GDP ratio, decrease of debt/GDP ratio, and keep away from suppliers’ credits. Tax/GDP ratio in Bangladesh is very low as it is only 9 %.They also put emphasis on public and private partnership.

Global financial crisis has been spreading out all over the globe, which leads to danger not only for USA and European countries, but also other parts of the world. Excessive liberalization, non-compliance of corporate governance, existence of asymmetric information, lack of surveillance, through financial engineering the market was manipulated, capital was flowed short term as well as long term were the causative factors behind the crisis. Withdrawal of Glass-Steagall act during Bill Clinton’s administration as it allows commercial and investment banks to

consolidate. As such it has an adverse impact on the financial sector of the USA. Moreover, Bush administration relaxed the procedure o disburse money through allowing to purchase or refinance home as well as the deficit budgets for several years. Though it mainly started from the housing sector, yet the problem arose when regulation in the financial sector couldn’t work in the right direction. US regulators did not supervised and monitored properly the way the financial institutions were providing loans to all kinds of people during the housing- boom period.

A lot of financial instruments and derivatives are used in the markets, which were not understood by the market players, investors, clients and also regulators. Lack of information about the market did not give the scope to work under competition rather market information crates distortion. Speculation is largely superseded by the gambling. Those who are part of the gamble were affected by the corruption prone financial activities. Self-belief about the market dynamics were shrinks across the globe. Those who are worried for their financial future are likely to be searched for getting advice to keep their assets in order.

Risk speculators needs to unveil asset classes, a blend of bonds and loans, or security pools such as residential and commercial mortgage backed securities in USA, but they didn’t in fact acquire the basic credits, had now a means by which to speculate on them. Credit default swaps are two-sided contracts, which indicate that they are private contracts connecting two parties. Credit default swaps are written on sub prime mortgage securities. It is shocking that these sub prime mortgage pools to facilitate banks, insurance companies, investment banks, hedge funds and others bought were over-rated and ended up declining sharply in value as foreclosures rise on the causal mortgages in the collection. The most important think is that perceptions of the customers were destroyed and mismanagement was created in the primary stage of the economy. Due to financial crisis all over the world recession has been spread out. To eradicate the problem of global financial crisis, starting form USA to different developed nations and developing countries are uses short, medium, and long term policies. Based on the economic situation of different countries, respective governments introduces some conventional and non-conventional measures including fiscal measures, monetary policies, nationalization of financial institutions, financial packages to bail out, providing subsidies, cash flows etc.

Through considering micro and macro perspectives, the government of Bangladesh is trying to cope with the policy formulation to mitigate the problem of the global financial turmoil. The prime objective is to create employment opportunity, infrastructural development and to safeguard the economy from the

worst impact of the global financial crisis. But problem lies with the implementation process.

Literature Review

G-20 summit at Washington on 15th November 2008 took place in USA. Helleiner and Pagliari (2008) argued that the global spread of the financial crisis already has had the repercussion of weakening the credibility of the Anglo-American financial model and, fuelling centrifugal pressures in the international financial system. Failure of the corporate governance in the western countries owing to excessive financial engineering has increased the gravity of the situation. Structured market may be followed where open economy cannot work. If perfect competition fails to work in the market or distortion prevails then there should be regulation. Germany recently announced a modest stimulus plan and Britain also supports plans for further economic stimulus.

Khalily (2008) argued that capital market of Bangladesh may not face any adverse impact of the crisis. He cautioned that as Bangladesh grows, it may be exposed to the types of financial risks that banks in the developed countries have faced. Regulators should be innovative as in the free market economy, moral hazard and adverse selection problems will always prevail.

Adamu (2009) observed that the risk of global recession has heightened significantly and volatility of commodity prices on the developing countries like Nigeria, has increased further. If this condition continues to deteriorate developing countries could be in great jeopardy. He found that this crisis will cause fall in commodity prices, decline in export, lower portfolio and FDI inflow, fall in equity market, decline in remittance from abroad etc.

Ahmed and Mujeri (2009) found that economic growth has slowed down, and exports and remittance inflows, two of Bangladesh's critical parameters of macroeconomic strength, have grown at slower rates relative to pre-crisis projections, the quantitative nature of these impacts in Bangladesh are much less compared with impacts experienced by comparable countries especially in the Asia-Pacific region. Moreover, Bangladesh's growth prospects remain relatively less affected. Inflation has eased with falling global commodity prices and good domestic production especially in agriculture. Although Bangladesh suffered significant loss of income in the external sector since 2003 from severe terms of trade shock mainly originating from higher food and petroleum prices, this large loss of income was largely met by compensating growth in remittances and thus Bangladesh enjoyed a surplus in its current account balance. In addition, despite

large scale challenges, Bangladesh has maintained relatively sound macroeconomic fundamentals, stable external balances, and good foreign exchange reserves.

Ahsan (2009) commented that the financial system in Bangladesh & many LDCs has been free of the direct contagion of toxic assets plaguing the advanced economies. Even then active monitoring of the capital structure of the banking system would be important to retain public confidence.

Anwar (2009) observed that widespread corporate fraud, greed, insider trading, and so on has been due to regulatory failure to generate oversight, accountability, transparency and monitoring – all that led to dampen the economy-wide crises in the U.S. and tipped the world at large into recession as a chain reaction. He suggested that ensuring smart regulatory governance can help the regulators avert and curb the generation of such crises, – thereby shaping up responsiveness to and confidence in the general public both inside the nation and across the world.

Aversa (2009) reported that Bernanke urged to rewrite of U.S. financial regulations, something Congress is involved in. He called for stricter oversight of companies — such as AIG — whose failure would endanger the entire financial system and the broader economy. He also argued that the U.S. needs a process to wind down globally interconnected companies, as he Federal Deposit Insurance Corporation does for failing banks.

David365 (2009) described that the turbulent financial tsunami has spread to the real economy. In the current international financial crisis, many foreign trade enterprises, especially export-oriented SMEs are facing difficulties. The financial crisis can be called as the most serious financial disaster since the Great Depression due to global effects characterized by the breakdown of key trade, declines in consumer wealth estimated in the trillions of U.S. dollars, substantial financial commitments incurred by governments, and a significant decline in economic activity. Various causes have been proposed for the crisis, with experts placing different weights upon particular issues.

Imam (2009) argued that the economy of Bangladesh may not be affected in short run. He commented that to withstand the shock emerging from global economic slow down and ultimately its impact on growth depends on: how long the recession lasts and the depth and severity of the recent global crisis.

Loser (2009) argued that the financial crisis that erupted in August 2007 after the collapse of the U.S. sub prime mortgage market entered a tumultuous new phase in September 2008. These developments badly shook confidence in global

financial institutions and markets. Most dramatically, intensifying solvency concerns triggered a cascading series of bankruptcies, forced mergers, and public interventions in the United States and Western Europe, which eventually resulted in a drastic reshaping of the financial landscape.

Murshid, Zohir, Ahmed, Zabid, Mehdi (2009) argued that the benefits of lower world prices are already being felt in Bangladesh, especially through lower inflation, including lower food and energy prices. Another channel that can help lower the inflation rate of Bangladesh is the declining trend of inflation in major trading partners. The headline inflation rate of Bangladesh already started to decline from 10.82 percent in July'08 to 6.03 percent in December'08. The inflation rate of the major trading partners like India, China, and Hong Kong has declined significantly in recent months as well.

Sagafi-nejad (2009) depicted that Wall Street traders, who took advantage of lax enforcement, built houses of cards by devising and selling to greedy customers "financial instruments" so complex and so bizarre most of the traders themselves did not understand them. Worse, these gimmicks had little redeeming quality, and contributed marginally if at all to the efficiency of the market. Instead, they took the form of Ponzi Schemes! Meanwhile, if the meltdown prevails for long time in that case the country needs well effort stimulation and comprehensive package.

Talukder (2009) observed that according to Bangladesh Bank data, total number of persons going abroad July-March FY 2008-09 was about 26.4 % less than that of the comparable period of the previous fiscal year. Bangladeshi workers abroad are being laid off in the Middle East, South East Asia and other countries where Bangladeshis find low-skilled, low-wage work.

World Bank (2009) observed that global economic disaster guides to increase risk of poverty in almost all developing countries. Around 40 % of developing

Chart 1 Exposed countries according to the World Bank

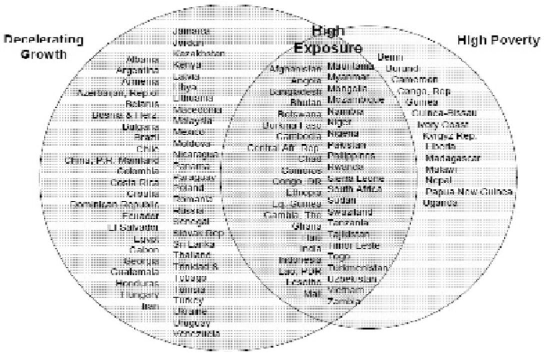

countries are highly exposed to the poverty effects of the crisis. Exposed countries in accordance with World Banks are shown below in Chart: 1:

According to World Bank's Global Monitoring report (2009), the deepening of global recession, rising unemployment, and volatile commodity prices in 2008 and 2009 are seriously affecting progress toward poverty reduction. The recent food crisis has thrown millions into extreme poverty. Deteriorating growth prospects in developing countries will further slow the pace of poverty reduction.

Wynne and Kersting (2009) argued that transportation costs, barriers to trade and other factors create a gap between the domestic and world prices. The size of this distortion will determine just how much of the good we import and consume. Improvements in transport and communications technology and more liberal trade policies will reduce the difference between the home and world prices.

Objectives of the study

The study has been undertaken with following objectives:

1) to understand the meaning and nature of Global Financial crisis;
2) to assess the present situation of the domestic economy of Bangladesh;
3) to evaluate the challenges of Global financial crisis on the domestic economy of Bangladesh;
4) to suggest some recommendations so that global financial crisis can eradicate problems and create opportunities for the economy of Bangladesh.

Methodology of the study

The study is an exploratory in nature. Data used in the study are collected basically from the secondary sources. The study will see Change in real GDP: Bangladesh versus the U.S.; Change in Industrial Production Index: Bangladesh versus the U.S. ; Trend in Taka per US Dollar: 1973 – 2009 to examine linkage between US economy and domestic economy. Correlation Coefficients will be determined. Diagrammatic explanations will be given. The major sources of data will be included publications of various articles, research reports, journals, Internet etc. However, exact sources will be mentioned. SWOT analysis of the Bangladesh economy to consider impact of Global financial crisis on the economy will also be done. Time period of the study is up to November 2009.

Limitations of the Study

The study is based on secondary sources. It doesn't deal with primary sources and doesn't prepare questionnaire for survey purposes to assess the impact on the grass root level.

Present Status

Bangladesh economy is linked up with the global financial system. As such the domestic economy is facing the problems created by the global economic disorder though the magnitude of negative impact is still not too much high. According to Asian Development Bank (Bangladesh: Quarterly Economic Update, June 2009) report Bangladesh's GDP growth rate was 5.9% in the fiscal year 2008-09 which is comparatively lower than the fiscal year of 2007-08 when GDP growth rate was 6.2%. Fig:1 illustrates nominal GDP of Bangladesh over the time period.

Fig:1 Nominal GDP of Bangladesh
(1975-76 to 2008-09)

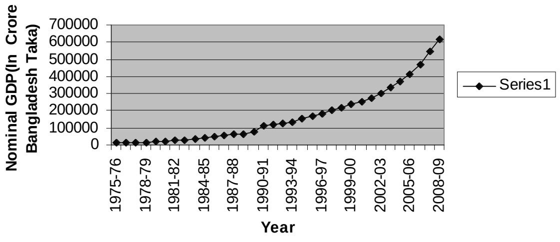

(Source: Various issues of Economic Trends)

One of the reasons that global turmoil did not affect the economy too much is that the country still depends on agricultural sector. According to the aforesaid ADB report (2009) the growth rate of agriculture sector was 4.6% in Fy 2008-09 which is higher than 3.2% in Fy 2007-08. Moreover, though the country has moved towards free market economy since 1990, full openness of the economy is still to be established. Never Thelon, the possibility of a decline in seaport receipts and remittances cannot be ruled out if the slofal economy does not quickly recover form the eirsis.

Given the current large liquidity overhang in the banking system, the central bank believed it could adequately serve demands of both public and private sectors (Bhattacharya and Khan, 2009). This was the essence of the declared "accommodative monetary policy". To keep domestic borrowing conditions easy in a recessionary global environment, the central bank refrained from Reverse Repo operations since the last quarter of FY09 and announced to continue it in the

first half of the 2009-10 fiscal year. Emphasis was given on the utilization of the foreign exchange inflows in growth supportive investments than on the accretion of ever higher reserves. The central bank signaled its intention of fostering cultural attitudes which predominantly relied on equity-based rather than debt-based investments. One wonders how this discretionary foreign exchange financing would take place. The central bank made it clear that it would strengthen its oversight on liquidity, capital adequacy and risk management in banks and financial institutions to protect the domestic financial sector from instabilities of the kind that afflicted markets in advanced economies. Government along with the central bank finalised steps for obtaining sovereign credit rating for Bangladesh that would lower costs for private sector borrowers and banks.

Banking system of the country however is not totally free from the danger, as funks might face problems due to non-recovery of advances against export financing if report receipts and remittances duelined. At the moment. The main problem for the economy is that investment is not picking and borrowing from the banking sector by the investors has fallen substantially. Rather default culture is crippling the banking system.

Recently Governors of Central Banks and Heads of Supervisions of various countries central bank decided to strengthen the banking rules and regulations under the guidance of the Bank for International Settlements: Raise the quality, consistency and transparency of the Tier 1 capital base; Introduce a leverage ratio as a supplementary measure to the Basel II risk-based framework ; Introduce a minimum global standard for funding ; Introduce a framework for countercyclical capital buffers above the minimum requirement; Issue recommendations to reduce the systemic risk associated with the resolution of cross-border banks (Source:http://www.abbl.lu/articles/comprehensive-response-global-banking-crisis).

Unfortunately the present Government is doing the same wrong as earlier governments did through reconstitution of Board of Directors of the public limited banks. The criteria for selecting directors of the banks in most of the cases become relatives/ leaders of the ruling party. Independent directors are also being nominated on the basis of the same criteria. As a result the commercial banks are not being able to contribute to the economic development process at the time of global crisis. Bank may also fail to comply with corporate governance. Most of the directors of the banks are also male dominated and gender inequality prevails. Lack of transparency, accountability and fairness are creating problems for the banking sector.

The US President Barak Obama wants to create job in his own country. His plan is very good. But he is not in favor of outsourcing businesses. Some Bangladeshi entrepreneurs are trying to get the business of call centers. However, Bangladesh may not be able to run this business successfully.

The economy of Bangladesh faces another problem. When price rises in the international market, it is observed that in the domestic market price rises at a much higher rate. But when price falls in the international market, price falls very slowly in the domestic market. We know that at the time of opening of the Letter of Credit (L/C), the price, which is available in the international market, it will continue till L/C is expired and as such all on a sudden it may not be possible to reduce the price. But rate of decrease of price occurs at a far lower speed than what is actually desired. On the other hand, in Bangladesh through oligopolistic nature of business, cartels are created in the market mechanism, which ultimately charge higher prices than the prevailing rate in the international market. Price of edible oil is still higher in the domestic market. Similarly, price of flour is still much higher in the domestic market compared to international market price. Due to different stages of bringing the commodities from the remote villages to urban areas and lack of well developed supply chain management some times commodities are being sold at too much higher price. Prices in the retail markets are much higher than what it would have been including all the costs including transportation and normal profit. Lack of alternative public business enterprises like Trading Corporation of Bangladesh (TCB) creates opportunities for the profit motivator private organizations. Though Govt. is taking initiatives to activate TCB to avoid cartel situation created by the syndicate prevailing in the Bangladesh economy but they failed to do so still November 2009. Moreover, there are at least 18-24 stages to bring products from the remote villages to the retail markets. In each stage not only transportation cost but also rent seeking by the rent seekers including police and also different criminals'/ party leaders' etc. raises the prices.

Regarding export, around 80 per cent of the total export earnings are receiving form USA and European countries. Bangladesh's export items have low price elasticity and targeted towards relatively lower income groups. As such there may not be a major problem. But due to recession in developed countries, the foreign buyers placed already less amount of order for export of products which leads to lower export earnings. According to ADB report rate of growth of export is 10.3 percent in the fiscal year 2008-09 which is lower than 15.9% of the fiscal year 2007-08.Already RMG sector became affected.

Around 50 per cent of the total garments firms, which are not competitive, are collapsing. At least 6 to 7 hundred thousand female workers in the RMG sector have been gradually losing their job. In the meantime, it is observed that in the RMG sector order decreased by around 14-20 per cent. Besides female workers, huge number male workers of the export led growth industries are also losing their job. This is a real problem for the economy.

However, there might be an opportunity if Garments sector can produce at a lower cost and able to increase there export volume if low income elastic product can be exported. At the same time transportation cost should be lowered down. Moreover, price of raw leather has decreased substantially in the international market. And we do not have enough capability to produce finished leathers with product differentiation. Though we have competitive advantage in blue leather, but we can not develop leather industry properly. Rather China, Hong Kong etc. countries are doing well in the leather sector. In case of tea production, we are still using older mode of production process for which our tea sector also needs appropriate attention and capacity building. In long term we may also lose the tea market as there are no measures to improve the production process of Tea. Handicrafts products are not getting due attention. Frozen foods are loosing international market due to global turmoil. The country is gradually losing the market of Jute. Jute and jute related products need diverse development scheme starting from setting up new capital machinery as Life cycle of the most of the capital machineries were expired. Pharmaceutical industries need special attention for marketing their product in the international arena. Despite Govt.'s supporting to the Information and Communication Technology (ICT) sector, but still this sector is an infant stage and can not generate export earnings which are much below from the target level. The country is now exporting ships and bricks. But we should be cautious about the worse impact on the environment and production must be free from pollution hazards.

Bangladesh's balance of trade position is always in deficit. As import prone country the country can get some opportunities. Importable commodities like food, oil, fertilizers etc. have been decreased. As a result Bangladesh may face some sorts of benefits According to ADB reports (2009), imports in the fiscal year 2008-09 raises only 4.1 percent.

Bangladesh has dramatically reduced dependency syndrome on foreign aid and loans for last 25 years. In the current national budget of Bangladesh it has been expected that 4.5% of the total receipts will be attained a foreign aid and 7.6% as a foreign loan. Due to global financial crisis, rate of foreign aid and loans

disbursement will be reduced in different countries. However, we are still dependent on foreign advisers counsel on different national, political and economical issues, which is not desirable. As an independent country this creates negative impact and lowers prestige of Bangladesh in the international arena. Ultimately, this will lead to create low-level equilibrium trap. The country should try to attain self-reliance and must not need certificate from foreign nations to judge whether we are doing right or wrong. Vision and mindset should be changed. Bangladeshi must feel proud that we have a rich cultural heritage and we get independence after successful independence war. But we are now giving chance to the foreigners to comment on any trifle matter. This is really ridiculous. And it indicates that though we are an independent nation but we lowers our own dignity and behaves like a slave. The country can not able to develop self-respect and self -esteem.

Non-resident Bangladeshis can not able to work as a linkage between domestic and international arena. Though different Govt.'s told that they will be engaged to participate in the development process but it was not practiced. Bangladesh embassies in different foreign countries are not playing their due role. They are not working to turn diplomacy for the prosperity of economy. Moreover, those are appointed as ambassador at abroad their negotiation skills are very weak. Professionalisms in the Bangladesh embassies are not being practiced.

Capital market is relatively safe as only 2.83 per cent foreign investment took place in the capital market. According to ADB report (2009) market capitalization of the Dhaka Stock Exchange rose from Tk.970.4 billion in July 2008 to Tk.1312.8 billion by the end of June 2009 which is 21.3% of GDP and leads to rise of 35.3%. Chittagong Stock Exchange market capitalization rose 26.1% during fiscal year 2008-09.But there is a syndrome that market manipulation, insider trading are continuing with the help of a group of vested interest persons. Numbers of financial instruments are not sufficient enough. Banking shares are dominating in the share prices. Some commercial and merchant banks are breaking the guidelines of the Bangladesh Bank as well as Securities and Exchange Commission rules and they are injecting to raise the price of the share of different companies. Though Bangladesh Bank requested all commercial banks to submit information regarding their portfolios in the share market but most of the banks are not fulfilling rules properly. As such share price index is raising and volume of the trade in the share market is increasing and they are gaining in short run. But capital market is not working in a right direction for the economic development of the country. Capital market cannot play vital role for long term industrial financing as well as investment for construction of bridge, port or infrastructure development of the country etc.

The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry on 6th December 2008 presented a paper entitled ‘Maximising growth for Bangladesh: A private sector vision’ at a seminar. Their vision is not free from the drawbacks as most of the initiatives were proposed to be taken by the government. But creation of the congenial environment of public-private ownership is essential. In the current era, to cope with global turmoil we must ignore heavy dependence on trading. Around 95 per cent of all business units are in the Small and Medium Enterprises (SME) category in Bangladesh. The SMEs provide a highly cost-effective and socially desirable route to industrialization in Bangladesh. The country should develop entrepreneurship and this entrepreneurship should not be confined within SMEs sector only. They should be motivated to develop industrial sector medium and high tech industries, which can substitute, export industries. GDP growth rate can be raised to 8 per cent but it needs to attain within 4-5 years. Otherwise, any good desire for developing the economy of Bangladesh may be turned to become ineffective.

This global financial crisis indicates how all sorts of changes can occur in the world. Excessive deregulation creates scope for earning super normal profit, which destroys perfect competitive situation. But where per capita GDP is only 621 US dollar (Source: Bangladesh Arthanaitic Samikhya 2009), and growth rate of GDP is around 6 per cent, there should be five years’ planning. Govt. is going to prepare a twenty years broad based planning. Macro level development strategy should be prepared within a boarder perspective to develop the economy of Bangladesh for next five years. Still Govt. is delaying to prepare Five year plan. And in the meantime they are trying to attain foreign aid and loans against modified Poverty reduction strategy –II.

Currently Bangladesh Bank is trying to maintain stabilization of USD against Bangladesh Taka. According to the ADB report (2009) the nominal exchange rate (taka/dollar) remained stable in the year 2008-09, with modest depreciation. The exchange rate ranged from Tk. 68.5:$1 to Tk. 69.1:$1 in the year 2008-09.However, exporters and remittances senders are pressing hard to deprecate Taka against USD. USD might have two rates one normal rates, which should be determined by demand and supply. For exporters and remittance holders, there may be introduction of special procedures for providing them special rebate. Fig:2 shows nominal exchange rate of Bangladesh taka against per US Dollar from 1975-76 to 2008-09.

Around 35% of the economy in Bangladesh is unrecorded economy. This is creating problem for the society. To add value in the society, procedures of unrecorded transactions should be turned to white in the transaction processes.

Fig:2 Nominal Exchange rate of Taka against Per USD

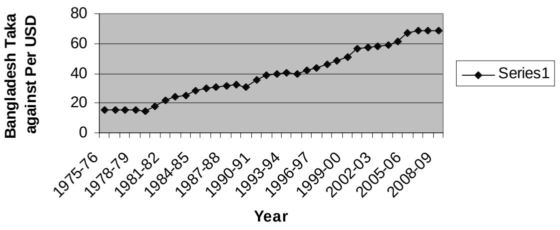

(Source: Various issues of Economic Trends)

Current fiscal budget (2008-09), special provision has been given for whitening the black money for next three fiscal years. Actually permission should be given for one year and should be allowed to use in the productive sector only. Parallel market should be developed in a transparent and efficient manner.

Still the country doesn’t take proper steps to improve infrastructures and services to reduce lead time. Without generating of electricity for 7000 MW per day and curtailment of system loss in electricity, the country cannot develop its economy. There is a need to reduce the anti-export bias in the trade regime, improve the investment climate, continue prudent financial policies, bringing political stability, removing growth of militants and terrorist activities, as well as cost-effective measures to assist the export sector and its workers.

Population growth rate of Bangladesh is much higher than that of official declared rate. This population growth rate is a hindrance for economic development of the country. To create employment opportunity stress should be given in between bottom up and top –down planning approach. From the grass root level most of the development strategies should be undertaken. Local level planning is not at all getting any importance and upzillas cannot work in the right direction.

Operations Management including inventory management of the business sector is not efficient. The country cannot provide linkage with modern technology. It failed to apply e-marketing strategy in the business environment. Integrated marketing communication systems were not developed. Country lacks managerial inefficiency, strategic planning and implementation. Sustainability in the long run doesn’t consider. Corruption, nepotism, criminalization, lack of check and balance system have been destroying the economic situation. Entrepreneurship development is not feasible. Young generation should come forward to develop entrepreneurship. The economy of the country is facing hostile business environment accompanied by political instability.

Still Chittagong port of the country is not properly reorganized so that transportation through this port can not be efficiently handled. Further, Mongla port of the country is not properly utilized for which it becomes almost ineffective. Efficiency and effectiveness of the transportation sector has not been created. As such the economy has been lacking to ensure overall competitiveness.

Bangladesh can not use regional cooperation to mitigate the problems of global financial crisis. They did not utilize SAFTA or BIMSTEC to avoid the problems of the global crisis or even to create opportunities they can not effectively utilize regional bodies. They failed to take initiatives like ASEAN to eradicate the problem of global financial crisis.

The study will examine change in real Gross domestic Product (in percentage) between Bangladesh and US from 1973 to 2008 in Fig: 3.

Percentage change in real GDP for Bangladesh and the U.S. is presented in Figure 3. It shows any comovement between Bangladesh and U.S. economy from 1973 to 2008. There seems to be some comovement of the two series, but the comovement is very weak. The overall correlation coefficient is r = 0.1118 which

Figure 3: % Change in real GDP: Bangladesh versus the U.S.: 1973 2008

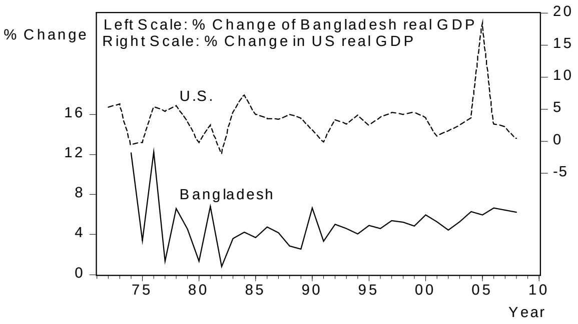

(Source: Authors' calculations based on data from IMF, International Financial Statistics CD Rom, 2009)

is quite low. Further, when the U.S. economy and the world economy went into a major recession since the end of 2007, Bangladesh economy seems to have slowed down a bit, but it is still having healthy growth in 2008. It seems that although Bangladesh economy has some comovement with the U.S. economy, the comovement is very weak. This perhaps explains that Bangladesh economy is mostly escaping any serious repercussions from the U.S. and global meltdown. However, there could be a delayed effect, but this is not evident yet and one cannot ascertain that until 2009 data becomes available.

Now percentage change in indsutrial production index is shown in Fig:4.

As an alternative measurement, % change in industrial production index for Bangladesh and the U.S. is presented in Figure 4. It also shows any comovement between Bangladesh and U.S. economy from 1973 to 2009. Similar to the real GDP series, there again appear to have some comovement of the two series, but the comovement is even weaker. The overall correlation coefficient is r = 0.0549,

Figure 4: % Change in Industrial Production Index:
Bangladesh versus the U.S.: 1973 2009

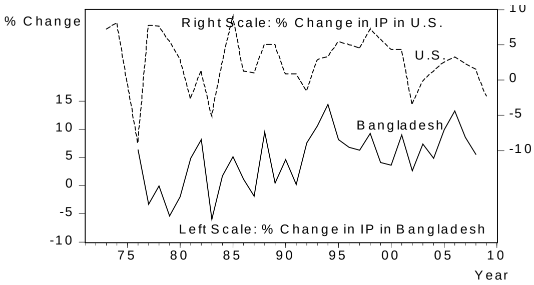

(Source: Authors' calculations based on data from IMF, International Financial Statistics CD Rom, 2009)

which is very low and lower than the correlation between the real GDP series. Further, when the U.S. economy and the world economy went into a major recession since the end of 2007, Bangladesh economy seems to have slowed down a bit, but it is still having healthy and positive growth in 2008. It seems that although Bangladesh economy has some comovement with the U.S. economy, the comovement is very weak. This perhaps explains that Bangladesh economy is mostly escaping any serious repercussions from the U.S. and global meltdown. However, there could be a delayed effect, but this is not evident yet and this cannot be ascertained until 2009 data becomes available.

Exchange rate in Taka per US Dollar for the period of 1973 to 2009 is shown in Fig: 5.

Another indicator of the state of Bangladesh economy in relation to the U.S. economy is the exchange value of the Bangladesh currency against the U.S. dollar. The trend in this exchange value is presented in Figure 5. It is common knowledge that the U.S. dollar has depreciated quite a bit aginst the Eur and the Japanese yen over some time now and more so since the global crisis began. If the global crisis would have affected Bangladesh severely, the Bangladesh currency would have depreciated significantly. However, as Figure 5 shows, the value of

Figure 5: Trend in Taka per US Dollar: 1973 2009

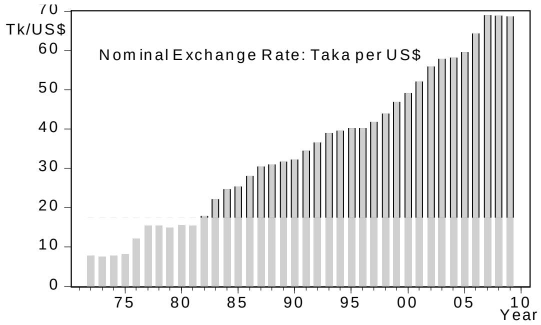

(Source: IMF, International Financial Statistics CD Rom, 2009)

Taka agianst the US dollar has remained stable since 2006 and continued to maintain its value against the U.S. dollar up until now (2009) and perhaps appreciated a bit against the dollar. It thus appears that Bangladesh currency and the economy showed quite resilience in the face of the evolving economic and financial crisis that began in 2007.

Conclusion and Recommendations

Why Bangladesh seems to have avoided the adverse impacts of this massive 2007-08 global financial crisis? The answer perhaps lies in several factors:

Firstly, Bangladesh economy has become gradually more integrated with the rest of the world, especially in the trade sector, but it is still not highly integrated with the U.S. and the rest of the world.

Secondly, in the trade sector, Bangladesh exports are dominated by ready made garments products. But Bangladeshi garments products are concentrated in the lower price range in the global market. As such, when economies in advanced countries were in recession, the demand for the higher price range of garments products declined sharply, but not the lower price range of garments products. As a result, Bangladeshi garments exports did not suffer much due to the current crisis, at least not yet.

Thirdly, Bangladesh has not integrated much with the rest of the world in terms of banking and financial services integration. It has a long way to go in terms of deepening financial integration with the rest of the world. This may have worked as a blessing in disguise for the country and thus provides a valuable lesson that policy makers need to pursue financial integration with prudence and caution.

Chart 2: SWOT Analysis of the Bangladesh Economy due to Global financial crisis.

Sl. No.	Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
1	Bangladesh economy is not still open fully;	Bangladesh economy doesn't possess perfect competition;	Bangladesh economy may attain positive impact if production cost can be lowered accompanied with decrease of transportation cost.	Political instability may occur at any time which may hamper production of products.
2	Though expatriates from abroad are returning but foreign remittance still did not decline.	As expatriates are regularly returning from abroad as such it may lead to decline foreign remittance.	Volume of diversified exportable commodities can be raised if low price elasticity of exportable products can be produced. Coordination between import substitution industrialization process and export lead growth strategy may help to over come the problem of chronic deficit in Balance of trade position	Balance of payment position may be worsen off. Still foreign aid and loans are required to mitigate budget deficit.
3	Among the financial institutions banks are playing vital role. Still banking sector of Bangladesh is not affected	Overall domestic investment declines and Govt. projected GDP growth rate at 5.5-6% in the year 2009-10.Though market capitalization in the capital market has been raised but it can not properly utilized.	Capital market of the country may be restructured so that supply side deficiency can be driven out and foreign direct investment in the share market can be raised.	Foreign direct investment may be declined; .
4	Prices of importable commodities are declining. As such production cost is declining.	Infrastructure is weak; Gas-power and energy sectors are not business environment friendly.	Bangladesh Taka may be stronger for which less amount may be paid against US$ to import foreign products.	Currently foreign exchange reserve is very high which may cause negative impact on the domestic economy.
5.	Labor cost is relatively low. Inflation rate is also decreasing.	Population growth rate is high. It is a burden for the society.	Inflation due to external sector may be declined.	Lack of Corporate governance and corporate social responsibility may be further aggravated the situation of the domestic economy and business environment may be weakened.
6.	Dissemination of the information is gradually improving. Govt. is in search of new labor and export markets. Centralization of the development planning is occurring.	Still Information possesses barriers of free flow of information. Labors are not getting enough training before leaving for abroad. Lack of coordination between planning is occurring.	New labor market should be innovated and manpower can be migrated to new country provided they have been trained as per the requirement of the foreign market;	Development strategy does not include bottom up approach .As such coordination between top down approach and bottom up approach does not occur. Upzilla's are still neglected to become development center and grass root level is being deprived.
7.	Leadership is concentrated at the hands of the few. Starting from the political to the business arena, less numbers of new leaders are being emerged. As such stability in the decision making process occurs.	Leadership crisis is felt in the organization at three phases starting from junior, mid and top level management. Entrepreneurship Development is being hampered.	.New leaders with vision, mission may be emerged in the different tier of the business organizations and national level.	Feudal system of leadership or autocratic leadership or military leadership may be emerged at the national level .Basic human rights may be violated.

(Source: Prepared by the authors')

Fourthly, partly because of the third factor mentioned above, Bangladesh banking and financial sector has not been exposed to the toxic and sub prime assets emanating from the U.S. banking and financial sector (identified as the major cause of this global crisis), thus shielding the country from major meltdown.

To mitigate the problem of the global turmoil it is necessary to create employment opportunity, production of low cost product maintaining the quality, improvement of supply chain management and export diversification. Those who will be unemployed from the domestic industries as well as returned from abroad after losing their job, it is duty for both the Government and private entrepreneurs to create employment opportunity. Solar electricity system side by side nuclear power system should be introduced. Govt. is trying to solve the problem of electricity, Coal, Gas problems. But implementation process is not easy. Actually the country needs proper and quality leadership as well as efficient and effective three tiers of management in every sphere i.e. Top level, mid level and lower level management at all level of functional organizations. Strategic leadership should be accompanied with strategic formulation and strategic implementation. Starting from the junior level of management to the top level management, boosting up of development strategies should take the center stage. Any sort of development project should be well coordinated by the parliament members and Upzilla Chairmen. Mutual inclusive system of delegation of power should be designed.

Imam(2009) comments that domestic economy of Bangladesh will not be affected in the short run is correct. However, in the mid and long run the situation may be different. From the second quarter of the 2010, there is every chance that the economy of the country will face three types of problem: remittance will be slower down, export earnings will be decreased and creation of unemployment. Ahmed and Mujeri's (2009) observation should be cautiously handled to maintain economic growth.

Adamu (2009) observations should be cautiously taken by the policy makers of the country. His argument that this crisis will cause fall in commodity prices, decline in export, lower portfolio and FDI inflow, fall in equity market, decline in remittance from abroad etc. may occur in the economy of Bangladesh. Ahsan (2009) cautions that active monitoring of the capital structure of the banking system would be important to retain public confidence should be followed by the Bangladesh Bank. Bangladesh Bank should implement strengthening the commercial banks. Khalily's (2008) comments should be carefully taken by the policy makers so that Bangladesh economy may be free from danger due to gradual openness of the economy.

Government of Bangladesh must be more cautious about the global financial crisis. Govt. should take appropriate decision beyond the interest of a very thin group of vested quarter .Depending on the appropriate decision, it may be possible to avail the opportunities of the global financial crisis. Though the country is following free market economy, whenever any sort of imperfection creates market distortion, regulatory measures should be taken.

Global cooperation is an important ingredient where real, monetary and also external sector should work to complement each other for strengthening macroeconomic variables. Bangladesh should be cautious to overcome the global financial crisis. Without the cooperation among the world leaders, it will not be possible to address the global financial repression syndrome. Developed and developing nations should work for their common interest and the danger of financial engineering should be overcome by structured market system where up to certain level market can play without any sort of hindrance but when market turmoil starts then there must be regulatory measures.

Synergy should be created through total quality management in every sphere for which employment generation and redistribution of income effect is the prime concern for to minimize the risk of the crisis and take all hearted effort to transform the crisis to opportunities for the Bangladesh.

Recommendations

Some recommendations are given below:

Political wisdom and farsightedness is required. The task force which Govt. has established should be more active for strengthening the economic progress of the society. Under political leadership, it should integrate economists, social workers, and members of all the political parties, civil society, media personalities and bankers to ensure safety in the face of economic turmoil. Image of the country should be developed in the global arena. Minimizing the corruption and eradication of rent seeking is urgently needed.

Planning should be made in three phases: short run, mid-term and long run. For short run and mid-tern, those who are unemployed must get financial help through creation of social security or employment for at least 100 days through distribution of food program. However, long-run strategy should be built up for creation of permanent income opportunity. Transitory income may give transitory consumption pattern. For long-term development, people need permanent income, which will lead to create permanent consumption habit.

Empowerment of women is very much needed so that they can effectively play vital role in the decision making process. Female workers who will lose their job especially from the garments sector due to global financial crisis may be able to get job. As such creation of alternative job facilities are very important. Proper training facilities and creation of alternative job facilities are required.

Import substitution industries and export oriented industries should be set up. There should be a vertical and horizontal coordination between these two strategies. Current national budget has tried to provide special facility in this regard.

Competitiveness, efficiency and effectiveness should be encouraged in the business environment of Bangladesh. It should create a benchmarking of international standard through production of high quality of product at a low cost. Moreover, transportation cost should be decreased. Opportunities, which have been created through global financial crisis, can be attained through using competitiveness in the production process as well as creation of new exportable market.

Main attention of the budget has been giving to create employment opportunities so that redistribution of income effect can be done with the broader aspect of poverty elimination. Implementation of budget should be done properly for which monitoring and supervising should be strengthening and if required modification of the plan at the implementation stage is required.

Monetary policy should be more effective so that investment can be raised but inflation should be reduced to 4 per cent so that real rate of return becomes positive. Readjustment of exchange rate should be made without any sort of favor towards USD. On the basis of the calculation of the real effective exchange rate, USD may be sold in the foreign exchange market.

Fiscal policy should be redesigned to reduce indirect tax and to raise direct tax. Tax management system should be improved so that Tax-GDP ratio can be raised. Motivation for giving taxes should be increased. Debt/GDP ratio should be declined. Implementation of the fiscal policy should be done properly. Fiscal policy, monetary policy, external sector and debt-management should be well coordinated.

Labor management for sending labor to abroad should be properly planned as per the need of foreign nations. New labor market for Bangladeshi nationals in abroad should be created. However, before sending laborers abroad, it should be investigated whether they have any previous criminal records and places where they are going to do their jobs are okay.

Negotiation skills of the Bangladeshi diplomats should be increased so that they can use economic diplomacy and create market access in the global arena. More career diplomats should be appointed in the top posts of the embassy. Economic diplomacy to expand trading system should be arranged. Non-resident Bangladeshis may act as a goodwill ambassadors. They can work as an intermediary to bridge between foreign buyers and domestic sellers. Incentive may be provided to them. Integrated Marketing Communication systems should be utilized for arranging export of the products. Simultaneously, high quality products are required to be produced. This may ultimately lead to rise in export.

Regional cooperation among SAFTA, BIMSTEC etc. may be strengthened. True sense of regional cooperation may be provided to motivate economic development of the country.

Capital market should be properly utilized for long-term industrial financing. Moreover, transparency, accountability should be established so that global fund managers get interested in investing in the security market of Bangladesh. Investment for construction of bridge, port and electricity production and also long term industrial financing should be arranged from the capital market. More companies should be enlisted in the Stock market. As such proper initiatives should be implemented.

Main idea of free market economy that market will determine by demand and supply without any interference in a transparent manner should be replaced with the structured market where if perfect competition fails to a certain degree or market distortion takes place then regulation may be imposed on the market.

More concern should be given to food security. As such agrarian reform is required. Equal emphasis on development of strategic formulation and policy implementation for industrialization as well as agricultural sector should be taken. Development of agricultural sector should be boosted up. BADC should be revived and private-public organization should work together to develop competitiveness for distribution of fertilizers, pesticides, seeds, agricultural machineries, etc. Moreover, the present Govt. should take initiatives to protect the danger of Global warming scenario.

Corporate governance in true sense should be implemented in different organizations. Transparency, accountability and dissemination of information should be established. Corruption should be minimized so that it doesn't hampered economic development process. As such institutions should be restructured and changes in the formation of the institutions are required.

Special attention should be given to existing jute, leather, pharmaceuticals, handicrafts, frozen foods and tea industries. There must be effective policies, which can be properly utilized for economic development. Govt. must take imitative so that the country can export finished products rather than primary products.

Younger generation needs special attention. Employment bank, which was earlier, established for creating job with special attention to the youth but they failed to do so. Restructuring of the employment bank is required.

Though development is a continuous process, the vision and mission of the present government should be confined within the range of next five years only. If they can fulfill the dream of the masses, then they will be appreciated. Through this planning, PRSP-II may be replaced with five-year economic plan and we must be very careful that whatever plan is taken that should be properly implemented and redistribution of the wealth is done for arranging social justice and removing income inequality. Annual development program should be a part of the five year plan.

Population growth rate is much higher in Bangladesh than the data published by the Bangladesh Bureau of Statistics. As such Govt. should take special measures to motivate people for family planning starting from the rural areas to the urban areas.

Notes

1. 1 Crore=10 Million
2. Central Bank of Bangladesh=Bangladesh Bank
3. Currency Code of Bangladesh=Bangladesh Taka

References

1. Adamu, Abdul(2009): “The Effects of Global Financial Crisis on Nigerian Economy”,http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1397232April 30 .

2. Ahmed,Nazneen and Mujeri, Mustafa K.(2009): “Social Impacts of Global Economic Slowdown: The Case of Bangladesh”, Background Paper for Conference on “The Impact of the Global Economic Slowdown on Poverty and Sustainable Development in Asia and the Pacific”, 28-30 September held at Hanoi and published by Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka

3. Ahsan ,Syed M.(2009): “Global Financial Crisis and Bangladesh”, March *www.bids-bd.org/images/pre_GFC_16Mar09_Ahsan.pdf*

4. Anwar, G M Javed(2009): “Regulatory Governance Approach to Curb Financial Crises: The U. S. Economic Perspective”, paper presented at the *Asian Business Research Conference* held at BIAM foundation, Dhaka on April 11 and 12.

5. Asian Development Bank(ADB) (2009):Bangladesh: Quarterly Economic Update, June

6. Aversa, Jeannine (2009): Bernanke optimistic economy will grow again soon, http://news.yahoo.com/s/ap/20090821/ap_on_bi_ge/us_bernanke, Aug 21

7. Bangladesh Arthanaitic Samikhya(2009): Ministry of Finance, Govt. of Bangladesh.

8. Bangladesh Bank(1982): Economic Trends

9. Bangladesh Bank(1996): Economic Trends

10. Bangladesh Bank(2009): Economic Trends

11. Bhattacharya, Debapriya and Khan,Towfiqul Islam (2009): *Recent Monetary Policy Statement of Bangladesh Bank (July 2009): An Analytical Commentary*, Center For Policy Dialogue, Bangladesh,23rd July

12. David 365(2009): Financial Crisis: A Great Opportunity for E-Commerce, http://www.articlesnatch.com/

13. Helleiner, Eric and Pagliari, Stefano (2008): Towards the G20 Summit: From Financial Crisis to International Regulatory Reform, http: //www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Policy-Briefs/Detail/?lng=en&id=31867, Issue:9 http://***www.unescap.org /esid/ Meetings/ Migration09/ Bangladesh.pdf*** rspective.

    http://www.bangladeshnews.com.bd/2009/06/19/changes-may-hinder-loans-support-adb/

*http://www.france24.com/.../20090818-global-economic-recovery-chief-economist-imf-china-usa-blanchard-financial-crisis*http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALMONITOR/EXTGLOMONREP2009/0,,contentMDK:22152819~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:5924405,00.html

http://www.abbl.lu/articles/comprehensive-response-global-banking-crisis

14. Imam,Mahmood Osman(2009): **“**Global Financial crisis and its impact on the economy of Bangladesh”,*Management,*Vol.15,No.45,February.

15. International Monetary Fund (IMF) (2009): International Financial Statistics CD Rom

16. Khalily, M.A.Baqui (2008): **“**Global finacial crisis ndits impact on Finacial markets in Bangladesh”, paper presented in the Seminar on *Global Financial crisis* organized by Dhaka Stock Exchange on 15th November.

17. Loser, Claudio M. (2009): “Global financial turmoil and Emerging Market Economies:

18. Major contagion and a shocking loss of wealth*?”*, paper was prepared by the Centennial Group as discussion materials for the “*South Asia Forum on the Impact of Global Economic and Financial Crisis*” a regional technical assistance (RETA No. 6508), funded by the Asian Development Bank (ADB).

19. Murshid, Khan Ahmed Sayeed, Zohir, Salma Chaudhuri, Ahmed, Mansur, Zabid, Iqbal, Mehdi, ATMS(2009):*The Global Financial Crisis: Implications For Bangladesh*, BIDS-PRP Working Paper Series, *Working Paper No. 1*, April

20. Sagafi-nejad, Tagi(2009): “Global Financial Crisis: Impact on The Border Economy”, presented in the Academy of International Business, U.S. Southwest Chapter Annual Conference which was held during the month of February 2009.

21. World Bank (2009) : “Swimming against the tide: how developing countries are coping with the global crisis”, background paper for the G20 finance ministers meeting on March 13-14 2009.

22. Talukder Md. Nurun Nabi (2009) : “Impact of the Global Economic Crisis on International Impact of the Global Economic Crisis on International Migration: Bangladesh Perspective. Bangkok, Thailand, May 27 – 28, 2009.

23. Wynne, Mark A. and Kersting ,Erasmus K.(2009): “Trade, Globalization and the Financial Crisis”, *Economic Letter*, Federal Reserve Bank of Dallas, USA, Vol. 4, No. 8,November

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

What does FDI Inflows do for Bangladesh

Papon Tabassum*
Md. Sohag

Abstract

This paper look at the present FDI climate in Bangladesh and highlights its role in county's the overall economic development Bangladesh by using a number of macroeconomic variables. Econometric investigation shows that domestic investment, BOP, GNI, national savings and employment an significantly inflrred by total flows of FDI in Bangladesh.

Key Words: *FDI, Investment, BOP, Growth, GDP*

1. Introduction

Foreign Direct Investment (FDI) is a part of total investment in an economy. FDI plays a crucial role to enhance the economy of a developing country like Bangladesh. Bangladesh is considered as an attractive destination in South Asia for doing business. Doing Business 2010 report by the World Bank and IFC has ranked Bangladesh 119th among 183 economies of the world. In repute or macerator protection, however, Bangladesh is ranked 20, which is better than even many developed economies. Though recent economic recession has badly affected developed countries which have trade relation with Bangladesh, FDI's contribution to the total investment in Bangladesh economy is remarkable, even

* Authors are Economics Graduate, Economics Discipline, Khulna University, Bangladesh.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

though in terms of GDP The FDI flow of Bangladesh was about 1% in 2007 (GOB, 2009). Moreover FDI helped to meet up the country's deficit trade balance, created employment, and increased the national income as well as national savings in recent years.

2. Data and Methodology

This paper is fully based on secondary information. Major data has been collected from Ministry of Finance (MOF) from 1999-2009. Various econometric tools such as Simultaneous Equation Model (two-stage least square), multiple regression analysis, correlation analysis and ANOVA analysis have been used in the analysis using high graphical based software SPSS 16 and Microsoft office 2007.

3. Empirical Models

Two stage least squares method is developed by Theil and Basmann, which aims at the elimination as far as possible of the simultaneous equation bias. Before applying equations in the method, the necessary conditions should be identified by order and rank condition for satisfaction. In the first stage, we apply OLS to the reduced-form equations in order to obtain an estimate of the exact and the random components of the endogenous variables

$$Fi_t = \hat{F}i_t + v_{1t}$$

Where $\hat{F}i_t = \pi_1 + \pi_2 Cu_t + \pi_3 Ca_t + \pi_4 Er_t + \pi_5 Fd_t + \pi_6 Po_t + \pi_7 Ot_t$

In the second stage, we replace the endogenous variables appearing in the right-hand side of the equation with their estimated value and apply OLS to the transformed original equation to obtain estimates of the structural parameters.

$$Fi_t = \beta_1 + \beta_2 \hat{F}d_t + \beta_3 \hat{P}o_t + \beta_4 \hat{O}t_t + u^*{}_{2t}$$

Where. $u^*_{2t} = u_i + \beta_1 v_i + \beta_2 v_2 + \beta_3 v_3 + \beta_4 v_4$ Then we perform the regression analysis

$$B^*_t = \alpha^*_1 + \alpha^*_2 Cu_t + \alpha^*_3 Ca_t + \alpha^*_4 Fi_t + \alpha^*_5 Er_t + u^*_{1t}$$

Here, u_1, u_2 are residuals, $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5$ $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ are parameters, *B, Fi,* endogenous variables and *Cu, Ca, Er, Fd, Po, Ot* are exogenous variables.

4. Impact of FDI Inflows on Bangladesh Economy

4.1 Impact on BOP

In Bangladesh, FDI inflow creates direct effect on the BOP. Thus the inflow of FDI plays an important role in determining the surplus/deficit in the capital and

financial account of the BOP statement. The initial impact of an inflow of FDI on Bangladesh's BOP is positive but the medium term effect could become either positive or negative. After setting up capital machineries, the FDI-financed companies begin to export their products. Most of these companies are export-oriented. Usually, FDI inflow tends to have a greater positive impact through augmenting exports than creating a negative impact through increasing imports. Policies of creating Export Processing Zones (EPZs) contribute to strengthening the positive correlation between FDI inflows and exports. So, the inflow of FDI may play an important role in Bangladesh in the long run in reducing the deficit in the country's trade balance. Empirical research in several countries suggests that the initial inflow of FDI tends to increase the host country's imports. One reason for this is that primarily FDI companies have high propensities to import capital and intermediate goods and services that are not readily available in the host country. However, if FDI is concentrated in import substituting industries, then it is expected to affect imports negatively because the goods that were imported earlier would now be produced in the host country by foreign investors. We can prove that FDI influences the BOP considering the following simultaneous equation model to estimate the two-stage least square method following (Gujrati, 2003) and (Koutsoyiannis, 1973)

BOP Function: $B_t = \alpha_1 + \alpha_2 Cu_t + \alpha_3 Ca_t + \alpha_4 Fi_t + \alpha_5 Er_t + u_{1t}$ … (i)

Financial Account Function: $Fi_t = \beta_1 + \beta_2 Fd_t + \beta_3 Po_t + \beta_4 Ot_t + u_{2t}$ ….. (ii)

Where, B=Balance of payment, Cu=Current Account, Ca=Capital Account, Fi=Financial Account, Er=Errors and Omission, Fd=FDI, Po=Portfolio Investment, Ot=Other Investment.

The u_1, u_2 are residuals, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$, are parameters, *B, Fi,* endogenous variables and *Cu, Ca, Er, Fd, Po, Ot* are exogenous variables. The BOP equation states that BOP is determined by current account, capital account, financial account and errors and omission. The financial account function postulates that the financial account is determined by FDI, portfolio investment and other investment. So there is obviously a simultaneous equation problem.

(a) Order Condition for identification:. $K - M \geq G - 1$

In our example, K = 8 *M = 5* *G = 2*

$(8-5) \geq (2-1)$

3 >1

The order condition is satisfied and the equation is overidentified.

Complete Table of Structural Parameters

Equation	B	Cu	Ca	Fi	Er	Fd	Po	Ot
1st Equation	-1	α_2	α_3	α_4	α_5	0	0	0
2nd Equation	0	0	0	-1	0	β_2	β_3	β_4

Table of parameters

β_2	β_3	β_4

(b) Rank Condition for Identification

The rank condition for identification is also satisfied for the BOP function, and the BOP function is overidentified.

We first obtain the reduced-form value of the endogenous variable (Financial Account)

$$Fi_t = \pi_1 + \pi_2 Cu_t + \pi_3 Ca_t + \pi_4 Er_t + \pi_5 Fd_t + \pi_6 Po_t + \pi_7 Ot_t + u_{2t} \quad \text{....... (iii)}$$

The results are as follows

$$\hat{Fi} = 2.27 - 1.66Cu - 3.43Ca + 3.44Er + 1.00Fd + 1.00Po + 1.00Ot \quad \text{...... (iv)}$$

We next substitute the calculated value of financial account for the original *Fi* variable, and perform the regression

$$B_t^* = \alpha_1^* + \alpha_2^* Cu_t + \alpha_3^* Ca_t + \alpha_4^* Fi_t + \alpha_5^* Er_t + u_{1t}^* \quad \text{.......... (v)}$$

The result is as follows (For details data see appendix)

$$\hat{B}_t = -50.499 + 0.998Cu_t + 1.089Ca_t + 1.02Fi_t + 0.986Er_t \quad \text{......... (vi)}$$

se = (45.537) (.033) (.102) (.063) (.101)

t = (-1.109) (30.104) (10.668) (16.239) (9.739)

R^2 = 0.996 df= 9

The coefficient of determination, R^2 *is 0.996 or 99% that means the regression line gives 99% fit for the observed data. We can create a hypothesis that is financial account (including FDI flows) influences balance of payment of Bangladesh.*

The null hypothesis is $H_0 : \alpha_4 = 0$

The alternative hypothesis is $H_1 : \alpha_4 = 0$

The standard error of parameteris 0.063 which is smaller than half of the numerical value (1.02/2) of the parameter estimate. That means we reject null hypothesis that the true population parameter = 0. We conclude that the least square estimate is statistically significant and the rejection of null hypothesis = 0 implies that financial account (including FDI) influences overall BOP. We can take t-test for further testing. The observed t value is 16.239 with the desired level of significance is 5% in a two-tailed test where df is 9. The observed value is greater than the critical value 2.262. That means we reject the null hypothesis and the estimate is statistically significant.

4.2 Impact on Domestic Investment

FDI may displace domestic investment by competing in product and financial market due to its superiority in technologies and skills, larger economies of scale and better management and production process. There are a number of empirical

Figure 1: Correlation between FDI and Local Investment

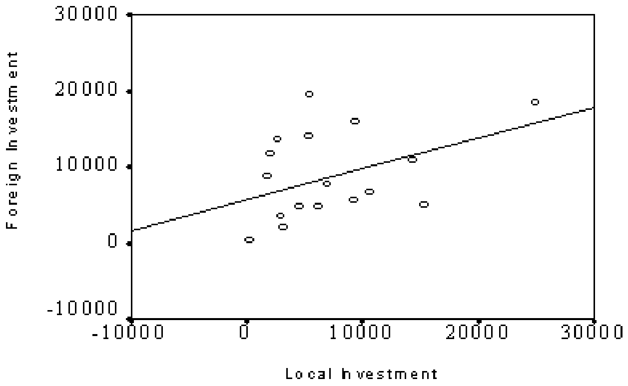

Source: Author's Compiling, Based on Bangladesh Economic Review 2009

evidences that support the view that domestically owned firms are positively related to the presence of foreign firms.

The figure-1 shows that there is a positive correlation between local investment and foreign investment during the period 1992-2009. It is seen that when local investment increases then the foreign investment increases but a lower rate because there are some factors behind this situation. So there is a low degree of positive correlation between domestic investment and foreign investment. Due to the expected backward and forward linkages between FDI and local industries, FDI can either crowd in domestic investment by transferring technologies and

knowledge to domestic firms or crowd out domestic investment due to larger economies of scale and better managerial skills. These characteristics of FDI open the door for the discussion of the dynamic effect of FDI on domestic investment. FDI also plays a role for substitutes or complementary of domestic investment to balance the total investment.

4.3 Impact on Total Investment

Total investment of an economy equals official investment and private investment i.e., domestic investment and foreign investment. The growth of investment will be positive within a favorable investment climate.

Let us consider the following model for estimating that the FDI flows of Bangladesh influence the total investment.

Investment Function: $I_t = \beta_1 + \beta_2 Of_t + \beta_3 Fd_t + \beta_4 Ot_t + u_t$ ....(i)

Where, I=Investment Function, Of=Official Investment, Fd=FDI, Ot=Other Investment, t=Time. The *u is* residual, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ are parameters, *I* endogenous variable and *Of, Fd, Ot* are exogenous variables. The investment function states that total investment is determined by official/ public investment and private investment which includes FDI and other private investment.

The results are as follows:

$\hat{I} = 0.114 + 1.000 Of + 0.995 Fd + 1.000 Ot$ .... (ii)

se = (0.329) (0.003) (0.026) (0.000)

t = (0.346) (345.732) (38.117) (2915.668)

R^2 = 1.00 df= 9

The coefficient of determination, R^2 *is 1.00 or 100% that means the regression line gives 100% fit for the observed data. We can create a hypothesis that is FDI influences the total investment.*

The null hypothesis is $H_0 : \beta_1 = 0$

The alternative hypothesis is $H_1 : \beta_1 = 0$

The standard error of parameter β_3 is 0.026 which is smaller than half of the numerical value (0.995/2) of the parameter estimate. That means we reject null hypothesis that the true population parameter β_3=0. We conclude that the least square estimate is statistically significant and the rejection of null hypothes β_3 is

= 0 implies that FDI influence the total investment. We can take t-test for further testing. The observed t value is 38.117 with the desired level of significance is 5% in a two-tailed test where df is 9. The observed value is greater than the critical value 2.262. That means we reject the null hypothesis and the estimate β_3 is statistically significant.

4.4 Impact on GNI

According to the classical macroeconomics, gross national income is determined by consumption, investment, government expenditure, export and import in a four sector economy. That means FDI, which is a part of total investment, plays a role in gross national income.

Let us consider the following multiple regression model for estimating that the investment (including FDI flows) of Bangladesh influence GNI.

GNI Function: $Y_t = \beta_1 + \beta_2 C_t + \beta_3 I_t + \beta_4 G_t + \beta_5 Xn + \beta_6 Ot + \iota$ ………... (i)

Where, Y=GNI, C=Consumption, I=Investment, G=Government Expenditure, Xn=Trade Balance;Export (X)-Import (M), Ot=Other Investment, t=Time. The *u is* residual, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ are parameters, *Y* endogenous variable and C, *I, G, Xn, Ot* are exogenous variables. We first compute the value of variables.

The results are as follows:

$$Y_t = 299.012 + 0.068C_t + 1.437I_t + 1.049G_t + 0.875Xn + 1.064Ot \quad \cdots\cdots\cdots \text{(ii)}$$

t = (34.703) (21635.298) (13.345) (18.872) (20.788) (378.989)

R^2 = 1.00 df = 7

The coefficient of determination, R^2 is 1.00 or 100% that means the regression line gives 100% fit for the observed data. We can create a hypothesis that is investment in Bangladesh (including FDI) influences the GNI.

The null hypothesis is $H_0 : \beta_3 = 0$

The alternative hypothesis is $H_1 : \beta_3 = 0$

The observed t value is 13.345 with the desired level of significance is 5% in a two-tailed test where df is 7. The observed value is greater than the critical value 2.365. That means we reject the null hypothesis that the true population parameter =0. We conclude that the least square estimate is statistically significant and the rejection of null hypothes β_3 is = 0 implies that investment (including FDI) influences the GNI of Bangladesh.

Fig 2: Correlations- FDI, National Income and National Savings

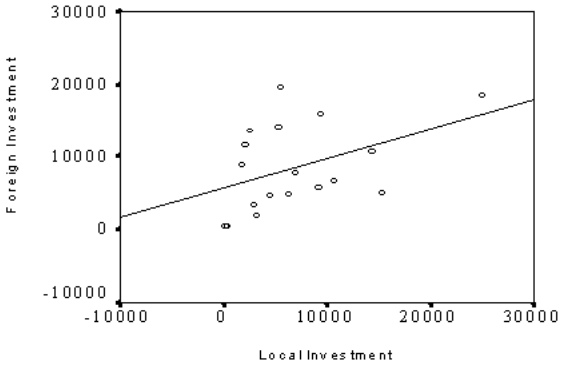

Source: Author's Compilation, Based on Bangladesh Economic Review 2009

3.5 Impact on National Savings

FDI plays a role in increasing consumption as well as savings of the economy.

Figure-2 shows that there is a positive correlation between national savings and FDI during the period 2001-2008. It is seen that when FDI increases then national savings increases at a higher rate. So there is a high degree of positive correlation between national savings and FDI.

Conclusion

Bangladesh has favorable FDI climate and presently it plays a great role in economy. The average trend of FDI inflows, outflows, inward stock and outward stock are very good. Among South Asian LDCs, only Bangladesh plays a role in outward flows of FDI. Sometimes, it is used as complementary or substitute of domestic investment. It also influences the BOP to meet up trade deficit of Bangladesh. It also keeping balance in total investment. It is partially correlated with GNI. That means it increases GNI as well as consumption habit, savings, export and import of the country. Only lengthy procedures and times hinder the FDI in Bangladesh. Political instability also restricts the FDI. Bangladesh has lots of potentiality in marine industries, tourism, medicinal and aromatic plats. As it is agro based country, it can play more roles in developing this sector. Government should take more initiatives to attract the investors and time and procedures will be reduced, then Bangladesh will play significant role in economic growth.

References

1. GOB 2009c. 'Bangladesh Economic Review 2009'. MOF Annual Report. Economic Advisor's Wing, Finance Division, Ministry of Finance, The people's Republic of Bangladesh.
2. Green et al. 2003. 'Foreign Direct Investment in Emerging Market Countries'. IMF Report. Washington D.C.: International Monetary Fund (IMF).
3. Gujrati, Damodar.N. 2003. "Simultaneous Equation Methods". Basic Econometrics, 4th edition, 770-777. New York: McGraw-Hill Companies, Inc
4. IMF 2003a. 'Foreign Direct Investment Trends and Statistics'.IMF Report. Washington D.C.: International Monetary Fund (IMF).
5. IMF 2003b. 'How Countries Measure FDI'. IMF Statistics. Washington D.C.: International Monetary Fund (IMF).
6. Koutsoyiannis, A. 1973. "Simultaneous Equation methods". In Theory of Econometrics. 2nd edition, 384-393. New York: Palgrave Publishers Ltd.
7. UNCTAD 2008a. 'Inward FDI Stock by Host Region and Countries, 1980-2007.' UNCTAD Statistics. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD).
8. UNCTAD 2009b. 'Assessing The Impact of the Current Financial and Economic Crisis on Global FDI ?ows'. UNCTAD Report, UNCTAD/DIAE/IA/ 2009/3.Geneva: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
9. UNCTAD 2009c. 'Investment Decline Foreseen For Developing Countries'. UNCTAD Online News, Geneva. Available At D:\FDI\Net\UNCTAD\ UNCTAD_ORG 04 May 09 - Deep Investment Decline Foreseen for Developing Countries.Html; accessed On 04 May 09.
10. UNCTAD 2009d. 'World Investment Prospects Survey 2009-2011'. UNCTAD Report, Geneva: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
11. World Bank and IFC 2009. 'Doing Business 2010- Overview'. World Bank and IFC Report, Washington D.C.: World Bank.
12. World Bank. 2009. "World Investment Report". World Bank Report. Washington D.C.: World Bank.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

FDI and Reflections from World Investment Report 2010

Masih Malik Chowdhury*

Understanding FDI

It is commonly perceived that Foreign Direct Investment (FDI) plays an extraordinary and growing role in global business. It can provide a firm with new markets and marketing channels, cheaper production facilities, access to new technology, products, skills and financing. For a host country or the foreign firm which receives the investment, it can provide a source of new technologies, capital, processes, products, organizational technologies and management skills, and as such can provide a strong impetus to economic development. Foreign direct investment, in its classic definition, is defined as a company from one country making a physical investment into building a factory in another country. The direct investment in buildings, machinery and equipment is in contrast with making a portfolio investment, which is considered an indirect investment. In recent years, given rapid growth and change in global investment patterns, the definition has been broadened to include the acquisition of a lasting management interest in a company or enterprise outside the investing firm's home country. As such, it may take many forms, such as a direct acquisition of a foreign firm, construction of a facility, or investment in a joint venture or strategic alliance with a local firm with attendant input of technology, licensing of intellectual property, In the past decade, FDI has come to play a major role in the internationalization of business. Reacting to changes in technology, growing liberalization of the national regulatory framework governing investment in enterprises, and changes in capital markets profound changes have occurred in the size, scope and methods of FDI.

* Treasure, Bangladesh Economic Association and Patners Mosih, Mahith, Haq. and company.

Arguments prevail at large in numbers for and against FDI especially in developing countries like ours. FDI often takes recourse to economic hegemonies or colonisation and more often seems like an attempt to retain control over economies. In other words FDI from developed to developing countries are often taken as cushions to maintain colonial legacies in new form but old objectives. These FDI in one sector may bring enormous development achievement even making one sector export oriented. Again foreign trade intricacies like over invoicing of imports & under invoicing of exports are exercised mainly by FDI for quick take away of profit. These make the FD investment as instruments & means for economic exploitation. More vividly, the economies where FDI have been hugely poured in few cases got largely dependent on foreign firms, which delays, deter or defer the mobilisation, growth and development of local investment & industries. Economies thereby become dependent on FDI and its products, as monitoring investment sectors and needs for industrial product from FDI in these countries are poorly equipped to ensure oversight on the Do's, Dont's and wrong doings of FDI's. The FDI's often in the name of CSR or Corporate Social Responsibility keep people perplexed. However, these FDI also leave lessons to local investments who are first generation in investment chain. Exceptions are India, China, Brazil, Russia, Argentina which have been however well ahead with first generation investments. India has been prospering faster as their access to world is more due to democracy, good governance, IT efficacy, and English language proficiency. Their certain industries are growing faster due to the fact that their highly potential domestic market.

FDI Types

FDIs can be broadly classified into two types: outward FDIs and inward FDIs. This classification is based on the types of restrictions imposed, and the various prerequisites required for these investments. It can also be classified based on the routing from and to any country or economy as Outward & Inward.

An outward-bound FDI is backed by the government against all types of associated risks. This form of FDI is subject to tax incentives as well as disincentives of various forms. Risk coverage provided to the domestic industries and subsidies granted to the local firms stand in the way of outward FDIs, which are also known as ‘direct investments abroad.

Different economic factors encourage inward FDIs. These include interest loans, tax breaks, grants, subsidies, and the removal of restrictions and limitations.

Factors detrimental to the growth of FDIs include necessities of differential performance and limitations related with ownership patterns.

Other categorizations of FDI exist as well. Vertical Foreign Direct Investment takes place when a multinational corporation owns some shares of a foreign enterprise, which supplies input for it or uses the output produced by the MNC.

FDI, in Past and Near Future

The most profound effect has been seen in developing countries, where yearly foreign direct investment flows have increased from an average of less than $10 billion in the 1970's to a yearly average of less than $20 billion in the 1980's, to explode in the 1990s from $26.7billion in 1990 to $179 billion in 1998 and $208 billion in 1999 and now comprise a large portion of global FDI.. Driven by mergers and acquisitions and internationalization of production in a range of industries, FDI into developed countries last year rose to $636 billion, from $481 billion in 1998 (Source: UNCTAD).

Global FDI flows began to decrease in the latter half of 2009. A modest recovery in first half of 2010 followed in short term sparking some cautions optimism about FDI. Global inflows are expected to pick up to over $1.2 trillion in 2010. It is expected to rise further to $ 3-1.5 trillion in 2011 and $1.6-20 trillion in 2012. These FDI prospects are fraught amidst risks & investments stemming from fragility of global economic recovery.

For small and medium sized companies, FDI represents an opportunity to become more actively involved in international business activities. In the past 15 years, the classic definition of FDI as noted above has changed considerably. This notion of a change in the classic definition, however, must be kept in the proper context. Very clearly, over 2/3 of direct foreign investment is still made in the form of fixtures, machinery, equipment and buildings. Moreover, larger multinational corporations and conglomerates still make the overwhelming percentage of FDI. But, with the advent of the Internet, the increasing role of technology, simplifying of direct investment restrictions in many markets and decreasing communication costs means that newer, non-traditional forms of investment will play an important role in the future.

As mentioned above, the overwhelming majority of foreign direct investment is made in the form of fixtures, machinery, equipment and buildings. This investment is achieved or accomplished mostly via M & A. In the case of traditional manufacturing, this has been the primary mechanism for investment

and it has been heretofore very efficient. Within the past decade, however, there has been a dramatic increase in the number of technology startups and this, together with the rise in prominence of Internet usage, has fostered increasing changes in foreign investment patterns. Many of these high tech startups are very small companies that have grown out of research & development projects often affiliated with major universities and with some government sponsorship. Unlike traditional manufacturers, many of these companies do not require huge manufacturing plants and immense warehouses to store inventory. Another factor to consider is the number of companies whose primary product is an intellectual property right such as a software program or a software-based technology or process. Companies such as these can be housed almost anywhere and therefore making a capital investment in them does not require huge outlays for fixtures, machinery and plants.

High tech ventures tend to have longer incubation periods. This makes the investment decision more complicated. When you invest in fixtures and machinery, you know what the real and book value of your investment will be. When you invest in a high tech venture, there is always an element of uncertainty. Therefore, the expanded role of technology and intellectual property has changed the foreign direct investment playing field.

FDI for Going Global

The simple answer is that making a direct foreign investment allows companies to accomplish several tasks:

- Avoiding foreign government pressure for local production.
- Circumventing trade barriers, hidden and otherwise.
- Making the move from domestic export sales to a locally-based national sales office.
- Capability to increase total production capacity.
- Opportunities for co-production, joint ventures with local partners, joint marketing arrangements, licensing, etc;

Depending on the industry sector and type of business, a foreign direct investment may be an attractive and viable option. With rapid globalization of many industries and vertical integration rapidly taking place on a global level, at a minimum a firm needs to keep abreast of global trends in their industry. From a competitive standpoint, it is important to be aware of whether a company's competitors are expanding into a foreign market and how they are doing that. At the same time, it also becomes important to monitor how globalization is affecting

domestic clients. Often, it becomes imperative to follow the expansion of key clients overseas if an active business relationship is to be maintained.

New market access is also another major reason to invest in a foreign country. At some stage, export of product or service reaches a critical mass of amount and cost where foreign production or location begins to be more cost effective. Any decision on investing is thus a combination of a number of key factors including:

- assessment of internal resources,
- competitiveness,
- market analysis
- market expectations.

Studies on FDI

The role of foreign direct investment (FDI) in promoting growth and sustainable development has never been substantiated. There isn't even an agreed definition of the beast. In most developing countries, other capital flows - such as remittances - are larger and more predictable than FDI and ODA (Official Development Assistance).

Several studies indicate that domestic investment projects have more beneficial trickle-down effects on local economies. Be that as it may, close to two-thirds of FDI is among rich countries and in the form of mergers and acquisitions (M&A). All said and done, FDI constitutes a mere 2% of global GDP.

FDI does not automatically translate to net foreign exchange inflows. To start with, many multinational and transnational "investors" borrow money locally at favorable interest rates and thus finance their projects. This constitutes unfair competition with local firms and crowds the domestic private sector out of the credit markets, displacing its investments in the process.

Many transnational corporations are net consumers of savings, draining the local pool and leaving other entrepreneurs high and dry. Foreign banks tend to collude in this reallocation of financial wherewithal by exclusively catering to the needs of the less risky segments of the business scene

Additionally, the more profitable the project, the smaller the net inflow of foreign funds. In some developing countries, profits repatriated by multinationals exceed total FDI. This untoward outcome is exacerbated by principal and interest repayments where investments are financed with debt and by the outflow of royalties, dividends, and fees. This is not to mention the sucking sound produced

by quasi-legal and outright illegal practices such as transfer pricing and other mutations of creative accounting.

Moreover, most developing countries are no longer in need of foreign exchange. “Third and fourth world” countries control three quarters of the global pool of foreign exchange reserves. The “poor” (the South) now lend to the rich (the North) and are in the enviable position of net creditors. The West drains the bulk of the savings of the South and East, mostly in order to finance the insatiable consumption of its denizens and to prop up a variety of indigenous asset bubbles.

FDI encourages the transfer of management skills, intellectual property, and technology. It creates jobs and improves the quality of goods and services produced in the economy. Above all, it gives a boost to the export sector.

All are more or less true. Yet, the proponents of FDI get their causes and effects in a tangle. FDI does not foster growth and stability. It follows both. Foreign investors are attracted to success stories; they are drawn to countries already growing, politically stable, and with a sizable purchasing power.

FDI and portfolio investment are equally unreliable. Studies have demonstrated how multinationals hurry to repatriate earnings and repay inter-firm loans with the early harbingers of trouble. FDI is, therefore, partly pro-cyclical FDI often involves import of many technologies not appropriate for the country concerned. Moreover it fetches high cost for the nations as it is tied with FDI. One such case is TATA Notwithstanding all these FDI can undoubtedly play an important role in the economic development in terms of capital formation, output growth, technological progress, exports and employment. The relatively small share of FDI in GDP, however, indicates that the potentials are far from being realized in the Bangladesh experience thus far. Nevertheless, concerns remain about the possible negative effects of FDI, including the question of market power, technological dependence, capital flight and profit outflow. The limited evidence gathered above tends to support some of these apprehensions. On a positive note, service sector growth appears well correlated with FDI flow to this sector. Further, this has a linkage effect to the rest of the economy.

FDI is argued by many to have changed the fate of many economies & many nations. Notwithstanding all these FDI has it own features and limitations. Not all these features are however universally favorable for all the economies neither those limitations are insurmountable. FDI is attracted by early pay back and the quicker is the pay back the more is the inflow of FDI when other things remain constant .FDI is often perceived as formal inflow of investment from one

country or economy to another. A large fund from our overseas expatriates has so far been poured into Bangladesh in informal ways like hundi.

FDI often comes in the form of FCY in to an economy. When return on FDI in the form of dividends flows out of the economy we need to account for the fact that the yields or returns on FDI to the investors also cause an outflow from the economy in the form of FCY. The take away of return on FDI the name of repatriation of dividends & divisible profit, interest in debentures, withdrawal of capital etc are all in foreign currency. Investment at large and FDI in particular is not the only solution to surmount problems of economic development as we see from TATA & Asia Energy. TATA not only demanded access to cheaper Gas but ensured consistent supply to set up an industrial park for only 3 to 4 billion dollars FDI.

FDI and Employment

In regard to employment from FDI we know that foreign-owned projects are capital-intensive and labor-efficient. They invest in machinery and intellectual property, not in wages. Skilled workers get paid well above the local norm, all others languish. Most multinationals employ subcontractors and these, to do their job, frequently haul entire workforces across continents. The natives rarely benefit and when they do find employment it is short-term and badly paid. M&A, which, as you may recall, constitute 60-70% of all FDI are notorious for inexorably generating job losses.

The FDI are always cordially welcome to countries despite the inherent limitations. FDI buttresses the government’s budgetary bottom line but developing countries invariably being governed by kleptocracies, most of the money tends to vanish in deep pockets, greased palms, and Swiss or Cypriot bank accounts. Such “contributions” to the hitherto impoverished economy tend to inflate asset bubbles (mainly in real estate) and prolong

FDI & World Investment Report 2010

Global foreign direct investment (FDI) witnessed a modest, but uneven recovery in the first half of 2010. This sparks some cautious optimism for FDI prospects in the short run and for a full recovery further on. UNCTAD expects global inflows to reach more than $1.2 trillion in 2010, rise further to $1.3–1.5 trillion in 2011, and head towards $1.6–2 trillion in 2012. However, these FDI prospects are fraught with risks and uncertainties, including the fragility of the global economic recovery.

The current FDI recovery is taking place in the wake of a drastic decline in FDI flows worldwide in 2009. After a 16 per cent decline in 2008, global FDI inflows fell a further 37 percent to $1,114 billion, while outflows fell some 43 per cent to $1,101 billion.

Among the largest FDI recipients, China rose to second place after the United States in 2009. Half of the six top destinations for FDI flows are now developing or transition economies (fig. 4). Over two thirds of cross-border M&A

Table :1

Figure 1. Global FDI Quarterly Index, 2000 Q1–2010 Q1
(Base 100: quarterly average of 2005)

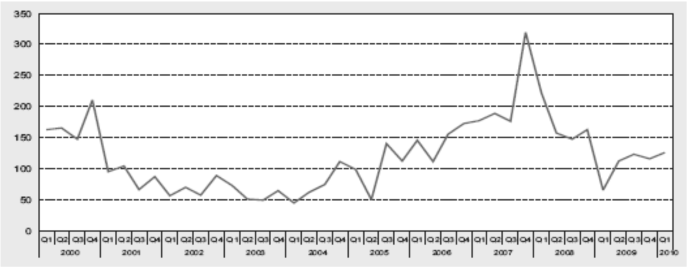

Source: UNCTAD, *World Investment Report 2010*.

Table :2

Figure 2. Global FDI flows, 2002–2009, and projections for 2010–2012
(Billions of dollars)

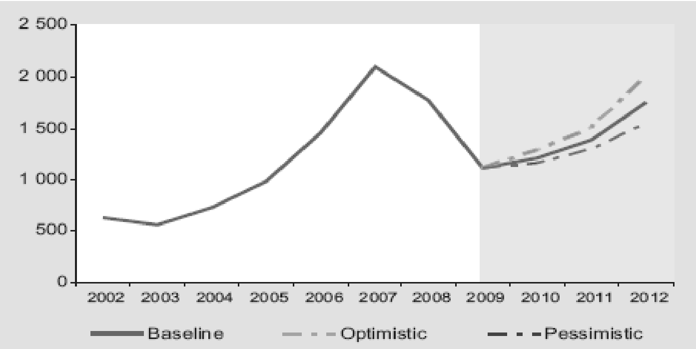

UNCTAD, *World Investment Report 2010*.

Table 3 : FDI Flows by Region 2007-2008

(Billions of dollars and per cent)

Region	FDI inflows			FDI outflows		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
World	2100	1771	1114	2268	1929	1101
Developed economies	1444	1018	566	1924	1572	821
Developing economies	565	630	478	292	296	229
Africa	63	72	59	11	10	5
Latin America and the Caribbean	164	183	117	56	82	47
West Asia	78	90	68	47	38	23
South, East and South-East Asia	259	282	233	178	166	153
South-East Europe and the CIS	91	123	70	52	61	51
Memorandum : percentage share in world FDI flows						
Developed economies	68.8	57.5	50.8	84.8	81.5	74.5
Developed economies	26.9	35.6	42.9	12.9	15.4	20.8
Africa	3.0	4.1	5.3	0.5	0.5	0.5
Latin America and the Caribbean	7.8	10.3	10.5	2.5	4.3	4.3
West Asia	3.7	5.1	6.1	2.1	2.0	2.1
South, East and South-East Asia	12.3	15.9	20.9	7.9	8.6	13.9
South-East Europe and CIS	4.3	6.9	6.3	2.3	3.1	4.6

Following a five-year upward trend, FDI outflows from developing and transition economies contracted by 21 per cent in 2009.

transactions still involve developed countries, but the share of developing and transition economies as hosts to those transactions has risen from 26 per cent in 2007 to 31 per cent in 2009. In addition, this grouping attracted more than 50 per cent of greenfield projects in 2009. On the outward investment side, Hong Kong (China), China Following almost a decade of uninterrupted growth, FDI flows to ***Africa*** fell to $59 billion – a 19 per cent decline compared to 2008.

FDI flows to ***South, East and South-East Asia*** have experienced their largest decline since 2001, Inflows to the region dropped by 17 per cent in 2009, to $233 billion. Total outflows from the region declined by 8 per cent to $153 billion.

Table : 4

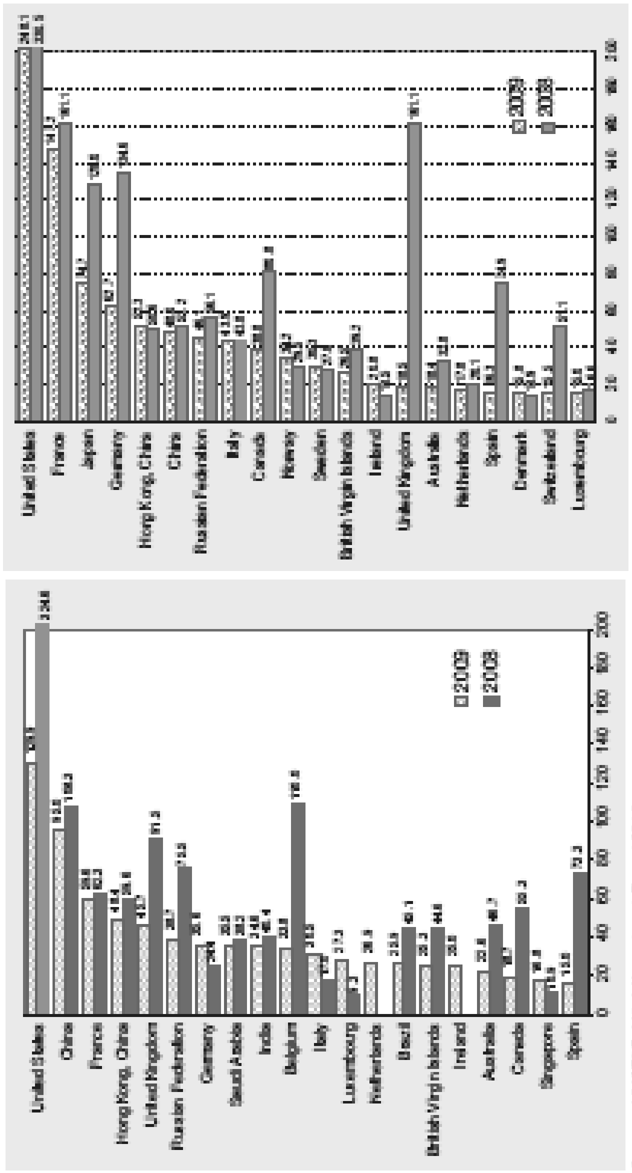

Figure 4. Global FDI flows, top 20 economies, 2008–2009[a]
(Billions of dollars)

Source: UNCTAD, *World Investment Report 2010.*
[a] Ranked on the basis of the magnitude of 2009 FDI flows.

The tightening of international credit markets and the decline of international trade impacted FDI flows to ***West Asia***, which contracted by 24 per cent to $68 billion in 2009 (table 2). Exceptions are Kuwait, Lebanon and Qatar, inward FDI declined across the region.

The impact of the global economic and financial turmoil drove FDI to ***Latin America and the Caribbean*** down to $117 billion – a 36 per cent decline from the

2008 level (table 2). Although Brazil, with a 42 per cent contraction in inward investment, was more affected than the region as a whole, it remained the largest FDI recipient.

Brazil and Mexico remain popular investment destinations, according to investor surveys. Brazil's outward FDI swung to a negative $10 billion, due to a surge in intra-company loans from Brazilian affiliates abroad to their parent companies. This resulted in a 42 per cent decline in the region's outward investment.

After an eight-year upward trend, FDI inflows to ***South-East Europe and the Commonwealth of Independent States (CIS)*** shrank to $69.9 billion, a 43 per cent decline from 2008.

FDI flows to ***developed countries*** suffered the worst decline of all regions, contracting by 44 per cent to $566 billion.

FDI flows to the 49 ***least developed countries (LDCs)*** declined by 14 per cent to $28 billion. The impact of lower inward investment is particularly serious for this group of countries, as the high ratio of FDI to their gross fixed capital formation (24 per cent in 2009) suggests that it is a major contributor to capital formation.

UNCTAD estimates that global FDI flows will slightly recover to reach over $1.2 trillion in 2010, before picking up further to $1.3–1.5 trillion in 2011. Only in 2012 is FDI expected to regain its pre-crisis level, with a range estimated at $1.6–2 trillion. The gradual improvement of macroeconomic conditions, corporate profits and stock market valuations observed in early 2010 is expected to continue, supporting renewed business confidence. After a contraction of 2 per cent in 2009, the global economy is projected to grow by 3 per cent in 2010.

UNCTAD's World Investment Prospects Survey 2010–2012 indicates renewed business optimism over the medium term. TNCs' intentions to pursue foreign expansion are stronger for 2011 and 2012. The recovery of FDI is likely to be led by cross-border M&As.

FDI and Facts about in Bangladesh

FDI is believed to have played a minor role in the economy of Bangladesh until 1980, a crucial year of policy change. The Government of Bangladesh (GOB) enacted the 'Foreign Investment Promotion and Protection Act, 1980' in an attempt to attract FDI. Except five industries, which are reserved for the public sector: defense equipment and machinery, nuclear energy, forestry in the reserved forest area, security printing and minting, and railways, FDI is welcome in every sector of the economy.

As a developing country, Bangladesh needs FDI for its ongoing development process. Since independence, Bangladesh is trying to be a suitable location for FDI. Special zones have been set up and lucrative incentive packages have been provided to attract FDI. However, the total inflows of FDI have been increasing over the years yet constitute a minor component in the total development scenario. In 1972, annual FDI inflow was 0.090 million USD, and after 33 years, in 2005 annual FDI came to 845.30 million USD and to 989 million USD in 2006.This was 900 million USD in 2009 from USD 769 million in 2008 and 793 million USD in 2007.

The actual FDI Inflow statistics are collected and complied by Bangladesh Bank through half-yearly Enterprise Survey. Table-1 presents the recent trend in FDI inflow reproduced from Bangladesh Economic Review 2009.

Analysis of data indicates that equity is the major component of FDI followed by reinvestment and intra- company borrowing.

To identify the actual status of the projects registered with BOI, an implementation survey was undertaken by BOI under World Bank funded ISBBPB Project which was completed in June 2009. The survey conducted on 12,665 projects, revealed that around 60 percent of the registered projects were implemented/ under implementation stage and about 4 percent projects were closed due to various reasons. This projects a good local investment climate.

Table-5

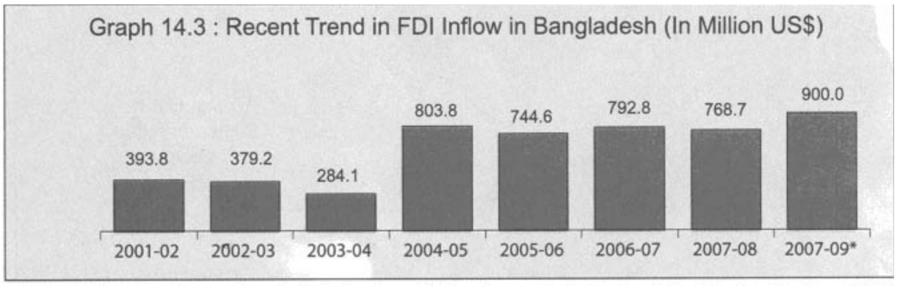

Graph 14.3 : Recent Trend in FDI Inflow in Bangladesh (In Million US$)

Source: Enterprise Survey, Bangladesh Bank and Major Economic Indicators: Monthly Update, June 2009 Bangladesh Bank.* Estimated

In relation to the private investment as GDP percentage in Bangladesh almost 81 percent of total investment in Bangladesh is contributed by the private sector. In the FY 2008-09, the total private investment was Tk. 1,20,200 crore which is 14.4 percent higher than FY 2007-08. Besides, the private investment stood at the 19.6 percent of GDP in FY 2008-09. Private investments were Tk.136,285 Cr in FY

Table 6 : Actual FDI Inflow in Bangladesh by Components (US$ Million)

Components	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Equity	230.1	164.0	111.2	261.14	447.22	464.50	545.69	-
Reinvestment	84.8	164.9	161.4	297.11	198.64	281.01	197.71	-
Intra-Company Borrowing	78.9	50.3	11.5	145.53	98.75	47.25	25.29	-
Total	393.8	379.2	284.1	803.74	744.61	792.75	768.69	

2009-2010 accounting for GDP's 19.74%.A trend to FY 2009 in total private investment is shown in Table-3.

The Doing Business 2009 report published by the World Bank and IFC ranked Bangladesh 110the in the Ease of Doing Business. Global Rank among 181 economies as shown in Table- 4. However, Bangladesh was ranked 18th in terms of protecting investors. Besides, the country was also ranked 59th in getting credit and 90th in starting a business and paying taxes. Rankings in other regards are also in the up trend consistently.

Considering a competitively better and advantageous position of Bangladesh during current global economic crisis, a number of entrepreneurs from Far East ASEAN, EU, North America and other Asian countries have been showing their interest to invest in Bangladesh. The Government and the Board of Investment

Table :7

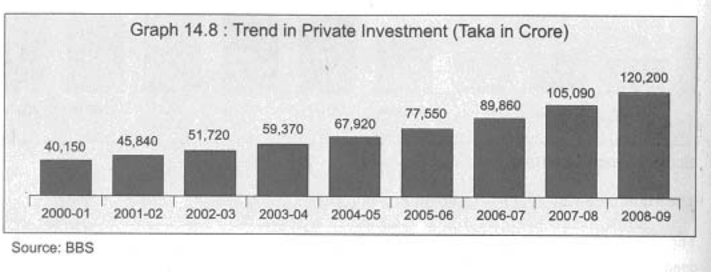

have been undertaking necessary initiatives for investment facilitation and aftercare services and improvement of the investment and business climate of the country.

Bangladesh Better Business Forum (BBBF) has been proactively, promoting means to minimise hurdles & hassles for faced by investors in Bangladesh. To facilitate dialogues between the public and private sectors of Bangladesh with a

Table : 8

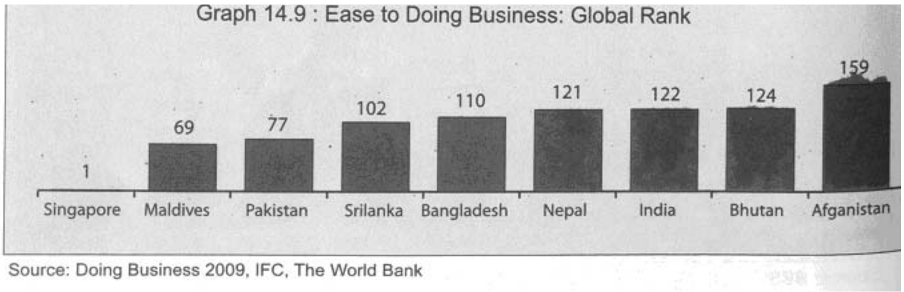

view to achieve sustainable economic growth upholding and investment and business- friendly environment in the context of the global and local economic and business climate a 41- member BBBF was constituted by the government on November 25, 2007. BBBF activities are conducted at four (04) organizational levels as follows:

- The BBBF (main forum)
- Thematic Working Group
- Executive Committee
- BBBF Secretariat

As per decision of the BBBF, the following five (05) thematic area-based working groups were constituted:

- Business finance
- Infrastructure
- Macro Economic Policy
- Business Entry & Operation
- Skills Development

Generally, investment process starts with registration which is implemented after necessary feasibility analysis. In FY 1995-96, a total of 1338 projects involving an amount of Tk.11,097 crore was registered with BOI which grew to 1,468 projects in FY 2008-09 with a total proposed investment of Tk. 31,867 crore. Table presents annual statistics on the projects registered with BOI since FY 1995-96.

The total FDI was US$ only 845 billions in 2005. Vis-à-vis this Private Investment Project in 2005 was for Tk. 2033 crores which was about 3,177 billion dollars. It is to be noted that real value of US$ has now been depleting significantly against other lead currencies. So the FDI in US$ is now actually worth much less than before. It is a fact that FDI do pour in to Bangladesh and all destinations due to profitability. However, governance & monitoring of FDI by our governments for economic development & upbringing could not as yet been simultaneously ensured. It is quantitatively very insignificant compared to our need for annual employment needs of 2.7 millions and huge local recurrent investments which needs no mention.

Table 9 : Private Investment Proposals Registered

Fiscal Year	Proposals Registered		Investment Proposals Registered		Registered		Project value (%)
	Projects	Project Value	Projects	Project Value	Projects	Project Value	
1995-96	1,211	4,836	127	6,261	1,338	11,097	76.1
1996-97	1,247	4,746	138	4,515	1,385	9,261	-16.5
1997-98	1,448	5,061	140	15,308	1,588	20,368	119.9
1998-99	1,535	5,677	161	9,243	1,696	14,920	-26.8
1999-2000	1,428	6,621	135	10,594	1,563	17,215	15.4
2000-01	1,788	7,809	80	6,993	1,868	14,802	-14.0
2001-02	2,875	8,806	89	1,734	2,964	10,540	-28.8
2002-03	2,101	11,653	104	2,067	2,205	13,720	30.2
2003-04	1,624	13,546	130	2,644	1,754	16,190	18.0
2004-05	1,469	14,005	120	5,298	1,589	19,302	19.2
2005-06	1,754	18,370	135	24,986	1,889	43,356	125
2006-07	1,930	19,658	191	11,925	2,121	31,583	(-27)
2007-08	1,615	19,553	143	5,433	1,758	24,986	(-21)
2008-09	1,336	17,117	132	14,750	1,468	31,867	27.5

Table 10 : Number of Industries, Investment, Export and Employment of

Name of EPZs	Number of Industries		Investment (million US$)	Export (million US$)	Employment (Nos)
	Operational	Implementation			
Chittagong	146	38	715.12	10,178.38	1,38,612
Dhaka	97	23	649.17	8,231.73	71,459
Comilla	21	22	79.87	323.14	7,712
Mongla	08	08	4.37	39.30	253
Uttara	04	01	3.06	0.41	1,945
Ishwardi	05	20	16.27	7.86	1,537
Adamjee	08	39	66.46	84.92	7,772
Karnaphuli	11	61	48.15	48.99	5,403
Total	**300**	**212**	**1582.47**	**18914.74**	**2,34,693**

Table 11 : EPZ wise Investment and Export

EPZs		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Dhaka	Investment	24.05	32.01	59.14	49.36	51.35	61.57	87.64	110.34	30.39
	Export	447.51	466.76	554.79	667.60	757.73	918.30	1033.03	1146.50	1190.36
	Investment	24.30	22.37	42.14	55.43	45.31	35.95	32.62	126.46	47.22
	Export	620.35	680.70	641.28	679.01	772.39	873.03	971.54	1117.17	1188.15
Mongla	Investment	0.04	0.43	0.11	0.80	1.49	0.00	0.43	2.03	0.96
	Export	0.00	1.55	3.00	3.11	7.83	7.09	1.31	8.26	7.06
Comilla	Investment	0.00	0.64	1.05	9.03	19.01	10.62	21.02	9.72	8.20
	Export	0.00	0.01	0.20	4.10	9.66	34.99	46.01	131.38	95.85
Uttara	Investment	0.00	0.16	0.00	0.42	0.72	0.00	1.24	0.15	0.17
	Export	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.08	0.095	0.24
	Investment	0.00	0.01	0.00	0.00	0.05	0.76	0.00	1.43	14.04
	Export	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	2.54	2.23	1.21	0.79
	Investment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7.68	33.71	21.07
	Export	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	9.47	15.10	60.13
naphuli	Investment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	18.34	27.90
	Export	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86	39.13
Total	Investment	48.39	55.62	103.14	115.04	117.93	112.90	152.54	302.19	148.03
	Export	1067.86	1149.02	1200.22	1350.82	1548.70	1836.18	2063.67	2429.58	2581.71

The popular belief of FDI to succeed in development financing is more a rhetoric than from world experience. Even such experience would not always be replicated elsewhere with the same outcome. This is because circumstances of those days & the recurrent developing world perspective are different. In those days agricultural produces in developing countries were imported by industries in currently developed world at lower than just prices. In other words, poor economies as they term us, supported their development where as they claim themselves as classified development part like G-8.etc. That is not the end in itself. When the final products are sold / exported they used to charge high prices on it keeping safe profit margin for their countries. Moreover, they commonly did over invoicing in prices for export to poor economies However, the recurrent practice of transfer pricing and thereby huge plundering of capital in disguise of FDI is not unknown to us either.

Recurrent Bangladesh and Near Future

Asia Macro & Strategies outlook of 2010 commented on Bangladesh Economy performance that GDP would grow in FY 11 at 6% for 5.7% in FY 10 monetary policy is likely to be proactive. Fiscal deficit in FY 11 is targeted at 5% of GDP as against revised deficit of 3.9% in FY 10.

Bangladesh Economy in past 3 years depicted 5.9% GDP becoming a good performer in GDP growth despite limitations. Poverty from 56.6% in 1991/92 came down to 40% in 2005. However inequality of income prevailed persistently where top 5% households have 20.85 times the income over those in bottom 5%.

In this backdrop the draft 6th FYP is likely to take account of 32% of GDP in 2015 as investment from 24%.It also plans to target 2% of GDP in PPP related investments during 2011-2015 period to start with and reaching 6% in 2015.It targets to attain 8% of real GDP growth and raise private investments to 32% of GDP in terminal plan year from 19.1% in FY 10. The average of 29.6% investment of GDP is to be achieved in SFYP. The annual industrial growth would reach 9.5% from 5.7% in 2010.The agricultural growth to reach 4.4%from present 3.5% while in power generation through PPP, the SFYP expects an investment of 9.5 billion dollars to add 9,426 MW of electricity.

To conclude the FDI alone would not change our fate. It is imperative that indigenous policies to extract optimum benefit from these along with domestic investments at large can ensure our development from FDI. We need to, as stated before in this paper, limit the access area for FDI and let domestic investment follow these areas to replace in near future. FDI cannot take us along sustainable development route which can be ensured from domestic investments. We should explore possibilities from Globalisation for Bangladesh and not Bangladesh for Globalisation.

This was keynote in ICAB seminar recently by me. I am a council member and Chair CPD committee.

Bibliography

1. Understanding FDI - Jeffrey P. Grahan & R. Barryen
2. Website and Publication of Board of Investment
3. Website & Publication of – Bangladesh Bank.
4. FDI in India & China
5. FDI – Pros & Cons : Sum Vaknin Ph.D
6. Economy Watch.com/ FDI
7. Debate of Development for FDI- Masih Malik Chowdhury, The Bangladesh Accountant, ICAB
8. World Investment Report- 2010 (UN: NY & Geneva, 2010)
9. FDI- Pros & Cons : Sam Vaknin Ph.D
10. Bangladesh Economic Survey : 2010 and 2009 Finance Division, MOF
11. Publications & Web of BEPZA

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষায়িত ব্যাংকের ভূমিকাঃ প্রেক্ষিত বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

তাবাস্‌সুম ইসলাম*
মো. মোয়াজ্জেম হোসেন খান**

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের বিশেষ করে বাংলাদেশ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স (বেসিক) ব্যাংক লিমিটেড এর ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথমাংশে বেসিক ব্যাংকের গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ,কার্যাবলী এবং পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের সার্বিক কর্মকান্ডের অর্থনৈতিক বিশ্লেষন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের তৃতীয়াংশে বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর সমস্যাসমূহ আলোচনা পূর্বক এসব সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে লেখকদ্বয়ের পরামর্শসমূহ সুপারিশমালা আকারে উপস্থাপন এবং সবশেষে উপসংহারে আমাদের দেশের শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসিক ব্যাংকের কার্যমকে সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেবার জন্য অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

ভূমিকা

ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায় নিয়োজিত এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ বা সঞ্চয় আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং ব্যবসা বাণিজ্য, উৎপাদন ইত্যাদি কাজে লিপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। এ ব্যবসায়িক কাজের জন্য ব্যাংক সাধারণত নিজের অর্থ বা মূলধন খাটায় না; আমানত হিসেবে গৃহীত অর্থই ঋণ হিসেবে প্রদান করে। এজন্য ব্যাংককে ঋণের কারবারী বলা হয়। ব্যাংক তার ঋণ লেনদেনের ব্যবসা পরিচালনার সাথে সাথে নোট ও মুদ্রাসহ বিভিন্ন বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ, অর্থ স্থানান্তর ইত্যাদি কাজও সম্পন্ন করে। ব্যাংক

* প্রাক্তন ছাত্রী, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

** অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

জনসাধারণের কাছ থেকে গৃহীত আমানতের উপর স্বল্পহারে সুদ দেয় এবং নিজে যে ঋণ প্রদান করে তার উপর বেশি হারে সুদ আদায় করে। এ দুই সুদের হারের পার্থক্যই ব্যাংকের মুনাফা যার উপর ভিত্তি করে ব্যাংক ব্যবসা টিকে থাকে। সুতরাং বলা যায়, ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায় নিয়োজিত এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা অর্জন করে এবং বিভিন্ন রকমে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্তকাজ সম্পন্ন করে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ অঞ্চলে ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকাশের গতি ছিল অত্যন্তমন্থর।স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার বিদেশী ব্যাংক ব্যতীত বাংলাদেশে কার্যরত সকল পাকিস্তানি মালিকানাধীন এবং স্বাধীন ব্যাংকসমূহ অধিগ্রহণ করে। অত:পর ১৯৭২ সালে ব্যাংক জাতীয়করণ আদেশের মাধ্যমে পাকিস্তানি মালিকানাধীন ২টি ব্যাংকসহ অধিকৃত ১০টি ব্যাংকের সমন্বয়ে/একত্রীকরণের মাধ্যমে ৬টি স্বতন্ত্র ব্যাংক গঠন করে। সেগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।বাংলাদেশ ব্যাংক হল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং এটি বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সাবেক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান এর ঢাকাস্থ ডেপুটি গভর্নরের অফিসকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত দায় ও সম্পদ গ্রহণ পূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকরূপে পূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশে কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুধাবণ-পূর্বক কৃষি, শিল্প ইত্যাদির উন্নয়নের/অর্থায়নের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। যার মধ্যে শিল্প উন্নয়ন কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য ১৯৭২ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, আবার কৃষি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থায়নের জন্য ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে উন্নয়ন অর্থ সংস্থানের জন্য রেয়াতি সুদহারে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের উৎসস্বরূপ এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয় ১৯৮৭ সালে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও ১৯৮৯ সালে ব্যাংক ফর স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স (বেসিক) ব্যাংক লিমিটেড। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা ২০০৮ সাল পর্যন্ত বেসিক ব্যাংকের কার্যক্রমের অর্থনৈতিক বিশ্লেষন এবং এর সমস্যা ও সম্ভাবনার দিগন্তসমূহ চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ আমাদের এ গবেষণার মূল লক্ষ্য হচেছ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে বেসিক ব্যাংকের কর্মকান্ডের একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ণ করা। আর এ মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করেছি:

১. বেসিক ব্যাংকের কার্যাবলীর একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা;

২. বেসিক ব্যাংকের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা;

৩. এর সম্ভাবনার দিগন্তসমূহ চিহ্নিত করা;

৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর ভূমিকা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তুলে ধরা।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মূলত: মাধ্যমিক উৎসের তথ্য ব্যবহার করেছি। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: বেসিক ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ, পুন:নীরিক্ষণ রিপোর্টসমূহ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা,বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা। এ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রকাশিত গবেষনা প্রবন্ধ, পুস্তক ইত্যাদিরও সহায়তা নেয়া হয়েছে। আর তথ্য বিশ্লেষনে প্রধানত: পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ঃ বর্তমান গবেষণাটি সম্পাদন করার সময় প্রাসঙ্গিক গবেষণা সাহিত্য সমূহের অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড নিয়ে এ পর্যন্তকোন স্বতন্ত্র কাজ হয়নি। বিভিন্ন গবেষণায় বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে এর নামের উল্লেখ থাকলেও বেসিকের কর্মকান্ডের কোন বিশ্লেষণ হয়নি। বেসিক ব্যাংক লিমিটেড খুব বেশীদিন আগে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এর প্রতিষ্ঠা মাত্র দুই দশক আগে। একারণেই হয়ত বেসিক নিয়ে কোন কাজ করার প্রচেষ্টাও হয়নি। আবার তথ্যের অপর্যাপ্ততাও এর কারণ হতে পারে। তবে বর্তমানে ২০ বছর পরে বেসিকের কর্মকান্ডের বিশ্লেষণ একান্তপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠার মূল কারণ ছিল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন সাধনের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে

নিজেকে দৃঢ় অবস্থানে অধিষ্ঠিত করা। বেসিক ব্যাংকের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এই ব্যাংক নিয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি বিধায় বেসিক ব্যাংককে আমরা গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছি।

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও পরিচালনা ব্যবস্থা

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ বেসিক (BASIC) ব্যাংক লিমিটেড ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী একটি বেসরকারী ব্যাংক হিসেবে ২রা আগষ্ট ১৯৮৮ সালে ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ এন্ড কমার্স নামে নিবন্ধিত হয়। দেশের নীতি নির্ধারকেরা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে অর্থায়নের জন্য একটি ব্যাংকের জরুরী প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এর ফলে ১৯৮৯ সালের ২১শে জানুয়ারী থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে মোট ৮০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে বেসিক ব্যাংক তার কার্যক্রম শুরু করে। সেসময় এ ব্যাংকের ৭০ শতাংশ মালিকানা ছিল বিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং বাকি ৩০ শতাংশ মালিকানা ছিল বাংলাদেশ সরকারের। ৬ জুন ১৯৯১ তারিখে বিশ্বব্যাপী বিসিসিআই (BCCI) অর্থাৎ ব্যাংক অব ক্রেডিট অন্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল বিলুপ্তির কারণে বাংলাদেশ সরকার ৪ জুন ১৯৯২ তারিখে এ ব্যাংকটির ১০০ শতাংশ মালিকানা অধিগ্রহণ করে এবং এভাবেই ব্যক্তিগত খাতের এ ব্যাংকটি সরকারী মালিকানাধীন খাতে রূপান্তরিত হয়। তৎসত্ত্বেও এ ব্যাংকটি রাষ্ট্রীয়করণ হয়নি; ইহা পূর্বের মত অর্থাৎ বেসরকারী ব্যাংকের মতই পরিচালিত হয়। বেসিক ব্যাংকে অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০০০ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ২০০৮ সালের শেষ নাগাদ পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৩০৯.৭৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০৮ এ এর শাখা দাঁড়ায় ৩১টিতে। উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং পদ্ধতির সংমিশ্রণে বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ক্ষুদ্র শিল্প খাত প্রসারের লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সরবরাহ এবং অন্যান্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ব্যাংকটির মুখ্য উদ্দেশ্য। সংঘস্মারক ও সংঘবিধি অনুযায়ী ব্যাংকটিকে মোট ঋণদানযোগ্য তহবিলের অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষুদ্র শিল্পের অর্থায়ণে ব্যবহার করতে হয়। ব্যাংকিং কোম্পানী আইন ১৯৯১ অনুযায়ী বেসিক ব্যাংককে এর করপূর্ব নীট মুনাফার ২০ শতাংশ মূলধন তহবিলে স্থানান্তর করতে হয় .প্রচলিত ব্যাংকের সাথে বেসিক ব্যাংকের বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহে ঋণের তদারকি হয়না। কিন্তু বেসিক ব্যাংক ঋণের তদারকির পাশাপাশি প্রয়োজনে পরামর্শও প্রদান করে থাকে বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে। আবার সকল প্রকার আয় সৃষ্টিকারী কাজের জন্যই বেসিক ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে। বেসিক ব্যাংকে কোন ঋণ খেলাপী থাকে না বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণে বেসিক ব্যাংকের ঋণ শতভাগ পুনরুদ্ধার হয়ে যায়। যেখানে বিভিন্ন ব্যাংক সমূহে গরীব ভূমিহীন হতে ঋণ আদায়ের হার ৬০-৭০ শতাংশে সীমাবদ্ধ। বেসিকের ঋণ আদায়ের হার শতভাগ হবার অন্যতম কারণ হল স্ব-কর্মসংস্থান বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় মূলধণ বিনিয়োগের প্রায় সাথে সাথেই তা থেকে আয় পাওয়া শুরু হয়। এছাড়া ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসিক ব্যাংক ঋণের নিবিড় তদারকি করে থাকে। আর ঋণের সঠিক ব্যবহার যদি নিশ্চিত হয় তাহলে আদায়ের অনুপাতও বহুলাংশে বেড়ে যায়। প্রচলিত ব্যাংকসমূহের সাথে বেসিক ব্যাংকের মূল ও প্রধান পার্থক্য হল সেসব ব্যাংকের গ্রাহকের প্রায় প্রত্যেকেই দারিদ্র্যসীমার অনেক উপরে বাস করে। কিন্তু বেসিক ব্যাংকের অনেক গ্রাহক আছে যারা দারিদ্র্যসীমার অনেক নীচে বাস করে।

বেসিক ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এমন একটি ব্যাংক যা উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং এর এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রনে প্রতিষ্ঠিত। এর মূল লক্ষ্যই হল বাংলাদেশে শিল্পায়নের অগ্রগামিতার লক্ষ্যে, শহরের দরিদ্র জনগণের মাঝে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা এবং ব্যাংকিং বিষয়ক অন্য সকল সাহায্য সরবরাহ করা। সরকারী এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতসমূহে বেসিক ব্যাংক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সরবারাহ করে থাকে যাতে করে নতুন কারখানাসমূহ এবং অনান্য সকল ক্ষুদ্র পদক্ষেপ যা শিল্পায়নে সহায়ক তা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে শিল্পায়নের আধুনিকিকরণের দিকে নজর রাখা হয় যেন বিশ্ববাণিজ্যের সাথে দেশীয় বাণিজ্য তাল মিলিয়ে চলতে পারে। বেসিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্যই হল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ। বাংলাদেশ শিল্পে এখনও পশ্চাৎপদ। এমতাবস্থায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি ছাড়া আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি করা যাবে না। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে আমাদের নিজস্ব ঐহিত্য আছে। সাধারণত যে শিল্পে অল্প মূলধনের সাহায্যে ক্ষুদ্রায়তন কারখানায় এবং

সহজলভ্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন কর্ম পরিচালিত হয় তাকেই ক্ষুদ্রশিল্প বলে। বাংলাদেশের বেকারত্ব দূরীকরণ ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব আছে। আর তাই নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কে সামনে রেখেই বেসিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল :

১. বাংলাদেশে কৃষির অনগ্রসরতার জন্য গ্রামাঞ্চলে স্বল্প নিযুক্ত, প্রছন্ন ও ঋতুগত বেকারত্বের সমস্যা রয়েছে। আবার শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার তুলনায় কর্মসংস্থান অনেক কম। এ অবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়নের দ্বারা কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা।

২. বাংলাদেশে দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার তুলনায় শিল্পোন্নয়নের গতি মন্থর। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের দ্বারা কৃষি হতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা অপসারণের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ জমির উপর মবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করা।

৩. বাংলাদেশে মূলধনের একান্তঅভাব রয়েছে। বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত মূলধন আমাদের দেশে নেই এবং একারণে দ্রুত বৃহদায়তন শিল্প গঠন সম্ভব নয়। এ অবস্থায় স্বল্প মূলধনের সাহায্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্থাপন করলে একদিকে যেমন স্বল্প মূলধনের সদ্ব্যবহার হতে পারে অন্যদিকে শিল্পোন্নয়নের পথেও অগ্রসর হওয়া যায়।

৪. বাংলাদেশের নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে। বিশেষ করে পর্দানশীন অনেক নারী আছেন যারা ঘরের বাইরে কাজে যেতে চায় না। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তারা ঘরে বসেই আয় করতে পারে যা তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ফলে দেশের জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

৫. মূল্যস্ফীতির চাপ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে সংকট সৃষ্টি করেছে। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন যত বাড়বে মুদ্রাস্ফীতির চাপ ততই প্রশমিত হবে। স্বল্পকালের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান দরকার যাতে মূলধন বিনিয়োগ করে দ্রব্য সামগ্রী অতি অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন করা যায়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এই প্রয়োজন মেটাতে বিশেষভাবে সক্ষম।

৬. মুনাফার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে তহবিল গঠন করা।

৭. বিনিয়োগের নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করা এবং এসবের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নতুন পণ্যের উন্নয়ন করা।

৮. ক্ষুদ্রশিল্পে অর্থায়নে যেসব প্রতিষ্ঠান জড়িত তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

৯. ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সহায়তা প্রদান ও অগ্রসর করার দায়িত্ব বিশ্বাসভরে যেসমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অর্পন করা হয় তাদেরকে সহযোগীতা ও তাদের সাথে একযোগে বেসিক ব্যাংক কাজ করে থাকে।

১০. তাদের সকল শাখায় অন-লাইন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা এবং এর মাধ্যমে সব সময় মক্কেলদের সাথে যোগাযোগ রাখা যাতে করে বেসিক ব্যাংক বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহের মধ্যে প্রথম অবস্থানে যেতে পারে।

১১. এসব কার্যাবলীর মাধ্যমে দেশের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা পালন করা।

বেসিক ব্যাংকের কার্যাবলী ঃ বেসিক ব্যাংকের কার্যাবলীকে সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বেসিক ব্যাংক বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সমস্ত সেবা বেসিক ব্যাংক দেয় এবং এর ফলে আমানত সংগ্রহ, স্বল্পকালীন বাণিজ্য ঋণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ম্যানুফ্যাকচারিং এ চলতি মূলধন ঋণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজতর করতে বেসিক ব্যাংক কাজ করে।

৩. ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহ যেন সফলভাবে পরিচালিত হতে পরে সে উদ্দেশ্যে বেসিক ব্যাংক এদেরকে

প্রযুক্তিগত সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

৪. বেসিক ব্যাংক বিভিন্ন এনজিও এর মাধ্যমে শহরের দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে যাতে করে প্রচলিত অর্থ বাজারে তাদের সম্পদের সচলতা এবং অভিগমন সহজতর হয় এবং এদের মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে বেসিক ব্যাংক এর সাথে ২২টি এনজিও জড়িত।

৫. দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল প্রকার ব্যবসায়ীদের মৌসুমি ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদান করে। এসব ঋণ গ্রহীতারা গৃহিত ঋণের মাধ্যমে যে লাভ করে তার অংশ বিশেষ সুদ আকারে ব্যাংকে দিয়ে থাকে এবং বাকি মুনাফা নিজেদের মূলধন গঠনে ব্যবহার করে।

৬. গ্রাহক বা জনগণের আমানতকারী হিসেবে কাজ করে।

৭. জনগণের বিভিন্ন রকমের ভ্রমণ চেক, ড্রাফট, ঘূর্ণায়মান চেক ইত্যাদির অতি সহলভ্য বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

৮. বৈদেশিক বিনিময় কারবারের মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ে জনগণকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

উপরোক্ত সকল কাজ সম্পাদনের জন্য বেসিক ব্যাংক তার ক্রেতাদের সাথে, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাথে, শেয়ার মালিকগণ (বাংলাদেশ সরকার), বিভিন্ন ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে অন্তরঙ্গ ভাবে কাজ করে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও ব্যবসা সমূহের প্রতিষ্ঠান এবং তাদের প্রবৃদ্ধি সহজতর করা ও এক্ষেত্রে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে বেসিক ব্যাংক নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করেঃ

১. ধীর ও টেকশই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা; ২. সর্তকতার সাথে বিনিয়োগ করা; ৩. গুণগত মান বৃদ্ধি করা; ৪. নতুন নতুন ব্যাংকিং প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

বেসিক ব্যাংক এর বিকাশের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ঃ বেসিক ব্যাংকের ভৌত সম্পদের ভিত্তি উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়েছে। বেসিক ব্যাংক শিল্প ও বাণিজ্যের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে তাদের উপস্থিতি রেখেছে। সারনী-৩ হতে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে বেসিক ব্যাংক মাত্র ৩টি শাখা নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু করে। এসব শাখাসমূহ যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে খোলা হয়। এরপর ১৯৯০ সালে খুলনা ও সিলেটে একটি এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে আরও একটি করে শাখা খুলে মোট ৭টি শাখা নিয়ে তাদের কাজ চালাতে থাকে। এর ১০ বছর পর ২০০০ সালে বেসিক ব্যাংকের শাখা দাঁড়ায় ২৫টিতে যার মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৮টি, চট্টগ্রামে ৬টি এবং সাভার, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদি, রাজশাহী, সৈয়দপুর, বগুড়া, খুলনা, যশোর, সিলেট, মৌলভিবাজার এবং কুমিল্লায় একটি করে শাখা নিয়ে বেসিক ব্যাংক এগিয়ে যেতে থাকে। ২০০৭ সালে বেসিক ব্যাংকের শাখা দাঁড়ায় ৩০টিতে যার মধ্যে ১১টি শাখা রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত,৭টি চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদি, রাজশাহী, সৈয়দপুর, বগুড়া, খুলনা, যশোর, সিলেট, মৌলভিবাজার, কুমিল্লা, বরিশাল এবং সিরাজগঞ্জে একটি করে শাখা কার্যালয় আছে।

সারণী ৩ঃ বেসিক ব্যাংক এর নিয়োগকৃত মানবসম্পদ এবং শাখার সংখ্যা, ১৯৮৯-২০০৭ সময়ে

বছর	শাখার সংখ্যা	কর্মকর্তা– কর্মচারীর সংখ্যা
১	২	৩
১৯৮৯	৩	৪৮
১৯৯০	৭	১০০

১৯৯১	১০	১২৪
১৯৯২	১৩	১৫৯
১৯৯৩	১৬	১৯৬
১৯৯৪	১৭	২৩৮
১৯৯৫	১৮	৩০০
১৯৯৬	১৯	৩১৫
১৯৯৭	২১	৩৫১
১৯৯৮	২২	৩৭২
১৯৯৯	২৩	৪১৭
২০০০	২৫	৪৫৩
২০০১	২৫	৪৯৭
২০০২	২৬	৫১০
২০০৩	২৬	৫২৩
২০০৪	২৭	৫৭৮
২০০৫	২৭	৬০১
২০০৬	২৮	৬৫১
২০০৭	৩০	৭২১

উৎসঃ বেসিক ব্যাংকের প্রতিবেদন হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

এছাড়াও বেসিক ব্যাংকের বর্তমানে ৩টি বিল সংগ্রহের বুথ রয়েছে ঢাকা শহরের রমনা, শের-ই-বাংলা নগর এবং বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের গুলশান এক্সচেঞ্জ অফিসে। ২০০৫ সালে বেসিক ব্যাংক সিলেটের ওসমানী আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরে একটি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বুথ চালু করে। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার রেমিটেন্স অর্জনের জন্য বেসিক ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রের প্লাসিড এন.কে. কর্পোরেশন, মানিগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল এবং মিনিয়াপোলিস এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বেসিক ব্যাংকের ১৫টি শাখা ইতোমধ্যেই অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় নেয়া হয়েছে এবং বাকি শাখাসমূহও খুব দ্রুত অনলাইনে নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বেসিক ব্যাংকে বিভাগসমূহ হচ্ছে: মানব সম্পদ, আর্থিক ও প্রশাসনিক, মনিটরিং ও ইন্সপেকশন, মার্কেটিং, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং, ট্রেজারি, আর্ন্তজাতিক, সাধারণ সেবা, কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তি, কার্ড, কর্পোরেট বিষয়ক এবং ঋণ বিষয়ক বিভাগ। বেসিক ব্যাংকের নিয়োগকৃত মানবসম্পদের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে বেসিক ব্যাংক মাত্র ৪৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ২০০৭ সালের শেষ নাগাদ ৩০টি শাখায় এর মোট মানবসম্পদ দাঁড়ায় ৭২১ জনে। নতুন কাজের পরিবেশের উপযোগী করার জন্য নিয়মিতভাবে এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে বেসিক ব্যাংক। মানব সম্পদ যেকোন প্রতিষ্ঠানের চালিকা শক্তি এবং প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ যেকোন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবসার সাফল্যের মূল উৎস। এসব কথা মাথায় রেখে বেসিক ব্যাংক এর কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০০৫ সালে নিজস্ব প্রশিক্ষণ সেল স্থাপন করে যেখানে সকল প্রকার আধুনিক সুযোগ সুবিধা আছে। ২০০৭ সালে এই সেলে ২২টি ট্রেনিং কোর্সে বেসিক ব্যাংকের ৩৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়াও বাংক তার কর্মকর্তাদের বিআইবিএম(বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট) এবং অন্যান্য দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠায়। ২০০৭ সালে বেসিক ব্যাংক ৩৭৯ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যার মধ্যে ১৬ জন বিদেশের ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে। তথ্য ও প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের জন্য বেসিক ব্যাংক অনেক বেশী সচেতন। বেসিক ব্যাংক তার প্রতিষ্ঠা থেকেই সবকিছু কম্পিউটারের মাধ্যমে করে আসছে। বেসিক ব্যাংকের শাখাসমূহে নিম্নলিখিত প্রযুক্তি সমূহ ব্যবহার করা হয় :

⇒ সম্পূর্ণ কম্পিউটার এর মাধ্যমে হিসাব নিকাশ ব্যবস্থা।

⇒ Local Area Network (LAN) এবং Wide Area Network (WAN) প্রধান কার্যালয় এবং বেশীর ভাগ শাখা কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য শাখা সমূহকেও সংযুক্ত করা হবে।

⇒ বেসিক ব্যাংকে নিজের ব্যাংকিং সফটওয়্যার ১৯৯১ সাল থেকেই চালু আছে।

⇒ মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে সকল সম্ভাব্য ব্যাংকিং সেবা বেসিক ব্যাংক প্রদান করে থাকে।

⇒ দলিল ঋণ, দলিল সংগ্রহ, তহবিল স্থানান্তর, গ্যারান্টি ইত্যাদি কাজে কাম্য নিশ্চয়তার সাথে ব্যাংক অতিরিক্ত ও শাখা কার্যালয় সমূহে SWIFT দ্বারা কাজ করে।

⇒ ব্যাংক তার নিজস্ব সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট টিম এর সাহায্যে সময়ের সাথে সাথে এর সফটওয়্যার সমূহের উন্নয়ন করে থাকে। বেসিক ব্যাংক এসব ছাড়াও এটিএম বুথ ও ক্রেডিট কার্ডের সুবিধাও প্রদান করছে।

বেসিক ব্যাংকের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো ঃ যেকোন ব্যাংকের পরিচালনা এর সাংগঠনিক কাঠামোর উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। যেকোন ব্যাংকের প্রতিনিধি কর্তাদের প্রতিদিনের কার্যাবলীর স্বাধীনতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যেকোন ব্যাংকের সাধারণ নিয়মই হল পরিচালনা বোর্ড গঠন। পরিচালনা বোর্ডের সংমিশ্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, পরিচালনা বোর্ড এ সেসব ব্যক্তি থাকবেন যারা শিল্প, ব্যবসা, অর্থায়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞানী এবং বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি। পরিচালনা বোর্ডে সেসব ব্যক্তি থাকা উচিত যারা প্রযুক্তিগত ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শুধুমাত্র সরকারী অফিশিয়ালস নয়, নন–অফিশিয়ালসেরও যদি এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা থাকে তবে তাদের নিয়ে যেন পরিচালনা বোর্ড গঠিত হয়।বেসিক ব্যাংক এর সংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এর ব্যবসা ও প্রশাসনের সম্যক দিক নির্দেশনা পরিচালনা বোর্ড দিয়ে থাকে। বেসিক ব্যাংক এর পরিচালনা বোর্ডের মতামত অনুযায়ী এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বেসিক ব্যাংক এর পরিচালনা বোর্ড ঃ প্রথমেই বলা হয়েছে যে, বেসিক ব্যাংকের শতভাগ মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের। পরিচালনা বোর্ডের সকল সদস্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হয়। শিল্প মন্ত্রনালয়ের সচিব বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান। বেসিক ব্যাংকের অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয়ব্যাংকের কার্যানির্বাহিগণের মধ্যে থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বেসিক ব্যাংকের এমডি পরিচালনা বোর্ডের এক্স অফিসিও সদস্য। বেসিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ স্তরে থাকেন এমডি এবং তাকে সহায়তা করেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, জেনারেল ম্যানেজারগণ এবং প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানেরা। বেসিক ব্যাংক এর গঠনগত শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাংক থেকে আলাদা এ কারণে যে এটা উলম্বভাবে বিস্তৃত। বেসিক ব্যাংকের প্রশাসনিক কাঠামোর চিত্র দেখলেই এটা বোঝা যায় (ছক-১)।

বেসিক ব্যাংকের অর্থায়নের নীতি ও পদ্ধতি ঃ একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তা যিনি বাংলাদেশের নাগরিক এবং নিম্নলিখিত শর্ত পালন করেন, তিনি বেসিক ব্যাংকে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন। ঋণ পাবার জন্য একজন ক্রেতাকে প্রথমেই যে শাখায় তার অ্যাকাউন্ট আছে বা যে শাখা হতে সে সুবিধা নিতে চায় সেখানে স্বহস্তে লিখিত আবেদন করতে হবে। সে আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ থাকতে হবে: ১. ঋণ বা অগ্রীমের উদ্দেশ্য; ২. ঋণ বা অগ্রীমের পরিমাণ; ৩. ঋণ বা অগ্রীমের মেয়াদকাল; ৪. ঋণ বা অগ্রীম ব্যাংকে ফেরত দেবার উৎস ও মেয়াদ; ৫. ঋণ বা অগ্রীমের বিপরীতে নিরাপত্তা; ৬. ব্যবসার ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা (বাণিজ্য ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য); ৭. মার্জিন বা ইকুয়িটির উৎস বা উৎসসমূহ। আবেদন পত্রের সাথে কিছু প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র যেমন, বিগত তিন বছরের

ব্যবসায়িক প্রতিবেদন, বাণিজ্য লাইসেন্স, আয় কর ক্লিয়ারেন্স, ব্যক্তিগত সম্পদ, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট, প্রাথমিক নিশ্চয়তার কাগজপত্রের অনুলিপি, কোলেটারাল সিকিউরিটি (যদি থাকে) এর কাগজপত্রের অনুলিপি, ঋণ বা অগ্রিমের ধরণ অনুযায়ী আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে যেকোন প্রকল্প অনুমোদন ও ঋণদানযোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করা হয়। বেসিক ব্যাংকে যেকোন ঋণ অনুমোদনের পূর্বশর্তই হল, উদ্যোক্তা তার প্রস্তাবিত শিল্প পরিচালনা করতে যথেষ্ট প্রতিযোগী এবং বিশ্বাসি কিনা। এরপর দেখা হয় প্রকল্পটি সার্বিকভাবে টিকে থাকতে সক্ষম কিনা। এবং এর জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয় :

প্রযুক্তির দৃষ্টিকোণ ঃ ১. প্রকল্পটিকে অবশ্যই প্রযুক্তিগত দিক থেকে শক্তিশালী হতে হবে। এক্ষেত্রে দেখা হয় প্রকল্পটি সঠিক জায়গায় হচ্ছে কিনা অর্থাৎ কাঁচামাল সমৃদ্ধ এলাকা, যান চলাচল সুবিধা, পর্যাপ্ত জনবল, বাজারজাত বা রপ্তানীর সুবিধা আছে কিনা। ২. প্রকল্পটিকে অবশ্যই সুপরিকল্পিত এবং সুগঠিত হতে হবে।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ ঃ ১. বাজারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে দ্রব্যটির কার্যকারিতা অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে। **২.** উদ্যোক্তার বাজারের অবস্থা সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান থাকতে হবে যেমন দাম পরিবর্তন, ভোক্তার আয় পরিবর্তন, সময়ের পরিবর্তন, বিকল্প দ্রব্য, পরিপূরক দ্রব্য, মাধ্যমিক দ্রব্য ইত্যাদি।

অর্থায়নের দৃষ্টিকোণ ঃ ১. বিভিন্ন রকমের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যাংক যে ঋণ সমতার অনুপাত নির্ধারণ করে দিয়েছে তা যৌক্তিক হতে হবে। ২. Debt Service Coverage অনুপাত উৎপাদনের কাম্যস্তরে কমপক্ষে ২.৫ গুন হতে হবে। ৩. Internal rate of return 20% এর কম হওয়া যাবে না। ৪. সঠিক অর্থায়ন কাঠামো এবং ঋণ

ছক ১
বেসিক ব্যাংকের প্রশাসনিক কাঠামো

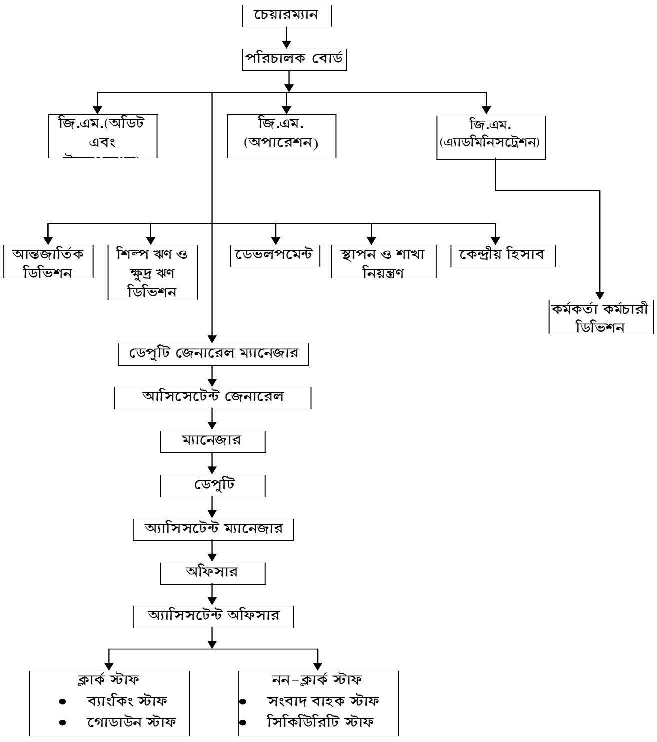

ফেরতের যোগ্যতা থাকতে হবে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ ঃ ১. প্রকল্পটিকে অর্থনেতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, এটি যেন জাতীয় অর্থনীতিতে লাভজনক অবদান রাখতে পারে। ২. এর মাধ্যমে নিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে পর্যাপ্তভাবে। ৩. রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় অথবা আমদানী বিকল্প পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়হ্রাস করতে সক্ষম হবে।সর্বোপরি প্রকল্পটি যদি পরিবেশ বান্ধব হয় তাহলেই সে প্রকল্পটিতে ঋণ দেয়া হবে। ছক-২ এর মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে ।সাধারনতঃ সকল ঋণ প্রস্তাব শাখা কার্যালয় থেকে শুরু হয়। কোন প্রকল্প শাখা ঋণ কমিটির যথাযথ পর্যবেক্ষন এবং সুপারিশের পর শাখা কার্যালয়ের Relationship Manager (RM) প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের পূর্বে এর ঋণ ও ঝুঁকি নির্ণয়ের বিষয়টি নির্ধারন করবে। এরপর তা ঋণ প্রণালী প্রস্তাবসমূহে উপস্থাপন করা হবে। ঋণ প্রস্তাবটির আবেদনপত্রের নির্ভুলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে জগ এর উপর যা ঋণের অনুমোদন পাবার জন্য গুরুত্বপূর্ন। এজন্য সকল জগ কে ব্যাংকের ঋণ নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ছক-৪ এর মাধ্যমে ঋণ অনুমোদনের প্রক্রিয়াটি উপস্থাপন করা হয়েছে। ছক-৩ হতে দেখা যায় যে, একজন ক্রেতার আবেদন পত্র জগ এর কাছে যাবার পর, জগ সেটার সকল কাগজপত্র খুব ভালভাবে পরীক্ষা করার পর সেটা শাখা ঋণ কমিটির কাছে প্রেরণ করেন। সেখান থেকে আবেদন অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়ে সেই বিভাগের ইনচার্জ এর কাছে প্রেরণ করা হয় এবং সেখান থেকে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ কমিটি অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট জিএম এর নিকট প্রেরণ করা হয়। এরপর তা পর্যায়ক্রমে ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অনুমোদন নিয়ে পরিচালক বোর্ডে যায় এবং সেখানে পরীক্ষা নীরিক্ষা ও পরিদর্শনের পর ঋণ মঞ্জুর বা নাকচ করার চূড়ান্তসিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়।

উপরে আমরা বেসিক ব্যাংকের গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা এর কর্মকান্ডের একটি বস্তুনিষ্ঠ অর্থনৈতিক বিশ্লেষন উপস্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহন করেছি।

ছক ২

বিভিন্ন প্রকল্পে বেসিক ব্যাংকের ঋণ অনুমোদনের শর্ত

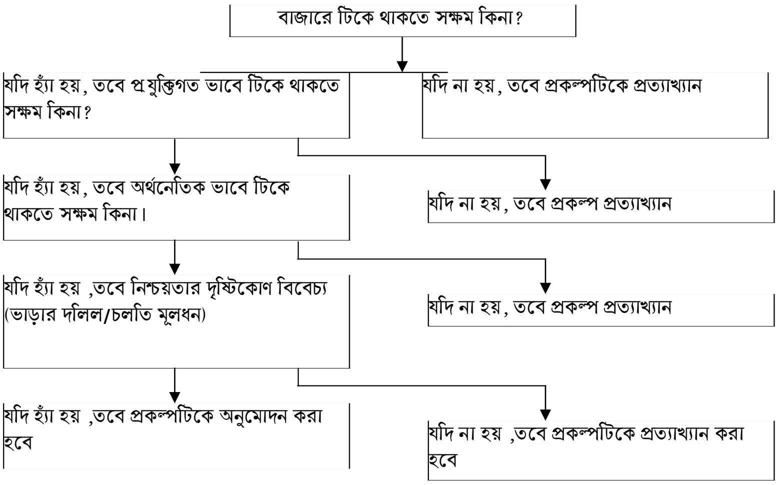

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর কর্মকান্ডের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড বা সংক্ষেপে বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠা মাত্র দুই দশক আগে হলেও এর কর্মকান্ডের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অত্যন্তজরুরী। এর কারণ হল বাংলাদেশের বিশেষায়িত ব্যাংক সমূহের মধ্যে বেসিক ব্যাংকই একমাত্র বিশেষায়িত ব্যাংক যা একই সাথে উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কর্মকান্ডের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে বেসিক ব্যাংক আদৌ বাংলাদেশের উন্নয়নে কোন ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য এর কর্মকান্ডের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা বিভিন্নভাবে তা পরীক্ষা করে দেখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি। একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেসিকের লাভ অর্জন করা উচিত। শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল গড়ে তুলতে বেসিক কতটা সক্ষম তা নির্ভর করে ব্যাংক হিসেবে বেসিকের কার্যাবলীর দক্ষতার উপর। কারণ বেসিক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক যা বাণিজ্যিক ও উন্নয়ন ব্যাংকের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। বিশেষ করে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের উন্নয়নের জন্যই ১৯৮৯ সালে বেসিকের প্রতিষ্ঠা হয়। আবার বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনের দিকে বেসিক গুরুত্ব দিতে পারে না। কারন শুধুমাত্র লাভঅর্জন করা বা উন্নয়নই বেসিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়। কেননা বেসিক যদি শুধুমাত্র উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয় তাহলে ব্যাংকের লাভ থাকবে না এবং উন্নয়নও হবে না, আবার শুধুমাত্র মুনাফাকে প্রাধান্য দিলে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হবে। কাজেই উন্নয়ন ও মুনাফা এ দুয়ের সংমিশ্রণের জন্য ব্যাংকের কার্যদক্ষতাই মূল ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বেসিক ব্যাংকের কার্যদক্ষতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল লাভজনকতা অর্থাৎ সম্পদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা। সুতরাং লাভজনকতা হল কর্মদক্ষতার পরিমাপক।যেকোন প্রতিষ্ঠানের কার্যদক্ষতা ও আয় ক্ষমতার কেন্দ্রীয় পরিমাপক হল লাভজনকতা। বেসিক ব্যাংকের সম্পদের বৃদ্ধি মূলত আমানত, ঋণ, মূলধনের অংশ ইত্যাদি দ্বারা হয়। সুতরাং আর্থিক নীতিসমূহ এর পাওনাদার ও শেয়ার মালিকদের ধারণা বা উপদেশ এবং প্রত্যাশ্যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি পাওনাদারদের মূল উদ্দেশ্য থাকে তাদের বিনিয়োগসমূহের নিরাপত্তা। একইভাবে শেয়ার মালিকদের এবং বেসিকের নিজেরও একই নিরাপত্তার বিষয়টিতে দৃষ্টি রাখতে হয়। কেননা নিজের আর্থিক সুস্থতার বিষয়ে বেসিক আগ্রহী এবং সর্বোপরি এ আর্থিক সুস্থতা নির্ভর করে এর অর্জিত মুনাফার উপর। অর্থনৈতিক দক্ষতার রীতিগত পরীক্ষণের চেয়ে মুনাফা পরীক্ষণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মুনাফা পরীক্ষণের মধ্যে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা অথবা বেসিক প্রতিযোগীতামূলক ভাবে চলছে কিনা, এসব বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকে। উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রভাব বেসিক ব্যাংকের কিছু মূল কার্যাবলী সম্পাদনের দক্ষতা এবং বাস্তবিক পক্ষে বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে এর সফলতার উপর সরাসরি পড়ে। সুতরাং বাংলাদেশের শিল্পে বিনিয়োগের অন্যতম প্রতিষ্ঠান বেসিক ব্যাংক শুধুমাত্র আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হলেই হবে না, একে উদ্বৃত্ত তৈরী করতে হবে যাতে করে ভবিষ্যতে আরও শিল্প এর দ্বারা উপকৃত হয়। বেসিকের লাভজনকতা এর লাভজনকতার অনুপাত দ্বারা পরিমাপ করা যেতে পারে, যেমন মুনাফা মার্জিন, ব্যয় অনুপাত, রিটার্নের হার ইত্যাদি। বেসিক ব্যাংক তার আয়ের সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করে। নিম্নে আমরা এ ব্যাংকের আয়-ব্যয় সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কর্মকান্ডের অর্থনৈতিক বিশ্লেষন উপস্থাপন করবো।

বেসিক ব্যাংক লিমিটিড এর আমানত সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ যে কোন ব্যাংকের তহবিল প্রাপ্তির প্রধান উৎস হল আমানত। বস্তুত আমানত হল সেই অর্থ যা ক্রেতাগণ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখে। আমরা জানি যে, ব্যাংকের প্রধান ব্যবসা হল মাধ্যম হিসেবে কাজ করা। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক মুনাফা সৃষ্টি করে। যদি ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করতে না পারে তবে ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্যই বিপন্ন হবে। কেননা যেকোন ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য হল মুনাফা অর্জন। আর ব্যাংকসমূহ আমানতকৃত অর্থ ঋণ ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, আমানত হল যেকোন ব্যাংকের জীবন সঞ্চারক। বেসিক ব্যাংক লিমিটেড সব ধরনের আমানত গ্রহণ করে থাকে এবং বিভিন্ন শিল্প বিশেষ করে ক্ষুদ্রশিল্প যাদের বিনিয়োগ ১০০ মিলিয়ন টাকার কম তাদেরকে মেয়াদি এবং চলতি মূলধন ঋণ সরবরাহ করে থাকে। এছাড়াও বেসিক ব্যাংক বাণিজ্য ক্ষেত্রেও অর্থায়ন করে। বেসিক ব্যাংক তার আমানত

ছক ৩

বেসিক ব্যাংকের ঋণ অনুমোদনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া

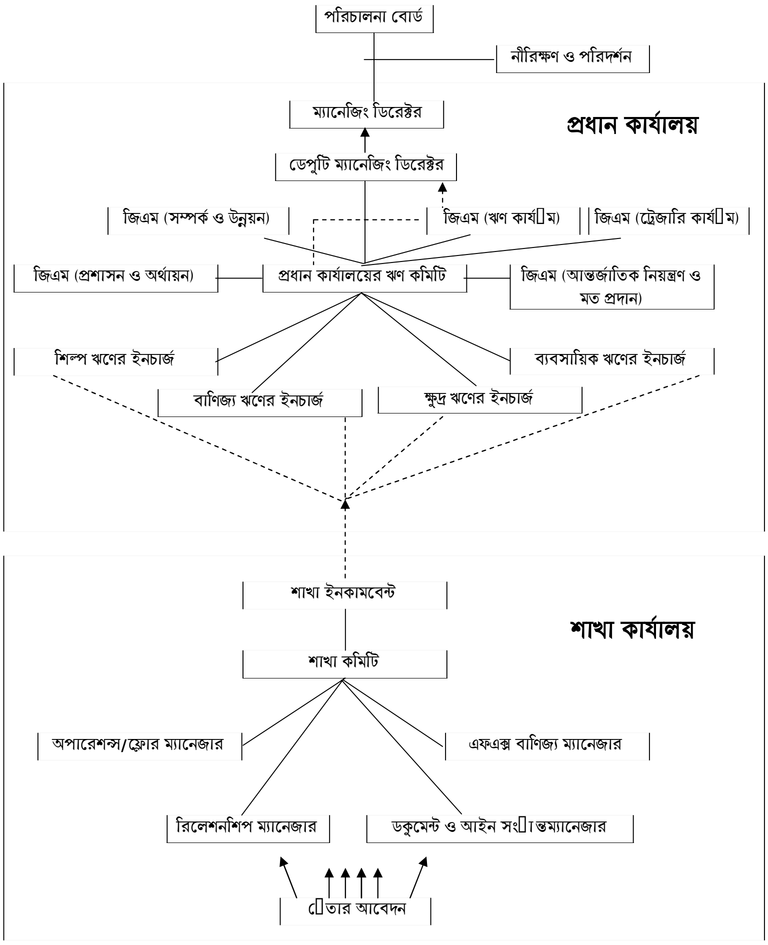

স্কীমের অধীনে আমানতকৃত অর্থের উপর আকর্ষণীয় সুদের হার প্রদান করে থাকে। সময়ের সাথে সাথে আমানতের অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। বেসিক ব্যাংকে বর্তমানে পাঁচ ধরনের আমানত হিসাব চালু আছে: ১. চলতি আমানত; ২. সঞ্চয়ি আমানত; ৩. স্বল্পমেয়াদি আমানত; ৪. স্থিরমেয়াদি আমানত; ৫. অনাবাসিক বৈদেশিক মুদ্রা আমানত এবং আবাসিক বৈদেশিক মুদ্রা আমানত।

বেসিক ব্যাংকের অর্থায়নের ক্ষেত্র সমূহ ঃ বেসিক ব্যাংক নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ প্রদান করে থাকে : ১. বাণিজ্যিক ঋণ; ২. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে প্রকল্প ঋণ; ৩. বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্তঋণঃ আমদানি ও রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন সহায়তা। এছাড়াও বেসিক ব্যাংক লীজ অর্থায়ন, ভাড়া-ক্রয়, গৃহ নির্মাণ অর্থায়ন স্কীম, বেসিক ব্যাংক মাস্টার কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, বেসিক ব্যাংক ভিসা ক্রেডিট কার্ড, চলতি মূলধন অর্থায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

বেসিক ব্যাংক উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের এক অনন্য সংমিশ্রণ। বেসিক ব্যাংকের সংঘবিধির ৪অ বিধি অনুযায়ী

তার ঋণদানযোগ্য তহবিলের ৫০% ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে অর্থায়ন করবে। কিন্তু ২০০৫ সালে সরকার তার শিল্পনীতিতে কিছু পরিবর্তন আনে যাতে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকে নতুন করে সজ্ঞায়িত করা হয়। এরকম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কারণে বেসিক ব্যাংক তার সংঘবিধির অর্থায়ন সংক্রান্তবিধিতে সংশোধন আনে। সরকারের উদ্দেশ্যের জন্য "ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাত" কে "ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত" এ সংশোধন করা হয়।

বেসিক ব্যাংকের ঋণ সুবিধা প্রধানত দুই ভাবে দেয়া হয়ঃ

১. তহবিল ঋণঃ যখন নগদ অর্থের আকারে ঋণ দেয় হয়;

২. অ-তহবিল ঋণঃ এক্ষেত্রে তহবিল হতে ব্যয় করতে হয় না বরং এ ধরনের ঋণ হল সেই ঋণ যেখানে ব্যাংক প্রদানের চুক্তি বা প্রতিজ্ঞা করে থাকে।

সারনী ৫ হতে দেখা যাচ্ছে যে, রাজধানী ঢাকাতে অর্থায়ন হয় সবচেয়ে বেশি এবং বরিশাল জেলাতে অর্থায়ন হয় সবচেয়ে কম, অথচ হিসেব করলে হয়ত দেখা যাবে যে ঢাকা জেলার চেয়ে বরিশাল জেলাতেই হয়ত বেসিক ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বেশী প্রয়োজন। কারণ এমন অনেক ব্যাংক আছে যেগুলোর শাখা ঢাকা জেলায় থাকলেও বরিশাল জেলায় নেই। আবার ঢাকা এবং চট্টগ্রাম জেলা বাদে বাকি জেলাসমূহে একটি বা দুটির বেশি শাখা বেসিক ব্যাংকের নেই। আমরা এখন বেসিক ব্যাংকের মেয়াদি ঋণ সম্পর্কে আলোচনা পূর্বক বেসিক ব্যাংকের অর্থায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র সমূহ আলোচনা করব।

বেসিক ব্যাংকের মেয়াদি ঋণ ঃ বেসিক ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের ঋণ সুবিধা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এর ঋণের মেয়াদ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। যেকোন প্রকল্পের স্থায়ী সম্পদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদের ঋণ দেয়া হয়ে থাকে।

সারণী ১ঃ বেসিক ব্যাংকের আমানত মিশ্রন, ২০০৮

মি.টাকা

আমানত সমূহ	অর্থের পরিমাণ
চলতি আমানত ও অন্যান্য হিসাব	২৫৪৪.৫১
প্রদানযোগ্য বিল সমূহ	৩২৮.৪৯
ব্যাংকের সঞ্চয় আমানত	৯৫৫.৫০
মেয়াদি আমানত	৩৪৫৩৯.৭২

উৎসঃ বেসিক ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন হতে সংগৃহীত।

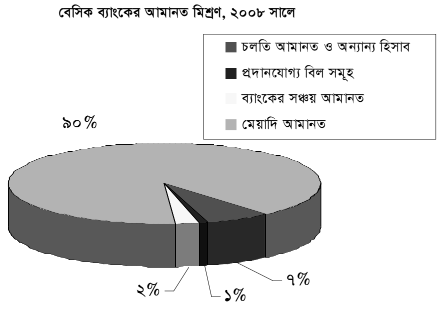

ঋণ-ইকুইটির একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে এ ঋণ অনুমোদন করা হয়ে থাকে। ঋণ ইকুইটির ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট হার না থাকলেও নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঋণের অংশ ইকুইটির চেয়ে কম হওয়াই ভাল। মেয়াদি ঋণে কি পরিমাণে ঋণ দেয়া হবে তা শিল্পের ধরণ, প্রকল্পের আকার ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। আবার উদ্যোক্তার প্রকল্পের নীট সম্পদ, শিল্পের ধরণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বেসিক ব্যাংক ঝুঁকি সর্বনিম্নকরণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে Collateral security নিয়ে থাকে। কারণ প্রকল্পের সফলতার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। মেয়াদি ঋণ একবার দেয়া হয় এবং সাধারণত ৬ মাসের মধ্যে কয়েকটি ইন্সটলমেন্ট এ ঋণশোধ করার অনুমতি দেয়া হয়। তবে সময়টা শিল্পের ধরণ, নির্মাণ কার্যের সময় এবং স্পষ্টতই প্রকল্পে কতটা আয় হচ্ছে তার উপর কমবেশী নির্ভর করে। মেয়াদি ঋণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. স্বল্প মেয়াদি ঋণঃ সাধারণত এক বছর মেয়াদকাল হয় এ ধরনের ঋণের। এ ঋণ দেয়া হয় বিদ্যমান

সারণী ২: বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর জেলা ভিত্তিক ঋণ ও অগ্রীম, ২০০৪-২০০৮ সময়ে

মি. টাকা

জেলাসমূহ	বছরসমূহ				
	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮
ঢাকা জেলা	৮০৬৪.৫	১০৪৩৭.৪	১২৮১৭.২	১৫৪২৫.১	১৮৯৬৯.১
চট্টগ্রাম জেলা	১৯৫৩.৭	২৯৯৬.৬	৩১৪১.৭	৩৬৩০.৭	৪৪০৪.৯
খুলনা জেলা	৮১১.৯	৩৭৮.৭	১০৬১.৪	১০৬৪.৪	১৫৩৬.০
রাজশাহী জেলা	৭২৬.১	৯৮০.৯	১৩৬১.৯	১৬৫৬.২	১৭৭১.০
সিলেট জেলা	৪০১.৬	৫০২.৭	৫৭৩.৫	৪৩১.৫	৫০৭.২
বরিশাল জেলা	৪২.৩	৪৩.০	৪৪.২	৫৫.৫	৮০.৩
সর্বমোট	১২০০০.০০	১৫৩৩৯.৩	১৯০০০.০	২২২৬৩.৩	২৭২৬৯.০

উৎসঃ বেসিক ব্যাংকের প্রতিবেদন হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

প্রকল্পে যেখানে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি আকস্মিক য়ের প্রয়োজন দেখা যায়। আবার এ ঋণ দেবার সময় খেয়াল রাখা হয় যেন প্রকল্পটিতে পর্যাপ্ত নগদ আন্ত:প্রবাহ থাকে যাতে করে এক বছরের মধ্যেই ঋণটির ফেরত নিশ্চিত হয়।

২. মধ্যমেয়াদি ঋণঃ এ ধরনের ঋণ এক বছরের বেশী তবে তিন বছরের কম সময়ের জন্য দেয়া হয়। কোন প্রকল্পের রিটার্নের হার অনেক বেশী আছে বলে মনে হলে ব্যাংক এ ঋণ দিয়ে থাকে।

৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণঃ এ ঋণ ৫ বছর মেয়াদি হয়। নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে মূলধনী যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ব্যাংক এ ধরনের মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে এবং এসব ঋণ যেসব প্রকল্পে দেয়া হয় সেগুলোতে রিটার্নের হার এতটা বেশী থাকে না যে ঋণ ৫ বছরের কম সময়ে শোধ করা যাবে। বেসিক ব্যাংক এ ধরনের ঋণই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দিয়ে থাকে।

বেসিক ব্যাংক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। আমরা এখন বেসিক ব্যাংকের অর্থায়নের ক্ষেত্র সমূহ আলোচনা পূর্বক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর সার্বিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করব।

বেসিক ব্যাংকের বাণিজ্যিক উন্নয়নে ঋণ সহায়তা ঃ বেসিক ব্যাংক লিমিটেড ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কার্যাবলীর উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। আমদানী ও রপ্তানীকারকদের প্রায় সবরকমের এবং সর্বোচ্চ সেবা দিতে বেসিক ব্যাংক প্রস্তুত, যেমন নগদ ঋণ, নগদ রপ্তানী ঋণ, প্যাকিং ঋণ, স্বল্প মেয়াদি ঋণ, স্থানীয় ও বিদেশি বিল

য়ের সুবিধা ইত্যাদি। বেসিকের বাণজ্যিক ঋণ সহায়তা স্বল্পমেয়াদি হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক অন্যান্য অ-তহবিল সেবাও প্রদান করে থাকে। বেসিক ব্যাংকের, বাণিজ্যিক ঋণ ১৯৯২ সালে ছিল ২৭৩.৩৭ মিলিয়ন টাকা যা মোট ঋণ ও অগ্রীমের ৩৮.১৯ শতাংশ। পরের বছরেই তা ৮৩.০১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০.৩১ মিলিয়ন টাকা হয় যা ঐ বছরের মোট ঋণ ও অগ্রীমের প্রায় ৫০ শতাংশেরও বেশী ছিল। এভাবে পর্যায়মে বৃদ্ধির সাথে সাথে ১৯৯৮ সালে ৪.৭৫ শতাংশ হ্রাস পায় এ ঋণের প্রবৃদ্ধি যা পরবর্তী বছরে ৫৯.৯৪ শতাংশ পর্যন্তবৃদ্ধি পায়। ২০০০ সালে এবং ২০০৩ সালে পুনরায় যথামে ১.৭৮ এবং ২.৮০ শতাংশ বাণিজ্যিক ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায়। ২০০৪ সালে আবার বেসিক তার বাণিজ্যিক ঋণের পরিমাণ ৩২.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি করে। পরবর্তী বছরগুলোতে বাণিজ্যিক ঋণের প্রবৃদ্ধি হলেও তা কম আকারে হয়েছে। ২০০৭ সালে বেসিক ব্যাংক ৭৬৮১.৭৪ মিলিয়ন টাকা বাণিজ্যিক ঋণ বিতরণ করে যা ২০০৬ এর তুলনায় ২০.১৯ শতাংশ বেশী এবং ঐ বছরের মোট ঋণ ও অগ্রীমের প্রায় ৩৫ শতাংশ। ১৯৮৯ সালে বেসিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর ১৯৯০ সালে যখন পর্যাপ্ত হারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উদ্যোক্তা পাওয়া যাচ্ছিল না তখন বেসিক ব্যাংক বাণিজ্যিক ঋণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় যাতে করে মুনাফা অর্জন করা যায়। বেসিকের মূল লক্ষ্যই ছিল শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন এক সাথে জুড়ে সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। সারণি হতে দেখা যায় ১৯৯২ সালের তুলনায় বেসিক ব্যাংক ২০০৭ সালে বাণিজ্যিক ঋণ হিসেবে প্রায় ৭৪০৮.৩৭ মিলিয়ন টাকা বেশী ঋণ দিয়েছে।

বেসিক ব্যাংকের বৃহৎ, মাঝারী ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে প্রকল্প ঋণ ঃ বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল কারণই ছিল ক্ষুদ্রশিল্প খাতে উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের মাধ্যমে সহযোগিতা করা। বাংলাদেশের ১৯৯৯ সালের শিল্পনীতি অনুযায়ী যে সমস্ত শিল্পের মোট বিনিয়োগ ১০০ মিলিয়ন টাকার কম সেসব শিল্পকেই ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পূর্বে অর্থাৎ বেসিক ব্যাংক যখন প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময় ক্ষুদ্রশিল্প বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বলা হত যেগুলোর মোট স্থির বিনিয়োগ অর্থাৎ ভূমির মূল্য, আন্ত:পরিবহন খরচ, কর ও শুল্ক এবং যন্ত্রপাতির কমিশন ইত্যাদি বাদে যে শিল্পের স্থির বিনিয়োগ ৩০ মিলিয়ন টাকার মধ্যে থাকত সেগুলোকে। সেসময় কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ঋণযোগ্য তহবিলের অর্থ এ খাতে হস্তান্তর করতে হত। সারণী ৩ এবং ৪ হতে দেখা যায় যে, ১৯৯২ সালে বেসিক ব্যাংক ৪৪২.৩৮ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিভিন্ন প্রকল্পে বিতরণ করে যা মোট ঋণ ও অগ্রীমের ৬১.৮০ শতাংশ। বেসিক ব্যাংকের ১৯৯২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বেসিক মেয়াদি ঋণের সহায়তা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এডিবি কর্তৃক ৮১.৬০ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করে। ঐ বছর ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বেসিক ২৩০.২১ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে এবং ক্ষুদ্র শিল্পে ২০.৫০ মিলিয়ন টাকা অপরিশোধিত থাকে এবং প্রায় ৮৩ শতাংশ অর্থাৎ ১৬.৯৩ মিলিয়ন টাকার ঋণ পুনরুদ্ধার হয়। ১৯৯৩ সালে বেসিক ব্যাংক ৪৮৬.৩০ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণের বিভিন্ন প্রকল্পে বিতরণ করে। এ বছর ব্যাংক ঋণের জন্য ৩৮টি আবেদন পায় যার মধ্যে ২৬টিতে ঋণ অনুমোদন করে। ১৯৯৩ সালে ৭৭.৭০ মিলিয়ন টাকা অপরিশোধিত এবং ৮৫ শতাংশ অর্থাৎ ৬৮.৭০ মিলিয়ন টাকা পুনরুদ্ধার করে।১৯৯৫ সালে বেসিক ব্যাংক শিল্পে মোট ৯১৫.২০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ৪৫টি প্রকল্পে ১২৩.৯০ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে। ২০০০ সালে বেসিক ব্যাংক ২৭৩৫.৫০ মিলিয়ন টাকা বিভিন্ন প্রকল্পে বিতরণ করে যা ঐ বছরের মোট ঋণ ও অগ্রীমের প্রায় ৬০ শতাংশ। সে বছর ব্যাংক ৯০টি প্রকল্পে ৬৩৬ মিলিয়ন টাকার মেয়াদী ঋণ বিতরণ করে।বেসিক ২০০০ সালে এর মোট ঋণদানযোগ্য তহবিলের ৪৪ শতাংশই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বিতরণ করে যাতে করে এর প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়। ২০০৩ সালে বেসিক ব্যাংক ৬২৫২.০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ দেয় যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৩৪.২২ শতাংশ বেশী এবং ঐ বছরের মোট ঋণ ও অগ্রীমের ৬৭.৩৫ শতাংশ শিল্প ক্ষেত্রে বিতরণ করে।

২০০৩ সালে ১৫৪টি মেয়াদি ঋণ বেসিক অনুমোদন করে যার মধ্যে ৭৪টি নতুন প্রকল্প এবং বাকি ৫১টি বিদ্যমান প্রকল্প যাদের প্রত্যেকটির স্থির বিনিয়োগ ছিল ৫ মিলিয়ন টাকার কম।২০০৫ সালে বেসিক ৯৯৮৭.৫০ মিলিয়ন টাকা শিল্পোন্নয়নে বিতরণ করে যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে প্রায় ৩০ শতাংশ বেশী। ২০০৫ সালে বেসিক ব্যাংক ১৭৫টি প্রকল্পে মেয়াদি ঋণ অনুমোদন করে যার মধ্যে ১০৯টিই নতুন প্রকল্প। ২০০৭ সালে বেসিক ব্যাংক শিল্প

ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১৩.৫৪ শতাংশ বেশী বিনিয়োগ করে। এ বছর ১৮৭টি প্রকল্পে ঋণ অনুমোদন করে। বেসিক ব্যাংকের ২০০৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেয়াদি ঋণ ও চলতি মূলধনসহ বেসিক ২০০৭ সালে মোট ১৩৯০১.৫০ মিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন করে যার মধ্যে অনুমোদিত মেয়াদি ঋণের পরিমান ৫০৫৫.৬০ মিলিয়ন টাকা। বেসিক ব্যাংক প্রধান প্রধান যে সমস্ত খাতে শিল্প ঋণ দিয়ে থাকে তা হল খাদ্য ও খাদ্য আনুষাঙ্গিক, কেমিক্যাল, কাগজ, বোর্ড, চামড়া, পাট জাত পণ্য ইত্যাদি। টেক্সটাইল খাত জাতীয় অর্থনীতিতে বৃহৎ অবদান রাখার কারণে বেসিকের শিল্পঋণ গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল খাতেও প্রদান করা হয়। বেসিক তার মোট ঋণ ও অগ্রীমের প্রায় অর্ধেকই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে দিয়ে থাকে। ২০০৭ সালে বেসিক ব্যাংক তার মোট ঋণ ও অগ্রীমের প্রায় ৫৭ শতাংশ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বিতরণ করে এবং ঋণ পুনরুদ্ধারের হার প্রায় ৯০ শতাংশ। বেসিক ব্যাংকের ২০০৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ বছর বেসিক মোট ঋণ ও অগ্রীমের প্রায় ৬৩ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অনুমোদন করে। যার মধ্যে টেক্সটাইল খাতেই শিল্প ঋণের ১৯.১০ শতাংশ অনুমোদন করা হয় যা মোট ঋণ ও অগ্রীমের ১১.৯৫ শতাংশ। বেসিক ব্যাংক তার নামের স্বার্থকতার লক্ষ্যেই ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে বৃহৎ আকারে ঋণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল এবং দরিদ্র দেশে খুব তাড়াতাড়ি বৃহৎ ও ভারী শিল্প গড়ে তোলার মত সম্পদ বা মূলধন নেই। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারী শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যা থেকে সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বৃহৎ, মৌলিক ও ভারী শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বেসিক ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা এবং বেসিক ব্যাংক এখনও সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। সারণী ৮ এ বেসিক ব্যাংকের আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণের চিত্র হতেই বোঝা যায় যে, বেসিক ব্যাংক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ব্যাপক হারে ঋণ প্রদান করেছে যাতে করে এগুলো উন্নত হতে পারে। বেসিক ব্যাংকের আকার ভিত্তিক শিল্পঋণ বিতরণের বিষয়টি এর শিল্পঋণের ত্রৈমাসিক সারণী ৯ হতে আরও স্পষ্ট হয়। সারণী ৯ এ বেসিক ব্যাংকের শিল্প ঋণের ত্রৈমাসিক বিবরণীর ২০০৭ এর অক্টোবর হতে ডিসেম্বর, ২০০৮ এর অক্টোবর হতে ডিসেম্বর এবং ২০০৯ এর জানুয়ারী হতে মার্চ সময়কালের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। সারনী হতে দেখা যায় যে, ২০০৭ সালে সরকারী খাতে কোন ঋণ মঞ্জুর, বিতরণ, আদায়, বকেয়া বা মেয়াদোত্তীর্ণ নেই। ২০০৮ এ এসে সরকারী খাতের বৃহৎ শিল্পে ১১.৬৪ কোটি টাকা চলতি মূলধন মঞ্জুর এবং বিতরণ করা হয় যা আদায় হয়নি বিধায় ২০০৮ এ বৃহৎ শিল্পে বকেয়া ঋণের পরিমাণ হয় ১৭.৫৫ কোটি টাকা।২০০৯ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়ে সরকারী খাতের চলতি মূলধনে কোন ঋণ প্রদান হয়নি। কিন্তু এ সময় পূর্বের বকেয়াসহ মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২.২৪ কোটি টাকা। ২০০৭ এ বেসরকারী খাতের বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ৫৩.৬২ কোটি টাকা মঞ্জুর করে ৪৭.৯০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। ঐ বছর আদায় হয় ২০.৩৪ কোটি টাকা, বকেয়া থাকে ৩৬৬.৬১ কোটি টাকা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ১২.৪৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এভাবে সার্বিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেসিক ব্যাংক সরকারী খাতে খুব কম অংশগ্রহণ করে। বেসরকারী খাতের বৃহৎ শিল্পে যে পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করা হয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে তার চেয়ে অনেক কম মঞ্জুর করা হয়। অথচ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে আদায়ের পরিমাণ থাকে প্রায় শতভাগ। সুতরাং বেসিক ব্যাংকের উচিত হবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে আরও বেশী ঋণ সুবিধা প্রদান করা।

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত ঋণ ঃ বেসিক ব্যাংক আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে টেকশই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে। যেকোন দেশের উন্নয়নের জন্য আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা অতিব গুরুত্বপূর্ণ। আমদানি রপ্তানি ব্যবসা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ খাত। বেসিক ব্যাংক রপ্তানির ক্ষেত্রে রেডিমেট, নীট এবং ওভেন পোষাক, সোয়েটার, পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য এবং হস্তশিল্পে অর্থায়ন করে থাকে। আবার শিল্পজাত কাঁচামাল, গার্মেন্টস সামগ্রী, মূলধনী যন্ত্রপাতি, কাঁচা সূতা, বৈদ্যুতিক পণ্য, কেমিক্যাল, টায়ার ও টিউব, রিকন্ডিশন যানবাহন, বাই সাইকেল যন্ত্রাংশ, খাদ্য পণ্য যেমন: চাল, গম, রসুন, পেঁয়াজ, চিনি, মরিচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমদানী ঋণ প্রদান করে থাকে। বেসিক ব্যাংক প্রথম স্তরে অর্থাৎ ১৯৮৯-১৯৯৩ সময়ে আমদানী বাণিজ্যে অর্থায়ন করেছে রপ্তানী বাণিজ্যের চেয়ে অনেক বেশী (সারণী–৫)।

সারণী ৩ : বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্প ঋণের প্রবৃদ্ধির চিত্র, ১৯৮৯-২০০৭ সময়ে

বছর	অর্থের পরিমাণ (মি. টাকা)	প্রবৃদ্ধি (%)	মোট ঋণ ও অগ্রীম (মি. টাকা)	মোট ঋণ ও অগ্রীমে শিল্প ঋণের অংশ (%)
১	২	৩	৪	৫
১৯৮৯	-	-	৬৬.৪৫	-
১৯৯০	২০০.০০	-	২০০.০০	১০০.০০
১৯৯১	-	-	৪৩২.৮০	-
১৯৯২	৪৪২.৩৮	-	৭১৫.৭৫	৬১.৮০
১৯৯৩	৪৮৬.৩০	৯.৯২	৯৮৬.৬১	৪৯.২৮
১৯৯৪	৭২৪.৭০	৪৯.০২	১১১২.২৪	৬৫.১৫
১৯৯৫	৯১৫.২০	২৬.২৮	১৫৬১.২৯	৫৮.৬১
১৯৯৬	৯১৪.৪০	(০.০৪)	১৭২৪.৮১	৫৩.০১
১৯৯৭	১৪০৮.২৫	৫৪.০০	২৬৩০.৯০	৫৩.৫২
১৯৯৮	২০২৮.৫০	৪৪.০৪	৩২১৮.৯০	৬৩.০১
১৯৯৯	২০৬২.১৯	১.৬৬	৩৯৬০.১১	৫২.০৭
২০০০	২৭৩৫.৫০	৩২.৬৫	৪৬১৮.৭৩	৫৯.২২
২০০১	৩৭৬৯.০০	৩৭.৭৮	৬২৬০.৭৮	৬০.২০
২০০২	৪৬৫৮.০০	২৩.৫৮	৭৯৫৭.০৪	৫৮.৫৩
২০০৩	৬২৫২.০০	৩৪.২২	৯২৮২.২০	৬৭.৩৫
২০০৪	৭৬৯১.২০	২৩.০১	১২০০০.১৫	৬৪.০৯
২০০৫	৯৯৮৭.৫০	২৯.৮৫	১৫৩৩৯.৩৫	৬৫.১১
২০০৬	১২২৪৩.৫৬	২২.৫৮	১৯০০০.০০	৬৪.৪৩
২০০৭	১৩৯০১.৪০	১৩.৫৪	২২২৬৩.৩৫	৬২.৪৪

উৎসঃ বেসিক ব্যাংক হতে সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে হিসেবেকৃত । " ( ) " বন্ধনীর মধ্যে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করা হয়েছে ।

১৯৯৩ সালে বেসিক ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসায় লিপ্ত হয় । ঐ বছর ব্যাংক শিল্পের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং বাণিজ্যিক দ্রব্য আমদানীতে অর্থায়ন করে । এর ফলে দেশে শিল্পোন্নয়নে সাহায্য হয় । প্রথম স্তরে আমদানী ও রপ্তানী ব্যবসায় অর্থায়নের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬৪.১৭ শতাংশ যদিও ১৯৯৩ সালে আমদানি প্রবৃদ্ধি প্রায় ১০৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল ।২য় স্তরে আমাদনী ও রপ্তানী ব্যবসায় অর্থায়নে প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় এবং বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি হয় ৩৭ শতাংশ । ৩য় স্তরে আমদানী রপ্তানী উভয় ব্যবসায় অর্থায়নেই নিম্নগামীতা পরিলক্ষিত হয় । ২০০১ সালে আমদানীতে রীতিমত ৪০৫.২ শতাংশ অর্থায়ন হ্রাস পায় । এর কারণ হয়ত ঐ বছর লেটার অব ক্রেডিট এর উপর কিছু প্রতিবন্ধকতা দেয়া হয়েছিল । ৩য় স্তরে বেসিক ব্যাংক পুনরায় প্রবৃদ্ধি অর্জন করে তবে তা শুরুর দিকের তুলনায় অনেক বেশি । বেসিক ব্যাংক লেটার অব ক্রেডিট ছাড়াও আমদানী ক্ষেত্রে আমদানী পরবর্তী বিভিণ্ন ঋণ ও প্রদান করে থাকে । বেসিক ব্যাংক বর্তমানে প্রায় ২২টি বিদেশী ব্যাংকের সাথে সম্পর্কিত যাতে করে বৈদেশিক বাণিজ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা না আসে । বেসিক ব্যাংক বিশ্বব্যাপী টেলিফোনে আন্তঃব্যাংক অর্থায়ন (SWIFT) এর সদস্য যা বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা এবং তহবিল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একে প্রতিবন্ধকতাবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে দিয়েছে ।

বেসিক ব্যাংকের মুনাফার চিত্র ঃ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে লাভজনকতা পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ

সারণী ৪: শিল্পের ধরন অনুযায়ী বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরন ও আদায়ের চিত্র, ১৯৯২-২০০৭ সময়ে

মি. টাকা.

বছর	প্রকল্প ও ঋনের বিবরন	শিল্পের আকার		মোট	আদায়ের হার (%)
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির		
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৯২	প্রকল্প সংখ্যা	-	১৭	১৭	৮৩
	অর্থের পরিমাণ	-	২৩০.২১	২৩০.২১	
১৯৯৩	প্রকল্প সংখ্যা	-	২৬	২৬	৮৫
	অর্থের পরিমাণ	-	২৪৩.১০	২৪৩.১০	
১৯৯৪	প্রকল্প সংখ্যা	-	৩২	৩২	৮৫
	অর্থের পরিমাণ	-	১১০.১০	১১০.১০	
১৯৯৫	প্রকল্প সংখ্যা	-	৪৫	৪৫	৮৭
	অর্থের পরিমাণ	-	১২৩.৯০	১২৩.৯০	
১৯৯৬	প্রকল্প সংখ্যা	-	৪১	৪১	৮৭
	অর্থের পরিমাণ	-	১৪৪	১৪৪	
১৯৯৭	প্রকল্প সংখ্যা	-	৪৭	৪৭	৮৭
	অর্থের পরিমাণ	-	১০৩	১০৩	
১৯৯৮	প্রকল্প সংখ্যা	-	৫১	৫১	৮৬
	অর্থের পরিমাণ	-	১৮১	১৮১	
১৯৯৯	প্রকল্প সংখ্যা	৯	১৫২	১৬১	৮৬
	অর্থের পরিমাণ	২০০	৬৬৯.১৫	৮৬৯.১৫	
২০০০	প্রকল্প সংখ্যা	-	৯০	৯০	৮৫
	অর্থের পরিমাণ	-	৬৩৬	৬৩৬	
২০০১	প্রকল্প সংখ্যা	-	১০৪	১০৪	৮৭
	অর্থের পরিমাণ	-	৬৪৭	৬৪৭	
২০০২	প্রকল্প সংখ্যা	২	৯৮	১০০	৮৮
	অর্থের পরিমাণ	১৫৮	৫১০	৬৬৮	
২০০৩	প্রকল্প সংখ্যা	-	১৫৪	১৫৪	৮৮
	অর্থের পরিমাণ	-	৯৪১.১১	৯৪১.১১	
২০০৪	প্রকল্প সংখ্যা	-	১৬০	১৬০	৮৭
	অর্থের পরিমাণ	-	১১০৭	১১০৭	
২০০৫	প্রকল্প সংখ্যা	-	১৭৫	১৭৫	৮৯
	অর্থের পরিমাণ	-	৩৫১৭	৩৫১৭	
২০০৬	প্রকল্প সংখ্যা	-	১৫৯	১৫৯	৮৯
	অর্থের পরিমাণ	-	৩৮৯৭	৩৮৯৭	
২০০৭	প্রকল্প সংখ্যা	-	১৮৭	১৮৭	৮৯
	অর্থের পরিমাণ	-	৫০৫৫.৬০	৫০৫৫.৬০	

উৎসঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী এবং বেসিক ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

পরিমাপক হল মুনাফা মার্জিন। এ অনুপাত যেমনিভাবে একটি ফার্মের কার্যাবলী পরীক্ষণ করতে পারে ঠিক তেমনিভাবে ব্যাংকের ক্ষেত্রেও পরীক্ষণ করতে পারে। মুনাফা মার্জিন দুই ধরনের: ১. মোট মুনাফা মার্জিন; এবং ২. নীট মুনাফা মার্জিন।

মোট মুনাফা মার্জিন ঃ মোট মুনাফা মার্জিনকে মোট মার্জিনও বলা হয়। এটা মোট মুনাফাকে মোট আয় দ্বারা ভাগ করে হিসাব করা হয়। বেসিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎসসমূহ বিভিন্ন সম্পদ, যেমন: ঋণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি। ঋণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মুনাফার সরবরাহ এবং ব্যাংকের বিভিন্ন ব্যয় কভার করার জন্য যথাযোগ্য স্তরে ঋণের মূল্য নির্ধারণ করা উচিত। কিন্তু ঋণের মূল্য নির্ধারণ দেশের সাধারণ আর্থিক ও ঋণশর্ত, প্রতিযোগিতামূলক শর্ত, সুদ আইন, মিশ্র ঋণ ইত্যাদি দ্বারা শর্তবদ্ধ। মোট মুনাফা মার্জিন প্রথমত বেসিকের আয় বৃদ্ধির ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়ত ব্যয় নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্যকে নির্দেশ করে। মোট মুনাফা মার্জিন সেই সীমাকে নির্দেশ করে যার নীচে আয়ের হ্রাস গ্রহণযোগ্য নয়। উচ্চ মুনাফা মার্জিন ব্যাংকের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্যের প্রতিফলন দেখাতে পারে। আপেক্ষিকভাবে কম মুনাফা মার্জিন স্পষ্টতই ক্ষতির সংকেত। সারণি ২২ এ বেসিক ব্যাংকের মোট মুনাফা মার্জিনের বার্ষিক গড় দেখান হয়েছে। প্রথম স্তরের চেয়ে দ্বিতীয় স্তরে মোট মুনাফা মার্জিন ২১.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা নি:সন্দেহে বোঝায় যে, এ সময়টাতে বেসিক যথেষ্ট ভালভাবে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়েছে। তৃতীয় স্তরে মোটামুটি একই অবস্থানে থাকলেও চতুর্থ স্তরে এসে মোট মুনাফা মার্জিন হ্রাস পেয়ে গড়ে ২৯ শতাংশেরও নীচে নেমে এসেছে। প্রথম দিকে ১৯৯১-৯২ সালে মোট মুনাফা মার্জিন কম থাকলেও পরবর্তী বছর সমূহে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ স্তরের শুরু থেকে অর্থাৎ ২০০৪ সাল থেকে তা হ্রাস পায় এবং ২০০৫ সালে একবার বৃদ্ধি পেয়ে পুনরায় ২০০৭ সালে ২২.৭৬ মিলিয়ন টাকায় নেমে আসে, ২০০৮ সালে খানিকটা বৃদ্ধি পেলেও তা খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি (সারণী-৬)।

নীট মুনাফা মার্জিন ঃ নীট মুনাফা মার্জিনকে নীট মার্জিনও বলা হয়ে থাকে। এটা নীট মুনাফা এবং মোট আয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্দেশ করে। একটি ব্যাংকের নীট মুনাফা মার্জিন মূলত: মোট মুনাফা মার্জিন এবং প্রয়োগযোগ্য আয়কর নির্ধারকসমূহকে প্রভাবিত করে এমন সকল উপাদানের উপর নির্ভর করে। নীট মুনাফা মার্জিন করপরবর্তী আয়কে মোট আয় দ্বারা ভাগ করে হিসাব করা হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংকের ব্যবসা চালানোর জন্য বেসিকের ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ঐ সময়ে তার আয় দ্বারা কতটা সফলভাবে ব্যয় রিকভার করতে সক্ষম তা নীট মুনাফা মার্জিন নির্দেশ করে, যেমন অপারেটিং ব্যয়, ঋণকৃত তহবিলের মূল্য ইত্যাদির ব্যয় এবং একই ভাবে শেয়ার মালিকদের কতটা সফলভাবে যথাযোগ্য লভ্যাংশ প্রদান করে থাকে তাও এই নীট মুনাফা মার্জিন দ্বারা বোঝা সম্ভব। উচ্চ নীট মুনাফা মার্জিন শেয়ার মালিকদের পর্যাপ্ত রিটার্ন নিশ্চিত করতে পারে এবং একইভাবে প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থায় বেসিক ব্যাংককে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে।

সারণী ৫ঃ বেসিক ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঋণের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি, ১৯৮৯-২০০৭ সময়ে

বছর	আমদানীতে বার্ষিক গড় অর্থায়ন (মি. টাকা)	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি (%)	রপ্তানীতে বার্ষিক গড় অর্থায়ন (মি. টাকা)	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি (%)	মোট বৈদেশিক বাণিজ্যে ঋণের গড় প্রবৃদ্ধি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৮৯-১৯৯৩	১০৪০.৭৫	২২৫.১৪	২৪৭.৫০	১০৩.৭৮	৬৪.১৭
১৯৯৪-১৯৯৮	৫২৯৬.৬৪	৩৯.৪৩	২৭৫৮.৯০	৪৪.৮০	৩৭.০০
১৯৯৯-২০০৩	৮২৮১.৯৪	(৭৩.২৪)	৫৮১৩.৩৪	১২.৭২	৭.৮৭
২০০৪-২০০৭	১৬৪১৮.৪	২১.২৪	১২৮১৫.৭৪	২৫.৫৭	২২.৮১

উৎসঃ বেসিক ব্যাংক

সারণী ৭ হতে দেখা যায় যে, বেসিক ব্যাংকের প্রথম স্তরে নীট মুনাফার হার ছিল ৪.৮১ শতাংশ যা পরবর্তী স্তরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৪০ শতাংশে দাঁড়ায়। এবং ৩য় স্তরে অর্থাৎ ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ সালে বেসিক ব্যাংক পূর্ববর্তী স্তরের চেয়ে কিছু কম নীট মুনাফা অর্জন করে, ১৮.২১ শতাংশ, কিন্তু চতুর্থ স্তরে এ নীট মুনাফা হ্রাস পেয়ে ১৩.৪৮ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। এ সময় ২০০৬ সালের কর পরবর্তী নীট আয়ের চেয়ে ২০০৭ সালের কর পরবর্তী নীট আয় প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে যায় যে কারণে নীট মুনাফার হার এত কম আসে। মোট মুনাফার ক্ষেত্রেও একই সময়ে একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। নীট মুনাফা ২য় স্তরে অনেক বেশী অর্থাৎ এ সময়টাতে বেসিক ব্যাংক তার শেয়ার মালিকদের পর্যাপ্ত রিটার্ন দেবার পাশাপাশি নিজের অবস্থানও শক্ত করে। কিন্তু পরবর্তী স্তরে তা কিছুটা হ্রাস পায়। মোট ও নীট মুনাফা মার্জিন এর এই নিম্ন প্রবণতা হতে পারে নতুন কোন তহবিল বা পূর্ববর্তী তহবিলের সুদের হার বৃদ্ধি অথবা অপরিশোধিত ঋণের জন্য প্রভিশন বৃদ্ধি অথবা মূল্য বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাংক তহবিল গঠনের জন্য যে ঋণ নেয়া হয় সে ঋণের সুদের হার বৃদ্ধির জন্য। বাংলাদেশ ব্যাংক আমানত অগ্রীমের ক্ষেত্রে সুদের হার সময়ের সাথে সাথে নির্ধারণ করে। কিন্তু বেসিককে তার অন্যান্য উৎস যেখান থেকে সে ঋণ গ্রহণ করে তাদেরকে সুদ প্রদান করতে হয়। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আর্থিক খাত পুনর্গঠনের নীতি নেয়া হয়েছে। ফলে বেসিক ব্যাংক প্রয়োজন হলে কেন্দ্রিয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে তার সুদের হার পরিবর্তন করতে পারে। মুনাফার এ হ্রাস হয়ত ঋণের মূল্যের বৃদ্ধির ফলে হয়েছে। কারণ একই সময়ে ঋণের মূল্য তার পূর্ববর্তী স্তর থেকে খুব সামান্য হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ঐ একই সময়ে ঋণ ও বিনিয়োগের উপর রিটার্নের হার তার পূর্ববর্তী স্তর থেকে অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য রিটার্নের হারসমূহও হ্রাস পেয়েছে যা আমরা পূর্বেই দেখেছি। এর অর্থ হল ব্যাংক এ সময়ে খানিকটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ঃ বেসিক ব্যাংক ১৯৯৪ সালে শহরে দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সূচনা করে। নিম্নে কিছু কারণ দেয়া হল যে কারণগুলোই বেসিক ব্যাংককে শহরে দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী চালু করতে উদ্বুদ্ধ করে ঃ

১. গ্রামীণ ব্যাংক এবং এর মত আরো কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা গ্রাম্য এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণ এর সেবা প্রদান করছে এবং পল্লী এলাকার মাঝেই এদের কার্য□ম সীমাবদ্ধ রেখেছে। একারনেই বেসিক শহরের দরিদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসে। আবার শহুরে এলাকায় যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে তারা বেশীরভাগ সময়েই অর্থ সংকটে পরে এবং পর্যাপ্ত তহবিলসহ এরকম ক্ষুদ্র ঋণ সেবা প্রদানকারি প্রতিষ্ঠান শহুরে এলাকায় খুব কমই আছে। এসব শহুরে প্রতিষ্ঠানসমূহ, আরও স্পষ্টভাবে বললে এনজিওসমূহ তাদের নিজস্ব ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল প্রয়োজন এবং এদের সাহায্য করতেই বেসিক এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী চালু করে। ২. বাণিজ্যিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সরাসরি ঋণ সরবরাহ করা উচিত। কিন্তু একক বা এক দল উদ্যোক্তাকে সরাসরি ঋণ সরবরাহ করা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য ব্যয়বহুল। এনজিওগুলোর মাধ্যমে শহুরে দরিদ্রদের পরোক্ষভাবে অর্থায়ন এক্ষেত্রে ফলপ্রসু হতে পারে। ৩.বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ব্যবসা হিসেবে যথেষ্ট কার্যকর; কিন্তু এদের সরবরাহকৃত ঋণ বেশীরভাগ ক্ষেএেই দরিদ্ররা পায় না।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাপেক্ষে বেসিক ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহ করে থাকে। তাদের এ ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের জন্য তারা এডিবি এর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্প ঋণ এবং জার্মানীর kfw (Credit institution for reconstruction) নামক একটি জার্মান উন্নয়ন ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য ঋণ প্রকল্পসমূহ হতে ধার করে থাকে।

উদ্দেশ্যঃ এ স্কীম এর প্রধান উদ্দেশ্য হল দরিদ্র জনগণের মাঝে ঋণ সরবরাহ করা, বিশেষ করে ভূমিহীন ও সম্পদহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সরবরাহ করা যাতে করে তারা নিজস্ব কর্মসংস্থান তৈরীতে সক্ষম হতে

সারণী ৬ঃ বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর মোট মুনাফা মার্জিন এর হার, ১৯৮৯-২০০৮ সময়ে

%

বছর	মোট মুনাফা মার্জিনের বার্ষিক গড় হার
১	২
১৯৮৯-১৯৯৩	১১.৪৮
১৯৯৪-১৯৯৮	৩৩.৪০
১৯৯৯-২০০৩	৩৩.৫৪
২০০৪-২০০৮	২৮.১৪

উৎসঃ বেসিক ব্যাংক

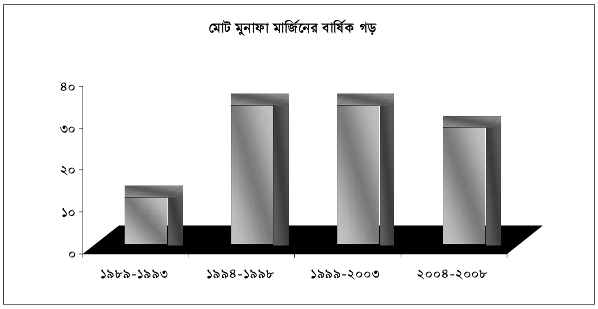

পারে। গ্রাম্য দরিদ্রদের সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বেসিক ব্যাংকের সীমাবদ্ধতা আছে। কারণ গ্রাম্য এলাকায় এর কোন শাখা নেই। বেসিক ব্যাংক শহুরে দরিদ্রদের সীমিত আকারে ঋণ সরবরাহ করে থাকে। এ স্কীম তৈরী করা হয়েছে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে ঋণ সরবরাহে বেসিক ব্যাংকের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং দেশের অন্যান্য ব্যাংক ও এনজিওসমূহের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে।

টার্গেট গ্রুপঃ এ স্কীম এর টার্গেট গ্রুপ এ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শহুরে দরিদ্রদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়, বিশেষ করে শহরের অপ্রচলিত খাতগুলোতে কর্মরতদের, যাদের বেশির ভাগই শহরের বস্তি অঞ্চল বা যেনতেনভাবে নির্মিত বাড়িতে বসবাস করে। শহুরে দরিদ্র বিশেষ করে কারিগর শ্রেণী যারা খুব সহজেই একতাবদ্ধ হতে পারে তারাও এ স্কীম এর আওতায় পড়ে। টার্গেট গ্রুপ এর সংজ্ঞায় নিম্নোক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী পড়েঃ ১. যারা নিজস্ব কর্মসংস্থানে কর্মরত থেকে উপার্জন করে এবং বাণিজ্য ও বাজার সম্পর্কে জ্ঞান রাখে।২. সেসব ব্যক্তি যাদের মেশিন, সরঞ্জাম, ঃড়ড়ষ ইত্যাদির আকারে সম্পদ নেই অথবা গৃহপালিত পশুর ব্যবসা আছে। ৩. সেসব ব্যক্তি যাদের মাসিক আয় ৫০০০ টাকা বা তার কম।

সারণী ৭ঃ বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর নীট মুনাফার বার্ষিক গড় হার, ১৯৮৯-২০০৮সময়ে

%

বছর	নীট মুনাফার বার্ষিক গড় হার
১	২
১৯৮৯–১৯৯৩	৪.৮১
১৯৯৪–১৯৯৮	১৮.৪০
১৯৯৯–২০০৩	১৮.২১
২০০৪–২০০৮	১৩.৪৮

উৎসঃ বেসিক ব্যাংক

যে সকল কাজে ঋণ দেয়া হয় ঃ শহরের দরিদ্ররা তাদের জীবন ধারণের জন্য অপ্রচলিত খাতের ক্ষুদ্র শিল্পে কাজ করার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সাময়িক বা পরীক্ষামূলকভাবে তৈরী করা তালিকাতে অসংখ্য এ ধরণের শিল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমনঃ দর্জি, হস্তশিল্প, এম্ব্রয়ডারি, মিস্টির বাক্স তৈরী, চুলের ব্যান্ড ও ক্লিপ তৈরী, চটির ফিতা, চটের ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ ও খাম তৈরী, বালা তৈরী, চুল কাটার সেলুন, জুতা তৈরী ও পালিশ করা, ঠেলাগাড়ি চালান, আখের শরবত তৈরী, চায়ের দোকান বা হকার, পান বিড়ির দোকান, চানাচুর বিক্রয় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।

ঋণ সরবরাহের পদ্ধতি ঃ শহরের দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের কাছে ঋণ পৌছানোর জন্য তিনটি পরস্পর বিকল্প পদ্ধতি আছে, সেগুলো হলঃ-

১. বেসিক ব্যাংক এনজিওগুলোতে ঋণ সরবরাহ করে এবং তারা দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের ঋণ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ঋণের ঝুঁকি বহন করে এনজিওগুলো যারা ব্যাংককে গ্রহণকৃত ঋণের অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। যেসব ঋণ গ্রহীতা এনজিওর মাধ্যমে ঋণ নেয় তারা এনজিও গুলোতেই ঋণ ফেরত দেয়। ২.ব্যাংক শহুরে দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের কাছে হয় এনজিওগুলোর মাধ্যমে ঋণ দেয় অথবা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সরাসরি ঋণ প্রসারিত করে। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ঋণকৃত অর্থ সরাসরি ব্যাংক এ ফেরৎ দেয়। নিজের সাহায্য নিজেই করতে পারে এরকম দল তৈরী ও এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করতে এনজিওগুলো ব্যাংককে সহযোগিতা করে থাকে। আবার ঋণ ব্যবহার ঠিকমত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানেও ব্যাংককে এনজিওগুলো সহযোগিতা করে। এ ধরণের কাজের জন্য ব্যাংক এনজিওগুলোকে পারিশ্রমিক দিয়ে থাকে। ৩.বেসিক ব্যাংক এনজিওর সাহায্য ছাড়াই শহুরে দরিদ্রদের সরাসরি ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। একাধিক ব্যক্তি মিলে দল গঠনের মাধ্যমে এ ঋন নিয়ে থাকে। এসব ঋণ ঠিকমত ব্যবহার হচেছ কিনা তার জন্য বেসিক ব্যাংকে যথাযথ পর্যবেক্ষন ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা আছে। ফলে বেসিকের ঋণ ফেরৎ পাবার নিশ্চয়তাও প্রায় শতভাগ।

অর্থায়নের জন্য এনজিও নির্ধারণ ঃ উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে বেসিক ব্যাংক এনজিও গুলোর মাধ্যমে ব্যাপক হারে ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থায়নে স্থির সংকল্প করে। বেসিক ব্যাংকের এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় দৈনিকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এনজিও সমূহকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সকল প্রাপ্ত দরখাস্তগুলোর মধ্যে ব্যাংক সেসব এনজিওগুলোকে নির্বাচন করে যেগুলো প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম। এনজিও নির্ধারণে নিম্নের নীতিসমূহ অনুসরন করা হয়:

১. অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নের কার্যাবলীর পাশাপাশি যারা শহুরে দরিদ্র বা ক্ষতিগ্রস্থ লোকেদের কর্মসংস্থান তৈরীর জন্য ঋণ কার্যে জড়িত। ২.যারা কমপক্ষে তিন বছর ধরে আয় তৈরীর কাজে নিয়োজিত এবং ঋণ

কার্যের সফল চক্রর প্রমাণিত দলিল আছে। ৩.ব্যাপকভাবে এ ধরনের প্রোগ্রাম রক্ষা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা যাদের আছে। ৪.এ ধরণের কাজে তত্ত্বাবধানের জন্য যাদের খুব ভাল মাঠকর্মী-অফিসার আছে।

অনুমোদন এর ক্ষেত্রে নীতি ঃ বেসিক ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রীম এর অনুমোদন পাবার পদ্ধতিসমূহ হতে এনজিওগুলোর ঋণ অনুমোদনের নীতি আলাদা। এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান পার্থক্য হল, যেকোন ম্যানুফ্যাকচারিং বা অনান্য ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ বা অগ্রীম অনুমোদনের পূর্বে এর সমান নিরাপত্তা (collateral security) দাবি করে। অপর পক্ষে এনজিওগুলোতে ক্ষুদ্র ঋণ এর জন্য এধরণের নিরপত্তার কোন প্রয়োজন হয় না। যদিও যেকোন একটি এনজিওতে যদি বড় আকারের ঋণ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যাংক নিরাপত্তা দাবি করে থাকে। এসব ছাড়াও ক্ষুদ্র ঋণ এবং অন্যান্য ঋণ ও অগ্রীমসমূহের অনুমোদনের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে:

১. স্ব-কর্মসংস্থানে আয় তৈরীর কার্যাবলী থাকতে হবে; ২.সম্পদ ৩০০০ টাকা অতিক্রম করা যাবে না; ৩.মাসিক আয় ৫০০০ টাকার কম হতে হবে; ৪.শহর বা উপশহরের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে যেখানে বেসিক ঋণ তত্ত্বাবধানে সক্ষম।

অনুমোদনপ্রাপ্ত এনজিও এবং ব্যাংকের মাঝে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারক হল সকল ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম পরীক্ষণ করার লক্ষ্যে বেসিক ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে সমঝোতা স্মারক। সুতরাং এনজিও এবং ব্যাংকের মাঝে উক্ত সমঝোতা স্মারক সই হবার পরে, এনজিও তার উপযোগী শাখায় দরখাস্ত করে। শাখা কার্যালয় উক্ত এনজিওর তহবিলের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে এবং ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা সন্তুষ্ট হবার পর সে নির্দিষ্ট রিকমেন্ডেশনসহ উক্ত প্রস্তাবটি প্রধান কার্যালয়ে পাঠায়। প্রধান কার্যালয়ের ঋণ কমিটি তাদের ঐ প্রস্তাবটির ভাল দিক নিয়ে আলোচনা করে এবং ঐ এনজিওকে অর্থ ঋণ দিবে কিনা তার সিদ্ধান্তনেয়। যদি কমিটি রাজি হয়, তবে ব্যাংক এর মিটিং এ ঐ প্রস্তাবটি সরাসরি পাঠানো হয় এবং সেখানে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সই হবার পর মঞ্জুরীর সকল শর্তসহ একটা মঞ্জুরী উপদেশ সংশ্লিষ্ট শাখার কাছে পাঠান হয়। এরপর শাখাটি প্রধান কার্যালয়ের পাঠানো ঐ সমস্ত শর্তসহ আরেকটি মঞ্জুরী উপদেশ ঐ এনজিওটিকে দেয় এবং ঋণব্যয় নির্বাহ ও দলিলের সকল প্রয়োজনীয় কার্যবলীর ব্যবস্থা করে।

ঋণ মঞ্জুরীর সময় ঃ যখন কোন একটি শাখা নির্দিষ্ট এনজিও থেকে কোন আবেদন পায়, তখন ২-৬ দিনের মধ্যে তারা ঐ ঋণ প্রস্তাবের সত্যতা খুঁজে দেখে। আরো ২ বা ৩ দিনের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে ঐ প্রস্তাবটি পাঠিয়ে দেয়। প্রধান কার্যালয়ের ঋণ কমিটির মিটিং প্রতি সপ্তাহে অন্তত: একবার হয়। সর্বোচ্চ ১৩ দিনের মধ্যে যোগ্য এনজিওর জন্য ঋণ মঞ্জুরী ইস্যু হয়ে যায়। যেহেতু বন্ধকি বা মর্টগেজ জনিত বিভিন্ন নিয়ম পালনের প্রয়োজন হয়, সেহেতু ঋণব্যয় নির্বাহ ও সকল দলিলসংক্রান্তবিভিন্ন নিয়ম পালন করতে আরও ২ দিন লেগে যায়। সুতরাং দেখা যাচেছ যে, যোগ্য কোন এনজিওকে ব্যাংক হতে ক্ষুদ্রঋণ পেতে গড়ে সর্বোচ্চ ১৮ দিন লাগে। এটা ব্যাংকের অন্যান্য ঋণ ও অগ্রীম এর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে স্পষ্টতই অনেক কম।

ঋণের আকার ঃ এনজিওকে যেমনভাবে ঋণ অনুমোদন দেয়া হয়, তেমনভাবে পৃথক পৃথক সদস্যের একটি দলে সংগঠিত হলে সে দলকেও দেয়া হয়। মাথাপিছু ঋণের সর্বোচ্চ সীমা হল ১৫০০০.০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন সীমা হল মাথাপিছু ২০০০.০০ টাকা।

সুদের হার ঃ ক্ষুদ্র ঋণের তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের খরচ অনেক বেশী। এটা দেখা গেছে যে, এনজিওসমূহের তাদের খরচ কভার করতে ১০-২০% সুদের প্রয়োজন। যত দূর সম্ভব বাজারের হার চার্জ করা উচিত। এনজিওগুলোকে ঋণ প্রদানের জন্য যে তহবিল সরবরাহ করা হয় ২০০৮ সালে তার সুদের হার ১১.৫%-১২.৫% (সারণী-৩৪) এর মধ্যে রাখা হয়। সরাসরি এনজিও সদস্যকে ঋণ দিলে ব্যাংক ১৬% সুদের হার চার্জ করে। বেসিক ব্যাংকের বিগত সাত বছরে ক্ষুদ্র শিল্পে মেয়াদি ঋণের উপর সুদের হারে হ্রাস বৃদ্ধি সারণী ৩৪ এ দেখান

হল।

পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ঃ এনজিওগুলোর অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পারফরম্যান্স, বিশেষ করে ঋণ পুনরুদ্ধারের গড় হার সরাসরি ব্যাংক ও এনজিও স্টাফদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান এর সমানুপাতিক। বেসিকের শাখা কার্যালয়ের প্রস্তাবগুলো ক্রমেই অগ্রসর করা এবং সেসব স্কীম পর্যবেক্ষণ করার জন্য এর প্রধান কার্যালয়ে পৃথক পৃথক বিভাগ আছে । প্রধান বা শাখা কার্যালয় যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই স্টাফদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ক্ষুদ্রঋণের পুণরাবৃত্তি যেন ঠিকমত চলে সেজন্য বেসিকে কিছু উপদেশ মালা ও তথ্য সংক্রান্তদলিল রচনা করা হয়েছে। শাখাসমূহকে মাসিক ভিত্তিতে তথ্যসমূহ প্রধান কার্যালয়ে জমা দিতে হয়।

প্রতিবন্ধকতাসমূহ ঃ ক্ষুদ্র ঋণ স্কীম এর কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে। শহুরে বস্তিগুলো আইনবলে উচেছদ করাই হল প্রধান সমস্যা। দেখা যায় যে, উচ্ছেদিত মানুষেরা অন্য এলাকায় গিয়ে বসতি গড়ে এবং এনজিও গুলোর সাথে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করে। যদিও এ স্থানান্তর অচিন্তনীয় খরচ সাপেক্ষ। অন্য আরেকটি প্রতিবন্ধকতার আভাস পূর্বেই দেয়া হয়েছে। আর তা হল ব্যাংক ও এনজিওসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের স্কীমের অর্থায়নের মাধ্যম হল কেন্দ্রভিত্তিক। এ ধরনের স্কীম পরিচালনার জন্য ব্যাংক ও এনজিও উভয়েরই ব্যয় প্রভাবসহ পর্যাপ্ত সুদ বিস্তৃতি থাকতে হবে। এ কারণে, ব্যাংক ও এনজিওগুলোর তহবিল পরিবর্ধনের জন্য এর ফান্ডের কস্ট লেন্ডিং এবং অন লেন্ডিং এর হার বিচক্ষণতার সাথে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণের চাহিদার ক্ষেত্রে সুদ অনমনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। দরিদ্রদের নিকট সুদের হারের চেয়ে ঋণ পাওয়াটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কার্যনির্বাহি কমিটির সদস্যরা আইনত ঋণ ফেরতের অক্ষমতার জন্য দায়ী থাকে না।

ক্ষুদ্র ঋণের প্রবৃদ্ধি ঃ ১৯৯২ সালে একটি বিশেষ চুক্তির অধীনে বেসিক ব্যাংক কয়েক মিলিয়ন টাকা টাঙ্গাইল জেলার শহর ও উপশহরে কর্মকারদের মাঝে ঋণ হিসেবে ছড়িয়ে দেয়। মূলত: ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী পুরোপুরিভাবে চালু করার জন্য এটা ছিল বলা যায় পথ প্রদর্শক প্রোগ্রাম। এরপর ১৯৯৪ সালে মাত্র তিনটি এনজিও নিয়ে এর কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৯৫ সালে ব্যাংক ঋণ বিলির তিনটি চ্যানেল নিয়ে শহুরে দরিদ্রদের জন্য প্রচলিত নিয়মে ক্ষুদ্র ঋণ স্কীম চালু করে।বেসিক এর ক্ষুদ্র ঋণের প্রবৃদ্ধির চিত্র সারণী ৮ এ দেখান হল। বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্রঋণের প্রবৃদ্ধির চিত্র হতে দেখা যায় যে, ১৯৯৫ সালে অর্থাৎ শুরুর সময়ে বেসিক ব্যাংক ৪.৫৯ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে যা মোট ঋণ ও অগ্রীমের ০.৩ শতাংশ। সময়ের সাথে সাথে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০০ সালে এসে প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমে এবং পরের বছর আবার প্রায় ৫৩ শতাংশে উন্নীত হয়। কিন্তু ২০০৩ সালে এসে এ খাতে ঋণের পরিমাণ পূর্বের বছরের চেয়ে প্রায় ২.৭৯ শতাংশহ্রাস পায় এবং ২০০৪ এ এইহ্রাস পুষিয়ে নিয়ে বিগত বছরের চেয়ে ৫৩ শতাংশ বেশী ঋণ প্রদান করা হয়। পুণরায় এ খাতে ঋণের পরিমাণহ্রাস পায়; কিন্তু মোট ঋণ ও অগ্রীমে ক্ষুদ্র ঋণের অংশ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০৭ সালে ৬৮০.১৩ মিলিয়ন টাকা অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ৯০ শতাংশ বেশী টাকা ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয় যা মোট ঋণ ও অগ্রীমের ৩.১ শতাংশ। ২০০৩ সালে ঋণের পরিমাণহ্রাস পাবার কারণ হল ব্যাংক এ বছর অকার্যকর ক্ষুদ্র ঋণ পুনরুদ্ধারে ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়েছিল।

এলাকা বিস্তৃতি ঃ দেশের বিভিন্ন শহরে বেসিক ব্যাংকের ৩০টি শাখা রয়েছে। যে কোন শাখা হতেই ক্ষুদ্র ঋণ নেয়া সম্ভব। যদিও সকল শাখায় ক্ষুদ্র ঋণের কাজ হয় না। ক্ষুদ্র ঋণের ভিত্তিতে হিসেব করলে বেসিক ব্যাংকের এলাকা বিস্তৃতিকে হিসেবে করতে হবে বেসিক ব্যাংক থেকে ঋণ প্রাপ্ত এনজিওগুলোর বিস্তৃতি অনুসারে।

ঋণ পুনরুদ্ধার ঃ ১৯৯৫ সালে বেসিক ব্যাংক এনজিওর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ চালু করে। সে বছর ব্যাংক তিনটি এনজিওর তত্ত্বাবধানে ২.৬৩ মিলিয়ন টাকা শহর/উপশহরে বিতরণের জন্য অর্থায়ন করে। এনজিওগুলো হল: শক্তি ফাউন্ডেশন, এসএআরডি, এবং ডিএসকে। এ ঋণ জুতা তৈরী, সেলাই, দোকান, বাণিজ্য, নকশী কাঁথা সেলাই

ইত্যাদির জন্য প্রদান করা হয়েছিল সেসময়। ২০০৫ সালে এসে বেসিক ব্যাংক ৪১টি এনজিও এর তত্ত্বাবধানে ৩০৭.৫০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। এনজিওগুলো হতে ঋণ পুণরুদ্ধার প্রায় শতভাগ হয়ে থাকে। এর কারণ হল এনজিওগুলো ব্যাংকে ঋণের টাকা ফেরত দেবার অদ্বিতীয় বাধ্য প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে পৃথক পৃথক ঋণ গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট এনজিও এর তত্ত্বাবধানে সরাসরি প্রদেয় ঋণের পুনরুদ্ধারের হার খুব একটা বেশী থাকে না। ব্যাংক এর জন্য এ পদ্ধতি খুব একটা কার্যকর না। কারণ পুনরুদ্ধারকৃত অর্থে হতে এনজিওগুলোকে সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। উপরন্তু অপুনরুদ্ধারকৃত অর্থের জন্যও এনজিওগুলো দায়ী থাকে না। এ কারণে বেসিক ব্যাংক এনজিও এর মাধ্যমে ঋণ প্রদানের পদ্ধতি অবলম্বন করে। সারণী ৯ হতে বেসিক ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণের আদায়ের হার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

সামাজিক দায়িত্ব ঃ বেসিক ব্যাংক তার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ, ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে, যাতে করে তারা সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সেখান থেকে মুনাফা অর্জন করতে পারে। এ স্কীম এর প্রচেষ্টা দেশের অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এর চেয়ে যথেষ্ট সমর্থনযোগ্য এবং পরিমিত। যেহেতু এনজিওগুলোকে, বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং এরা যথেষ্ট গতিশীল হয়, সেকারণে প্রত্যাশ্যা করা যায় যে, এ স্কীম সফল হবে। বেসিক ব্যাংকের সফলতা ও অভিজ্ঞতা অন্যান্যদেরকেও ক্ষুদ্রঋণের এ কার্যক্রমে আমন্ত্রণ জানিয়েছে দেশের সামাজিক দায়িত্ব পালনে পদক্ষেপ নেবার জন্য। সারণী ৩৬ এ উপস্থাপিত তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে যে, বেসিক ব্যাংক তার সামাজিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। সে তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৯৯ সালেই ব্যাংক ১০৩.৯০ মিলিয়ন টাকা ৩৭৪৭৬ জনের মাঝে বিতরণ করে এবং এ ঋণ আদায়ের হার ৯৮ শতাংশ। সময়ের সাথে সাথে এর সুবিধাভোগীর সংখ্যা এবং ঋণের বিতরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০৭ সালে এসে প্রায় ৩ লক্ষ দরিদ্র জনগণকে ৬৮০.১৩ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ঋণ আকারে বেসিক ব্যাংক বিতরণ করে এবং এ ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। কিন্তু ২০০৯ এর এপ্রিল পর্যন্তপ্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ক্ষুদ্র ঋণে ১৯৩.১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং এ ঋণ আদায়ের হার কমে এসেছে ৯৭.৫০% এ। যদিও সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩১০৫৪৬ জনে উন্নীত হয়েছে। সুতরাং ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসিক ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর সমস্যা, সম্ভাবনা ও সুপারিশমালা

বাংলাদেশ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স, সংক্ষেপে বেসিক ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশের একটি বিশেষায়িত ব্যাংক যার প্রতিষ্ঠা ১৯৮৯ সালে। দুই দশকেরও বেশী সময় পূর্বে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সাহায্য করা। এর কারণ ছিল ব্যাপক বিস্তৃত দারিদ্র্য। এ দারিদ্র্য বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে। যদিও বিশ্ব এখন নতুন শতাব্দীতে অবস্থান করছে যেখানে বৃহৎ সম্ভাবনার পাশাপাশি বিজ্ঞানের আধুনিক আর্শীবাদও বর্তমান। এরপরও পৃথিবীর প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ নিম্ন মাথাপিছু আয়ের শিকার। তৃতীয় বিশ্বের ৫০ শতাংশ মানুষ রীতিমত দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ৯ মাস ব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পেয়েছে এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির উঠে দাঁড়ানো ছিল খুবই কষ্টকর। সে সময় বৃহৎ শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন ছিল প্রায় অসম্ভব। কিন্তু যে পরিমাণ মূলধন ছিল তার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে তার থেকে বৃহৎ শিল্পোন্নয়ন এর প্রচেষ্টাতেই বলা যায় বেসিক ব্যাংকের সৃষ্টি। বেসিক ব্যাংক উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থার এক অনন্য সংমিশ্রণ। সংঘবিধি ও সংঘস্মারক অনুযায়ী বেসিক ব্যাংক তার ঋণদানযোগ্য তহবিলের ৫০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে এবং বাকি ৫০ শতাংশ ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নয়নে সরবরাহ করে থাকে। ২০০৮ সালে বেসিক ব্যাংকের মোট সম্পদ দাঁড়ায়

৪৬৬৫১.৫৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০৭ সালে বেসিক ব্যাংক শিল্পক্ষেত্রে মোট ঋণ ও অগ্রীমের প্রায় ৬৫ শতাংশ অর্থায়ন করে। বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকসহ অন্যান্য সকল ব্যাংক যখন গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারসমূহে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তায় ব্যস্ত সে সময় বেসিক ব্যাংক শহরের, বিশেষ করে শহরের বস্তিবাসী দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা ১৯৯৪ সালে চালু করে। বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে ব্যাংক এসব ঋণ প্রদান করে থাকে এবং এসব ক্ষেত্রে বেসিকের আদায়ের হার থাকে শতভাগ। বাংলার ইতিহাসে ব্যাংক ব্যবস্থা অনেক দূর এগিয়ে গেলেও বাংলাদেশের উন্নয়ন খুব সামান্যই হয়েছে। এবং যেহেতু আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তুই হল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসিক ব্যাংকের ভূমিকা নিরুপন, সেহেতু আমরা এর সফলতা ও ব্যর্থতা সকল বিষয় আমাদের বিশ্লেষনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এসবেরই প্রেক্ষিতে বেসিক ব্যাংকের কিছু সমস্যা আমরা চিহ্নিত করেছি যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. বেসিক ব্যাংকের সব থেকে বড় সমস্যা হিসেবে যেটিকে চিহ্নিত করা যায় তা হল পল্লী অঞ্চলে এর কোন শাখা কার্যালয় নেই। এমনকি বাংলাদেশের সকল উপজেলাতেও এর কোন শাখা খোলা সম্ভব হয়নি, অর্থাৎ বেসিক ব্যাংকের সীমিত শাখা জনিত সমস্যা রয়েছে।

২. সকল শাখায় অন-লাইন ব্যাংক ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি।

৩. ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ বেশ সময় সাপেক্ষ।

৪. এর ক্ষুদ্র ঋণের স্কীমে গ্রামীণ দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৫. সকল ছোট ছোট জেলায় ঋণের বিস্তৃতি ঘটেনি।

৬. চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়বদ্ধতার আদর্শ অনুপাত ধরা হয় ২:১ কে। বেসিক ব্যাংক যথেষ্ট সফলতার সাথে এ অনুপাতের কাছাকাছি গেলেও এখনও তা পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি (সারণী-২৯)।

সারণী ৮ঃ বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্র ঋণের প্রবৃদ্ধির চিত্র, ১৯৯৫-২০০৭ সময়ে

বছর	অর্থের পরিমাণ (মি. টাকা)	প্রবৃদ্ধি (%)	মোট ঋণ ও অগ্রীম (মি. টাকা)	মোট ঋণ ও অগ্রীমে ক্ষুদ্র ঋণের অংশ (%)
১	২	৩	৪	৫
১৯৯৫	৪.৫৯	-	১৫৬১.২৯	০.৩
১৯৯৬	১২.৩১	১৬৮.২০	১৭২৪.৮১	০.৭
১৯৯৭	৪৫.১০	২৬৬.৩৭	২৬৩০.৯০	১.৭
১৯৯৮	৬৮.৭০	৫২.৩২	৩২১৮.৯০	২.১
১৯৯৯	১০৩.৯০	৫১.২৩	৩৯৬০.১১	২.৬
২০০০	১২০.৪০	১৫.৮৮	৪৬১৮.৭৩	২.৬
২০০১	১৮৩.৫০	৫২.৬৫	৬২৬০.৭৮	২.৯
২০০২	১৮৬.২০	১.৪৭	৭৯৫৭.০৪	২.৩
২০০৩	১৮১.০০	(২.৭৯)	৯২৮২.২০	২.০
২০০৪	২৮৪.১০	৫৩.০০	১২০০০.১৫	২.৪
২০০৫	৩৩৮.৩০	১৯.০০	১৫৩৩৯.৩৫	২.২
২০০৬	৩৫৯.২৪	৬.২০	১৯০০০.০০	২.০
২০০৭	৬৮০.১৩	৮৯.৩২	২২২৬৩.৩৫	৩.১

উৎসঃ বেসিক ব্যাংক হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে হিসেবকৃত। "()" বন্ধনীর মধ্যে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

৭. বেসিক ব্যাংকের ঋণ-পরিসম্পদ অনুপাত অনেক বেশী যা শেয়ারমালিকদের অংশের বিপজ্জনকতাকে উৎসাহিত করে।

৮. এ ব্যাংকের মোট মুনাফা মার্জিন ২০০৪-২০০৮ সময়ে বেশ খানিকটা হ্রাস পেয়েছে।

৯. উপরোক্ত একই সময়ে এ ব্যাংকের নীট মুনাফা মার্জিনও হ্রাস পেয়েছে।

১০. মোট মুনাফার বিস্তৃতি হ্রাস পেয়েছে।এখানে উল্লেখ্য যে, তহবিলের জন্য ব্যাংক কতটা ব্যয় করল এবং তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক কতটা আয় করল এ দুটির মাঝের পার্থক্যই হল মোট মুনাফার বিস্তৃতি।সুতরাং এ বিস্তৃতি হ্রাস পাওয়া নিঃসন্দেহে ক্ষতির লক্ষণ।

বেসিক ব্যাংকের সম্ভাবনা ও সুপারিশমালা ঃ বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এমন একটি ব্যাংক যার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নে বেসিক ব্যাংকের সম্ভাবনার ভিত্তিতে সুপারিশমালা তুলে ধরা হলঃ

১. বেসিক ব্যাংককে এর শাখার বিস্তার ঘটাতে হবে এবং সময়ের সাথে সাথে তা ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে এর আয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের সার্বিক উন্নয়নও হবে। কারণ বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। এদেশের বেশীর ভাগ মানুষই কৃষি কাজের সাথে জড়িত। আর দেশের সার্বিক উন্নয়ন করতে হলে, এসব কৃষকদের উন্নয়ন করতে হবে। এদেরকে কৃষির পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে এদের আয়ও বাড়বে আবার সার্বিক উন্নয়নও হবে।

২. শাখার বিস্তৃতির পাশাপাশি এর সকল শাখায় অন-লাইন সেবা দ্রুততার সাথে কার্যকর করতে হবে।

৩. সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কম্পিউটার জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।

৪. নারীরা যাতে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য নারীদেরকে সব রকমের সহায়তা দানকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫. ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে গ্রামীণ দরিদ্রদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে করে দেশের দারিদ্র্যতার মূলোৎপাটন সম্ভব হয় এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ঋণ সুবিধা আরও বর্ধিত করতে হবে।

৬. ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যান্য চলক ও কৌশল পরিবর্তনের জন্য অংশগ্রহণকৃত

সারণী ৯ ঃ বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর ক্ষুদ্রঋণের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও ঋণ আদায়ের হার, ১৯৯৯-২০০৭ সময়ে

বছর	সুবিধাভোগীর সংখ্যা	বিতরণ (মি. টাকা)	আদায়ের হার (%)
১	২	৩	৪
১৯৯৯	৩৭৪৭৬	১০৩.৯০	৯৮.০০
২০০০	৩৫২২৭	১২০.৪০	৯৭.০০
২০০১	৪৫৯১৩	১৮৩.৫০	৯৮.০০
২০০২	১০৮৪৫১	১৮৬.২০	১০০.০০
২০০৩	১৫৯৫৭৬	১৮১.০	৯৮.০০
২০০৪	১৮২৮০০	২৮৪.১০	৯৮.০০
২০০৫	২১০০০০	৩৩৮.৩০	৯৮.০০
২০০৬	২৬৭৭০০	৩৫৯.২৪	১০০.০০
২০০৭	২৯৮৯১৭	৬৮০.১৩	১০০.০০

উৎসঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং বেসিক ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

এনজিওগুলোর সাথে ব্যাংকের মতামত বিনিময় অনুষ্ঠানের বারংবার পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত।

৭. প্রধান কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমসহ সকল ধরণের ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়বদ্ধতা অনুপাতের ক্ষেত্রে আদর্শ অনুপাত অর্জন করতে বেসিক ব্যাংককে এর চলতি সম্পদের পরিমাণ আরও ০.৮ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. পাওনাদারেরা সবসময় নিয়ন্ত্রিত ঋণ-পরিসম্পদ অনুপাতের প্রতি আগ্রহী হয়, সুতরাং এ অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করা একান্তপ্রয়োজন।

১০. ব্যাংকের মোট ও নীট মুনাফা হ্রাস পাবার অন্যতম কারন হয়তোবা ঋনের নতুন কোন তহবিল সৃষ্টি অথবা পুরানো তহবিলের সুদের হার বৃদ্ধি বা অপরিশোধিত ঋনের জন্য প্রভিশন বৃদ্ধি অথবা ব্যাংক তহবিল গঠনের জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ঋন নেয় সমসাময়িক মূল্য বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সুদের হার বৃদ্ধি এক্ষেত্রে সঠিক কারন খুঁজে বের করে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. প্রদানযোগ্য সুদের হিসাবই হল ঋণের মূল্য। বেসিক ব্যাংকের ঋণের মূল্য বিশ্লেষনে দেখা গেছে যে, এটা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ বেসিক ব্যাংকে সুদ জনিত ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি বা কোন নতুন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করা হয়নি,যদি তা হত তহলে কর পূর্ব ঋণের মূল্য বৃদ্ধি পেত। এক্ষেএে অপরিশোধিত ঋণসমূহ দ্রুত পরিশোধ এর পাশাপাশি মুনাফা যেন হ্রাস না পায় তার অনুকুল পদক্ষেপ গ্রহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. তহবিলের জন্য সুদ আকারে যা ব্যয় করা হয়, তার চেয়ে তহবিল হতে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে যেন লাভজনকতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। কেননা যদি ব্যাংককে তহবিল সংগ্রহের জন্য ক্রমাগত ভাবে বেশী বেশী সুদ প্রদান করতে হয়, তাহলে তা ব্যাংকের জন্য মুনাফা সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আর ব্যাংক যদি পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত অর্থাৎ মুনাফা সৃষ্টি করতে না পরে, তাহলে তার উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ব্যাহত হবে।

১৩. আর্থিক ও প্রশাসনিক খরচসমূহ এবং ঋণ থেকে সুদের মাধ্যমে ব্যাংক যা আয় করে তা এর লাভজনকতাকে প্রভাবিত করে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উপর যে ডিভিডেন্ড আছে সেটাও লাভজনকতাকে প্রভাবিত করে থাকে। আর্থিক খরচকে খুব একটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কারণ তহবিল সরবরাহকারীরা যে সুদ নির্ধারণ করে দিবে বেসিক তা দিতে বাধ্য থাকবে। তবে প্রশাসনিক খরচ ব্যাংক পরিচালনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। প্রশাসনিক খরচ এর কার্যদক্ষতার উপরই শুধু নির্ভর করে না, বরং ব্যাংক এর কার্যাবলীকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করছে তার উপরও নির্ভর করে। বিধিসম্মতভাবে বিভিন্ন খাত যেমন পদোন্নতি, উপদেশমূলক পদসমূহ, প্রযুক্তিগত সহকারী কার্যাবলী ইত্যাদি যেসবের কোন তাৎক্ষণিক বা দ্রুত আর্থিক রিটার্ন নেই সেসব খাতে যদি বেশী ব্যয় করা হয়, তাহলে স্পষ্টভাবেই প্রশাসনিক খরচ অনেক উচ্চ হবে।

১৪. সারণী-৫ এ প্রদেয় তথ্য হতে লক্ষণীয় যে, রাজধানী ঢাকাতে অর্থায়ন হয় সবচেয়ে বেশি এবং বরিশাল জেলাতে অর্থায়ন হয় সবচেয়ে কম, অথচ হিসেব করলে হয়ত দেখা যাবে যে, ঢাকা জেলার চেয়ে বরিশাল জেলাতেই বেসিক ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণের বেশী প্রয়োজন। কারণ এমন অনেক ব্যাংক আছে, যেগুলোর শাখা ঢাকা জেলায় থাকলেও বরিশাল জেলায় নেই। আবার ঢাকা এবং চট্টগ্রাম জেলা বাদে বাকি জেলাসমূহে একটি বা দুটির বেশি শাখা বেসিক ব্যাংকের নেই। ফলে এসব এলাকার দরিদ্র এবং পাশাপাশি ব্যবসা–বাণিজ্যে ইচ্ছুক জনগণ বেসিকের মত একটি ব্যাংকের ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৫. বেসিক ব্যাংক শাখা বিস্তৃতির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বাংলাদেশের বেকারত্ব হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারে।

১৬. বাংলাদেশে দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণীর অভাব রয়েছে, কাজেই বেসিক এর ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে যে ঋণ তত্ত্বাবধানের কাজ করে তা এর সকল ঋণের ক্ষেত্রেই করতে হবে এবং এ ব্যবস্থা আরও উন্নত ও পর্যাপ্ত করতে হবে।

১৭. বাংলাদেশের সবচেয়ে পশ্চৎপদ এলাকাতেও যেন এর ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা পৌছাতে পারে সেজন্য বেসিককে সচেষ্ট হতে হবে।

১৮. বেসিক ব্যাংককে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যেন এর চলতি সম্পদ কখনই অলস পড়ে না থাকে।

১৯. সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণসহ সার্বিক ব্যাংকিং কার্যাবলী বিষয়ক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, যা কাজে লাগিয়ে সে নিজের এবং সমগ্র বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। এ গবেষণা কর্মটিতে বেসিক ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার পাশাপাশি এর কর্মকান্ডের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর লাভজনকতা পরিমাপ করার প্রচেষ্টা গ্রহন করা হয়েছে এবং এর সম্পদ পরিচালনার চিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে। বেসিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যই ছিল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন এবং এ লক্ষ্যে সে ১৯৯৪ সালে ক্ষুদ্রঋণ কার্যম চালু করে। বেসিকের ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এ গবেষণায় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সবশেষে বেসিকের কিছু সমস্যা ও সমস্যার প্রেক্ষিতে সম্ভাবনা সুপারিশমালার আকারে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি এ গবেষণাটি বেসিক ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকলের সামান্যতম হলেও উপকারে আসবে। সবশেষে বলা যায় যে, ভাল কৌশল গ্রহণ ও তা কার্যে পরিণত করতে পারলেই সেটা কোন একটি কোম্পানীকে বছরের পর বছর ধরে একই অবস্থানে থাকার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কখনও কখনও কোন একটি প্রতিষ্ঠানের দক্ষ কৌশল গ্রহণ ও তা কার্যে পরিণত করা এবং খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যবস্থাপক থাকা স্বত্ত্বেও তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর কারণ হল বাজারের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন অথবা অপ্রত্যাশিত খরচ অথবা অনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তি গ্রহণ করা। এসব সমস্যা হলে প্রতিষ্ঠানের উচিত ভাল অবস্থানে যাবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। বছরের পর বছর ধরে মাঝারি পারফরম্যান্স এই অজুহাতে চালিয়ে যাওয়া যে "আমাদের সময় লাগবে" বা "অদৃষ্টের পরিহাস" এসব চলবে না। কোম্পানীর ব্যবস্থাপক দলের দায়িত্বই হল এসব প্রতিকূল অবস্থা যথাযথ কৌশল গ্রহণ করে প্রতিরোধ করা এবং এগুলোকে কাটিয়ে উঠার জন্য দক্ষ ব্যবসায়িক এ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা। দক্ষ কৌশল তৈরী ও সেটা কাজে পরিণত করার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে কি না তা বোঝা যায়। ফলে যত প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠানটি কৌশল গ্রহণ করতে পাবে, তত প্রতিযোগীপূর্ণভাবে এর কার্য সম্পাদিত হবে যা একে শক্ত অবস্থানে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতে সাহায্য করবে। আমরা আশা করব, বেসিক ব্যাংকও উপরোক্ত কৌশলসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতার সাথে নিজেকে দৃঢ় অবস্থানে ধরে রাখতে সক্ষম হবে এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়নের পথ প্রসারিত করবে।

উপসংহার

বর্তমান মহাজোট সরকার দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর সেজন্য সারা দেশব্যাপী ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করার কৌশল গ্রহণ করেছেন। বিশেষায়িত ব্যাংক বিশেষ

করে বেসিক ব্যাংক এক্ষেত্রে হতে পারে সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্তপ্রায় দু'দশক অতিক্রান্তহলেও বেসিক ব্যাংক তার লক্ষ্য অর্জনে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। আমরা আশা করব বর্তমান সরকার বেসিক ব্যাংকের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং যথেষ্ট মূলধন সরবরাহের মাধ্যমে এর কার্যক্রমকে সারা দেশব্যাপী সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আর তা সম্ভব হলে এ ব্যাংকটি আমাদের দেশের শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. বেসিক ব্যাংক লিমিটেড : ১৯৯০-২০০৮ সময়ের প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ।

২. অর্থ উপদেষ্টা, অনু বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার :বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩-২০০৯ সময়ের প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ।

৩. বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা।

৪. অর্থ উপদেষ্টা, অনু বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার: বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী, ২০০৩-২০০৮ সময়ের প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ।

৫. রহমান আতীকুর ও শওকতুজ্জামান (১৯৯২): সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৬. খান , মোঃ শামসুল কবির (২০০০): বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাংলা একাডেমী ,ঢাকা।

৭. রূপা, ইসরাত জাহান (২০০৫): "বাংলাদেশে গ্রামের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীন ব্যাংকের ভূমিকাঃ নির্বাচিত গ্রামসমূহের উপর একটি সমীক্ষা", অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. থিসিস, আই.বি.এস., রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. আলী ও হোসেন (১৯৯১): ব্যবসায় অর্থ সংস্থান, দি এ্যানজেল পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার ঢাকা।

৯. সিদ্দিক, হাফিজ গোলাম আজম (১৯৮৫): বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১০. ইসলাম, মুহঃ নুরুল: "ব্র্যাকের ঋণ কার্যক্রমঃ শিবগঞ্জ থানার নির্বাচিত তিন গ্রামের উপর সমীক্ষা", অপ্রকাশিত থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. উদ্দিন, মো. মঈন (২০০৫): "বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও জাতীয় অর্থনীতিতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা, বাংলাদেশ জার্নাল অফ পলিটিক্যাল ইকনমি, ভলিউম ২২, সংখ্যা ১ ও ২, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রকাশনা।

১২. খান, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (২০০৬): দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র- বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের আরও একটি ব্যার্থ প্রয়াস, বাংলাদেশ জার্নাল অফ পলিটিক্যাল ইকনমি, ভলিউম ২৩, সংখ্যা ১ ও ২, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রকাশনা।

১৩. উদ্দিন, এম তাহের (২০০৭): বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সংস্কার: একটি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০০৭, ১ম খন্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রকাশনা।

১৪. খান, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (২০০৬): ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভলিউম ২৩, সংখ্যা ১ ও ২, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রকাশনা।

১৫. আলম, ড. খুরশিদ (২০০৩): "সমাজ গবেষণা পদ্ধতি" ঢাকা: মির্নাভা পাবলিকেশন।

১৬. কামাল, ড. আবুল (১৯৯২): "সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৭. Abedin, MD Zainul (1996): a hand book of Research for the fellows of M.Phil and Ph.D. programs, Dhaka: Book Syndicate.

১৮. Ahmad, Qazi kholiquzzaman (1972): A note on capacity utilisation in the manufacturing industry of Bangladesh", Bangladesh institute of development studies, Dacca-2 (Dhaka). New series no. 1.

১৯. Bhuiya, Md. Abul Bashar (1996): Bangladesh laws on banks and banking, GOB

২০. Financial Ratios (2003): copyright by the Mcgraw-Hill Companies.

২১. Ghosh, B.N. (2000): Scientific method and Social Research, New Delhi, Sterling publications, Limited.

২২. Haque, Md. Shamimul (2007): "Efficiency of Commercial Banks in Bangladesh.

২৩. Hoque, Mahfuzul (2001): "Management of Small Scale Industries in Khushtia and Jessore Districts," IBS, Rajshahi University.

২৪. Kotheri, C.R. (2005): "Research Methodology: Methods and techniques", 2nd ed.,New Delhi: New age international Pvt. Ltd.New AGE Xtra,April3,2009

২৫. Rahman, Md. Zillur (1998): "Agrobased industrial credit management: A study of Bangladesh Krishi Bank, IBS, Rajshahi University

২৬. Internet

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Sustainable Development - A Case Study of four Villages in Bangladesh

M. Azizur Rahman*

Abstract

Environment pollution is serious problem in Bangladesh. Due to lack of sustainability in the process of economic development the country has under gone rapid change in negative direction. The massive use of chemical fertilizers and pesticides, unplanned construction of roads, building, embankments and recklessly cutting of plants have generated many problems like water pollution, air pollution, sound pollution, environment pollution, disafforestation, dissertation, deriverization, shortage of earth water, arsenic, salinity, climate change, river erosion, loss of biodiversity, ecological imbalance etc. The paper has made an enquire into social cost and benefit of the present development process in four rural villages of Bangladesh. The findings satisfied the statement that gains of the society is less that the losses. Benefits achieved were short-run and cost incurred was long-run. So the recommendation is that Bangladesh has to ensure sustainable development without any failure from now and on. Because we have already lost many of our valuable natural resources like fresh water fishes, fruits, birds, plants, rivers, pools, canals etc. due to unsustainable development. Education has a key role in understanding environment and also in popularizing and implementing sustainable development.

* Director (R&D), NAEM

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled **"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

Introduction

In the globalised world danger seems to be increasing instead of becoming less. The national and social environment at the family, community, national, regional and global levels are gradually eroding over period of time. In this situation every country whether developed or developing is trying to attain sustainable development. Lacking of sustainability is a great problem for the world today. Consequently environment pollution has became great thread.

Bangladesh is very seriously facing the problems like lost soil's original fertility, disafforestation, pollution etc. due to lack of sustainable development. The per capita income along with agricultural productivity has increased. Even though there is a common saying among the people that the amenity specially the natural one has reduced to greater extent. This belief is due to many factors responsible for unsustainable development process. The whole country has been very seriously affected by environment pollution, air pollution, sound pollution and water pollution. The existing poor are the worst than they were before and many new families are continuously joining in the poverty due to river erosion.

Definition

The process of sustainable development is related to five equilibrium namely individuals, families, social, national and natural. It brings saturation in individual family, social, national and natural levels. It can ensure fours peaces as : Inner peace, social peace, peace with nature and total peace. These are the outcome of sustainable development.

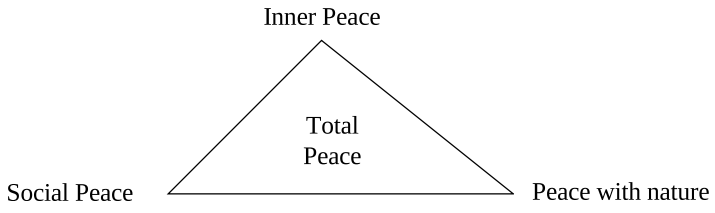

The idea of sustainability received serious attention in the so-called Brundtland Commission Report, "Our Common Future (1987)". The report define sustainable development as development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. Brudtland's way of seeing the ends of sustainability has many attractive features (Sen, 2000). The sustainable development encompasses : i) help for the very poor because they are left with no other option but to destroy their own environment,

ii) people centered initiatives are needed, iii) human beings are the resources (Tolbag - 1987).

In fact it is a kind of development that is likely to achieve lasting satisfaction of human needs and improvement of the quality of human life (Allen, 1980). Sustainable development first came to prominence in World Conservation Strategy (WCS) in 1980. It achieved a new status after the publication of North and South a programme for survival and common crisis in 1983(known Brundtland Commission Report) and our common future published in 1987. The UN conference on Environment and Development (UNCED) 1992 put greater attention on it. The last World Summit 2002 further emphasized the issue. In Bangladesh the concept sustainable development is a highly discussed topic, but very little action is taken on the basis of these discussions.

The sustainable development is a process of positive change of physical and mental satisfaction, which takes place with equitable distribution of factors and output among all members without distrubing nature friendly environment and ecological balance of the earth. Sustainable development process pushes the society towards optimality. Social optimality is a condition where every creature lives with heavenly pleasures. In this stage the guiding principles are sharing, cooperation, collaboration, helping to others, living together and loves for all.

Sustainable development attempts to maximise social benefit and minimise social cost. Social benefit includes material and inner benefits. It may be called total peace consisting inner, social and natural peace. Social costs include money cost and other direct and indirect sacrifices of the individual society, environment and nature.

Assumptions

The development efforts of human being is going on with the passage of time without cessation. In ancient times people lived in the forest. In this age they were fully dependable on nature for food, health and shelter. Now in the modern world people live in buildings. Still human life is dependent on nature for fundamental inputs like air, water, food, soil, cloud, etc. But the nature of dependence has changed in modern time from that in ancient time. In ancient time the dependence on nature was friendly. But in modern time it is on hostility.

The continuous development process has increased the material well being by reducing the natural well being of the people. Many natural sources of amenities of life have been destroyed. Many sources has been reduced to the greater extent.

As the commercial activities have increased with the expansion of mechanised transport facilities life-flow has become very instrumental. Some things are achieved as benefit and many things are lost as cost. What is the net result ? The answer may be found in the general saying of the people that the days went was better than the day comes. From this statement we can say that the society is in net loss due to unsustainable development process.

Statement of Problem

Development is a on-going process in the world. Every country is on incessant process of development. Every economic unit as an entity of the national economy is on so. The rural economy has totally changed due to rapid modernization. The traditional cultivation with plough and yoke has been replaced by tractors. Dependence on rain-fall for seeding and plantation has been substituted by irrigation. The transport system of cart, palanquin, cavalcade, boat etc has been replaced by mechanised vehicles. These changes have made life artificial and commercial. The society has become machine and chemical oriented. As a result sources of natural supply of amenities have reduced. Many fruits, fishes, birds, plants etc. have been vanished.

The proposed study area also has under gone a rapid changes in versatile aspects. From natural villages they have become mechanised ones. The economy, society, culture and religion have gone under radical changes. The changes have brought many modern components and lost lot of natural inputs. Due to lack of environment friendly process of development many natural inputs of life have been abolished. From the belief of net losses of the community there arises the question of sustainable development. The paper will make an enquire into the matter and try to assess the real position of the society.

Rationale of the Study

Sustainable development has become the most important needs of the time with the rise the massive pollution of the environment. The existence of lives on the world has been threatened by environment pollution. Many animals, birds and plants have been ruined due to environment pollution. Climate is changing rapidly unfavorably. Mismanagement of natural resources and lack of proper environment understanding are two of the most critical issues making the development process extremely challenging in Bangladesh and resulting in unsustainable growth rather than sustainable development. Consequently problems like disafforestation, pollution, dissertation, deriverization, shortage of earth water, arsenic, salinity,

climate change, river erosion, land degradation, shortage of drinking water, loss of biodiversity ecological imbalance etc. have accumulated. The poor are disfavourable and disproportionately affected by environment degradation and lack of access to environment and natural resources.

For instance in the past many social assets (khas forest, play grounds, canals, rivers, marsh, halat, flood, swamp land, public lake) were free of access for the poor. Now-a-days these have been abolished. Drinking water was very much available in the past but at present it has become scarce and dearer. Thus amenities of social lives have increased at the cost of loss of many natural assets. From this profit- loss statement the question about net position of the society arises. The general belief is that the society is in net loss. Remembering this some cultural activists sing a song “Abar Firiya Dao Aranno” (give back forest life again).

The study is proposed to find a answer of the question by studying four villages in rural Bangladesh. It will make a indepth insight into in the matter. It also examines how far education on and for sustainable development will help in solving the problem. This study asks where problems and opportunities are likely to arise, why the problems arise and how they can be solved at different levels. A news item published in the Prothom Alo April 28, 2009 (a daily bengali news paper) stated that temperature in Dhaka was the highest within 22 years on Monday 27, 2009. It was 39.6 degree celsius. The rain in this year (2009) was 62% less than the normal rate. A drought is going on. This report shows significance of this study.

Review of Literature

Jaijaidin 30 April & June 6 and Somokal, 5 June 2007, stated that already 40 lac people of Bangladesh became a environmental refugee for river erosion and the environmental scientists warns that it will be exceed 2 crore in future. In between 2030 sea might expanded 120 kilometer inside of Bangladesh, it means cox’s bazzar sea beach might be lost. ESCAP reports that Bangladesh uses about 1800 tons insecticides per year for agriculture cultivation and sea water is being polluted. The Daily Samokal 14 October, 2006 stated that more than 5000 villagers and labours has been affected in poisoned gases. The daily Ittefaq, Mondy, April 27, 2009 stated that within 14 years the highest temperature recorded in 2009. On Saturday, 25 April 2009 the highest temperature 42.2 degree celsius recorded in Jessore and that was 38.7 degree celsius in capital city of Dhaka. The same issue of news paper stated that the production of mango in Rajshahi region is adversely affected by long drought.

The same news paper dated, Monday, April 13, 2009 stated that due to pollution and occupation the river Buriganga is about to dead. Its water has became unusable and even untouchable for massive pollution and stinkness. An article written by Aftab Chowdhury on Air pollution : endangered environment ("Bayu Dushan : Bipanna Paribesh") (The Daily Ittegaq, April 9, 2009) stated that air pollution in six big cities namely Khulna, Rajshahi, Barishal, Sylhet and Dhaka has become so serious. The daily Star, Sunday, April 12, 2009 stated, "Trees present us flowers, the most beautiful thing on earth. "They keep the atmosphere cool and bring down rain. Yet some people are so ungrateful that they recklessly cut down trees to draw quick profit. The little forest in Chittagong, Khulna, Dinajpur and Tangil areas are shrinking day by day.

United Nations Development Programme stated that - Mismanagement of natural resources and the lack of proper environmental understanding are two of the most critical issues making the development process extremely challenging in Bangladesh and resulting in unsustainable growth rather than sustainable development. Such priority issues can be mentioned as climate change, land degradation, water issues, loss of biodiversity and the critical inadequacy in integrating sustainability aspects in the national development process. The poor are disproportionately affected by environmental degradation and lack of access to environment and natural resources.

The Environment and Sustainable Development Cluster is dedicated to playing a catalytic role to facilitate mainstreaming sustainable development in Bangladesh by integrating pro-poor environment in policies and development planning. The programmatic interventions of the Cluster fall into four programme areas: (1) Natural Resource Management and Biodiversity Conservation, (2) Sustainable Land and Water Management, (3) Improved and Cleaner Urban Environment Management and (4) Sustainable Development and Environmental Governance.

An article on the Interrelationship between poverty, Environment and Sustainable Development in Bangladesh : An Overview" jointly written by Mahbuba Nasreen, Khondokar Mokaddem and Debasish Kumar Kundu stated that "Bangladesh, like many other developing countries is advocating a high increase of GDP, but the number of landless people is increasing unfit for higher rate of GDP. According to GoB 57 percent of rural people are landless and live below poverty line". They put a table showing landless people of Bangladesh.

The daily star, Tuesday April 28, 2009 under a news captioned "Wasa Water Poses danger" mentioned that "It fails to treat polluted river, over 10,000 ended up in diarrhea hospital. Gypsies top on the Turag near Tongi use this dark, polluted and

Table : The rate of landless people in Bangladesh

Year	Landless people
1947	14.30
1970	19.80
1975	32.00
1984	46.00
2001	68.8

Source : Islam, 2005

smelly water daily which eventually spread various diseases among them. Wasa used to treat the water of the Buriganga and Shitalakshya rivers and supply the treated water to the city dwellers. Now the water of these two rivers have become so polluted that even after applying additional chemicals Wasa cannot treat the water perfectly. The same news paper Monday, April 27, 2009 published a news report with picture of murky waters of the Buriganga. Whole sale dumping of industrial waste, sewage and garbage left the river, touched the lifeline of the capital, in this sorry state." The same daily on Sunday April 26, 2009 published headline news, "pollution gets to ground water; study finds Hazaribagh water most contaminated! The reporter Pinaki Roy stated. "River pollution around the capital has reached such a level that the groundwater system where the aquifers are recharged from the riverbeds is being contaminated, a recent study shows.

In the seven months from November to April, virtually no water but only stinky mucky liquid flows in the gradually narrowing rivers — the Buriganga, Shitalakshya, Turag and Balu — as no governments could stop discharge of liquid waste into them. A recent study jointly done by the World Bank and the Institute of Water Modelling (IWM) says: "The groundwater system is being contaminated in areas where aquifers are recharged from the riverbeds. The pollution is creeping towards the central part of the city with time." The daily Prothom Alo on Monday April 24,2009 printed a news that Railway and Waterway should be used to prevent environment pollution. The report mentioned that with one and half decades the green house gas had increased by 24% in the air. The daily New Age on Saturday April 25, 2009 stated a news captioned, "Green activists rally against dust pollution". The report stated, "Dust pollution was posing thread to human health. Dust was an inevitable result of the increasing spate of construction of roads, building, other structures and digging the road, lanes and by-lanes by utility services."

The daily Ittefaq on Sunday, April 19, 2009 published a report on, "Sound pollution hindered mental development of babies. Dr. Manas conducted a research

on 312 inhabitants of Dhaka. Among this he found only 72 with normal hearing capability, 33 have serious injuries in their hearing. Among them mostly driver, traffic police , hawker, road side shopkeepers and students. The daily Prothom Alo April 28, 2009 stated that the country is facing drought. The highest temperature was 42.8 ^{o}c at Jessore. In Dhaka it was 39.6^{o}c which is highest within 22 years on April 27, 2009.

Year	
1987	39.5 ^{o}c
1988	39.0 ^{o}c
1992	39.2 ^{o}c
1995	39.0 ^{o}c
2009	39.6 ^{o}c

Source : Prothom Alo, April 28, 2009

The above reviewed literatures shows the serious picture of environment pollution of Bangladesh. The whole country is on thread. Sustainable development the most necessity of the time.

Objectives

Mismanagement of natural resources, lack of proper environment understanding and massive use of chemical inputs are three of the most critical issues making the development process extremely challenging in Bangladesh. How much this issues eroded the total environment of said the four villages will be assessed. The study will make an enquire into four selected villages on what happened due to application of modern techniques and inputs of production and what changes it brought out in social lives. What is the condition of sustainability in process?. It will make a comparison of socio-economic gains with losses. What has happened to community life by the application of modern development process. It will try to find out the way of environment friendly process of development. Also how education will remove mismanagement of natural resources and lacking of proper environment understanding.

Methodology

The study has selected four villages, which constitute a ward of a Union parishad. The four villages are a unique integrated economic unit as well as social unit. The study is based on primary as well as secondary data. The data which are available in secondary sources like population census, voter lists, and union parishad have been used. The data, which are not available have collected through a

questionnaire. The interviewees' include all section (old people, teachers, farmers, business class, social leaders, members, service holders, women, day labourers, poor - rich). The study collected informations through a questionnaire from 200 interviewers taking proportionately from each village.

For comparison two periods have been selected like pre-mechanised period and post mechanised period. The pre-mechanised period is up to 1965 when very little development took place and cultivation was fully nature - oriented. Only farmers used to utilise cow-dung as fertilizers and rain as water. The post mechanised period is from 1966 to onwards. In this period mechnised cultivation and massive use of fertilizers and pesticides have been started.

The study uses a development function: D = f(Ni, Mmi); D = development, Ni = natural inputs, Mmi = Man made inputs, f = functional relation. Here D is dependable, Ni and Mmi are undependable variables. Ni = g (water, soil, sun-moon, rainfall, seeds, climate, labour, other natural inputs). Mmi = h (capital, entrepreneurship, machine, planning, social organisation, other man-made resources).

Every development efforts needs both natural and man-made inputs. When both the inputs are mixed together and under go a process it produces output which we call development. The quality of development will relies upon the quality of inputs and also on efficiency of the process. For development equation D = a Ni + bMmi where a and b are parameters which will influence the value of D. For the optimum value of D, a and b will have a optimum value. This optimum value of a and b will indicate the best use of inputs. The sustainable development technique will be the most competent for the society if we can find out the best combination of the inputs, which will maximise social benefit without imposing any heavy cost on the society.

It uses cardinal and ordinal measurement. When quantities way is not possible the ordinal qualification is used in the form of indifference mapping. The diagram - 01 shows how a good combination of man made inputs and natural inputs which will optimize social utility.

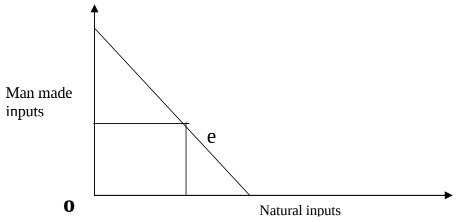

Here social utility curve indicates higher utility from below to above (su - 2 > su - 1).

Net benefit of the society = Social benefit - social cost. The optimum situation will be there where the positive distance between them will be maximum.

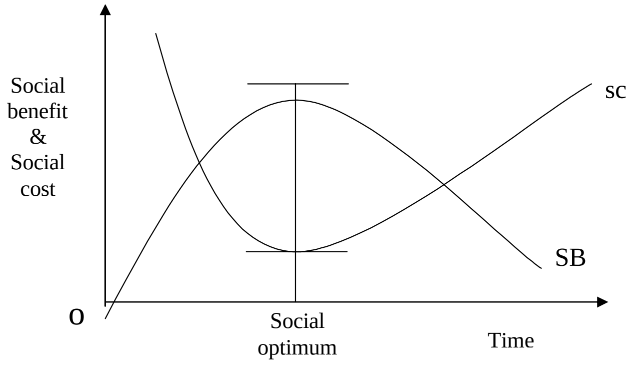

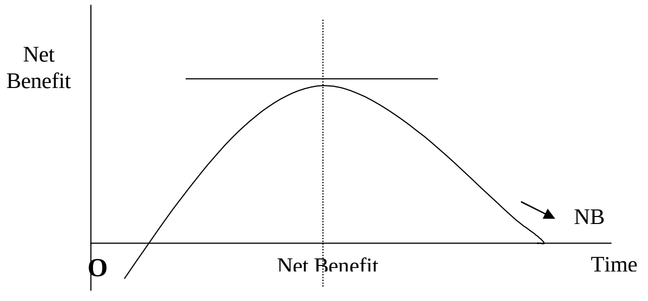

Instead of using primary and secondary data the study relies on personal observation, sight visits, sharing views with villagers specially old men and women who permanently live the villages and have observed both the periods very sharply.

Description of the villages

The study is conducted in four villages namely Kha Khanda Nazirpur (Mirdha Kanda), Pukhuria, Brahmankanda and Nazirpur which together constitutes ward no-1 of Manikdah Union Parishad of Bhanga Upazila in the district of Faridpur in Bangladesh.

The total population of the villages are given in table : 01

Table 1

Name of village	*Total population*		*Nos of voters 2009*
	1965	2009	
Kha Khanda Nazirpur	634	1782	867
Pukhuria	790	2035	1342
Brahman Kanda	540	1455	983
Nazirpur	545	1473	792
Total	2509	6745	3984

Source : Local Union Parishad.

The villages under study are about 33 kilometers from the district headquarter of Faridpur and about 8 kilometers from Bhanga Upazila centre. There are Gagotia river in west-north side, Fukurhati river in the south and high way bus stand in the west named Pukhuria. The Khulna - Jessor - Faridpur - Barisal high way passes beside the area. From this road the Pukhuria-Bishwa Jakir Monjil - Sadarpur Upazila road passes through this area. In this area there are a twice-weekly market named Pukhuria hat and daily bazar name bus stand bazaar. There are unmetalled (Kancha) roads among the areas.

The literacy rate is 40% in the area which is below the national rate. There are three govt. primary schools, one high school and one college in these area. There are four Ebtedayee Madrashas in the area. The number of higher educated people in the area are very few. There are some workers abroad who send remittance to their family. The main profession of people is cultivation. There are few fishermen in this area. Muslim are majority and Hindus are minority. There are some business men and officials in the area.

There are very few small enterprises like rice/wheat miles.

Among agricultural commodities rice, wheat and jute are main crops.

From economic point of view people living in poverty are 70%. People living in absolute poverty will be 40%. Of the rest 24% will be in lower income group, 5% in middle income and 1% in upper middle income group. The upper middle income group live in urban area. Occasionally these people come in the villages.

Analysis of Data

Changes in two periods_: The study will try to find changes in different aspects between two periods 1947 to 1965 and 1966 - 2009. However it will show data at the two points of time 1965 and 2009.

Agricultural change : In agricultural sector the changes has shown in the table : **02**

Changes in agriculture

Table 2

Items	1965	2009
Crops	Jute, rice, spring harvests, vegetables	rice wheat, jute
Jute	Major	non-major
Rice	Second in position	First in position
Wheat	No wheat cultivation	Third in position
Spring hearvest	About 15 types of spring harvest	Almost absent in spring harvest
Vegetables	Lot of vegetables cultivation	Negligible vegetables cultivation
Lost of items	No item lost	Many items lost

From the table 02 we can see that there is a great change between two periods. At present crops diversity has reduced. Cultivation of spring harvests is almost abolished. Cultivation of vegetables also reduces to greater extend.

Changing Method of Cultivation

Plough yoke and bulls were the means of cultivation in period from 1947 to 1965. In present days tractors have replaced that system. At present the cultivation system have been mechanised.

In the past year (1947-65) there was no use of insecticides and chemical fertilizers. Only cow-dung and hyacinth were used at a very low rate for fertility. Lands were naturally fertile. Flood water works as means reviver of fertility.

Change in Plantation and forest

The area under went a great change in plantation and forest area. Every house in the area had lot of fruit trees in the past. Among these : mango, jack fruit, black burry, Kul, boroi, gab, water berry, dumur, benana, coconut, date, palm, water fruit, litchi, hog-plum, amjum, cane fruit, murmurhi, royel, etc. were prominent. The production of fruits has drastically reduced at present. The old people give a idea of reduction of fruits production which is shown in table : 03

Table 3 : Change in fruit production

Item	1965	2009
Mango	1000 times	One time
Date tree	Lot of Date trees and their juice	Almost abolished
Palm tree	Lot of	Very few
Boroi	Lot of	Very few
Black Berry	Lot of	Very few
Gab	Lot of	Almost nil
Belati Gab	Lot of	Almost nil
Amloki	Available	Nil
Litchi	Lot of	Almost nil
Horretoki	Available	Nil
Jack fruit	Lot of	Very few
Dunkur	Lot of	Nil
Amjum	Lot of	Nil
Water chestnut	Lot of	Nil
Khude Jam	Lot of	Nil
Kaw	Lot of	Nil

The table : 03 shows that the production of fruits in the area has reduced very drastically. A good number of fruits were plenty in area in the past time but many of them have been lost.

Some old peoples of this area stated that there were very, very big trees of fruits. The fruits of this big trees were quasi public goods. Any body could eat this fruits. They mentioned an example that there were some very big mango trees in each village. At present all mango trees together of a village will not be equal to one big tree of that village of past. In case of production the same is true. They mentioned that there is a Amjum tree in Mollah Kanda in the village of the Khan Kanda Nazirpur that was not seen any where. Usually this tree gets height of 4 feet at beast. A man can collect fruits from this tree from ground. But the mentioned tree was 15 feet height and very thick. Three men at a time could climb the tree to collect fruits.

In the past almost every tree including the fruit trees were very big. At present the trees (including fruit trees) are very small. The number of fruit trees also reduced at present. The number of unwanted wild plants has increased than fruit trees.

In the past time every big house has a forest land attached to it. Except these there were some common forests in each village. These forests consist of both fruit and non-fruit plants, bamboo, cane, and other varieties of trees.

Table 3 : (continued)

English name	Local name	Scientific name	1965	2009
Banana	Kala	*Musa sapientum*	*Lot*	*Very few*
Jackfruit	Kathal	*Artocarpus heterophyllus*	*Lot*	*few*
Hog Plum	Amra	Spondias dulcis	*Lot*	few
Papaya	Papaya	*Carica papaya*	*Lot*	*very few*
Coconut	Narikel	*Cocos nucifera*	*Lot*	*few*
Guava	Payara	*Psidium guajava*	*Lot*	*few*
Star Apple	Jamrul	*Syzygium samarengense*	*Lot*	*Nil*
Grape Fruit	Jambura	*Citrus grandis*	*Lot*	*Nil*
Indian Apple	Bel	*Aegle marmelos*	*Lot*	*few*
Wood Apple	Kathbel	*Feronia limonia*	*Lot*	*few*
Custard Apple	Ata	Anona squamosa	*Lot*	*few*
Sapodilla	Sofeda	*Manilkara achras*	*Lot*	*few*
Indian Goose Berry	Amloki	Phyllanthus embelica	*Lot*	*very few*
Pomegranate	Dalim	*Puncia granatum*	*Lot*	*very few*
Elephant Apple	Chalta	*Dillenia indica*	*Lot*	*very few*
Carambola	Kamranga	*Averrhoa car ambola*	*Lot*	*few*
Watermelon	Tarmuj	*Cucumis melo*	*Lot*	*Nil*
Lemon	Lebu	*Citrus limon*	*Lot*	*few*

Versatile of wild animals and birds lived in the forests. These birds were used to yodeling at night. These forest were full of bees, hornets, and medicinal plants. Many people lived on these.

All these forests were destroyed. With the destruction of these forests many trees, birds, and animals disappeared from earth. The old peoples informed that there were many varieties of the same fruits. They mentioned that there were about 100 varieties of mango in this area. At present there are only 20 varieties in the area. Many varieties have lost. There were many fruits which have no English name like chalita, Amjum, dunkur, Ashtail, Khude jam, loha jam, cane fruit (betul) etc. The gab fruits have about 20 verities in this area. This fruit is almost vanished.

Domestic animals

Domestic animals have drastically reduced in the area. The table 04 shows the situation of domestic animals and milk production in the area

Table : 04 shows that production of domestic animals which have reduced very drastically. In the past no baby drank powered milk. Usually they drank breast milk and milk of cows and she-goats. Reduction in posture lands and change of

Table 4

	1965	2009
Cattle (without milk cow)	5,000 numbers	500 numbers
Milk cow	1000 numbers	50 numbers
Milk production of cow	1000 kgs	150 kgs
Castrated goats	2000 numbers	100 numbers
She-goats	1000 numbers	25 numbers
He-goats	5 numbers	Nil

crops pattern are responsible for reduction of domestic animals. In the past days there were about 100 pieces of posture lands of different sizes. Excepting this, Khas lands (govt. land), halot (passage for common use), river's banks, canals' bank were used for posture. In these area there were two big fields for cow-race and horse-race. In the spring the whole green fields were used for posture.

The table : 05 shows that pasture land has reduced drastically. In the past time upbringing of domestics animals was almost free of cost due to presence of free

Table 5 : shows the position of posturing facilities and play grounds

Item	1965 (nos.)	2009 (nos.)
Posture lands	100	Nil
Khas lands	50	Nil
Halat	50	Nil
Play grounds	20	02
River and canal banks	10	Nil
Field for cow race	01	Nil
Field for horse race	01	Nil

grazing land. At present there is no free food facility for domestic animals. So the cost of rearing is very high. The play grounds and halats have reduced seriously. The playing facilities of boys and girls have disappeared.

Change in supply of Water

In the past every year the area had flood and sufficient rain falls. Now a days there is no flood at all. Many water resources like fishes, other aquatic animals, water-lily lotus, conch-shell, bivalve, acquatic plant and fruits have been vanished. In the past the extent of flood was at the tolerate level. So its benefit was much. It was a blessing for the earth. The flood water including the rainfall was the adequate source of water. The rivers, canals, tanks, ponds, long pools, sinks, caves and lake became over inundated by water. In the winter, spring and summer seasons they remained almost fulfilled. Lot of fresh-water fishes lived in there. A good number of shallow tubes was sunk in the area. There was no arsenic problem. In the present time there is no flood. In the rainy season required water for human use and necessary for cultivation are not found. Table : 06 shows the change in water supply in two periods.

Table 6

This table shows the sources of water -

Item	1965 (nos.)	2009 (nos.)
Rivers	02	01
Canals	07	03
Tanks	400	100
Long pools	6	Nil
dikes	200	50
Shalow Tube well	200	300
Deep Tube well	Nil	16
Flood water	The whole area	No area
Lake	03	Nil

Many ponds, tanks, canals, long pools, dikes and rivers have been mud flats.

The table shows that the sources of water have reduced to greater extent. The number of shallow tube wells has increased. But all these tube wells are arsenic attacked. The only sources of drinking water are deep tube well at present.

The other valuable missing in village life

Social bondage have been lessened in the present than that in past. Many Hindus have left the country. Relative connectivity in past was better than that in present. There were many festival like mango-milk festival in Buishakh, Fazli mango-jack fruit festival in Jeishtha - Ashar, “Nairo-festival in Ashin. These were very famous in the area. Excepting these there were many religious festivals for every religions. Fateha Awasdahan, Fateha Dowasdahan, Eid-ul-Fatre, Eid-ul-Ahzah,

Eid-e-Malidun Nabi were main religious festival for the Muslim. Durga Puja, Kali Puja, and Laxmi Puja were the main festival for the Hindus. There were communial friendly relationship in the area in past. During the time independence of 1971 and separation of Pakistan and India in 1947 the minorities in these area were living very peacefully. But due to bad demonstration effects of other areas almost all Hindus left these area and went to India.

In the past four rich families had Kachari Ghar (Court house) in their home. In these houses all social arbitrations were met. The arbitrations judgement was based on perfect fairness. These court houses are no more available in area at present.

The rich people's houses possessed Musaphir Khana (Sarai) where strangers had the facility to stay with food. These are no more available in the area at present. There were about 150 weaver families in the area who produced lungi, sharhee and gamchha. At present there is no single weaver family. Festivals life Mejbani (hospitality), Jiyafat (feast), Fayta, Maulud etc. are not existent at present. The cultural events like Jari(folksong), Sari, Sama Prashadi, Kabi, Jatra, Bichar etc. are also on the eve of departure.

Reduction in fresh water fish

The rapid change in supply of fresh water fishes was remarkable in the area. Fresh water fishes were abundant in the area in the past. The rivers, tanks, long pools, canals, dikes, lakes etc were remained fulfilled through out the whole year by fishes.

Table 7 : Fresh water fish production

Item	1965	2009
Variety fishes	100	20
Fish production	1000 level	1 level

There are about 100 vriety of fishes in the past and at present there are at beast 20 varieties. The production of fish was one thousand time more than that in the present. The poor people used to catch fishes from the public tanks, pools, rivers, canals. They needed not to purchase fish at all. Even the fishes of ponds and tanks of rich people of the villages were free to catch for them.

The economic condition of the poor

The economic conditions of the poor of these villages were better in the past than that in the present. Their real income, dwelling condition, food etc were better than those at present. They had enough facilities to catch fresh - water fishes from public and private owned pounds, tanks, rivers, canals, long pools and to collect honey, fruits, vegetables from forests. They could bring cattle, goats, hens and cocks without having cost involvement in the past. At present these facilities are completely absent. In the present they could collect date and palm juice, cow milk and palm, banana, green and ripped coconut from the houses of the rich at free of cost. In the said long period about 100 poor families have sold completely and partially their house-lands. So poverty has been acute in present time than that in past. Many middle income families have sold land properties and living house and have joined to the poor.

Play grounds and other game facilities

The play grounds and other game facilities have been reduced to greater extent : The table : 08 shows the position of play grounds and other game facilities:

Table 8 : Play grounds and games

Item	1965 (nos.)	2009 (nos.)
Play grounds	20 numbers	02 numbers
Hadudu	lot	None
Daribandha	lot	None
Bouchhi	lot	None
Kulubari	lot	None
Budhi Montor	lot	None
Foot ball	lot	Less
Holdub	Lot in rainy season	None
Gechho Mechho	lot	None

From the table : 08 we can see that the number of play grounds reduced from 20 to 2 only. A good number games have been lost in the flow of time.

Ecological imbalance

In the past many big and old trees were available everywhere in the four villages. At present they are completely non-existent. In past there was ecological balance in the nature.

Many forest areas have been converted into cultivable and house hold lands. As a result forest resources have been vanished. At present the government have been encouraging plantation. Due to this encouragement many wood trees have been planted. As a result the rapid increase of numbers of wood trees have created imbalance in the nature. Fruit trees' number was prominent in the past but at present they lost their importance. In the past fruits met the need of food to a large extent. But fruits have become almost non-visible at present in the area.

Usage of chemical fertilizers and pesticides

The social cost of modern development process have become far more than social benefit because of many reasons. Among them the massive usage of pesticides and chemical fertilizers are dominant at present. The use of dung and water-hyacinth was only means of soil fertility in the past. No pesticide was used in the past. There was no use chemical fertilizer. At present the uses of chemical fertilizers and pesticides are very massive. Agricultural production cannot be think of without chemical fertilizers and pesticides. The result of these massive use is very serious. The production of fishes has reduced from 1000 times in past to one time in present. A good number of fish varieties have been vanished. Besides the taste of all agricultural food items, fishes including fruits have changed. The fishes of fresh water those grow up naturally in the past have become rare and dear. Many birds have become non-existent. Massive health hazards with breaking out of many new fatal diseases have become great problem of the society.

Findings

- The study area under went drastic changes due to development process. The changes have taken place in respect socio-eco-cultural-political and natural aspects.
- Almost all these changes have very adversely affect the nature, animals, aquatic creatures, plants and environment.
- Human life have become mechanised and commercialised. Material peace of life has increased to some extent by the rise of production of rice and wheat at the cost of reduction of production of spring harvests and diversity of crops.
- The ecological imbalances have been acute. New imbalance among plants have been generated due to rise of non-fruits plants and decline of fruit trees.

- The production of fruits and varieties of same fruits have declined very drastically.
- Many fruits have made non-existent.
- A good number of plants, birds, domestic animals and fruits have vanished.
- Production of fresh water fishes have reduced very drastically.
- The variety of fresh water-fish declined from 100 to 20 numbers.
- Massive use of chemical fertilizers and pesticides have been the main responsible factors for environment pollution and reduction of fish production.
- Production of domestic animals hen, cock, honey, forest fruits (Amjum, gab, cane-fruit, dunkur, murhmurhi) have reduced to about zero.
- Poverty has increased. Their excess facilities to public resources have been stopped. Their hardship of life has risen.
- The sports and game facilities have declined and many games have been vanished.
- Air pollution, water pollution and environment pollution have become very acute.
- The pattern of consumption of life have changed from natural food to chemical food.
- Life have become victim to many new fatal diseases.
- The weaver families were existent in the past but at present they are non-existent
- Many Hindu families had left the area and went to India for demonstration effects of other areas of the country.
- The social cost of development process due to their unsustainable nature is very high than social benefit. As a result the society is in net loss.
- Disafforestation, natural imbalance, adverse distribution of fruit trees and wild plants, air pollution, water pollution and environment pollution have generated health hazards and many fatal diseases.
- The massive uses of chemical fertilizers and pesticides have adversely affected the society. In addition to that unplanned embankment, roads and high ways, massive cutting of trees and plants, destruction of forest and pasture lands have very negatively affected all living creature. As a result the consumption of natural amenities of human being have reduced to

greater extent. The community went down to lower social utility level as shown in the diagram : 09

Diagram 9: The level of utility of the community reduced.

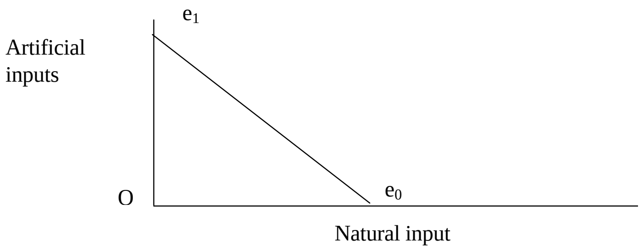

The diagram shows that the community is in equilibrium at point e_1 by using more artificial inputs. If it can reduce artificial inputs to point e_0 the utility of the community will rise by shifting from SU_1 to SU_3 and so on.

How education can solve the problem

Education is the pivot to human resource development. Education is a life long process for human development. It can be divided into formal, non-formal, natural segmentation. The formal education is related with institutions. Non-formal education is related to parents, family, friends, society and nation. Natural education comes from nature and creators. The first one ends up after completion of schooling. But the next two goes throughout the whole life. Formal education consists of two techniques : one is simple learning which necessary condition for human resource development. The other is training which is considered as sufficient condition for human resource development.

Through learning and training the pattern of thinking, behavior and doing of human being can be changed. By virtue of nature human being are individualistic, commercial and consumptionist. For this reason human prefers present than future. Present consumption is always better to him than future consumption. This same behavior makes a man to believe in short-run production function. Short run production function always gives output in a very short period of time without considering the future. It eats up every plants without keeping any seed for future plantation. It utilizes all the fertility of soil in one season without keeping any thing for future use. It reaches growth at the apex without stability. Thus short-run production is very unsustainable.

Understanding of environment and ecological balance and their necessity for survival of human being can prevent environment pollution. Education and only education can make this understanding. In September 2000 UN in its general assembly adopted Millennium Declaration to reduce naives or hard core poverty and hunger to ensure sustainable environment. On june 14, 2007, WHO report says that the major causes of 24% diseases is environment pollution and it is 33% for child diseases. About 40 lacs life could be saved by ensuring environment keep and clean. This seriousness of environment pollution should be brought in the notice of the public. Public opinion should be built through educational campaign. All educational curriculums should include the necessity of sustainable development.

If we want to save Bangladesh from this severe environment, air, sound and water pollution we have to be convinced and we have to motivate our people about thread of massive environment pollution. Both formal and non-formal education will be need to enlighten people about thread of environment pollution and necessity of sustainable development. Education can create social awareness and mobility infavour of healthy environment and as such sustainable development.

Recommendation

The paper have lot of limitations. Though the study area includes only four of 68 thousand villages of Bangladesh it may assume that more or less the same picture is visible throughout the whole country. From the analysis it is very clear that Bangladesh at present facing severe challenge of environment pollution. This is the creation of unsustainable development process of the nation. Our people, animal and biodiversity are at thread. We have to give top priority to this issue.

The nation is at net loss due to past development programs. There created a gap between social benefit and social cost. This blank must be filled up by schemes of sustainable activities. Subsequently the present development process should be made free from unsustainable components including environment pollution. At present all development process should be environment friendly and nature oriented.

The fresh water fish resource was precious diamond mine of Bangladesh. It is on the eve of departure. We must have to save them by preventing water pollution and by creation at least one save lake in every village of the country. Fish fries must be produced at a large scale at the govt. initiative and be freed in fresh water of all rivers. In green programs fruit plantation should be given top priority. Medicinal plants will second priority in campaign. Immediately action should be

taken to remove all pollution from the water of Buriganga, Shitalakshya, Turag and Balu Rivers in one year.

All mud flat rivers, canals, lakes, pools etc. should be redigged immediately. Use of natural fertilizers and pesticides should be encouraged.

Education curriculum and training programs should have sufficient contains on sustainable development including adverse effect of massive use of pesticides and chemical fertilizers.

Necessity for ecological balance, plantation of fruit trees should publicized at government and NGOs level.

The most important step required is that the government have to imagine seriousness of the problem and accordingly have to take measures in short run and long run to over come them.

Conclusion

The water of all rivers around Dhaka and almost of all rivers, lake, ponds of the country has become polluted. Ten years back this water was transparent and drinkable. This small instance is enough to imagine that all creatures living in Bangladesh are on great thread due to massive environment pollution. The unsustainable development measures have already destroyed many of our potential resources. From now and on we have to very seriously give attention to the issue of sustainable development.

Reference

1. Amin. R. and Pierre. M. St. *Giving Voice to The Poor: Poverty Alleviation in West Bengal and Bangladesh*, Dhaka: The University Press Limited, 2002.
2. Asthana, Vandana, 1992, *The Politics of Environment*, Ashish Publishing House, New Delhi:India.
3. Dasgupta,P, 1996, *Environmental and Resource Economics in the World of the Poor*, Resources for the Future, Washington DC.
4. De Janvry,A and R,Garcia,1998, *Rural Poverty and Environmental degradation in Latin America, Effects and Alternatives Solutions*, s88/1/l.3/Rev.2,IFAD,Rome.
5. Hamilton, K,2000, *Sustaining Economic Welfare : estimating changes in per capita wealth*, Policy Research Working Paper, 2498, Washington D.C, The World Bank.
6. Islam, . Mujahidul ,2005, *The Daily Ittefaq*, 2 February,2005 Dhaka.
7. Islam,Nurul, Nurul Huda, Francis B. Narayan, Pradumna B Rana (eds).1997. *Addressing the Urban Poverty Agenda in Bangladesh: Critical Issues and the 1955 Survey Findings*. Dhaka: University Press Limited (for the Asian Development Bank).
8. Khan A.R., and M. Hossain. *The Strategy of Development in Bangladesh* (London: The Macmillan press Ltd., 1989).

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১২

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর অর্থনীতিঃ কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই

মোঃ জিয়াউর রহমান

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বয়স পঞ্চাশ বছর হতে আর এক যুগ বাকি। এর মধ্যে আমাদের অর্থনীতি কেমন হতে পারে এ নিয়ে আমরা আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান।

বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়গুলোর সংগে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক জড়িত। কিন্তু এ তিনটিতেই আমাদের অবস্থা অন্ততঃ ভালো নয়। আরো কথা হলঃ ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP- Annual Development Programme)-র মাত্র ২৮ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

এদিকে জনসংখ্যার দিকে তাকালে দেখা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার ১.৩ শতাংশ। ২০২৫ সালে এ হার ক'মে ১.২ শতাংশ হবে। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর পরেও জনসংখ্যা □মহ্রাসমান হারে বাড়তে থাকবে যা অপ্রত্যাশিত। ২০০৯ সালের প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে শীর্ষ ১০ জনবহুল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। অথচ আমাদের আয়তন মাত্র ১৪৭৫৭০ বর্গ কিমি। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৬০ লাখ ৫০ হাজার ৮৮৩ জনের উপরে। জনসংখ্যার সাথে অর্থনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমরা নিশ্চয়ই এমনটি আশা করিনি। আমাদের সাক্ষরতা হার ৫৭.৭ শতাংশ (৭ বছর এবং তার উপরের বয়স থেকে)। আমরা একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ দেখতে চাই মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীতে যখন অর্থনীতি হবে সুসংগঠিত। পত্রিকার পাতায় চোখ মেললে আমরা যেন না দেখি, দেশে গ্যাস সংকট, জ্বালানির অভাবে শিল্প-কারখানায় স্থবিরতা, ভাঙাচোরা রাস্তার কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধের উপ□ম, নাব্যতার অভাবে নৌ-চলাচল ব্যাহত ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা দেখতে চাই, স্কুল পড়ুয়া কেউ যেন মূর্খ শ্রমিক বা কৃষক না হয়। ঘর থেকে বের

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

হয়ে কোন ভিখারি বা ভিখারিনী দেখতে যেন না হয়। নৈতিকতার অবক্ষয় সমাজকে পতনের দ্বারে ধাবিত করে। সুতরাং নৈতিকতার শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্ধ রাখা প্রয়োজন। সততার বিকল্প নাই। তবে সততার সংগে দক্ষতা ও কুশলতারও দরকার। শিক্ষাংগনে কলমের বদলে যেন অস্ত্র শোভা না পায়।

অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র অপেক্ষা প্রতিটি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, ন্যায় বিচার প্রাপ্তি, স্বাধীনভাবে আপন আপন ন্যায়-সংগত কাজ করার অধিকার, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি বেশি প্রয়োজন।

আমরা পৃথক পৃথকভাবে কয়েকটি বিষয় নিয়ে নিচে আলোচনা করব।

দারিদ্র, বৈষম্য ও কর্মসংস্থান

বিশ্ব যদি বিশাল একটি দেশ হয় কিম্বা গোটা বিশ্বকে যদি বিরাট একটি সংসার ধরা হয় তাহলে দারিদ্র, বৈষম্য ও কর্মসংস্থানকে আমরা কেমন করে সংজ্ঞায়িত করব? আর যদি তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হয়, তাহলেই বা কীভাবে তা নিরূপণ করব? বিষয়টি ব্যাপক। দেখা যাক্ আলোচনায় আমরা কী পাই–

দারিদ্রঃ যদি কোনো ব্যক্তি বা পরিবার তার আয় দিয়ে মৌলিক প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই অবস্থাকে দারিদ্র বলা যেতে পারে।

মৌলিক প্রয়োজনীয় চাহিদার মধ্যে খাদ্যের কথা প্রথমেই আসে। কোনো ব্যক্তি প্রতি ২৪ ঘন্টায় ন্যূনপক্ষে ২২০০ কিলো ক্যালরি না খেতে পারলে তাকে Absolute Poverty বলে। আর কোনো ব্যক্তি প্রতি ২৪ ঘন্টায় ন্যূনপক্ষে ১৮০০ কিলো ক্যালরি না খেতে পারলে তাকে তাকে দারিদ্র সীমার নিচে (Hard Core Poverty) ধরা হয়।

বৈষম্যঃ সংসার থেকে শুরু ক'রে সারা দুনিয়া জুড়ে কেবল বৈষম্য। এটি সাধারণত অসংগত। তবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়ঃ সমান যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যখন কোনো একটি অজুহাতে কাউকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তখন বলা হয়ে থাকে 'বৈষম্যমূলক আচরণ'।

প্রধানত তৃতীয় বিশ্বে যেমন বাংলাদেশে এটির প্রকোপ বেশি। এটি সংক্রামক ব্যাধির মতো। ভাবলে গা শিউরে ওঠে। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কর্মসংস্থানঃ অন্ন চাই বস্ত্র চাই/ বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। কিন্তু সর্বপ্রথমে চাই কর্ম। সৎ কর্ম, মানুষ না ঠকানোর কর্ম, ফাঁকি না দেবার কর্ম। কর্মে কৌশল হবে সৎ কাজ হতে হবে সুসংগঠিত, তবে কাউকে ফাঁদে ফেলানো যাবে না যেহেতু সততার বিকল্প নাই।

দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা সাপেক্ষে ন্যূনতম শিক্ষা জীবন শেষের পরদিন থেকে কাজের নিশ্চয়তা চাই। অর্থনীতিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি অর্থাৎ কাজ/চাকরি নিশ্চিত হয়। এটি বাধ্যতামূলক হতে হবে। ন্যূনতম শিক্ষা শেষে কেউ ঘরে ব'সে থাকতে পারবে না। সরকারি-বেসরকারি এবং ব্যক্তি-মালিকানাধীন চাকরির ক্ষেত্রে বেতন-কাঠামোর দিকে নজর দেয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে যথাসম্ভব সমতা বিধানের দিকে নজর দিতে হবে। কর্তৃত্ব অপেক্ষা পরিচালনার দিকে গুরুত্বারোপ আবশ্যক। মোটের উপর কর্তৃত্ব করা যাবে না। ব্যক্তির উপর নয়, ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনে কাজের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। গ্রামীণ পরিবার থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আবশ্যকতা রয়েছে। (Source: HIES) ২০০৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৪০.৪ শতাংশ মানুষ প্রতি ২৪ ঘন্টায় ২২০০

কিলোক্যালরিও খেতে পারে না। সংখ্যা হিসেবে এটি সোয়া ছয় কোটির মতো। আর প্রতি ২৪ ঘন্টায় ১৮০০ কিলোক্যালরিও খেতে পারে না ১৯.৫ শতাংশ মানুষ (৩ কোটি ১২ লাখের উপরে)।

বাংলার দামাল ছেলেরা জীবন-পণ বাজি রেখে এইজন্য কি স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল যে, মুক্তিযুদ্ধের ৩৮ বছর পরেও কোটি মানুষ কর্মক্ষম থাকা সত্ত্বেও বেকার থাকবে? এটিই কি আমাদের স্বপ্ন ছিল? অবশ্যই নয়। আর 'মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর অর্থনীতি'তে এরকম বাংলাদেশই আমরা দেখতে চাই। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা হল ১৫ কোটি ৬০ লাখ ৫১ হাজারের উপরে। বর্তমানে আমাদের মোট কর্মক্ষম জনশক্তি ৪ কোটি ৯৬ লাখ (২০০৫-০৬ সালের হিসাব অনুযায়ী) এবং মোট বেকার ২২ লাখ।

বর্তমানে মাথাপিছু আয় ৬৯০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এটি সুখবর। কিন্তু প্রশ্ন হল যারা প্রতি ২৪ ঘন্টায় ১৮০০ কিলোক্যালরি খাবারও জোগাড় করতে পারে না, তাদের কাছে কি এই উন্নতির ঢেউ গিয়ে পড়ে? নাকি আমরা বলব যে তারা কাজ করে না ব'লেই তাদের এ দুর্দশা? সেই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেরা কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পেলে তার দায়ভার কে নেবে? রাষ্ট্রেরই তো নেবার কথা। স্বাধীনতার এত বছর পরেও কেন এমন হবে? স্বাধীনতার আগে কি এ দুর্গতি আরো দুঃসহ ছিল? মানুষকে জানাতে হবে প্রকৃত অবস্থা কী ছিল। মোটের উপর স্বাধীনতার আগের ও পরের অর্থনীতির অবস্থা নির্দিষ্ট সময়ে তুলনা করতে হবে। অর্থাৎ স্বাধীনতার পরে ১০ বছর ধ্বরে অর্থনীতির অবস্থা কেমন ছিল? আবার স্বাধীনতার আগে ১০ বছর ধরে অর্থনীতির অবস্থা-ই-বা কেমন ছিল? বৈষম্য বৈরিতা বাড়ায়। তাই সমাজে বৈষম্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে এলে তা উন্নয়নের পথে সহায়ক হবে। সকলেই আপন প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশা করে। সেটিই স্বাভাবিক, তবে লক্ষ্যণীয় যে, সে প্রত্যাশা যেন কখনোই অন্যায়, অযৌক্তিক ও অমানবিক না হয়।

২০০৮- '০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৬৯০ মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় ৮২ মার্কিন ডলার (১৩.৪৮শতাংশ) বেশি যা গুরুত্ব বহন করে। ব্যক্তির কাছে যাতে এ জোয়ার খেলা করে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দামস্তর যাতে সহনীয় পর্যায়ে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখলে এ জোয়ারের কিছুটা জনগণের মাঝে গিয়ে পড়বে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ

জলবায়ু ও পরিবেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আবহাওয়া মন্ডলকে জলবায়ু প্রভাবিত করে। বাতাস যখন ভারী হয়ে ওঠে এবং পানি যখন দূষিত হয়, তখন আবহাওয়া ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাতাসে কার্বনের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে তা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তা পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এদিকে শিল্প সৃষ্টি করতে গেলে কার্বন নিঃসরণ করতে হবেই। তবে নিঃসরণের পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে যাতে প্রভাবও সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে আসে। গেল বছর ডিসেম্বরে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে এ বিষয়ে ব্যাপক আলোকপাত করা হলেও দুঃখের বিষয় যে, কার্যত কোনো ফলপ্রসূ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। পরিবেশের সমন্বয়ের জন্য পরাশক্তির পক্ষ থেকে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা দেয়া হয় তা অত্যন্ত অপ্রতুল। বাতাসে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস প্রাকৃতিকভাবে সহনীয় পর্যায়ে বিদ্যমান। পরিবেশ মান-সম্মত ও বাসযোগ্য রাখতে এ সকল গ্যাসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে চাহিদার □মবৃদ্ধির কারণে নতুন নতুন শিল্প ও পুরোনো শিল্পের আয়তন বেড়েছে। এতে কার্বন নির্গমনের পরিমাণ বেড়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে পরিবেশের বিপর্যয় ঘ'টে বসবাসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও অযোগ্য ক'রে তুলছে। এর পরিত্রাণ হওয়া অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের তাগিদে সরকার ও বড় বড় বেসরকারি সংস্থাগুলো সম্মিলিতভাবে পর্যাপ্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করলে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে

পারে।

পলিথিন, কলকারখানার বর্জ্য ইত্যাদিও দেশের পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। বিশেষত শহরাঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা পলিথিনের কারণে মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এ বিপর্যয় পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীর ক্ষেত্রে হলে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আবহাওয়া দূষণের ক্ষেত্রে এটিও জীবনের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ নয়।

ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর বর্জ্য অপসারণের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে মহৎ কাজ। কিন্তু পাশাপাশি উত্তোলিত বর্জ্য যেখানে ফেলা হচ্ছে, তার জন্যও যে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে সে-বিষয়েও ভাবতে হবে। ঢাকার হাজারীবাগে ট্যানারী শিল্পের বর্জ্য সবই বুড়িগঙ্গায় পতিত হয়, যার কারণে তার পানির অবস্থা তথৈবচ। ট্যানারী শিল্প হাজারীবাগ থেকে সরিয়ে নেবার ঘোষণা অবিলম্বে কার্যকর করা দরকার। এছাড়া দেশের অন্যান্য স্থানে যে সব শিল্পের বর্জ্য পরিবেশের উপর হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া আশু দরকার। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি সব ধরনের শিল্পের সব ধরনের বর্জ্যকে ব্যবহার ক'রে নতুন কোনো উপকার পাওয়া যায়।

সুন্দরবনে বর্তমানে ৪৫০টি বাঘ রয়েছে। বন্য প্রাণী পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। রাজধানী ঢাকার চারপাশ ঘিরে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদী বিরাজমান। পরিবেশকে সমুন্নত রাখতে বিভিন্ন ধরনের শিকার (যেমন– মাছ ও জলজ প্রাণী ধরা, এদের ক্ষতি হতে পারে এমন কিছু করা, পাখি ও বন্য জন্তু মারা)-এর উপর বিধি-নিষেধ কার্যকরভাবে আরোপ করা দরকার। এমন ধরনের কাজ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে যাতে পানি ও মাটির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য খর্ব হতে না পারে। □মবর্ধমান নাগরিক সভ্যতার তাগিদে ইটের চাহিদা বেড়েছে। এতে ইট-ভাটার ব্যবসার প্রতি মানুষ ঝুঁকছে। কিন্তু ইট পোড়ানো ও তৈরির মাটির প্রতি যথার্থ নিয়ম মেনে চলতে হবে। ইট পোড়াতে হবে কয়লা দিয়ে।

নৈতিক শিক্ষা (মানবতা সমাজ প্রেম, দেশ প্রেম প্রভৃতি) প্রসারের ক্ষেত্রে জাতীয় বাজেটে একটি বরাদ্দ রাখলে ভালো হবে। শব্দ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন থেকে আইনানুযায়ী দূরে থাকতে হবে। দেশের সর্বত্র পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন যাতে নদীতে বা অন্যান্য জলাধারে প'ড়ে পরিবেশ বিপন্ন না করে, তার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোনো কোনো এনজিও'র ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য।

ঢাকার হাজারীবাগ থেকে চামড়া পাকা করার কারখানাগুলো সরিয়ে নেবার উচ্চ আদালতের রায়কে মানুষ সাধুবাদ জানায়। উল্লেখ্য, দেশ ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কি উচ্চ আদালত এমন অকাট্য রায় দেন? সময়ের ব্যবধানে সঠিক রায় প্রদানের গুরুত্ব কতখানি থাকে? শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য পরিশোধনাগার (ETP- Effluent Treatment Plant) উচ্চ আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে থাকার রায় প্রশংসাযোগ্য। এটিকে চলমান রাখতে হবে।

পলিথিনের বদলে কাগজ বা পাটের তন্তু দিয়ে সহজলভ্য ব্যাগ তৈরি ও ব্যবহার করলে নালা-নর্দমা বন্ধ হওয়ার আশংকা কম থাকে। নদীর নাব্যতা রক্ষার প্র□য়াকে চলমান রাখতে হবে।

ডেনমার্কের কোপেনহেগেন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঘোষিত হয় যে, ২০১২ সাল পর্যন্ত 'জলবায়ু সাহায্য তহবিল' (Climate Aid Fund) বাবদ ৩০ বিলিয়ন ডলার এবং ২০২০ সাল থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার □মশ উষ্ণ হয়ে ওঠা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ।

মেরুসাগর ও পর্বতশৃংগের বরফ তখনই গলতে শুরু করবে, যখন আবহাওয়া মন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ৩৫০ পিপিএমের বেশি হয়। সেই সাথে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও ভূমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বন্যা, খরা, সাইক্লোন, তাপজনিত বিভিন্ন রোগ-বালাই (যেমন– ম্যালেরিয়া, পানিবাহিত রোগ) ইত্যাদির আধিক্য ঘটায়। বাংলাদেশ নদী-

মাতৃক দেশ। এদেশের আবহাওয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ইতিমধ্যে ৩৯০ পিপিএমে পৌঁছেছে। এখন আবহাওয়া মন্ডল যাতে আর উষ্ণ না হয়, অধিকন্তু যাতে শীতল হয় সেবিষয়ে সতর্ক হতে হবে।

মিথেন গ্যাসও আবহাওয়ার উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ। অবাধে বৃক্ষ নিধন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, যানবাহনসহ বিভিন্ন ইঞ্জিন চালনা, শিল্পায়ন ইত্যাদির সঙ্গে গ্রিন হাউসের নিবিঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এনার্জির চাহিদা ৪৫ শতাংশ বেড়ে যাবে ২০৩০ সাল নাগাদ। আর এ সময় পর্যন্ত জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ৮০ শতাংশ জ্বালানির চাহিদা মিটবে যা ভয়াবহ। কারণ এতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আকাশে-বাতাসে বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাবে।

জলবায়ুর এহেন সংকটকালে সকল অবস্থায় (যেমন– লোনা পানি, বন্যা, খরা ইত্যাদিতে) চাষোপযোগী ধান ও অন্যান্য ফসল উদ্ভাবন করা গেলে, বাসযোগ্য ঘর-বাড়ি বানাতে পারলে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর কারণে জলবায়ুর দূষণ বেশি হচ্ছে, যা আমাদেরকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, জলবায়ু বিষয়ে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিশ্ব সম্মেলন ব্যর্থ। তবে আশার কথা হল: জার্মানীর বন ও মেক্সিকো সিটিতে যথাক্রমে সামনের জুন ও ডিসেম্বরে জলবায়ু সম্মেলন আবার হবে। তখন হয়তো উন্নয়নশীল দেশসমূহের মতো বাংলাদেশও জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সম্পর্কে সুখকর কিছু শুনবে যা বাস্তবে রূপ দিতে হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সম্পদ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত ৬৮৩ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম ছয় মাসে ৫০৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৭৪ শতাংশ। ২০০৯- '১০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য মোট বরাদ্দ রয়েছে তিন হাজার ১৩৩ কোটি টাকা। এ খাতে জুলাই '০৯ - ডিসেম্বর '০৯ পর্যন্ত সময়ে ব্যয় হয়েছে মোট বরাদ্দের ২২ শতাংশ (৬৭৫ কোটি টাকা)। অর্থ খাটাতেও যে যোগ্যতা লাগে, তার-ই প্রতিধ্বনি শোনা যায় এর মাধ্যমে।

গ্যাস, তেল, কয়লা প্রভৃতি ব্যবহার ক'রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক, বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ এবং সৌর বিদ্যুতও উৎপাদন করা সম্ভব। তিতাস গ্যাসের সর্বোচ্চ চাহিদা ১৬৮ কোটি ঘনফুট। বর্তমানে ঘাটতি প্রায় ২৫ কোটি ঘনফুট। গ্যাসের চাহিদা মিটাতে বিকল্প হিসেবে 'রেশনিং'-এর ব্যবস্থা ক'রে বর্তমানে গ্যাসের চাহিদা মিটানো হচ্ছে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় কতদিন চলবে? রেশনিং মানে হল, সপ্তাহের একেক দিন একেকটা অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ করা হবে না। আর এ ব্যবস্থা শিল্প-কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে যেসব প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ২৪ ঘন্টাই গ্যাস প্রয়োজন, সেসব প্রতিষ্ঠান রেশনিং-এর আওতার বাইরে থাকছে। এটি ভালো যে, রেশনিং প্রথা তদারকির জন্য পাঁচটি পরিদর্শক দল ঘুরে ঘুরে কাজ করছে।

বাংলাদেশে মোট জ্বালানি তেলের চাহিদার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ ডিজেল ও কোরেসিন দিয়ে মেটানো হয়। প্রতি বছর বাংলাদেশ সরকার প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা আমদানি শুল্ক পায় জ্বালানি তেল থেকে।

দেশের চাহিদা মেটানোর জন্যে প্রতি মাসে প্রায় এক লাখ টন (এক জাহাজ) অপরিশোধিত তেল এবং পাঁচ-ছয় জাহাজ পরিশোধিত তেল বিপিসি (BPC- Bangladesh Petroleum Corporation)–কে আমদানি করতে হয়। কিন্তু প্রতি মাসে আরো প্রায় ৩ লাখ টন বেশি ডিজেল বোরো মৌসুমে (নভেম্বর- মার্চ পর্যন্ত) আমদানি করতে হয়।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে গত অর্থবছরের তুলনায় এ বছর প্রতি এক লাখ টন (মূল্য প্রায় ৪৮০ কোটি টাকা) অপরিশোধিত তেল আমদানিতে প্রায় ১০৫ কোটি টাকা বেশি লাগছে। যার কারণে প্রতি মাসে অতিরিক্ত ২৩৭ কোটি টাকা গুনতে হচ্ছে বিপিসিকে।

এখন কথা হল: আন্তর্জাতিক বাজারে যে কোনো পণ্যের দাম যে কোনো সময় উঠা-নামা করতে পারে। এক্ষেত্রে আগে থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আবার বিপিসি দেশের চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা (৫০ কোটি মার্কিন ডলার) ঋণ সহায়তা চেয়েছে সরকারের কাছে। এর আগেও এসব ব্যাংক বিপিসিকে ৩০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দিয়েছিল।

১৭৮ মেগাওয়াটসম্পন্ন সাতটি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে আইপিএফএফ প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ৩৯১ কোটি ৩৪ লাখ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। এটি ভালো। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারী (PPP- Public Private Partnership) প্রকল্পের অর্থায়ন ও কার্যম যাতে ভালোভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো উন্নত রাষ্ট্রগুলোর কাছে সহযোগিতা প্রত্যাশা করে। এটি খারাপ কিছু নয়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে সহযোগিতা যাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয়।

অবকাঠামো

চলতি অর্থবছরের এডিপি-তে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দ তিন হাজার ৬৯৯ কোটি টাকা। কিন্তু ছয় মাসে মন্ত্রণালয়ের একাধিক সংস্থা মিলে মাত্র ৫৯৭ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছে। বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক জড়িত।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তাদের মোট বরাদ্দের মাত্র ১৮ শতাংশ ব্যয় করেছে।

উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছর এডিপি-তে মোট ৮৮৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত অর্থবছর ছিল ৯০৪টি। গেল অর্থবছর সংশোধিত এডিপির আয়তন ছিল ২৩ হাজার কোটি টাকা এবং বাস্তবায়িত হয়েছিল ১৯ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকা (৮৬ শতাংশ)। চলতি অর্থবছরে এডিপি সাড়ে ৩০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে সাড়ে ২৮ হাজার কোটি টাকায় আনা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাগুলোতে নাজুক অবস্থায় রয়েছে প্রায় ২৭৫ কিলোমিটার রাস্তা। সম্প্রতি সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরাধীন মহাসড়ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (HDM- High way Development and Management) বিভাগের হিসাব অনুযায়ী এ পরিসংখ্যান। আর খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলেই এ অবস্থা বেশি বিরাজমান। এক হাজার ২০০ কিলোমিটা রাস্তা সামান্য ভাঙাচোরা যেখানে ৫০০ কিলোমিটারের ওপরে রাস্তা-ঘাট ভাঙাচোরা। এসবই হচ্ছে জেলা পর্যায়ের রাস্তাঘাট।

আঞ্চলিক ও জাতীয় মহাসড়কের অবস্থা অতটা খারাপ না হলেও সেগুলোরও সংস্কার প্রয়োজন। সওজ সে-রকম কথাই বলেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে অবকাঠামোর উন্নয়ন। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে মুক্তি বাঙালিরা অর্জন করেছিলেন, তা কি অবকাঠামোর এই হীন দশা দেখার জন্যে? নিশ্চয়ই নয়। প্রায় দুই কোটি টাকায় মেরামত হচ্ছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রাম অংশের রাস্তা। অর্থ বড় কঠিন জিনিস। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের অবস্থা মোটেই ভালো না হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো মেরামত হচ্ছে না। সেতু না থাকায় সিলেট-কোম্পানিগঞ্জ-ভোলাগঞ্জের স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা দেখতে চাই টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত দেশের সর্বত্র প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন– কৃষিজমির মতো হয়ে যাওয়া কুয়াকাটা-কলাপাড়ায় সুন্দর রাস্তা, বন্ধ হয়ে যাওয়া গাজীপুর, আজমতপুর ও ইটখোলা সড়কের নির্মাণ কাজের পুনরারম্ভ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য রাস্তাঘাট। যেসব সড়কে বেশি যান চলাচল করে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০০৯-

২০১০ অর্থ বছরে ৪৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে। এইচডিএম বিভাগের তথ্যমতে, আড়াই হাজার কোটি টাকা হলে এ বছর সারাদেশের ভাঙাচোরা রাস্তা মেরামত করা যাবে। বরাদ্দকৃত অর্থ জাতীয় মহাসড়কগুলোর মেরামতেই ব্যয় হবার ফলে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের সড়কে হাতই দেয়া যায় না। প্রায় ১৮ হাজার কিলোমিটার পাকা রাস্তা সওজের অধীনে।

বর্তমানে সওজের অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা ১৫ এবং এজন্য এক হাজার ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অসমাপ্ত সেতু সমাপ্ত করা ও ইস্টার্ন সেতু উন্নয়ন প্রকল্প হল সবচে' বড় অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে।

অবকাঠামো বলতে আমরা বিদ্যুৎ, জ্বালানি (যেমন– গ্যাস, তেল, কয়লা, সৌরশক্তি), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, পানিপথ ইত্যাদিকে বুঝি। আমরা স্বাধীনতা নিশ্চয়ই এজন্য অর্জন করিনি যে, একজন টাকা পয়সা নিয়ে কাজ না করে চ'লে যাবে– আবার অন্যজন এলে তার জন্য পুনরায় টাকা দেয়া হবে।

৭৭৩ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে দেশের পূর্বাঞ্চলে ছোট-বড় প্রায় এক হাজার সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে। আর এটি হয়েছে ইস্টার্ন সেতু উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে। চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ কম হওয়ার কারণে জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়কগুলো চালু রাখা হয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। এরপর জেলা সড়কে বরাদ্দ দেয়া হয় যদি টাকা অবশিষ্ট থাকে। বিশ্বব্যাংকের সাথে আলোচনা চলছে বড় ধরনের মেরামতে অর্থায়ন পেতে। এক্ষেত্রে মানি ক্রিয়েশন (Money creation)-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নড়াইল জেলার নড়াগাতি থানার ডুমুরিয়া গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মধুমতি নদীর কাছে ডুমুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর নিকটে ডুমুরিয়া সোসাইটি ঘাট। এখান থেকে যদি একটি সেতু মধুমতির উপর দিয়ে নির্মাণ করা যায় তবে নড়াইল এবং গোপালগঞ্জ জেলার মধ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে সেতুটি। সুতরাং তখন এর ঢেউ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। এক সময় মধুমতি খরস্রোতা টলমল যৌবনা নদী হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা শীর্ণকায়। কাজেই এর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার তাগিদে মধুমতি নদীটির ড্রেজিং করা একান্ত জরুরী।

২৭-০১- '১০ তারিখ রোজ বুধবারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুস্তাফা মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় মন্ত্রণালয়ের চলতি অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালের এডিপি বাস্তবায়নে ৬২ শতাংশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ব'লে দাবি করা হয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যে এটি সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে জড়িত। অর্থনীতিকে বিক্ষিপ্তভাবে দেখার অবকাশ নেই। এটি অনেকটা চেইন রুলের মতো। এর সুতোগুলো কোন না কোন ভাবে একটা আরেকটার সঙ্গে জড়িত। সুতরাং একটাকে বাদ দিয়ে যে আমরা আরেকটা করবো তার ফুরসত নাই। ব্যাংক ব্যবস্থা যদিও অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত তারপরও এটি গ্রামের কোন এক ভূমিহীন কৃষকের সঙ্গে জড়িত। পররাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য হয় যার লেজুড় আমাদের ডুমুরিয়া ও পহরডাঙা গাঁয়ের ভাসমান মুড়ি-চানাচুর ব্যবসায়ের ভিত্তির সঙ্গে এর অংকুর লেগে আছে। সুতরাং অর্থনীতি বিশাল একটি বিষয়। বিক্ষিপ্তভাবে আমরা একে বিচার করলে চলবে না। এটিকে দেখতে হবে সামগ্রিক ভিত্তিতে, তাহলেই অর্থনীতি হবে মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Wholesale Market Global Experience & Bangladesh

M S Siddiqui*

Abstract

Governments have a responsibility to ensure adequate food supply for their people. This responsibility is usually undertaken in all the economies by governments putting in place the necessary infrastructure, and financial and legislative framework so that the market can operate properly. Government must create effective pricing mechanisms for wholesale markets and retail markets for fair competition and transparency.

The purpose of wholesale and retail markets cater the nation for many centuries over the establishment of cities and towns. We may recall the memory of the village Bazaar or Hat at road intersections where weekly markets took place. The wholesale market sits in Gonj or on the bank of the rivers.

The marketing of agricultural products is dominated by the traditional businesspersons. They are money lenders through 'Dadon', commission agent, brokers, wholesalers for selling own purchased goods or rent the wholesale shops. Unfortunately there is a gap between demand of services and supply from the government.

The Europe, Asia and Latin America has some common characteristics of the wholesale markets. Those are: those market are regulated by laws and rules, controlled and monitored by Government and local bodies, market managed by local body, Joint stock company and cooperatives, the laws ensured the active participation of producers, wholesalers, consumers, Government finance or give subsidy for constructing infrastructures, establishment of alternate market for direct transaction between producers and consumers.

---

* Part time Teacher, Leading University, E-mail: shah@banglachemical.com

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

> *The wholesale market in open market economies (including the market leader, USA) are under full control, on the other hand, the wholesale market in Bangladesh is totally free although the economy is mostly controlled by the government.*

The recent outcry due to an increase in the price of Sugar and the increase in the price of foodstuffs during Ramadan has initiated a debate. The government leaders along with business leaders talked much but without any positive result. This is not only a failure of the present government but all the recent past governments also failed to stabilize the price of essentials.

The governments have a responsibility to ensure adequate food supply for the population of the country. This responsibility is usually undertaken in all the economies through governments putting in place the necessary infrastructure, and financial and legislative framework so that the market can operate properly.

Governments have the responsibility to ensure that basic food staples of sound quality and are available in regular quantities. They should provide the necessary infrastructure for production like irrigation, supply of fertilizer and seed etc. They should have research and extension service to improve the seeds and fertilizer services. It also require the provision of storage, food security, marketing and distribution to ensure due price to farmers. Government should also set up cold storage and market facilities where private enterprises are unwilling or unable to invest. They should ensure supply of staple foods; provide criteria and guidelines for market transactions to ensure fair and transparent competition among suppliers and wholesalers; ensure compliance with standard weights and measures; provide criteria for quality or grade standards; provide controls for human health, and plant and animal pests and disease.

Government must create effective pricing mechanisms for wholesale markets and retail markets for fair competition and transparency. The food supply to be assured to ensure that food products are safe for human consumption, which they do not spread plant or animal diseases like birds' flue, swine flue and those quality standards are maintained. The compliance enforcement is therefore the responsibility of the government, local government or Bangladesh Standard and Testing institute or any other appropriate regulator.The products should have other standards like ingredients, date of manufacture, date of expiry, name of manufacturers/importers etc.

Unfortunately there is a gap between demand of services and supply from the government. The supply of seeds and fertilizers to some extent are handed to private sector and government is regulating and controlling it through regulation and fiscal measures.

The simultaneous presence of available produce, buyers and sellers in a single place helps to ensure that prices paid and received are realistic and fair at all times. The recent crisis of sugar revealed that the regulator, law enforcing agencies and consumers as a whole, don't know the process of DO (delivery order). The DO changes hands adding price to the cost of sugar. We were not aware how the wholesale markets operate in this country.

We may recall the memory of the village Bazaar or Hat at road intersections where weekly markets took place. The wholesale market sits in Gonj or on the bank of the rivers. The purpose of wholesale and retail markets cater the nation for many centuries over the establishment of cities and towns. There is a recent development in the city retail markets with the introduction of departmental stores and setting up of some food industries. The change has been the establishment of modern food packers and suppliers for a range of food commodities, together with associated pre-packaging, assembly and other food distribution activities are concentrated under one roof and marketed under brand names. There are some popular brands for traditional rice produced in rural area. The price of different branded rice is different.

There is a change of characteristics of wholesale markets during last few decades. The improvement of transport system and capacity of market at wholesale and retails levels has an impact on the price and supply situation. There will be continuous change of wholesaling and retailing in response to urban growth, the increasing role of updated wholesale market apart from Batamtoly and Mouluvi Bazar and Khtungonj and also increased consumer spending capacity. The per capita income growth for last few years is significant. These changes demands positive change in views of government regulatory body towards the markets, reform, organized and managed.

The marketing of agricultural products are dominated by the traditional businesspersons. They are money lenders through 'Dadon', commission agent, brokers, wholesalers for selling own purchased goods or rent the wholesale shops. However, in markets at production site and at wholesale market at Gonj or Upzila level market and also at entry point of cities have auction process are often carried out by the self regulatory authority or managing authority of the business community as per standard norm and practice. The beauty of the system has proven standard without any law and regulation and government intervention.

The governments now have policies of intervention in markets with very strong Mobile Court Act 2009 But the Act only made bureaucrats happy without any positive outcome. The statement of government leaders and other experts reveled that the gap between demand and supply of "service" from the government is effective management of wholesale and retail market. Some of them are looking for another alternative law to arrest culprits (businessmen!).

There is one consensus that the system is not working properly and regulators have failed to maintain the market properly. Let us evaluate the experiences of various countries around the world for effective management of the market or in the language of the Bangladesh experts "the control of the price of essentials."

Spain has introduced improvements in wholesale marketing in the 1960s. In 1966, the Empresa Nacional Mercados Centrales de Abastecimientos S.A. (MERCASA) was set up by the Ministry of Trade with the specific purpose of creating a modern network of wholesale facilities to replace the old central markets in each major city.

The government organized MERCASA as a joint stock company along with the relevant city corporation authority and some professional organizations like trade association The city corporation hold 51 percent and 26- 49 percent for MERCASA and the remainder for trade bodies.

They also form a "syndicate" comprising of MERCASA, are the producer, traders and consumer associations with the purpose of promoting and building the new markets. In this case also city corporation buy shares and became an active sponsor to create a venture in the start-up phase of the market projects In certain specific cases MERCASA's share may be higher to cover the total financing.

In this way, any city can equip itself with the legal, and to some extent economic and financial means, to set up an integrated market for essential products within the MERCASA network.

Italy has legislation for setting up wholesale market which reflects the decentralizing disposition of the state, and grants the ownership and management of wholesale markets to municipal authorities. The law was the first legal framework provided by the Italian Republic which liberalized wholesale trading. It has provision of funding for their construction, granting of financial aid for their construction, evaluation criteria for the granting of aid to wholesale markets, decree of Local Autonomy and also granting of financial aid for their construction. However, Italian wholesale markets were aging structurally, were inefficient and making losses and they are working out further investments in renovations and new plant, considering the economic and geographical importance of the wholesale market, taking over majority public shareholdings in the company, and make multipurpose market structure.

Italy has forty "syndicated companies", some of which were selected to receive funds for new wholesale markets (the syndicates of Bologna, Turin, Catania, Cosenza, San Benedetto and Verona).

Under the new wholesale management plan, Italian local authorities started to establish the services and create a joint stock company and a special company to

which the management is automatically transferred. In turn, the municipality transfers the management of services to a syndicated company as a concession by tender.

These syndicate companies granted funds to achieve a balanced national distribution of goods, eliminating all forms of duplication, through centers located in the best sites from the point of view of communication by air, sea or land, thus facilitating the movement of goods and freeing urban centers. The system was also aimed at improving warehousing, refrigeration, and providing real-time information on other markets, stocks, prices, flow of goods, foreign trade, etc.

The France wholesale markets are organized as a Network of Markets of National Interest (Reseau de Marchés d'Interêt National, MIN) by laws passed in 1953, whose objective was to simplify or reduce marketing channels so as to reduce costs and clarify market transactions, while allowing the possibility of improving the quality of products throughout the marketing process, the concentration of supply on a single site with adequate facilities: the effects on distribution channels, standardization, permitting sales by auction and, finally, the effects on prices of networking centers of production and consumption into a single unit, and introducing the concept of individual market units instead of an overall national scheme. The characteristics of the MINs are that they are closed markets with controlled entries and exits, located on main roads and/or railway lines, and equipped with cold storage facilities and other complementary services.

In Germany wholesale markets are a municipal responsibility, and the markets are owned by the different cities, directly or through companies wholly owned by the municipal authorities, save for a few exceptions which are administered by companies whose by-laws are established by the municipalities and come under public law (the employees are civil servants under public law and the tariffs are set under public law). In most cases the companies are registered as limited companies. There are no federal or state laws to regulate the activities of wholesale markets.

The wholesale market of Berlin has certain features that differ from the rest as regards the form of management. The owner of the wholesale market is a limited company founded in 1960 (Berliner Grossmarkt GmbH, BGG) whose stock capital is wholly owned by the Berlin city-state. Recently the administration and operation of both wholesale markets were transferred to the Berlin Cooperative for the Administration of the Wholesale Fruit and Vegetable Markets. They have another set of Tariff Regulations (Geb hrenordnung) issued by the cooperative. The latter has a great deal of power over market governance for approval or refusal of licenses to wholesalers, use and rental of stalls and spaces in the wholesale market, application of penalties, settlement of complaints.

Wholesale market information and statistics are issued by the BGG and the cooperative. The imposition of penalties is governed by the cooperative. Finally, the by-laws establish a system for complaints against measures taken by the cooperative, which are resolved by a Committee consisting of representatives of the BGG, the cooperative, the wholesalers' association, the chamber of commerce and senators. This Committee may modify, alter and confirm the cooperative's decisions.

UK has no network of wholesale markets but there is some wholesale market like London's Covent Garden, governed by a public authority established by an Act of Parliament in 1961. In 1966, Parliament approved the authority's decision to relocate the market to a new site, Nine Elms, inaugurated in 1974.

The operation of whole market is almost free to regulation except the food hygiene and product classification rules under unified EU rules applicable to the entire European Union.

The market like London's convent Garden are governed by authority consists of a President and a Director-General appointed by the Ministry, together with other members, no less than three and no more than six, appointed from the ranks of highly experienced and capable professionals in industry, trade, administration, transport, finance, law and labor organizations.

The Management authority must see to it that income is sufficient to cover its needs. This is its main duty. In some very special cases the Minister may grant cash advances which must be reimbursed in an appropriate manner. There is also an advisory market-management committee consisting of a chairperson, a secretary and 18 other members, both for fruit and vegetable products and for flowers. There are some more statutory committees are the Advisory Management Committee, the Advisory Traffic Committee, the Advisory Market Workers' Committee and the Advisory Market Finance Committee. There is also an advisory committee of economists.

The leader of open market economy, US have full state control over the food product market with state assembly resolution and managed by corporation created under the resolution. The decree of the State Assembly General which instituted the Food Center Authority explicitly recognized that food marketing is a matter of public interest, and also recognized that the maintenance of market structures is a public function. The Maryland Food Center in Baltimore, which dates from 1989, is the latest large wholesale markets have been built in the United States. In view of the fact that the obsolescence of installations in the State of Maryland was causing high food marketing costs, the State Assembly decreed the creation of a Market Authority as a public corporation, whose function would be to purchase the land, build and operate a new food center.

The Market Authority is a not for profit organization and earn very small profit for the service. This is a political and corporate body created as an instrument of the State of Maryland with a broad range of responsibilities which include purchasing, maintaining and disposing of property and assets, drafting all types of contracts and leases for market stalls, and fixing fees and rents for the use of the installations. The Authority owns and operates the different central markets in the region. It has an Advisory Committee with the function of advising the members of the Authority from time to time.

Let us look into Asia. Japan enacted The Wholesale Market Regulatory Law in 1971. The law classifies wholesale markets into three categories: central, local and others wholesale markets.

The Ministry of Agriculture used to give approval for central wholesale markets as the main distribution and consumer centers. They give approval to local public authorities, cities with more than 200 000 inhabitants and local traders' associations with several years experience. On the other hand the local wholesale markets are established with the approval of the Governor of local government. The members are the local public authorities that have built or are in charge of wholesale markets.

Wholesalers must obtain approval from the Ministry of Agriculture for each market and each product they trade in for two or three products. Japanese system does not have any trade body in wholesale market and there are not information networks unlike European markets, but there is an Association of Central Wholesale Markets of Japan with head-offices in Tokyo's metropolitan central wholesale market and six district offices in the six district wholesale markets. Its activities are to rationalize the markets, modernize installations, monitor the management practices of the wholesale markets and wholesalers, and modernize distribution and information.

The wholesale markets in Hongkong were setup by different government bodies. The Director of Agriculture was responsible for the administration and management of the three groups of wholesale markets in the territory during British rule. At present the Cheung Sha Wan wholesale fruit and vegetable market is operated by the traders' association established as an authority on the basis of the Hong Kong legislation. It is non-profit making and its income amounts to 10 percent of the commissions on the value of the produce. Transactions take place by negotiation.

The Director of Trade established seven units of Fish Marketing Organizations (FMO) to operate as a corporation. It has an advisory committee. An FMO make the regulations for operation of the market and work as non profit organization funded by income of 6 percent of the commission on sales made by negotiation or auction. The Director of Agriculture established for fruit, vegetables and poultry markets. Market stalls are rented on a daily basis and rents are calculated to cover costs.

South Africa has a number of laws to regulate the wholesale markets namely- the Fresh Produce Markets Act, 1970; the Agricultural Produce Agencies Act, 1975; the Marketing Act, 1968. The provincial governments use to promulgate the regulations of their provincial wholesale market.

There is a commission for Fresh and Perishable Produce under the act of 1975, whose purpose is to advise the Minister on all matters related to the market. It consists of three or four members appointed by the Minister. It also establishes the payment of market fees. The government has set policy of development and building of new national markets, and the replacement of structures considered obsolete, the country's central Government used to grant subsidies to the local authorities responsible for market services.

The Agricultural Produce Agencies Act, 1975 regulates the sale of fresh produce by brokers or other agents. It defines the broker as a person who, against a commission, sells produce on behalf of another person and exercises control over the products and/or selling procedures for the latter. The market agents or brokers are remunerated for their services with a commission that can range from 5-7 percent of the gross value of goods sold. These percentages are fixed by law.

Argentina is following, in broad terms, a system based on the French model of the MIN and the Spanish model based on MERCASA. In 1967, the Buenos Aires Central Market Corporation was created by the Ministry of Interior and Economy, in partnership with the Provincial Government of Buenos Aires and the Municipality of the City of Buenos Aires. It had a legal framework for the planning, building and administration of the Buenos Aires central market as the single wholesale market in the city.

The Law Mercados de Inter s Nacional (Markets of National Interest) 1971 and its Regulatory Decree are aimed at the creation of a MIN network, operating as a public service. The MIN is considered public services. Management may be sub-contracted to outsiders as long as the producers have an adequate participation in the marketing process.

The by-laws formulated by the Executive Council regulate the hours of business, minimum quantities, sales systems, conditions and obligations for participants, assignment by tender of market stalls, access to the market confines, level of rents, fees, deposits and guarantees, inspection of installations and internal traffic regulations.

There is an information system in order to record market arrivals and prices. Such information can contribute to the orientation of producers, the efficient distribution of food supplies in the country and inter-market collaboration.

More over the traditional central wholesale market continues to play an important role in many countries, some have expanded to become terminal wholesale markets, by large food supply complexes are located on the outskirts of key cities, combining a fruit and vegetable wholesale market for direct transaction between growers and consumers. In addition, they have facilities for processing, grading and packaging, and excellent communication facilities. The whole complex has been built by a municipality, provincial or national government, or often a combination of all three. Some of the largest new market complexes e.g. Thailand Market in Bangkok have been built by private enterprise with government-backed finance or other support.

The latest marketing strategy is marketing by-passing the wholesale market. This process is very popular and successful in developed economies. In the United Kingdom it is now estimated that up to 75 percent of all traded fruit and vegetables bypass wholesale markets. However, some of the transactions for this produce are actually arranged by wholesalers based in wholesale markets. Produce is often delivered directly from farmers or field-based packing houses to supermarkets, which have developed their own merchandising/distribution complexes. Modern wholesale markets will continue to be required in developing countries, and a large number of developed economies in the foreseeable future will get the supply, delivery system, growth of specialty retail shops, bulk handling and prepackaging for retail sale. This is improvement to cater to whole market. A rapidly expanding restaurant demand, as more and more people's preference of eating out and a growing awareness by consumers of what constitutes healthy food are also factors influencing demand for markets.

The pattern of consumers also changing very rapidly and the requirements of users, including farmers, cooperatives, packing houses, specialty and general retailers, supermarkets, secondary wholesalers, institutional buyers like government establishment, large restaurants, hotels and retail food chain outlets, importers and exporters, as well as transport operators, banks and other businesses.

In Bangladesh, The government is a big buyer of these essential products for defense, Police, BDR and Jail and in a position to arrange a wholesale by pass system to reach agreement with producers, manufacturers and importers for better price for both the parities. The can share the profit of wholesalers and happy with respective better price.

It seems that in Europe, Asia and Latin America has some common characteristics of the wholesale markets. Those are:

- Those market are regulated by laws and rules,
- Controlled and monitored by Government and local bodies.

- Market managed by local body, Joint stock company and cooperatives
- The laws ensured the active participation of producers, wholesalers, consumers.
- Regulating organization work for small commission / profit to cover costs.
- Government fix commission and discount to brokers
- Government finance or give subsidy for constructing infrastructures
- Establishment of alternate market for direct transaction between producers and consumers.
- Government has very active role to set up, management and monitor the market very closely.
- Involvement of exports of different discipline in the process.

The wholesale market mechanism in other countries in all the regions is controlled by administration of Government and local bodies but functioning very successfully. Unfortunately, the experiences of the administrators in Bangladesh are not very encouraging as they are corrupt and inefficient. The experience with Trading Corporation of Bangladesh (TCB) and Consumers Corporation of Bangladesh (COSCOR) were very frustrating. COSCOR has no existence now. The operation of markets means dealing with substantial cash transactions they can be seen as opportunities corruption.

More over, markets are places for the interaction of various interest groups and individuals seeking to optimize their revenue. Markets therefore need to be managed with an impartiality, which recognizes the importance of all users for its successful operation. There will be inevitably conflicts, and chaos and confusion which can be to the detriment of the weaker participants unless there are clear and concise market rules or regulations and strict and consistent enforcement of them.

The ownership and management of the market should be carefully select and law should be framed as per experience of present administration. The management may be given to trade bodies or mixed management of Public – Private Partnership (PPP).

The wholesale market in open market economies (including the market leader, USA) are under full control, on the other hand, the wholesale market in Bangladesh is totally free although the economy is mostly controlled by the government.

In view of the global experiences and our weaknesses, what can we do now?

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২ ০ ১ ২

অবকাঠামো ও বাংলাদেশ

মোঃ মনোহর আলী*

স্বাধীনতার প্রায় ৩৮ বছর পর আমরা অদ্যাবধি দেশের সঠিক অবকাঠামো তৈরী করতে পারিনি। অবকাঠামো সাধারণত অর্থনীতিতে রাস্তা-ঘাট, সড়ক, জনপদ, বিদ্যুৎ জ্বালানী, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্ত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় যাহা ব্যতীত একটা রাষ্ট্র চালানো যায় না। তবে অবকাঠামো রাজনীতি ও সামাজিক খাতের উন্নয়ন ছাড়া কল্পনা করা হয় না। ইহা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, একটা দালান বা ঘরের খুঁটী অথবা পিলার ছাড়া কল্পনা করা সুদূর পরাহত। সুতরাং, একটা দেশের সুদৃঢ় অবকাঠামো ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নতি কল্পনা করা যায় না। আমরা এখানে শুধু অর্থনৈতিক অবকাঠামো সম্বন্ধে আলোকপাত করতে চেষ্টা করবো।

১৯৭১সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অর্থনৈতিকভাবে আমাদের রাস্তা-ঘাট, যোগাযোগ, রেলওয়ে, শিল্প কল-কারখানা, বন্দর ও অন্যান্য ব্যবস্থাকে পঙ্গু করা হয়। এর ফলে অদ্যাবধি আমরা দেশের সকল অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে পারিনি।

১৯৭১ সালের মে মাসে আমি ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে নারায়নগঞ্জ থেকে জাহাজে ০২ দিনে গিয়েছি। কারণ, রাস্তা, সড়ক ও রেলওয়ে চলাচল অযোগ্য ছিল। এমনকি ১৯৯৪-৯৫ সালে যমুনা ব্রীজের পাথর ভারত থেকে পরিবহনের সময় রাজশাহী শহরের বড় রাস্তা-সড়ক গুলো ভেঙ্গে পড়ে। কারণ, ভারতীয় ট্রাকের ওজন ১০-১৫ টনের ছিল। কিন্তু আমাদের রাস্তা-সড়কের ধারণ ক্ষমতা ৫-৭ টনের ট্রাকের ছিল। এভাবে রেললাইনের অবস্থা তদ্রুপ ছিল। বিমান বন্দর ও সমুদ্র বন্দরের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না।

স্বাধীনতার পরে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের গতি বিলম্বিত হয়। তাই, ১৯৯১ সাল থেকে আমরা মনোযোগ দিয়েছি। আমরা দেখতে পাই যে, বিমান বন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও রাস্তা-ঘাট এবং বিদ্যুৎ জ্বালানীসহ তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ইহা দ্রুতগতিতে চলছে। তবে ইহার গতি মনে হয় গাণিতিক হারে হচ্ছে। তাই, জ্যামিতিক হারে গতি বৃদ্ধি প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে গতি হ্রাস হয়। সুতরাং অবকাঠামো উন্নয়নে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরিহার প্রযোজ্য।

---

* উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থবির। কারণ, রাস্তা-ঘাটের কিছু উন্নয়ন হলেও জ্বালানীখাতে গ্যাস না থাকায় শিল্প কল-কারখানার উৎপাদন হ্রাস হয়েছে। তাই, জ্বালানী খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে দৃষ্টি প্রয়োজন। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো তৈরীতে বেশী পুঁজি প্রয়োজন। সুতরাং প্রাথমিকভাবে সরকারকে অবকাঠামো তৈরী করে বেসরকারীখাতে হস্তান্তর করা উচিত। চট্টগ্রামের ষ্টীল মিল এখন বন্ধ থাকার কারণ বোধগম্য নয়। এভাবে সার কারখানা ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরকারী থেকে বেসরকারী খাতে দেওয়া উচিত। সরকারী মিল কল-কারখানায় ক্ষতি হয়। তাই, এগুলোর অবকাঠামো তৈরী করে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দিলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কারণ, বৃহৎ পুঁজির অবকাঠামোতে বেসরকারী খাত সহজে আসে না।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়া বর্তমানের ডিজিটাল দেশ গড়া কঠিন। তাই, তথ্য প্রযুক্তির যুগে তেল-গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিভাগের অবকাঠামো ভালো করে উন্নয়নের চেষ্টা করা উচিত। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক পদক্ষেপ, বেসরকারী খাত ও পুঁজি বাজারে স্তানান্তর করে ইহার বিকাশ প্রয়োজন।

যোগাযোগ খাতের অবকাঠামো সঠিকভাবে অদ্যাবধি উন্নিত করা হয়নি। কিন্তু ট্রানজিট নিয়ে জোর আলোচনা হচ্ছে। জল-স্থল ও আকাশে পথের অবস্থা বেহাল। তাই, ডঃ ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদের বক্তব্য ছিল যে আগে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। পরে ট্রানজিটের ব্যবস্থা বিবেচ্য। তাই, এশিয়ান হাইওয়ে দ্রুত বাস্তবায়ণ করা উচিত।

আমরা জানি যে, অবকাঠামো নির্মাণ অতি ব্যয় বহুল। এক কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ব্যয় প্রায় কোটি টাকার উপর। তাই, এ ব্যাপারে পুঁজি বাজার, ব্যাংকের তারল্য ও দাতাদের সাহায্য প্রয়োজন। আমেরিকার নিউইয়র্কে দেখেছি মাকড়সার জালের মতো রাস্তার উপর ফ্লাইওভার/ওভারব্রীজ। কিন্তু টোল আদায় করে ব্যয় তুলে নেয়া হচ্ছে। তাই, বাংলাদেশে আমরা এ ব্যাপারে চেষ্টা করা প্রয়োজন। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে বিনিয়োগ করার পরামর্শ স্বয়ং গভর্নর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

আমাদের বর্তমান অর্থমন্ত্রী সাবেক আমলা। তাই, অবকাঠামো নির্মাণ অতি ব্যয় বহুল সাপেক্ষে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে মনে হয় চিন্তা-ভাবনা বেশী হচ্ছে। কিন্তু বিলম্বে অনেক ক্ষতি হতে পারে।

অবকাঠামো রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এ ব্যাপারে ঢাকার রাজধানীর অবস্থা বিবেচ্য। বর্তমানে রাজধানীর যানজট ভীষণ সমস্যা সৃষ্টির কারণ। রাস্তা-ঘাট, যোগযোগ ব্যবস্থা, বাড়ী-ঘর নির্মাণ ও মিল কল-কারখানা ইত্যাদির অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা ইহার জন্য দায়ী। তাই, দ্রুত কিছু ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রয়োজন। নতুবা ইহা রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে।

অর্থনৈতিক গুরুত্বে অবকাঠামো নির্মাণ জরুরী। নতুবা দেশের সার্বিক উন্নয়ন স্থবির হয়ে যাবে। কিন্তু ইহার বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রশাসনের উপর ন্যস্ত। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৯৬ সাল থেকে অদ্যাবধি প্রশাসন নিরপেক্ষ নয়। রাজনৈতিক দল সরকারী কর্মকর্তাকে A,B,J, A++, B++, J++, N ও O ইত্যাদি চিহ্নিত করলে কাংখিত ফল পাওয়া যায় না। তাই, বর্তমান যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নে আমাদের অবকাঠামো দ্রুত উন্নয়ন ছাড়া বিকল্প নাই। তবে আশার কথা যে, ডঃ অর্মত্য সেন বলেছেন এখন বাংলাদেশে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। কারণ, আগে রিকশাওয়ালা খালি গায়ে রিকশা চালাতো। কিন্তু এখন শার্ট গায়ে দিয়ে রিকশা চালায়।

স্বাধীনতা উত্তর ঃ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অর্থনীতি ও এর বাস্তবতা

মোহাম্মদ ইমরানুর রহমান*
আবদুল মান্নান

নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লাহর পতনের পর বাংলাদেশ দু'বার উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। প্রথমে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশদের দ্বারা এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানীদের দ্বারা। বৃটিশরা আমাদের দেশের কৃষকদেরকে নীল চাষ করাতে বাধ্য করত এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার হিসেবে আমাদের দেশকে ব্যবহার করত। এরপর শুরু হয় পাকিস্তানীদের উপনিবেশকাল। তখন আমাদের দেশের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একচেটিয়া অধিকার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। এ সময় ষাটের দশকে পাট ও বস্ত্র খাতের কিছুটা উন্নয়ন তারা করেছিল যে গুলোর বেশির ভাগের মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। চাকরির সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের। তখনকার সময়ে বাঙ্গালীদেরকে শোষণ ও নির্যাতন করা হত। এর ফলে শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীকার আন্দোলন। যে আন্দোলন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকেও বিভিন্ন সময় কারা বরণ করতে হয়। যার ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু বাধ্য হয়ে তৎকালীন সাত কোটি মানুষকে একত্র করে স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দেন ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে। যেই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি ঐতিহাসিক ভাষণে শুধু এই কথা গুলোই বলেন নি। এর সাথে আরও অনেক গুলো কথা বলেছিলেন। যেমন আমি যদি হুকুম দিবার নাও পাড়ি তোমরা জীবনের তরে রাস্তাঘাট সব বন্ধ করে দিবে এবং তোমাদের যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এই রকমভাবে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে অনেক কথাই বলেছিলেন। সত্যিকার অর্থে, বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি দিক নির্দেশনা মূলক ভাষণ। আমি মনে করি, বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ সাপেক্ষেই ২৫শে মার্চের কাল রাতের উৎপত্তি। যেই রাতে পাক বাহিনীরা ঢাকা শহরে নারকীয় হত্যাকান্ড চালায়। গণহত্যা চালিয়ে পাক বাহিনীরা ঐ রাতে ঢাকা শহরকে রক্তে রঞ্জিত করে। বাতাসে লাশের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঐ রাতেই বঙ্গবন্ধু ই,পি,আর এর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

---

* প্রভাষক অর্থনীতি বিভাগ, সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

করেন। ২৫ শে মার্চের রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২৬ শে মার্চ থেকে সুদীর্ঘ নয় মাস আমাদের দেশে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলে। অনেক মা বোনের ইজ্জত নষ্ট হয়। অবশেষে, ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬-ই ডিসেম্বর আমাদের দেশের বিজয়ের সূর্য উদিত হয়। আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগকারী বীর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু যখন কারামুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সোভিয়েত ধাঁচের সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করেন। সে জন্য তিনি ক্ষমতায় এসেই সব গুলো শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সব কিছুকেই তিনি রাষ্ট্রায়াত্ব করেন। এর কারণ হল বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

সমাজতন্ত্রের মূল বক্তব্য হল প্রত্যেক মানুষতার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। একমাত্র সমাজতন্ত্রের পক্ষেই সম্ভব সামাজিক কল্যাণ সাধণ করা। অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা। এ সময় বঙ্গবন্ধুর সরকার সমাজতন্ত্রের বলে বলীয়ান হয়ে কিছু সুদুর প্রসারী পদক্ষেপ নিয়ে ছিলেন। এ সময়েই গড়ে উঠেছিল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ভারী শিল্প। যেমন চট্টগ্রাম ষ্টীল মিল, জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফেকচারিং কারখানা, খুলনা শিপ ওয়ার্ড, জয়দেবপুর মেশিন টুল ইন্ডাস্ট্রি, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কারখানা প্রভৃতি। যদিও এগুলোর পরিকল্পনা ষাটের দশকে নেয়া হয়েছিল কিন্তু বাস্তবায়ন মূলতঃ বঙ্গবন্ধুর সরকারের আমলেই হয়েছিল।এ সময় বঙ্গবন্ধুর সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধের আশা আকাঙ্খাকে ধারণ করে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত প্রথম সংবিধানে বাংলাদেশের চারটি জাতীয় লক্ষ্য ঘোষণা করেন। এগুলো হচ্ছে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। এ সময় সমাজতন্ত্রকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে চালু করা হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা। গঠন করা হয় ৬৪টি বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক অঞ্চল যার প্রত্যেকটিতে একজন গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়। এ জন্যই তিনি স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। এর পিছনে একটি কারণ ছিল। সেটি হল সমাজতন্ত্র থেকেই সাম্যবাদের উৎপত্তি। সাম্যবাদ হল এমন একটি অর্থ ব্যবস্থা যেখানে কোন প্রকার শ্রমিক শোষণ থাকবে না। অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে একটি সম্প্রীতি মূলক পরিবেশ বজায় থাকবে। দেশের অর্থ ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে একটি সম্প্রীতি মূলক পরিবেশ বজায় থাকবে। দেশের অর্থ ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে একটি সুষম অর্থনীতি বিরাজ করবে। যেখানে গোলাভরা ধান ও পুকুর ভরা মাছ থাকবে। যেখানে সবাই প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করবে। এমন একটি সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নই বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন। কিন্তু উনার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হতে দেয়া হয়নি;উনাকে প্রতিহত করা হয়েছে। এসময় স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও দক্ষ জনশক্তির অভাবে দেশে এক বৈরী পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ বৈরী পরিবেশের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজিবাদী চ ও ১৯৭১ এর পরাজিত শত্রুরা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। এর মধ্যদিয়ে উত্তরণকালের অগ্রযাত্রা অস্তমিত হয় এবং অন্ধকার যুগের সুচনা হয়। কারণ ৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর যারাই ক্ষমতায় এসেছে তারা সবাই মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্রকে এড়িয়ে পুঁজিবাদকে অনুসরণ করেছে। যেখানে পুঁজিবাদের মূল কথাই হল শ্রমিক শোষণ করা, নির্যাতন করা, সম্পদ কুক্ষিগত করা, মুনাফা লুণ্ঠণ করা, জাতীয় আয়ের বৈষম্য সৃষ্টি করা। অর্থাৎ ৭৫ এর পরবর্তী সময়ে যারাই ক্ষমতায় এসেছে তারা সবাই পুঁজিবাদের নাম ধরে সকল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারী করণ করেছে। তখন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারী করণ নীতিতে অন্তর্ভূক্ত করে গভীর জ্বলের মাছের মত সুচতুর চিত্তে লাভজনক প্রতিষ্ঠানকে লুন্ঠন করেছে। এ সময় লোকসানী প্রতিষ্ঠান সমূহ হয় বন্ধ করে দিয়েছে, না হয় লোকসানী হিসেবেই চালানো হয়েছে। আর প্রচার করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় খাতের লোকসানের কথা। অথচ ৭৫ এর পরবর্তী সরকার গুলোই লোকসানী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশী বেশী নিয়োগ করে গেছে। ফলে লোকসান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ চট্টগ্রাম স্টীল মিল, খুলনা শিপইয়ার্ড, জয়দেবপুর মেশিন টুল ইন্ডাস্ট্রি, আদমজী পাট কল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এ সকল কারণে আমাদের দেশের কোন অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় নাই। আমাদের দেশ

উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে একটি পশ্চাৎপদ দেশে পরিণত হয়েছে। এ জন্য আমাদের দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় কম, জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। সেজন্যই আমাদের মধ্যে এত আয় বৈষম্য বিরাজমান। এ সকল কারণে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু আমাদেরকে হতাশ হলে চলবেনা। বেগম রোকেয়া এবং কবি নজরুলের মত বিদ্রোহী হয়ে আমাদেরকে সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করতে হবে। এই ব্যবস্থায়, ব্যক্তিগত মালিকানা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় করণ নীতি অনুসরন করতে হবে এবং সকল ক্ষেত্রে আইনের শাসন বাস্তবায়ন করে জবাবদিহিতামূলক অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে যাতে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার অর্থনীতি বাস্তবায়িত হয়। পরিশেষে, আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা নাগরিকের কাছে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের আহবান রাখছি এবং এর মধ্য দিয়ে আমি স্বাধীন বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হল বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে বাস্তবায়িত করা যেখানে সংবিধানের মূলনীতিতে বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্রের নীতি পুনরুজ্জিবীত হবে।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ভিত্তিক বিভিন্ন পুস্তক, অর্থশাস্ত্র ভিত্তিক বিভিন্ন পুস্তক ও বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা

পরেশ চন্দ্র সরকার*
মাহতাব আলী রাশেদী
আ,ন,ম গোলাম জিলানী
এ,আর,এম ছালারে জাহান

ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীতে উন্নত বিশ্বের মানুষ যখন মঙ্গল কিংবা চন্দ্র পৃষ্ঠে মনুষ্য বসবাসের সম্ভাবনা নিয়ে জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ক্ষুদ্র গঙেয় ব-দ্বীপে আমরা তখন ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, বিদ্যুৎ সঙ্কট, যানজট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু সমস্যা ইত্যকার সমস্যাগুলোর সমাধান কল্পে গলদঘর্ম হচ্ছি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে পরিত্রানের উপায় খুঁজছি। কিন্তু উপযুক্ত পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও সঠিক নেতৃত্বের অভাবে দুষ্টব্যূহ থেকে বেড়িয়ে আসতে পারিনি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আমাদের সামনে সুদূর প্রসারী উন্নয়নের লক্ষ্যে রূপকল্প-২০২১ তুলে ধরেছেন। এ রূপকল্পে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ভিশন-২০২১ এর কল্যাণে এ দেশের মানুষ নতুন আশায় বুক বেঁধে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। দেশবাসী বিশ্বাস করে, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের কাছে দেয়া অঙ্গীকার অনুযায়ী ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা ৬.০০ কোটি থেকে ৪.৫০ কোটিতে নামিয়ে আনা হবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করা হবে। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদেরকে কতিপয় বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে হবে। যেমন - খাদ্যে

* লেখকগণ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর কর্মকর্তা। প্রবন্ধে উপস্থাপিত বক্তব্য লেখকদের নিজস্ব।

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টি, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকার সমস্যার সমাধান, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প-কারখানা স্থাপন, বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি। তবে এজন্য সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে কৃষক ও কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর। কারণ কৃষিই আমাদের প্রাণ। জিডিপির প্রায় ২০% প্রত্যক্ষভাবে আসে কৃষি থেকে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতকে সম্পৃক্ত করলে দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ৪০%। দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা কৃষি খাতের উপর নির্ভরশীল। দেশের কর্মসংস্থানের সর্ববৃহৎ ক্ষেত্র কৃষি। দেশের শিল্প খাত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এসব কারণে কৃষিকে উপেক্ষা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা দারিদ্র বিমোচন- কোনটাই সম্ভব নয়। বলার অপেক্ষা রাখেনা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সৃষ্টি হয়েছে মূলতঃ কৃষি খাতে পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে কৃষক ও কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উন্নয়ন সাধনের জন্য। কাজেই ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। সরকারকে এ গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে এবং দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে কৃষি ব্যাংকের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাপনায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

দেশের প্রায় ৬০-৭০% মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও অতীতে উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে কৃষিকে কখনো গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বরং উপেক্ষা, অবজ্ঞা, শোষণ ও বঞ্চনার কারণে প্রাচীনকাল হতে এ অঞ্চলের কৃষককূলকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বহুবার আন্দোলন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। ১৭৬৩ হতে ১৮০১ সাল পর্যন্ত বাংলা ও বিহারের কৃষকদের সন্যাসী বিদ্রোহ, ১৭৬৬ সালে মেদিনীপুরের বিদ্রোহ, ঐ শতাব্দীর আশির দশকে যশোর, খুলনা এবং বীরভূমের প্রজা বিদ্রোহ, ১৮৪৪ হতে ১৮৯০ ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রংপুরের নীল বিদ্রোহ, নাচোলের রানী ইলামিত্রের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, কমরেড মনি সিং এর নেতৃত্বে সুসং দুর্গাপুরের বিদ্রোহ, তে-ভাগা আন্দোলন প্রভৃতি অসংখ্য আন্দোলন এ অঞ্চলের কৃষকদের অধিকার আদায়ের নিরন্তর সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ। অধিকার আদায়ের এ সংগ্রামের রূপ ঠিক আগের মত না থাকলেও ভিন্ন আঙ্গিকে তা এখনও বিদ্যমান। ১৯৯৪ সালে টাংগাইলে কৃষকদের সারের দাবীতে আন্দোলন ও আত্মাহুতি, ২০০৫ সালে কানসাটের কৃষকদের সেচের জন্য বিদ্যুতের দাবিতে বিক্ষোভ আর প্রাণ দেয়ার ঘটনা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই তুলে ধরে। আমরা যদি বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত এসব কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহের কারণগুলো বিশ্লেষণ করি, দেখতে পাবো রাজতান্ত্রিক বা সামন্ততান্ত্রিক আমলে কৃষকরা যেভাবে শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়েছে, একবিংশ শতাব্দীতে এসে ডব্লিউটিওর সম্মেলনের প্রাক্কালে একই কারণে কৃষকদেরকে আত্মাহুতি দিতে হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় অবশ্যই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। কৃষি ভূমির নিরঙ্কুশ মালিকানা অকৃষক মালিকদের হাত থেকে প্রকৃত কৃষকের হাতে ন্যাস্ত করা হবে কি না, কৃষি উপকরণের সরবরাহ ও মূল্য কৃষকের নাগালের মধ্যে থাকবে কি না, কৃষি উপকরণ □য়ে কৃষক ভর্তুকী পাবে কি না, কৃষক সময়মতো পর্যাপ্ত পরিমানে ঋণ পাবে কি না, কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মুল্য পাবে কি না ইত্যাদি বিষয়গুলো কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নের সাথে সরাসরি জড়িত। এছাড়াও কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আগামী দিনের কৃষির চ্যালেঞ্জ তথা খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টি, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা ও বাজার ব্যবস্থাপনার মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। বৈশ্বিক পট পরিবর্তনের পথ ধরে মুক্ত বাজার অর্থনীতির বিকাশে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন আর নগরায়নের ফলে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে □মবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণে খাদ্যশস্যের সামগ্রিক উৎপাদন বিগত এক দশকে উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেলেও অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যাবস্থার কারণে মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়াদের পকেট ভারি হয়েছে কয়েকগুন। উৎপাদিত পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কৃষকদের ভাগ্যে জোটে শুধুই

বঞ্চনা। প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে কৃষি উপকরণের মুল্য, একই সঙ্গে তা হয়ে উঠে দুস্প্রাপ্য। এ রকম নানা অস্বাভাবিক কারণে কৃষিতে সৃষ্টি হয়েছে এক ধরণের সংকট যা খাদ্য নিরাপত্তায় আমাদের অবস্থান ভঙ্গুর করে তুলেছে।

কৃষি ক্ষেত্রে বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ

আমাদের দেশের কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা বিরাজ করছে তা স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে কৃষিক্ষেত্রে বিরাজিত প্রধান কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরা হলো।

১. ভূমি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা

কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভূমির কার্যকর ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত যথার্থ নীতিমালা। অপরিকল্পিত নগরায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, বসতি স্থাপন, শিল্পায়ন, ইত্যাদি নানা কারণেই কৃষি জমির পরিমান আশংকাজনক হারে কমছে। প্রতি বছর এক শতাংশ হারে কমতে থাকা কৃষি জমির পরিমান একশ বছর পর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবা যায়? এখানে কৃষি জমি অকৃষকদের হাতে থাকবে কি না এবং খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্টন নীতিমালা কী হবে তা ভেবে দেখা দরকার। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় তেত্রিশ লাখ একর খাস জমি আছে। সুষ্ঠু নীতিমালার আওতায় এসব খাস জমি ভূমিহীন প্রকৃত কৃষকদের মাঝে বন্টন করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব।

২. কৃষি উপকরণের উচ্চমূল্য, দুস্প্রাপ্যতা ও কৃত্রিম সংকট

রাষ্ট্র কাঠামোর দুর্বলতার সুযোগে এক শ্রেণীর মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী ও কিছু ভ্রষ্ট রাজনীতিক পারস্পরিক যোগসাজসে অতীতে কৃষি উপকরণের উচ্চমূল্য ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে অবৈধ মুনাফা অর্জন করেছে। সার বিতরণ নিয়ে প্রতি বছর আমাদের দেশে যে ন্যাক্কারজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে হয় কি-না আমাদের জানা নেই। অথচ প্রতিবেশী দেশ ভারতে সার বিতরণের একটি সুন্দর ও লাগসই নীতিমালা রয়েছে- যা অনুসরণীয় হতে পারে। ভারত ইফকো (ইন্ডিয়ান ফার্মারস ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ) নামের একটি সংগঠনের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে সার সরবরাহ করে থাকে। এ সংগঠনে কৃষি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবং অভিজ্ঞ কৃষকদের সমন্বয়ে স্থানীয় পর্যায়ে একটি করে কমিটি গঠনের মাধ্যমে কৃষি বিভাগের মাঠ পর্যায়ের অফিস থেকে চাষ এলাকা নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী সার বিতরণ করা হয়। বেসরকারী এ প্রতিষ্ঠানের জবাবদীহিতা রয়েছে সরকারের কাছে। ভারতের মতো বিশাল দেশে যদি ব্যবস্থাটি কার্যকর হয়, তাহলে আমাদের ক্ষুদ্র দেশে এ ব্যবস্থা কার্যকর হবে না কেন? আশা করি সরকার ও বিশেষজ্ঞগণ বিষয়টি ভেবে দেখবেন। উন্নত জাতের বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. কৃষিতে পুঁজি তথা কৃষি ঋণের অপ্রতুলতা

প্রাচীনকাল হতেই আমাদের দেশের কৃষি উৎপাদন বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে আসছে। এসব দুর্যোগে সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র কৃষকরা তাদের সর্বস্ব হারিয়ে পরবর্তী ফসল আবাদের আশায় পুঁজির জন্য দ্বারস্থ হয় গ্রাম্য সুদখোর মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীদের কাছে। এর ফলে তাদের লাভের গুড় পিঁপড়ায় খেয়ে ফেলে। এসব বেনিয়ারা কৃষকদের সর্বশ্রান্ত করেই ক্ষান্ত হয় না, তাদের রক্ত মাংস পর্যন্ত শুষে নেয়। এসব সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদেরকে রক্ষা করে তাদের হাতে প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষি ঋণ তুলে দেয়ার জন্যই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। কৃষি ক্ষেত্রে কৃষি ব্যাংকের ব্যাপক অবদান সত্বেও একথা বলা যায়- অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, জনবলের স্বল্পতা ও

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাবে কৃষি ব্যাংক এ দেশের সকল কৃষকের হাতে প্রত্যাশিত মাত্রায় কৃষি ঋণ তুলে দিতে পারেনা। ফলে এখনও কৃষকদের একটি বড় অংশকে ঋণের জন্য চড়া সুদে গ্রাম্য সুদখোর মহাজন, দাদন ব্যবসায়ী কিংবা এনজিওদের দ্বারস্থ হতে হয়। এ অবস্থার অবসান হতে হবে। এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

৪. কৃষি পণ্যের দুর্বল ও অপরিকল্পিত বাজার ব্যবস্থাপনা

দুর্বল ও অপরিকল্পিত বাজার ব্যবস্থার নির্মম শিকার আমাদের কৃষক সমাজ। তারা বাজারে যখনই যা কিছু কিনতে যায়, কেনে চড়া দামে। কিন্তু তাদের উৎপাদিত শস্য বিক্রি করতে গেলেই বাধে বিপত্তি। লাভ তো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে তারা উৎপাদন খরচই ঘরে তুলতে পারেনা। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে না পারলে কৃষির যথাযথ উন্নতি সম্ভব হবে না। শুধু দেশী বাজার নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও কৃষকের প্রবেশের সুযোগ করে দিতে হবে। কৃষকদেরকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষি পণ্য সরাসরি আন্তর্জাতিক বাজারে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে জাপানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে। "জেএ" (জাপান এগ্রিকালচার এসোসিয়েশন) নামের একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন উপকেন্দ্র হতে কৃষকদের পণ্য সরাসরি ক্রয় করে বিদেশে রপ্তানী করে থাকে। বিনিময়ে 'জেএ' একটি লভ্যাংশ পায় বটে, তবে তা আমাদের দেশের মতো কয়েকবার হাত বদল হয়ে আকাশ-পাতাল ব্যবধানের মতো নয়। সরকারকে একটি সমন্বিত বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি অবশ্যই মনেযোগ দিতে হবে।

৫. কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থপনায় দুর্বলতা

প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে আসে কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের প্রসঙ্গ। নিশ্চয়ই আমাদের জানা আছে, প্রতি বছর মৌসুমী শাক-সব্জি, ফলমূল ও আলু-পেয়াঁজ সংরক্ষণের চিত্র। পচনশীল মৌসুমী শাক-সব্জি ও ফল-মূলের দাম ভরা মৌসুমে অপ্রতুল সংরক্ষণ ব্যবস্থার কারণে কৃষক উৎপাদন খরচের চেয়েও কম মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়- যা তাদের পরবর্তী বছরের উৎপাদনে নিরুৎসাহিত করে। কোনো কোনো বছর কোনো ফসলের স্বল্পমূল্যের কারণে কৃষক উৎপাদিত ফসল বাজারে নেয়ার তাগিদও হারিয়ে ফেলে, মাঠের ফসল মাঠেই পঁচে নষ্ট হয়। গত ১০ মার্চ ২০১০ তারিখের দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিলেটের পাইকারী বাজারে প্রতি কেজি টমেটোর দাম মাত্র এক টাকা হওয়ায় লোকসানের মুখে পড়া হতাশ ও ক্ষুব্ধ টমেটো চাষীরা ঝাঁকাভর্তি টমেটো এনে ফেলে যান জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে। বর্তমানে আলুর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এ অবস্থা থেকে কৃষকদের বাঁচাতে হলে অবশ্যই কৃষি পণ্য সংরক্ষণ, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ভিত্তিক লাগসই শিল্প স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষি পণ্যে যথাযথ মূল্য সংযোজিত হলে দেশের অর্থনীতি আরো বেশী বেগবান ও সমৃদ্ধ হবে-এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

৬. জলবায়ু সমস্যা ও বৈশ্বিক উষ্ণতা

জলবায়ু সমস্যা তথা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে অতি খরা, অতি বৃষ্টি, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে নাজুক করে তুলেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ও খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে কৃষি গবেষণার মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, স্থানীয় জলবায়ু উপযোগী খরা সহিষ্ণু, লবনাক্ততা সহিষ্ণু ও রোগ প্রতিরোধী জাতের শস্যবীজের যোগান, খাদ্য সম্পদের বহুমুখীকরণ এবং শস্যের কৌলিক সম্পদ অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

উপরে আলোচিত প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যই প্রয়োজন বিপুল পরিমান অর্থের। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষি উৎপাদন, কৃষি পণ্য ও উপকরণের বাজার ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি পণ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থায়ন করছে এবং এ অর্থায়ন সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে আরো ব্যাপক ও কার্যকরভাবে করা সম্ভব। এবার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে কী কী খাতে কী পরিমান অবদান রাখছে সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া যাক।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জন্ম বৃত্তান্ত

১৯৫২ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার 'কৃষি উন্নয়ন ফাইনান্স কর্পোরেশন' নামে একটি আর্থিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৩ সালে এই সংস্থা কাজ শুরু করে। পরে ১৯৫৭ সালে "পাকিস্তান কৃষি ব্যাংক" নামে সরকার আর একটি সংস্থা গঠন করেন। ১৯৬১ সালে এই দুইটি রাষ্ট্রীয় ঋণ সংস্থাকে একীভূত করে "পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক" গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ২৭ বলে এই ব্যাংকটিকে 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক' নামে নামকরণ করেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষির সার্বিক উন্নতি, কুটির শিল্প এবং অন্যান্য কৃষি ভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ব্যাংক বর্তমানে শস্য, মৎস্য, পশু সম্পদ, খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি, কৃষি ভিত্তিক শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (এসএমই) চলতি মূলধন, মাইক্রোক্রেডিটসহ অন্যান্য খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে। এসব খাতে বিগত ৫ বছরে বিকেবি'র ঋণ বিতরণের চিত্র সারনী-১ এ দেখানো হলো।

বার্ষিক কৃষি ঋণ বিতরণে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অবদান

কৃষি খাতে ঋণ প্রদান এবং গ্রামীণ অর্থায়নের ক্ষেত্রে বেসরকারী ব্যাংক, বিদেশী ব্যাংক এবং রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের অনীহার কারণে বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বার্ষিক কর্মসূচি ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম দীর্ঘদিন যাবৎ কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থ বছর ২০০৫-০৬এ কৃষি খাতে বন্যাত্তোর শতকরা ৪.৯ ভাগ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে অন্যান্য উপকরণের সাথে যথাসময়ে কৃষকের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষি ঋণ পৌছে দেয়ার কারণে। সারণী-২ এ বিগত কয়েক বছরের বার্ষিক কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচিতে দেশের কৃষি ঋণ দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো। এ সারণী হতে দেখা যায়, অর্থ বছর ০৬-এ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এককভাবে মোট কৃষি ঋণের শতকরা ৪৮.৪৭ ভাগ বিতরণ করে, যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সম্মিলিতভাবে শতকরা মাত্র ২১.৬৯ ভাগ ঋণ বিতরণ করেছে। অনুরূপভাবে অর্থ বছর ০৭, ০৮ ও ০৯ এ বিকেবি এককভাবে মোট কৃষি ঋণের যথাক্রমে শতকরা ৫১.৮৬ ভাগ, ৩৮.৪১ভাগ ও ৪১.১৮ ভাগ ঋণ বিতরণ করেছে, যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের সম্মিলিত ঋণ বিতরণের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৯.৪২ ভাগ, ১৫.৯২ ভাগ ও ১৭.১১ ভাগ অর্থাৎ প্রতি বছর বিকেবি মোট কৃষি ঋণের শতকরা ৪০-৫০ ভাগ এককভাবে বিতরণ করে থাকে।

সর্বজন স্বীকৃত সত্য এই যে, আমাদের কৃষি খাত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ও সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ খাত। প্রতি বছর বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘুর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার আমাদের কৃষি খাত। যে কারণে কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ, ক্ষেত্রবিশেষে আসল ঋণ মওকুফ, ঋণ পুনঃ তফশিলীকরণ, ঋণ আদায় স্থগিতকরণ, ঋণ অবলোপন, ইত্যাদি কৃষি খাতে অর্থায়নের একটি নিয়মিত চিত্র। কৃষি ও গ্রামীণ অর্থায়নে এসব ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা, প্রয়োজনীয় জনবলের স্বল্পতা, তদারকী ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় অধিক ব্যয়, তথ্যের অপর্যাপ্ততা, ঋণ গ্রহীতা সম্পর্কে ভুল তথ্য, ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণে জটিলতা ইত্যাদি কারণে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশী ব্যাংকগুলো কৃষি ঋণ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে থাকে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতি

সারনী -১ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অর্থ বছর ২০০৪-০৫ হতে ২০০৮-২০০৯ পর্যন্ত খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণের বিবরণী

(মিলিয়ন টাকায়)

অর্থ বছর	শস্য	মৎস্য	পশু সম্পদ	খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি	কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রকল্প	এসএমই	চলমান ঋণ	মাইক্রো ক্রেডিট	অন্যান্য	মোট
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১
২০০৪-০৫	১০০৯০.১	৯২৪.৮	১৭২১.২	১৫১.৯	২৫৪৮.২	০	৪৮৯৬.২	৫৮৮.৬	১৮৭৫.৪	২২৭৯৬.৪
২০০৫-০৬	১২৫৪৭.৬	১৬০৭.৪	১৯০৫.৪	২১৪.৫	৩৮৬৮.৮	০	৭২৪৭.৪	৫৭০.২	২৫৪৫.৫	৩০৪০৬.৮
২০০৬-০৭	১৪০৬৫.১	২০৭৭.৩	২০২৯.৮	৩১৭.৬	৪৬৮৮.৮	০	৭০৭৪.৩	৫৪৫.১	১৩৩৯.৯	৩২১৩৭.৯
২০০৭-০৮	১৪৩১৪.৮	২৮২৮.৫	২২৬৩.০	২৮৭.৪	১৮১৪.৫	৬৬৪.৫	৯৮৪৮.৩	৫৩৪.৩	২২২০.১	৩৪৭৭৫.৪
২০০৮-০৯	১৪৮৮৪.০	২৯৬৮.৭	২২৯৮.৩	২৮৯.৩	১৭৯৬.৪	৭৬০.৪	১৪৬২৩.৪	৪৭৮.২	১৯৩৭.৩	৪০০৩২.০

উৎস ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন।

বছর তার বার্ষিক ঋণ প্রদান কর্মসূচির শতকরা ৮৫-৯০ ভাগ ঋণ কৃষি খাতে বিতরণ করে থাকে। কৃষি খাতের মধ্যে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় শস্য, মৎস্য ও পশু সম্পদ-এ তিনটি উপখাতকে বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উপখাত (Core sector) হিসেবে ঘোষণা করে বিকেবি তার ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ক) শস্য উপখাত ঃ বাংলাদেশের কৃষিতে শস্য উৎপাদন হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খাত। এককভাবে শস্য উৎপাদন খাতে নিয়োজিত রয়েছে দেশের মোট জনশক্তির শতকরা প্রায় ৫৭ ভাগ। দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার যোগানসহ প্রয়োজনীয় খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিকেবি বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৬০ ভাগ বা তদোর্ধ ঋণ শস্য খাতে বিতরণ করে থাকে। ফলজ, বনজ ও ভেষজ গাছের বাগান, নার্সারী স্থাপন, চা উৎপাদনসহ অন্যান্য খাতে অর্থায়নের জন্য বিকেবি বিশেষ ঋণ কর্মসুচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া আমদানী বিকল্প শস্য যেমন-তেল, মশলা ও ডাল জাতীয় শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিকেবি এ খাতে মাত্র ২% সুদে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চালু করেছে। উল্লেখ্য, গত ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বিকেবি শস্য খাতে ১৪,৮৮৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে (সারণী-১)।

খ) মৎস্য উপখাত ঃ দেশের সাধারণ মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান ও ব্যাপক বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সম্ভাবনা থাকায় বিকেবি দেশের পতিত পুকুর ও জলাশয়গুলোতে মৎস্য চাষ, উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষসহ মৎস্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গত ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বিকেবি মৎস্য খাতে ২৯৬৪.৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে (সারণী-১)।

সারণী ২ ঃ অর্থ বছর ০৬ হতে ০৯ পর্যন্ত কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃষি ঋণ বিতরণের তুলনামূলক চিত্র।

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থ বছর	মোট কৃষি ঋণ বিতরণ	এনসিবি [১]	বিকেবি	রাকাব	বিআরডিবি	বিএসবিএল	অন্যান্য [২]
অর্থ বছর-০৯	৯২.৮৫	১৫.৮৯ (১৭.১১%)	৩৮.২৪ (৪১.১৮%)	৮.৮০ (৯.৪৮%)	৬.৯৪ (৭.৪৭%)	০.০৫ (০.০৫%)	২২.৯৩ (২৪.৭০%)
অর্থ বছর ০৮	৮৫.৮১	১৩.৬৬ (১৫.৯২%)	৩২.৯৬ (৩৮.৪১%)	৭.৬৫ (৮.৯১%)	৭.৩৫ (৮.৫৭%)	০.০৫ (০.০৬%)	২৪.১৪ (২৮.১৩%)
অর্থ বছর ০৭	৫২.৯৩	১০.২৮ (১৯.৪২%)	২৭.৪৫ (৫১.৮৬%)	৭.৩৭ (১৩.৯২%)	৭.৮০ (১৪.৭৪%)	০.০৩ (০.০৬%)	-
অর্থ বছর ০৬	৫৪.৯৬	১১.৯২ (২১.৬৯%)	২৬.৬৪ (৪৮.৪৭%)	৮.৮৮ (১৬.১৬%)	৭.৪৪ (১৩.৫৪%)	০.০৮ (০.১৪%)	-

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৬-২০০৯।

গ) পশু সম্পদ উপখাত ঃ চাষাবাদের জন্য শক্তির যোগান এবং ডিম, দুগ্ধ, মাংস ও চামড়ার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য হাঁস, মুরগীর খামার, ডেয়রী খামার, গাভী পালন, ছাগল পালন, ভেড়া পালন, গরু মোটাতাজাকরণসহ পশু সম্পদ উন্নয়ন খাতে কৃষি ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বিকেবি পশু সম্পদ খাতে ২২৯৮.৩০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে (সারণী-১)।

১ এনসিবি- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বানিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক লিঃ)।

২ অন্যান্য - বিদেশী ব্যাংক ও বেসরকারী ব্যাংকসমূহ।

ঘ) খামার, সেচ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য খাত ঃ কৃষির আধুনিকীকরণ ও কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি ঋণের পাশাপাশি উন্নত হাইব্রীড বীজ উৎপাদন, শস্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য বিকেবি ব্যাপক ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াকৃত পণ্য রপ্তানীর জন্য গ্রহণ করা হয়েছে কৃষি ভিত্তিক শিল্পে অর্থায়নের ঋণ কার্যক্রম। কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন খাতে অর্থায়নের পাশাপাশি বিকেবি বৈদেশিক বাণিজ্য খাতে ঋণ দিয়ে থাকে। রপ্তানীযোগ্য হিমায়িত মৎস্য, চিংড়ি, রপ্তানীমুখী কৃষিপণ্য, চা, চামড়া, তৈরী পোষাক খাতে বৈদেশিক বানিজ্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিকেবি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ঙ) দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উপখাত ঃ বিশাল গ্রামীন জনগোষ্ঠির মধ্যে কর্মক্ষম বেকার জনশক্তিকে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার জন্য বিকেবি বিভিন্ন আর্থ সামাজিক কার্যক্রমসহ আয় উৎসারি কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে দারিদ্র বিমোচনে গরু মোটা-তাজাকরণ ঋণদান কর্মসূচি, ভুমিহীন প্রান্তিক চাষীদের ঋণ কর্মসূচি, স্ব-নির্ভর ঋণ কর্মসূচি, ব্লাক বেঙ্গল ছাগল উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি, প্রতিবন্ধীদের জন্য ঋণ কর্মসূচি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিকেবি মনিপুরী ও রাখাইনদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মণিপুরী তাঁত শিল্প, রাখাইন তাঁত শিল্প ও মিরপুর বেনারসী পল্লীর তাঁত শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

চ) ঘরেফেরা ঋণ কর্মসূচি

প্রতিবছর সারা দেশ হতে ছিন্নমূল সহায় সম্বলহীন মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে জীবিকার সন্ধানে ঢাকাসহ বড় বড় শহরের বস্তিগুলিতে এসে আশ্রয় নেয়। দারিদ্র পীড়িত এ সব ছিন্নমূল মানুষ বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে এবং এর ফলে শহরগুলিতে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি ও পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এসব ছিন্নমূল বস্তিবাসীকে স্ব-গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের এক মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগটি "ঘরে ফেরা" ঋণ কর্মসূচি নামে পরিচিত। কর্মসূচিটি প্রথমে "ছিমাস্বপ" অর্থাৎ ছিন্নমূল মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবাসন শিরোনামে শুরু হয়। পরে ২০ মে ১৯৯৯ তারিখে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্মসুচিটি উদ্বোধনকালে কর্মসুচিটির মানবিক আবেদন ও সামাজিক গুরুত্ব পর্যবেক্ষণ করে মুগ্ধ হন এবং কর্মসূচিটিকে "ঘরে ফেরা" নামে অভিহিত করেন। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে এ কর্মসূচিতে ১০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ছ) গ্রামাঞ্চলে শস্য গুদাম নির্মাণ ও শস্য সংরক্ষণে ঋণদান কর্মসূচি

কৃষি পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের অশুভ প্রভাব, স্থানীয় পর্যায়ে শস্য সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধার অভাব ও কৃষকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে প্রতিবছর কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হয়। কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিকেবি শস্য গুদামে শস্য সংরক্ষণ ঋণদান কর্মসূচি চালু করেছে। কর্মসুচিটি আরও ব্যাপক আকারে চালু করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে নতুন শস্য গুদাম নির্মাণ ও বিআরডিবি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ১৬৮টি গোডাউন সদ্ব্যবহার করে শস্য সংরক্ষণ ঋণ প্রদানের জন্য বিকেবি, বিআরডিবি ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। আশা করা যায়

এ উদ্যোগের ফলে কৃষকরা লাভবান হবে এবং কৃষি উৎপাদনে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

জ) বিশেষ সেবামূলক কর্মকান্ড

গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিলসহ বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল গ্রহণ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, অবসর প্রাপ্ত সামরিক কর্মচারীদের পেনশন প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স স্বজনদের নিকট স্বল্পতম সময়ে পৌঁছানোসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ বিকেবি করে থাকে। ১০ টাকা দিয়ে কৃষকের সঞ্চয়ী হিসাব খোলা, বিনা চার্জে কৃষককে লেনদেন বিবরণী প্রদান, ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে কৃষককে সার, বীজ, সেচ প্রভৃতি খাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকী প্রদান ইত্যাদি ব্যাংকের অন্যতম সেবামূলক কাজ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

১৯৯৮ সনে শতাব্দীর ভায়াবহতম বন্যায় সমগ্র দেশে মাঠের ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে ও প্রায় ২.০০ কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যাবে বলে বিভিন্ন মহল থেকে আশংকা করা হয়েছিল। কিন্তু বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথেই সরকার কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করায় এবং অন্যান্য উপকরণসহ স্বল্প সময়ের মধ্যে কৃষকের হাতে পর্যাপ্ত পরিমানে কৃষি ঋণ তুলে দেয়ায় দেশে বাম্পার ফলন সম্ভব হয় এবং দুর্ভিক্ষ রোধ হয়। যার ফলে একজন মানুষও না খেয়ে মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেনি। এ কৃতিত্ব তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের এবং সেই সাথে সরকারের নিয়নন্ত্রণাধীন দেশের শীর্ষ কৃষি ঋণ প্রদানকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের। কারণ ঐ বছর বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসনের জন্য মোট প্রদানকৃত ঋণের প্রায় ৮০% বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এককভাবে বিতরণ করে। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক তখন সকল প্রকার কৃষি ঋণের (শস্য, মৎস্য, পশু সম্পদ ইত্যাদি) সুদ মওকুফ, ঋণ পুনঃ তফশীলিকরণ, ঋণ আদায় স্থগিতকরণ, ঋণ অবলোপন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করে। সিডর, আইলাসহ প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগেই বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক তার সবটুকু সামর্থ নিয়ে এভাবেই দরদী ও অকৃত্রিম বন্ধুর মত ক্ষতিগ্রস্থ, বিপর্ষস্ত ও বিপন্ন কৃষকের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নেটওয়ার্ক

দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাংকের মোট ৯৫২ টি শাখা আছে (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ ব্যতীত)। এসব শাখার মাধ্যমে ব্যাংক দেশব্যাপী একটি সুসংহত, সুনিয়ন্ত্রিত এবং দক্ষ জনশক্তি সম্বলিত নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। মাঠ পর্যায়ে ৯টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৫২টি আঞ্চলিক কার্যালয় আছে। এর মাধ্যমে ব্যাংক যে কোন কার্যক্রম অতি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম। ব্যাংকের গৃহীত যে কোন কার্যক্রম ৯টি বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয় ও ৫২টি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা হয়। যার ফলে ব্যাংকের সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছ্বতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা সহজ হয়।

ব্যাংকের সমস্যাবলী ও তার সমাধানে করণীয়

১. মূলধন সমস্যা

ব্যাংকটির বর্তমান আর্থিক অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়। বিকেবি প্রতি বছর শস্য ও কৃষি খাতে স্বল্প সুদে সিংহ ভাগ ঋণ বিনিয়োগ করে থাকে। ফি-বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ফসলহানী ইত্যাদি কারণে বিনিয়োগকৃত ঋণের সিংহভাগ ঋণ অনাদায়ী ও শ্রেণীকৃত। ব্যাংকের পুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমান ২৪৪৫.০০ কোটি টাকা। বাসেল-২ অনুযায়ী ব্যাংকের রিস্ক ওয়েটেড সম্পদ ১১৯১০.০০ কোটি টাকার ন্যুনতম ১০% হিসাবে ১১৯১.০০ কোটি টাকা রিজার্ভ সংরক্ষণ করার বিধান থাকলেও মুলধন ঘাটতির কারণে তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। ইতোমধ্যে বর্তমান সরকার

ব্যাংকটির অনুমোদিত মুলধনের পরিমান ৩৫০.০০ কোটি টাকা থেকে ১৫০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছেন এবং পরিশোধিত মুলধন ৩৫০.০০ কোটি টাকা থেকে ৯০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছেন। অনুমোদিত মুলধন সমুদয় পরিশোধিত মুলধন হিসাবে অনুমোদন দেয়া হলে অর্থাৎ পরিশোধিত মুলধন ৯০০.০০ কোটি টাকা থেকে ১৫০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা গেলে ব্যাংকটির মূলধন ঘাটতি পূরণ করা যাবে। তাছাড়া ১৯৯১ সালে প্রথম ঋণশ্রেণীবিন্যাস জনিত প্রভিশন ঘাটতির বিপরীতে সরকারের নিকট ব্যাংকের পাওনা ৪১৮.৫৭ কোটি টাকা। সরকারী নির্দেশনায় ২০০৩ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদের হার ১২% এর স্থলে ৮% নির্ধারণ করার ফলে ব্যাংকের আয় হ্রাস পেয়েছে ৯১৯.৭৪ কোটি টাকা। সরকারী নির্দেশনায় বিভিন্ন সময়ে কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করায় ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে ২১০৬.৩৬ কোটি টাকা। এ সব টাকা সরকারের ভর্তুকী দেয়ার কথা। সরকারের নিকট থেকে এসব ভর্তুকী পাওয়া গেলে ব্যাংকটির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।

২. জনবল স্বল্পতা

বর্তমানে ব্যাংকের অনুমোদিত জনশক্তি ১৩৬৮০ জন। তার মধ্যে বিদ্যমান জনবল- কর্মকর্তা ৪৬৫৪ জন ও কর্মচারী ৫৫৮০ জন, মোট ১০,২৩৪ জন। অর্থাৎ বর্তমানে অনুমোদিত জনশক্তির চেয়ে ৩৪৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কম আছে। সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে ১৯৮৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর ব্যাংকে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়নি। এর ফলে ব্যাংকের বর্তমান জনশক্তির গড় বয়স প্রায় ৫০ বছরে দাঁড়িয়েছে। আগামী ২০১২ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বর্তমান জনশক্তির প্রায় ৭৫-৮০ভাগ অবসরে যাবে এবং ব্যাংকে জনবল শূন্যতার সৃষ্টি হবে। এ কারণে ব্যাংকটিকে কার্যকর ও টিকিয়ে রাখার স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ করা অত্যাবশ্যক। সরকার বিভিন্ন কৃষি উপকরণে ভর্তুকীর টাকা প্রদানের জন্য চলতি মৌসুমে ৯১ লাখ কৃষকের মধ্যে কৃষি উপকরণ কার্ড বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সে লক্ষ্যে ভর্তুকী কার্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেক কৃষকের ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার নির্দেশ দিয়েছেন, যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর ফলে ভর্তুকী প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, প্রতারণা ও অনিয়ম বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এজন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে প্রায় ৬০ লাখ কৃষকের নতুন হিসাব খুলতে হবে। উল্লেখ্য বর্তমানে ব্যাংকে মোট আমানত হিসাবের সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ। স্বল্পতম সময়ে নতুন ৬০ লাখ হিসাব খোলা ও এসব হিসাবের মাধ্যমে ভর্তুকীর টাকা প্রদানসহ যাবতীয় লেনদেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি শাখার জনবল কমপক্ষে দ্বিগুণ করা প্রয়োজন।

৩. কর্মকর্তা কর্মচারীদের পদোন্নতির সমস্যা

ব্যাংকের অধিকাংশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকুরীতে সুনাম ও দক্ষতা এবং পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শূন্য পদের অভাবে দীর্ঘ ১৮-২০ বছর যাবৎ পদোন্নতি না পেয়ে একই পদে কাজ করছেন। এর ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মনে হতাশা বিরাজ করছে এবং কর্মদক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ব্যাংকের জনশক্তি কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৪. উন্নত প্রশিক্ষণের অভাব

ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে প্রথম শ্রেণীর পদে ব্যাংকে যোগদান করা সত্ত্বেও শতকরা ৯৯ ভাগ কর্মকর্তা ২৮-৩০ বছরের চাকুরী জীবনে একবারও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ পাননা। এমনকি দেশের ভেতরেও তাদের উন্নত প্রশিক্ষণের তেমন সুযোগ নেই। কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে পেশাগত দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও কর্মে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য বৈদেশিক

প্রশিক্ষণসহ দেশের অভ্যন্তরে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৫. স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দেশের সর্ববৃহৎ কৃষি ঋণদানকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তায় সরাসরি জড়িত থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সকল প্রকার ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। তা সত্ত্বেও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোয় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এ ঘটনা ব্যাংকের কর্মকতা/কর্মচারীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে। প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র বেতন স্কেলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের নাম অন্তর্ভূক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

৬. ইনসেনটিভ ও প্রণোদনার অভাব

দেশের সকল বেসরকারী ব্যাংক, বিদেশী ব্যাংক এবং রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রতি বছর একাধিক ইনসেনটিভ বোনাস ও প্রণোদনা প্রদান করলেও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয় এ অজুহাতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোন ইনসেনটিভ বোনাস প্রদান করা হয় না। অথচ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী অলাভজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ খাত হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর কৃষি খাতেই সিংহভাগ ঋণ বিনিয়োগ করে থাকে এবং সঙ্গত কারণেই ফি বছর লোকসানের মুখে পড়ে। তাছাড়া ১৯৯১ সনে প্রথম ঋণ শ্রেণীবিন্যাসজনিত প্রভিশন ঘাটতির বিপরীতে সরকারের নিকট ব্যাংকের প্রাপ্য ৪১৮.৫৭ কোটি টাকা। কৃষি ঋণের সুদ ভর্তূকী বাবদ সরকারের নিকট প্রাপ্য ৯১৯.৭৪ কোটি টাকা। সরকারী নির্দেশনায় মওকুফকৃত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের নিকট প্রাপ্য ২১০৬.৩৬ কোটি টাকা সর্বমোট ৩৪৪৪.৬৭ কোটি টাকা সরকার কর্তৃক পরিশোধ না করা এ ব্যাংকের লোকসানের আরো একটি অন্যতম কারণ। এতদসত্বেও ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বিকেবি ১২.১৯ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। কাজেই কৃষি ব্যাংককে ব্যবসায়িক বা মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা না করে সেবাধর্মী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে অন্যান্য ব্যাংকের ন্যায় এ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইনসেনটিভ বোনাস প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

৭. কৃষি ঋণের সুদের উপর ভর্তুকী

বর্তমানে ব্যাংকের কষ্ট অব ফান্ড প্রায় ৯%। অথচ ব্যাংক শস্য খাতে ৮% সুদে ঋণ প্রদান করে থাকে। যে কারণে প্রতিবছর ব্যাংকের লোকসানের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন সার, ডিজেল, বীজ প্রভৃতিতে ভর্তুকী প্রদানের ন্যায় শস্য ঋণের সুদ খাতে কমপক্ষে ৩% সুদ ভর্তুকী দিলে ব্যাংক আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে পাবে।

৮. ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারণ

ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে ব্যাংকের যথাযথ ভূমিকা নিশ্চিত করার স্বার্থে ব্যাংকটির বর্তমান শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে শাখা খোলা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে কৃষি খাতে অর্থায়ন গতিশীল হবে,ব্যাংকের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রত্যেক ঘর থেকে কমপক্ষে ১ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকারের দেয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সহজ হবে। উল্লেখ্য, দেশে মোট ইউনিয়নের সংখ্যা ৪৫৫৩। তন্মধ্যে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ বাদে বাকী ৫টি বিভাগে ইউনিয়নের সংখ্যা প্রায় ৩৪০০। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বর্তমানে ইউনিয়ন পর্যায়ের শাখার সংখ্যা ৫৭৩ টি। প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে শাখার জন্য আরো ২৮২৭ টি নতুন শাখা খুলতে হবে। এর ফলে প্রতিটি শাখায় গড়ে ৮জন কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসাবে মোট ২২,৬১৬ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এর সাথে

ব্যাংকের বর্তমান জনবল ঘাটতি ৩৪৪০ জন যোগ করা হলে মোট ২৬,০৫৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নতুন নিয়োগের প্রয়োজন হবে।

৯. ব্যাংক আধুনিকায়ন ও ব্যাংকে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বর্তমানে ব্যাংকের ৯৫২টি শাখার মধ্যে ১৬২টি শাখা কম্পিউটার ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে। ব্যাংকের কাজে গতিশীলতা ও নির্ভুলতা আনয়নের স্বার্থে বাকী ৭৯০টি শাখা কম্পিউটার ব্যবহারের আওতায় এনে ব্যাংকে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উপসংহার

ভিশন-২০২১ অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালে দেশের ১৭০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত আরো ৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজন হবে। যুগোপযোগী কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ও প্রতিকূলতা সহনশীল বীজ, সুষম সার, পরিমিত সেচ, পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ ও আধুনিক ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই বাড়তি খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব। এজন্য সরকারকে কৃষি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে যেমন-কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিএডিসি, বিআরডিবি ইত্যাদি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি সমন্বিত ও যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কোন একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ মহাকর্মযজ্ঞ সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কোন অবস্থাতেই কৃষি ব্যাংকের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা বা খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। সরকারের সুদূর প্রসারী লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারণ, জনবল স্বল্পতা দুরীকরণ, কৃষি ঋণের সুদের উপর ভর্তূকী প্রদান, বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী, অগ্রণী ও জনতা ব্যাংকের ন্যায় কৃষি ব্যাংকের কর্মকতা/কর্মচারীদেরকে স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রদানসহ ব্যাংকটির সমস্যাসমূহ সমাধান করে একটি কার্যকর ও যুগোপযোগী আধুনিক ব্যাংকে পরিণত করা দরকার। যত দ্রুত এ কাজটি করা হবে, দেশ ও জাতি তত বেশী লাভবান হবে এবং ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন তত বেশী সহজ হবে।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Alternative Approaches to Poverty Measurement and Trend of Development in Rural Bangladesh: Evidences from Grass-roots Level

Md. Jahangir Alam*

Abstract

Poverty as a development terminology can not be thought off only by an uni-dimentional approach of measurement rather it can be thought off from different approaches based on available resources which can be the outcome of human efforts for fulfilling basic needs of the people at the grass-roots level. Whenever someone wants to measure poverty of the people at the grassroots level, definitely there may be searching questions regarding to what extent people are secured with the availability of food at household level by their own food production as well as by their purchasing power ? To what extent people are well-off or poor by their total yearly income from the contribution of all sectoral income? To what extent people are employed or un-employed or under–employed within the active labour forces in case of poverty status? What are the limitations of the poverty stricken people that can make themselves as poor and poverty stricken? what are the assets and equities which make themselves as well-off? what are the development proceeds and ingredients which differentiate themselves from poor to non-poor or well-off ? Thus there are different outlooks and dimensions about the alternative thoughts of poverty approaches. However, the present article very thoughtfully highlights some specific and important alternative approaches

---

* *Deputy Director (Rural Economics), Rural Economics and Management Division, BARD, Kotbari, Comilla*

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

to poverty measurement and trend of development in Bangladesh. The important alternative approaches to poverty measurement are basically based on poverty assessment through food security at household level ; poverty assessment based on yearly income from all productive sectors ; poverty measurement approach based on human development indicators like providing health facilities at the grass-roots level, child –birth through trained dhai , vaccination or immunization facilities at the grass-roots level; providing electricity facilities at the grass-roots level; providing pure drinking water facilities at the grass-roots level etc. Poverty measurement approach based on employment, un-employment, and under-employment for the active labour forces; the article also very quantitatively evaluates the trend of development in the study village within a span of one-decade. The trend of development reflects that there is a positive sign of development in specific development parameters like household size, ownership of land under cultivation per household, comfortable residential facilities, earning members per household in the active labour forces, monthly household income, having pure drinking water facilities at household level, having sanitation facilities at household level, ownership of television at houehold level, ownership of khats and dining tables at household level; ownerships of electrified fans at household level, and also the ownerships of mobile phones at household level. Thus the findings of the article rightly has reflected the development of standard of living in the study rural households during the past one decade pragmatically remarks that the rural households in Bangladesh har been progressing gradually from poor to non-poor, from under-developed to developed; from backward to modern; from non-progressed to progressed for having with poverty free rural villages in a micro perspective as well as for having with a poverty free rural Bangladesh in a macro perspective.

1. Introduction

Although poverty can be measured through the conventional method of calorie intake and income or expenditure method, there are also alternative methods of measuring poverty. Poverty is not an one-dimensional subject to be thought off, rather it can be thought off from different viewpoints based on available resources and capability of maintaining and fulfilling basic needs, which can be the outcome of both natural resources and human efforts. As Bangladesh is an agrarian country, yearly food production is an important parameter of household food security. Again yearly food production as well as surplus food production and purchasing power are the indicators by which one can judge whether a household is falling below poverty line or the household is well off interms of his/her income level. Whenever somebody wants to measure and assess poverty, there are definitely searching questions regarding to what extent the poverty stricken people are

employed and engaged in agricultural production? Is the poverty stricken poor a cultivator or a farmer in the agricultural land through ownership of land or a sharecropper? Is the poverty stricken poor a wage earner? What is his/her purchasing power. What are the sources of income and employment opportunities throughout the whole year? Are the poverty stricken persons employed or unemployed or under-employed? What are the limitations and vulnerabilities of the poverty stricken people that make them poor? To what extent rural human resources are unemployed so that they have the insecurity and vulnerability for falling below poverty? What are the assets and equities which make themselves well off? Finally what are the development proceeds and ingredients, which differentiate them from poor to non-poor and well off. Thus there are different outlooks and dimensions about the alternative thoughts of poverty approaches (HDISA : 2005). In this article, an attempt has been made for a deeper understanding of human poverty assessment with development insights of poor to non-poor approaches of development dimensions for the rural poor of study poverty stricken village (HIES : 2005).

2. Poverty Approach: An Assessment based on all sources of income

In this approach to poverty assessment, poverty is assessed on the basis of total yearly income of the households which is the cumulative income of all sources. In rural Bangladesh, a household head may have different sources of income and by adding the income of all sources, total yearly income is calculated. A household may have yearly income from agricultural-sector, like crop agriculture sector, fisheries-sector, livestock & poultries-sector, wage earning sector and foreign remittance sector etc. A household may have alternative sources of income like salary from govt. or private organizations or income from business, or a household may be the earner of foreign remittances. All the income cumulatively will be known as the yearly income of the households. Whenever the poverty status of the rural households is assessed, the households are asked and judged about their poverty through participatory method of appraisal regarding their cumulative yearly income. In this method, a group of representatives of the household heads from the village have made their discussion with the respondent household head to know about the household status and observed the different sources of income and thus measure the status of a poor and a non poor household. Thus on the basis of total yearly income, the households are classified into three strata depending up on their income status. These are: (a) well off (b) poor and (c) very poor. Well off are above the poverty line while poor and very poor are below the poverty line. The overall assessment is that a person is said to

be poor and very poor on the judgment whether the yearly income level or monthly income level is sufficieng to meet the basic needs of the people or not. If the monthly household income or yearly household income can not meet the cost of basic five needs, the surveyed household head will be termed as poor and very poor household. The households that can meet their basic needs through monthly/yearly income will be termed as well off household. In this method, monthly income was also consulted with government document like Bangladesh. Economic review to have a clear picture of total yearly income so that one can observe one's status. According to Bangladesh economic Review 2005 if a person's or a member of a household's monthly income is TK. 594.60 per month, then this person is said to be well off or non-poor. Thus by taking 12.91% inflation for the year 2006-2007 (survey year) from the base year 2005, if a person's monthly average income is TK.671.36 then the person is said to be well off or non-poor. Now if average household size is 5, then a household needs to survive by an amount of minimum TK. 3356.8 per month for meeting his food security and other basic needs (Opcit : 2007). Thus a household with 5 members needs Tk. 40281.60 per year for his survival. Thus an approximate monthly or yearly income level was considered for assessing well off, general poor and very poor.

Based on opinions given by the study households on the basis of total yearly-income from all sources, it can bee seen in Table-1 it is observed that of the total 241 households, only 57 (23.65%) are well off or above the poverty line, while

Table 1: Poverty status of the study households interms of yearly-income from all sources of income

Poverty status	Well-off	Poor	Very poor	Total
Farmer's category				
Landless farmer (0.00-0.49 acre)	20 (11.76)	99 (58.23)	51 (30.0)	170 (100)
Marginal (0.50-0.99) farmers	16 (35.56)	27 (60.0)	02 (4.44)	45 (100.0)
Small (1.00-2.49) farmers	20 (80.0)	05 (20.0)	-	25 (100.0)
Medium (2.50-7.49) farmers	1 (100.0)	-	-	01 (100.0)
Large (7.50-Above) farmers	-	-	-	-
Total	57 (23.65)	131 (54.36)	53 (21.99)	241 (100.0)

Source : Field-survey, 2007

the rest 184(76.34%) are poor and below the poverty line. Where 54.36% are general poor and 21.99% are very poor or lies below the poverty line. Among the landless (0.00-0.49 acre) farmers only 11.76% are well off, 58.23% are general poor and 30.0% are very poor. Among the marginal farmers (0.50-0.99 acre) only 35.36% are well-off and 60.0% are general poor and only 4.44% are very poor. Among small farmers(1.00-2.49 acre) 80.0% are well-off and the rest 20.0% are general poor & in medium farmers (2.50-7.49 acre) 100% are well off.

3. Poverty Approach: An Assessment based on Demographic and Comprehensive Economic Indicators

Poverty can alternatively also be assessed by observing the development initiatives and ingredients that may be initiated in the particular poverty stricken village. In this assessment of poverty debate, an individual tries to have an observation on some of the important demographic and development parameters of any village by which the impornats of households of the poverty stricken village can be observed. As the poverty sitnalin in Bangladesh is improving day by day, one can observe the health facilities enjoyed by the households. One can also observe the limitation of electricity facilities of the poverty stricken village. One can also have a look into the important issues like child mortality and child birth which are regarded as very important demographic and development parameters for knowing the human poverty of the rural village. Thus while thinking about alternative approaches to poverty, certainly one can have a look into the intensity of these important issues of the development parameters. However, from table-2 it is observed that, of the total 241 households, 170 are landless where these facilities are not provided sufficiently. Of the total 170 households, only 1.18% has child-mortality within one year. Although higher population birth rate is discouraged by the govt. of Bangladesh but in the landless poverty stricken families, child birthrate within one year is 7.64% and still only 9.41% of the landless people have the facilities of having a child by trained Dhai because of non-availability of health facilities. In case of marginal small and medium farmers, a better picture of enjoying development facilities is observed like, child-birth through trained dhai, having electricity facilities and also the access to pure drinking water, which can also be seen from Table – 2. Although the rural villages are gradually developed through electricity facilities, only about 37.65% are enjoying the facilities. But a dramatic change has occurred in the case of getting pure drinking water and all the villagers have the opportunity of taking pure drinking water from tube-well but there is a limitation of arsenic contamination in pure drinking water in the adjacent areas of the study village.

Table 2: Human poverty of the poverty stricken households of the study

Human Poverty / Farmer's Category	Child-Mortality (1-year)	Child-birth (1-year)	Child birth through trained Dhai	Electrified household	Access to Pure Drinking water	Total households
Landless farmers (0.00-0.49 acre)	02 (1.18)	13 (7.65)	16 (9.41)	64 (37.65)	170 (100)	170(100.0)
Marginal farmers (0.05-0.99 acre)	-	06 (13.13)	06 (13.13)	19 (42.22)	45 (100)	45(100.0)
Small-farmers (1.00-2.49 acre)	-	02 (8.0)	04 (16.0)	13 (52.0)	25 (100)	25(100.0)
Medium-farmers (2.50-7.49 acre)	-	-	-	-	1 (100) -	01(100.0)
Large farmers (7.50-above	-	-	-	-	-	-
	02 (0.82)	21 (8.71)	26 (10.79)	96 (39.83)	241 (100.0)	241 (100.0)

Source: Field-Survey : 2007

However table-2 has reflected the poverty parameters from different aspects including demographic and development dimensions of the poverty stricken village.

4. Poverty Approach: An Assessment based on Yearly Food Security

In this approach, Food security is considered as the most important parameter of poverty. It indicates survival of the poverty stricken people by ensuring security in food consumption through household food production and purchasing power of the poverty-stricken household. Naturally food is the source of calorie intake, human health and survival. In rural Bangladesh, still about 59.3 % of the rural households (BBS:2007) are directly involved in agricultural production by taking the advantage of either own land cultivation or by taking the advantage of share cropping. The wage labourers also share other peoples land for their cultivation or they offer their labour by wage for raising their purchasing power. Thus in measuring poverty of the rural household, food production, availability of food and purchasing power which are betterly termed as food security is considered as the very important indicator for understanding and assessing household poverty.

In this approach, the study households are asked about to what extent they are fulfilling their needs for food or to what extent they are secured by food from their

own production. Four parameters regarding food security are considered for the rural households. For assessing poverty, study households were classified on the basis of four parameters like : (a) Surplus food production (b) Balanced food production that is no surplus no deficit (c) Occasionally or frequent deficit of food (d) Chronic deficit of food (Opcit : 2004). From the four categories of food security parameters, the households that belong to first and second parameters are termed as the non-poor or well off households while the households that belong

Table 3 : Poverty status in terms of food security

Food security/ Farmers Category	Food security (surplus)	Food security No surplus No deficit	Occasional/ frequent deficit	Chronic deficit	Total
Landless (0.00 - 0.49 acre)	-	28 (16.47)	69 (40.58)	73 (42.94)	170 (100.0)
Marginal (0.50 - 0.99 acre)	10 (22.22)	15 (33.34)	11 (24.44)	9 (20.0)	45 (100.0)
Small (1.00 - 2.49 acre)	9 (36.0)	06 (24.0)	8 (32.0)	02 (8.0)	25 (100.0)
Medium (2.50 - 7.49)	1 (100.0)	-	-	-	1 (100.0)
Large (7.50 -above)	-	-	-	-	-
Total	20 (8.29)	49 (20.34)	88 (36.51)	84 (34.85)	241 (100.0)

to third and fourth parameters are termed as poverty stricken people or poor. The assessment of poor and poverty stricken people based on food security approach can be observed from the following table-3.

From the Table-3, it is observed that according to food security approach among all categories of households about 71.36% (by adding column 3&4) are poor or, lies below poverty line, and the rest 28.64% are non poor or well-off. Among the landless farmers about 83.52% (by adding column 3 and 4) are poor while the rest 16.47% are well – off. Among the marginal farmers, 44.44% are poor while the rest 55.56% are non-poor and well-off. Among the small farmer 40% are poor while the rest 60% are non-poor and among medium farmers, 100% are well-off and non-poor.

5. Poverty-Approach: An Assessment based on Employment Generation

Unemployment problem as well as generating employment for the unemployed active labour forces (15-64 years) is an important aspect of poverty assessment for human poverty. Household poverty generally depends up on income generation and level of income of the households. It is a generalization that the households who have enough-income never fall under poverty and income is always supported by possible employment generation (Opcit : 2007). Thus in poverty-assessment, generation of employment for the rural unemployment human

Table 4 : Employment Status of the Study Households

Employment Status	Total Household	Total Household Member/ Population	Employed Household head	Un-employed household head	Under employed household members
Farmers Category					
Landless(0.00 -0.49 acre)	170 (100.0)	766 (100.0)	106 (62.35)	64 (37.65)	240 (31.33)
Marginal (0.50 -0.99 acre)	45 (100.0)	227 (100.0)	19 (42.22)	26 (57.78)	71 (31.27)
Small (1.00 -2.49)	25 (100.0)	110 (100.0)	10 (40.0)	15 (60.0)	40 (36.36)
Medium (2.50 -7.49 acre)	01 (100.0)	05 (100.0)	1 (100.0)	-	02 (40.0)
Large (7.50 -above)	-	-	-	-	-
Total	241 (100)	1108 (100.0)	136 (56.43)	105 (43.57)	353 (31.86)

resources is considered as a very important parameter for analyzing poverty of the rural households.

As poverty is the cumulative effect of income which comes from proper employment opportunities, the following table-4 gives the empirical picture of poverty in terms of employment opportunities in the poverty stricken village.

From the table-4, employment and unemployment status of the study households that belong to active forces have been reflected. Four categories of farmers like Landless farmers (0.00-0.49 acre), Marginal farmers (0.50-0.99 acre), Small farmers (1.00-2.49 acre) and Medium farmers (2.50-7.49 acre) interms of their employment status are categorized in the table-4. Among landless farmers 62.35% households are employed for their wage earning and the rest 37.65% are

unemployed. Among marginal farmers 42.22% households are employed and the rest 57.78% are unemployed. Among small farmers 40% of the households head are employed and the rest 60% are unemployed and finally among medium farmer 100% are employed. If all the household's employment status is analyzed irrespective of farmers categories, it is observed that 56.43 % are employed households and the rest 43.57% are unemployed. There are also the scenario of under-employed status of the households who need more work involvement for their full employment. Among the landless household members about 31.33% of the total population is under employed and it is also clearly reflected in other strata of the households like marginal (31.27%), small farmers (36.36%) and medium farmers (40%) and as a whole under employed status of the whole village is 31.86%. As the village is the very poverty stricken and acute poverty prevails there, so poverty reduction programmes by both govt. and non government organizations need to be implemented so that possible employment opportunities for the unemployed household members can be generated and acute poverty can be reduced in the poverty stricken village. Simultaneously pragmatic programme on skilled development and wage employment needs to be accelerated for higher income by the unemployed household and underemployed youths for reducing acute poverty of the study households of the poverty stricken village.

6. Poverty Measurement Approach: An Assessment based on households Agricultural Assets and Equities

Individual household's Assets and Equities are very important for household poverty reduction. Although land is the important productive assets for the rural households, but inspite of having this productive Assets, there is also some household assets and equities by which household's status can be observed. The agricultural equipment an also termed as assets for the rural households. These are namely deep tube wells, shallow tube wells, threasure, weeder etc. Except such equipment agricultural production can not be taken place. As the rural farmers are basically agrarian for their livelihood and poverty reduction, access to and ownership of these agricultural equities are very important for augmenting and up-grading agricultural production. The less availability of these agricultural equipment and assets definitely reflects the poverty scenario of the rural households.

As Agriculture by definition is a broad terminology which is not only ended & enclosed with crop-Agriculture rather Agriculture is the combination of different productive sectors like livestock sector, poultry sector and fisheries-sector. Thus the availability and ownership of these sectoral agricultural assets are the

indication of wealth, assets and equities of the rural households. It is also proud by the development interventions that poverty can easily be reduced by the contribution of these sub-sectors. Thus the presence and availability of livestock, poultries and fisheries-resources indicate the wealth of the poverty stricken

Table 5 : Status of Agricultural Equipments, Livestock s and Poultries

Agricultural Assets & equities / farmers category	No of Bulls	No of Buffal os	No of Goats	No of Chic-kens	No of Gooses	Shallow Tube-wells	Treas -ures	Weed ers	Power Tillers
Landless farmers (0.00-0.49) acre	o4	28	41	822	392	-	02	-	-
Marginal farmers (0.50-0.99)	o3	19	24	427	103	02	08	-	-
Small farmers (1.00-2.49)	02	12	26	63	87	-	05	01	-
Medium farmers (2.50-7.49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Large farmers (7.50-above)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	09	59	91	1312	584	02	15	01	-

people. The more the poverty stricken rural households have such agricultural wealth, the less the poverty scenario of the households as these agricultural wealth can give more income to the rural poverty stricken people for reducing their poverty. The following table – 5 shows the agricultural wealth and equities of the poverty stricken households of the study village.

From the table-5 it is observed that the poverty stricken households own 1312 chickens followed by 584 gooses, 91 goats, 59 buffallos and 9 Bulls, 2 shallow tube well and others. The intensity is also higher incase of landless and marginal farmers, which indicates that as the landless and marginal farmers has no cultivable land, they are more engaged in non farm activities like livestock rearing, milkcows-rearing and poultry rearing. The limitations of having less agricultural equipment rightly reflected the limitations of food security in the study households as mentioned on earlier discussions. The village has no power tiller which also indicates that the village is still lies far behind the accessibility

of having modern agricultural intervention. So far proper development of agriculture for reducing poverty is concerned, both govt. and non-government organizations should take care the limitation of agricultural development that are prevailing in the poverty stricken rural Dohati study village.

7. Trend of Development in the study village

Development indicates positive change of the rural households that has been taken place through human physical and natural resources. From macro-view point it refers to shift of one's condition to another of an economy positively over a specific period of time. In economic development, development refers to a processes of economic condition by which improvement and progress take place. It also reflects by economic parameters like the development of per capita income or economic growth, in a macro perspective. Thus economic development or more precisely, development refers to a process where by a country's net national income increases over a long period of time (generally one year) whereby per capita income of the people will increase and at the same time absolute poverty stricken people will diminish. In rural villages, economic development refers to the development of the rural households of the villages over a certain period of time and it may also be one-year or more. Actually, development is a continuous process through which individual household can be able to progress themselves in both human and natural resources for improving their standard of living. The basic development indicators of household development are the development of all development indicators like per capita income of the households, per capita ownership of land under cultivation of the households, decreasing trend of household-size, increase in number of earning members, improvement of pure drinking water, access of health and sanitation facilities, improvement of electricity facilities, improvement of households furniture's, assets and equities, etc. The following section will highlight the trends of development of the poverty stricken rural households which is discussed below :

7.1 Trend in household size before and after 10 years

Poverty can be reduced by the pragmatic efforts of the government and non-government organizations. Because of population pressure and higher birthrate, poverty cannot be reduced and sometimes it becomes in a state of stagnation. But it is said that poverty reduction is a continuous process of intervention for development. As population pressure is the core limitation for poverty reduction, it is thought that poverty can be reduced by reducing population interms of household size in a micro perspective which definitely depends up on the

awareness and consciousness of the household head. If the household size is smaller, poverty is lesser, if the household size is higher, poverty will also be higher. But because of rising population density what is the present condition of

Table 6: Trend in household size (Before and after 10 year)

No. of household members/Farmer category	Household Size (Before 10 years)	Household Size (After 10 years)
Landless farmers (0.60 -0.49 acre)	4.6	4.5
Marginal farmers (o.50 -0.99) acre	5.2	5.0
Small farmers (1.00 -2.49)acre	4.5	4.4
Medium farmers (2.50 -7.49)	5.0	5.0
National average	5.6	4.9

Source : Field survey, 2006, BBS, 2007, BBS, 1997.

population in the study village is a matter of search which is the indication of trend of development. The following table reflects the trend of development of household size during the past 10 years of the study poverty-stricken village which is as follows:

From the table-6, it reveals that during a period of one decode there is a very insignificant but positive trend of development in the reduction of household-size, which is reflected in all the farmers category of the study households.

7.2 Trend in Earning-members

Human poverty can be reduced by proper employment generation. If there is a reasonable number of earning member with in the active labour forces (15-64

Table 7 : Trend in Earning Member

No of Earning Members/ Farmers category	Earning-Member (Before 10 years)	Earning-Member (After 10 years)
Landless farmers (0.00 -0.49 acre)	1	2
Marginal farmers (0.50 -0.99 acre)	1	2
Small farmers (1.00 -2.49 acre)	2	1
Medium farmers (2.50-7.49 acre)	1	2

Source : Field survey, 2007

years) definitely the household will have higher income status and poverty can be reduced. It is the generalization that the household which have higher earning members enjoy less poverty and vise-versa (Opcit: 2007). In such a view in mind, development interms of earning members of the poverty stricken households are observed. Table-7 indicates that except small farmer in the case of all farmers category, earning members have increased to some extent by which poverty stricken people can be able to raise their income for reducing their poverty.

7.3 Trend in Average Monthly Income

Monthly income or yearly income is the main source of capital formation by which poverty stricken people can be able to reduce their poverty and at the same time they can be able to invest their savings for their future income generation. As development proceeds day by day, income will also rise to some extent within the poverty stricken households which is observed from table 8. Table-8 reveals that the highest incremental change in monthly income has occurred incase of medium farmer at a percentage of 160% followed by the marginal farmers (71.24%) which is followed by landless farmers (39.82%) and small farmers (21.76%). The

Table 8 : Trend in Average Monthly Income

Monthly Income/ Farmers category	Before 10 years Average (Tk)	After 10 years Average (Tk)	Percentage Change in Average income
Landless farmers (0.00-0.49 acre)	2449.52	3424.94	39.82%
Marginal farmers (0.50-0.99) acre	2426.67	4155.56	71.24%
Small farmers (1.00-2.49) acre	3492.00	4252.00	21.76%
Medium farmers (2.50-7.49 acre)	5000.00	13000.00	160.0%
Per capita income	276 US$	520 US$	88.0%

Source : Field survey, 2006, BBS : 2007, BBS : 1997.

positive change in income level is significant which can be termed as a positive sign of development of the poverty-stricken people in the study village. However, the following table-8 has reflected the right picture of development in the poverty stricken study village.

7.4 Trend in Pure Drinking Water and Sanitation Before and After 10 Years

One of the major positive sign of human poverty reduction for fulfilling basic needs is to provide the facilities of pure drinking water and sanitation facilities to the poverty stricken household. Actually pure drinking water and sanitation are the two important parameters of health and good health. So if the poverty stricken households can be able to provide themselves with these health facilities, there will be no limitation of health hazards and the selected poverty stricken people can be able to maintain their good health which is very important for every household to maintain their standard of living. To observe the development progresses of the poverty stricken study households, the trend of having pure-drinking water and sanitation facilities are observed from table-9.

From the table-9, it is observed that while before 10 years, only 27 households have tube wells for their pure drinking water, now 93 households have their own

Table 9 : Trend in Pure Drinking Water and Sanitation

Facilities/All farmers	Before 10 years	After 10 years	Not available	Total
Ownership of tube -well	27	93	148	241
Ownership of Arsenic free tube well	Nil	51	190	241
Ownership of latrine (Katcha)	114	Nil	127	241
Ownership of Modern latrine	Nil	2	239	241
Ownership of latrine (Ring-slab)	Nil	119	122	241

Source : Field survey, 2006.

tube –wells for pure drinking water which is definitely a positive trend of development for fulfilling basic needs and it will be developed in the coming days. While before 10 years, there was no arsenic free tube wells, now there are 51 arsenic-free tube wells. A dramatic change has also been achieved in health facilities as observed from the table-9 that there are 119 poverty stricken households who have ring-slab latrines for their sanitation and health facilities. Thus the findings remarkably reflects a positive sign of health development in the study village which is very important for poverty reduction in a micro-perspective.

7.5 Trend in furniture, Assets and Equities Before and After 10 Years

Tangible furnitures, assets and equities are the important ingredients and indicators of development and standard of living. As Bangladesh is progressing in its development parameters, development of tangible household assets, equities and furnitures are the indicators of household resources and capitals from a micro perspective. As the development proceeds, rural households also try to up-grade their status by consuming and keeping tangible assets as a symbol and status of livelihood. It is observed that development thoughts are stimulated and up-graded among the rural study households and thus there are the very development that has been achieved in study households by owning and keeping furnitures, & capital goods, and other prestigious and essential goods for improving the livelihood and poverty reduction. The following table-10 indicates the development of standard of living of the study poverty stricken households within a period of one decade which really reflects the positive sign of development not only in the study poverty stricken village but definitely for rural Bangladesh.

Table 10 : Trend in furniture and Assets and Equities

Year/ Name of furniture, assets & Equities	Before 10 years	After 10 years	Not available	Total
Ownership of land under cultivation (acre)	0.328	0.280	-	-
Ownership of those residence made with Tin in the top and surrounding	47	202	39	241
Ownership of Television	Nil	38	203	241
Ownership of choki	319	Nil	-	241
Ownership of Khat	Nil	80	161	241
Ownership of Dining table	Nil	16	225	241
Ownership of Fan	Nil	110	131	241
Ownership of Mobile	Nil	32	209	241

From the table-10, it is reflected that before 10 years, the study households have very poor status in their residence for maintaining their livelihood in a very developed and improved manner. Although there is a decreasing trend of land ownership under cultivation in the study households, but overall development interms of households assets and equities has taken place over a period of one decade. Before 10 years while there were only 47 households who has resided in a residence which was made with tin including all its surroundings. After 10 years, it is observed that about 202 households in the study village who have attained the

opportunity of residing in a residence which is made with tin including all its surroundings and the roof. The very tradition of Bangali culture is having with choki in the rural villages. But as a follow-up of higher standard of living, this tradition of livelihood has changed significantly and it is developed and occupied by khat and dining tables which definitely indicates a positive sign of development for maintaining standard of living in the study village. From the findings of the table–10 it is also reflects that before 10 years while there was no khat, or dining tables, or television, and other modern equities and assets for the livelihood of the study households, after 10 years, of the total 241 households, 80 households have khats for their comfort livelihood while 16 households have dining tables for maintaining their standard of living. There are 110 households, who are now enjoining their health facilities by electric-fan and also there are 38 households who have their televisions for enjoining recreation facilities in their homely environment. At the same time 32 household heads are with their mobiles for household communication. Thus definitely it is proofed from the findings that development proceeds in the rural study village as a follow-up interventions of development programmes by both government and non-government organizations which is reflected in the study households standard of living as a better and progressed people of future generations of rural Bangladesh.

8. Conclusion

In the conclusion, it can be said that there is not only income poverty which is a follow-up and corresponding assessment of poverty measurement interms of calorie-in-take of the study household members. There are also alternative approaches of poverty assessment which can be observed by assessing human poverty of the study households which has been discussed in earlier section of the article. There is poor and non-poor. Alternatively, there is well off, poor and very poor. There are the very limitations of child mortality child-birth and lack of facilities for having child by the assistance of trained dai. There is lack of electricity facilities. There are the limitations of having pure drinking water because of arsenic contamination which are the basic indicators for observing human poverty. There is also the limitation of availability of food, and food security. There is also the chronic deficit of food in rural households. There is both employment and under employment in the active labour forces. There is also limitations in the crop agriculture sector, livestock’s and poultries sector for nutritional improvement and livelihood development. But in spite of all limitations, there is development in other side of the coin. During the past 10 years within a span of one decade, development definitely proceeds in rural

Bangladesh. Development also has taken place in the study village. There is gradual reduction of household size with in a period of one decade in the study village. There is a gradual addition of earning members for sharing the burden of poverty in the study households. There is also the addition in households monthly income which is a positive sign of development and poverty reduction. There is also a significant extent of development both in pure drinking water and sanitation facilities in the study village. There occurs the very development of standard of living in the study households. There is modern living facilities in the rural study village. There are khats, dining tables and electrified fans for enjoying for modern livelihood. There are televisions for the study households recreation. There are mobiles for interpersonal communication. Thus in rural Bangladesh, there has proliferated the very development interventions for availing post modern development opportunities and thereby, the rural households are progressing day to day from poor to non-poor, from underdeveloped to developed, from backward to modern and from non-progressed to progressed for having with poverty free rural households in a micro perspective as well as for having with a poverty free rural Bangladesh in a macro perspective.

Notes

1. For a detailed conceptualization on human poverty and development parameters for poverty reduction, see, HDISA (2005) "Human Development in South Asia 2005, Human Security in South Asia, Mahbubul Haq Human Development Centre, Oxford, University Press, Karachi, Pakistan.
2. For detailed classification of income and human poverty, see, GoB (2005), "Report of the Household Income and Expenditure Survey, 2005", Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.
3. For statistical information on farming households, household size, per capita income and other indicator, see, GoB(2007), "Statistical Pocket Book of Bangladesh," Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.
4. Opcit, 2005
5. Opcit, 2004
6. Opcit, 2007
7. For macro-economic information on household size and per capita income and also for other indicators, also see BBS (1997) "Statistical Pocket Book of Bangladesh" Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Poverty Measurement and Sectoral Contribution to Poverty Reduction in Rural Bangladesh: Evidences from Grass-roots Level

Md. Jahangir Alam*

Abstract

As income is one of the basic indicators of poverty measurement at household level, poverty reduction in rural Bangladesh should be evaluated by taking into consideration the contributions of all productive sectors of the economy at household level. The more the income earned from all sectos, the more the poverty reduction and vice-versa. Higher income leads to higher saiags and higher investment which is necessary for poverty reduction. So for the sake of individual welfare of the households in rural Bangladesh, income generation through the contribution of all sectors is very much important. The present article discusses how different productive sectors can be made more effective for reducing for poverty at household level, This article finds 39.83% of households lying below the absolute poverty line, considering that the average poverty line income was Tk. 671.36 for the year 2006-07 per person per month. As far as sectoral interventions for poverty reduction and development at household level are concerned , the findings of the study reflects that although generation of employment for poverty reduction is the highest in crop sector with equal distribution of employment opportunities in wage earning , livestocks & poultry sectors respectively but yearly income contribution for poverty

* Deputy Director (Rural Economics), Rural Economics and Management Division, BARD, Comilla.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

reduction is the highest in wage-earning sector compared to crop sector and business sector obviously reflects the poverty intensity of the rural households under study. As far as contributory allocation of yearly expenditure at household level as a consideration of poverty reduction and development is concerned , the findings of the study reflects that there is a rising trend of expenditure allocation for the two co -joined basic needs like education (24.79%), and health care (23.71%) other than food consumption (22.97%)as the first, second, and third priority considerations for basic needs fulfillment with clothing and housing as later priority needs by a very insignificant differences which also substantially supports the basic needs prioritization of Engle's law of human basic needs fulfillment for yearly expenditure allocation at household level, thus reflects the rising poverty reduction and development in rural Bangladesh. In the concluding remarks, the article concludes that rural poverty can not be reduced by an uni - dimensional sectoral intervention, rather it needs a resultant interventions from all productive sectors. There is crop sector, livestock & poultry sectors, fisheries sector, service sector, business sector, wage- earning sector, and foreign remittance sector. Thus with a view to reduce poverty from rural Bangladesh, there needs a systematic interventions from all sectors through govt. and non govt. organizations for ensuring proportional and equalizational allocation of income and expenditures for five basic needs like food, clothing development with in an expected period of time from rural Bangladesh in a macro perspective.

1. Introduction

Income is one of the indicators of development and Poverty measurement. The level of development, standard of living as well as poverty always correspond to income of any household. It is the generalization that the more income that a household can be able to achieve for his/her livelihood termed as a better household and thus the household's development will be more than others as a result of higher income earning which can reduce household poverty (Opcit, 2009). Simultaneously, raising income is the growth of development of the individual household which leads to propensity to save in individual households level thereby can reduce their poverty. So for the sake of individual welfare of the household and also for maximizing economic status for a poverty-free household deeper analysis on income is very much important at household-level. However, the present article has contributed in brief the analysis regarding how income is accumulated, capital can be formed from different earning sectors and how poverty can be reduced by the contribution of different sectors of the rural economy.

2. Poverty Measurement: Income Method

The very concern of this chapter is to find out the poverty status of the study households. Poverty was measured from the income group distribution of the data. It is observed from table- 1 that, there are 96 households who belong to yearly income of below Tk. 40,000 and the rest 145 households belong to the yearly income of more than Tk. 40,000.

However according to Bangladesh Economic Review, it is said that if a person’s monthly income is TK. 594.60, then it is considered that the said person is above the poverty line or non-poor (BER: 2005). But because of time period of the study which was during the financial year of 2006, Price-inflation was calculated to measure the poverty line of the study households. By taking 12.91% price inflation both for food and non-food based on Bangladesh Economic Review, 2007, the poverty-line average income for the year 2006 (Survey year) is Tk.594.60 + 76.76) = 671.36 Tk. per-person per month and thus yearly income is

Table 1 : Poverty-Measurement by Income Method

Yearly Income Categories (Tk.)	No. of Households	Percentage (%)
(Tk. 0-20,000)	15	6.23
(Tk. 20,001-40,000)	81	33.61
(Tk. 40,001-60,000)	76	31.53
(60,001-80,000)	34	14.11
(Tk. 80,001-1,00,000)	18	7.47
(Tk.1,00,001-Above)	17	7.05
Total	241	100.0
Poverty line Yearly Income (671.36X5X12)	40,281.60	39.83
Household below poverty level	96	39.83
Number and percentage of household above poverty	145	60.17

Source : Field Survey 2007.

Tk.40281.60 (Tk. forty thousand two hundred eighty two approximately) for a poverty stricken household of average household size of 4.59 (approximately 5) members (Source: Bangladesh Economic Review, 2007). The yearly distribution of income level of the study households and there poverty can be observed from the following table.

No. of households below 40,000.00 (excluding fraction figure) (15+81)= 96

Therefore percentage of poverty stricken people = $\frac{96 \times 100}{241}$

= 39.83%

Thus on the basis of income-measurement of poverty, it is observed from the findings that of the total 241 households of Dohati poverty stricken village under Kachua Upazila of Chanpur district about 96 household's yearly income is less than Tk. 40,000, which states that about 39.83% households are lying below the poverty line which is equivalent to the national average of poverty line in rural areas (39.5%) of Bangladesh (Opcit, 2007) and the rest 60.17% are above absolute poverty line. These households are termed as well off households.

3. Sectoral Contribution of yearly-income for the poverty stricken study households from different sectors

For reducing poverty, income is the only source for individual household's survival. Although Bangladesh is gradually developing from agriculture to industry and there are also other sectoral contributions for the survival of the poverty stricken people, but still in rural Bangladesh, agriculture is the main source of food consumption and income earning of the majority of the poverty stricken rural population of Bangladesh. Although there is very limited scope of entering in the job-market by the rural active labour forces for highly salaried services, as the rural people within the active labour forces are not well-educated or un-skilled but there are also some opportunities for them in the rural areas for involving themselves in the different sectors for their occupations. Thus there is a tendency of contribution of different sectors for the survival of the rural people. Agriculture is still an important sector of livelihood of the rural people which generally contribute in raising income of the rural people. Business is next to farming. The rural farming households prefer business as a complementary and important profession for households income. Although more or less all the rural households are always with farming as a very traditional occupation and a dominant source of survival and poverty reduction of the individual households.

While poverty is considered within the households who are landless and belong to non-farm sectors (less than 0.05 acre), the households use to earn income and wage from their physical labour. But as most of the landless people are poverty stricken they normally prefer wage earning like rickshaw pulling, van-driving, and other physical labour-intensive dependent occupation from which the poverty stricken households can earn more income on a daily basis for their survival.

Although in agricultural sector, crop sector contributes dominantly for the generation of income which is 77 percent of the value output of agricultural GDP earned from crop-sector (FFYP: 1997-2002). But only the farming households who have enough land to cultivate either by ownership or by other's land to cultivate, they can only get the benefit to upgrade their income level from the contribution of the crop-sector. But poverty stricken landless people have the limitation of available land by ownership, so they can not cultivate and contribute as much as they can in this sector because of limitation of cultivable land. Thus poverty stricken people prefer non-farm activities other than crop-sector. The selected non-farm activities of the study households as the source of income for reducing poverty are commercial cultivation of fish, livestock rearing, poultry-rearing, etc. and the contribution of these sub-sectors as profession of the poverty-stricken people are gradually increasing and the government is also encouraging the poverty stricken people for involving themselves in these sub-sectors for their self-employment by taking the opportunities of credit and training from the govt. as well as non-govt organizations. Thus there are three sub-sectors like fisheries sector, livestocks sector and poultries sector which are observed as the important earning sub-sectors for the survival of the rural poverty stricken people.

However although there is a survival tendency of the rural poverty-stricken people by taking the advantage of both farming and non-farming sector of the rural-economy, but there is also a positive trend among the poverty stricken people for progressing and up-grading themselves from under-developed to developed, from poor to non-poor by involving themselves in service sector both in home by paid govt or non govt salary as well as by earning foreign-remittances from abroad employment opportunities. But a very insignificant number of household head of the study village has migrated in foreign countries by selling their land properties with a view to earn more income by foreign-remittances. However, the important occupation as observed from Table –2 is that the study household heads are involved for their income generation and poverty reduction in the selected seven occupations. These are crop Agriculture, Service, Business, Wage-earning, Livestock and Poultry rearing, Fishery, and foreign-remittances. The important sector interms of dependency and intensity among the households by occupational opportunities of the study poverty village is the highest in case of crop-agriculture (76.76%). Wage earning (62.24%), Livestock and poultry rearing (62.24%), fishery (58.51%), Business (37.34%), Service (14.94%), and foreign remittances (6.64%).

Table 2 : Distribution of study households according to employment generation in different sectors

Name of Sectors/occupations	No. of Households frequency	Percentage (%)
Crop-Agriculture	185	76.76
Service	36	14.94
Business	90	37.34
Wage-Earning	150	62.24
Livestock & Poultry rearing	150	62.24
Fishery	141	58.51
Foreign remittance through service or migration	16	6.64
Total	241	100.0

4. Sector wise income earned by the study households

The rural economy where the poverty stricken people have resided for their livelihood certainly depends on different sectors from economic perspective. The households also have contributed to different sectors of the rural economy from where the gross domestic product (GDP) as well as gross national product (GNP) have earned by the government. But not only for the government earnings from macro perspective, from micro perspective for the sustained livelihood of the rural households, the poverty stricken people of the rural study village also have earned income from different sectors by their employment generation. However, although different sectors comprise the rural economy but interms of contribution of employment generation among all sectors, still crop-sector dominates the poverty stricken people of the rural people. Among all sectors other sub-sectors of the agricultural sector like livestock sector, poultry sector, fisheries sectors also has played an important role for having with employment generation which act as a income major earning source of the poverty stricken people. But the rural people who have education up to certain level also have the opportunity for contributing in different services for their income generation. The rural poverty-stricken households also have the opportunities for including themselves in business and such businesses are also financed by the households either by their own capital or by credit through financial organization of the govt. and non-government organizations which are contributing in the rural economy. Although rural people are poor in their resources and capital formation, but still there is a tendency of the rural households to take the opportunity of earning foreign remittances by sending the household-members in abroad for earning higher income as a follow up impact of globalization, mobilization of human resources from under developed to developing and developed countries.

Table 3: Sectoral Contribution of Yearly income of the Study Households

Sector wise income contribution of the poverty-stricken households	No of household	Total individual sectoral income (Yearly in Tk.)	Avarage income from Each sector (Tk.)	Contribution or % share of individual sector to total yearly income in the poverty stricken village
Crop Agriculture	185	34,01,750.00	14115.14	26.91
Wage- Earning	150	36,58,100.00	15178.84	28.94
Business	90	33,01,000.00	13697.09	26.12
Service	36	9.32.400.00	3868.87	7.38
Foreign-Remittance	16	7,41,000.00	3074.67	5.86
Livestock & Poultries	150	4,22,800.00	1754.35	3.34
Fisheries	141	1,82,850.00	758.71	1.45
Grand total	241	1,26,39,900.00	52,447.72	100.0
average household monthly income	US$ 63.34	-	4370.64	-
Per capita income (study village)	US$152		52447.72	-
Per capita income (national)	520 US$	-	35,880	-
Per person per month (study village)	12.67	-	874.12	-

However, the sectoral contribution of the poverty stricken study households can be observed from the following table-3

It can be observed from table- 3 that significant tendency of dominancy is observed in the crop sector which is very prominent in the study village. But it can be observed from the table-5 that because of poverty stricken village and acute landlessness, percentage- share of contribution incase of wage-earning is the highest to gross national product (GNP) of the individual household which is 28.98% of the value output, and it is followed by the contribution of crop-sector (26.91%),crop sector is followed by the contribution of business-sector (26.12 %), service-sector (7.38%), foreign remittance-sector (5.86%) livestock-poultries-sector (3.34%), and fisheries-sector (1.45%).

From the table-3 it is also observed that the poverty stricken study villagers earned highest average income from wage earning (Tk.15178.84) because of higher dominance of the sector, which is followed by crop-agriculture sector (Tk.14115.14), business sector (Tk.13697.09), service sector (Tk.3868.87),

foreign-remittance sector (Tk.3074.69), livestock and poultries sector (Tk.1754.35) and fisheries sector (Tk.758.71) respectively. The contributory percentage share of different sectors to total cumulative yearly per capita income of the total as well as individual households also reflects the same trend of observation in the study village. The per capita income of the study households is Tk. 52,447.72 which is more than the per capita income of the country US$ 520 or Tk. 35,880 considering the exchange rate of US$ Tk. 69.03 thereby indicates a wider inequality of income distribution among well – off and the poor poverty stricken people of the study Dohali village.

5. Sectoral Contribution to Household Expenditure

It is also important to assess the sectoral contribution of household expenditure so that the importance and priority allocation of expenditure on different basic needs of the poverty stricken people can be known. It is a belief that the highest contribution that the poverty stricken people has made to spend in food consumption. As development proceeds and the poverty stricken people are improving day-by-day the Maslow's law of distribution of expenditure to basic needs also be applicable to the poverty stricken people. As Maslow remarks that as long as the household's threshold income of the people increases the people generally contributes higher amount of money to fulfill other basic needs than the prime basic need food consumption. That's why as far as income rises, people spend smaller proportion of income on food and allocates more income on other basic needs. To what extent Maslow's law is in practice and appropriate for the poverty stricken people as far as allocation of households yearly expenditure is considered, the following discussions based on the finding's of the poverty stricken households of Dohati village can be observed.

However, there are different sectors of expenditure where the rural poverty stricken people need to allocate their expenditure for livelihood. The important sectors of expenditure where income is allocated for their livelihood expenditure are food consumption, education, clothing, health and household care, transportation and fuel, and finally housing and sanitation. The following table-6 reflects the allocation of household expenditure which is as follows:

As the findings of the table-4 indicated on different allocation of yearly expenditure on the study household's livelihood on different basic needs, the findings remarks that as the poverty stricken people are gradually developed, the hierarchical needs also are changing very insignificantly which can be observed from the above table. The table also reflects a rise in expenditure allocation for

Table 4 : Allocation of household yearly expenditures in different sectors for rural livelihood of the poverty stricken study households

Name of the sectors Interms of allocation	Yearly total allocation of expenditure for basic needs fulfillment	Percentage (%)	Rank
(i) Expenditure on food consumption	4,04,543	22.97	3rd
(ii) Expenditure on Education	4,36,530	24.79	First
(iii) Expenditure on clothing	2,65,840	15.09	4th
(iv) Expenditure on Health and household planning	4,17,650	23.71	2nd
(v) Expenditure on Sanitation & housing	11,700	0.66	6th
(vi) Transport and fuel	2,24,900	12.76	5th

other basic needs rather than food consumption which confirms the Eagles law of prioritization of human basic needs for expenditure allocation at household level (Maslow's A.H : 1954). As income raises, their allocation of expenditure also has shifted towards other needs. In the table-6 it is observed that among five basic needs, the first need as the poverty stricken people assessed education interms of their expenditure was considered as the first prioritizing need followed by health and household care need (2nd priority), consumption need for food (3rd priority), clothing needs (4th priority), & need for transport and communication (5th priority) and need for sanitation and housing materials as the sixth prioritizing need. Percentage share of allocation of expenditure in all the five basic needs and others needs interms of importance are expenditure on education (24.79%) which is followed by expenditure on health and household care (23.71%), expenditure on food consumption (22.97%), expenditure on clothing (15.09%), expenditure on transport and communication (12.76%) and need for sanitation and household materials (0.66%). Thus it is observed from the table-21 that as poverty stricken people have the opportunity of higher income for their livelihood, their yearly allocation of expenditure was also concentrated highest in education (First priority) followed by health and household-care (2nd priority) and then food consumption (3rd priority) and thus followed the very remarks made by classical sociologist Abraham. H. Maslows about the comparative allocation and prioritization of basic needs expenditure of the common people which is observed to be proofed from the findings of the table – 4 (Opcit : 1954).

5. Conclusion

In the conclusion, it can be said that poverty can not be reduced by a single sectoral intervention, rather it can be reduced by the cumulative interventions of all sectors. There are broad agricultural sector and others. There is crop-sector, livestock and poultry sector, fisheries sector, service sector, business sector, wag-earning sector and also foreign remittance sector. Thus with a view to reduce poverty from rural Bangladesh, there needs a systematic interventions from all sectors through both government and non-government organizations for having proportional and equalizational allocation of income and expenditure on five basic needs like food, clothing, housing, education, health care and nutrition and also for others in a systematic way with a view to reduce poverty within a expected period of time from rural Bangladesh.

Notes

1. For estimating poverty line income or expenditure based on income method of poverty see, GoB (2005), "Bangladesh Economic Review, 2005" Economic Advisory Wing, Finance Division, Ministry of Finance, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh.
2. For observing price inflation of essential food and non-food commodities, see, GoB (2007), "Bangladesh Economic Review, 2007" Economic Advisory Wing, Finance Division, Ministry of Finance, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh.
3. For detailed analysis of contributions and policy interventions of agricultural sector, see, GoB (2000) "Mid Term Review of the Fifth Five Year Plan, 1997-2002". Planning Commission, Ministry of Planning, Govt. of the People Republic of Bangladesh.
4. 5. For a deeper analysis of individual basic needs prioritization, see, A.H. Maslow (1954) "Motivation and Personality" Harper and Brothers, New York, USA.
5. Opcit, 1954.
6. Opcit, 2007.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Poverty, Discrimination and Employment

Sabira Yesmin*

Introduction

Bangladesh is one of the very few countries to attain relatively modest growth of income and income poverty reduction. Household Income and Expenditure Surveys 2000 and 2005 have indicated the incidence of poverty decline. The national head count rate of poverty measured by the upper poverty line has declined from 56.6 per cent in 1991/92 to 48.9 per cent in 2000 and then further to 40 per cent in 2005. The incidence of headcount rate measured by the lower poverty line declined from 41 per cent in 1991-92 to 37.9 per cent in 2000 and further to 25.1 per cent in 2005 implying an annual average rate of decline of 5.9 per cent and 5.4 during the two time periods, respectively.

Bangladesh has made significant progress in reducing hunger. The prevalence of poor underweight children aged below five is improving as the rate fell from 67 per cent in 1990 to 39.7 per cent in 2005 period. If this trend continues, Bangladesh will succeed in reducing the prevalence of underweight children by half to 33 per cent by 2010 period five years earlier before the 2015 MDG deadline. However, the recent spiral of food price creates a heavy pressure on livelihoods of entire population especially for the poor and discrimination in poverty has become strategically a great concern.

* Deputy Chief, General Economics Division, Planning Commission, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka, Email: sabirayesmin@gmail.com

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

The improvement of poverty measures reflects the positive impact of the pro-poor strategy of the government focusing over the years on growth, human development and social safety nets. The social activities of NGOs, broad-based micro credit operations, a growth process led by an expanding as well as vibrant private and sectors on employment.

Trends in Poverty

Methodological Note on Poverty Estimation: In Bangladesh, poverty lines are now estimated using the cost of basic needs (CBN) approach, whereby a household with per capita expenditure below the given poverty line is considered as poor. The members of a household can be expected to meet their basic needs comprised of food to meet their calorie requirement and non-food consumption.

In 2005, poverty lines have been re-estimated using Household Income and Expenditure Survey (HIES) 2005 which is based on a new sampling frame that better reflected in the current economic and demographic circumstances. Two poverty lines have estimated: lower poverty line and upper poverty line. As prices of some goods and services may vary across different geographical areas of Bangladesh, poverty lines are also estimated for 16 different geographical regions or strata.

Poverty *C*onsumption Aggregates of the Poor Population: Especially household consumption expenditures are calculated by summing up all food and non-food expenditures (except for taxes and fees, lumpy expenditures such as expenses for wedding). Missing household rents has imputed using a regression where the (log of) reported rents are regressed on a set of housing characteristics and (log of) per capita income.

Estimating the CBN Poverty Lines for 2005: The poverty lines for 2005 have estimated using a three step procedures:

Food Poverty Line: The cost of a fixed food bundle is estimated which provides the food poverty line. The bundle consists of eleven items: rice, wheat, pulses, milk, oil, meat, fish, potato, other vegetables, sugar and fruits as recommended by Ravallion and Sen (1996), based on Alamgir (1974). It provides the minimal nutritional requirements corresponding to 2,122 k. cal per day per person. The food poverty line is computed by multiplying the prices with the quantities in the food bundle.

Non-Food Poverty Line: Two non-food allowances for non-food consumption are computed. The first is estimated by taking the median amount spent for non-

food items by a group of households whose per capita total expenditure is close to the food poverty line which is called the “lower non-food allowance”. The second is obtained by taking the median amount spent for non-food items by a group of households whose per capita food expenditure is close to the food poverty line, which is called the “upper non-food allowance”. In 2005, per capita expenditure for lower poverty line at national level was Tk.576.47 and that for upper poverty line was Tk.656.91. More than 300,000 people in Bangladesh are poorest but it is the fastest-growing economies. Poverty has declined at an annual average rate of 1.9 per cent during the periods from 1991/92 to 2000 and at the rate of 3.6 per cent between 2000-05 periods. During these periods, the incidence of rural poverty has declined at the rate of 1.6 per cent and 3.3 per cent respectively. The rate of urban poverty compare to rural poverty reduction has been higher in both periods, 2.5 per cent in 1991/92 to 2000 and 3.9 per cent during 2000-05. Increase in returns to occupation, increase in remittances and a larger decline in family size have contributed to a larger fall in urban poverty. Similar trend is observed in the case of rural and urban poverty. Notably the

Table 1 : Head Count Rate (CBN) of Incidence of Poverty 1991/92 to 2005

(Per cent)

Residence	Upper poverty line				Lower poverty line			
	2005	2000	1995-96	1991-92	2005	2000	1995-96	1991-92
National	40.0	48.9	50.1	56.6	25.1	34.3	35.1	41.0
Rural	43.8	52.3	54.5	58.7	28.6	37.9	39.4	43.7
Urban	28.4	35.2	27.8	42.7	14.6	20.0	13.7	23.6

Source: BBS, Household Income & Expenditure Survey 2005

incidence of poverty reduction is higher than some of our neighbouring countries like Bhutan with 31.7 per cent (2004), India with 27.5 per cent (2004-05), and Sri Lanka with 22.7 per cent (2002).

Table 2: Poverty Gap and Squared Poverty Gap, 2000 and 2005

(Per cent)

Residence	Upper poverty lines				Lower poverty lines			
	Poverty gap		Squared poverty gap		Poverty gap		Squared poverty gap	
	2005	2000	2005	2000	2005	2000	2005	2000
National	9.0	12.8	2.9	4.6	4.6	7.5	1.3	2.4
Rural	9.8	13.7	3.1	4.9	5.3	8.3	1.5	2.6
Urban	6.5	9.1	2.1	3.3	2.6	4.1	0.7	1.2

Source: BBS, Household Income & Expenditure Survey 2005

The poverty gap and squared poverty gap measures also show improvements in poverty. Using upper poverty line poverty gap declined at the rate of 5.9 per cent and squared poverty gap at the rate of 7.4 per cent at the national level during 2000-05 period. Using lower poverty line poverty gap declined at the rate of 12.6 per cent and squared poverty gap at the rate of 16.9 per cent at the national level during 2000-05 period.

Incidence of Poverty (CBN) by Household Size: There appears to be a threshold family size- family of 7-8 persons, after which the incidence of poverty declines.

Table 3: Incidence of Poverty by Size of Household, 2000 & 2005

Household size (No. of persons)	Percentage of population below upper poverty line					
	2005			2000		
	National	Rural	Urban	National	Rural	Urban
All sizes	40.0	43.8	28.4	48.9	52.3	35.2
1-2	19.1	21.8	10.2	28.4	32.0	11.9
3-4	33.3	37.6	22.6	41.0	44.9	26.8
5-6	43.6	47.5	31.5	52.3	56.7	35.4
7-8	46.6	48.5	39.7	54.9	57.1	44.9
9-10	44.8	48.2	30.6	54.8	56.2	49.3
11 +	35.5	41.5	17.7	37.6	40.1	25.5

Source: BBS, Household Income & Expenditure Survey 2005

This holds for both rural and urban areas. The lower incidence of poverty in large families may due to their ownership of greater assets and relatively more earning members in the household.

Incidence of Poverty (CBN) by Gender: The literature shows that it is important to distinguish between de-facto and de-jure female headed households (Buvinic and Gupta, 1997), as for instance female headed households who have migrant male spouses (who is often the de facto household head) remitting income may in

Table 4: Incidence of Poverty by Gender of Household Head, 2000 & 2005

Gender	Percentage of population below upper poverty line					
	2005			2000		
	National	Rural	Urban	National	Rural	Urban
National	40.0	43.8	28.4	48.9	52.3	35.2
Male	40.8	44.9	28.7	49.0	52.5	35.1
Female	29.5	31.0	24.4	47.2	50.6	37.1

Source: BBS, Household Income & Expenditure Survey 2005

fact be less poor than male headed households. There has also been much larger decline in poverty in female-headed households- more than 17 percentage points compared to about 8 percentage points in male-headed households.

Incidence of Poverty (CBN) by Status of Literacy and Level of Education: The incidence of poverty falls as the household heads attain higher levels of education. More dramatic decline is observed between household heads with no education and those with education up to class IV. The incidence of poverty declines for the same level of education during the 2000-05 periods with somewhat larger reduction for individuals with no education.

Table 5: Incidence of Poverty by Literacy and Educational Level, 2000 2005

Literacy	Percentage of population below upper poverty line					
	2005			2000		
	National	Rural	Urban	National	Rural	Urban
National	40.0	43.8	28.4	48.9	52.3	35.2
Literacy status						
Illiterate	54.7	55.1	52.3	63.3	63.4	62.6
Literate	23.0	27.0	15.7	29.8	34.6	17.7
Educational level						
No class passed	54.7	55.0	52.8	63.1	63.2	62.3
Completed class I-IV	37.5	39.2	33.0	41.1	41.8	38.0
Completed class V-IX	29.0	30.9	23.8	35.8	39.1	25.4
Completed class SSC+	9.3	12.2	6.5	15.1	21.4	5.7

Table 6: Incidence of Poverty by Ownership of Land, 2000 & 2005

Size of land holding (acres)	Percentage of population below upper poverty line					
	2005			2000		
	National	Rural	Urban	National	Rural	Urban
All sizes	40.0	43.8	28.4	48.9	52.3	35.2
No land	46.3	66.6	40.1	46.6	69.7	36.6
<0.05	56.4	65.7	39.7	57.9	63.0	38.3
0.5-0.49	44.9	50.7	25.7	57.1	59.3	27.3
0.50-1.49	34.3	37.1	17.4	46.2	47.5	27.4
1.50-2.49	22.9	25.6	8.8	34.3	35.4	10.2
2.50-7.49	15.4	17.4	4.2	21.9	22.8	9.1
7.50+	3.1	3.6	0.0	9.5	9.7	0.0

Source: BBS, Household Income & Expenditure Survey 2005

Incidence of Poverty (CBN) by Size of Land Holdings Owned: In 2005 poverty rate for the landless in rural areas has been about 66 per cent; the incidence of poverty falls with increase in the size of land ownership. Land ownership is correlated with poverty not only in rural areas, but also in urban areas.

Table 7: Income Distribution of the Poor, 2000 and 2005

(Percentage of income)

Income accruing to	2005			2000		
	Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban
Lower 5%	0.77	0.88	0.67	0.93	1.07	0.79
Bottom 40%	14.36	15.84	13.3	15.96	18.31	13.61
Top 10%	37.64	33.92	41.08	38.01	32.81	41.32
Top 5%	26.93	23.03	30.37	28.34	23.52	31.32
Income Gini Coefficient	0.467	0.428	0.497	0.451	0.393	0.497

Source: BBS, Household income & Expenditure Survey 2005

Income distribution of the Poor: Different rounds of Household Expenditure Survey/Household Income and Expenditure Survey show-long term trend in deterioration of income distribution. The trend has continued in 2005.

The lower 5% of the population receives 0.77 per cent of the total income which is down from its previous level of 0.93 per cent in 2000. The bottom 40% of the population which coincides with the poverty line receives only 14.36 per cent of income. On the other hand, the top 5% of the population receives more than a quarter of the total income. However, the income shares of both the lower 40 per cent and upper 10 per cent of the population have declined while that of population belonging to 5th to 9th deciles has increased, the highest income gains accruing to the 9th decile. The increase in income inequality is reflected in the slowly rising Gini coefficient.

The worsening income distribution is a matter of concern to the researchers as well as the policy makers because it may generate social discontent and impede development. More importantly it exerts a negative impact on the poverty reducing effects of growth (e.g., Khan, 2006; 2007). Following Kuznets (1955) one might interpret the rising inequality with growth as a manifestation of the long term inverted U relationship between growth and inequality. East Asian countries, it is possible to achieve faster poverty reduction through accelerated growth without increasing inequality by undertaking large investment in education, nutrition, and health.

Major Policy Thrusts of the Bangladesh Government for Poverty Reduction:

The Five Year Plan: Poverty reduction has been one of the major goals of economic development in Bangladesh since independence. In fact, the First Five Year Plan (1973-78) of Bangladesh declared poverty reduction as the number one objective of the plan. The plan sought to achieve poverty reduction through employment generation and higher growth. Successive development plans have trodden a similar path emphasizing poverty reduction in various degrees.

The Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP): Bangladesh has prepared the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) titled 'Unlocking the Potential: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction' (NSAPR) for a three year period (2004-05 to 2006-07) which was extended for another year (2007-08). The main national level development goals set by the PRSP are: (i) macro-economic stability; (ii) critical sectors for pro-poor growth, including rural agriculture, informal and Small and Medium Enterprises (SMEs), rural electrification, roads and telecommunications; (iii) safety nets for the poor and the vulnerable; (iv) human development of the poor; (v) participation and empowerment of the poor; (vi) improved delivery of basic services for the poor; (vii) employment generation for the poor human being; (viii) nutrition, sanitation and safe water as well as maternal health for the poor; (ix) quality adult education at primary, secondary, and vocational levels; (x) criminal justice, local and good governance especially for the poor; (xi) environmental sustainability and (xii) monitoring. In addition to the still daunting levels of income poverty, the PRSP focuses on women's advancement, rising inequality, and making governance work especially for the poor. Recognizing the growing significance of the meso-level economy, it advocates greater policy attention to it for growth and employment generation of the poor. A National Poverty Focal Point (NPFP) was created in the General Economics Division (GED) of the Planning Commission to monitor poverty and track progress.

Table 8: Human Development Indicators

Region	Life expectancy (years)		Infant mortality rate per 1000 live births		Population having access to drinking water (%)		Adult literacy rate (%)		Gross enrolment ratio	
	2000	2004	2000	2004	2000	2006	2000	2004	2000	2005
National	63.6	65.1	58	52	96.7	97.6	48.4	50.0	102.0	105.6
Urban	-	-	44	41	99	99.2	66.9	60.2	103.7	107.46
Rural	-	-	62	55	96.1	97.1	43.5	42.9	101.6	104.42

Source: BBS, Report on Sample Vital Registration System, 2004

Trends in Human Development of the Poor: The progress in human development indicators of especially the poor has been an outcome of increasing government emphasis on health and education sectors as manifested in their rising share in total government expenditure (Osmani, et al, 2003). The government efforts have been complemented by NGOs and private sector participation in these sectors. However, while NGOs focus on delivering services to the poor, the private sector serve the relatively richer section of the society.

Areas of Poverty Discrimination:

Share of Poorest Quintile in National Income: In 1992, the poorest quintile had a 6.5 per cent share of national income. In 2005, this figure fell to 5.3 per cent. Bangladesh risks missing the target of 14.0 per cent in 2015 period if it fails to sustain the present trend of economic growth or if the extreme poor continue to get lesser benefit from economic growth.

Regional Variation in Poverty: Although Bangladesh is a country with a small land area and a relatively homogeneous population, economic development has not advanced at the same rate in all areas and regions of the country. This is also reflected in the case of poverty reduction. In this respect, two dimensions are important, namely: rural-urban dichotomy and geographical variation.

1. Rural–Urban Dichotomy of Poverty: Poverty remains predominantly a rural phenomenon in Bangladesh and the pattern of rural-urban variation continues for decades. The incidence of rural poverty 55.3 per cent and urban poverty 29.5 per cent in 2000. In 2005, the rural poverty stood at 43.8 per cent compared to 28.4 per cent of urban poverty.

2. Geographical Variation of Poverty: The incidence of poverty between the eastern and western parts of the country varies widely. During 2005, in the eastern part comprising Dhaka, Chittagong and Sylhet Divisions, the headcount ratios ranged from 32 to 34 per cent while in the western part comprising Barisal, Khulna and Rajshahi Divisions, the ratios ranged from 47 to 52 per cent.

Growth Performance of the Poor Human-being: Growth rate increased from 6.2 per cent in 2007-08 to 6.9 per cent in 2008-09 with fluctuations in annual growth rate in the intervening period. The long-term growth of the economy originated from both factor accumulation (capital and labour) as well as growth in total factor productivity (TFP).Total factor productivity growth has been found to account for about 80 per cent of GDP growth between 2007-2008 (World Bank, 2008) indicating primacies of TFP growth over factor accumulation in explaining long-term growth. The occasional downward slide in growth rate has been caused

by exogenous demand or supply shocks to the economy. The sharp drop in growth rate in 2007-08 was caused by negative export shock resulting from the world recession. In 2007-09 the drop in the growth rate was caused by domestic supply shock to the economy in the form of a devastating flood along with external supply shock in the form of sharp and sustained increase in international oil and commodity prices. So, the poor were helpless due to the drop in growth rate which created domestic and external supply shock to the economy.

Table 9: Growth Performance FY07-FY08 and FY08-FY09

Indicators	2007-08
Growth rate of GDP	6.51
Investment/GDP ratio	24.3
Revenue/GDP ratio	11.2
Expenditure/GDP ratio	14.9
Overall budget balance/GDP ratio	-3.7
External financing/GDP ratio	1.8
Rate of inflation	7.22
Export (ml. USD)	12053
Import (ml. USD)	15511
Remittance (ml. USD)	5979
CAB/GDP ratio	0.7

Source: Ministry of Finance, Bangladesh Economic Survey 2008 and Bangladesh Bank, Bangladesh Bank Quarterly, July-September 2008

Note: Financial year in Bangladesh begins on 1 July of a particular calendar year and ends on 30 June of the following calendar year.

Fiscal Performance in Poverty: Revenue/GDP ratio has been rising steadily indicating increased tax effort of the government. It increased from about 9.6 per cent in 2007-08 to 11.2 per cent in 2008-09 supported by revenue reforms focusing on simplification of tax collection procedures, expanded tax coverage, modernization of revenue collection and efforts to enhance tax compliance. Bangladesh needs to increase the efficiency of the tax administration to expand the tax net and increase tax yields.

Government expenditure/GDP ratio does not exhibit any trend during this period. It has varied from about 14.6 per cent in 2007-08 to 15 per cent in 2008-09. Government’s efforts to strengthen public expenditure planning within a medium-term budgetary framework as well as the financial management and accountability functions are expected to lead to overall improvement in public expenditure management (World Bank, 2009). Modest increase in revenue/GDP

ratio accompanied by stable expenditure/GDP ratio has led to decline in overall budget deficit/GDP ratio over time. External financing/GDP ratio rose from 2.00 per cent in 2005-06 to 2.4 per cent in 2006-07 but declined in the following two years.

Inflation of Poverty: Current inflation rate is 5.0% making prices of daily necessaries to a tolerant level. Inflation rate in recent years has been fuelled by both food price and non-food prices. Increased in domestic food prices caused by production shortfalls, increased in international prices of major agricultural imports, increase of international energy prices and domestic upward adjustment of energy price, increase in domestic aggregate demand originating from increased investment, exports and remittances in spite of global recession have negative impact. Controlling inflation poses a significant challenge shock of the poor because of its external origin and budgetary constraint to cushion the economy from the international price shock.

Investment Trend for the Poor: Investment/GDP ratio has an upward trend increasing to 24.7 per cent in 2005-06 from 23.1 per cent in 2000-01. The increase in investment has been broad based taking place in all the sector, namely, agriculture, industry and services sector. However, in 2006-07 investment/GDP ratio dropped to 24.3 per cent caused, among other things, by political disturbances involving frequent nationwide strikes and infrastructure constraints especially power shortages and inefficiencies of Chittagong and Manla port.

External Sector Developments of the Poor: Exports increased from US$6,419 million in 2007-08 to US$12,053 million in 2008-09 implying a compound annual growth rate of 11.1 percent. Imports experienced sustained increase over the period from US$8,430 million in 2007-08 to US $15,511 million in 2008-09. For RMG export, Bangladesh has to increase its competitiveness in the export sector through reducing costs of doing business, upgrading skills and reducing lead time.

Employment Situation: Employment generation is an important tool for poverty reduction and has been rightly considered as one of the Bangladesh Government national goal.

Labour Market Developments: There have been significant changes in the labour market in recent years. Labour force increased from 36.1 million in 1995-96 to 46.3 million in 2002-03 and further to 49.5 million in 2005-06 implying a compound annual growth rate of 3.2 percent during the period. Employment generation is an important tool for poverty reduction and has been rightly considered as one of the Bangladesh Government national goal.

Table1: Developments in the Labour Market in Bangladesh

(Million)

Labour force characteristics	1995-96	1999-2000	2002-03	2005-06
Labour force	36.1	40.7	46.3	49.5
Employed population	34.8	39.0	44.3	47.4
Unemployed population	1.3	1.8	2.0	2.1
Labour force participation rate (Percent)	52.0	54.9	57.3	58.5

Source: BBS, Labour Force Survey 2002-2003 and 2005-06

During the same period employment grew at a slightly slower rate of 3.1 per cent. population of different age groups. But, an interesting feature of the labour market is the increased labour force participation rate which increased from 52.0 to 58.5 per cent. The increased labour force participation rate is mostly due to increased labour force participation of female which increased from 15.8 per cent to 29.2 per cent while male labour force participation rate changed very little. The increased participation of female in the labour force is a consequence of many factors of which expansion of female education and women empowerment facilitated by government policies as well as NGO interventions appear to be important. NGO interventions motivated women to take wage employment as well as generated self employment for women through micro credit programmes. It must also be emphasized that a high percentage of female labour force (about 60 per cent in 2005-06) is employed as unpaid family worker.

Employment of the Labour Force by Sex: During the period from 2000 to 2005-06 the number of male employed increased from 31.1 million to 36.1 million implying an average annual growth rate of 2.68 per cent. Female employment increased from 7.9 million in 2000 to 11.3 million in 2005-06 implying a growth rate of 7.17 per cent per annum. Though female employment has grown in all types of employment, most of the employment growth for women took place in unpaid family helper category. Its share in total female employment increased from 34.2 per cent in 2000 to, as mentioned earlier, about 60.1 per cent in 2005-06.

Table 2 : Employment of the Labour Force by Sex

(Million)

Sex	2000	2002-03	2005-06
Male	31.1	34.5	36.1
Female	7.9	9.8	11.3
Total	39.0	44.3	47.4

Source: BBS, Labour Force Survey, 2002-03 and 2005-06.

Employment opportunities have continued to expand adding 3.1 million jobs but the rate of employment growth has slowed down in recent years. Male employment grew at the rate of 1.6 per cent while that of female employment grew at the rate of 4.9 per cent during the period from 2002-03 to 2005-06 resulting in total employment growth of 2.3 per cent per annum.

Employment of the Labour Force by Location of Residence: The relative decline in the share of employed labour in rural areas implies higher employment growth in urban areas over the period. Between 2000 and 2005-06 employed labour force in rural areas increased at the rate of 3.0 per cent while that in urban areas increased at the rate of 6.1 per cent. The relatively higher employment growth is a result of the urbanization process accentuated by rural-urban migration and also by transformation of the semi-rural upazila head quarters into urban centres (Saha, 2003). It must be noted, however, that in absolute terms more jobs (5.8 ml.) have been created in the rural economy than in urban areas (2.6 ml.) indicating that the rural economy is still the main source of employment generation.

Employment of the Labour Force by Major Industry: Agriculture is traditionally by far the largest employer in the economy. The size of the labour force employed in agriculture increased to 22.9 million in 2002-03 representing 49.7 per cent of the

Table 3 : Employment of the Labour Force by Location of Residence

(Million) Location	2000	2002-03	2005-06
Rural	30.3	33.6	36.1
Urban	8.7	10.7	11.3
Total	39.0	44.3	47.4

Source: BBS, Labour Force Survey, 2002-03 and 2005-06.

labour force from 19.8 million in 2000 representing 50.1 per cent of the labour force. In 2005-06 there has been both absolute as well as relative decline in agricultural employment. It remains to be seen whether the decline in agricultural employment marks the beginning of a long term trend in the structure of employment. It is evident that the increase in the share of rural employment as observed above has not taken place in agriculture rather it has occurred in the non-farm sector indicating increasing importance of the non-farm sector as a source of employment in the rural economy. There has been similar decline in employment in community and personal services sector. Manufacturing, trade, hotel and restaurant and transport, storage and communication have emerged as dynamic sectors as sources of employment in recent years.

Unemployment Rate: Unemployment rate stood at 4.3 per cent in 2000 and remained stable in 2002-03. There has been small decline in unemployment rate in 2005-06. Male unemployment rate increased to 4.2 per cent in 2002-03 from 3.4 per cent in 2000. It declined in 2005-06. Female unemployment rate has followed quite opposite pattern- declining in 2002-03 from its 2000 level and

Table4: Employment by Major Industry, 1999-00 to 2005-06

(Million)

Industry	1999-2000	2002-03	2005-06
Agriculture	19.8	22.9	22.8
Mining and quarrying	0.2	0.1	0.1
Manufacturing	3.7	4.3	5.2
Electricity, gas & water	0.1	0.1	0.1
Construction	1.1	1.5	1.5
Trade, hotel & restaurant	6.1	6.7	7.8
Transport, storage & communication	2.5	3.0	4.0
Finance & business services	0.4	0.3	0.7
Health, education, public administration & defence	-	2.5	2.6
Community and personal services	5.1	2.7	2.6
Total	39.0	44.3	47.4

Source: BBS, Labour Force Survey 2002-2003 and 2005-06

increasing again in 2005-06. One noticeable feature of movement of gender specific unemployment rates is the persistence of higher female unemployment rate compared with male unemployment rate. We have noted earlier that employment for both male and female labour force has risen faster than the population growth rate. Yet unemployment rate has increased during the period. Thus the economy has generated jobs but not at a rate fast enough to employ all the poor labour looking for work. However, the unemployment rate is still low especially when judged in the context of the unemployment rates prevailing in industrial economies. But the low open unemployment rate can hardly be construed as a signal of efficient functioning of the labour market. A critical problem in the labour market is the persistence of high underemployment rate - 24.5 per cent in 2005-06, indicating high rate of under-utilization of labour in the economy. In so far as underemployment implies fewer working hours and lower income, it has negative impact on poverty.

Growth, Poverty and Inequality Nexus: The trend in growth, poverty reduction and income distribution has been discussed above. The nexus between growth, poverty and inequality is discussed in this section. The impact of economic growth on poverty reduction can be understood by calculating the elasticity of poverty reduction with respect to growth.

Table 5: Unemployment Rate in Bangladesh

(Per cent)

Sex	2000	2002-03	2005-06
Male	3.4	4.2	3.4
Female	7.8	4.9	7.0
Total	4.3	4.3	4.2

Source: BBS, Labour Force Survey, 2005-06

References

1. Bangladesh Statistical Bureau (2005), Household income & Expenditure Survey
2. Bangladesh Statistical Bureau (2005-2006), Labour Force Survey
3. BBS, Report on Sample Vital Registration System, (2004)
4. BBS, Labour Force Survey (2002-2003 & 2005-06)
5. Ministry of Finance, Bangladesh Economic Survey (2008) and Bangladesh Bank, Bangladesh Bank Quarterly, July-September

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Role of Rajshahi Krishi Unnayan Bank to Implement Bangladesh Bank Rural Credit Policy: 2009-2010 and its Impact on Poverty Alleviation and Employment Generation

Md. Abdul Khaleque Khan*

Abstract

This paper discusses the problem of poverty and unemployment and role of agricultural credit to remove/reduce the problem. Poverty in all its forms is the greatest challenge to the global community. RAISING the standard of living of the poor has been a major challenge of democracy and development. Bangladesh, among 189 countries, adopted the UN Declaration in 2000 that set eight goals known as the Millennium Development Goals (MDGs), to achieve by 2015. Global recession has given Bangladesh a new identity- a recession-proof economy. The economy of Bangladesh has sustained growth momentum in FY 2008-2009 amid current global economic downturn and financial crisis. A growing number of World Bank economists are now convinced that most of the poor nations need a healthy farm sector as the basis of a robust economy. As food security, improvement of the living standard and generation of employment opportunities poverty reduction of the huge population of the country are directly linked to the agriculture sector, it is imperative for greater institutional and policy supports for the sector. In the above national and

* The author is Deputy General Manager & Zonal Manager, Rajshahi Krishi Unnayan Bank, Rajshahi Zone, Rajshahi.Views expressed in the article are the author's own.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

world economic scenario Bangladesh Bank has declared its pragmatic rural credit policy 2009-2010 of Tk.115.0 billions. According to the policy of Bangladesh Bank three prime sectors of agriculture (crop, fisheries and livestock) will have to be given more priority than other sectors. Providing credit facility in time to the sharecroppers, small and marginal farmers is one of the most important objectives of agriculture credit guideline. The guideline instructs to disburse credit through transparent procedure.

RAKUB has been playing a vital role in the development of agriculture in the north-west region of Bangladesh since its establishment through various credit programs. Recently RAKUB has introduced a number of new credit programs following the agriculture/rural credit policy: 2009-2010. The following new products/credit programs have already been effectively successful at field level. These programs are also highly appreciated by government and Bangladesh Bank. Programs like "Collateral free group credit policy for landless and share croppers", "RAKUB–BMDA Joint Supervision Credit Program", "RAKUB Revolving Crop Credit Limit", "RAKUB Fisheries Village Credit Program", SME can be model credit programs in banking sector.

The success stories of some projects in RAKUB indicate remarkable achievements in income earning, empowerment of women and creation of employment opportunities and reduction of poverty. An adequate credit support would help our farmers in adopting the improved agricultural technology which will raise agricultural production and improve economic condition of the rural population.

It is important for us to conceive the Honourable Prime Minister's valuable words—"We want to build up a poverty free Bangladesh... We want to bring down the level of poverty to 15 percent by 2015." (Source: The Daily Financial Express 7 January, 2010).

Introduction (Poverty exists everywhere)

Poverty in all its forms is the greatest challenge to the global community. Approximately 1.2 billion people living on less than $1 a day and the additional 1.6 billion living on less than $2 a day. Four-fifths of the people of the world are living in the developing countries, most with improving conditions. But the number in absolute poverty and despair will still be growing. All people are made less secure and vulnerable by the poverty that exists in the world. This existing condition of poverty has become special concern all over the world.

Extreme poverty in developing countries fell from 28 percent in 1990 to 19 percent in 2002. Over the same period the number of people in developing countries grew 20 percent leaving 1 billion people in extreme poverty. If

economic growth rates in developing countries are sustained, global poverty will fall to 10 percent by 2015 which would be a striking success.

But more than 600 million people will still be trapped in poverty in 2015, most of them in Sub-Saharan Africa and South Asia and wherever poor health and lack of education deprive people of productive employment; environmental resources have been depleted or spoiled; and corruption, conflict, and misgovernance waste public resources and discourage private investment.

Millennium Development Goals – Bangladesh's Achievement

Raising the standard of living of the poor has been a major challenge of democracy and development. Bangladesh, among 189 countries, adopted the UN Declaration in 2000 that set eight goals known as the Millennium Development Goals (MDGs) to achieve by 2015. The goals spell out specific, realistic, comprehensible and attainable targets for the developing countries to pursue. They offer a glimmer of hope for the developing world to come out of poverty and illiteracy. They goals are :

i. Eradicate extreme poverty and hunger;
ii. Achieve universal primary education;
iii. Promote equality between men and women and empower women;
iv. Reduce under-five mortality by two-thirds;
v. Reduce maternal mortality by three-fourths;
vi. Reverse the spread of communicable diseases;
vii. Ensure environmental sustainability; and
viii. Create a global partnership for development, with targets for aid, trade and debt relief.

Bangladesh can significantly be considered as a successful country in relation to conceive most of the goals perfectly. Her strides towards achieving the MDGs has been possible largely due to its steady economic growth of nearly 5 percent annually on average during the 1990s and nearly 6 percent annually on average in the new millennium.

Eradication of poverty and hunger, the first among the eight goals, envisages reducing by half the number of people whose income is less than one dollar a day, ensuring full and productive employment with decent work for all, including women and the young, and cut down by a half the number of the hungry. Bangladesh is committed to cut down poverty from 58.8 percent to 29.4 percent of the population by 2015.

In Bangladesh, 40 percent of the population still live below the poverty line. Poverty is more pervasive in rural areas where 56 million people live in abject poverty in Nilphamari, Rangpur and Kurigram districts of Rajshahi division. Perennial droughts cause 'monga', a near famine, in the districts where people get no work at all in the dry season. Lack of irrigation and proper agricultural credit make agriculture difficult where poverty can exceed 60 percent in the region.

Global Recession Stings Bangladeshi Migrants

Global recession has given Bangladesh a new identity- a recession proof economy. Today, this nation of 162 million is an ideal for development economists who are attempting to unknot the puzzle over why the economy displayed such a rare resilience when much of the world slid into deeper recession. Perhaps, this is yet another emerging "Bangladesh paradox" in the development discourse. Even though the United States was the epicenter of the current crisis, countries around the world also felt its chill, regardless of geography and economic size. The crisis traveled to Asia, too certainly without passports and clobbered the continent's major financial markets, resulting in slump in manufacturing, construction and financial services industries. Jobs dried up, growth muted. A true "globalization of the crisis," indeed! Bangladesh was perhaps among a few economics in the world, which managed to escape the worst impact of the crisis. The economy fared rather well, eking out a growth of 5.9 percent in the FY 2008-2009.

Bangladesh Economic Growth

The economy of Bangladesh has sustained growth momentum in FY 2008-2009 amid current global economic downturn and financial crisis. A good domestic crop harvest together with moderate export growth and sustained high level of remittance flow helped the economy to attain a near-six percent growth rate during the year. According to the provisional estimates of the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), real GDP grew by 5.9 percent in FY 2008-2009.

Overcoming the adversities of the preceding year the agriculture sector exhibited a robust growth of 4.6 percent in FY 2008-2009 which was much higher than 3.2 percent growth recorded in FY 2008-2009. The acceleration of the growth in the sector was due to higher growth in crops and horticulture sub-sector and animal farming sub-sector. Crops and horticulture sub-sector posted an impressive growth of 5.0 percent in FY 2008-2009 as against 2.7 percent growth recorded in FY 2007-2008. Overall, output of food grains (Aus, Aman, Boro and

Table : Sectoral GDP growth

(at FY96 constant prices: percent)

		FY06	FY07	FY08	FY09
1.	Agriculture	4.9	4.6	3.2	4.6
a)	Agriculture and forestry	5.2	4.7	2.9	4.8
	i) Crops and horticulture	5.0	4.4	2.7	5.0
	ii) Animal farming	6.2	5.5	2.4	3.5
	iii) Forest and related services	5.2	5.2	5.5	5.5
b)	fishing	3.9	4.1	4.2	4.0
2.	Industry	9.7	8.4	6.8	5.9
a)	Mining and quarrying	9.3	8.3	8.9	9.4
b)	Manufacturing	10.8	9.7	7.2	5.9
	i) Large and medium scale	11.4	9.7	7.3	5.7
	ii) Small scale	9.2	9.7	7.1	6.6
c)	Power, gas and water supply	7.7	2.1	6.8	4.5
d)	construction	8.3	7.0	5.7	5.7
3.	Services	6.4	6.9	6.5	6.3
a)	Wholesale and retail trade	6.8	8.0	6.8	6.4
b)	Hotel and restaurants	7.5	7.5	7.6	7.6
c)	Transport, storage and communication	8.0	8.0	8.6	7.6
d)	Financial intermediations	8.5	9.2	8.9	8.0
	i) Monetary intermediation (banks)	8.2	9.3	8.4	7.2
	ii) Insurance	9.2	8.2	10.0	9.9
	iii) Other financial intermediation	10.9	11.6	12.5	12.4
e)	Real estate, renting and business activities	3.7	3.8	3.8	3.8
f)	Public administration and defense	8.2	8.4	6.2	7.0
g)	Education	9.1	9.0	7.8	8.0
h)	Health and social work	7.8	7.6	7.0	7.6
i)	Community, social and personal services	4.1	4.6	4.6	4.7
GDP (at FY96 constant market prices)		6.6	6.4	6.2	5.9

Source : National Accounts Statistics, May 2009, BBS.

Wheat) increased by 8.1 percent from 29.8 million metric tons (MMT) in FY 2007-2008 to 32.2 MMT in FY2008-2009 reflecting higher production in all items of food grains. Favourable weather condition, higher disbursement of agricultural credit, better price incentive for the farmers, and Government's initiatives to ensure timely delivery of agricultural inputs and other supportive services contributed to higher food grain production in the year.

Role of Agricultural Credit Program

As food security, improvement of the living standard, generation of employment opportunities and poverty reduction of the huge population of the country are directly linked to the agriculture sector, it is imperative for greater institutional and policy supports for the sector. There have been continued efforts by the Government for the overall development of this sector to fulfill the food and nutritional demand of the growing population of the country and to ensure and sustain dependable food security. Special emphasis has been laid on building up a modern agriculture system based on appropriate technology.

Table : Comparative statement of disbursement and recovery of agricultural loan*

(billion Taka)

	Disbursement	FY07	FY08	FY09
I.	Disbursement (Target)	63.51	69.75	74.66
a)	Crops loan (Other than tea)	30.29	31.26	31.10
b)	Purchase and installation of irrigation equipments.	0.29	0.59	0.70
c)	Livestock	5.34	5.47	6.20
d)	Marketing of agricultural goods	0.14	0.11	0.20
e)	Fisheries	3.54	4.74	4.86
f)	Poverty elevation	12.64	12.93	13.03
g)	Other agricultural activities	11.27	14.65	18.57
II.	Actual disbursement	52.93	61.67	69.92
a)	Crops loan (Other than tea)	22.86	24.63	28.54
b)	Purchase and installation of irrigation equipments.	0.09	0.09	0.06
c)	Livestock	2.67	2.96	3.15
d)	Marketing of agricultural goods	0.46	0.36	0.79
e)	Fisheries	2.41	3.23	3.42
f)	Poverty elevation	11.89	13.50	12.35
g)	Other agricultural activities	12.55	16.90	21.61
III.	Term structure of loan disbursed			
	short term	38.66	41.82	45.78
	Longer term	14.27	19.85	24.14
IV	Recovery	46.76	43.75	66.41
V	Total Outstanding loan	145.42	158.49	171.70
VI	Overdue	66.35	58.37	60.49
VII	Overdue as Percent of outstanding	45.50	36.83	35.23

Source : Agricultural Credit & Special Programmes Department, Bangladesh Bank.
* = Excluding PCBs and Foreign Banks

Keeping in view, the importance of credit for ensuring sustainable growth in the agriculture sector, annual program based indicative disbursement targets of credit by the lending banks are designed. Yearly targets of disbursement are set by the banks themselves taking into consideration expected demand for credit for the year, previous years' disbursements and the availability of fund.

In recent time, private commercial banks have come forward to participate in agricultural and rural finance program along with the specialized financial institutions and state-owned commercial banks (SCBs). In FY 2008-2009, the local commercial banks disbursed Taka 17.80 billion while the foreign banks disbursed Taka 5.13 billion of agricultural/rural credit. However, SCBs and specialized banks (BKB, RAKUB) played dominant role for the growth of agriculture and rural economy with disbursement of Tk 69.92 billion.

Agricultural Loan Disbursement

The disbursement of Taka 69.92 billion in FY 2008-2009 against the disbursement target of Taka 74.66 billion (excluding PCBs and foreign banks) was 13.38 percent higher than the total disbursement of Taka 61.67 billion of FY 2007-2008. The target attainment in FY 2008-2009 was 93.65 percent as against 88.42 percent in the previous year. The disbursement of FY 2008-2009 fell short the target due to non-achievement of disbursement targets in poverty elevation, purchase and installation of irrigation equipments, crops loan, livestock and fisheries. On the other hand, disbursements have exceeded the targets in marketing of agricultural goods and other agricultural sectors in FY 2008-2009.

Chart 1

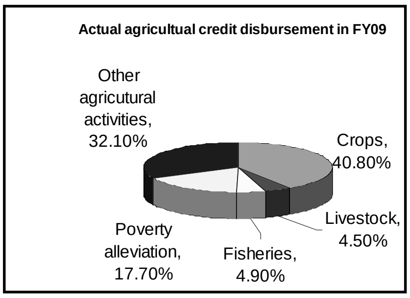

Chart 2

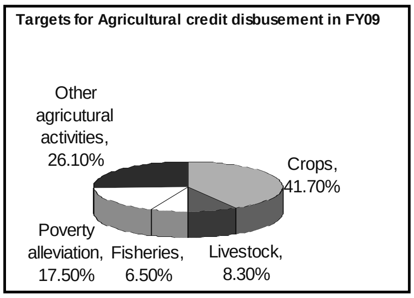

The total outstanding loan in the agricultural sector in 2008-2009 increased by Taka 17.75 billion or 9.96 percent to Taka 195.98 billion over the previous year's level. Charts-1 & 2 shows the comparative position of overall disbursement and recovery of agricultural loans and Charts-1 and Chart-2 show targets and actual disbursement of agricultural loan in FY 2008-2009.

Two specialized banks viz. BKB, RAKUB, four SCBs and BRDB although played key roles in disbursement of agricultural and rural finance, the remarkable contribution of foreign and private commercial banks also an imperative in this regard. However, SCBs, BRDB, BSBL and PCBs fell short of targets by 21.14 percent, 7.59 percent, 88.89 percent and 4.15 percent respectively. On the other hand, BKB, RAKUB, and foreign banks exceeded the disbursement target by 0.63 percent, 2.92 percent and 68.59 percent respectively in FY2008-2009. About 65.00 percent of disbursement was as short term lending and the rest 35.00 percent was in the form of long-term loans for irrigation equipments, agricultural machinery, livestock etc. dissemination of information so that the recovery of agricultural loan gets improved further in the years to come.

Table : Agricultural credit performance by lenders FY 2008-2009

Lender	Disbursement Target	Actual disbursement	Re-covery	Overdue	Out-standing	Overdue as % of outstanding
1	2	3	4	5	6	7
SCBs	20.15	15.89	14.79	26.63	53.19	50.06
BKB	38.00	38.24	35.72	21.24	81.03	26.21
RAKUB	8.55	8.80	9.01	8.54	27.34	31.24
BRDB	7.51	6.94	6.82	3.36	9.39	35.78
BSBL	0.45	0.05	0.07	0.72	0.75	96.0
Sub Total	74.66	69.92	66.41	60.49	171.70	35.23
Foreign Banks	1.91	5.13	3.09	0	5.73	0
PCBs	18.57	17.80	14.27	0.31	18.55	1.67
Sub Total	20.48	22.93	17.36	0.31	24.28	1.28
Grand Total	93.79	92.85	83.77	60.80	195.98	31.02
			Summary			
FY09	93.79	92.84	83.77	60.80	195.98	31.02
FY08	83.09	85.81	60.04	85.87	178.23	48.18
FY07	63.51	52.93	46.76	66.35	145.82	45.50
FY06	58.92	54.96	41.64	66.53	153.76	43.27
FY05	55.38	49.57	31.70	57.81	140.40	41.18

Source : Agricultural Credit & Special Programs Department, Bangladesh Bank.
*Excluding PCBs and foreign Banks.

Bangladesh Bank Rural Credit Policy: 2009-2010 for Elevation of Poverty & Employment Generation

In the above national and world economic scenario Bangladesh Bank has declared its pragmatic rural credit policy: 2009-2010 of Tk.115.0 billions. The main features of the guidelines are as follows :

1. Three prime sectors of agriculture (crop, fisheries and livestock) will have to be given more priority than other sectors;
2. Agriculture credit will have to be disbursed based on area approach basis;
3. Providing credit facility in time to the sharecroppers, small and marginal farmers is one of the most important objectives of agriculture credit guideline. Therefore, the banks will have to emphasize on disbursing loan to the farmers of backward and neglected places like alluvial land, marsh and costal areas. Bangladesh Bank will consider refinance facilities to the banks for encouraging credits to those areas;
4. Agriculture credit will have to be provided to the actual small farmers and sharecroppers through easy procedures;
5. Credit facility will have to be provided to the real farmers for stock and marketing activities in order to ensure actual prize of their produced crop;
6. Required amount of credit will have to be disbursed among the successful farmers so that other farmers become encouraged observing their success;
7. Importance will have to pay on disbursing loan openly for bringing transparency in credit activities;
8. Rebate on interest will have to offer;
9. Providing credit to the auxiliary sectors of agriculture like irrigation and agri equipments;
10. Banks will have to provide individual or group credit facility to the rural people;
11. All Bank should ensure effective monitoring systems so that the actual farmers get required amount of credit in time without any harassment;
12. The farmers of the coastal areas involved in salt production are to be offered credit on the basis of area approach;
13. The women entrepreneurs are to be prioritized in disbursing agriculture/rural credit;

14. The success of a bank in achieving target of agriculture credit disbursement will be considered as a measure for the bank's new branch opening and
15. The District Agriculture Credit Committee headed by District Commissioner in each district will have to make more effective. The lists of the borrowers will have to be preserved in the information cells of the District commissioner officer.

Agriculture Credit Disbursement through Establishing Linkage with Non-Government Voluntary Organizations/ Self Help Groups

The banks will take necessary initiatives for providing required organizational credit through establishing linkage with non-government organizations (NGOs)/self help groups for successful implementation of the poverty elevation program of the government for development of the rural socio-economic condition of the country. The banks will pay reasonable rate of service charges to the NGOs/self help groups for their services like motivation, trainings and credit disbursement activities. The banks themselves will settle the rate of interests and service charges in such programs. Two factors will have to be considered and observed sincerely here. Firstly, the credit will be disbursed on three prime sectors of agriculture and secondly, the rate of interest at farmer/beneficiary level should be tolerable. BKB and RAKUB will disburse a portion of their agriculture /rural credit through NGO linkage.

Loan Disbursement through Transparent Procedure

Agriculture credit specially crop loan is to be disbursed at union level in the presence of local public representatives, agriculture officers, teachers and other respectable persons in order to ensure easy, transparent and timely disbursement of loan to the actual small farmers and sharecroppers.

Monitoring at Bank Level

Banks will have to provide credit to actual farmers without any harassment. Moreover, they will have to achieve 100% of the targets of agriculture credit. For all these factors they will have to ensure effective monitoring systems. Banks will inform Bangladesh Bank organizing monitoring teams of their own.

Monitoring at Bangladesh Bank Level

Bangladesh Bank is developing monitoring strategy for making monitoring activities more effective in implementing agriculture credit guideline for welfare

of the farmers. Agriculture Credit and Special Programs Department of Bangladesh Bank has already organized an "Agriculture Credit Monitoring Cell". This cell will closely monitor agriculture credit management to achieve expected goal. This cell will take necessary actions against any objection or irregularity as well as off side and on side supervisions. Moreover, the regional offices of Bangladesh Bank will take effective measures in monitoring agriculture credit disbursement and recovery within their jurisdictions.

Prioritized Credit Sectors

Providing agriculture credit to the sharecroppers, small and marginal farmers and creating self employment through credit facilities for income generating and poverty elevation activities is the main target of agriculture/rural credit guidelines. Backward and neglected areas like alluvial land, marsh and coastal regions are to be given priority to achieve this goal.

Credit for Marginal & Small Farmers and Sharecroppers

Land less (having land less than 0.494 acres) and small & marginal framers (having land from 0.494 to 2.47 acres) are considered as sharecroppers who will have to be given importance first for getting credit. The sharecroppers directly involved in crop production are eligible to have credit facility under this credit guideline. A share cropper who is a permanent inhabitant within the jurisdiction of a bank branch will get credit submitting a certificate from the original owner of land as a proof of tenant/share cropper at that bank branch. Banks may disburse loan against a certificate by any responsible and honorable person of the area in case of failure of the farmer's collecting certificate from the land lord. In case of such certificates the field officer/staff will have to enquire and verify it to find its genuinely. The sharecroppers must have National ID Card to get loan. Banks may claim Farmer's ID card if issued by Directorate of Agriculture Extension. After selecting actual sharecroppers, banks will disburse loan according to the annual crop guideline prepared by Bangladesh Bank. If the share cropper uses the land on hire basis, he will get loan including rental amount. Banks may issue pass book in favour of the borrowers. The "Revolving Crop Credit Limit" will be applicable to a share cropper, if he cultivates the land of the same land lord for continuous next three years. The branch manager will have to monitor whether any false farmer do not get opportunity to receive credit under the program.

Credit for Fisheries Development

Now-a-days fisheries is considered as a profitable sector. It is important to increase the production of shrimp and pond fishes to meet up the deficiency of animal protein. For this purpose the banks will disburse loan for production of fishes like-koi, magur, sing, rui, katla, mrigel, monosex telapia etc. It is important to disburse loan on fisheries to increase export earnings of the country. Therefore, the banks will survey the possibilities of fish production within their jurisdictions and fix credit limit, terms of loan and repayment schedule discussing with local fisheries officers.

Credit for Livestock and Poultry Development

Livestock sector plays a vital role in the national economy of the country. But presently supply of meat and milk is insufficient in connection to demand. Banks will take necessary steps to disburse loan on the following sectors/ sub sectors of livestock for achieving the targets of the govt. livestock policy:

Providing credit for purchasing plough bullock, establishing dairy firm, goat/sheep firm, beef fattening etc.

1. Providing credit to poultry and fish feed producers;
2. Providing credit for establishing poultry firms;
3. Providing credit for establishing profitable firms of Koil, Rabbit and Guinea pig etc.
4. The banks themselves will fix the credit limit, terms and repayment schedule for those credit lines discussing with local livestock officers.

Credit for Irrigation And Agricultural Equipments

Scarcity of water and plough bullocks are two major problems in cultivation all over the country. Under such circumstances we need to lessen dependence on natural resources of water. With the view to mechanizing cultivation practice, banks will disburse loan for deep/semi deep/hand driven tube-wells, tredle pumps etc. It is important to increase credit on purchasing tractors, power tillers etc for ensuring scientific practices of cultivation. Moreover, banks will provide credit facility to the producers of USG Machine used to turn urea into marble form for preventing misuse and system loss of fertilizer for decreasing production cost.

Credit for Specific Crops at 2% Rate of Interest

There is a great demand of crops like-pulses, oil seeds, spices and maize in our domestic market. Every year we expense large amount of foreign currency for importing those crops. Though government has declared to disburse loan at 2% rate of interest, the disbursement amount in this sector is not satisfactory. For saving expenses of foreign currency banks will have to disburse loan for producing these import substitute crops at subsidised rate of interest. The government will subsidise the banks on the basis of the reports of Bangladesh Bank.

Credit for Establishing Nursery

A large number of seedlings are necessary for making the government's tree plantation program successful to protect the country from being deserted. Banks will disburse loan on establishing nursery for producing seedlings at private level to assist the government program. Besides, credits will have to make available according to the demand for commercial production of flowers, fruits, seeds, showy plants, cactus, orchid etc. Banks themselves will decide credit norms, terms of loan and repayment schedules discussing with local horticulturists and officers of forest department.

Role of Rajshshi Krishi Unnayan Bank in Development of Agriculture And Poverty Elevation And Employment Generation

Rajshahi Krishi Unnayan Bank (RAKUB) was established under the Honorable President's Ordinance No. 58 of 1986. RAKUB started its activities on 15th March, 1987 with all assets and liabilities of Bangladesh Krishi Bank in the administrative jurisdiction of Rajshahi Division. Since its establishment RAKUB has been operating credit programs for crop production and all agro-base activities. At present RAKUB is considered as the largest development partner in agriculture and poverty elevation through employment generation in the north-west region of the country.

Let us have a glance on activities of RAKUB :

Rajshshi Krishi Unnayan Bank Ordinance No. LVIII of 1986. The definition of Agriculture/Agriculturists and functions of RAKUB are as follows :

(a) "Agriculture" includes the raising of crop of any kind, horticulture, forestry, fishery, animal husbandry, poultry farming, dairying, bee-keeping and sericulture and other agro-industries. ;

(b) "agriculturist" means any individual engaged in agriculture or in the development of agriculture or agricultural products or in storage, warehousing, marketing or processing of agricultural produce, and any public or private limited company or co-operative society incorporated or registered by or under any law for the time being in force and so engaged, and any person, company or co-operative society incorporated of registered as aforesaid, who satisfies the Bank that the loan to be taken shall be spent on agriculture or the development of agriculture or agricultural products or on the storage, warehousing or marketing or processing of agricultural products.

16. Functions of the Bank. – (1) The Bank shall provide credit in cash or in kind and credit facilities including the hiring and renting of anything which it may advance by way of loan and the provision for warehousing facilities, for such terms and subject to such conditions as may be prescribed by rules, to agriculturists for the purpose of agriculture and to persons engaged in cottage, agro-based or other allied industries in rural as well as urban areas for the purpose of such industries as may carry on and transact the several kinds of business hereinafter specified, that is to say, -

(a) the accepting of money on deposit.

(e) the buying, stocking and supplying on credit, of seeds, agricultural machinery, implements and equipments, fertilizers and chemicals and any other material used in agriculture and acting as agent for any organization for such goods ;

17. Attention to credit needs of small agriculturist. – In transacting the business of the Bank, the Board shall, as far as possible, give due attention to credit needs of small agriculturists, including marginal and landless farmers.

18. Loan to be spent for the purpose for which it is made. – The Bank shall require and, as far as possible, ensure that a loan is spent on the purpose for which it is made, and if this requirement is not complied with by the borrower, the Bank may require the repayment of the loan forthwith.

General Overview

(Upto 30th December, 2009)

01.	Date of establishment		ঃ	15 March, 1987
02.	Authorised Capital		ঃ	750.00 crore
03.	Paid up Capital		ঃ	570.00 crore
04.	Area of RAKUB			
	a)	Area	ঃ	The administrative Juris of Rajshahi Division.
	b)	Size	ঃ	34,513 skms.
	c)	District	ঃ	16 Nos.
	d)	Upazila	ঃ	125 Nos.
	e)	Pourasava	ঃ	64 Nos.
	f)	Union	ঃ	1092 Nos.
	g)	Total population	ঃ	3.50 crore
	h)	Total No. of house holds	ঃ	51 lac
	i)	Total No. of farmer house holds	ঃ	32 lac
	i)	Total No. of farmer house holds	ঃ	32 lac

Some Primary and Current Comparative Statistics of RAKUB

(Figure in Crore)

Sl. No.	Particulars		Position at the time of establishment (15-03-1987)	30-06-2009	30-12-2009
a)	No. of Branches	ঃ	253	364	364
	(1) Urban	ঃ	16	60	60
	(2) Rural	ঃ	237	304	304
b)	Man power	ঃ	3706	3464	
	(1) Officer	ঃ	1114	1545	
	(2) Staff	ঃ	2592	1919	
c)	Zonal Offices	ঃ	16	18	18
d))	Zonal Audit Offices	ঃ	16	18	18
e)	Loan Outstanding	ঃ	563.83	2733.82	2860.03
	(1) Classified			965.90 35.33%	900.75 31.49%
	(2) Un-Classified			1767.92 64.67%	1959.28 68.51%
f)	Total Deposit	ঃ	51.83	1715.43	1683.13
g)	Total loan disbursement	ঃ		880.13	546.52
	1) Crop	ঃ		395.51	232.12
	2) Non-Crop	ঃ		484.62	314.40
h)	Total No. of Customers	ঃ	1064531	2125529	2162043
	(1) borrowers	ঃ	719245	884569	898091
	(2) Depositors	ঃ	345286	1240960	1263952

Sector-wise Last 5 Years Loan Disbursement

Sector	2005-2006			2006-2007				2007-2008				2008-2009			2009-2010 Up to December			
	Target	Achievement		Target	Achievement`			Target	Achievement			Target	Achievement		Target	Achievement		
		No.	Amount		No.	Amount	%		No.	Amount	%		No.	Amount		No.	Amount	%
Crop	400.00	172626	384.70	400.00	143569	339.00	85	426.25	147477	356.51	84	462.26	137690	395.51	530.00	75785	232.12	44
Fisheries	9.00	650	7.56	8.00	341	4.49	56	6.90	286	5.02	73	7.44	872	12.10	20.00	494	8.72	44
Livestock	50.00	18456	44.56	45.00	13147	50.67	113	45.15	11643	37.78	84	50.53	11622	45.18	48.00	6667	43.66	91
Farm & Irrigation Equipment	7.00	748	9.35	10.00	551	9.15	92	11.80	306	5.64	48	12.30	356	7.64	11.00	197	6.68	61
SME												8.94	722	29.45	50.00	466	17.51	35
CC Loan	210.00	8732	223.64	225.00	8761	179.60	80	168.00	8604	174.75	104	186.47	9643	208.97	220.00	4688	99.42	45
MicroCredit/ Poverty Elevation	34.00	23803	18.90	27.00	16751	15.21	56	17.75	15967	15.56	88	19.88	16236	14.80	22.00	6896	6.60	30
Agro-based industries	35.00	910	57.78	25.00	188	34.26	137	40.00	765	30.46	76	35.88	882	13.93	25.00	352	25.58	102
Others	55.00	46538	141.37	60.00	40923	104.75	175	84.15	44293	139.31	166	66.30	37263	152.55	109.00	17929	106.23	97
Total :	800.00	272463	887.86	800.00	224231	737.13	92	800.00	229341	765.03	96	850.00	215286	880.13	1035.00	113474	546.52	53

RAKUB has been playing a vital role in the development of agriculture in the north-west region of Bangladesh from the very beginning of its establishment through various credit programs. Recently RAKUB has introduced a number of new credit programs following the Bangladesh Bank’s agriculture/rural credit policy: 2009-2010. The following new products/credit programs have already been effectively successful at field level. These programs are also highly appreciated by government and Bangladesh Bank. Programs like “Collateral free group credit policy for landless and sharecroppers”, “RAKUB – BMDA Joint Supervision Credit Program”, “RAKUB Revolving Crop Credit Program”, “RAKUB Fisheries Village Credit Program” can be model credit programs in banking sector. Some of the effective new products/credit programs are discussed below in brief:

Collateral Free Group Credit Policy for Landless And Sharecroppers

A remarkable portion of total cultivable lands are cultivated by landless and sharecroppers in agrarian Bangladesh. It is very important to provide required amount of crop credit to landless, marginal and small sharecroppers for increasing crop production and ensure justified and participating growth benefit. But these classes of farmers face lot of problems to get institutional credit for not having their own cultivating lands. As a result most of them are devoid of having loan from banks. Bangladesh Bank has given special instruction for disbursing loan in favour of sharecroppers in its agriculture/rural credit guidelines for the financial year 2009-2010. According to the instruction of Bangladesh Bank RAKUB has undertaken a special credit program for landless farmers and sharecroppers.

Under the program RAKUB offers crop credit to landless sharecroppers who are actual farmers contributing directly to crop production of our country. It is a group based collateral free credit program. Under the program a farmer group is constituted of five to ten members. The following factors are considered for including a farmer to a group :

- only one member of a family will get credit facility;
- group members will have to be permanent inhabitants of the same village/area;
- no one would be included to a group if he received credit from RAKUB under any other credit program. However, if such person makes repayment of the loan, he will be eligible to be included to a group;
- The person who have received loan from any other Bank/financial institution/NGO, would not be qualified to be included to a group. Care

should be taken in choosing group members so that no one can become a group member concealing facts or providing false information.

In the FY 2009-2010 RAKUB has fixed a target of Tk. 106.00 crore for disbursing loan in favour of the sharecroppers. At end of December, 2009 RAKUB has disbursed an amount of Tk.7.00 crore among 5970 sharecroppers under the program. Though the amount disbursed upto December, 2009 is poor in comparison to the target, within December-2009 RAKUB would be able to disburse the target amount in full. It is necessary to mention here that RAKUB has launched the program in the month of October-2009.

RAKUB – BMDA Joint Supervision Credit Program

RAKUB is disbursing crop credit from the very beginning of its establishment since 1987. But till date a great number of small, marginal, landless farmers and sharecroppers are out of institutional credit. However, it is very important to bring all most all actual farmers under crop credit program. This great task is not possible for RAKUB with its insufficient manpower. Considering the fact RAKUB has under taken a credit program branded “RAKUB – BMDA Joint Supervision Credit Program”.

Presently, Barandra Multipurpose Development Authority (BMDA) is managing deep tube-wells in 125 Upazilas of 16 districts in Rajshahi Division. RAKUB will provide crop credit to the farmers under those deep tube-wells in easy and transparent procedure. Under the program RAKUB has decided to disburse an amount of Tk.65.00 crore in the FY 2009-2010. The lending activities under the program has been started in the mid January of 2010.

RAKUB Revolving Crop Credit Limit (RCC)

Technological development in agriculture has brought miracle in crop production. Only 10-15 years ago while a land had capacity to produce only one crop, at present that very land is capable to produce 2-3 crops. All these are blessings of technological development. With this development, demand for credit is also increased. Moreover, farmers face a lot of problems to have credit from bank branches as they are to receive and make repayment twice or thrice a year. Therefore, RAKUB has introduced a credit program branded “RAKUB Revolving Crop Credit Limit”. Under the program credit is offered to a farmer for 2-3 crops as per yearly crop calendar/production pattern. This loan is sanctioned in the pattern of cash credit for three years. At the end of each financial year the credit is automatically renewed on making repayment of interest amount only. At

the end of the last or third year documentation is to be furnished newly. Up to December, 2009 RAKUB has disbursed an amount of Tk.183.22 crore in favour of 63,736 farmers under Revolving Crop Credit Program.

Credit for Specific Import Substitute Crops at 2% Rate of Interest

Every year we expense large amount of foreign currency for importing crops like-pulses, oil seeds, spices and maize. As per Bangladesh Bank's agriculture/rural guideline: 2009 RAKUB is disbursing credit for producing import substitute crops at 2% rate of interest. In the current FY 2009-2010 RAKUB has selected Rajshshi, Chapainawabganj, Natore and Sirajganj districts as import substitute crop production zone. Form the next financial year more districts will be included for disbursing loan under the program. During this Financial year RAKUB has fixed an amount of TK. 1.95 crore loan disbursement target under the program. At the end of December, 2009 the bank has disbursed an amount of Tk.0.34 crore at 2% rate of interest.

RAKUB NGO Linkage Micro Credit Program

Rajshahi Krishi Unnayan Bank has already undertaken RAKUB NGO Linkage Micro Credit Program, a special credit program under which farmers will get credit facilities for three prime crop sectors. In this program RAKUB will provide credit facilities to the renowned and well established NGOs for disbursing credit to the farmers. Existing man power of Rajshahi Krishi Unnayan Bank is not sufficient enough for bringing most of the farmers of the north-west Bangladesh under bank's regular credit programs. With the view to providing credit to huge number of farmers RAKUB has launched this special credit program. RAKUB management believes that this program will help to increase crop production in this region of the country. The bank is going to disburse an amount of Tk. 10.00 crore in favour of Thangamara Mahila Sabuj Sangha (TMSS) under the program. Moreover, RAKUB has received a number of loan applications from several NGOs which are under consideration.

North-west Crop Diversification Project (NCDP)

Rajshahi Krishi Unnayan Bank has been operating a special credit program, North-west Crop Diversification Project (NCDP), with the financial assistance of Asian Development Bank (ADB) since 2002. Four NGOs (BRAC, PROSHIKA, RDRS and GKF) are selected under the project for disbursing loan to the farmers. RAKUB disburses credits in favour of the participating NGOs receiving credit from ADB through Bangladesh Bank. The project time has already expired in June-2009. The North-west Crop Diversification Project (NCDP) under the

Directorate of Agriculture Extension was the implementation agency of Bangladesh government. However, lending activities is being continued from revolving fund maintained at Bangladesh Bank. Lending program under the project will be continued till June, 2019. The loan disbursement and other information since inception are shown below :

- Total number of borrowers, loan accounts and area are presented against Tk.

(Figure in lac)

Sl. No.	Name of NGO	Loan disbursement	No. of borrowers	No. of loan accounts	Area covered (in acre)
1	2				
01.	BRAC	10811.33	89006	164330	104006.13
02.	PROSHIKA	5499.50	53282	101251	61499.00
03.	RDRS	2935.94	39862	47132	47480.04
04.	GKF	3147.78	27459	66054	40476.77
Total :		22394.55	209609	378767	253461.94

21394.545 lac disbursed amount although total loan disbursement under the program is Tk.22394.55 lac Information about borrowers, accounts and area are not included in the above table against Tk. 1000.00 lac.

RAKUB Fisheries Village Credit Program

Fish is the main source of Protein in Bangladesh. Fish is associated with our food habit from generation to generation. The soil and water of Bangladesh is genuinely suitable for fish cultivation. Recently, many reasons like filling ponds, canals, and marshes for crop cultivation and residence, global warming and wastages from mills and factories help decreasing natural fish production. Fish is paid highest priority in the government fisheries Policy. For creating job scope and increasing fish production it is important to provide credit facilities to the fish producers. The small fish producers are to be given importance for actual success in this sector. RAKUB has under taken a special program named “RAKUB Fisheries Village Credit Program.” Under the program ponds and ditches of different villages/unions will be selected for fish production. The owners of the ponds and ditches of a village/union will be financed for this purpose. RAKUB has already established fisheries village in Chapila at Natore and Raninagar at Nowgaon. This program will bring a revolution in fish production in the North-West region of the country.

According to the Directorate of Fisheries there are approximately 3,50,000 ponds covering 86 thousand hectres of land. Around 2,28,000 m. tons of fishes are

produced in those ponds. Among them only 6200 ponds are used to produce fishes commercially. On the other hand, rest 3,43,800 ponds are used in an unplanned way for producing fishes. If all these ponds are brought under commercial farming, a revolution would occur in fish production. RAKUB plans to cover 30% of these ponds under its fisheries credit program within next five years. The bank has already started its mission from Natore and Nawgaon Districts. In Chapila union of Natore an amount of Tk.1.49 crore has been disbursed in favour of 113 fish farmers for producing fishes in 354 ponds. Again in Raninagar Upazila of Nawgaon Tk. 1.70 crore has been disbursed in favour of 70 fish producers during the first half of this fiscal year.

In the fiscal year 2007-2008 demand of fish in Rajshahi Division was 530766 m. ton while total production was 530766 m. ton. Therefore, total deficiency of fish compared to total demand was 128626 m. ton during the fiscal year.

Number and Area of Ponds/Tanks/Marshes/Rivers in Rajshahi Division

Types of water reserves	Government		Private		Total	
	Number	Area (hectre)	Number	Area (hectre)	Number	Area (hectre)
Pond	22809	8468	193698	75967	216507	84431
Marsh (Beel)	1023	33649	-	-	1023	33649
Rivers and canals	-	117000	-	-	-	117000
Flood water land	-	610027	-	-	-	610027
Total :	23832	769140	193698	75967	217530	845107

Source : Directorate of Fisheries, Rajshahi

Fish Production in Rajshahi Division (2007-2008)

Types of water reservers	Amount (M. Ton)
Pond	228461
Marsh (Beel)	13362
Rivers and Canals	7192
Flood water land	153125
Total :	402140

Source : Directorate of Fisheries, Rajshahi

Number of Hatcheries in Rajshahi Division

Government	Private	Total
33	233	266

*Government Sector produces 1474 KGs young of fishes yearly.
Source : Directorate of Fisheries, Rajshahi

Rajshahi Krishi Unnayan Bank disbursed an amount of Tk.12.10 crore for fisheries in the FY 2008-2009. In the current fiscal year 2009-2010 loan disbursement target for fisheries is Tk.20.00 crore. Up to December, 2009 RAKUB has disbursed an amount of Tk.8.72 crore among 479 fish farmers/producers. Moreover, RAKUB plans to disburse fisheries loan for seventy thousand ponds situated in the Varenda regions of Rajshahi Division.

RAKUB Poultry Village

RAKUB has undertaken “RAKUB Poultry Village” credit program based on area approach policy. The bank has already established a poultry village at Jamalpur in Jaipurhat District. An amount of Tk.1.92 crore has been disbursed in favour of 164 poultry firm owners. The bank has planed to establish such poultry villages in the districts of Rajshahi, Chapainawabganj, Rangpur, Bogra and Nawgaon.

Production from livestock sector in Rajshahi Division

Egg	137,37,55,496 pieces(approx.)
Milk	5,59,600 m. tons (appr ox.)
Meat	2,63135 m. tons (approx.)

Source : Directorate of Livestock, Rajshahi

In the fiscal year 2008-2009 RAKUB disbursed an amount of Tk.45.18 crore for livestock sector while it was 37.38 crore in 2007-2008. In the current fiscal Year 2009-2010 loan disbursement target for livestock is fixed Tk. 48.00 crore. Upto 30-12-2009 an amount of Tk.31.39 crore has already been disbursed in favour of 6140 borrowers.

Small and Medium Enterprises (SMEs) Credit Program

The attention on the small and medium enterprise of SMEs as they are called is a departure form concentrating only on large businesses as the route to generate income and employment opportunities of a significant number of people in a country like Bangladesh. SMEs are typically labour intensive industries with relatively low capital intensity and as such for Bangladesh which is a labour abundant and capital scarce country, SMEs have a natural competitive advantage. In recognition of the importance of the development of SMEs in promoting growth, employment generation and poverty reduction, the SMEs have been declared as a priority sector in the governments Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs), the Industrial Policy 2005, and the Draft Industrial policy 2009.

SMEs have been considered to have significant development potential. SMEs played a vital role in the classic development success stories, like Japan, Taiwan,

and Hongkong. Other developed and developing countries have also promoted SMEs which played positive roles in development.

Honorable Prime Minister Sheikh Hasina told the Jatiya Sangsad that employment for 2.35 million people would be created in the small and cottage industries sector as well as under the sixth five-year plan through public and private investments (The Financial Express, dt. 18-02-2010).

The Governor of Bangladesh Bank Dr. Mr Atiur has said 99 percent of the country's industries are SMEs, employing 58 percent total workforce. Scopes for investing in the country's small and medium enterprises (SMEs) have been created (The Financial Express dt. 24-01-2010).

As an assistant force of government RAKUB has launched a credit program for financing Small and Medium Industries (SMEs) in the year 2008. Under the program thirty booster sectors are prioritized. Some of the important booster sectors are as follows :

1. Software industry;
2. Agro-processing/Agribusiness/Plantation agriculture/Tissue Culture;
3. Leather industry;
4. Health Service and Diagnostic;
5. Education;
6. Meat Processing and Marketing;
7. Milk Production, Processing and Marketing;
8. Animal and Fish feed Mill;
9. Agriequipments Production Factory;
10. Sugar Mill at Miniature Scale;
11. Food Industry;
12. Fertilizer and Insecticides Production and Marketing;
13. Rice, Flour and Pulse Mill etc.
14. Others.

The following five credit lines are offered under the program :

- Vagya Laxmi Reen
- Prayas Reen
- Alokita Reen
- Sasthya Seba Reen
- Uddipan Reen.

Cash Credit for Mango, Leeche and Balsam Apple Orchard

Fruits are of the most important sources of food and nutrition. Rajshahi Division is famous for fruit production since long. Different kinds of fruits are grown in different districts of Rajshahi Division. Recently farmers are inclined to produce special fruits like mango, leeche and balsam apple. These farmers need required amount of money for maintaining the orchards. RAKUB has launched a new credit program for the mentioned fruit productions. Under the program farmers or orchard owners will get cash credit facilities from RAKUB. This effort will help the crop diversification culture greatly.

Special Credit Program for Govt. Primary School Teachers

Most of the teachers of the government primary schools in rural areas are involved in different income generating activities like-managing Dairy, Poultry, Beef fattening Firms, Fish cultivation, Horticulture, Small business etc. besides their teaching profession. RAKUB has introduced a special credit program for govt. primary school teachers for involving them in production activities. Under this program the teachers who draw their salaries from RAKUB branches will get a credit opportunity of maximum Tk. 60,000.

Loan Disbursement through Transparent Procedure in RAKUB

Bangladesh Bank has instructed to disburse agriculture credit specially crop loan at union level in the presence of local public representatives, agriculture officers, teachers and other respectable persons in order to ensure easy, transparent and timely disbursement of loan to the actual small farmers and sharecroppers. RAKUB has started to disburse crop credit to the farmers in the transparent procedure as instructed by Bangladesh Bank. Representatives from Bangladesh Bank, local administration and public representatives are invited to attend the loan disbursement programs. Dr. Atiur Rahman, Governor, Bangladesh Bank attended such programs of RAKUB in Natore and Joypurhat. Members of the Parliament; General Manager, Bangladesh Bank, Rajshahi and local administrative officers have attended the loan disbursement programs organized at Bagmara, Mohanpur, Sardah, Durgapur and Haraggram in Rajshahi. Similar activities are going on in other zones of the bank. This program will continue.

RAKUB Milk Village

In recent years due to decreasing grazing lands and high cost of animal feed, farmers are lacking interest in rearing cattle in their houses. Moreover, marketing

of produced milk and low return are other problems for them. However, it is a matter of hope and inspiration that a number of companies like Milk Vita, Arang, Pran, Rangpur Dairy have started to collect milk from the rural areas. These companies are paying reasonable prices for milk. This has created a favourable circumstance in rural areas for rearing cattle. RAKUB is going to undertake "RAKUB Milk Village" credit program for rearing milch cow. Under the program RAKUB will provide credit facility for feed and treatment purposes. The bank has selected Pabna, Serajganj, Jaipurhat, Natore and Rangpur districts as milk picket areas.

Special Micro-credit/Poverty Elevation Programs in RAKUB

Instead of being a prospective country, Bangladesh fails to achieve effective financial progress because of poverty. The economy of Bangladesh is badly affected by poverty. Poverty can be blamed for the present social and economical problems of the country. Therefore, poverty elevation is considered as the main issue in the way of our economic development. Both the government and private organizations have undertaken various programs for poverty reduction. Rajshahi Krishi Unnayan Bank is not an exception in this concern. Since RAKUB is the largest development partner and provider of agriculture credit in the north-west region of the country, it has also launched a number of micro-credit/poverty elevation programs. It is noticed that RAKUB has been implementing such programs since its establishment. RAKUB has implemented 11 micro credit programs in the 16 districts of Rajshahi Division. The programs are as follows :

1. Swanirvar Credit Program;
2. RAKUB Self help Credit Program (RSCP);
3. United Nations Capital Development Fund (UNCDF);
4. Women Entrepreneurship Development Program (WEDP);
5. Saysa Gudam Reen Prokalpa (sagrip);
6. Marginal & Small Farm System Crop Intensification Project (MSFSCIP);
7. Pilot Employment Generation Program (PEGP);
8. Special Micro credit Program for Handicaps;
9. Semi-intensive Goat Rearing Program;
10. Zero Poverty Loan Scheme and
11. Medicinal Plants Nursery.

Fiscal Year Wise Outstanding under Poverty Elevation Programs Are Shown Below

(Figure in Crore)

Particulars	Fiscal Year				
	2003-04	2004-05	2005-06	2007-08	2008-09
Swanirvar Credit Program	15.01	18.19	20.96	29.56	32.50
RAKUB Self help Credit Program (RSCP)	13.41	15.35	21.82	15.34	12.75
United Nations Capital Development Fund (UNCDF)	8.68	9.72	9.57	9.41	12.53
Women Entrepreneurship Development Program (WEDP)	1.69	1.17	3.92	0.99	0.82
Food Grain Godown Credit Program	0.53	0.52	0.72	1.58	0.93
Marginal & Small Farm System Crop Intensification Project (MSFSCIP)	11.10	14.55	12.66	9.82	2.58
Pilot Employment Generation Program (PEGP)	0.47	0.30	0.35	0.28	0.26
Credit Program for the Disable Persons	0.38	0.74	1.05	0.46	0.38
Semi-intensive Goat Rearing Program	5.90	8.78	11.84	7.77	5.05
Zero Poverty Loan Scheme	0	3.22	4.52	6.56	7.68
Medicinal Plots Nursery.	0.51	0.82	0.92	0.60	4.01
Total :	**57.68**	**73.36**	**88.33**	**82.37**	**79.49**

The Major prevailing Special Micro-credit/Poverty Elevation Programs are discussed below:

Swanirvar Credit Program

"Swanirvar" is a special credit program for creating self employment organizing the poor and landless people of the rural areas to develop socio-economic conditions of the country. RAKUB and Sawnirvar Bangladesh have been implementing the program jointly. RAKUB is the resource of fund in the program while Sawnirvar Bangladesh disburses and recovers group based micro credit. As on 31-12-2009 total loan outstanding under the program is an amount of Tk.3409.42 lac against 48995 borrowers.

Fiscal Year-wise Loan Outstanding under Swanirvar Program
(Figure in Crore)

Particulars	Fiscal Year					
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7
Loan disbursement	5.66	8.55	8.89	8.77	8.60	10.37
Loan recovery	3.75	6.19	7.01	6.74	6.77	7.50
No. beneficiaries	8946	16274	14009	13018	11467	12477

RAKUB Self-help Credit Program (RSCP)

RAKUB launched “RAKUB Self-help Credit Program” in the year 1995. The aim of the program is to create self employment opportunities providing group loan to landless, marginal and small farmers. Total loan outstanding under the program is Tk.1453.04 lac against 3527 borrowers as on 31-12-2009.

Fiscal Year-wise Loan Outstanding under RAKUB Self-help Credit Program (RSCP)

Particulars	Fiscal Year					
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7
Loan disbursement	4.31	6.15	10.10	1.58	1.63	0.94
Loan recovery	4.63	3.99	5.54	2.37	1.25	1.34
No. beneficiaries	746	2998	3321	252	345	129

Marginal & Small Farm System Crop Intensification Project (MSFSCIP)

MSFSCIP is a special micro credit program stared in RAKUB in 1992 with the financial assistance of IFAD and GTZ in the districts of Kurigram. The objective of the program is to protect the poor people of Kurigram from becoming ultra poor providing micro credit. The contacts between RAKUB and the above mentioned agencies have already been over. Therefore RAKUB is continuing the program alone. Total loan outstanding under the program is Tk.1043.73 lac against 982 farmers as on 31-12-2009.

Fiscal Year-wise Loan Outstanding under Marginal & Small Farm System Crop Intensification Project (MSFSCIP)

(Figure in Crore)

Particulars	Fiscal Year					
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7
Loan disbursement	2.01	4.72	1.92	0.46	0.33	0.18
Loan recovery	1.74	1.09	2.14	0.54	0.30	0.29
No. beneficiaries	193	991	475	41	20	9

Zero Poverty Loan Scheme

RAKUB implemented "Zero Poverty Special Credit Program" in the year 2004. The ultra poor people of the rural areas having no capacity to offer collateral security are the target groups under the program. Both male and female groups are organized under the program for making them self employed providing micro credit. At present the program is implemented in 104 branches of the bank. Total loan outstanding under the program is Tk.610.85 lac against 3737 borrowers as on 31-12-2009.

Fiscal Year wise Loan Outstanding under Zero Poverty Loan Scheme

(Figure in Crore)

Particulars	Fiscal Year			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Loan disbursement	3.34	2.39	1.00	2.99
Loan recovery	0.09	1.12	0.73	2.47
No. beneficiaries	18416	4992	290	663

Special Micro-credit Program for Handicaps

RAKUB launched a special micro-credit program for handicaps in the year 2003. This program is implemented in almost all branches of RAKUB. A handicap gets an amount of maximum Tk.25,000.00 collateral free credit facility for self employment. Total loan outstanding under the program is Tk.53.03 lac against 286 handicaps.

Sasya Gudam Reen Prokalpa (sagrip)

A program for storing produced crop by the farmers was started at Bangladesh Krishi Bank in 1984 with the financial assistance of the Swiss government. the contact between Bangladesh and Swiss government is over. However, according to a Trust Deed signed between the two governments on 30-12-1993 a revolving

fund under the program is maintained by the Bangladesh Bank. RAKUB is still disbursing loan from revolving fund through 23 branches. Total loan outstanding under the program is Tk.75.65 lac against 940 farmers as on 31-12-2009.

Fiscal Year-wise Loan Outstanding under Sasya Gudam Reen Prokalpa (Sagrip)

Particulars	Fiscal Year				
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Loan disbursement	0.67	0.74	0.92	0.98	1.77
Loan recovery	0.53	0.59	0.86	0.71	2.76
No. beneficiaries	1264	1236	1582	1292	1443

RAKUB Small Enterprises Credit Program

Besides the special micro credit programs RAKUB has launched a special credit program in the form of a subsidiary organization named Small Enterprises Credit Program (SECP) with the financial assistance of the Royal Norwegin Government in the year 2003.. The program is implemented in 50 Upazilas of Rajshahi, Bogra and Pabna districts. Moreover, this program is also implemented in Vurungamari Upazila of Kurigram district. The ratio of investment of RAKUB and NORAD is 60 : 40 respectively. Under this credit program an amount of Tk. 25,000.00 to maximum Tk.75,000.00 collateral free credit facility is provided to the entrepreneurs for establishing small projects/firms and operating small businesses. The borrowers pay 13% interest against their borrowings. Moreover, upto Tk.5.00 lac is disbursed against collateral security as cash credit for running rice mills and other businesses. The figures of loan disbursement and recovery under SECP are shown below :

Fiscal Year-wise Loan Outstanding under Small Enterprises Credit Program (SECP)

Particulars	Financial Years					
	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2007-2008	2008-2009	
Disbursement	1.86	6.74	9.12	13.18	21.31	84.18
Recovery	0.53	2.21	5.63	8.34	13.49	55.62
Number of beneficiaries	787	2246	2522	2842	4706	18793

The views of Governor, Bangladesh Bank Regarding Pro Poor Banking

Hailing the recent trend in the financial sector to provide loans to the farmers at a decreased rate, the governor of Bangladesh Bank has urged the banks to be further

'flexible' in lending to the small and marginal farmers. Addressing the risk factor involved in lending to marginal farmers, the Governor recommended the formation of 'social collateral' and the adoption of 'revolving loan policy' in financing the sharecroppers. "Sharecroppers, may be 8 to 10 in number, can come together in forming a 'social collateral' so that they can minimize the risk through sharing it between themselves in case of ones default", the Governor said. "Also the banks can adopt a revolving loan policy in financing the marginal farmers, so that they can revolve the loan provided to sharecroppers in a year to year basis to play down the risk", he added. (The Financial Express, dt. 18-11-2009)

The governor of Bangladesh Bank has reminded the bankers that the country was able to weather the effects of the global economic meltdown mainly because of significant contribution of agricultural sector. The central bank chief said the banking sector should pursue a pro-poor role as their deposits are over Tk.2.5 trillion where the country's annual budget for the current fiscal year stands at Tk. 1.13 trillion. "Achieving a double digit growth will not be an illusion if banks come forward. And this growth will be sustainable as the demand will stem from grass-roots." The governor said the central bank has made it mandatory for the state-owned banks to allow farmers open bank accounts at a deposit of only Tk.10. "Other banks should do it as part of their social responsibility as it will benefit the country's over 18 million farmers." Mr Atiur said the government gives subsidy on diesel to the farmers. "If the farmers can open bank account then they will receive money directly through the account, which will also cut corruption." (The Financial Express, dt. 24-01-2010).

Recommendations

The success stories of some projects in RAKUB indicate remarkable achievements in income earning, empowerment of women and creation of employment opportunities and reduction of poverties. An adequate credit support would help our farmers in adopting the improved agricultural technology which will raise agricultural production and improve economic condition of the rural population.

The fact that the SME and agriculture influence each other, it is to be seen how both can help each other in improving their performance and contribute to the overall economy of the country. Agricultural engineering has got to play an important role in removing drudgery in the farmers' life and bring in the required efficiency in various farming operations leading to higher production. The rural development cannot be conceived without agriculture. Poverty elevation would be impossible unless the people living in the villages are ensured of gainful

employment in the farming or various rural-based employment opportunities are created in the villages. An integrated approach would be necessary to maximize the income of the farmers by integrating agriculture, animal production, poultry, fisheries and horticulture depending upon their suitability under different agro-climatic zones in the country.

A growing number of World Bank economists are now convinced that most of the poor nations need a healthy farm sector as the basis of a robust economy (Source: An article published in the Wall Street Journal, June 10, 2008). In the 21st century, agriculture continues to be a fundamental instrument for sustainable development and poverty reduction (World Development Report 2008). This is obviously true for a poor country like ours. As voiced in National Agriculture Policy Draft 2009, agriculture is considered to be the dominant economic activity in Bangladesh and regarded as the lifeline of her economy.

A National Strategic Plan (NSP) is a prerequisite for accelerating the sustainable growth of agricultural production and productivity while an effective agricultural financing system would constitute an integral component of NSP for agriculture including all the sub sectors**.** (The Financial Express dt. 30-12-2009)

As a specialized financial organization of the government RAKUB has paid highest priority to the government's Millennium Development Goal (MDG). To achieve success in food security and poverty elevation, RAKUB has taken special measures. RAKUB is determined to develop the socio economic condition of the north-west Bangladesh. The bank's special programs for agriculture and micro credit finance have already created hope and aspiration in the mind of the poor people. We do not want to see the people of Kurigram, Gaibandha, Lalmonirhat and Nilphamari districts living under hard core poverty. We believe, people of this locality will be living in peace with smiling faces within 2015. Moreover, RAKUB's efforts will create huge employment opportunities in Rajshahi Division. It is RAKUB which can play vital role in the economic development of the region better than any other organization. For achieving success it is necessary to maintain transparency and accountability which are already implemented in all level of the Bank. It can be said that we cannot escape the reality and have to perform honest and sincerely. If it is so, success is at our door steps.

It is important for us to conceive the Honourable Prime Minister's valuable words**—"We want to build up a poverty free Bangladesh..... We want to bring down the level of poverty to 15 percent by 2015."** (Source: The Daily Financial Express 7 January, 2010).

Without Development and hope, there will be no peace.

References

1. Bangladesh Bank, Annual Report : 2008-2009.
2. Monthly Economic Trends (December, 2009, Volume XXXIV No.12), Statistics Department, Bangladesh Bank.
3. Bangladesh Journal of Political Economy, Volume 24, Number 1 & 2, December 2008, Editor : Qazi Kholiquzzaman Ahmad.
4. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, সাময়িকী-২০০৭, ১ম খন্ড, সম্পাদক ঃ আবুল বারকাত
5. Good Governance In Rural Development-Proceedings of an International Training Course, December 2007, Edited by : Mihir Kumar Roy, Newaz Ahmed Chowdhury & Md. Mizanur Rahman and Organised by : BRDB, Comilla, Bangladesh.
6. Problems and Prospects of Agriculture in India- Speeches of Buta Singh, Ministry of Agriculture and Rural Development, 1985. Compiled and Edited by Dr V. S. Bhatt, Director (Publications and Information).
7. Indian Economy - Nature, Problems and Progress, by A. N. Agrawal, Department of Economics, Ramjas College, University of Delhi – Sixth Revised and Enlarged Edition.
8. Impact of Bank Financing on Agriculture, First Edition-2006 – By Dr. Rustom Ali Ahmed.
9. The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 - Ordinance No.LVIII of 1986.
10. Rajshahi Krishi Unnayan Bank MD’s Secretariat and concerned Department.
11. Financial Express of different dates.
12. The Financial Express : 24-01-2010 : BB chief criticises PCBs for ignoring farmers’ needs
13. The Financial Express: 31-01-2010 : BB expects remittance income to cross $11b mark this fiscal
14. The Financial Express: 07-01-2010 : Poverty level to be brought down
15. The Financial Express: 08-10-2009 : FDI to tumble as cash-strapped companies rein in global spending
16. The Financial Express: 30-12-2009 : Agricultural financing system in Bangladesh: Facts and facets.
17. The Financial Express: 30-12-2009 : PRSP allocation raised to $49.6b
18. The Financial Express: 30-12-2009(Page No.8) : Can Bangladesh achieve the MDG on poverty
19. The Financial Express : 30-12-2009 : Global recession stings Bangladeshi migrants
20. The Financial Express : 30-12-2009 : Access to SME financing: Reforms in policy and regulatory framework

21. The Financial Express: 18-11-2009 : Banks, MFIs asked to bring down interest rate on agro loan
22. The Financial Express : 15-01-2010 : Asian economies poised for accelerated growth
23. The Financial Express : 27-01-2010 : Downside risks facing the economy
24. The Financial Express : 07-02-2010 : Why the fight against poverty?

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১২

Role of Islamic Banks in Poverty Reduction in Bangladesh

Abdur Raquib*

Abstract

Islamic Banking is a new phenomenon in the World financial system and has an enviable successful record of achievements in all spheres. Islamic banking combined with Zakat, Ushar, AWAKALF and Micro Investments could be a better effective and meaningful pathway for Poverty Reduction. Central Bank's guidelines for Islamic banking would provide impetus and promote the fast growth of Islamic banking in Bangladesh.

Key Words: *Shariah Principles, Poverty Reduction, Deprivation and Entitlement, Zakat, Ushar, AWKALF, Profit and Loss Sharing Social Enterprise.*

1. Introduction

Islamic banking is relatively a new concept developed since the 1950s of the twentieth century and has been gaining ground for its growth and expansion from the 1980s on wards. Islamic bank is ideologically based on Islamic Shariah-a body of rules and regulation, code of ethics originating from the Quran and Sunnah, the main sources of knowledge and guidance for mankind. The first

* The writer of the paper is an ex Executive Director, Bangladesh Bank, Ex Managing Director, Islami Bank Bangladesh Ltd. & Chairman of the Social Safety Net Foundation.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

Islamic Bank, known as Islami Bank Bangladesh Limited was established in 1983 in Bangladesh with the objective to introduce welfare oriented banking and promoting equity and justice (Adl and Ehsan) in the economy of Bangladesh. As a shariah based bank it is committed to conduct all banking and investment activities on the basis of interest free profit and loss sharing system. The bank has made tremendous progress during the last 26 years of its operation and has become the biggest and best bank among the entire 30 private commercial banks including 6 other Islamic banks. The operational success and speedy growth of Islamic banking in Bangladesh indicate that Islamic bank can run more effectively and efficiently suiting the genius of the people and fulfilling the moral faith and belief of the God fearing Muslims Ummah, as a viable and profitable alternative to conventional banking.

The theme of this paper is to analyse how Islamic Banking System can be taken as more appropriate institutional approach to deal with human poverty, inequity and exploitation in the society of Bangladesh.

2.1 Poverty situation in Bangladesh

Bangladesh is still in the category of least developed over populated poor country. All out efforts are being made through different strategies and approaches by Government and Non Government Organizations to move out of poverty and reduce poverty by 50% by 2015.Poverty Reduction Strategy papers being prepared revised under the guidance of the foreign Donor Agencies as guidelines for implementation to reduce poverty in Bangladesh. Indigenous initiatives and innovative institutions developed by Nobel Laureate Prof. Md.Yunus and Sir Fazle Hasan Abed like Grameen Bank, BRAC, and other NGOs and PKSF have been making laudable efforts through target oriented program to assault on poverty with the Micro financial services for the poor .All these institutional strategies and policies are being implemented in interest based Capitalistic free market system.

Definition and measuring poverty always pose problems for experts. Poor means lacking most or all crucial assets and capabilities like Material assets, Body health, Bodily integrity, emotional integrity, Respect and dignity, Social belonging, Cultural identity, Imagination, information and education, Organizational capacity, Political representation and accountability.

The recently published UN report on World Social situation called for rethinking the issue of poverty as conventional approaches to measuring it based on income and expenditure can be misleading. The publication, Rethinking Poverty, also said

despite registering steady economic growth, the proportion of Bangladesh’s population living on less than $1.25 a day has increased from 44.2 percent in 1981 to 49.9percent in 1990and 50.5 percent in 2005.

Economist Prof Wahiduddin Mahmud however differed with the findings, claiming that the level of poverty dropped in Bangladesh. He rather said multilateral lending agencies, such as World Bank and Asian Development Bank, are providing different estimates on poverty and spreading confusion. According to Bangladesh Bureau o Statistics, about 40 percent of the population lives below the poverty line. “We did not make much progress in poverty reduction but poverty level has dropped,” said Mahmud at a discussion on the World Social Situation.

Poverty is not related to income alone, social services, such as education and healthcare, are also important.

“We should attach importance to inclusiveness. To attain this, people will have to be empowered so that they can ensure accountability in areas of education and health services,”.

There is a need for identifying the root of poverty for its eradication rather than the present targeting approach.

If people living below the poverty line are targeted to be uplifted, it will not bring better results, as a new group of poor people will fill up the section.

“We need to find the root of poverty instead of targeting a section of poor people to reduce it,” Opined by professor Mahmood .

Now the question is what is the root of poverty? To find out root of poverty we may look towards the exploitative tool of interest in the Capitalistic globalised free market system which promotes extreme materialistic society of consumerism, greediness, individualism, corruption and creation of Multinational corporations as instrumental to augment the concentration of wealth in a few hands and a few developed countries.

The Grameen bank and BRAC the two main institutions developed by Prof. Mohammad Yunus and Sir Fazle Hasan Abed have been working relentlessly with their target oriented Poverty alleviation programs since 70’s of the 20th Century .Their main instrument to address poverty is Micro-Credit .The strategies for both the organisations are awareness raising capacity building, saving mobilisations, group lending at market rate of interest varying from 15% to 25% without any collateral. Both Grameen and BRAC have their education, health, Sanitation

activities for the rural poor and ultra poor along with profit oriented various commercial projects since their inception in late 70's of the last century. During their successful journey of attacking the multidimensional and multifaceted poverty problems of Bangladesh, they have evolved various schemes like Targeting the ultra poor, essential Health Care Service, Social Development, Human Rights and Legal Services Programme, Education Programme by setting up BRAC primary schools and Education Loan Programme, Rural Housing Programme by Grameen Bank for it's members .The demonstration effects of the contributions of these two organisations in poverty alleviation and rural development have led to the growth of thousands of NGOs and MFIs mainly to provide Micro financial services focusing female members of the poor community. It is perceptible and factual that all these NGOs and GO poverty reduction policies and programme have made positive change in the rural Bangladesh but poverty level has not substantially improved still 40% of the population live below the poverty line whose daily income is less than US$1.25, according to the Bureau of Bangladesh Statistics.

It is now convincing fact that the conventional interest based financial system in the capitalistic free market framework, failed to offer appropriate strategy to deal with Poverty Reduction substantially. We should search for alternative system . The ideal system of Islamic banking and Islamic economic institutions like Zakat, Awkalf, Ushar, Sadka and charities can offer better approach to deal with poverty Reduction Strategy. In creating a world without Poverty Professor Yunus is now pioneering the idea of social business a completely new way to use the creative vibrancy of business to tackle social problems from poverty. In introducing the social business in his book, Creating world without poverty, he describes that while the existing companies are generally profit Maximising Business, the new kind of business might be called social business, where entrepreneurs will set up social business not to achieve limited personal gain but to pursue specific social goals. Social business would be a new type of business that pursues goals other than making personal gains-a business that is totally dedicated to solving social and environment al problems. This is a very exciting and illuminating concept from a visionary like him and compares more favorably to Isalmic way of doing business. Only god fearing entrepreneurs having faith in religion and being accountable to Allah for their deeds in this world to the next world can come forward for such venture. It would be difficult to sell this idea to secular minded capitalists.

3. Islamic Banking

Alongside the conventional interest based banking system, Bangladesh entered into an Islamic banking system in 1983. At present, out of 48 banks in Bangladesh, 7 PCBs (Private Commercial Bank) are operating as full-fledged Islamic banks and 20 branches of 9 conventional banks are partially involved in Islamic banking. The Islamic banking industry continued to show strong growth since its inception in 1983 to June 2009 in tandem with the growth in the economy, as reflected by the increased market share of the Islamic banking industry in terms of assets, financing and deposits of the total banking system. The entire picture is given at Table-1.Total deposits of the Islamic banks and Islamic banking branches of the conventional banks stood at Taka 464.4 billion at end June 2009.This was 26.0 percent of the deposits of all private commercial banks and 17.8 percent of the deposits of the total banking system at the end of June2009.Total Total investment of the Islamic banks and the Islamic banking

Table 1

Comparative Position of the Islamic Banking sector (as at end June -2009)
(In billion TK)

Particulars	Group of Banks Isalmic Banks	Islamic Banking Branches	Islamic Banking Sector	Private Commercial Banks-1	All Banks-2
1	2	3	4=2+3	5	6
1. Number of Banks	7	9	16	30	48
2. Number of Branches	429	20	449	2185	6936
3. Number of Accounts*				(20.6)	(6.5)
(in thousand)	5048	n.a	5048	11961	37573
4. Number of Employees				(42.2)	(13.4)
5. Deposits	15627	403	16030	n.a	n.a
	428.0	36.4	464.4	1783.3	2603.1
6. Investments(Credits)				(26.0)	(17.8)
7. Investments Deposits	411.5	22.8	434.4	1483.3	1939.9
Ratio	0.96	0.62	0.94	0.83	0.75

Notes : 1. Figure in the parentheses in column 5 indicate share of percentage of the Islamic banking sector to all private banks

2. Figure in the parentheses in column 6 indicate share of percentage of the Islamic banking sector to all banks n.a=Not available

Source: Annual Report -2008-2009.BB

branches of the conventional banks stood at Taka 434.4 billion at end June 2009.This was 29.3 percent of all private banks and 22.4 percent of the total banking system of the country.

4. Central Banks guideline for Isalamic Banks

Bangladesh Bank with its proactive and the dynamic leadership of present Governor Dr. Atiar Rahman has taken a pro-poor, pro-rural and inclusive banking policy and recently issued a much warranted guidelines for conducting Islamic Banks to promote and support the growth of Islamic bank within its proper regulatory and supervisory framework. It is expected that these guidelines will form the basis for preparing and enacting an Islamic Banking Act and creation of appropriate logistics in the central bank to properly guide, supervise the Islamic banks in near future.

This is for the first time that Bangladesh Bank has come out with clear policy guidelines for setting up of full fledged Isalmic banks, terms and condition s for the conventional banks to obtain license for opening Islamic banking branches, windows, conversion of a conventional bank to an Islamic bank and external conversion through acquisition of a bank by parties interested in converting it. The guidelines briefly covered the operational principles and mechanism of accepting deposits and making investments in different modes and maintenance of CRR (Cash Reserve Ratio), SLR (Statutory Liquidity Ratio), and Liquidity Management aspects as per compliance of Islamic Shariah principles. The guidelines also state that it will be the responsibility of the Board of Directors of the respective banks to ensure that the activities of the banks and their products are Shariah compliant. The Board of the Islamic banks /Conventional commercial banks having Islamic branches, therefore, is constituted with directors having requisite knowledge and expertise in Islamic Jurisprudence. The Board may form an independent Shariah Supervisory Committee with experienced and knowledgeable persons in Islamic jurisprudence. However, the Board shall be responsible for any lapses /irregularities on the part of the Shariah Supervisory committee. Fit and proper criteria for selection of members of the Shariah Supervisory Committee have also been outlined indicating educational qualifications, experience and exposure in Islamic Jurisprudence, Islamic banking, clean track records solvency and financial integrity, honesty and reputation.

It is expected these guidelines for conducting Islamic banking will provide and form the fundamental basis for formulation and enactment of Islamic Banking Act in the near future and Bangladesh Bank will initiate and create friendly congenial environment to support the fast growth of Islamic bank in Bangladesh.

5. Alternative Programme of IBBL: RDS

The fundamental principle of Islamic bank is to ensure equity and distributive justice in the economic life of the mass people in society as per dictates of the holy Quran and Sunnah. Accordingly the management of IBBL has stated the Mission IBBL as follows

> "To establish Islami Banking through the introduction of welfare oriented banking system and also ensure equity and justice in the field of all economic activities, achieve balanced growth and equitable development through diversified investment operations particularly in the priority sectors and les developed areas of the country. To encourage socio-economic uplift and financial services to the low income community particularly in the rural areas.
>
> The IBBL according to its Mission adopted a rural banking scheme known as Rural Development Scheme in 1995 side by side its commercial and Investment financing. The main objectives of the Scheme are to extend the investment facilities to agricultural, farming and off-farming activities in the rural areas in order to alleviate poverty. Under the scheme financing is made for self-employment and income generating activities of the rural poor people to alleviate rural poverty through integrated rural development approach.

a. Target Group Approach : Legibility Criteria

The Scheme also follows the group based target oriented collateral free modalities like Grameen and BRAC.

- Able bodied and industrious rural poor having age between 18 to 50 years and the permanent resident of the project area (Rural Branch command area).
- Farmers having cultivable land maximum 0.50 acres and the sharecroppers.
- Persons engaged in very small off-farm activities in the rural areas.
- Destitute women and distressed people.

- Persons having liabilities with other banks/institutions are not eligible for investment under the Scheme.

The Scheme is being implemented through its rural branches within the radius of 16 Kilometers.

b. Operational Procedure: Integrated Development Approach

The cardinal principle of the Scheme is the ‘Group Approach’ Allah loves those ‘who conduct their affairs by mutual consultation’ (Al-Quran 42:38) .For all decision-making activities, this mutual consultation is given high priority .The salient features of the Group formation are the following:

Small Groups to be formed consisting of 5 members preferably of similar professions/occupations.

- Investment clients are selected in the Centre meeting and supplied with the application forms and other related papers. In finalization of the investment application, the list of the selected clients, supported by their applications, are submitted to Branch Manager duly signed by the Group Leader, Centre leader, Field officer and project officer for sanction and disbursement of investment.

c. Rate of Return

The rate of return is determined by the authority from time to time. At present, the rate of return is 10%. Timely repayment is encouraged by offering 2.5% rebate.

d. Modes of Investment

Since beginning, RDS is mainly practiced Bai-Muajjal mode of investment (about 95%) and sometimes HPSM (Hire Purchase Under shirkatul Milk) mode is adopted based on the nature of investment items. Recently, Musharaka mode of investment has been introduced in RDS operation and getting response widely. At present, the number of Musharaka Investment client is 30 where the total outstanding is TK1.4 million as on 31.10.2009 and number and volume of Musharaka investment is increasing gradually.

e. Micro Enterprise Investment Scheme-A graduation program of RDS

- To satisfy the graduated clients who had already availed highest limit of investment under the Scheme, a special scheme has been introduced in the name and style of Micro Enterprise Investment Scheme (MEIS) in 2005. The ceiling of MEIS investment is TK-50,

00/ to Tk-300,000/ and local small traders and entrepreneurs may also be provided this facilities under the limit.

- The existing field officers and project officer explore the possibilities of investment in the area under the aforesaid Schemes and recommend to the Branch for sanction. The branch sanction within the business discretionary power. If it is beyond the discretionary of the Branch incumbent, they may send the same to Zonal office/Head office for sanction. The entire Scheme has been chalked out in such a way so that all the persons within the command /target area may be brought within the fold of Bank's Investment for productive economic activities.

f. IBF-A support program of RDS

- Islami Bank Foundation, a non-profit service oriented sister organization of Islami Bank, Providing financial support to the RDS members to install tube-well and sanitary latrine on Quard-e-Hasana after two years successful enrolment.
- IN the meantime, 7,478 tube-well and 4,270 sanitary latrines have so far been distributed at a cost of Tk-14.83million and Tk-4.57 million respectively up to 31.12.2009 against quard.

g. Performance of Rural Development Scheme

- 139 Branches of the Bank have been brought under the Scheme in their respective areas. These Branches are working among the poor in 10,751 villages covering 1,199 Unions under 296 thanas of 61 districts of the country. Present number of members is 4, 92,475.
- Since beginning of the scheme, the members are provided investment facilities of an amount of Tk-24,238.69 million up to 31.12.2009 against which present outstanding is Tk-3,752.20 million.

A brief performance of RDS up to 31December 2009 is shown in the following table: 2

Strategy and Policy for expansion of RDS

RDS of IBBL during its tenure of 15years successful operation has achieved maturity and sustainability as an Islamic pathway for reducing poverty in Bangladesh and can be a replicable model for other Islamic Banks. So long the

SL No	Areas of performance	Number and Volume/Amount
Area Coverage		
1	No of branches handling the Scheme	139
2	No of Village(no of total village in the country is about 87,000)	10,751
3	No of Districts(no of total districts in the country is 64)	61
4	No of Centre	22261
5	No of Group	123306
6	No of members(existing)	492475
7	% of women member in the scheme	84%
8	Average no of member per centre(expected no 40)	22
9	No of client(who are availing investment)	312036
Financial Statement (RDS -Including MEIS)		
10	Cumulative disbursement (since inception)	24,238.69
11	Present outstanding	3752.20
12	Overdue	36.56
13	Percentage of Recovery	99%
14	Balance of Members' savings (including centre Fund)	1,488.77
Financial Statement (MEIS)		
15	Number of clients under MEIS	19,069
16	Cumulative disbursement (since2005)	2553.31
17	Present outstanding	1080.91
Manpower position		
18	No of Field officer	1512
19	No of project officer	235
20	No of Zone officer	15

Scheme maintained a low profile working silently in the rural villages of Bangladesh. The experiences and expertise earned in implementing the scheme as a mere division in the mainstream of the bank provides ample ground to set up a separate subsidiary Oraganisation to promote and expand the programme throughout the country as a viable and remarkable alternative approach to poverty reduction strategies. The management of IBBL has realised the importance of setting up a separate sister institution to deal with poverty reduction more effectively and efficiently applied to BB and Micro Credit Regulatory Authority for necessary license. The other private Islamic banks can also examine the feasibility of setting up such a subsidiary financial institution to offer micro financial and social services to the poor community as a part of fulfilling corporate Social Responsibility and to materialise the professed financial inclusion of people within the banking services of the country.

A comparative position along with growth of progress of RDS for last five years is shown in the following table:

Particular	2005	2006	Growth	2007	Growth	2008	Growth	Oct., 2009	Growth
Villages	4,560	8,057	77%	10023	24%	10676	7%	10470	-2%
Members	217,445	4,09,575	88%	516725	26%	577740	12%	542715	-6%
Percentage of Female Clients	94%	92%	---	87%	---	87%	---	84%	---
Investment Outstanding	1,106.47	2,242.21	102%	2884.66	29%	3011.72	4%	3529.16	17%
Cumulative Investment	6,033.29	9,303.12	54%	13969.01	47%	18768.27	34%	23497.18	25%
Number of Distributed Tube wells	4,421	5,525	25%	6242	13%	6844	10%	7399	8%
Number of Distributed Sanitary Latrines	2,204	3,147	43%	3551	13%	3838	8%	4184	9%

Graphical presentation of the performance:

Comparative position of Cumulative Disbursement & Outstanding:

Year	Disbursement	Outstanding
2004	4216.77	789.97
2005	6033.36	1106.47
2006	9303.12	2242.21
2007	13969.01	2884.66
2008	18768.27	3011.72
2009	23497.18	3529.16

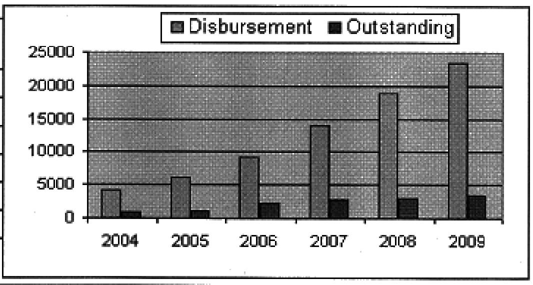

Trend of growth of Members :

Year	Member
2004	163,465
2005	217,445
2006	409,575
2007	516,725
2008	577,740
2009	605,255

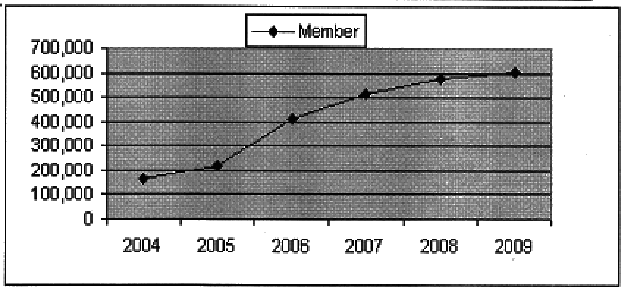

Trend of expansion of villages:

Year	Number of Villages
2004	4230
2005	4560
2006	8057
2007	10023
2008	10676
2009	10451

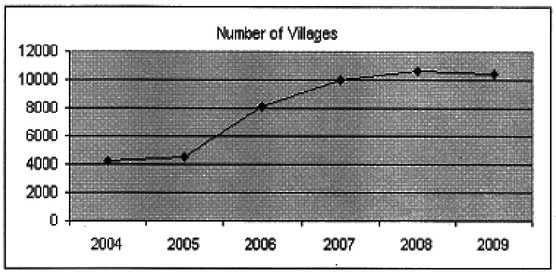

Zakat and poverty reduction

One of the five fundamental principles of Islam is Zakat. Zakat is equally important and binding obligations of the Muslim like Salat as per Quranic instruction. Zakat is a direct income transfer instrument from the wealthy people to the poor. Zakat played a vital role in establishing a poverty free society during the early period of Islam. Early Isalmic history vividly reflect that this Islamic economic institution is very effective and appropriate to take care of the poor and needy people of the Muslim Societies. Three is a well established statement that from the period of Umar-al Khattab(13-22 H) and Umar-bin Abdul Aziz (99-101H), poverty was eliminated during the time of these two rulers as Zakat collected in some regions could not be distributed due to lack of poor recipients.

In a research paper on Prospect of poverty elimination through Zakat collection in the OIC countries, it has been estimated the resource required and potential Zakat collection for poverty elimination based on information gathered on 38 OIC countries including Bangladesh. The paper finds that half of the sample countries not only meet their resource short fall by potential Zakat collection but also generates surplus funds which are sufficient for the resource deficit countries .With this funding the author Jb Shiraji(2006) suggested for pooling Zakat funds from Zakat surplus countries to eliminate the poverty in the resources deficit poor countries .

It is estimated that the potential Zakat collection in Muslim countries if mobilised properly could reach between an average ranges of 1.8 percent to 4.3 percent of GDP annually. In Bangladesh's case it ranges from 1.53%to 3.82%of GDP. so even if Zakat could be collected as per principle ordaned in the Holy Quran, Sunnah and explained by the renowned Isalmic Scholar, Yusuf-Al Qardari there would be a resource gap to be supplemented by other sources like Awkalf, Micro finance programme and ADP allocation for poverty elimination.

As per Islamic religious obligation Zakat is not collected compulsorily by Govt in Bangladesh although there is Zakat Fund under the Religious Ministry of the Govt for voluntary collection of Zakat. But the amount of being collected through this voluntary approach is very scanty.

In the socio political situation of the country it will not be possible for the government to collect Zakat compulsorily although a few Muslim countries are doing .In this situation Zakat should be collected with the initiative of the private sector by creating Zakat Fund by the big industrial and business groups and the rich individuals. Islami Bank Bangladesh Ltd has been collecting Zakat through its subsidiary Islami bank Foundation and properly utilising the Zakat Fund in

philanthropic and poverty reduction program like establishment of hospital to provide health services with low cost, maintaining women destitute rehabilitation centers, Technical training institutes, poverty reduction investment program for self employment and providing financial support to the poor students. The other Islamic banks and the conventional banks with Islamic bank branches and windows can initiate and implement Zakat oriented Poverty reduction strategies and programs along with their micro credit programme towards fulfillment of their corporate social responsibility.

We know from Muslim history that Awkalf was a very important humanitarian and economic institution dedicated to the cause of human welfare and poverty reduction. We still find the existence of Awkalf and trust properties sporadically in Bangladesh. But they are going to be grafted by the greedy and corrupt people and those still survive are poorly managed with government intervention in the name of Awkalf Administration Dept. of government .Here also the private sector can come to the rescue of the remnants of exiting Awkalf and revival and creation of new AWAKF by the wealthy affluent section of the society with pious intentions. The concept of AWKALF can be understood and made in two ways i.e. ‘in terms of properties and in cash. Cash AWKALF deposit schemes are also in practice in the banking services of IBBL and SIBL (Social Islamic Bank Ltd).

A comprehensive Poverty Reduction Strategy Paper (Plan) can be made involving Micro-investment (Credit), Zakat, and AWKALF which can bring about innovative changes in the Micro Investment for Poverty alleviation in Bangladesh. In this plan one aspect may be to introduce and expand Qard-e-Hasan where investment be made and realised without profit and administration cost be borne out of Zakat Fund or Sadqaud charity Fund for self employment of the poor. For the hard core poor or the ultra poor the grant cum investment can be made to them from Zakat, AWKALF and, Charity Fund and the investment part may be realised in easy long term basis based on their reaching capability to repay. Successful implementation depends on choice and intensive supervision, training, motivation and capacity building of the ultra poor. This approach may be taken as a pathway to reduce poverty by all the seven Isalmic banks on experimental basis if found successful may be accepted as a replicable model for other conventional banks and Micro Finance Institutions of Bangladesh. The Grameen Bank, the world famous bank for the poor which achieved the Nobel Laurel and BRAC which is the largest NGO in the world and its founder Sir Fazle Hasan Abed may actively consider exploring this Islamic approach. Both these Institutions having successful track record and well-knit net work of branches and outreach have the good potentials for introduction of Islamic pathway of Micro financing

.Particularly BRAC which has a separate Bank as BRAC bank specialised in SME financing can make this experience, as its Management recently decided to go for Islamic banking and made all preparatory works. Adoption of a viable alternative profit and loss sharing system does not mean capitalising and exploring the religious faith of the Muslims. Islamic economic and banking system has been established as reality and marching forward to provide solutions to the present global crisis.

Concluding Remarks

Islamic banking has great prospects and potentials in Bangladesh for rapid expansion to cater to the ever increasing demand from all segment of community of people of the country including Non-Muslims. Isalmic banking has an inbuilt shariah principles and mechanism to ensure the equitable, fair and welfare oriented development. Islamic banks through profit and loss sharing mode of investment including Zakat, Awkalf and charitable activities can be a alternative pathway to reduce poverty in Bangladesh which has been indicated clearly from analysis of continuous and comparative success of IBBL in the banking sector of Bangladesh.

RDS a poverty Reduction strategy and programme of IBBL if properly redesigned with Micro investment, Zakat, Awkalf, Sadqaaud and charities can provide substantial resources and if managed efficiently and effectively in true spirits of Islamic Shariah principles, may be an innovative and replicable model for other institutions working for poverty elimination.

It is suggested that serious studies and Research should be conducted to find out the operational guidelines, monitoring and intensive supervision mechanism to achieve meaningful results. From the experiences of implementation of this concept the IBBL and other Islamic banks may set up separate subsidiary institution to deal exclusively the poverty problems in Bangladesh.

References

1. *Ahmed Habib* (2008) : Zakah, Macro Economic Policies and Poverty Alleviation, Lessons from Simulations on Bangladesh. Journal of Islamic Economics Banking & Finance.(Vol-5,No-1,January-April-2009.
2. *Amartya Sen* : Poverty & Famines-An essay on Entitlement & Deprivation.
3. *CARE Bangladesh* : (a) Information Folder(Income III Project); (b) Financial Market and the Poor
4. *Dr.S.M. Yusuf* : Economic Justice in Islam
5. *Shah Abdul Hannan (*2008) : The Role of Awkalf, Zakat, Ushar & Micro-Investment in Poverty Alleviation
6. *M.U.Chapra* : Islam and the Economic Challenge
7. *Nurul Islam*: Reducing Rural Poverty in Asia, challenges and Opportunities for Micro Enterprises and Public Employment Schemes.
8. *Raquib Abdur,Muhammad Shekh* : Theory Practices and Procedures (Bengali)
9. *Raquib Abdur* (2006) : Emergence of Islamic Banking in Bangladesh
10. *Raquib Abdur* (2007): Principle and Practice of Islamic Banking.
11. *Sam Daley-Harris and Anna Awimbo* : More pathways out of Poverty
12. *Shirazi, Nasim Shah* (2004):(a) Prospects of poverty elimination through the Institution of Zakat:A case of OIC members countries” International conferance on Poverty in the Muslim world & communities, IIUM,14-1December, 2004; (b) (2006) providing for the Resources Shortfall for Poverty Elimination through the Institution of Zakat in Low-Income Muslim countries” IIUm Journal of Economics and Management Vol.14, No-1.
13. *Usmani Taqui Muhammad* (1999): An Introduction to Islamic Finance.
14. *Vera A.Wilhelm & Philipp Krause* : Minding the Gaps(Integrating Poverty Reduction Strategies and Budgets for Domestic Accountability).
15. *World Bank*-2008 (a) Increasing Access to Rural Finance in Bangladesh, (b) Poverty and the Environment (understanding linkages At household level), (c) Strategies and Budgets for Domestic Accountability
16. *Yunus Muhammad*-2008 : Creating World without Poverty.
17. The Daily Star, 4th Feb-2010 : UN Report, Old-School poverty definition misleading.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উৎপাদন

মো. জয়নাল আবেদীন*

খাদ্য নিরাপত্তা

বাংলাদেশের অর্থনীতির মুল ভিত্তি কৃষি। তাই কৃষির উন্নতি ছাড়া বাংলাদেশের অর্থনীতি মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবে না। কৃষির উন্নতির উপরই বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করছে। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থেই কৃষিকে প্রধান্য দিতে হবে। খাদ্যে যদি আমরা স্বনির্ভর না হই-তা হলে ঘাটতি পুরণের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্য-আমদানী করতে হবে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ পড়বে। গত অর্ধ দশকের বিশ্ব খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, পুর্বের খাদ্য শস্য উৎপাদনে উৎবৃত্ত দেশ সমুহে নানাবিধ কারণে খাদ্য শস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে না। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা থাকলেই যে বিদেশ থেকে খাদ্য য় করা যাবে- তার কোন গ্যারান্টি নেই। তাই আমাদের নিজস্ব জমিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতির চাহিদা মোতাবেক সকল খাদ্য শস্য উৎপাদন করে 'জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার' নিরাপদ বলয় তৈরী করতে হবে। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা সম্পুর্নভাবে নির্ভর করছে কৃষি উৎপাদনের উপর। তাই খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উৎপাদন একে অপরের পরিপুরক।

কৃষি উৎপাদন

বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ। কৃষির উন্নতি- বাংলাদেশের উন্নতি। কৃষি ছাড়া বাংলাদেশের উন্নতি কল্পনা করা যায় না। কৃষি বলতে শুধু ধান উৎপাদন করা বুঝায় না। খাদ্যের সকল বিষয়কেই কৃষি বলে। সকাল, দুপুর, রাতে আমরা যা যা খাই-তা সবই কৃষি থেকে পাই। তাই সকল খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন ও উন্নয়নের উপরই কৃষি উন্নয়ন নির্ভর করছে। কৃষি উৎপাদনের প্রধান ও প্রথম উপাদান হচ্ছে জমি। জমি ছাড়া কৃষি কাজ বা কৃষি উৎপাদন অসম্ভব। বাংলাদেশে নানা কারণে চাষযোগ্য কৃষি জমি প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে কমে যাচ্ছে। তাই কৃষি

---

* **মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক,** বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জীবন সদস্য

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled **"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

উৎপাদনের স্বার্থে চাষযোগ্য ১ ইঞ্চি জমি যাতে অকৃষি কোন কাজে ব্যবহৃত ও রূপান্তর না হয় সে দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আবার আবাদযোগ্য অনেক জমি চাষ না করে পতিত রাখা হয়। সিলেট বিভাগের সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় প্রচুর চাষযোগ্য জমি বছরের পর বছর পতিত থাকতে দেখা যায়। এ সব জমির বেশিরভাগ মালিক লন্ডনে থাকেন। তারা জমি বর্গা না দিয়ে পতিত রাখেন। জমি পতিত রাখা কোন মতেই গ্রহনযোগ্য নয়। পটুয়াখালী জেলায় বছরে একবার ধান ফলিয়ে জমি ফেলে রাখা হয়। এ এলাকার জমিতে একাধিকবার ধান বা অন্য কৃষি পন্য উৎপাদন সম্ভব।

কৃষিতে ভর্তুকি

কৃষিতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা তথা ভর্তুকি প্রদান একটি স্বীকৃত বিষয়। অতীতের গণবিরোধী সরকার সমুহ কৃষিতে ভর্তুকির কথা চিন্তা করেনি। তাদেরই একজন অর্থমন্ত্রী নিলর্জ্জের মতো মন্তব্য করেছিলেন "কৃষিতে ভর্তুকি দিলে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণ হয়ে যাব-তখন আর বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে না"। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এ ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোক দীর্ঘদিন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার ১৯৯৬-২০০১ সময়ের সরকার ও বর্তমানে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার কৃষিতে ভর্তুকি দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে-যা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকারের কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মরহুম এ,এস,এম,এস, কিবরিয়া, বর্তমান অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. আতিউর রহমানের ভর্তুকির পক্ষে বলিষ্ট ভূমিকার প্রশংসা না করলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ভর্তুকির প্রশ্নে IMF এর পরামর্শ না মানার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে- তাতে দেশের নাগরিক হিসেবে আমি গর্ব অনুভব করছি। গত ২৯.১০.২০০৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে IMF প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠককালে আমাদের অর্থ মন্ত্রী মহোদয় পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে "কৃষি ও শিল্পসহ দেশের বিভিন্ন খাতে ভূর্তকি প্রশ্নে IMF এর কোন পরামর্শ শুনবেন না সরকার। অভ্যন্তরীন অর্থনীতির ভিত মজবুত এবং টেকসই করতেই IMF এর পরামর্শ না মানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রয়োজন মতো বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি দিয়ে যাওয়া হবে বলে IMF প্রতিনিধিদের সাফ জানিয়ে দিয়েছেন অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত।' (সুত্র ঃ দৈনিক ডেসটিনি তাং ৩০.১০.২০০৯)।

সারে ভর্তুকি

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের এক মাসের মধ্যে প্রথম বার ও দশ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় বার সারের মুল্য হ্রাস করেছে -যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। দু'বারে সারের ভর্তুকির পরিমান নিম্নরূপ-

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার দশ মাসের মাথায় নভেম্বর-২০০৯ এর শেষ সপ্তাহে আবার দ্বিতীয় দফা সারের মুল্য হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে মুল্য দাঁড়িয়েছে নিম্নরূপ ঃ-

সারে ভর্তুকির পরিমান টাকার অংকে ৩০০০ কোটি টাকা। এটা সরকারের একটি সাহসী ও প্রশংসনীয় উদ্যেগ।

প্রথম ভর্তুকি (১৪ জানুয়ারি ২০০৯)

সারের প্রকারভেদ	ভর্তুকি পুর্ব প্রতি কেজি	ভর্তুকি প্রদানের পর প্রতি কেজি
টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট)	৮০ টাকা	৪০ টাকা
এম ও পি (মিউরেটস অব পটাস)	৭০ টাকা	৩৫ টাকা
ডি এ পি (ডাই এমোনিয়া ফসফেট)	৯০ টাকা	৪৫ টাকা

আগের বিএনপি- জামায়াত সরকার কৃষি খাতে ভর্তুকি না দেওয়ায় কৃষি উপকরন ব্যয় বহুল হওয়ায় কৃষি উৎপাদনে বিরূপ ফল দেখা দিয়েছিল। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শেষ দিকে এবং তত্বাবধায়ক সরকারের

সার	১ম ভর্তুকির পর মুল্য প্রতি কেজি	২য় ভর্তুকির পর মুল্য প্রতি কেজি	
		ডিলার	কৃষক
টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট)	৪০টাকা	২০টাকা	২২ টাকা
এম ও পি (মিউরেটস অব পটাস)	৩৫ টাকা	২৩ টাকা	২৫ টাকা
ডি এ পি (ডাই এমোনিয়া ফসফেট)	৪৫ টাকা	২৮ টাকা	৩০ টাকা

(সুত্রঃ সারের মুল্যহ্রাস ঃ কৃষিতে নবজাগরনের প্রত্যাশা, আনু মাহ্মুদ, দৈনিক ইনকিলাব তাং ২৫.১১.২০০৯)

আমলে দেশে ও বিদেশের বাজারে চাল,গম,তেলসহ প্রতিটি কৃষি পন্যের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল। মধ্যবিত্ত্বসহ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে-সে সময়ে বেঁচে থাকার জন্য হিমশিম খেতে হয়েছে। কৃষকের জন্যও সে সময়ের পরিস্থিতি অনুকুলে ছিল না। সার, ডিজেল,বীজ, কীটনাশক সহ সকল কৃষি উপকরনের দাম ছিল আকাশমুখী। এর সাথে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার মতো ঘুর্নিঝড় ‘সিডর’ ও জ্বলোচ্ছাস আঘাত হানে। ফলে কৃষি উৎপাদনে ধস নেমে আসে এবং ২০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য কম উৎপাদিত হয়। এ সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও খাদ্য শস্যের দাম বৃদ্ধি পায়। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে যে পরিমান চাল ও গমের দাম ছিল যথা□মে ২২৮ ও ১৯০ মার্কিন ডলার, ২০০৮ সালের মার্চে তা পৌছে যথা□মে ১০২৫ ও ৪৫০ মার্কিন ডলারে। ভারতসহ বেশিরভাগ রপ্তানিকারক দেশ নিজেদের অভ্যন্তরীন চাহিদা পুরনের জন্য খাদ্য শস্য রপ্তানি কমিয়ে দেয়। এ সময়ে ভারত বাংলাদেশে ১০০০ টন চাল রপ্তানি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করতে পারেনি। এতে বাংলাদেশ চাল খাদ্য সংকটে পড়ে। ফলে ৪০ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র সীমার নিচে নেমে যায় বলে ধারনা করা হয়। দেশের এমন পরিস্থিতিতে জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ বাসীর বিপুল সমর্থন পেয়ে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করেন। জনগনকে দেয়া নির্বাচনী ওয়াদার অংশ হিসেবে সারসহ অন্যান্য কৃষি উপকরন সহজলভ্য করা হয়। উদ্দেশ্য-দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর করা। কৃষি উপকরেনে ভর্তুকি কমানোর বিষয়ে ওগঋ এর আপত্তি সত্বেও কৃষকের জন্য যেটা কল্যাণকর সেটাই করতে বদ্ধপরিকর সরকার- এটা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী।

আমদানী বিকল্প ফসলে ভর্তুকি

প্রতি বছর ডাল, মসলা ও তৈলবীজ জাতীয় ফসল আমদানীতে প্রায় হাজার কোটি টাকার উপরে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। এ জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানী নির্ভরতা কমানো সম্ভব। বর্তমান সরকার আমদানী বিকল্প ডাল, মসলা ও তৈল বীজ জাতীয় ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য এসব ফসল উৎপাদনে কৃষি ঋনের সুদের হার মাত্র ২% নির্ধারন করেছে। ডাল জাতীয় ফসল (মাসকলাই, মুগ, মুশুর, খেশারী, ছোলা, মটর, অরহর) মসলা জাতীয় ফসল (পিয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, হলুদ ও জিরা), তৈল বীজ জাতীয় ফসল (সরিষা, তিল, তিষি, চীনাবাদাম, সুর্যমুখী ও সয়াবীন) খাতে মাত্র ২% সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য বিকেবি, রাকাবসহ অন্যান্য ব্যাংককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সব ফসলে দেয়া ঋণের উপর বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৮% রিবেট পাওয়া যাবে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসলের জন্য ২% হার সুদে ২০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

ইরি বোরো মৌসুমে সেচ ভর্তুকি

সরকার ইরি বোরো মৌসুমে বিঘা প্রতি ৩৫০ টাকা হিসেবে সর্বোচ্চ ৩ বিঘা জমির জন্য পানি সেচে ১০৫০ টাকা ভর্তুকি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং এই ভর্তুকি খাতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সেচ ভর্তুকির টাকা ইতিমধ্যে বিতরন শুরু হয়েছে। সেচ ভর্তুকির জন্য কৃষি উৎপাদন আশানুরুপ বৃদ্ধি পাবে। (সুত্রঃ দৈনিক যায় যায় দিন তাং ০৮.১২.০৯)

কৃষি ঋণ

বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড যেহেতু কৃষি। তাই কৃষিকে শক্তিশালী করতে হলে কৃষি উপকরনে ভতুর্কি প্রদানের সাথে সাথে-কৃষি উপকরন য়ের জন্য কৃষকদের যথাসময়ে সহজ উপারে কৃষি ঋণ পৌছে দিতে হবে। আশার কথা যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহনের সাথে সাথে কৃষি উপকরনে ভর্তুকি,কৃষি ঋণ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সকলের সামনে কৃষকের হাতে পৌছে দেয়ার যে ঘোষনা দিয়েছে তাতে সরকারের কৃষি বান্ধব নীতির প্রমান মিলছে। জাতীয় বাজেটেও কৃষি বান্ধব নীতিমালার প্রতিফলন ঘটেছে। কৃষি কাজে সবচেয়ে বড় সমস্যা যথাসময়ে কৃষকের মুলধনের অভাব। কৃষকদের বেশির ভাগ অংশ প্রান্তিক ও বর্গাচাষী। এ বছরেই প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের জন্য পৃথকভাবে কৃষি ঋনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কৃষি ব্যাংক, রাকাব ছাড়াও রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বেসরকারী ব্যাংক সমুহকে কৃষি ঋণ বিতরন বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। গত ২৭.০৯.২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংকার্স সভায় প্রদত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানের ভাষনে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশে মোট ঋণ বিতরনে কৃষি ঋনের পরিমানের তথ্যে জানা যায়- বাংলাদেশে মোট বিতরনকৃত ঋনের মধ্যে মাত্র ৮% কৃষি খাতে প্রদত্ত ঋণ। আর ভারতে মোট ঋনের ১২.৪০% ঋন কৃষি খাতে প্রদান করা হয়। এ থেকে পরিস্কার ধারনা করা যায় যে- বাংলাদেশে কৃষি ঋনের পরিমান আরো বাড়ানো দরকার। কৃষি ঋন পেতে যাতে কোনা প্রকার হয়রানি পোহাতে না হয় সে জন্য গভর্নর মহোদয় প্রকাশ্যে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কৃষি ঋণ বিতরনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যে কৃষি ব্যাংক, রাকাবসহ প্রাইভেট কয়েকটি ব্যাংকের প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরন অনুষ্ঠানে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত থেকে ঋণ বিতরন করেছেন। কৃষি ঋণ যাতে কৃষক সহজে পায় সে জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক তিন স্তর বিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। এ জন্যে শক্তিশালি মনিটরিং ইউনিট গঠন করে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সুষ্ঠভাবে কৃষি ঋণ তদারক করা হচ্ছে।

আমাদের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, কৃষি ঋনের আওতাবৃদ্ধি, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের আলাদাভাবে ঋন দান, সেচ সুবিধা সহজ লভ্য করা, সারসহ কৃষি উপকরনে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি জমি অকৃষিকাজে ব্যবহার না করা, ১০ লাখ হেক্টর লবনাক্ত জমিতে বোরো আবাদের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। এ ছাড়াও আধুনিক চাষাবাদের সাথে তাল মিলিয়ে সমতালে চলার জন্য কৃষি গবেষনায়ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

গত বছর (২০০৮-২০০৯) মোট কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯,৩৭৯ কোটি। গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে ২৬৩৩ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে।

কৃষি উন্নয়নে আমাদের দেশের কৃষকের ভূমিকাই মুখ্য। গত বছর সারা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক মন্দা গেল-তার ঢেউ বাংলাদেশে তেমন লাগেনি-এর পেছনে বড় অবদান কৃষকের। কৃষক মাঠে ফসল ফলিয়েছেন। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে বিদেশ থেকে খাদ্য কিনতে হয়নি। কৃষকের সন্তানেরাই বিদেশে কাজ করে রেমিটেন্স প্রেরন অব্যাহত

রেখেছে। কৃষকের কন্যারা গার্মেন্টস-এ কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অবদান রেখেছে। কৃষক ও কৃষক সন্তানদের অবদানের কারনে চলতি বছরে দেশে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫.৮ ভাগ, রেমিটেন্স ২২ শতাংশ ও রপ্তানী বেড়েছে ১০ শতাংশ। আশা করা যায় কৃষি উৎপাদন এবারও ভাল হবে এবং এ বছরে প্রবৃদ্ধির হার হবে শতকরা ৬ ভাগ।

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কৃষি ঋণ বরাদ্দের পরিমান

	কোটি টাকায়
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	**৪,২৫০**
রাকাব, অন্যান্য ব্যাংক ও ব্র্যাক	**৭,৭৬২**
মোট =	**১২,০১২**

জলবায়ু পরিবর্তনে কৃষির প্রস্তুতি

বিশ্বব্যাপী বন উজার ও কল-কারখানার নির্গত কার্বনের পরিমান বেড়ে যাওয়ায় গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরনের ফলে বিশ্ব আবহাওয়ায়/জলবায়ুতে পরিবর্তন ঘটছে। এতে আদিকাল থেকে দু'মেরুতে জমে থাকা হিমবাহ গলতে শুরু করেছে। হিমালয় পর্বতের হিমবাহগুলোও গলে যাচ্ছে। ইউরোপের আলপস পর্বতমালায়ও একই অবস্থা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থা তৈরি হয়েছে বিশ্বে উষ্ণায়ন বৃদ্ধিজনিত কারনে। বরফ গলার সাথে সাথে বাড়ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা। গত ২৪ অক্টোবর সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে অভিমত এসেছে যে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা যদি আর এক মিটার বৃদ্ধি পায় তা'হলে বাংলাদেশের এক-চতুর্থাংশ ভূমি পানিতে তলিয়ে যাবে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ধারনা বিক্রমপুর পর্যন্ত চলে আসবে সমুদ্রের লবনাক্ত পানি। জলবায়ুর এই পরিবর্তন বাংলাদেশের কৃষিতে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। তাই এই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার প্রস্তুতিও এখন থেকেই গ্রহন করতে হবে। পরিবর্তিত আবহাওয়া ও লবনাক্ত পানিতে টিকে থাকার ফসল উদ্ভাবনে ব্যাপক গবেষনার কাজ শুরু করতে হবে।

কৃষি পণ্যের নায্যমুল্য

কৃষি পন্যের ন্যায্যমুল্য কৃষক যাতে পায় সে দিকটিও বিবেচনায় আনতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে- উৎপাদিত কৃষি পন্য যেমন মুলা, বেগুন, পটল ইত্যাদি বাজার/হাটে বিক্রি করতে এসে কৃষক কাঙিখত দর না পাওয়ায় মনের দুঃখে তা ফেলে চলে গেছে। ২০০৫ সালে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ এলাকায় ভ্রমনকালে আমি এভাবে ফেলে যাওয়া মুলার স্তুপ দেখতে পেয়েছি। ১৯৮৯-৯১ সালে মানিকগঞ্জে কর্মকালে ঝিটকা এলাকায় কৃষকদের পিয়াজ বিক্রি করতে এসে কাঙ্খিত দর না পাওয়ায় তা ফেলে যেতে দেখেছি। এ জন্যে কৃষি পন্যের শক্তিশালী বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। কৃষক যদি তার উৎপাদিত পন্যের ন্যায্যমুল্য পায় এবং ভোক্তারা কাঙ্খিত দামে কিনতে পারে তা হলে কৃষি কাজে কৃষকদের উৎসাহ বাড়বে এবং বাজারে কোন অস্থিরতা থাকবে না। এ জন্য কৃষি, খাদ্য, বাণিজ্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহন করলে সুফল পাওয়া যাবে।

সুপারিশ

১। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রন করা। আবাদযোগ্য জমি যেন অনাবাদি না থাকে তা নিশ্চিত করন। প্রয়োজনে দেশে অনুপস্থিত জমির মালিকদের জমি সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ বাধ্যতামুলক করার আইন প্রনয়ন করতে হবে।

২। সারসহ কৃষি উপকরনের ভর্তুকির সুফল যাতে প্রকৃত কৃষক পায় তা নিশ্চিত করন।

৩। কৃষি ঋণ বিতরনে ১০০% স্বচ্ছতা নিশ্চিত করন। কৃষি ঋণ বিতরনে অসাধু কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কঠোর শাস্তি প্রদান।

৪। জলবায়ু পরিবর্তনের উপযোগী ফসল উদ্ভাবনে ব্যাপক গবেষনার পরিকল্পনা গ্রহন ও তা বাস্তবায়ন।

৫। কৃষি পন্যের ন্যায্যমুল্য যাতে মধ্যসত্বভোগী-ফড়িয়া, বেপারী ও চাঁদাবাজদের কারনে কৃষকের হাত ছাড়া না হয়- সে জন্য শক্তিশালী বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি উন্নয়ন ঃ একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সরদার সৈয়দ আহমেদ*
মোঃ রেজাউল করিম**

ভূমিকা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিকস্তরে কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। দারিদ্র্য লোকেরাই কৃষিতে বেশী নিয়োজিত থাকে। দারিদ্র্য হ্রাসই প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যদিও এখনকার দিনে প্রবৃদ্ধির হার দিয়ে উন্নয়ন পরিমান করা হচ্ছে। প্রবৃদ্ধির হার বাড়লে দারিদ্র্য হ্রাস পেতে পারে আবার হ্রাস নাও পেতে পারে। বিগত কয়েক বৎসরে বাংলদেশে ও সার্ক দেশসমূহে প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে কিন্তু দারিদ্র্য হ্রাস পায়নি। কৃষি প্রধান দেশের দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য কৃষির উন্নয়ন প্রয়োজন। Nobel Laureate Theodore Schultz-(1993) বলেছেন- "Most of the People in the world are Poor, so if we knew the economics of being Poor, we would know of the economics that really matters. Most of the world's poor people earn their living from agriculture, so if we knew the economics of agriculture, we would know much of the economics of being Poor".. কৃষিই শিল্প উন্নয়নের ভিত্তি। কৃষি খাত, শিল্পে বিনিয়োগের জন্য উদ্বৃত্ত সরবরাহ করে এবং শ্রম ও কাঁচামালের যোগান দেয়। বাংলদেশসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহে অর্থনীতি এখনও কৃষি নির্ভর। এক সময় এদের জাতীয় আয়ের ৭০-৭৫% কৃষি থেকে আসত। শ্রম শক্তির অধিকাংশ কৃষিতে নিয়োজিত ছিল। এ অঞ্চলের জনগণের প্রধান খাদ্য চাল, গম। হাজার হাজার বৎসর ধরে এ অঞ্চলের জনগন নিজস্ব স্থানীয় প্রযুক্তিতে খাদ্য এবং অন্যান্য অর্থকরী ফসল উৎপাদন করে আসছে। স্থানীয় মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে ফসলের আবাদ চলে। এ সকল দেশে কৃষি এখনও আত্মতোষন খাত হিসাবেই রয়েছে।

---

* সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি
** কোষাধ্যক, বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled "**Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See**"* of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

নেপাল ব্যতীত এ অঞ্চলের দেশসমূহ এক সময় বৃটিশ উপনিবেশ ছিল এবং ১৯৪০ দশকের শেষ ভাগে অন্যান্য দেশসমূহ স্বাধীনতা লাভ করে। এ অঞ্চলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্বও বেশী। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য বাড়তি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ থেকে এ অঞ্চলে বিগত শতাব্দীর শেষভাগে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের কাছাকাছি অবস্থায় পৌছায়। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দক্ষিন এশিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৯%, এ সময় শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিপেয়েছে ৬৯% ও পশু সম্পদের উৎপাদন বেড়েছে ১১৪.৭% (HD- 2002)|

বিগত তিন শতকের বেশী সময় ধরে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের জোর প্রচেষ্টা চলে। ষাটের দশক থেকে এ সকল দেশ দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে সমৃদ্ধ। বিদেশী খাদ্য সাহায্য নির্ভরতা দূর্ভিক্ষ ডেকে আনে, এ অভিজ্ঞতা এ সকল দেশের রয়েছে। এ সকল দেশের সরকার সমূহ কৃষির দিকে কিছুটা নজর দিতে শুরু করে। উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ (HYV), সার, সেচ এবং কীটনাশক ব্যবহারে জনগনকে উদ্ধুদ্ধ করে এবং এসকল ক্ষেত্রে ভর্তুকী দিতে থাকে। এ সমস্ত দেশে খাদ্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো সম্ভব হলেও সার্বিকভাবে কৃষির কাঙ্খিত উন্নতি লাভ করা সম্ভব হয়নি। কৃষি উন্নয়ন কেবলমাত্র খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য শস্য যেমন ডাল, তৈল, পিয়াজ, রসুন, ইত্যাদির আবাদ এবং উৎপাদন হ্রাসের প্রবনতা অব্যাহত রয়েছে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের আবাদের কারনে মৎস্য সম্পদের অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে। বনজ সম্পদ হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোপরি পরিবেশের মারাত্নক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। কৃষির অন্যান্য খাতে বানিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা সৃষ্টি হলেও সার্বিকভাবে কৃষির উন্নতি হয়নি। কৃষক ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়না। কৃষিতে বিনিয়োগের পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য। অবশ্য ভারত ও শ্রীলঙ্কায় কৃষিতে ভাল বিনিয়োগ করেছে। কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং এর ফলে গরীব ও ভুমিহীন কৃষকের লাভ তো হয়নি বরং তারা মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থ্যাৎ নতুন প্রযুক্তি যেমন ট্রাক্টর, হাস্কসিং মেশিন, রাইচ মিল, রাসায়নিক সার ইত্যাদি গ্রামীন বেকারত্ব ও দারিদ্র্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। অভূক্ত মানুষের সংখ্যা এখনও প্রচুর। সত্যিকার অর্থে কোন দেশেই ভুমি সংস্কার করা হয়নি। সরকারী নীতি ও ভর্তূকী গরীব ও প্রান্তিক কৃষকের তেমন কোন উপকারে আসেনি । এ সব কারনেই এ অঞ্চলে দারিদ্র স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন কৃষিতে সাফল্য অর্জনের এক মাত্র মাপকাঠি নয় যদিনা কৃষিখাত আত্নতোষন স্তর থেকে বেরিয়ে না আসতে পারে। এই জন্য প্রয়োজন কৃষিখাত থেকে অকৃষিখাতে সম্পদের স্থানান্তর। "A better indicator of agricultural success in the extent of resource transfer from agricultur to non –agriculture in a dynamic sense. The relative contribution of agriculture to economic growth rates of agricultural output multiplied by the share of agriculture input is expected to define with in increase in Per Capita income (Timmer 1988).

দক্ষিন এশিয়ার দেশসমূহের কৃষির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো।

১। কৃষি উৎপাদন অবস্থা

বিগত কয়েক দশকে অনেক দক্ষিন এশীয় দেশে শস্য উৎপাদন ২% এর বেশী বেড়েছে। ১৯৭০-৭১ সাল থেকে ২০০০ সালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে পাকিস্তানে ১৯৯.%, ভারতে ১২৮%, নেপালে ১২৪%, বাংলাদেশে ১০৭% এবং শ্রীলঙ্কায় ৪৭%। ষাটের দশক থেকে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান ও গমের বীজ ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৭০-৭১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে পাকিস্তানে ১৯৯%, নেপালে ১২৭%, ভারতে ১২৯ .৫% বাংলাদেশে ১০৬.৩% এবং শ্রীলঙ্কাও ভুটানে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম (টেবিল-১)।

টেবিল ১ : কৃষি খাতের অগ্রগতি (১৯৭০-২০০০)

দেশ	কৃষি উৎপাদন (মে:টন:)			খাদ্য উৎপাদন (মে: টন:)		
	১৯৭০-৭১	২০০০	প্রবৃদ্ধির হার (%)	১৯৭০-৭১	২০০০	প্রবৃদ্ধি হার (%)
বাংলাদেশ	৬৪.৬	১৩৩.৬	১০৬.৮	৬৩.৮	১৩১.৬	১০৬.৩
ভারত	৫৫.৭	১২৬.৯	১২৭.৮	৫৫.৫	১২৭.৪	১২৯.৫
পাকিস্তান	৪৬.৯	১৪০.২	১৯৮.৯	৪৯.০	১৪৬.৬	১৯৯.২
শ্রলঙ্কা	৭৯.০	১১৬.৪	৪৭.৩	৭১.৮	১১৫.৭	৬১.১
নেপাল	৫৫.৮	১২৪.৯	১২৩.৮	৫৫.২	১৪৬.৬	১২৭.০
ভূটান	৬৪.১	১১৪.৪	৭৮.৫	৬৪.৩	১১৪.৪	৭৭.৯
মালদ্বীপ	৬৪.৬	১৩২.৪	১০৫.৪	৬৪.৬	১৩২.৪	১০৫.০

উৎস ঃ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০২ , পৃঃ ৫৪ (FAO-2001)

১৯৭০-৭১ সাল থেকে ২০০০ সালে শস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার পাকিস্তানে ছিল ১৬৫% নেপালে ১২৯% বংলাদেশে ১১১% এবং ভারতে ১০৮% । (টেবিল-২) । গবাদী পশুখাতে পাকিস্তান ও ভারতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২৪৮% ও ২১২.০৭% । বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ও ভূটানে প্রবিদ্ধির হার সন্তোষজন নয় ।

কৃষিও খাদ্য উৎপাদন ভাল হওয়াতে গরীব কৃষকরা তাদের আয় বাড়াতে সক্ষম হয় এবং দক্ষিন এশিয়ার জনগনের খাদ্য নিরাপত্তা অনেকটা নিশ্চিত হয় । সবুজ বিপ্লব সত্যি যাদুর মত কাজ করেছে । বিভিন্ন শষ্যের উচ্চ ফলনশীল জাতের আবিস্কার ও ব্যবহার বেড়েছে । সবুজ বিপ্লব ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরনে সহায়ক হয়েছে এবং বর্ধিত কৃষি উৎপাদন গ্রামীন জনগণের জীবনযাত্রায় উর্ধমূখী পরিবর্তন সাধনে ভূমিকা পালন করেছে । ইহা শস্যের প্যাটার্নে পরিবর্তন এনেছে এবং খাদ্য যোগানের বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে । কৃষিতে ডায়র্ভসিফিকিশন শুরু হয়েছে । তৈলবীজ, সয়াবিন, অর্থকরী ফসল আবাদ হচ্ছে কিন্তু অন্যান্য শস্যর প্রতি নজর দেয় হচ্ছে না । বিগত তিন দশকে দক্ষিণ এশিয়ার সিরিয়াল উৎপাদনে জমির পরিমানহ্রাস পেয়েছে তবে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে । শস্য উৎপাদন

টেবিল ২ : শষ্য ও পশুসম্পদ খাতের প্রবৃদ্ধি (১৯৭০-২০০০)

দেশ	শস্য খাত			গবাদি পশু খাত		
	১৯৭০-৭১ (মে:টন:)	২০০০ (মে: টন:)	প্রবৃদ্ধির হার (%)	১৯৭০-৭১ (মে:টন:)	২০০০ (মে: টন:)	প্রবৃদ্ধি হার (%)
বাংলাদেশ	৬২.৮	১৩২.৬	১১১.১	৭৫.৭	১৪০.০	৮৪.৯
ভারত	৬০.৪	১২৫.৭	১০৮.১	৪২.৪	১৩২.৬	২১২.৭
পাকিস্তান	৪৯.০	১২৯.৯	১৬৫.১	৪৪.০	১৫১.১	২৮৪.০
শ্রলঙ্কা	৭৮.৮	১১৪.৭	৪৫.৬	৮১.৬	১৩১.২	৬১.০
নেপাল	৫৫.১	১২৬.৩	১২৯.২	৫৮.২	১২৬.৭	১১৭.৭
ভূটান	৬৫.০	১২২.৭	৮৮.৮	৬২.৭	৯৩.৯	৪৯.৮
মালদ্বীপ	৬৪.৮	১৩২.৯	১০৫.১	৬১.০	১২৪.৫	১০৪.১

উৎসঃ হিউম্যন ডেবেলপমেন্ট রিপোর্ট -২০০২ পৃঃ ৫৪ (FAO-2000)

ও খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় সন্তোষজনক নয়। বিগত তিন দশকে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল,ও পাকিস্তানে মাথাপিছু কৃষি উৎপাদন সামান্য বেড়েছে।

প্রায় দুই দশক ধরে বাংলদেশে মাথাপিছু শস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ঋনাত্নক। তবে জনসংখ্য বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়াতে মাথাপিছু কৃষি উৎপাদনে কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায় (টেবিল-৩)।

অ-শস্য খাতে ভারত এবং পাকিস্তানের পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। ভারতে পশু সম্পদে উৎপাদনের হার ১৯৭১-৮০ সালের ১.২% থেকে ১৯৮১-৯০ সালে ২.৭% এ বৃদ্ধি পেয়েছে। (HD 2002) বিগত তিন দশকে ভারতে পশু সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২১২.৭% মাংস উৎপাদন ১৪১%, দুধ উৎপাদন ২৫১.৪% এবং ফলের উৎপাদন ২১১.৬% এবং ডিমের উৎপাদন ৫১৪.৫%্বৃদ্ধি পেয়েছে। (টেবিল-৩)

টেবিল ৩ : মাথাপিছু কৃষি ও শস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার (শতকরা)

	কৃষিতে প্রবৃদ্ধির হার (%)				শস্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার (%)			
দেশ	১৯৭০	১৯৭১-৮০	১৯৮১-৯০	১৯৯১-২০০০	১৯৭০	১৯৭১-৮০	১৯৮১-৯০	১৯৯১-২০০০
বাংলাদেশ	-১.৮	-১.৪	০.৫	১.১	-২.১	-১.৪	-০.৩	১.০
ভূটান	০.২	০.৩	-০.৩	-০.৬	০.২	০.২	-০.৪	০.৩
ভারত	২.৫	০.৩	১.৬	০.৮	৩.৩	০.১	১.৩	০.৬
পাকিস্তান	১.৫	০.২	১.২	১.২	২.৩	০.১	০.৮	০.৫
শ্রীলঙ্কা	০.৪	০.৩	-০.৭	০.৭	০.৪	০.৫	০.৭	০.৫
নেপাল	০.৪	-০.৫	-০.৫	-০.১	১.৫	-০.৫	-০.৫	-০.০
মালদ্বীপ	১.০	-০.৬	১.৮	-০.২	১.৫	-১.০	২.৮	-০.১

উৎসঃ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট -২০০২, পৃঃ ৫৬ (ফাও ২০০১)

১৯৭১-৮০ পর্যন্ত পাকিস্তানে পশু সম্পদ বৃদ্ধির হার ছিল ৪.০৪ % যা ২০০০ সালে ২৪৮% এ বৃদ্ধি প্রায় (টেবিল -২)। ১৯৭০-২০০০ সমকালে পাকিস্তানে মাৎস উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২৭০%, দুধ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২৪৩.৪%, ডিমের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ও পাকিস্তান ছিল সর্বোচ্চ। (টেবিল-৪) এবং ফলফলাদি উৎপাদনের ক্ষেত্র ও পাকিস্তান ছিল সবোর্চ্চ । এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। মাংস

টেবিল ৪ : অ- শস্য উৎপাদনের প্যটার্ন পরিবর্তন

	মোট মাংস উৎপাদন (১০০০ মেঃ টন)				প্রবৃদ্ধি শতকরা	মোট দুধ উৎপাদন (১০০০ মে: টন)			
দেশ	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯০	২০০০	১৯৭০-২০০০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯০	২০০০
বাংলাদেশ	২৪৫	২০৯	৩০৮	৪২৪	৭৩.১	১০৬৫	১১৬২	১৫৯৪	২০৯৬
ভারত	২০০৩	২৬০৮	৩৯০০	৪৮২৭	১৪১.০	২০৮০০	৩১৬৭৮	৫৩৬৭৮	৭৩১০০
নেপাল	৮১	১২৭	১৮৭	২৩৭	১৯২.৬	৬২৫	৯২২	৯২২	১১৭০
পাকিস্তান	৪৬২	৭১৩	১৩২৫	১৭৫২	২৭৯.২	৭৪৪৫	১৪৭২৩	১৪৭২৩	১৫৫৬৬
শ্রীলঙ্কা	৫৬	৫৩	৫৩	৯১	৬২.৫	১৪১	২৫২	২৫২	২৯৫

মুরগীর ডিম উৎপাদন (১০০০ মিলি য়ন)					প্রবৃদ্ধি শতকরা	মোট ফসল উৎপাদন (১০০০ মে:টন)			
দেশ	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯০	২০০০	১৯৭০-২০০০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯০	২০০০
বাংলাদেশ	৩৬	৩৫	৬১	১৩২	২৬৬.৭	১৪০৭	১৩০৪	১৩৩২	১৩৪০
ভারত	২৯০	৫৮৩	১১৬১	১৭৮২	৫১৪.৫	১৫৭৮৭	২০৩৫৭	২৭৩৫৯	৪৯১৯৯
নেপাল	১২	১৫	১৭	২২	৮৩.৩	১১২	১৩৫	৪৬৩	৪৫৭
পাকিস্তান	১৩	৯৬	২২০	৩৩১	২৪৪৬.২	১৫৭৭	২৫৩৩	৩৮৪৯	৫৪০৯
শ্রীলঙ্কা	১৯	৩১	৪৬	৫১	১৬৮.৪	৫২০	২০৩২	৭১৮	৮৩৪

Source:FAO 2001 (H.D- 2002 P -57)

উৎপাদনে শ্রীলঙ্কার চেয়ে ভাল। দুধ উৎপাদনে নেপালর চেয়ে ভাল । ডিম উৎপাদনে শ্রীলঙ্কাও নেপালের তুলনায় ভাল এবং ফল উৎপাদন ঋনাত্মক হার দেখা যায়। ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ভাল (টেবিল-৪)

২। জিডিপিতে কৃষির অবদান

দক্ষিন এশিয়ার অর্থনীতি এখন ও কৃষি নির্ভরই রয়ে গেছে। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান এখনও অনেক বেশী। বিগত দুই দশকের কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে জিডিপিতে কৃষির অবদান হ্রাস পেতে শুরু করেছে। অবশ্য এ পরিবর্তন নেপাল এবং বাংলদেশে কম তাৎপর্যপূর্ন নয়। ১৯৮০ সালে জিডিপিতে নেপালের আবদান ছিল ৬২% যা ১৯৯৯ সালে ২০% হ্রাস পেয়ে ৪২ % এ দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে বাংলাদেশে জিডিপিতে কৃষির অংশ ৩৯.৬% থেকে ২৫.২৫% হ্রাস পেয়েছে। (টেবিল-৫)

টেবিল -৫ এ লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতে জিডিপিতে কৃষির অবদান ১৯৮০ সালে ছিল ৩৮.৭০% যা ১৯৯০-৯৯ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২৭.৭% এ। একই সময়ে পাকিস্তানের এ হার ছিল ২৯.৫২% যা হ্রাস পেয়ে দাড়ায় ২৭.১৮% এবং শ্রীলঙ্কায় যা ছিল ২৭.৫৫% ও ২০.৬৭%। ১৯৮০-৯৯ সময়কালে পাকিস্তনে কৃষিতে মূল্য সংযোজন প্রবৃদ্ধি ছিল এ অঞ্চলের মধ্যে বেশী (৫.১১%) এবং নব্বইয়ের দশকে হ্রাস পেয়ে ৪.২৩% এ দাড়ায়।

টেবিল ৫ : দক্ষিন এশিয়ায় কৃষিতে মূল্য সংযোজন এবং তার প্রবৃদ্ধি (জিডিপি শতকরা)

কৃয়িতে মূল্য সংযোজন			জিডিপি শতকরা	কৃষিতে মূল্য সংযোজ ন		প্রবৃদ্ধি (গড় বার্ষিক শতকরা)	
দেশ	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯৫	১৯৯৯	১৯৮০-৮৯	১৯৯০-৯৯
ভারত	৩৮.৭০	৩৩.৬৫	৩১.৪৫	২৮.৪০	২৭.৭১	৪.৪৮	৩.১৪
বাংলাদেশ	৩৯.৬৩	৩৩.৩৪	২৯.৪২	২৫.৩৩	২৫.২৫	২.২৯	৩.৪৮
পাকিস্তান	২৯.৫২	২৮.৫৪	২৫.৯৮	২৫.৮৯	২৭.১৮	৫.১১	৪.২৩
নেপাল	৬১.৭৭	৫১.৭১	৫১.৬৩	৪১.৭৬	৪১.৭৩	৩.৫৯	২.৫৮
শ্রীলঙ্কা	২৭.৫৫	২৭.৬৯	২৬.৩২	২৩.০১	২০.৬৭	২.৩৭	২.৬৩

উৎসঃ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট -২০০২, পৃঃ ৬৫

আশির দশকে ভারতের কৃষিতে মূল্য সংযোজন প্রবৃদ্ধি ৪.৪৮%থেকে নব্বইয়ের দশকে কমে ৩.১৪% হয়। বাংলাদেশে কৃষিতে মূল্য সংযোজন প্রবৃদ্ধি আশির দশকে(২.২৯%) থেকে নব্বইয়ের দশকেহ্রাস পেয়েছে ৩.৪৮% এ। নেপালের কৃষিতে মূল্য সংযোজন প্রবৃদ্ধি হার আশির দশকের ৩.৫৯% থেকে নব্বইয়ের দশকেহ্রাস পেয়েছে (২.৫৮%)। নব্বইয়ের দশকে শ্রীলঙ্কার কৃষিতে মূল্য সংযোজন প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশের কৃষিতে মূল্য সংযোজন প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। (টেবিল-৫)।

কৃষিতে জিডিপি'র অনুপাত হ্রাস, অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা সুচক হিসাবে মনে করার যথেস্ট কারন বিদ্যমান। শিল্প ও সেবা খাতের অবদান জিডিপিতে বৃদ্ধি পেলে কৃষিখাতের অবদান জিডিপিতে হ্রাস পায়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ দক্ষিন পূর্ব এবং দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে জিডিপিতে কৃষির অবদান অনেক বেশী। ২০০১ সালে

জিডিপিতে কৃষির অবদান দক্ষিন কোরিয়ায় ৪.৫%, থাইল্যন্ডে ৮.৬%, মালোশিয়ায় ৮.৪ %, চীনে ১৬.২%, ইন্দোনিশিয়ায় ১৬.৪%, এবং ফিলিপাইনে ১৫.১ %। (টেবিল-৬)।

যে সকল দেশের অর্থনীতি একসময়ে কৃষি নির্ভর ছিল শিল্প বিপ্লবের পর ঐসব দেশ শিল্প নির্ভর হয়েছে। ব্রিটেন কৃষির অবদান ১৮৪১ সালের ২২% থেকেহ্রাস পেয়ে ১৯৫৫ সালে ৫% এ নেমে আসে। ফ্রান্সে ১৮৭২-৮২ সালের ৪২% থেকে ১৯৬২ সালে ৯% এ নেমে আসে, যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৭৯ সালে ৪৯% থেকে ১৯৩৯-৪৮ সালে ৯%হ্রাস পায়। (জিয়াউল হক)

৩। কৃষিতে নিয়োগ

টেবিল ৬ : জিডিপিতে খাত ভিত্তিক অবদান (চলতি মূল্যে)

দেশ	কৃষি			শিল্প			সেবা		
	১৯৮০	১৯৯০	২০০১	১৯৮০	১৯৯০	২০০১	১৯৮০	১৯৯০	২০০১
দক্ষিন কোরিয়া	১৪.৯	৮.৫	৪.৫	৪১.৩	৪৩.১	৪১.৪	৪৩.৭	৪৮.৪	৫৪.১
থাইল্যান্ড	২৩.২	১২.৫	৮.৬	২৮.৭	৩৭.২	৪২.১	৪৮.২	৫০.৩	৪৯.৩
মালয়েশিয়া	--	১৫.২	৮.৪	--	৪২.৪	৪৯.৬	--	৪২.৬	৪১.৯
ইন্দোনেশিয়া	২৪.৮	১৯.৪	১৬.৪	৪৩.৪	৩৯.১	৪৬.৫	৩১.৮	৪১.৫	৩৭.১
চীন	৩০.১	২৭.০	১৫.২	৪৮.৫	৪১.৬	৫১.১	২১.৪	৩১.৩	৩৩.৩
ইন্ডিয়া (ভারত)	৩৮.১	৩১.০	২৪.৭	২৫.৯	২৯.৩	২৬.৪	৩৬.০	৩৯.৭	৪৮.৮
পাকিস্তান	২৯.৬	২৬.০	২৫.০	২৫.০	২৫.২	২৩.০	৪৫.৫	৪৮.৮	৫২.০
ফিলিপাইন	২৫.১	২১.৯	১৫.১	৩৮.৮	৩৪.৫	৩১.৬	৩৬.১	৪৩.৬	৫৩.৩
বাংলাদেশ	৩১.৭	৩০.৪	২২.৭	২০.৯	২১.৭	২৬.৪	৪৭.৪	৪৭.৯	৫০.৯

Source: Ministry of finance, Arthonoitic Samika, 2003m, Taken from ADB & BDS figures.
Note : শিল্প বলতে ম্যনুফ্যাকচারীং নিমার্ন ও মাইনিং এবং এনার্জি খাতকে ও বুঝনো হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার কর্মক্ষম জনসংখ্যার অধিকাংশই এখনও কৃষিতে নিয়োজিত। ১৯৭০ সালের বাংলাদেশে কৃষিতে নিয়োজিত লোকসংখ্যা কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৭৪%, ভারতে ৭১%, নেপালে ৯৩, শ্রীলঙ্কায় ৫৪% ছিল এবং ১৯৮০ সালে পাকিস্তানে এ হার ছিল ৬৪.০৪%। (রেহমান)

আশি ও নব্বইয়ের দশক থেকে শিল্প ও সেবা খাতের সম্প্রসারণ হওয়াতে কৃষিতে নিয়োগ হ্রাস পেতে শুরু

করেছে। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের কর্মক্ষম লোকের প্রায় ৭৩% কৃষিতে নিয়োজিত ছিল যা ১৯৯৯ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫৬% এ। ভারতে এ হার ছিল প্রায় ৭০% এবং যা ১৯৯৯ সালে হ্রাস পেয়ে দাড়ায় প্রায় ৬১% এ। শ্রীলঙ্কায় আশির দশকে এ হার ছিল সবচেয়ে কম ৫১% যা ১৯৯৯ সালে ৪৪% এ দাঁড়ায়। বাংলাদেশে হ্রাসের হার বেশী এবং নেপালে হ্রাস পেলেও প্রায় ৭০% এখনও কৃষিতে নিয়োজিত। (টেবিল-৭)

টেবিল ৭ : কৃষিতে অর্থনৈতিকভাবে স্বক্রীয় জনসংখ্যা কৃষিতে শ্রম শক্তি (মোটের শতকরা গড়)

দেশ	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯৫	১৯৯৯
বাংলাদেশ	৭২.৪৭	৬৮.১৬	৬২.৬৯	৫৮.৪৪	৫৫.৫৫
ভারত	৬৯.৫৩	৬৭.০২	৬৪.৪৩	৬২.৪০	৬০.৬০
পাকিস্তান	৬৪.০৪	৫৯.৩৫	৫৪.৯৬	৫৪.৪৩	৫৩.২৩
শ্রীলঙ্কা	৫১.২১	৪৯.৬৯	৪৬.৯৬	৪৫.৩২	৪৪.৩৩
নেপাল	৯০.০২	৯২.১৪	৯৩.১৮	৯৫.৩৮	৬৯.৫৭

উৎস্য ঃ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট-২০০২ পৃঃ৬৬ (ফাও -২০০১)

৪। দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি জমি

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহ কৃষি জমির সম্প্রসারণের ভূমিকা উল্লেখ্যযোগ্য নয়। সেচ সম্প্রসারণের কারণে বিগত দুই দশকে চাষের জমি উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নব্বইয়ের দশকে অনেক দেশে চাষযোগ্য জমি হ্রাস পেয়েছে।

ভারত এবং নেপালের চাষযোগ্য জমি হ্রাস পেয়েছে। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নেপালে বৃদ্ধির হার ভাল। নব্বই দশকে নেপালে বার্ষিক চাষের জমি বৃদ্ধির হার ২.৪২% এবং পাকিস্তানে মাত্র ০.৪০% আর ভারতে ও বাংলাদেশে এ হার ঋণাত্মক দেখা যায়। (টেবিল-৮)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত হারে বাড়ী, ঘর, শিল্প-কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল গড়ে ওঠার কারণে এবং রাস্তা ও সড়ক নিমার্ণের ফলে চাষযোগ্য জমি হ্রাস পচ্ছে। প্রত্যেক দেশে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ছে।

টেবিল ৮ :

দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি জমির ব্যবহার						ভূমির ব্যবহার বৃদ্ধি বার্ষিক গড় বৃদ্ধি (শতকরা)	
দেশ	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯৫	১৯৯৯	১৯৮০-৮৯	১৯৯০-৯৯
ভারত	৬৫৮২৫৫	১৬৯০১৫	১৬৯৪৩৮	১৬৯৭৫০	১৫৯০০০	০.০৬	-০.৬১
পাকিস্তান	২০৩০০	২০৬১০	২০৯৪০	২১৫৫০	২১৮৮০	০.৪০	০.৪০
বাংলাদেশ	৯১৫৮	৯১৩৫	৯৪৩৭	৮১৪৮	৮৪৪০	০.৩৫	-১.১১
নেপাল	২৩২০	২৩৩৫	২৩৫০	২৯৬৮	২৯৬৮	০.১২	২.৪২
শীলঙ্কা	১৮৮০	১৮৭৬	১৯০০	১৮৮৬	১৯০০	০.০৭	০.০০

উৎস্য ঃ ফাও-২০০১। (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট -২০০২, পৃঃ৬৬)

১৯৮০ সালে শ্রীলঙ্কার জমির উৎপাদিকা ছিল সর্বোচ্চ যেখানে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের গড় পরিমাণ ছিল ৭৮০ ডলার এবং বাংলাদেশে তা ছিল ৫৬১ ডলার। (টেবিল-৯)

উক্ত বৎসরে পাকিস্তান ও নেপালের উৎপাদিকা ছিল কম। ১৯৯৪ সালে শ্রীলঙ্কার উৎপাদিকা ছিল হেক্টর প্রতি ১১১৯ ডলার এবং বাংলাদেশে তা ছিল ৮৩১ ডলার। (টেবিল-৯) ১৯৮০-৮৯ সালে জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির হার পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশী ছিল এবং ১৯৯০-৯৪ সালে সর্বোচ্চ হয়েছে। জামির উপাদিকা বৃদ্ধি বাংলাদেশে, শ্রীলঙ্কায় অন্যান্য দেশের তুলনায় ভাল। (টেবিল-৯)

টেবিল ৯ : দক্ষিণ এশিয়ার জমির উৎপাদিকা

	হেক্টর প্রতি কৃষি জমির মূল্য সংযোজন চলতি (মার্কিন ডলার) -১৯৯৫				জমির উপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি (শতকরা)	
দেশ	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯৪	১৯৮০-৮৯	১৯৯০-৯৪
ভারত	৩২৪.০৪	৩৭৫.৬৩	৪৫৪.৬৮	৫১৫.২৮	৪.৪৯	৩.৩৭
পাকিস্তন	২৯০.২৫	৩৬৫.৫৮	৪৪৬.৬৩	৫০০.৬২	৪.৮০	৩.১২
বাংলাদেশ	৫৬১.৪৯	৬৮৪.৬৩	৭১৮.৬৮	৮৩১.৪৩	১.৯৭	৪.৩৭
নেপাল	২৪১.৭৯	৩০২.৯১	৩৮৩.৭০	৩৮১.৫৮	৩.৭০	১.০৮
শ্রীলঙ্কা	৭৮০.৩৬	৯৭৭.০০	১০২৩.০৫	১১১৮.৭২	২.৩২	৩.৫৪

উৎস্য ঃ বিশ্ব ব্যাংক ২০০১।(হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট -২০০২)

৫। খামার জমির বন্টন

দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি কাজ পরিবার ভিক্তির পরিচালিত হয়। জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী বলে গড় খামার আকার ছোট। বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কায় অপেক্ষাকৃত ছোট খামার। ভূমি মালিকানায় বৈষম্য বিদ্যমান। অল্প সংখ্যক খামারের হাতে অধিকাংশ জমি রয়েছে। সকল দেশেই ভূমিহীন এবং প্রায় ভূমিহীন রয়েছে প্রচুর। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে ভূমিহীন এবং প্রায় ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল ৮১%, ভারতে ৭১%, পাকিস্তানে ৮৮%, শ্রীলঙ্কায় ৭৩%। একদম ভূমি নেই এমন পরিবারের সংখ্যা বাংলাদেশে ২৮%, ভারতে ৩২%, পাকিস্তানে ৪৩%, শীলঙ্কায় ৫৪%। (রেহমান)

বড় খামারের মালিকরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। সামাজিকভাবেও তারা সমাজের নেতৃস্থানীয় লোক। সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধায় তাদের রয়েছে সহজ প্রবেশের সুযোগ। সরকারী ঋণ তাদের কপালেই জোটে। সার, কীটনাশক এবং কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন ট্রাক্টর, সেচ যন্ত্র ইত্যাদিতে সরকার যে ভর্তুকী দেয় তার সুফলও তাদের ভাগ্যেই অধিকাংশ জোটে। পানির মত একটা প্রকৃতিক সম্পদকেও তারাই ব্যবসায়ের পণ্য হিসাবে বি□ করার সুযোগ পাচ্ছে। পানিতে রয়েছে সকল নাগরিকের সমান অধিকার আথচ অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিত করে এক শ্রেণীর লোক পানি বি□ করে পুজিরপতি হচ্ছে। পানি শোষনের এক নতুন কৌশল। বাংলাদেশে বিএডিসিকে অকার্যকার করে বেসরকারী হাতে পানির নিয়ন্ত্রয় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কৃষি উৎপাদনের ১/4 অংশ কিংবা ১/৫ অংশ সেচ যন্ত্রের মালিকে খাজনা হিসাবে দিতে হয়। সেচ যন্ত্রের মালিকরা অনেক ক্ষেত্রই মনোপলি ব্যবসা করে থাকে।

টেবিল-১০ এ ফার্ম হিসাবে জমির বন্টন দেখানো হয়েছে। ফার্ম সমূহকে বৃহৎ, মধ্যম ও ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন

তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ফর্মের এ ভাগ বিভিন্ন বিভিন্ন রকম। তবে দেখা যায় যে, ২-৩% খামার মোট খামার জমির প্রায় ২৫% এর মারিকরা ভোগ করছে। নিচ দিকের ৭০% খামার মাত্র ২০% এর কাছাকাছি জমির মালিকরা ভোগ করছে। পাকিস্তানে জামির বৈষম্য বেশী দেখা যায়।

টেবিল-১০ থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীনের সংখ্যা ৭৪-৯% যার মোট খামার

টেবিল ১০ : দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রেণী অনুসারে খামার জমির মালিকানা বন্টন

দেশ	খামার হোল্ডিংয়ের আয়তন (হেক্টর)	খানার অংশ	হোল্ডিংয়ের আয়তন (শতকরা)
	বড় খামার		
বাংলাদেশ	৪.১ এর তার উপর	১.৯	১৯.৭
ভারত	১০ এর তার উপর	৩.০	২৬.৫
পাকিস্তান	২০ এর তার উপর	১.৫	২২.৮
	মধ্যম খামার		
বাংলাদেশ	০.৮ থেকে ৪.০৫	২৩.১	৫৬.৬
ভারত	২.০ থেকে ১০.০	২৪.৯	৫০.১
পাকিস্তান	৫.১ থেকে ২০.২	১০.২	৩১.৩
শ্রীলঙ্কা	০.৮ থেকে ৮.০	৩৫.৭	৭৭.৭
	ভূমিহীন এবং প্রায় ভূমিহীন		
বাংলাদেশ	০ থেকে ০.৮	৭৪.৯	২৩.৭
ভারত	০ থেকে ২.০	৭২.৭	২৩.৭
পাকিস্তান	০ থেকে ৫.১	৮৮.৩	৪৬.২
শ্রীলঙ্কা	০ থেকে ০.৮	৬৪.৩	২২.৩

Source: Compiled Robinson (1989:274) (Akter Hossain-1996, Page-86)
Notes : a) Landholding figures correspond to 1977 for Bangladesh, 1976/77 for India, 1976 for Pakistan and 1982 for Sir Lanka. b) For Sri Lanka, rich households are not defined for lack of disaggregated data.

আয়তনের ২৩.৭% এর মালিক। শ্রীলঙ্কায় এ হার ৬৪.৩% যারা মোট খামার আয়তনের ২২.৩% ভোগ করছে। ০ থেকে ৫.১ একর পর্যন্ত যাদেরকে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রায় ভূমিহীন বলা হয়েছে তাদের হার ৮৮.৩% যারা মোট জমির ৪৬.২% এর মালিক। ভারতে ০ থেকে ২.০ একর পর্যন্ত খামারের সংখ্যা ৭২-৭% যারা মোট খামার আয়তনের ২৩.৭% এর মালিক (টেবিল-১০)।

পল্লী এলাকায় ভূমিই আর্থিক সামর্থ্য ও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এ অসম ভূমি মালিকানার কারণেই এ সকল দেশে ব্যাপক গণ দারিদ্র্য বিরাজ করছে। মহাজন ও জোতদার কতৃক গ্রামের ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীরা শোষিত হয়। কৃষিতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সুফল গরীবের কপালে সামান্যই জুটছে। নূতন প্রযুক্তির অধিকাংশ সুফল ধনী কৃষকের ঘরে পৌঁছায়। গরীব কৃষকের বি□র মত উদ্ধৃত নেই বরং তাদেরকে অভাবের মাস গুলোতে চড়া দামে খাদ্য কিনতে হয়। এ সকল দেশের জনগণকে তাদের পারিবারিক বাজেটের ৬০-৭০% খাদ্য কিনতে ব্যয় করতে হয়। দেশগুলোতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও অপেক্ষাকৃত গরীব কৃষকের খাদ্য নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে।

৬। খাদ্য শস্য উৎপাদন প্রবণতা

সত্তর দশক থেকে কৃষিতে বীজ, সার ও সেচ প্রযুক্তির বিস্তার শুরু হলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ এখনও মূলত চিরাচরিত পদ্ধতিকে ত্যাগ করতে সক্ষম হয়নি। কৃষি খাত খাদ্য শস্য উৎপাদন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিই কৃষির মূল কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্ত দেশের প্রধান শস্য হলো ধান, গম, ডাল, ইক্ষু, তুলা, পাট, চা, এবং তামাক। কৃষকরা বিক্রয় জন্য খাদ্য উৎপাদন করে না। নিজের প্রয়োজনেই উৎপাদন করে থাকে। ভূমি মালিকানায় বৈষম্য ব্যাপক বিধায় মুষ্টিমেয় ধনী কৃষকের হাতে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ কৃষককেই খাদ্য কিনে খেতে হয়। চা, রাবার, নারিকেল, ইক্ষু, পাট ইত্যাদি অর্থকরী ফসল উৎপাদিত হয়। চা ও রাবার বাগানের মালিকানা অধিকাংশই বিদেশী কোম্পানীর হাতে।

আগেই বলা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ খাদ্য শস্য উৎপাদনের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করছে। বাংলাদেশ তার মোট Cropped এরিয়ার ৮৭.৫% এ ধান ও গম উৎপাদন করে থাকে। (টেবিল-১১) ভারতে এ হার ৬৫%, পাকিস্তানে ৬৭%। মোট Cropped এরিয়ার ধান চাষাধীন জমির পরিমান বাংলাদেশে ৮৩%, শ্রীলঙ্কায় ৩৬%, ভরতে ২৫% এবং পাকিস্তানে মাত্র ১২% (টেবিল-১১)।

১৯৯০-২০০০ সময়কালে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ধানের গড় বার্ষিক উৎপাদন হার সবচেয়ে বেশী ছিল। পাকিস্তানে গড় উৎপাদন হার ছিল ৪.২৬ এবং বাংলাদেশ এ হার ছিল ৩.২৫%। বাংলাদেশে ধান চাষের জমির পরিমাণের

টেবিল ১১ : দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান শস্যের অধীনে মোট (*Cropped*) এরিয়া বন্টন (শতকরা)

শস্য	বাংলাদেশ	ভারত	পাকিস্তান	শ্রীলঙ্কা
ধান	৮৩.০	২৫	১২	৩৬
গম	৪.৫	১৫	৪৩	-
মোট সিরিয়াল	৮৭.৫	৬৫	৬৭	-
ডাল	-	১৫	৮	-
পাঠ	৪.৮	-	-	-
তুলা	-	-	১৩	-
চা	-	-	-	১৫
রাবার	-	-	-	১২
নারিকেল	-	-	-	২৭
সকল শস্য	১০০	১০০	১০০	১০০

Source: Compiled form Robison (1989:267) (Akter Hossain-1996, Page-87)

Notes:

a. negligible or not available.

b. Bangladesh: Total cropped area= 12.6 million hectares (average of three years), 1982/83 to 1984/85).

c. India: Total Cropped area = 160.7 million hectares (average of three years, 1982/83 to 1984/58)

d. Pakistan: Total cropped area = 16.9 million hectares (average of three years, 1982/83 to 1984/85)

গড় বৃদ্ধির হার ছিল ০.৩% এবং পাকিস্তানে তা ছিল ১.২১% । শ্রীলঙ্কায় ধান চাষে জমি বৃদ্ধি হার ২.৪৬% এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৩.৮৬% এবং ভারতে হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধির গড় হার এবং উৎপাদন হার অন্যান্য সকল দেশের কম । (টেবিল-১২)

ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য গম এবং এ অঞ্চলের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য শস্য ধান । ১৯৯০-২০০০ সময়কালে গম চাষে জমি বৃদ্ধির গড় হার বাংলাদেশে সর্বোচ্চ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেশী যা যথাক্রমে ৩.৮৬% এবং ৫.৯৭% । (টেবিল-১২) ভারতে গম চাষাধীন জমি বর্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ১.২২% এবং উৎপানের পরিমাণ বৃদ্ধির হার ৩.২৯% । নেপালে হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধির গড় হার সর্বোচ্চ ২.৯১% তবে গম চাষে জমি বৃদ্ধি সবচেয়ে কম ।

৭। শস্য উৎপাদন নিম্ন হারঃ

টেবিল ১২ : দক্ষিণ এশিয়ার ধান এবং গম উৎপাদনের এলাকা, হেক্টর প্রতি ফলন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি (১৯৯০-২০০০) (শতকরা)

	ধান				গম		
দেশ	এলাকা	হেক্টর প্রতি ফলন	উৎপাদন	দেশ	এলাকা	হেক্টর প্রতি ফলন	উৎপাদন
বাংলাদেশ	০.৩০	২.৯০	৩.২৫	বাংলাদেশ	৩.৮৬	২.০৭	৫.৯৭
ভারত	০.২৯	০.৯৮	১.৫৬	ভারত	১.২২	২.০২	৩.২৯
নেপাল	০.৯৩	১.২০	২.৬৭	নেপাল	০.৬৫	২.৯১	৩.৫৫
পাকিস্তান	১.২১	২.৮১	৪.২৬	পাকিস্তান	০.৮৬	২.৪৮	৩.৭৬
শ্রীলঙ্কা	২.৪৫	১.৩৬	৩.৮৬	শ্রীলঙ্কা	-	-	-

উৎস ঃ ফাও ২০০১ । হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট-২০০২ (পৃঃ৭০) ।

দক্ষিণ এশিয়ার হেক্টর প্রতি শস্য উৎপাদনের হার উন্নত দেশসমূহ এবং এমনকি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার চেয়ে অনেক কম । বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদনের পরিমাণ ২২৯১.৭৫ কেজি যা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানে গড়ে ৪৩৭৮ কেজি অর্থাৎ ৯১% বেশী বা প্রায় দ্বিগুন বেশী । (টেবিল-১৩)

১৯৭৬ সালে ৪ টি দক্ষিণ এশীয় দেশের মধ্যে বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি উৎপানের পরিমাণ কম । ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮১ সালে ৯.৫৮% বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় তা এখনও কম । (টেবিল-১৩) দক্ষিণ এশিয়ার তুলনায় দক্ষিণ পূর্ব ও পূর্ব এশিয়া হেক্টর প্রতি উৎপাদন অনেক বেশী ।

৮। সার ব্যবহার

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ থেকে জমিতে কম পরিমান রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকে । (টেবিল-১৪) দেশীয় সারের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে । দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের আশির

টেবিল ১৩ : এশিয়ায় ধান উৎপাদন *হেক্টর প্রতি উৎপাদন (কেজি)*

দক্ষিণ এশিয়া	১৯৭৬	১৯৮১	শতকরা
বাংলাদেশ	১৭৮৪	১৯৫৫	৯.৫৮
ভারত	১৬৩৭	১৯৬২	১৯.৮৫
পাকিস্তান	২৩৪৭	২৬০৪	১০.৯৫
শ্রীলঙ্কা	১৯৭১	২৬৪৬	৩৪.২৫
দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়া			
ইন্দোনেশিয়া	২৭৮৪	৩৪৯৩	২৪৫.৪৬
মালয়েশিয়া	২৭৩৩	৩২২৫	১৮.০২
দক্ষিণ কোরিয়া	৫৯৬৬	৫৮৪১	-১.৮৯
তাইওয়ান	৪৫৩৯	৪৯৫৩	৯.১২

Source : James et al. (1987, Page-89) (Akter Hossain)

দশকের তুলনায় নব্বইয়ের দশকে রাসায়নিক সারের ব্যবহার অনেক বেড়েছে।

উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসলের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাংলাদেশে ১৯৯৯ সালে প্রতি একরে ১৫৪ কেজি, ভারতে ১১৫ কেজি এবং নেপালে তা মাত্র ২৯ কেজি ছিল। ১৯৮০-১৯৮৯ সময়কালে বাংলাদেশের সারের ব্যবহার ৬% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৯০-৯৯ সময়ে ৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০-৯৯ সময়কালে ভারতে প্রায় ৬% পাকিস্তানে প্রায় ৪% এবং নেপালে মাত্র ১.০% বৃদ্ধি পায় ও শ্রীলঙ্কায় এ হার ছিল ২.৫৩%। ১৯৮০-৮৯ সময়কালের তুলনায় একমাত্র বাংলাদেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশে সার ব্যবহারে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে। (টেবিল-১৫)

রাসায়নিক সার বেশী ব্যবহৃত হলেও গো-সার ও সবুজ সারের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। রাসায়নিক সার ও

টেবিল ১৪ : এশিয়ায় বাসায়নিক সারের ব্যবহার *প্রতি হেক্টরে গ্রাম*

দক্ষিণ এশিয়া	১৯৭০-৭১	১৯৮৭-৮৮
বাংলাদেশ	১৫৭	৭৭০
ভারত	১৩৭	৫১৭
পাকিস্তান	১৪৬	৮২৯
শ্রীলঙ্কা	১৫৫	১০৯৪
দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়া		
ইন্দোনেশিয়া	১৩৩	১০৬৮
মালয়েশিয়া	৪৮৯	১৫৯৬
দক্ষিণ কোরিয়া	২৪৫০	৩৯২০
তাইওয়ান	৩৫৪৭	৪৩২৭

Source: World Bank, World Development Report 1991 (Akter Hossain, Page-88)
Note: Fertliser consumption (hundreds of grams of plant nutrient nutrient of hectare of arable land)

কীটনাশক বেশী ব্যবহৃত বেশী হওয়াতে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দেখা দিচ্ছে।

৯। সেচ

উফশী জাতের বীজের জন্য সেচ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পানি ব্যতীত এই জাতের আবাদ করা সম্ভব নয়। দক্ষিণ এশিয়ার ধান ও গম চাষের ২/৩ ভাগ জমিতে সেচ করা হয় (HD 2002) ১৯৮০ সালে ভারতে তার কৃষি

টেবিল ১৫ : দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতি একক জমিতে সারের প্রয়োগ

সার ব্যবহারের প্রবৃদ্ধি (গড় বর্ষিক শতকরা)

দেশ	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯৫	১৯৯৯	১৯৮০-৮৯	১৯৯০-৯৯
ভারত	৩২.৮৮	৫০.৩২	৭১.৭২	৮১.৭৪	১১৫.৫৫	৮.১৫	৫.৭৭
পাকিস্তান	৫৩.২০	৭৩.৩১	৯০.৪০	১১৬.৩৮	১২৯.০৭	৬.৬৫	৩.৮৯
বাংলাদেশ	৪৫.৫৩	৫৯.২২	৭৪.১৮	১৪৬.৬৬	১৫৪.০৩	৫.৬৭	৮.৭৬
নেপাল	৯.৪৮	১৮.৪২	৩১.০৬	৩১.৬৭	২৯.৬৫	১২.৫৩	১.০৫
শ্রীলঙ্কা	৮৭.৭৭	১০৩.৯৪	৯০.০০	১০৯.২৩	১৩৬.৩২	৩.৯২	২.৫৩

Source: World Bank, (HD-2002, Page-69)

জমির ২৩% এ সেচ করত ১৯৯৯ সালে তা ৩৭% এ বৃদ্ধি পেয়েছে (টেবিল-১৬)। উক্ত সময়ে বাংলাদেশে তা ছিল ১৭% এবং ৪৭%। শ্রীলঙ্কা এবং নেপালে সেচ সুবিধা কম সম্প্রসারিত হয়েছে। পাকিস্তানে সেচের অধীন জমির সবচেয়ে বেশী (৮২%)।

১০। ট্রাক্টর ব্যবহার

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ অন্যান্য এশীয় দেশসমূহ থেকে ট্রাক্টর অনেক কম ব্যবহার করছে এবং অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও কম ব্যবহার করছে। ১৯৮০ সালে ভারতে প্রতি হাজার কৃষি শ্রমিকে জন্য ট্রাক্টরের সংখ্যা ছিল প্রায় ২টি যা ১৯৯৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৬ টিতে দাঁড়ায়। পাকিস্তানে যা ছিল ৫টি এবং ১২ টি অথচ বাংলাদেশ যা ০.১৪টি এবং ০.১৫ টি রয়েছে। নেপালের অবস্থাও ভাল নয় এবং শ্রলিঙ্কায় ট্রাক্টর ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। (টেবিল-১৭)

টেবিল ১৬ : দক্ষিণ এশিয়ার সেচকৃত এলাকায় প্রবৃদ্ধি দক্ষিণ এশিয়ার মোট কৃষি জমির সেচকৃত এলাকা

সেচ এলাকায় প্রবৃদ্ধি (গড় বার্ষিক শতকরা)

দেশ	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯৫	১৯৯৯	১৯৮০-৮৯	১৯৯০-৯৯
ভারত	২২.৮৭	২৪.৭২	২৬.৬৪	৩১.২২	৩৭.১১	১.৬৬	২.৭৯
পাকিস্তান	৭২.৩২	৭৬.৪৭	৮০.৯০	৭৯.৮১	৮২.০৪	১.৭৩	০.৬১
বাংলাদেশ	১৭.১৩	২২.৬৯	৩১.১১	৪২.০৮	৪৭.২২	৬.৩০	৩.৮৫
নেপাল	২২.৪১	৩২.৫৫	৪০.৪৩	৩৮.২১	৩৮.২৪	৭.৪৮	১.৮৯
শ্রীলঙ্কা	২৭.৯৩	৩১.০৮	২৭.৩৭	৩০.২২	৩৪.৮৪	-০.২১	৩.০০

Source: FAO2001. (HD 2002, Page-67)

১১। **কৃষিতে বিনিয়োগ অবস্থা**

ভারত কৃষিতে সর্বাপেক্ষা বেশী খরচ করে। ১৯৯৩ সালে ভারত তার কৃষি ডিজিপি'র প্রায় ১২% খরচ করে। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ হার ছিল ১২% এর উপরে। ভারত চীনের চেয়েও বেশী খরচ করছে। শ্রীলঙ্কা ১৯৮৫ সালে অনেক ব্যয় করলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। পাকিস্তান ১৯৭৫ ও ১৯৯০ সালে কৃষিতে কৃষি জিডিপি'র ৪.৬% এবং ৪.৩% ব্যয় করলে ও ১৯৮৫ সাল থেকে হ্রাস পেতে থাকে। নেপাল ১৯৮৫ সালে ৭.৮% ব্যয় করলেও ১৯৯৩ সালে তা ৩.৭% হ্রাস পায়। বাংলাদেশ সবগুলো বৎসরেই অন্য সকল দেশের চেয়ে কৃষিতে

টেবিল ১৭ : দক্ষিণ এশিয়ায় ট্রাক্টরের ব্যবহার

ট্রাক্টর প্রতি হাজার কৃষি শ্রমিকে

প্রতি হাজার শ্রমিকে প্রবৃদ্ধি (গড় বার্ষিক শতকরা)

দেশ	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯৫	১৯৯৯	১৯৮০-৮৯	১৯৯০-৯৯
ভারত	১.৮৩	২.৭৬	৪.২৮	৫.৪৩	৫.৭৮	৯.৩৯	৩.৬৭
পাকিস্তান	৫.১০	৭.৫৬	১২.০৮	১২.৪২	১১.৯০	৯.০৫	০.৬৬
বাংলাদেশ	০.১৪	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৪	১.৮৮	-০.৬৫
নেপাল	০.৩৮	০.৩৮	০.৫৪	০.৪৯	০.৪৫	৫.২৫	-১.৫৭
শ্রীলঙ্কা	৪.২৪	২.৭৫	২১.৯৬	২.১০	২.১৫	-৬.৯৫	০.৪৯

Source: FAO, (HD-2002, Page-69)

কম ব্যয় করে আসছে। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে এ হার ছিল ৩.২% মাত্র। (টেবিল-১৮)

টেবিল-১৮ থেকে দেখা যায় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ কৃষিতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করছে। দক্ষিণ কোরিয়ার এ হার সর্বোচ্চ (১৯.৯%) শ্রীলঙ্কা ও মালোশিয়ার ৮.১%। ১৯৮৫ ও ১৯৯০ সালে মালোশিয়া কৃষিতে সরকারী খরচ ছিল যথাক্রমে ১৩.৫% এবং ১৪.৭%। (কৃষি জিডিপির শতকরা)

টেবিল-১৯ থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ মোট সরকারী খরচের ১২.৩% এবং ১৫.৭% কৃষিতে বিনিয়োগ করত যা ১৯৮৫ এবং ১৯৯০ সালে হ্রাস পেয়ে অর্ধেকের কম হয়েছে। পাকিস্তানে এ হার সবগুলো দেশ থেকে কম। শ্রীলঙ্কা ১৯৮০ সালে বেশী খরচ করলেও পরবর্তীতে তা ১৯৯০ সালে এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসে। ১৯৯০ সালে সবগুলোর দেশেই মোট খরচের অংশ হিসাবে কৃষি অংশ হ্রাস পেয়েছে।

টেবিল ১৮ : কৃষিতে সরকারী খরচ কৃষি জিডিপি'র শতকরা হিসাবে

(শতকরা)

দেশ	১৯৭৫	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯৩
বাংলাদেশ	১.৩	২.৭	৩.৬	২.৩	৩.২
ভারত	৮.০	১২.৩	১৩	১৩.৯	১১.৭
পাকিস্তান	৪.৬	৪.৩	২.৯	৩.১	৩.৬
নেপাল	২.৪	৪.৩	৭.৮	২.৭	৩.৭
শ্রীলঙ্কা	৭.১	৭.৭	২৬.৯	৮.১	৮.১
চীন	৭.৯	৯.১	৬.০	৬.৫	৬.৩
মালয়েশিয়া	৬.১	১৩.৫	১৪.৭	১০.৭	৮.১
দক্ষিন কোরিয়া	৫.৬	৬.৫	১০.৬	১৯.৯	১৮.৭

Source: Rosegrant & Hazell 2000. (HD 2002, Page-71)

ভারত এবং নেপাল কৃষিতে বেশী বিনিয়োগ করেছে। ভারত কৃষিতে বিপুল পরিমাণ ব্যয় করছে এবং বাংলাদেশের তুলানায় কৃষিতে ভর্তুকীও দেয় বেশী। এ কারণে বাংলাদেশের তুলনায় ভারতে কৃষি পণ্যের উৎপাদন মূল্য কম। ফলে ভারতের কৃষি পণ্য বাংলাদেশের বাজার দখল করেছে। বাংলাদেশের কৃষিনীতি ও রাজস্বনীতি প্রণয়নের সময় এ সকল বিষয় বিবেচনায় আনা উচিৎ। (Hussain Mahbub) দারিদ্রা বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে

টেবিল ১৯ : মোট সরকারী খরচে কৃষিতে সরকারী খরচের অংশ

(শতকরা)

দেশ	১৯৭৫	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০
বাংলাদেশ	১২.৩	১৫.৭	৫.৪	৬.৯
ভারত	১৪.৬	১২.৬	১১.৫	৯.৬
নেপাল	১৬.৪	২২	৮.৫	১০.৫
পাকিস্তান	৫.৪	২.৯	২.৬	২.৬
শ্রীলঙ্কা	৫.৭	২০	৫.৮	৫.১

Source: Rosegrant & Hazell 2000. (HD 2002, Page-72)

এবং সর্বোপরি ভারতসহ পার্শ্ববতী দেশসমূহের প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে বাংলাদেশের উচিৎ কৃষিতে বিনিয়োগ অনেক বাড়ানো।

উপসংহার

“The food requirement in South Asia is likely to double in the next 25 years, Where as in the face of a bangeoing population, its natural resource base is already shirnking” শহরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে চাষের জমি আরও কমবে। কাজেই একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত কোন বিকল্প নেই। কাজেই দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের উচিৎ ব্যাপক কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি হাতে নেয়া। কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি সহ অর্থবহ ভূমি সংস্কারও প্রয়োজন।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে বিগত দুই দশকে কৃষি উৎপাদন বিশেষতঃ খাদ্য উৎপাদন উল্লেখ্যযোগ্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেও পরিবেশগত বিপর্যর সৃষ্টি হয়েছে। অত্যাধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার মাটিকে আর্সেনিক দূষিত করেছে এবং পানি ও বায়ুকে দূষিত করেছে। সেচের কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্তি উত্তোলন বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বাঁধ ও সেচ প্রকল্পের কারণে জলাবদ্ধতা ও লবলাক্ততা সৃষ্টি হয়েছে। ভারতে ৪.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে লবণাক্ততা সৃষ্টি হয়েছে এবং ৬ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানে সেচ খরচ কম বলে অতিরিক্ত সেচের ফলে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্তা দিন দিন বৃদ্ধি পায়ছে। বর্তমানে প্রায় ১৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় লবণাক্ততা দেখা দিয়েছে। (মন্টু-২০০৮) বাংলাদেশে পানি সম্পদ ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ নেই বলে ভূ-গর্ভস্থ পানির যথেচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে। এর ফলে পানির স্তর নীচে নেমে গেছে এবং আর্সেনিক সমস্যার জন্য এটা দায়ী বলে মনে করা হয়। নেপালে জলাবদ্ধতার কারণে তারাই এলাকার প্রতি হেক্টরে আধা টন উৎপাদন কম হচ্ছে। অধিক খাদ্য উৎপাদন বা সবুজ বিল্পব এ অঞ্চলের জনগণকে খাদ্যের নিরাপত্তা কিছুটা দিতে পালেও পরিবেশের মারাত্নক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। Resource degradation has severely hampered the growth of agricultural productions in South Asia over the periods of 1945-1990, the region has suffered

an estimated loss of yield of approximatily 16.5 percent, which is well above the global figure of 5 percent during the same period."(H.D-2002, P-71) বিগত দশকে এশীয় অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধিতে মন্থরতা লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এখন খুবই জরুরী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। টেকসই উন্নয়নের জন্যই সকল দেশকেই পরিবেশ বিষয়টিকে বিবেচনায় আনতে হবে।

Reference

1. অর্থমন্ত্রনালয়- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪, ২০০৫।
2. BBS-Statistical year Book of Bangladesh 2002, 2004.
3. Current World-February 2005.
4 Chowdhury Ahmed Jafar-Nutun Dhaka Digest-October 2005.
5 Daily Prothom Alo-13-11-2003.
6 Haq Mahbub Ul-Human Development in South Asia, Human Development centre Pakistan-The University press limited 114 Motijheel C/A, Dhaka-2003.
7 Hossain Akthar and Etal-Inquest of Development- The University press limited 114 Motijheel C/A, Dhaka.

8 হোসেন মাহাবুব-বাণিজ্য উদরিকরণ ও বাংলাদেশের শস্য খাত- বিআইডিএস-১৪১০।

9 Ministry of commerce of Commerce SAARC Economic and Tradee Souvenir 2005/Souvenir of 13th SAARC Summit 2005. Department of Films & Publication.

10. মোহাম্মদ আনু-□ান্তীকালীন অর্থনীতি-বাংলা একাডেমী-১৯৯৯।

11 মন্টু রফিকুল ইসলাম- সিডর-বিপন্ন উপকূলের বির্বণ রূপ-বারসিক-ঢাকা-২০০২।

12 Professors current Affair-Dec. 2005, Feb. 2006.

13 QuddusAbdul, European Unous, Emerging Relation with ASEAn-Gatidhara 2002, Dhaka.

14. Sobhan Rehman-Agenda for Co-operation in South Asia-South Asia Information Centre and CPD 2004.

15. World Bank-World Development Report 2005

16. World Bank-World Development Report 2002

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Modern Technology and Agrarian Change in Bangladesh

Md. Nazrul Islam*

The economy of Bangladesh is basically agrarian. The agriculture sector accounts for about 21 percent of gross domestic product (Shahabuddin 2010, P. 24). This sector is dominated by crop agriculture and plays a vital role in achieving self-sufficiency in food grain production. Within the crop sub-sector, rice crop dominates in terms of both acreage and production representing a share of about 74 percent and 54 percent, respectively, in 1996–97. (GOB, 1998).

In fact, past performance of agriculture was not satisfactory. The factors responsible for poor growth rate in agriculture are mainly institutional, technological and vagaries of nature. At present this sector is more diversified than it was three decades ago. There is enough potential for expanding agricultural output because of fertile soils, suitable climate and abundant ground water. There are some major constraints to agricultural development such as scarcity of land, skewed distribution of land ownership, vagaries of nature. The most important constraints to agricultural development is the high pressure of population on limited land. Due to high pressure of population on land subdivision and fragmentation of land has occured. Due to high population pressure most of the agricultural landholdings are very small. Finding no other alternative the small farmers of rural Bangladesh sell their land to the rich farmers

---

* Professor, Department of Economics, Islamic University, Kushtia.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

and joined the landless group. This process accelerates the process of concentration of land in the hands of a few rich farmers. Number of landless households have doubled during the last four decades. (Barakat 2001, P. 1). A large number of landless people are forced to migrate from rural areas to urban areas and accept the sub-human living in slums in urban areas (Barakat 2001, P. 1). It is appropriate to mention that, land tenure situation has undergone dramatic change. Sharecropping in Bangladesh is exploitative in nature. Adverse terms and conditions of sharecropping have not conducive to agricultural development. Moreover, the issue of unemployment is very complicated one. The widespread unemployment have persisted over the years. The problems have acuted on the high pressure of population growth unmatched with the pace of economic development. Therefore, the main thrust for agricultural development can come only from increased productivity in agriculture through the application of modern technology in the form of HYV of seeds, chemical fertilizers, mechanized irrigation, pesticides and more effective institutions for organization of production, distribution and marketing (J. Faaland and Parkinson 1975, P. 124). Modern technology arrived in Bangladesh as early as sixties. But it's popularity and acceptance increased in post liberation period of Bangladesh. In a land scare economy as it is evident in Bangladesh the adoption of modern technology has opened up opportunities of increasing food production, employment and facilities.

Despite the modern technology has contributed to increasing productivity, and employment facilities but there is strong apprehension in the country that modern technology contributed to increasing inequality, raising landlessness. Moreover, the adoption of modern technology has made the position of sharecroppers more vulnerable. At present, agricultural sector is very much diversified than three decades ago. The last three decades have witnessed major transformation of agricultural sector of Bangladesh including changed in it's technology, resources base, structure and production process. In this backdrop the socio-economic condition of the rural masses has not gone more through a vital modernization process which could improve the existing condition of the people of rural areas by increasing employment opportunities in the non-farm sector of Bangladesh. Despite the significance of the problem regarding modern technology and agrarian change no detail research on this issue is yet to be conducted. This is therefore, necessary to analyse the modern technology and agrarian change in Bangladesh.

Methodology

This study is based on secondary data. Secondary data were collected from different published and unpublished documents.

Importance of the study

The results of the study may be of great use to the policy makers regarding land relations, modern technology, agricultural production and agrarian change. The finding of the study have also academic importance to the teachers and the students of economics.

Results and Discussions

In this section we shall analyse the modern technology and agrarian change in Bangladesh.

Land provides the income and employment. In many respect it forms the basis of power structure in rural Bangladesh. Land is most scare resource in rural areas. Competition for land is more acute in Bangladesh. The most important constraints to agricultural development in Bangladesh is the high pressure of population on limited land of the country. Due to extreme pressure of land fragmentation of land has occured. So that, most of the landholdings are very small. M.K.Hussain (1985) expressed the view that the number of fragments per acre was 2.93 for irrigators, but it was about 1.89 for non-irrigators. In this context M.K. Hussain (1985) stated that, “irrigated land being more valuable to all irrigators what to get a share of each of such plots and so irrigated land become more fragmented.” Due to extreme pressure of population and the law of inheritance average size of agricultural land is reduced. The average size of farm was 3.54 acres in 1960. By 1996 it came down to 1.68 acres. Finding no other alternatives the small and marginal farmers sell their land and joined the landless group. This process intensifies fragmentation of land and accelarates the process of concentration of land in the hands of a few rich people. It is noticed from the 1951 Census landless labourers were about 14 percent of the total agricultural labour force. Agricultural Census of 1960 reported that the landless labourers increased to 17 percent. The 1983-84 Agricultural Census and Livestock data indicated that about 46 percent of rural households were functionally landless (those who owning less than 0.2 hectares). But it increased to 56 percent by the year 1996 (Census of Agriculture 1996). The number of landless households increased at an annual compound growth rate of about 3.85 percent between 1983-84 and 1996 (M. Hossain 1999). Land ownership is concentrated in the hands of a few rich people. Table – 1 shows the relative land concentration ratio of farms in different size groups.

A good number of studies (Mukerjee 1971, Alamgir 1974, Jannuzi and Peach 1980, Bayes and Sayeeduzzaman 1991, M. Hossain 1999) had provided evidence in support of the view expressed in favour of increased land concentration in rural

Table 1: Relative Land Concentration Ratio of Farms in Different Size

Farm Size	1960	1983-84	1996
Marginal	0.13	0.19	0.26
Small	0.47	0.70	0.91
Medium	1.21	1.86	2.36
Large	3.55	5.28	6.96

Source : M. Hossain 1999, P. 40

Bangladesh. Due to high pressure of population on limited land agriculture is dominated by small and marginal farmers. In 1983-84 about 28000 households in rural areas owned in sizes of more than 10 hectares agricultural land while this number has declined to 19000 by 1996 (BBS, 1998). This implies land is concentrated to a few rich farmers in rural Bangladesh.

Land tenure situation has undergone remarkable changes in Bangladesh. 1960 Agricultural Census reported that 18 percent of the land operated by tenants while it declined to 17 percent in 1977 (BBS 1981). Total rent-in area was increased to 21.6 percent in 1996. The introduction and adoption of modern technology has made the position of sharecroppers most vulnerable. Due to inadequate resources, sharecroppers have not achieved to maximize their gain by using modern technology. The share tenancy of Bangladesh is exploitative in nature. Adverse terms and conditions of sharecropping have not conducive to agricultural development. Eviction of tenants is more common in irrigated land. The area under sharecropping has declined from 91 percent of the total tenanted area in 1960 to 74 percent in 1983-84 and again declined to 62 percent in 1996 (M. Hossain 2000, P. 70).

Modern technology has brought about significant impact on employment. A good number of studies reported that per acre labour absorption in irrigated farms was higher than that of non-irrigated farms (BAU 1975, M.K. Hussain 1985, IIMI and BSERT 1995). Bayes and Sayeeduzzaman (1991) observed that, "a shift in cultivation from local to modern varieties increased labour requirement by 25 percent which is statistically significant."

Real wages are considered one of the most important indicators of the level of earnings and consumption of the rural households who are primarily dependent on the rural labour market for their livelihood. J. Alam (1999) found that real wages of agricultural sector declined after 1972. The index of real wages in agriculture declined to 86 in 1981-82. While, the index of real wage recoved between 1989 and 1990. It stood at 104 in 1995-96. Bangladesh agricultural sector witness the lowest growth rate in wages rather than other sectors of the economy (J. Alam

1999). The number of farm families providing agricultural labour on other's farm in rural areas declined from 22.6 percent of total farm families to 16.9 percent in 1996 (M. Hossain 2000, P. 67). Because many farm families had migrated from rural areas to urban areas and some farm families engaged in other gainful job at the non-farm sectors within the rural areas.

Modern technology arrived in Bangladesh as early as sixties. But it became popular from the post liberation period of Bangladesh. The diffusion of modern technology has opened up opportunities of raising food production and employment facilities. Use of modern inputs between mid-sixties and mid-seventies did not improve the stagnating nature of the economy.

In 1965-66 area irrigated by modern irrigation was about 2,00,000 acres, while it was about 13,41,000 acres in 1976-77 (M. Hosain 1989, P. 27). A rapid growth of modern irrigation has been influencing the use of HYV of seeds, chemical fertilizers and pesticides. Total area under modern variety of seeds was about 3,78,000 acres in 1968-69 while it went up 35,75,000 acres in mid-seventies (M. Hossain 1989, P. 25). By the end of 1960 chemical fertilizers consumption had increased to over 4 kilogram of nutrient per acre. But it stood nearly 8.0 kilogram of nutrients per acre in 1976-77 (M. Hossain 1989, P. 25). Yield of rice had increased marginally from an annual average of 1007 lbs per acre during the period 1965-66 – 1968-69 to 1061 lbs per acre in mid-seventies (Statistical Pocket Book of Bangladesh 1979, P. 228).

The use of modern inputs did not lead to significant improve the agricultural growth during the period of 1965-66 to 1976-77.

The farmers of Bangladesh were using more and more modern agricultural inputs from the mid-seventies. The government of Bangladesh made efforts to build up modern irrigation infrastructure from the mid-seventies. A good number of projects were undertaken for the development of modern irrigation. Government spent huge amount of money to increase the domestic production of fertilizer. Along with this government undertook programmes to popularize high yielding variety of seeds. Many modern varieties were introduce in place of local varieties. Available data indicated that modern mechanized irrigation technology increased at a rapid rate between the late seventies to mid-nineties. In 1979-80 about 37,389 LLPs were fielded and irrigated about 1490959 acres agricultural land (M.A. Hashem 1983, P. 168). The number of DTWs were 9795 and irrigated about 133932 acres of cropped area in 1979-80 (M.A. Hashem 1983, P. 163). In 1979-80 the number of STWs were 10980 and irrigated about 131568 acres land (M.A. Hashem 1983, P. 164). The growth of irrigation devices was good at the mid

nineties. The number of STW increased to 349000 in 1993 and it irrigated about 3.458 million acres of land in 1993 (IIMI and BSERT, 1995). By the year 1993 about 52000 LLPs were fielded and it irrigated only 1490959 acres cropped area. While in 1993 number of DTWs increased to 26000 and it irrigated 1079390 acres of land (IIMI and BSERT 1995, P. 14).

In fact, the irrigated area expanded in Bangladesh from the level of 2.65 million hectares in 1990-91 to the level of 4 million hectares in 1996-97. Large scale irrigation systems irrigated about 0.40 million hectares. But the STW irrigated 2.23 million hectares, LLPs irrigated 0.58 million hectares and DTWs irrigated nearly 0.52 million hectares. But traditional and other methods irrigated about 0.26 million hectares (The Fifth Five Year Plan 1997-2002, GOB, 1998, P. 267). Table – 2 shows the rates of growth of irrigated acreage, fertilizer and pesticides use from mid-seventies to mid-nineties.

HYV rice output and acreage have been changing overtime in rural Bangladesh. HYV rice acreage under Aus crop were going up from mid-seventies to mid-eighties. But it declined in the early nineties. HYV Aus rice output increased between mid-seventies and early eighties. While HYV Aman and HYV Boro crops acreage and HYV Aman and HYV Boro output has been increasing significantly from the mid-seventies. Available data indicated that HYV rice

Table 2 : Rates of Growth of Irrigated Acreage, Fertilizer and Pesticide use from mid-seventies to mid-nineties (Three year average)

Three Yearly Average	Irrigation Acreage (Thousand acreage)	Fertilizer Used (Thousand metric tons)	Pesticides Used (Metric tons)
1974-75 to 1976-77	3349	411	-
(Annual compound growth rate)	+ 3.95%	+ 14.05%	
1979-80 to 1981-82	4064	793	2077
(Annual compound growth rate)	+ 5.24%	+ 9.37%	+ 11.30%
1984-85 to 1986-87	5246	1241	3548
(Annual compound growth rate)	+ 7.61%	+ 11.58%	+ 16.35%
1989-90 to 1991-92	7571	2146	7566
(Annual compound growth rate)	+ 3.04%	+ 5.84%	+ 6.00%
1994-95 to 1996-97	8795	2850	10127

Source : M. Hossain 1999, P. 41

acreage had increased from 15 percent to about 52 percent of the total acreage during mid-seventies to mid-nineties (M. Hossain 1999, P. 42). While, HYV rice output has been increasing from 30 percent to 70 percent of total rice output during the same period (M. Hossain 1999, P.42).

It is evident from the table – 2 that between the mid-seventies to the end of eighties irrigated acreage, fertilizer consumption and pesticide use was increasing rapidly but after that period the growth rate declined.

Available data also indicated that between early seventies and early nineties Aus rice output had been declining at the rate of 0.8 percent. While wheat output, Boro and Aman rice output, had been increasing at a rate of 13 percent, 7 percent and 1.8 percent respectively during the same period (M. Hossain, 1999). This implies structural changes have taken place in the food crop production sector form the early seventies. The structural changes had achieved due to the introduction and adoption of new technology in Bangladesh agriculture. The rapid growth of modern irrigation changes in the use of fertilizers, pesticides and HYV of seeds have had a positive impact on food grain production. Modern technology had brought about significant improvement of the yield rate of some major crops. This improvement was noticeable in the production of wheat and Boro crops.

It is worthwhile to mention that past performance of agriculture was not satisfactory. The annual compound growth rate of agricultural sector was only 2.3 percent during the 1950s (A. Rahman 1979, P. 19). The slow rate of growth in agricultural sector was due to lack of proper technology, low quality of seeds, inappropriate development strategies and vagaries of nature. At present agricultural sector is much more diversified than three decades ago. Available data indicated that, the growth rate of agricultural output have increased by 2.7 percent during 1972-73 to 1992-93 (Shahabuddin 2010). Shahabuddin (2010) also observed that agricultural output grew at a rate of 1.6 percent during 1990-95. But this growth rate increased rapidly by 4.7 percent during 1996-2000. But it declined to 2.8 percent during the period 2001 to 2008 (Shahabuddin 2010, P. 24).

The growth rate of 2.8 percent in the current decade (2001-2008) has been heralded as a success. In fact, Bangladesh has achieved significant improvement in food grain production particularly in rice and wheat production since the post liberation period of Bangladesh. In the 1950s the output of rice had been nearly 7.5 million tons a year but in the mid-sixties it increased to about 10.7 million tons (Faaland and Parkinson 1976). The production of rice and wheat had been increasing from 10 million tons in 1970s to 25 million tons by the end of 1990s. But it has increased to about 30 million tons in 2008 (Shahabuddin 2010). This

significant improvement in agriculture can highly be attributed to rapid growth of new technology in Bangladesh over the last three decades.

Suggestions for Policy Implications

1. Higher does of chemicals when leaches in water source may pollute the water. Therefore, ecologically sound technology should be introduced in agriculture.
2. Land reform is a must for removing inequality in the distribution of income in rural areas of Bangladesh.
3. There are evidence in Bangladesh that chemical fertilizers, pesticides have high damaging effects on land, water and biodiversity. There should be co-ordinated efforts to minimize or to remove these.
4. Institutional and legal measures should be enforced to protect tenants from eviction.
5. Special emphasis should be given to protect the right of sharecroppers.
6. Strengthening of agricultural extension and other support services for promoting agricultural activities.

Conclusion

Past performance of agricultural sector was not satisfactory. Now this sector is more diversified than three decades ago. The uses of modern inputs have been increasing between mid-seventies and mid-nineties. During the last three decades Bangladesh have had a tremendous growth in agriculture. Modern technology has made a remarkable impact on output growth. The growth of agricultural sector has been spectacular at the end of nineties. Agricultural output grew rapidly by 4.7 percent during 1996-2000. But it declined to 2.8 percent during 2001-2008. This growth rate in the present decade (2001-2008) has been heralded as a success. The significant improvement in agriculture can be largely be attributed to a rapid dissemination of the modern technology in the form of mechanized irrigation, chemical fertilizers, high yielding variety of seeds and pesticides over the last three decades in Bangladesh. Despite modern technology has contributed to expanding productivity and employment facilities in Bangladesh but there is also strong apprehension in our country that modern technology contributed to increasing inequality, raising landlessness. The introduction and adoption of new technology has made the position of sharecroppers more vulnerable. The eviction of tenants is more common in irrigated farm. The area under sharecropping has declined from 91 percent in 1960 to 62 percent in 1996. Due to extreme pressure

of population most of the landholdings in rural areas are very small. The average size of farm was declined from 3.54 acres in 1960 to 1.68 acres in 1996. Finding no other alternatives the small farmers sell their land and joined the landless group. This process intensifies the concentration of land in the hands of few rich people. Landlessness were increased from 14 percent in 1951 to 17 percent in 1960. About 46 percent rural households were functionally landless in 1983-84 but it increased to 56 percent in 1996. The last three decades have witnessed major transformation in agricultural sector of Bangaldesh including changed its technology, resource base, structure and production process.

References

1. Shahabuddin, Quazi (2010) : "Pushing Agriculture Forward", The Daily Star, P – 22. February 24.
2. Government of Bangladesh (1998) : The Fifth Five Year Plan 1997 – 2002, Ministry of Planning, Dhaka.
3. Barakat, a., Zaman, S. and Raihan, S., (2001) : Political Economy of Khas Land in Bangladesh, Dhaka, P – 1.
4. Faaland, J and Parkinson, J.R., (1975) : Bangladesh : The Test Case of Development, University Press Limited, Dhaka.
5. Hussain, M.K., (1985) : A Study of the Impact of Irrigation on Land-use, Farm Income and Employment in Some Selected Areas in Bangladesh (Interim Report 1983-84), Department of Economics, Jahangirnagar University, Dhaka.
6. Hossain, M., (1999) : Development Policies, Economic Reforms and the Rural Economy of Bangladesh, Centre for Policy Dialogue (mimeo), Bangladesh.
7. Mukherjee (1971) : Six Villages of Bengal, Popular Prokashani, Bombay.
8. Alamgir, M.. (1974) : "Some Analysis of Distribution of Income, Consumption, Savings and Poverty in Bangladesh" Bangladesh Development Studies, Vol. 2, No. 4, Dhaka.
9. Jannuzi, F.T. and Peach, J.T., (1980) : The Agrarian Structure of Bangladesh : An Impediment to Development, Boulder Colorado, West View.
10. Bayes, A. and Sayeeduzzaman, M., (1991) : Socio-Economic Impact of Minor Irrigation Facilities : Experience with North West Rural Development Project, BIDS, Dhaka.
11. Bangladesh Beaureau of Statistics (1998) : Year Book of Agricultural Statistics of Bangladesh, Government of Bangladesh, Dhaka.
12. Hossain, M., (2000) : Current Issues in Bangladesh Development, Centre for Policy Dialogue, Dhaka.
13. Bangladesh Agricultural University (1975) : An Economic Analysis of Small Scale Irrigation Systems in Bangladesh, Research Report No. 8, BAU, Mymensingh.
14. IIMI and BSERT (1995) : Study on Privatization of Minor Irrigation in Bangladesh, Ministry of Agriculture of the People's Republic of Bangladesh and Asian Development Bank.
15. Alam, J. (1999) : A Review of Economic Reforms in Bangladesh and New Zealand and Their Impact on Agriculture, Research Report No. 240, Lincoln University, New Zealand.
16. Hossain, M., (1989) : Green Revolution in Bangladesh, Impact on Growth and Distribution of Income, University Press Limited, Dhaka.

17. Hashem, M. A., (1983) : “Agricultural Inputs (Supplies and Services) : Institutional Arrangements for their Distribution” Farm Economy, Vol. IV. Proceeding of Conference, Bangladesh Agricultural Economists Association, Bangladesh.

18. Rahman, A., (1979) : Agrarian Structure and Capital Formation, A Study of Bangladesh Agriculture with Farm Level Data, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Cambridge, Cambridge.

19. Hamid, et, al., (1978) : Irrigation Technologies in Bangladesh, Development of Economics, Rajshahi University, Rajshahi.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Dynamics of Agrarian Reform and Rural Development in Bangladesh

Nazrul Islam*
Mihir Kumar Roy
Milan K Bhattacharjee

1. Introduction

Bangladesh emerged as an independent country on the world map on 26 March 1971 and after having a nine-month long armed struggle for freedom it achieved the glorious victory on 16 December 1971**.** From her inception as an independent and sovereign country, the successive governments have given due priority to the economic development of the people by utilizing its existing resources of fertile land through intensifying its productivity using modern technology in the field of agriculture. As a result, the concept of green revolution was introduced which harvested the benefits in the form of lowering its dependency on others for meeting its food demand. The government also undertook some policies for the development of human assets in the field of education, health and sanitation. Through concerted efforts of government and non-government organizations in the field of social development, Bangladesh is ready to take off on its way of sustainable development.

Macro Economic Performance: The per capita Gross Domestic Product and Gross National Income were recorded at $ 554 and $ 559 in 2007-08 The growth rate of Gross Domestic Product (GDP) was 6.91 percent with a break up of 4.49 in agriculture, 9.56 in industry and 6.47 in the service sector. The contribution of

---

* The authors are respectively Ex. DG, Ex Director & Joint Director of BARD, Comilla.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

agriculture to the GDP is waning over the years and the contribution of service sector and industry rose remarkably in the recent years. Agriculture, industry and service sector registered 21.11.%, 29.89% and 49% contributions in 2007-08 against 25%, 26% and 49 % in 2000-2001 respectively. The role of domestic saving to the GDP has also increased constantly over the years. The proportion of domestic saving to the GDP in 2007-08 was recorded at 21 percent in comparison to 18 percent in 2001-02. Considering the investment, it was around 25 percent of the GDP in 2007-08 compared to 23 percent in 2000-01. While the investment is disaggregated sector-wise, it is observed that the investment in the private sector is getting preference to the public sector investment. The investment in private and public sector was registered to be 19% and 6% of GDP in 2007-08 compared to 16% percent and 7 percent respectively in 200-01. As a result of growth and other macro economic performances, the income poverty has declined from 58.8 percent in 1991-92 to 40 percent in 2008 The real challenge now is managing the inflation as it runs more than 5 percent during the last consecutive years. In the year 2006-07, the inflation rate was recorded at 6.75 while it was around 8 percent for food and around 4 percent in the non-food items (GOB 2007).

Performance in the Social Sector

The country has made significant contribution in the development of social sector specially education and health and sanitation. Bangladesh has already achieved two targets of UN Millennium Development Goals in the fields of access to pure drinking water and removing gender inequality in enrolment at primary and secondary levels. As recognition of this performance, Bangladesh has been graduated from the low human development group to medium human development group (UNDP 2005). Performance in curbing infant mortality rate and population growth rate and growth of the contraceptive prevalence rate are some of the major successes in the social sector. Labour Force: A growing number of labour force has to be engaged in the economy every year. The size of labour force in 2007-08 rose to 49.50 million from 40.37 million in 1999-2000 with a growth rate of 4.4 percent. The growth rate for male is 3.8 percent against 6.5 percent for the female.

Rural Development vs Agricultural Development: The economy of Bangladesh is predominantly agriculture-based. With 21.11 percent of GDP contributed by agriculture and another 36 percent by the rural non-farm sector, the rural economy as a whole contributes 57 percent of the total GDP. Agriculture generates 48.4% of the total employment and provides food security to the increasing population (GoB, 2008). In FY 2007-2008, the combined contribution

of all sub-sectors of agriculture GDP was about 21.11 percent and the crop sub-sector alone contributed around 12. percent. It is important to note that three-quarters of the country's total population and 85% of the total poor live and earn their livelihood in rural areas.

In keeping with the government policy of playing a supportive role to upgrade agriculture from a predominantly subsistence level to a more diversified commercial pursuit, the total outlay for this sector in the annual budget is being increased in successive years. During the last few years, the agricultural subsidy as well as agricultural credit from nationalized banks has been noticeably increased. As a result of huge training and credit supports, unemployed rural people, specially youth and women are increasingly getting involved in livestock, poultry and fisheries subsectors leading to absorption of larger numbers of unemployed people in these non-crop areas of agriculture. This is a new dimension in the advancement of rural development in Bangladesh. It is worth mentioning that overall fish production has grown at 6-8 percent and livestock and poultry sub-sector has grown on an average at 2.6 percent during the last years..

2. Rural Development Policies and Agricultural Development

The concept of rural development is in the process of a shifting paradigm. This is reflected in the present national policies of development. Rural development is now looked at from a new perspective. It is rather a constituent of the national poverty reduction strategy. Poverty is considered a multidimensional nuisance. ***The current policy and programmes underscore the need for striking poverty on many fronts: employment, health-nutrition, quality education, sanitation, justice, local governance etc.*** An effective interface of rural and urban development is considered more important than any time in the past. However, for rural development particularly, agricultural development is still considered most important since agriculture generates nearly two thirds of the total employment, contributes a quarter of total export earnings and provides food security to the ever increasing population.

In recent years there are two policy documents to dictate rural development of the country. : i) National Rural Development Policy 2001 (NRDP) and ii) Unlocking the Potentials: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction (also called Poverty Reduction Strategy – PRS). The NRDP underscores people's inherent potentials and self-initiatives to develop themselves. It however, emphasizes that government will facilitate local development by creating an enabling

environment. The policy lays stress on an all-round development of rural areas that will be driven by the people themselves. People's participation, removing all barriers of people's self-development, mainstreaming of women in development, a strong and accountable local government system, effective coordination among all departments and agencies etc. have been highly emphasized. The NRDP also lays thrust on a balanced development by underpinning a wide range of activities that cover promotion of agro-based economy, infrastructure development, population control, land use development, development of rural industries, development of vulnerable sections of people, women's development, rural law and order improvement, human resource development, cultural development, environment development etc. Above all, the policy envisages a total development of rural areas in a coordinated manner.

The PRS also lays stress on an all-round development of the country for the sake of accelerated poverty reduction. The policy determines its goals in keeping with the MDGs. To achieve the goals, it lays emphasis on unlocking the inherent potentials of the nation.

In the PRS, poverty is a broad spectrum covering many issues such as income levels, food security, quality of life, asset bases, human capacities, vulnerabilities, gender inequality, human security etc. It underscores three needs: pro-poor economic growth, human development and governance. The PRS identifies 08 specifies avenues to achieve the goal of accelerated poverty reduction. These are:

Firstly, supportive macroeconomics to ensure rapid growth with particular focus on stable macroeconomic balances, improved regulatory environment, higher private investment and increased inflow of FDIs, effective trade and competition policies, and poor and gender sensitive budgetary process; **secondly,** choice of critical sectors to maximize pro-poor benefits from the growth process with special emphasis on the rural, agricultural, informal and SME sectors, improved connectivity through rural electrification, roads, and telecommunications; **thirdly,** safety net measures to protect the poor, especially women, against anticipated and unanticipated income/consumption shocks through targeted and other efforts; **fourthly**, human development of the poor for raising their capability through education, health, nutrition and social interventions; **fifthly,** participation and empowerment of the poor, specially women and other disadvantaged and marginalized groups such as disabled, ethnic minorities, ecologically vulnerable; **sixthly,** promoting good governance through improving implementation capacity, promoting local governance, tackling corruption, enhancing access to justice for the poor, and improving sectoral governance; **seventhly,** improving service-

delivery in the areas of basic needs; and **finally,** caring for environment and its sustainability.

In the PRS, under the critical sectors for Pro-poor Economic Growth, agriculture and rural development has been underlined as the topmost priority sector for rapid poverty reduction. Four areas have been identified under this sector: intensification of major crops (cereals), diversification to high-value non-cereal crops, development of non-crop agriculture (livestock, poultry, fishery) and promotion of rural non-farm activities.

3. Past Agrarian Reform Programmes : A Review

During colonial era, the Permanent Settlement System was introduced in 1793. The system vested permanent land owning right to a class of zamindars (landlords). Ownership of land became hereditary in exchange for a fixed amount of rent collected from the tenants. The system reduced independent farmers to the status of tenants. This sort of reform was introduced to place revenue system on a sound footing. The system led to pauperisation of the peasants and also decline in production.

The Zamindari system was abolished under the 1950 East Bengal State Acquisition and Tenancy Act. Under this Act, the actual tillers of the land became direct tillers, a land ceiling of 33.3 acres of cultivable land was imposed. The act also provided for protection of sharecroppers against eviction, and redistribution of excess land among landless and poor peasants. However, the implementation of the act suffered many bottlenecks including administrative inefficiency and a lack of political commitment. Acquisition of excess land was frustrated by many factors. Land distribution among the landless suffered badly. The act also failed to solve the problem of absentee owners leading to leasing out of land to tenants at exorbitant rents. The land ceiling was again raised to 129. 9 acres in 1961 (Hye, 1982; Piyal, 2006).

During the post liberation era, the ceiling was again refixed at 33.3 acres per family, under the Presidential Order 98 of 1972 which also provided for distribution of surplus land among the landless and near landless. The ceiling was further reduced to 20 acres in 1982. In 1988, the cluster village programme resettled landless people on state land; but only 800 with some 32,000 households had been formed by 1996. In 1997, a new agricultural Khas Land Management and Settlement Policy was introduced. Under this policy, so far 20,944 landless families were distributed 8,392.68 acres of khas lands. However, the actual amount of khas land still remains unclear for informal local settlements and de facto private control (GOB, 2003-2004; Hye, 1982; CIRDAP ,1987; Piyal, 2006).

Institutional Reforms: Historic Role of the Comilla Approach

The Comilla Approach to Rural Development played a historic role in rapidly boosting rural economy through augmenting crop production. The village based cooperatives, basically farmers cooperatives played the pivotal role. The village based cooperatives and their federation at the Upazila level demonstrated good examples of mobilizing small and medium farmers around some economic activities. It is known as the two tier cooperatives which was later replicated all over the country through establishment of Bangladesh Rural Development Board (BRDB). Under this programme, a technology package was introduced covering irrigation through shallow and deep tubewells, fertilizer, HYV seeds and insecticides. All these innovations were made popular through the farmers' cooperatives. It is worth menting that the water-seed-fertilizer technology package resulted in reallocation of land from low to high yielding cereals and the resultant increase in overall output per unit of land. The other supportive and complementary programmes under the Comilla Approach were rural infrastructure development (roads, culverts, drainage and embankment) through Rural Works Programme (RWP), Thana Irrigation Programme (TIP) to promote irrigation technology and Thana Training and Development Centre to train model farmers and coordinate activities of NBDs. As a cumulative impact of the Comilla programme, the country is now near self-sufficient in food grains production. However, one great loophole of the Comilla programme often mentioned is that the large farmers mostly benefited from the package interventions through the farmers' cooperatives.

Micro-credit Revolution

The macro policy of Bangladesh supports unrestrained use of micro credit for poverty reduction by all quarters: GOs, NGOs and private sector organisations. As a result, a sort of micro-credit revolution has happened in Bangladesh from the eighties onward. In the government sector, Bangladesh Rural Development Board (BRDB), Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF), Rural Employment Generation Foundation, Palli Daridra Bimochan Foundation (Rural Poverty Alleviation Foundation), Small Farmers Development Foundation (SFDF), Commercial Banks including Bangladesh Krishi Bank and several Ministries through their various development programmes are investing huge amount as micro credit for the poor and the vulnerable sections. At the same time, Grameen Bank a specialised micro financing bank and 2116 NGOs (according to latest statistics available from NGO Affairs Bureau, GoB) are supporting rural people, specially women, with billions of taka as micro-credit. The combined micro-

credit supports have tremendously helped progress of both crop and non-crop sectors including poultry, fisheries and livestock. In spite of many bottlenecks in micro-credit delivery mechanisms, the agrarian economy of Bangladesh derives immense strength from easy access to collateral free micro credit that has been made available at the doorsteps of the rural people. People are mostly using micro credit in agro based activities.

Reforms in the Service Delivery Mechanism

In the wake of structural adjustment, open market economy and globalization, the government of Bangladesh has shifted the bulk of its responsibility of supplying agricultural inputs to the private sector. As a result, the private sector has increasingly assumed various responsibilities specially in supplying inputs like farm implements specially irrigation equipment, fertilizer, insecticide, seeds, poultry feed, chicks etc. NGOs are also increasingly participating in supplying agricultural inputs and disseminating agricultural technology to the rural people. During the pre-liberation period and early years of the post liberation period, Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) - a public sector organization used to supply most agricultural inputs including seed, fertilizer and machinery. From the eighties onward, the private sector and NGOs have gradually taken up this role and turned into the biggest suppliers of agricultural inputs. These are some new phenomena of the post liberation agrarian structure of Bangladesh.

Fixation of Agricultural Wage

The Agricultural Labour Ordinance 1984 provides for a minimum wage of 3.27 kg of rice per day or its equivalent in Taka at current local market price. The ordinance, however, considers protection of interest of casual labourers, not of permanently hired labourers. Since it is not possible to always police the agricultural labour market, a fixed wage cannot be administratively ensured. Because of various loopholes and vulnerability of the labourers, they enjoy limited benefit of this legal provision.

Land Reform Ordinance 1984

The latest most significant measure is the promulgation of the Land Reform Ordinance 1984. With a view to maximizing production and ensuring a better relationship between land owners and bargadars (Sharecroppers), the ordinance initiates certain measures relating to land tenure, land holding and land transfer. Under this ordinance, land ceiling has been fixed at 8.02 ha. In settling khas lands,

preference will be given to landless farmers and labourers. Contract signing between the owner and the bargadar (Sharecropper) has been made compulsory and such contracts shall be valid for five years. In the event of death of the bargader, the cultivation of the barga land may be continued by the surviving members of the family of the deceased till the expiry of the contract. No owner shall be entitled to terminate a barga unless causes prescribed in the ordinance arise.

The ordinance goes further to determine the division of produce of barga land :

a) one third shall be received by the owner for the land;

b) one third shall be received by bargadar for the labour;

c) one third shall be received by the owner or the bargadar or by both in proportion to the cost of cultivation, other than the cost of labour, borne by them.

Government has been implementing certain programmes to rehabilitate landless and destitute people. The Model Village Project phase 1 has rehabilitated 45647 families through establishing 1080 model villages. The phase 2 of the project is being implemented with a target of rehabilitating 48,000 destitute families. The project is in fact a package programme of land distribution, employment support through training and credit, livestock and fisheries development, health and education promotion, supply of safe drinking water, establishment of community centre etc. There is a special programme called Char (costal land) Development and Settlement Project which also aims at rehabilitation of destitute and homeless people on the khas lands across costal areas.

Changes have also been brought about in the use of water bodies. The leasing system for open water bodies (more than 20 acres) has been abolished and such water bodies have been made open for people. All closed water bodies (State owned) have been entrusted to the Youth Ministry and are being leased out to youth entrepreneurs. Closed water bodies (state owned) of more them 20 acres are being leased out to fish farmers and cooperatives. In these ways, modest efforts have been made for distribution and redistribution of lands, water bodies and division of produce of sharecropping.

4. Agrarian Reform and Rural Development Policies

Conceptual Issues: Agrarian Reform implies restructuring the ownership, use and control over all means of production including lands. It also connotes changing the social relations of production thereby releasing the productive forces for their

progressive development and evolution of new organisation for production, distribution and investment. (Hye, 1982). The main objective of agrarian reform is to enhance productivity ensuring equity and social justice with a view to ensure economic development. Agrarian reform may or may not include the concept of land reform. However, in the developing countries like Bangladesh where agriculture plays pivotal role for economic development, land is considered one of the most essential productive assets in rural economy. For agricultural development, ownership, use and control over the land resources needs to be explored for the overall development of agricultural sector.

Agrarian reform has a broader spectrum than land reform. It also considers other interlocking factors such as extension, training, marketing, infrastructures like storage, roads and water distribution, farmers' organisations for production and distribution, input supports like fertilizer, seeds, technology etc. While agrarian reform is necessitated by the urge for equity and increased productivity, it is executed through changes in policy and legal provisions. Enactment of new laws or changes in existing laws is crucial for agrarian reform of scale.

From the experiences of the Asian countries, the agrarian reforms can be categorized into three parts : structural reforms, developmental reforms and social reforms. The structural reforms had three main elements: land redistribution, particularly to the landless rural poor setting ceilings on the maximum agricultural landholding, and the tenurial reforms by protecting rights of tenants. The structural reforms were based on both equitable and productivity considerations. The developmental reforms are critical to alleviate rural poverty. They provided key support to the land reforms process and enabled the farmers gain benefits from the change. The key components are : marketing reforms, development of rural infrastructure such as rural roads, irrigation and micro –finance services. The social reforms as part of agrarian reforms aimed to prepare rural people to manage their economic transactions by coming together and being self-reliant. The main elements are : group mobilization, farmers training farmers and community consciousness (Pyakuryal, Kiran N. Source : Internet).

In Bangladesh, although there remains a dearth of policy direction regarding the definition and scope of agrarian reforms, the past reform measures, however have covered all the three major areas : Structural, developmental and social. A range of reforms have taken place in the areas of land, infrastructure, agriculture, marketing, rural financing (micro credit) community mobilization and so on. All these reforms point to the acceptance of the broader context of agrarian reforms in this country. Nevertheless, it is true that, agrarian reforms have been

endeavored in a rather disjointed manner in the absence as a policy for a massive change in the overall agrarian structure in an orchestrated manner.

Agrarian Structure in Rural Bangladesh: Land, Laobur, Capital and organisations are considered factors of production commonly. People own most of the lands individually and there are some lands under the state control, which are commonly called khash lands. The individual landowner cultivates the lands by his/her own choice or rent out lands to others for production. The incidence of leasing out and leasing in land is widespread together with wage employment. Tenancy is an important dimension of Bangladesh's agrarian structure. Sharecropping is a common practice. The landlord allows the tenant to cultivate his land usually on condition of sharing crops on a 50-50 basis. The land under government control is sometimes distributed to the destitute people or used for the public interest. Labour especially, agricultural labourers work in the paddy field on a contractual or on a daily wage basis. For fulfilling the requirements of capital, access to credit is considered a vital indicator. There are several sources of credit in rural areas that include formal, informal and semi formal. Formal sector includes Bank, financial institute and informal sector includes relatives, moneylender, friends, well-wishers etc. while the semi formal includes the NGOs. For providing technological support services, there are several Government organizations at the national level along with the people's organizations at the grassroots level. Most of the nation building departments involved in agricultural development i.e. Agricultural Extension, Fisheries, Livestock Development have their linkage up to Union level (lower administrative unit) through their extension workers. For transferring technology up to the village level community organizations play a vital role. In most villages, there are Farmers Cooperative for transferring the technology up to the farmers level.

Agrarian Reform Issues in the Current Policies

The PRS lays thrust on one of the basic issues of agrarian reform. It notes that the country loses arable land roughly at 1 percent annually which together with population growth results in a rapid reduction in average farm size and increasing fragmentation of holdings. The unequal land distribution is the major source of rural income inequality. The number of effectively landless households is ever increasing. The policy also notes that given the absolute scarcity of land and limited administrative capacity, a radical distributive land reform is neither possible nor feasible. However, for improvement of land use, it touches on limited reformative measures such as i) protection and recovery of public land from illegal occupation, ii) distribution of available khas land (state owned land) to the

poor for housing; iii) modernization of land records, iv) ensuring access to the poor owners to their new accretion in char land (land emerged from siltation in the rivers); v) prevention of alarming loss of agricultural land and vi) prevention of wasteful use of acquired land. The policy, at the same time, emphasizes enhancing land productivity through measures such as technology based production, contract growing of vegetables, integrated farming and pond poly-culture.

Like land, water is inseparably associated with agriculture. Overexploitation of water resources, unplanned growth of human settlement and road network, and climatic changes pose increasing threat to availability of sweet water for agriculture and domestic consumptions. The country faces twin problems – excessive water in the rainy season and extreme shortage of water in the dry season.

The PRS also takes cognizance of the National Water Policy (NWP) of Bangladesh. The NWP underscores the broad principles of water resource development and its rational utilization on flood control. According to the policy, govt. will continue to promote minor irrigation in the private sector. Over dependence on ground water has been discouraged. Augmentation of surface water use for irrigation and other purposes has been emphasized. The management of small scale irrigation projects of less than 1000 hectares have been transferred to LGED for improving efficiency and better coordination with other infrastructure building efforts. This is a major development in the water sector. The LGED is implementing the Small Scale Water Resource Development Project (SSWRDP) all over the country through WMCSs involving community participation in WRM.

The National Rural Development Policy (NRDP) 2001 and the National Poverty Reduction Policy in their holistic treatment of rural development and poverty underscore the need for a range of agrarian reforms. The NRDP specially mentions needs for prohibition of infrastructural development works beyond the jurisdiction of village, union and upazila plan books; prevention of conversion of agricultural land for non-agricultural purposes, expediting the use of fallow land and water bodies under planned cultivation, ceiling determination in case of transformation of agricultural land; promotion of agro based business in rural areas, introduction of crop insurance programme, livestock and poultry insurance, environmental considerations in rural land use, and many other pertinent issues. The PRS also touches upon a range of agrarian reform issues such as diversifying the agriculture sector through certain measures, necessity of safety net measures

for the poor, modest land reform measures, increased role of the private sector in supplying agricultural inputs, expanding the non-farm sector etc. However, neither of the two policies spell out needs for major changes, specially in land redistribution to address growing landlessness in the country. The Land Occupancy Survey 1977 is worth mentioning here which confirmed that 9.67% farm households own 50.88% of the total agricultural land. At the other end, 77.67% of farm households own only 25.17% of land. The number of landless families rose to 50% from 28.10% in 1960 (Hossain, 1998). Further, the per capita operated land availability in Bangladesh is only 0.17 acre while per capita cultivatable land availability is only .0.14 acre. The total cultivable land of the country decreased from 20.2 million acre in 1983-84 to 17.5 million acre in 1997 (GOB, 2003).

The National Agriculture Policy (GOB, 1999) lays emphasis on bringing some noticeable improvement in cropping pattern, cultivation system, agricultural support and services, water resources management, land use, etc. Reducing excessive dependence on any single crop, promoting increased use of organic manure, curbing unbalanced use of chemical fertilizers, enhancing integrated pest management practices, expanding farmers' as well as producers' access to credit supports, boosting the private sector role in providing agricultural supports and services like seed and farm implements, strengthening agricultural marketing through establishing an Agriculture Price Commission, undertaking a land zoning programme etc have been given thrust in the policy. To support this sector, there have been also complimentary policies like Agricultural Extension Policy 1996, IPM Policy 2002, National Water Policy etc. The New Agricultural Extension Policy adopted a group and demand based extension system supported by decentralized participatory planning and demonstration replacing the previous centralized extension system. This is a major shift in extension policy.

In order to deal with the land issue, the National Land Use Policy was formulated in 2001. The policy has identified certain areas such as preventing the alarming decrease of agricultural land, introducing land zoning to ensure optimal utilization of land, distribution of newly emerged lands among the landless, prevention of land pollution, protection of forest areas from abuse, preservation of khas lands for future development works etc. The policy also spells out the need for Promulgation Village Improvement Act to check the growing loss of agricultural land in the wake of rapid expansion of housing and market places in rural areas. Requisition of land with irrigation facilities as well as unplanned use and abuse of requisitioned land has been discouraged (GOB, 2003).

5. Institutional Mechanisms for Agrarian Reform and Rural Development

Agrarian reform and rural development issues are looked after by several ministries, their affiliated agencies and the NGOs sector. The Ministry of Land is the lead ministry to handle land management, reforms, land revenue / tax management etc. The office and staff set-up cover all the administrative tiers of the government including the Union Parishad (the lowest tier). Other ministries closely associated with agrarian reform and rural development are M/o Local Government, Rural Development and Cooperatives, M/o Agriculture, M/o. Fisheries and Livestock, M/o of Forest and Environment and M/o Law and Parliamentary Affairs. Besides, the civil administration officials at division, district and Upazila levels are actively involved in land administration, dispute settlement and revenue collection.

Government from time to time promulgates and amends land related acts, laws, ordinance and rules. The most important one is the Land Reform Ordinance 1984 followed by promulgation of the Land Reform Rules 1984. In order to strengthen the age-old land administration, various measures have been taken including introduction of land tax collection through banks. The latter has been started on an experimental basis in six Upazilas under six divisions in order to simplify the land tax collection procedure (GOB, 2003-2004). A project for Modernization of Land Records and Maps for Sustainable Environment Management is under implementation. The Land Appeal Board has been created to better settle the land related disputes.

In the agriculture sector also, several laws and acts have been promulgated to establish discipline and improve the service delivery. The Fertilize (Management) Act 2006, Plants Variety and Farmers' Right Protection Act 2005, Seed Ordinance 1998, Plant Quarantine Act 2004 are some quotable examples.

At present, only small portion of the required quality seeds for different crops is supplied by the Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC). Rest of the seeds are produced, preserved and used under private management, especially at the farmers' level. Government has already declared the national seed policy with the objective of promoting seed industry in the private sector. In pursuance of the seed policy, government has revised the Seed Act of 1977, and also formulated seed rules in the light of the Seed Act (Amendment 1977). The private sector is now catering to major requirements of inputs including farm machinery. NGOs are also participating in increasing number in inputs/service delivery.

The serious scarcity of draft power necessitates the use of mechanical power for agricultural production activities. The government has, therefore, attached special importance to agricultural mechanization. To encourage the use of machines in agriculture, testing and standardization restrictions have already been withdrawn in the free market distribution system As a result, the use of agricultural machines has increased significantly and immense prudential is created for further increase. In order to accelerate the current trend of agricultural mechanization, various facilities including exemption of import duties on agricultural machinery have been provided and the same will continue.

6. Rural Governance and Agrarian Reform

The campaign for good governance has gained momentum in Bangladesh. There is a growing pressure from development partners at home and abroad as well as civil societies of the country to establish good governance in all sectors including local government bodies. The government is gradually taking various measures to improve governance of state organizations. A recent bold step towards good governance was the participation of grass-roots people in the formulation of the PRSP – the national policy for accelerated poverty reduction. The PRS itself has underscored the necessity of good governance through ensuring transparency, rule of law and effective and efficient service delivery, particularly to the poor. Meanwhile, the Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives has launched a number of programmes with an articulated emphasis on good governance. The following programmes can be cited:

Side by side with taking steps to improve governance in government sector organizations, government is also actively considering introducing a system of ensuring transparency and accountability in the NGO-sector. To this end, the formation of an NGO regulatory body is under process. Besides, various measures have been taken to strengthen local government specially Union Parishad, the lowest LG tier. Women membership in the UP managing committees has been increased through introducing reserved seats for them, UPs’ involvement in various development programmes including sanitation has been increased. For the first time, government is directly financing UPs with block grants to implement development projects.

Modest efforts have already been taken to improve the land tax collection system by involving banks. A project to modernize land records and maps has also been given a modest start. The Land Appeal Board is created to strengthen dispute settlement relating to land. The project of transforming the Union Parishad

Programme/Project	Good Governance Focus/elements
Local Development Coordination Programme	• Promotion of local good government is the goal • Construction of Union Parishad Complex as one stop service delivery to rural people
Small Scale Water Resource Management Project (SSWRMP)	• Involving local people and Union Parishad in planning, management and development of water resources
Local Governance Development Fund Project, Serajgonj (LGDF)	• Introduced open budget session of UPs • Participatory performance assessment of UP activities by community
Participatory Rural Development Project (PRDP)	• Linking UP, nation building departments, NGOs and villages to strengthen local governance • Introduction of Union Parishad Development Complex for coordinated development. • Increased tax collection at local level • Keeping community updated with development information
Local Level Poverty Monitoring System (LLPMS)	• Developed a participatory poverty monitoring data base.
Small Farmers Development Foundation (SFDF)	• Established a trustworthy linkage of credit and saving function between poor people and commercial banks • Ensured trouble free access to credit in the government channel.
Comprehensive Village Development Programme (CVDP)	• A model of integrated and coordinated service delivery through village level cooperative institution • Participatory planning and evaluation on an annual basis. • Development activists from among villagers created to work as link persons between NBDs and villagers. • Transparency and accountability ensured through weekly meeting at village level and coordination committee meetings at Union/Upazila levels.
Char Livelihood Programme (CLP)	• Area focused programme for providing improved livelihood security to extremely poor women, men and children in char lands (lands emerged from the river bed or sea). • Adopted the partnership approach involving public sector, private sector, NGOs and civil societies. • Emphasizes active involvement of local govt. institutions. • A package programme of agricultural development, flood/disaster management, health, sanitations, businesses promotion and social development.

Complex (lowest administrative tier comprising a number of villages) into a one stop service delivery centre for rural people, the adoption of a policy of decentralized and participatory agricultural extension, etc. reflect positive changes towards good governance in agricultural development and rural development arenas. However, most of these efforts are yet to be put into large scale practice. As a result, tangible impact is yet to be achieved in the overall governance scenario aimed at mitigation of people's sufferings and socio-economic uplift of the rural people.

It is worth considering that any action programme to enforce the legal and administrative measures for regulating the use and transfer of land should have the involvement of the Upazila Parishad (not functional now) and Union Parishad. These bodies have the full local knowledge of the requirements of land for various purposes and their recommendation has to be given full weight. The role of the Upazila Parishad and Union Parishad is so vital that legal or other administrative restrictions on free transfer of agricultural land by sale or otherwise for any purpose other than agricultural can not be successfully imposed without their direct participation.

7. Rural Non Farm Sectors as Source of Livelihood Opportunities and Employment Generation

A very high density of population, growing demand of increased labor forces in employment and limited scope for developing cropping intensity make it a challenging to mainstream non-farm sector of the economy to cater the needs of growing unemployed youth. Rural non-farm sector in Bangladesh includes all activities except primary products of agriculture in rural areas i.e. crop, fisheries and livestock development.

Rural non-farm sector plays a vital role for the livelihood development of rural population especially rural poor. RNF contributes around one third of the total GDP, 42 percent of the total rural employment and another 15 percent of secondary employment in Bangladesh. Nearly three fifths of the functionally landless mainly depend on this sector for their employment generation. RNF sector contributes half of the household income in rural areas and about forty percent of the income of the poorest 10 percent comes from the rural non-farm sector. Considering the importance of rural non-farm sector, the government of Bangladesh has given utmost priority to developing non farm sector and the commitment has been articulated in the Poverty Reduction Strategy to remove the policy distortion, providing infrastructure, financial and other support and private-NGO and Public partnership in this regard (WB 2004).

Hossain classified Non-farm activities into three broad categories: (i) Mostly manual labour based, (ii) Human capital based occupations, (iii) Physical and human capital-intensive activities. Mostly manual labour based activities include self-employed subsistence- oriented cottage industries, wage employment in rural business enterprises, transport operation, and construction labour. Human capital based occupations include salaried service in public and private organizations, teachers and imams, village doctors, and various types of personal services. Physical and human capital-intensive activities include commercial type rural industries, including agro processing, shop keeping, peddling, petty trading, medium and large scale trading, and contractor services. Considering the type of RNF sectors, the vast population has scope to be involved in mostly manual labour based activity. Limited human capital and lack of capital inhibits the disadvantaged section of people to be involved in human capital based occupation as well as physical and human capital intensive activities. So, development of skills and reducing the barriers to access to formal credit market are essential for reaping the potential benefits for the disadvantaged section of people.

Broadly four types of barriers are identified for developing Rural Non farm sector in Bangladesh, one is lack of adequate demand in the market of the products which is identified as market related constraint, lack of physical infrastructure, electricity, know-how and equipment are identified as physical constraints. Under the domain of policy constraint, inadequate credit, irrational tax structure, bias against rural industrialization, pricing agricultural inputs/output and construction materials, airfreight charges for agricultural exportable items are considered. The absence of business advisory services for RNF sector enterprises can be identified as an institutional constraint to the growth of this sector.

Besides these hindrances, there is also some scope for the development of non-farm sector. Increased demand for fast food in the urban areas and widened scope for extending market crossing the national boundary are the major opportunities in this sector. A package programme including dissemination of information, technical know-how, marketing channel, quality of the products, packaging the products, agro processing need to be intensified for harnessing the benefit of existing market.

The government of Bangladesh has set up Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC), Handloom Board and Sericulture Board. But Hossain (2002) found that the lack of resources create hindrances to playing their potential roles. Besides, government organisations some non-government organisations have also some programmes for the development of NFSs.

Bangladesh Rural Advancement Committee has introduced MELA programme for supporting the rural non-farm sector. Widespread use of micro credit in Bangladesh has created new scope for the females to be involved in physical and human capital-intensive type of activities. The main strategies are providing skill training, credit and advisory support. Although these initiatives are very much effective but still there are some problems with coordination, and scaling up of these initiatives which need strong political commitment under the umbrella of policy support.

Developing real sector is the main strength of the economy. Bangladesh has been able to sustain its growth of real sector especially in agricultural development. So, for sustaining the growth trend of real sector there should be harmony of benefits between the farm and non farm sector. It should be kept in mind that development of Non farm sector in rural areas depends on the development of agricultural sector. If the non-farm sector becomes more profitable, then the entrepreneurs of farm sector will be attracted to the non-farm sector and as a whole the economy will suffer. So balance development of farm and non-farm sector is essential for reducing the vulnerability of the economy. Globalization has created some scope as well as some threats for the development of rural non-farm sectors. The threats are related to competition with the international products and the scope is related to widened market crossing the national boundary.

8. Future Directions for Agrarian Reform & Sustainable Rural Development

Constraints of Agrarian Reform and Rural Development

1. Tenancy, labour and credit markets are exploitative to a great extent in Bangladesh. The landlord in Bangladesh can evict any tenant at any time for which they cannot create pressure for higher share than the customary fifty percent, bearing all the cost of production; pure tenants are not allowed to take institutional loans, while land owners can get credit against the total amount of owned land though they operate only a part of it (Saha, 1997 : 166). Land tenancy market is not in favour of the sharecropper; there are several systems of land tenancy in rural Bangladesh and in most cases, the land tenancy system is location specific. For that reason, the sharecropper has very little voice over the terms and conditions settled by the landowner. On the other hand, sharecropper is not in a position to employ full effort for augmenting production due to unsatisfactory terms and conditions of tenancy market.

2. Adoption of new technologies takes place at the expense of minor crops such as pulses, oilseeds, spices, jute and sugarcane, the importance of which in the overall economy is well recognized (Saha, 1997 : 167). This imbalance in the cropping pattern has to be addressed.

3. The production performance on own land is, significantly higher than that on rented land of the same cultivator, implying that if tenants get ownership rights on their rented land, they would produce more (Saha, 1997 : 169).

4. Surplus is higher for large farmers. But small and marginal peasants invest more of the surplus in agriculture than the large farmers. This brings both the major contradiction into sharp focus that surplus farmers who have the resources do not have the incentives to invest in agriculture and small and marginal peasants who want to grow more crop do not have access to resources.

5. Land tenancy laws in Bangladesh are very complicated. Land records are about hundreds of years old. The existing inheritance and succession laws contribute to fragmentation of holdings which ultimately reduces crop area (Hossain, 1994 : 99). Due to incremental pressure of people, the land holding size continues to become smaller from the small. The agricultural sector is not in a position to employ the huge number of labourers in this sector profitably. As a result, underemployment remains higher and the real wage rate in rural areas is not increasing.

6. Small Farmers still play a vital role in augmenting production. But experience shows that there are very limited financial institutions to meet their credit requirements. For that reason, the productivity remains lower as a whole.

7. The price of the agricultural product especially crop does not match with the inflation rate of other products. On the other hand, due to lack of strong farmers' organisation for marketing the product, the producers are not getting fair prices.

8. In the era of market economy, the market of inputs, especially seeds, pesticides, fertilizers etc. is controlled by the individual entrepreneurs. The availability of these inputs has increased with some variation in special cases but the price of the input becomes higher. The government provides subsidy in some cases, but it is argued that the businessmen are the main beneficiaries of this system and the original producer gets less benefit from this initiative.

9. Expected benefit from using common property lands is hardly ensured due to managerial problems. It needs to be ensured that the poorest sections have greater access to government owned water bodies.

10. Rice yield stagnation, crop damage due to natural calamity, and declining fertility of soil due to over extraction of resources pose increasing threats.

11. Lack of information at the farmers level creates barrier to getting fair prices of their products.

Future Directions

1. Land is the basis of the agrarian economy. It will be very tough to lower the land ceiling for distribution of surplus land among the landless and the poor. The vested interests will work against it. For any successful effort for land redistribution, a strong political commitment as well as consensus of political parties would be needed. But this is not likely to happen in near future. Against this backdrop, government can take the following modest measures:

    i. reassessment of available khas (government) land including the newly emerged land;

    ii. restricting future land acquisition on the basis of the existing land ceiling criteria;

    iii. checking evasive or disguised land transfer and possession through taking necessary administrative measures;

    iv recuperating unlawfully occupied government land from land grabbers;

    v. Improving land administration in terms of land records keeping, monitoring and supervision;

    vi. simplifying legal procedures to settle land related litigations and protect interest/right of the small and marginal farmers;

    vii. preventing further fragmentation of lands enacting necessary laws and introducing suitable land use alternatives like collective farming;

    viii. introducing cooperative farming specially in case of distribution of khas lands considering the small size of land distributed per household;

ix leasing out water bodies to the poorest section on a priority basis as an alternative of crop based livelihood;

x. checking indiscriminate conversion of agricultural land and forest lands to other purposes.

2. The sharecropper needs to be given a right to use the barga land profitably under a written contract. The practice of the system of contract signing between land owner and bargadar should be ensured and there should be an arrangement of getting credit from formal sector by using this written contract. Attempts should be taken to create awareness at the grassroots level about the rights of a sharecropper as well as terms and conditions involved in the processes of sharecropping.

3. More emphasis should be given on the value addition of the agricultural products by introducing forward linkage. Agricultural based export industry may be set up in the rural areas for absorbing rural labour force in the field profitably. In that way, underemployment problem can be grasped and real wage rate of the labourer can be increased by adjusting demand and supply factor.

4. Farmers Association at the village level need to be strengthened by organising and developing awareness about their rights so that the association can play the role of a bargainer for the benefit of the producers.

5. There has been a remarkable change in the field of physical infrastructure in rural areas, which has increased the choice of freedom of the rural people and their mobility. It would be difficult to maintain the huge infrastructure if there is no community initiative. Local government at the grassroots level should be given the responsibility for its maintenance through increasing its own fund by levying taxes to the rural people.

6. Storing system of some farm products specially vegetables needs to be developed for ensuring fair prices to the producers.

7. A way should be sorted out for using ICT in the rural areas for getting information of modern technology, marketing of agricultural products etc.

8. Research and Action research should be given due priority for solving the challenging problem in the field of agriculture specially soil fertility, developing low cost irrigation, developing technology to use cultivable lands in saline areas, and developing labour intensive technology, promoting integrated farming for extracting benefit from limited land.

9. Irrigation coverage still is low that needs to be expanded. The power facility in the rural areas needs to be increased to support irrigation system specially in the dry season crops (Rabi). Alternatives of underground water for irrigation have to be explored on a priority basis to check man-made disaster like arsenic contamination and depletion of underground water sources.

10. Despite significant progress in food grain production, food security problems are massive in the country. Around 28 million people (hard core poor) suffer extremely from food insecurity and their calorie consumption per day is less than 1800 calories (The Daily Star, 2007). Special thrust would be needed to address this segment of the population. Efficient as well as targeted food distribution measures should be put in place.

11. The country, in consonance with the ICARRD outcome, requires changes in existing policies and laws in order to enhance women's access to land and other resources. Land distribution programmes should incorporate special needs of women, particularly of the poorest strata. Safety net measures need to take further care of women of vulnerable areas like costal zones and monga (near famine) affected areas.

12. The provisions for checking indiscriminate conversion of agricultural land into non-agricultural purposes as made in the NRDP and National Land Use Policy have to be put into practice with strict adherence to the policies.

13. Against the backdrop of approximately 40% of rural households being landless or functionally landless (owning less than 0.02 ha), an ever increasing trend of being landless, and rising number of small and marginal farmers as a result of continued land fragmentation, public land (khas land) distribution and land administration have to be strengthened in strict pursuance of Land Reform Ordinance 1984 and through adoption of further follow-up programmes.

14. The issue of stagnating rice and wheat yields has to be addressed through taking necessary measures. Besides, in order to reduce yield gaps between farmers' fields and research stations, a dynamic research-extension system has to be put in place by generating and transferring appropriate technology.

15. Crop diversification and IPM have to be put into massive practice to restore soil fertility, gain the benefit of high value crops and prevent environmental degradation. Besides, farmers' access to quality inputs and services has to be ensured through increasing subsidy provisions and ensuring execution of related laws/acts like fertilizer management act, seed ordinance, plant

quarantine act etc. At the same time, measures would be needed for effective implementation of the New Agricultural Extension Policy for greater community involvement in agricultural extension.

16. The policies already taken for land zoning to ensure optimal utilization of land, promulgation of a Village Improvement Act, establishment of an Agricultural Price Commission have to be materialized to have any tangible result in the advancement of rural development.

17. The policies already undertaken to utilize the country’s land through landzoning and to promulgate a Village Improvement Act need to be materialized with a view to optimally utilizing scarce land resources of the country. At the same time, livelihood programmes should be undertaken so that the eco-system of different areas of the country is not disturbed and people living in those areas can exploit the potentials of their particular areas as much as possible. For example, the *haors* and *beels* (wetlands) should not be converted for other purposes, rather livelihood strategies need to be developed so as to extract the maximum from them.

Finally, equity in the share of basic resources, specially land and water is an essential condition for an equitable development of the society. For this, a radical agrarian reform is the best solution. But this runs the risk of antagonizing the existing power structure. Only a political commitment can make a major breakthrough. However, as an alternative, the maximum application of existing rules and laws of agrarian reform has to be ensured. This again makes it necessary to look after the governance issues, that can ensure proper utilization of the private and common properties, relieve vulnerable people of all sufferings associated with land, water and other resources. Moreover, substitute means of livelihood has to be ensured through promotion of the non-farm sector while productivity of the farm sector has to be ensured through ensuring easy access to inputs and technologies.

References

1. BBS (2004) Poverty Monitoring Survey, Bangladesh Bureau of Statistics, Planning Commission, Govt. of Bangladesh.
2. CIRDAP (1986) Evaluation of Agrarian Reform measures in Bangladesh, Dhaka.
3. GoB (1999), National Agriculture Policy, Ministry of Agriculture, Government of Bangladesh.
4. GoB (2001), National Rural Development Policy 2001, Rural Development and Cooperatives Division, Ministry of LGRD & C, Government of Bangladesh.
5. GoB (2004), Bangladesh Economic Review 2004, Ministry of Finance, Government of Bangladesh.
6. GoB (2003), Land Administration Manual, Vol. 01, Ministry of Land, Government of Bangladesh.
7. GoB (2004), Unlocking the Potential: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction, Planning Commission, Government of Bangladesh.
8. GoB (2006), Bangladesh Economic Review 2006, Ministry of Finance, Government of Bangladesh
9. Hossain, A.K.M. Altaf (1994), "Country Status of Agriculture" in Agrarian Structure and Reform Measures : Report of an APO Study Meeting, August 2-7, 1993.
10. Hossain, Mahabub (2002) " Promoting Rural Non-farm Economy of Bangladesh" CPD-IRRI POLICY BRIEF 3, CPD, Dhaka. (collected from internet)
11. Hye, Hasnat Abdul (1982) Agrarian Reform in Bangladesh, Bangladesh Administrative Staff College, Dhaka.
12. The Daily Star (2006), The Daily Star – WFP Round Table on Food Security, 27 July 2006, Dhaka.
13. Piyal, Saidunnabi (2006), The problem with land Policy, The Daily Star, 25 august 2006, Dhaka.
14. Pyakuryal, Kiran, N. Source : Internet.
15. Saha, Bimal Kumar (1997), Agrarian Structure and Productivity in Bangladesh and West Bengal: A Study in Comparative Perspective, the University Press Limited.
16. UNDP (2005), Human Development Report, New York
17. World Bank (2004) " Bangladesh Promoting the Rural Non Farm Sector in Bangladesh" Rural Development Unit, South Asia Region.
18. World Bank (2005), Revitalizing the Agricultural Technology System in Bangladesh, The World Bank Office, Dhaka.
19. World Bank (2004), World Bank Study on Rural Non-farm Sector in Bangladesh, Vol. 1, April 26, 2004.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ও তার সুসংগঠিত বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের পূর্ব শর্ত

মো:আনোয়ারুল ইসলাম*

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র ও উন্নয়নশীল দেশ। তাই ইহার অর্থনৈতিক গতিধারা উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এই দেশে ব্যক্তিগত আয়ের বৈষম্যও বেশ প্রকট। আর ইহার অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বল্পতার দরুন মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ও জীবন যাত্রার মান খুবই নিম্ন। জীবন যাত্রার উন্নত মান বিধানের জন্য মাথাপিছ আয়ের হার বাড়াতে সরকার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৭১ সালের পর যখন বাংলাদেশ পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পেল তখন হতে তাকে করতে হলো আর্থিক পরিকল্পনার আত্ননিয়োগ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবন বিধ্বস্ত করেছে। জীবিকা সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক, নিরাপত্তা, আর্থিক উন্নতি ও শ্রমিকের জীবন-মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলো যেমনভাবে আর্থিক পরিকল্পনার আত্ন নিয়োগ করেছে, সেরুপভাবে বাংলাদেশেও এ যাবত বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তবে মূলধনের জন্য পরনির্ভরশীলতা ও অন্যান্য অনেক সমস্যার জন্য এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।

বাংলদেশের সম্মুখে বহুবিধ সমস্যা আজও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব করছে। তাই সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি স্থাপনকল্পে ইহার ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি নজর দেয়া একান্ত প্রয়োজন। একেবারেই এক মুহূর্তে আমাদের মনের মত সব কিছু হওয়া সম্বব নয়। অর্থনৈতিক সমস্যা দুর করতে হলে শান্তিপূর্ন উপায়ে রাষ্ট্রের সকলকে একসূত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় দুর করতে হবে। দেশের মধ্যে উৎপাদিত সম্পদের যথাযথ সদ্বব্যবহার করতে হবে। দেশের সম্পদের ন্যায্য বন্টন তথা সুষ্ঠ বাজারজাতকরন ব্যবস্থার মধ্যেই অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অর্জন করা সম্ভব।

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে, ১০,৩৪ উত্তর থেকে ২৬,৩৮ উত্তর

---

* অধ্যাপক ও এক্স চেয়ারম্যান, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

এবং ৮৮,০১ পূর্ব থেকে ৯২,৪১ পূর্বেও মধ্যবর্তী স্থানে। ১,৪৭৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দেশটিতে প্রায় ৯০৬৫ বর্গ কিলোমিটার রয়েছে (৩৫০৩ বর্গমাইল) নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়। বাংলাদেশের প্রায় ৯০ ভাগই সমতল এবং তিনটি প্রধান নদী-বিধৌত অঞ্চল পদ্মা (গঙ্গা)

ব্রহ্মপুত্র ,যমুনা এবং মেঘনা দ্বারা পরিবেষ্টিত। জলবায়ু ও আবহাওয়ার দৃষ্টি কোন থেকে দেশটি মৌসুমী অঞ্চলের অর্ন্তগত। গড়ে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমান ৬০ ইঞ্চি থেকে কমবেশি ১২০ ইঞ্চি। গড় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস অথবা কিছু বেশি পর্যন্ত বিরাজ করে। অনুকুল আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ও মৃত্তিকা এ দেশের কৃষিকাজে খুবই সহায়ক ভুমিকা পালন করে থাকে। অবশ্য কিছু-কিছু কৃষি বিশেষজ্ঞের ধারনা, জমি তেমন উর্বর না হলেও আবহাওয়া ও জলবায়ু এদেশের কৃষি উন্নয়নের সহায়ক। তবে, সীমিত পরিমান কৃষি জমির ওপর উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার চাপ এবং মাত্র ১৫ ভাগ বনাঞ্চলের উপস্থিতি (থাকা উচিত ২৫ ভাগ) দেশটির জলবায়ু ও আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির ওপর নানা প্রতিকুল প্রভাব ফেলছে।

আইবিআরডি-ও কান্ট্রি রিপোট অনুযায়ী জানুয়ারী ১৯৮৪ পর্যন্ত বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৫.৯ মিলিয়ন। জনসংখ্যা বৃদ্ধিও হার শতকরা ২.৫ ভাগ। অর্থাৎ, প্রতিবছর ২.৪ মিলিয়ন মোট জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। লোকসংখ্যার গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে৬৬০ জন। কৃষিক্ষেত্রে এর পরিমাণ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এক হাজারেরও বেশী। শতকরা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এক শতকরা ৯০ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। সাম্প্রতিক বছরে শহরে আসা লোকের সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে মোট জিডিপি-র পরিমান (জাতীয় উৎপাদন) ২৯৫ বিলিয়ন টাকা, বর্তমান বাজার মুল্যে (১১.৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার)। মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১২৫ ইউএস ডলার। প্রতি বছর এই আয় বৃদ্ধির হার ২ ভাগেরও কম। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশসমুহের একটি এবং জনসংখ্যার কম করেও অর্ধেক শ্রেনী ফাও নির্দেশিত নুন্যতম খাদ্য (ক্যালোরী) পায় না। ১৯৬২-৬৪ সালে মাথাপিছু খাদ্য গ্রহনের পরিমান ছিলো ২৩০০ ক্যালোরী। ১৯৮১-৮২ সালে তা এসে দাঁড়ায় ১৯৪০ ক্যালোরীতে।

গত দু'দশক ধরে ভূমিহীনদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।জনসংখ্যার প্রধান দুটো খাদ্য চাল ও গম বিধায়, অন্যান্য খাদ্যশস্য - যেমন , তৈলবীজ ও ডাল এবং আঁশ জাতীয় শস্যেও উৎপাদন (পাট) দিন- দিনই কমছে। আলু মোটা মুটি উৎপাদিত হলেও দৈনন্দিন খাদ্যাভাসে আলুর ভূমিকা এখনো অনেক।

১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে জিডিপি -তে (গ্রস ডোমেঠিচক প্রডাক্টস) কৃষি সেক্টরের অবদান ৪৬.৮ ভাগ, এবং শিল্প সেক্টর ও অন্যান্য সার্ভিস সেক্টরের অবদান যথাক্রমে ১২.৬ ভাগ ও ৪০.৪ ভাগ । বন ও মৎস্য সম্পদসহ কৃষি সেক্টরের মধ্যে শতকরা ৭৩ ভাগ আসে শস্যখাত থেকে। ১৩ ভাগ আসে গবাদিপশু সম্পদ থেকে এবং ৭ ভাগ আসে মৎস্য খাতের অবদান কিছু কমেছে। গবাদি পশু সম্পদের অবস্থাও ভালো নয়। এবং বনসম্পদ ক্রমাগত আহরণ করে আয় বাড়ানোর চেষ্টা চললেও, বন ক্রমশ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ১৯৮০ এর দশকে বাংলাদেশে বানিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ১.৬৭ বিলিয়ন ইউ এস ডলার। ১.৩৮ বিলিয়ন ইউ এস ডলার বৈদেশিক অর্থসাহায্য ও মঞ্জুরী, ৬২৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলার প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে থেকে গৃহীত ঋণ দ্বারা এই বিপুল পরিমাণ বানিজ্য ঘাটতি মেটানো হয়। বিভিন্ন পন্য রফতানী থেকে আয় হয় মাত্র ৬৮৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার, বৈদেশিক ঋণ ও অর্থ সাহায্যের বড় একটা অংশ ব্যয় হয় খাদ্য ও কৃষিপণ্য আমদানীতে।

কৃষি ফসল ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। কৃষিক্ষেত্রে অন্য উপ-শাখাগুলি হচ্ছে গবাদি পশু, মৎস্য, ও বন। বাংলাদেশের কৃসি কার্যক্রম মুলতঃ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষিই বাংলাদেশের জনজীবনের প্রধান অবলম্বন সে কারণে কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিন্মে আলোচনা করা হলো।

যেগুলো উন্নয়ন দরকার।

- ইতিহাস
- কৃষিভূমি
- কৃষি জীববৈচিত্র্য
- চাষপদ্ধতির ধরন
- কৃষিশ্রমিক
- কৃষিঋণ
- কৃষিসামগ্রী বিপণন
- কৃষিনীতি
- কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা
- ফসলের জাত উদ্ভাবন
- ফসলের ক্ষতিকর প্রাণী ও রোগবালাই
- কৃষিসম্পদ
- কৃষি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি
- কৃষি যন্ত্রপাতি
- খামার উপকরণ ও সরঞ্জাম
- কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি
- কৃষিসংস্থা
- কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ

নিচের ছকে বিভিন্ন বছরে আবাদী জমি ও শস্যের পরিমানের হার (%) দেখানো গেলো।

এতে দেখা যাচ্ছে যে, মোট আবাদী জমির শতকরা ৮০ ভাগে ধান চাষ করা হয় এবং খাদ্যশস্য চাষের চাপে পড়ে অন্যান্য ফসলের আবাদ কমছে।

ছক- ২

প্রধান কৃষি ফলের উৎপাদান ও উৎপাদন হার দেখানো হলোঃ-

উপরের তথ্যে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে কৃষি পন্যের উৎপাদন বাড়ছে। কিন্তু সাম্পতিক সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়

	১৯৭৩/৭৪	১৯৭৭/৭৮	১৯৮১/৮৩
খাদ্য শস্য	৮১.৩	৮১.৬	৮৩.৭
ধান	৭৯.৬	৭৯.৪	৭৯.২
গম	০.৯	১.৫	৪.০
অন্যান্য (ভুট্টা)	০.৮	০.৭	০.৫
পাট	৭.২	৫.৮	৪.৩
ডাল	২.৩	২.৭	২.৩
তেলবীজ	২.৩	২.৬	২.৩
আলু	১.২	১.৩	১.৩
অন্যান্য	৫.৮	৬.০	৬.০

উৎস: প্রাগু[3] I Statistical Pocket Book Bangladesh 2008, BBS.

প্রকাশ হচ্ছে যে, সুসংগঠিত বাজার ব্যবস্থার অভাবে কৃষকগন ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ন্যায্য মূল্য না-পেলে কৃষকগন উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় কৃষিপন্য উৎপাদনে। Price is the great incentive to the growers to grow more and quality produce in the next year. তাই যদি হয়, তবে কৃষকদের জন্য ন্যায্য মূল্য পাত্তয়ার বেপারে সুসংগঠিত বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

বছর	ধান ‘‘০০০’’ মে. টন	উৎপাদন কেজি	গম ‘‘০০০’’ মে. টন	উৎপাদন কেজি	পাট ‘‘০০০’’ মে.টন	উৎপাদন কেজি	ডাল ‘‘০০০’’মে.টন	উৎপাদন কেজি
২০০১-০১	২৫০৩৬	৯৪০	১৬৭৩	৮৭৬	৮২১	৭৪২	৩৬৬	৩১৩
২০০১-০২	২৪২৯৯	৯২২	১৬০৬	৮৭৬	৮৫৯	৭৬২	৩৮১	৩০৫
২০০২-০৩	২৫১৮৮	৯৪৬	১৫০৭	৮৬৩	৪৪০৮	৭৪১	৩৪৯	৩১৫
২০০৩-০৪	২৬১৯০	৯৯৭	১২৫৩	৭৯০	৪৩৭৬	৭৮৮	৩৩৩	৩২০
২০০৪-০৫	২৫১৫৭	৯৪২	৯৭৬	৭০৭	৪০৩৫	৭৫৮	৩১৬	৩৩৩
২০০৫-০৬	২৬৫৩০	১০২০	৭৩৫	৬২০	৪৬১৯	৮৪৪	২৭৯	৩৩৫
২০০৬-০৭	২৭৩১৮	১০৪৪	৭৩৭	৭৪৬	৪৮৮৪	৮৫৬	২৫৯	৩৩৫

Drmt Statistical Pocket Book Bangladesh 2008, Dhaka.

ইতিহাস প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি বাঙালির জীবিকার উৎস। উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের অবস্থাও প্রায় অভিন্ন। কিন্তু প্রায় গোটা বাংলা পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতসহ তিনটি প্রধান নদী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং তাদের অসংখ্য শাখা প্রশাখা প্রসারিত পলিগঠিত সমভূমি হওয়ার দরুন প্রাচীনকাল থেকেই এখানে কৃষিকাজ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল এবং এখানে কৃষির ওপর জনসংখ্যার চাপ ছিল অত্যাধিক। ব্রিটিশ শাসনামলের গোড়ার দিকে শিল্পকর্ম, বিশেষত সুতিবস্ত্র উৎপাদন হ্রাসের ফলে এই চাপ আরও বৃদ্ধি পায়। বস্তুত: **১৯২১** সালের মধ্যে জনগোষ্ঠীর প্রায় চার-পঞ্চমাংশ (৭৭.৩%) কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে, যা সমগ্র ভারতে ছিল ৬৯.৮%। ব্রিটিশ আমলে জনসাধারণ বিভিন্ন সামাজিক শ্রেনীভুক্ত ছিল । একদিকে বিভিন্ন পর্যয়ের খাজনা আদায়কারী ভূমিমালিক (জমিদর) ও নানা ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী, অন্যদিকে রায়ত, বর্গাদার ও ক্ষেতমজুর। তবে রায়তরাই চাষাবাদে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। বাংলার দুই অংশের মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত ভূখন্ডেই কৃষির ওপর জনসংখ্যার চাপ ছিল প্রকট।

কৃষিসামগ্রী বিপণন কৃষিদ্রব্য, উপকরণ ও কৃষি -সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদক, ভোক্তা ও মধ্যগসহ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছানোর পদ্ধতি। বিপুল সংখ্যক লোক ধান, পাট, শাকসবজি, ফল, গবাদি পশু, দুধ, হাঁস-মুরগি, ডিম ও মাছ ইত্যাদি বাজারজাতকরনে নিয়োজিত রয়েছে। কৃষিদ্রব্য বিপণনের ইতিহাস কৃষির ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। কৃষিভিত্তিক সমাজে পণ্য বিনিময় প্রথার প্রাধান্য ছিল এবং ব্রিটিশ শাসনামলে মুদ্রা অর্থনীতির অনুপ্রবেশ কৃষিদ্রব্য বিপণন সহজতর এবং বিনিময় সমস্যা বহুলাংশে দূর করে। বিভিন্ন শস্যের বাজারমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধিতে কৃষকরা অত্যন্ত সংবেদী বিধায় কোন এলাকার শস্যচাষের ধরন শস্যগুলির ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক ফসল চাষে কৃষকের আগ্রহও কম থাকে। তুলনামূলক লাভক্ষতির বিবেচনা সাপেক্ষে স্মরণাতীতকাল থেকে কৃষকেরা শস্য নির্বাচনে অগ্রাধিকার পরিবর্তন করে আসছে। বিগত সতেরো ও আঠারো শতকে তুলা ছিল বাংলার অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ফসল, কেননা তৎকালীন বাংলা ছিল বিশ্বের একটি বৃহৎ বস্ত্র রপ্তানিকারী দেশ। কিন্ত উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকে বস্ত্র রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলাও বাজার হারাতে থাকে এবং ঐ শতকের মাঝামাঝি তুলা উৎপাতন অত্যাধিক হ্রাস পায়। নীল ছিল আরেকটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পন্য, কিন্তু সেটিও দীর্ঘদিন বাজার ধরে রাখতে পারেনি। আঠারো শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে নীলচাষ হ্রাস পেতে থাকে এবং একই সময় একটি স্থানীয় ফসল পাট বাজার দখল করতে শুরু করে যা

উনিশ শতকের শেষের দিকে একটি প্রধান অর্থকারী ফসল হয়ে ওঠে ।পাট বাজারজাতকরণ ও সংশ্লিষ্ট শিল্পক্ষেত্রে বিপুল কর্মশক্তি নিয়োজিত থাকায় এটি এখনও বাংলাদেশের একটি প্রধান ফসল, যদি আগের মতো এখন আর ততটা লাভজনক নয় । ব্রিটিশ শাসকগণ চীনের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কের প্রেক্ষিতে উনিশ শতকের প্রথমাধ্যে দুটি আমদানি নির্ভর ফসল চা ও আফিম চাষে প্রণোদনা যোগায় এবং তার ফলে দুটি সম্ভাবনাময় নতুন ফসল চাষ শুরু হয় । চা চাষ আজও অব্যাহত রয়েছে , কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭ সাল) পরপর তৈলবীজ, খাদ্যশস্য ও আলুর মতো লাভজনক অন্যান্য ফসল আফিমের স্থান দখল করে নেয় । ইক্ষুও দীর্ঘদিন একটি সম্ভাবনাময় ফসল ছিল, কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপে বীটজাত চিনিশিল্পের দ্রুত বিকাশের ফলে আখ চাষ হ্রাস পায় ।

বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক পরিবারের জমির পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত থাকায় তারা নিজেদেও প্রয়োজন মেটানোর জন্যই ফসল উৎপাদন করে । দেশের প্রায় ৫৩% পরিবারেরই জমির পরিমাণ ০.০৫-২.৪৯ একর এবং তারা শুধু আপন অন্নসংস্থানের জন্যই চাষাবাদ করে । বাজারে কৃষিদ্রব্যের সরবরাহে বৃহত্তর অংশীদার মাঝারি (২.৫-৭.৪৯ একর) ও বড় (৭.৫০ একর ও তদূর্ধ্ব) কৃষক, যাদের সংখ্যা যথাক্রমে ১১.৭% ও ১.৭% । দেশে ধান, পাট, তুলা, ইক্ষু ও চায়ের মতো প্রধান পণ্য বিপণন পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও পর্যাপ্ত নয় ।খাদ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, চিনিকল ও তুলা উন্নয়ন বোর্ড নিজ নিজ ক্রয় কেন্দ্র পরিচালণা করে । কিন্তু অধিকাংশ কৃষিদ্রব্য বিভিন্ন ধরনের মধ্যগদের মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পৌছে। সরকারি সংস্থা হিসেবে কৃষি বাজারজাতকরণ অধিদপ্তর বস্তুতঃ উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের জন্য কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার দায়িত্বে রয়েছে । মোট ৩৭৫ জনবল নিয়ে গঠিত অধিদপ্তরটি এ ব্যাপারে কৃষককেও পরমর্শ দিয়ে থাকে ।

বাংলাদেশে কৃষিজাত পন্যের বাজার ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাত করনের উপর পর্যাপ্ত গবেষনা হচ্ছে না বলে আমার বিশ্বাস । গবেষনার এই দিকটা আমাদের দেশে অত্যন্ত অপ্রতুল । তারপরেও যে সমস্ত গবেষনা হচ্ছে তার কার্যকরী ফলোআপ হচ্ছে না বা গবেষনার রিপোর্টে যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে তার কার্যকারী প্রয়োগ হচ্ছে না । এ ব্যাপারে একটি বাস্তব বা প্রকৃতচিত্র তুলে ধরতে চাই । বেশ কয়েক বছর আগে সরকারী পর্যায়ে বিদেশী আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশের নির্বাচিত বড় বড় হাট/বাজারের ব্যবস্থাপনা কিভাবে চলছে, কিরকম হাওয়া উচিত, এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কৃষি পন্যের বাজার ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছিল । কিন্তু যতদূর বিশ্বাস সেভাবে কাজ এখন পর্যন্তও হয়নি । অথচ আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে কৃষি পন্যের জন্য সুন্দর বাজার ব্যবস্থা তথা **"নিয়ন্ত্রিত বাজার"** ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে । আমি কৃষিজাতপন্যের নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থা পনার উপর পি এইচ ডি গবেষনা করেছি এবং ভারতের পশ্চিম বাংলা রাজ্যের সবগুলো কৃষি বাজারই আমার গবেষনার অন্তর্ভূক্ত ছিল । সেখানে কৃষি পন্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারের অভুতপূর্ব সাফল্য দেখেছি । অবশ্য কৃষিজাতপন্যের নিয়ন্ত্রিত বাজার ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই কৃতকার্যতার সাথে কাজ করছে । তাই তো ভারতে বলা হয় - **"কৃষিজাতপন্যের নিয়ন্ত্রিত বাজার কৃষকদের জন্য একটি বর"** । এখন নিয়ন্ত্রিত বাজার কি এবং কেন? সে সম্বন্ধে একটু বলা দরকার । বাজারের মালিকানা, তত্বাবধান ও উন্নয়নের দায়িত্ব থাকবে বাজার সমিতির উপর । বাজার সমিতির সদস্যদের মধ্যে থাকবেন স্থানীয়, কৃষক, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র কৃষক, ব্যাংক, স্বায়ত্বশাসন সংস্থার প্রতিনিধি, সরকারী কর্মচারী ও আইনসভার সদস্য ।

মোট কথা, বাজারের সংগে যাঁরা সংশ্লিষ্ঠ তাঁদের সকলের সহযোগিতায় বাজারের সুষ্ঠ প্রশাসন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হবে । বাজারে প্রত্যেক অংশগ্রহনকারীর জন্য যথাযথ আচরণ বিধি সংযোজিত হয়েছে এই আইনে । উদ্দেশ্য হল, কৃষকেরা যাতে ফসলের ক্রয়-বিক্রয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে, পন্যের ন্যায্য মূল্য পান এবং অত্যাধিক বাজার শুল্ক ও অন্যায় ভাবে আরোপিত খরচের হাত থেকে রক্ষা পান । ব্যবসায়ীরা যাতে অনুমতি পত্র সংগ্রহ করে ব্যবসা পরিচালনা করেন অর্থাৎ কৃষক,বিক্রেতা ও ক্রেতা সকলেই যাতে উপকৃত হল । ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

ও চাষী বিক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট স্থান, সুবিধা জনক শর্তে ঋণ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, পন্য মজুত রাখার ব্যবস্থা এবং এক কথায় সমগ্র বাজার অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বাজার সমিতি সচেষ্ট থাকবেন।

অনিয়ন্ত্রিত কৃষি-পন্যের পাইকারী বাজারে যে অব্যবস্থা রয়েছে তাতে চাষী বিক্রেতা ও ক্রেতা নানাভাবে শোষিত, প্রতারিত ও বঞ্চিত দালালি, দস্তরী, ওজনের কারচুপি, অযৌক্তিক বাজার শুল্ক, গোপন লেনদেন, চড়া সুদে ঋণ, পাল্লাদারী ইত্যাদির জন্য একদিকে যেমন চাষী বিক্রেতারা প্রতারিত হন, অন্যদিকে ক্রেতারা ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্যের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হন, এই সব বাজারে পণ্য মজুত রাখা, সঠিক ওজন, সুবিধাজনক শর্তে ঋণ, কৃষকদের বিশ্রামাগার, যানবাহন রাখা, পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি নাই। তাছাড়া খামারের সংগে বাজারের যোগাযোগ ব্যবস্থাও মোটেই সন্তোষজনক নয়, এই সব অসুবিধার জন্য চাষী বিক্রেতারা তাদের পন্য অত্যন্ত কম দামে তাদের খামারেই বিক্রি করে দেন। পন্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার জন্য অধিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করতেও তারা উৎসাহ বোধ করে না। নিয়ন্ত্রিত বাজারের মাধ্যমে এই সব অসাধু পদ্ধতি ও অব্যবস্থার অবসান ঘটানো সম্ভব। চাষী বিক্রেতা, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সকলেরই ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ এতে রয়েছে। নিয়ন্ত্রিত বাজারগুলিতে আইন অনুযায়ী গঠিত বাজার সমিতিগুলি বাজার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বাজার সমিতিগুলি প্রচলিত অবৈধ বাজার শুল্কের পরিবর্তে নায্যহার প্রবর্তন করবেন। উৎপাদিত পন্যের প্রকৃত দর এবং কখন বিক্রি করলে ন্যায্য মুল্য পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে চাষী বিক্রেতাদের অবহিত করার জন্য বিশ্বাসযোগ্য ও সর্বশেষ বাজার দর বাজারের মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবেন। পাটের ও অন্যান্ন পন্যের বিভিন্ন শ্রেনী সম্বন্ধে বিক্রেতাদের অবহিত করে চাষী বিক্রেতা যাতে বিভিন্ন পন্যের গুন অনুযায়ী মূল্য পান তার পথ সুগম করবেন। উৎপাদিত পন্যেরও শ্রেনী পদ্ধতি শিখিয়ে দিবেন। যাতে করে পন্যের শ্রেনী অনুযায়ী মূল্য পেতে পারে। যে সব বিষয়ে বাজার সমিতিগুলি বিশেষ নজর দেন তা হল:

১. ওজনের কারচুপি বন্ধ করা।
২. পণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারন করা।
৩. অযৌক্তিক বাজার শুল্ক হ্রাস।
৪. গোপন লেনদেন বন্ধ করে প্রকাশ্য নীলামে বা বন্ধ টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা।
৫. বাজার পরিচালার জন্য সুষ্ঠ পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহন করা।

অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও কৃষিজাত এবং বাজারজাতকরন (প্রনিয়ন্ত্রন আইন ১৯৭২ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে)। এই আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত বাজার পরিচালনার জন্য বিধিবদ্ধবাজার সমিতি কর্তৃক অনেকগুলি বাজার গঠিত হয়েছে এবং আমাদের এই বাংলাদেশেও কৃষিজাত পন্যের বাজার নিয়ন্ত্রন আইন ১৯৬৪ গ্রহন করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকরী প্রয়োগ না হওয়ায় এখনোও আমাদের দেশে প্রকৃত অর্থের নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠান লাভ করেনি। উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের থেকে প্রায় ৯/১০ বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার, এই আইন চালু করে কৃষক ও কৃষি পন্যের বাজার ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে। আমরা এখনও পিছিয়ে আছি। ভারত ও পাকিস্তানের অন্যান্ন রাজ্য ও অঞ্চলে এই ধরনের বাজার গড়ে তোলা হয়েছে।

আসলে এই উপমহাদেশে কৃষক উৎপাদক ও তাদের উৎপাদিত পন্যের সুন্দর সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য তৎকালীন বৃটিশ সরকার একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। যার নাম হলো, *"Royal Commission on Agriculture in lndia 1928"* এই কমিশন অনেক গবেষনার পর ১৯৩৩ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকারকে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন এবং রিপোর্টে ভারত সরকারকে কৃষি পন্যের নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলে কৃষক উৎপাদক ও কৃষি পন্যের বাজার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

রেফারেন্সেস

১. ড. মো: আনোয়ারুল ইসলাম, "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও খুচরা কারবার একটি পর্যালোচনা," **স্টাডি সার্কেল বুলেটিন**, ঢা:বি।

২. *Statistical Pocket Book Bangladesh 2008*, BBS, Dhaka.

৩. তাপস মজুমদার,**"বিপন্ন কৃষি ব্যবস্থা", রোববার**, ঢাকা, ১৯৮৫।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, **বাংলাপিডিয়া (বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ)**, ঢাকা, ২০০৩।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. উক্ত;

৮. উক্ত;

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

The Role of Agricultural Marketing in Living Standard of Bangladeshi Peasants

Md. Asif Kamal*

Abstract

The living standard of rural people is positively correlated to rural development, a multidimensional development that inherently involves a nation's entire economic and social system. Agricultural marketing is one of the most vital factors in formatting the rural economical development of Bangladesh. This study emphasises on the marketing channels, rice prices, marketing expenses and earnings to peasants and middlemen and also the income differences of peasants in the different distributional channels. This study found that 87% of households sell absolutely unprocessed paddy (unpolished rice) and only 13% of peasants sell partially processed paddy (polished rice), even though selling polished rice could earn 21% more money. It is argued that because of the limits on alternative ways of improving the conditions of the villagers, promotion of polished rice dealing may be a major way of alleviating poverty and improving their living conditions.

Introduction

Modification and improvement of traditional agricultural marketing is a must in developing countries like Bangladesh where agricultural farming is considered a

* Assistant Professor, Department of Business Administration, IBAIS University, House: 57, Road: 12/A, Dhanmondi R/A, Dhaka. E-mail: masifuk@gmail.com

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

key profession of the people (Hosley, *et.al*, 2006). The development of large-scale production depends upon ever-expanding markets. The most important features of a sound marketing system are distribution. There seems to be a gradually growing recognition of the importance of distribution in any underdeveloped and developing economy. Distribution helps to publicize new ideas, new patterns of consumption, new techniques, new ideas of social relations and social equality and justice, all of which are conducive to the economic growth of a country. Abbott (1997) argues that the significance of agricultural marketing, not just as a means of distributing agricultural product but also in motivating new forms of production and value added production, is often ignored or neglected in economic investigation. Marketing can be a strong tool whereby per capita income could be raised, leading to a higher living standard. There is a close association between standard of living and poverty. Cundiff and Hilger (2001) highlighted marketing modernizations by individual entrepreneurs as a means to increase the level of economic development. In a follow-up work Cundiff (2002) reemphasized this position, stating that micro-level marketing encourages economic development. Nations with higher proportions of their populations in marketing also have higher gross domestic products (GDP). In Bangladesh, 80% of the population still live in rural areas and live off the rural economy. In 2006-2007 the agricultural labour force was 63% of the total labour force, with almost all the agricultural workers engaged in rural areas. Populations below the national poverty line in Bangladesh in rural and urban areas were 31.5% and 13.5%, respectively, in 2007. In the year 2007, 85.8% of the population was earning less than $ 1.32 per day (Bangladesh Bureau of Statistics, 2006). The percentage of a nation's resources employed in agriculture depends on the efficiency with which agriculture is organized. The predominant activity in the rural areas of Bangladesh is agriculture, but agriculture here is improvised by traditional methods that caused limited production. Among cereals, rice certainly constitutes the largest and most important crop of Bangladesh agriculture. From 1972 onward, the official strategy of successive governments was intensification of agriculture. It was to be carried out with high yielding varieties (HYV) of rice and wheat. According to the Bangladesh Bureau of Statistics, in 2005, major cereals,i.e., paddy and wheat account for over 99% of the total area producing cereals; among the major cereals, paddy occupies about 91.25% of this area. The occupying areas of three varieties of paddy, aus, aman and boro are 22.86%, 36.18% and 40.96%, respectively. Although Bangladesh has a comparative advantage in the production of high-yielding rice, the present marketing system is not suitable for peasants getting a fair price. Rice is the dominant crop, which needs proper marketing for the betterment of peasants' living standard. It is argued that because of the limits

on alternative ways of improving the conditions of paddy peasants, promotion of the marketing system of polished rice may be a major way of alleviating poverty by gaining higher prices.

Methodology

In this study raw as well as strategic[1] data have been used applying observation and survey methods. Raw data are taken from direct site observation and interview with the specified target group. Probability sampling technique has been used to randomly select 120 rice peasants as respondents from 530 peasants. The survey also included eleven village merchants, eight wholesalers of unpolished rice, six stockists, seven huskers, six wholesalers of polished rice and four retailers of polished rice, as mediators.

Objectives

- To identify the relations between agricultural marketing and rural development.
- To explore precise channels of agricultural marketing for the betterment of peasants.

Discussion and Analysis

Standard of living

Standard of living is the capacity of people to pay out money for foodstuff, shelter, clothing, education, medication and other amenities of life (Rahman, *et.al*, 2005). When people are able to pay for sufficient foodstuff, accommodation, clothing, education etc. and lead a comfortable life, it can be said that their standard of living is high. The standard of living of the households in the study was evaluated in terms of housing conditions whether bad or good, the household amenities such as availability of television, refrigerator and telephone, the availability of electrical power supply and medical facilities. Houses built with mud, bamboo, straw and tile have been considered as bad, brick-built houses have been considered good (Mannan, 2005). The study found that 90% of the households' housing conditions were bad and 70% of households had no electricity facilities. It was found that almost 97% of the households had no television. In recent years some rural peasants are using mobile phones, but among the surveyed households, 97% had no telephone. Ninety eight percent of the households had no refrigerator. Medical facilities in these areas are highly insufficient and cannot provide even the minimum basic treatment to its population. In fact, about 88% of the surveyed households had no available medical facilities.

Marketing complexity

The rice peasants face a number of difficulties, which reduce their negotiating power a long chain of mediators operating between the primary producer and the ultimate consumer appropriate a major share of the consumer's price. Inadequate storage facilities in the areas are the cause of heavy losses of paddy and what is available is not within the reach of the average farmer. Thus the methods used by most of the peasants are of indigenous types such as storage in woven-split bamboos, bamboo baskets, jars and pitchers, mud-walled golas and golas made of bamboo and wood, etc. The hot, humid condition of almost all parts of the areas studied is raises the incidence of insect infestation and mold growth in food, and rapid decomposition of more perishable products. In order to avoid losses and deterioration in the quality of their produce and to obtain money to meet immediate debts, many peasants are obliged to sell their produce as soon as it is harvested. Dissemination of information on daily prices and their fluctuations, stocks, dispatches, market trends has been considered essential to help peasants to decide where and when to market. The peasants are ignorant of the current prices and their trends, demand and supply at home and abroad. The reason for this is that there is no organized means to provide them information necessary for the effective marketing of their produce. Organizations have showed pervasive influence in the marketing of agricultural goods (Stephen, *et.al*, 1999). Organizations create and continue to exist because a single individual is unable to perform all the functions and activities necessary to create a product or provide a service to a group of customers or clients. Because there are none of the usual farmer's marketing organizations in the areas studied, peasants operate marketing activities individually, without formal planning. The small marketable surplus of the individual growers, their disorganized conditions, the selling of raw products and other conditions explain the diversity of mediators. In recent years, commercial activities have increased in Bangladesh. But with a view to protecting farm interest against powerful merchants, it is necessary to reduce the risk of rice production through price stabilization and improve rural livelihoods by earning food security at both micro-and macro-levels (Hewitt, 1993).

Distribution channels of rice

Distribution channels perform the act of carrying goods from producers to consumers. It overcomes the time, place and custody gap that split goods and services from those who want them. The marketing mediators make up a marketing channel. In rice marketing, marketing channels are the chain of mediators through which rice move from peasants to consumers (Kotler, *et.al*,

2006). The marketing channels of rice in the surveyed areas are shown in Fig. 1. According to Table 1, six types of mediators are involved in the marketing channel in selling unpolished and polished rice in the surveyed areas.

Table 1: Sellers and buyers in the marketing channel by the nature of rice, Sherpur Upozila, Bogra

Nature of rice	Seller	Buyer
Unpolished	Farmer	Consumer Stockiest Village Merchant Wholesaler of Unpolished rice
Polished	Farmer	Wholesaler of polished rice Retailer of polished rice
Unpolished	Stockist	Consumer Husker
Unpolished	Village merchant	Stockiest Husker Wholesaler of Unpolishe d rice
Polished	Husker	Wholesaler of polished rice
Unpolished	Wholesaler of polished rice	Husker
Polished	Wholesaler of polished rice	Retailer of polished rice
Polished	Retailer of polished rice	Consumer

In local language, wholesaler of unpolished rice and wholesaler of polished rice are called arathdaar of unpolished rice and arathdaar of polished rice, respectively. In the case of unpolished rice selling, the peasants sell the product to four kinds of buyers, including one consumer and three mediators: they are consumers, stockists, village merchants and wholesalers of unpolished rice. The stockist purchases the unpolished rice from peasants and village merchants.

They sell the product to both consumers and huskers. Village merchants are observed in purchasing unpolished rice from peasants directly, selling it to three types of mediators: stockists, huskers and wholesalers of unpolished rice. The huskers, a very important part of the marketing channel, purchase the unpolished rice from stockists, village merchants and wholesalers of unpolished rice. They process the unpolished rice into polished and sell it to only one type of intermediary: wholesalers of polished rice. Wholesalers of unpolished rice purchase the rice from two sources: peasants and village merchants and sell it to

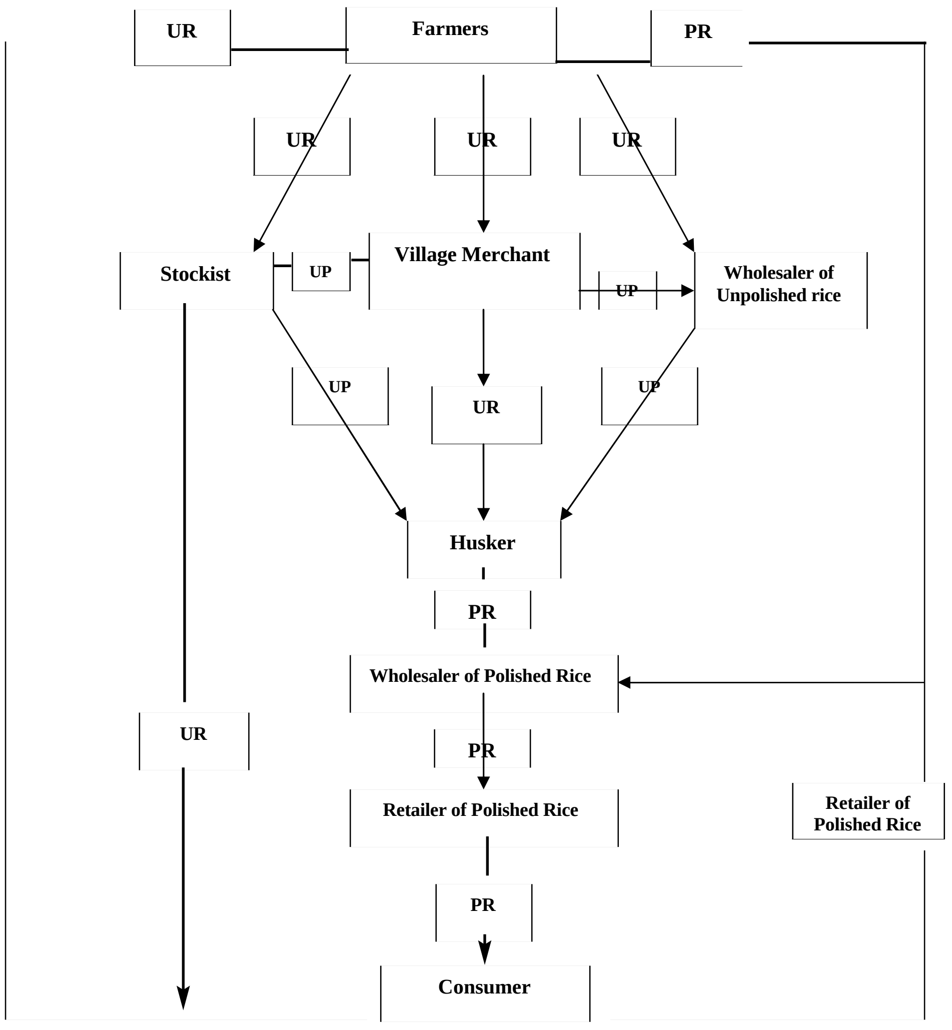

Figure: 1: Marketing channels of rice, Sherpur Upozila, Bogra district.

Abbreviation: UR= Unpolished rice, PR= Polished rice.

huskers. Wholesalers of polished rice buy the rice from huskers and peasants and sell it to retailers of polished rice. Retailers of the polished rice in the marketing chain purchase the polished rice from peasants and wholesalers of polished rice and sell it to final consumers.

Rice selling on a small-scale basis is the common feature in the surveyed areas. With regard to the rice selling in Table: 2, 42% of the households sell a range of

2,001 to 3,000 kgs. Where they sell 14% of polished rice and 86% of unpolished rice, while 16% sell 3,001 to 4,000 kg where they sell 24% of polished rice and 76% of unpolished rice. Abort 13% of households sell between 4,001 kg to 5,000 kg were and they sell 17% of polished rice and 83% of unpolished rice. Some 7% of households 5,001 kg or above, out of which they sell 9% of polished rice and 91% of unpolished rice. However, 22% of the households are small rice sells selling up to 2,000 kg or less, and they sell 36% of polished rice and 64% of unpolished rice. Among 120 peasants, 83% sell exclusively unpolished rice, and 17% of peasants sell both polished and unpolished rice. The quantity of unpolished rice sold to consumers, stockist, village merchants and wholesalers of unpolished rice are 17%, 23%, 21% and 30%, respectively. Polishing the unpolished rice and selling it to the wholesalers and retailers of polished rice accounted for 6% and 3% respectively, in total rice sale.

Table 2 : Quantity and percentage of polished and unpolished rice sold by peasants, Sherpur Upozila, Bogra

Quantity of rice Kilogram	Percentage (%)	Percentage of Polished rice (Out of Total production)	Percentage of Unpolished rice (Out of Total production)
2000 or below	22	36	64
2001-3000	42	14	86
3001-4000	16	24	76
4001-5000	13	17	83
5001 or above	7	9	91

Resource constants and the obligation repay the borrowed money compel 63% of the peasants to sell 58% of their produce in the harvesting season. In the case of polished rice selling, in the surveyed areas it was found that peasants could easily turn the unpolished rice into polished rice by paying a certain amount of money to huskers. Huskers take unpolished rice from peasants and process them to return it to peasants the farmer again as polished rice.

Prices

Prices of polished and unpolished rice observed at different levels in the marketing channel are presented in Table 3. Prices varied by the nature of rice and types of seller. Peasants sell unpolished rice to four types of buyers: consumers, stockists, village merchants and wholesalers at average prices of Tk. 1,026, 1,019, 1,015 and 1019, respectively. Some times peasants get different prices from two

types of mediators: Tk. 945 from wholesalers and Tk 1,023 from retailers. Stockists receive Tk 1050 and Tk 1042 from consumers and huskers, respectively by selling unpolished rice. Wholesalers and retailers sell their stock to retailers of polished rice and consumers, receiving 1,042 and 1,381 Tk, respectively. The price difference reflects the unpolished and polished nature of the produce, the functions each intermediary performed and the degree of completion between sellers. In the local market (Sherpur), many mediators were doing rice business with sellers and buyers and had many options in their operations. The prices of both types of rice, whether or not they were in the same quality and quantity, were increasing gradually as the products moved from one intermediary to another.

Table 3 : Price of unpolished rice (Taka/100 kg) and polished rice (Taka/67kg)

Seller	Buyer	Place of Sale	PRS
F*	C	FH	1026
	S	LM	1019
	VM	FH	1015
	WUR	LM	1019
F**	WPR	LM	945
	RPR	LM	1023
S*	C	LM	1050
	H	LM	1042
VM*	S	LM	1028
	H	HC	1031
	WUR	LM	1027
H**	WPR	HC	980
WUR*	H	LM	1012
WPR**	RPR	LM	1042
RPR***	C	LM	1381

F=Farmer, S= Stockist, VM= Village merchant, H= Husker, PRS=Price received by seller, FH=Farmer's house, LM=Local market, RPR=Retailer of polish rice, C=Consumer, HC=Husking Centre, WUR=Wholesaler of unpolished rice, WPR= Wholesaler of polished rice.

* = Indicate seller who engaged in selling unpolished rice.

** = Indicate seller who engaged in selling polished rice.

Marketing costs and net earnings of peasants and margins

Marketing costs affect the prices of flowing goods from producers to consumers. Reduced marketing costs increase the farmer's earnings, indicating the marketing efficiency of the farmer. The portion of the consumer's money that goes to

mediators is referred to as the marketing margin. In a sense, the marketing margin is the price of all utility adding activities and functions performed by mediators (Kotler, 2006). The cost of marketing differences is shown in table 3 . In the case of selling the polished rice to wholesalers of polished rice and retailers of polished rice, peasants get two different prices excluding marketing costs: 1129 and 1183 Tk, respectively. Deducting marketing cost from marketing margin, the net profits of stockists were calculated as 50 and 41 Tk and of village merchants are Tk31, 25 and 32. The marketing margin of huskers was comparatively much higher than other mediators. Table 4 shows that although the marketing costs of polished rice is higher than of unpolished rice, the net earnings of peasants selling polished rice instead of unpolished rice are higher. Here the highest marketing margin is received by the huskers (209 Tk). This is followed by the retailers (Tk 83). and wholesalers of polished rice (Tk 79). One of the reasons for the high profit was that they purchased unpolished rice from different sources at lower prices, polished it and then sell it.

Table 4: Marketing costs and net earnings of peasants and margins
Unpolished rice (Taka/100 kg) and polished rice (Taka/67 kg)

Seller	Buyer	MCF	NEF	MI	MCI	PI
F	C	16	1010	-	-	-
	S	18	1001	-	-	-
	VM	11	1004	-	-	-
	WUR	18	1001	-	-	-
F	WPR	94	1129	-	-	-
	RPR	110	1220	-	-	-
S	C	-	-	69	19	50
	H	-	-	57	16	41
VM	S	-	-	31	13	18
	H	-	-	25	13	12
	WUR	-	-	32	13	16
H	WPR	-	-	209	67	142
WUR	H	-	-	32	13	19
WPR	RPR	-	-	79	27	52
RPR	C	-	-	83	19	64

MCF= Marketing cost of peasants, NEF= Net earning of peasants, MI= Margin to intermediary, MCI= Marketing cost of intermediary, PI= Profit of intermediary.

Income Inequalities

It is important to distinguish between the income from the usual marketing channel and from alternative marketing channels. By selling two different kinds of products to consumers and to different kinds of mediators, peasants got different prices. The peasants had wide options to sell their product by using different channels; Table 4 shows how much more money the farmer could earn through alternative channels. When a farmer sells unpolished rice to consumers, he get 1010 Tk. The peasants could sell the product to different kinds of buyers and the income of the farmer differed. When a farmer sell the unpolished rice to a stockist, he can earn Tk1010 but he could earn 21% more money by selling polished rice to a retailer of polished rice. If a farmer sells unpolished rice to a village merchant, he received Tk 1004 but if he sells to a retailer, he could increase his income by 20.8%. By selling unpolished rice to a wholesaler of unpolished rice, the farmer received 1001 Tk. He could sell two different kinds of buyer: wholesalers and retailers. Here the farmer's earning would be increased to 21%, if the farmer sells to a retailer of polished rice. In Table 5, the highest income differences 21% are found between unpolished rice sell by the farmer to a village merchant and polished rice sell by the farmer to a retailer 20.8%. There are six types of middleman involved in rice trading and the peasants have freedom to sell them. Nobody was found in the surveyed areas that sell his total produce

Table 5: Income differences of peasants

Marketing Channels	Earning Taka	Alternative Marketing Channels	Earnings Taka	Income Difference Taka	Percentage of Income difference (Approximately)
F-C	1010	F-S	1001	-9	1%
		S-VM	1004	-6	0.5%
		F-WUR	1001	-9	1%
		F-WPR	1129	+119	11.8%
		F-RPR	1220	+210	20.8%
F-S	1001	F-VM	1004	+3	0.25%
		S-WUR	1001	0	0%
		F-WPR	1129	+128	12.8%
		F-RPR	1220	+219	21%
F-VM	1010	F-WUR	1001	-9	1%
		F-WPR	1129	+119	11.8%
		F-RPR	1220	+210	20.8%
F-WUR	1001	F-WUR	1129	+128	12.8%
		F-WPR	1220	+219	21%
F-WPR	1129	F-RPR	1220	+91	8%

solely to the only one type middleman and no one sell exclusively polished rice. Peasants' earnings depend upon the quality and types of the rice. Selling polished rice one can comparatively earn more money than selling unpolished rice. Although polished rice selling to retailers of polished rice was observed as the best source of earning in the areas, among 120 peasants, 87% exclusively sell unpolished rice and only 13% partially sell polished rice 6% and 3% of the produce to wholesalers of polished rice and retailers of polished rice, respectively.

Concluding Remarks

The study reveals the poor standard of living of the rice peasants. Most of the peasants in the community sell the raw product immediately after harvesting because of two main problems: (1) resource constraints to maintain their livelihood and (2) the need to pay back the money that is borrowed for production. To reduce this tendency of selling raw material produce immediately after harvesting, the government of Bangladesh may take more initiative to protect rural peasants by giving loans on the basis of production. The availability of polishing facilities at the rural level and the opportunity to sell polished rice to retailers of polished rice in the local market may help some peasants to earn more money by selling polished rice than is possible in current common marketing practices. Finally, the study emphasizes the benefits of polished rice marketing to retailers of polished rice instead of unpolished rice selling, which can uplift peasants' income and there by improve their standard of living.

Reference

1. Abbott, J.C., 1997. Agricultural Marketing Enterprises for the Developing World. Cambridge University Press, Cambridge, pp: 1-217.
2. Bangladesh Bureau of Statistics, 2002. Analytical Report Census of Agriculutre-1996, Planning Division, Ministry of Planning. Government of the People's Republic of Bangladesh, pp: 3-154.
3. Bangladesh Bureau of Statistics, 2006. Analytical Report Census of Agriculutre-2005, Planning Division, Ministry of Planning. Government of the People's Republic of Bangladesh, pp: 5-132.
4. Cundiff, E. and M. Hilger, 1979. "Marketing and the product consumption Thesis in Economic Development", in Micromarketing: Evolution off Thought. (George Fisk, Robert Nason and Philip D. White, Eds.), Boulder: University of Colorado, pp: 177-186.
5. Cundiff, E., 2002. A macro marketing approach to economic development. J. Macromark., 2: 14-19.
6. Hosley, S. and C.H. Wee, 2006. Marketing and economic development: focusing on the less developed countries. J. Macromark., 8: 43-52.
7. Hewitt de Alcáantara, C., 1993. Real Markets: Social and Political Issues of Food Policy Reform, Frank Cass, in association with EADI and UNRISD, London, pp: 1-131.
8. Kotler, P., S.H. Ang, S.M. Leong and C.T. Tan, 2006. Marketing Management. 2nd Edn., Prentice-Hall (Singapore) Pvt. Ltd., pp: 142.
9. Kotler, P., 2006. Marketing for Non-Profit Organizations. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall, pp: 1-531.
10. Kohls, R.L. and J.N. Uhl, 1980. Marketing of Agricultural Products. 5th Edn., Macmillan Publishing Co., Inc, New York, USA, pp: 220-245.
11. Mannan, M.A., 2005. Principles of Marketing. 1st Edn., Royal Library, Bangla Bazar, Dhaka, Bangladesh, pp: 1-428.
12. Rahman, S.M., J. Takeda, Y. Shiratake, 2005. "The role of Marketing in Standard of Living" Journal of Applied Sciences, 5 (1): 195-201.
13. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistical Pocketbook Bangladesh, 2006-2007. Planning Division, Ministry of Planning. Government of the People's Republic of Bangladesh, pp: 3-471.
14. Stephen, P. R. and C. Mary, 1999. Management. Sixth Company, Upper Saddle River, New Jersey, USA, pp: 4. pp: 1-20. Edition, Prentice-Hall, Inc. A Simon and Schuster
15. William, L. W. and S. M. Elizabeth, 1999. Marketing's contributions to society. J. Market., 63: 198-218.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Good Governance and Rural Development: Some Basic Issues in Bangladesh

Mihir Kumar Roy*
Md. Mizanur Rahman*

1. Introduction

Bangladesh, officially, the Peoples Republic of Bangladesh, is a developing country located in South Asia sharing border with India and Myanmar, emerged as a sovereign state after a nine-month long war of liberation in 1971. Geographically the country is located between 20^0-34’ and 26^0-38’ north latitude and between 88^0-0’ and 92^0-4’east longitude. With respect to geographical boundary Bangladesh lies in the north-eastern part of south Asia and is surrounded by India on all sides except for a smaller border with Myanmar to the far south-east and the Bay of Bengal to the South. The population of Bangladesh (approx. 140.00 million) ranks seventh but its area (147570 sq.km) is ranked ninety fourth making it one of the most densely populated (953 per sq. km.) countries in the World. The population growth rate and life expectancy at birth are 1.42% and 65 respectively. The percentage of muslin people is nearly 88.3 while that of Hindu, Buddhist and Christian is 10.5, 0.6 and 0.3 respectively. Currently the literacy rate of Bangladesh is 60%. Bangladesh enjoys generally a sub tropical monsoon climate. Winter (Nov.-February) temperature ranges from minimum of 7.22-12.77 Celsius to maximum 23.88-31.11 Celsius. The maximum temperature

* Professor, City University, Dhaka-1213;**Deputy Director, BARD, Comilla.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

is recorded in summer (March-June) ranging from 36-66 Celsius to 40-55 Celsius. The monsoon (July – October) period accounts 80% of the total rainfall.

Bangladesh is predominately an agricultural country. Agriculture still dominates the economy in terms of generating income & employment opportunities for the vast rural populace. Study shows that nearly 80% of the rural people depend on agriculture and that agriculture employs 51.69 % of the total labour force as compared to 13.56% in industry, &34.75% in service sector in the country. Currently Bangladesh has been experiencing some positive macro-economic developments especially in the areas like increasing income per-capita (US$ 520.00), rising foreign exchange reserve and declining dependency on foreign aid components. During 2006-07, the GDP growth rate was close to 6.51%, which was 4.2% in 1990-95, & 3.8% in 1990 (BER-2007).

Most of the land (85%) is alluvium in nature. The soil is very rich due to continued inundation by the rivers, Padma, Ganges, Jamuna, Meghna and Brahmaputra, which have originated from the Himalayas. The annual rainfall varies from 50 inches to 200 inches and the annual temperatures are between 57^0F and 80^0. The country enjoys a sub-tropical climate having six seasons namely monsoon, winter, summer, autumn, spring and rainy season. Most of the land (85%) is alluvium in nature. The soil is very rich due to continued inundation by the rivers, Padma, Ganges, Jamuna, Meghna and Brahmaputra, which have originated from the Himalayas. The annual rainfall varies from 50 inches to 200 inches and the annual temperatures are between 57^0F and 80^0. The country enjoys a sub-tropical climate having six seasons namely monsoon, winter, summer, autumn, spring and rainy season. The total labour force of Bangladesh is 67 million, of which 66% are engaged in agriculture. Per capita income has increased to us 386 during the last decade. Major agro-products are paddy, wheat, jute, tea, sugar acne and bamboo. Major sector contributing to the country's GDP is agriculture (21.11%). Other major contributors are manufacturing sector (17.79%), whole sale and retail trade (1 4.17%) and transport (10.21%). Major export items are ready made garments knitwear, frozen food, jute products and leather.

Despite development in its macro economic status, poverty is still pervasive in Bangladesh. Though varies in different estimates about 44% of the rural population live below the poverty line of which about 22% is referred to be as hardcore poor. The urban areas on the other hand have more concentration of people living below the poverty line. Rapid population Growth, scarcity of land, lack of access to means of production, malnutrition, literacy, lack of skill, socio-

political unrest, mismanagement and such others other factors are the causes of perpetuated poverty in Bangladesh. The overall incidence of income poverty has been declining and nationally the head count ratio has gone down from 46.2% in 1999 to 40.9 in 2004 under the Direct Calorie Intake (DCI) method while it is 43.6% in the urban and 40.1% in the rural areas. In the social development front there has been significant progress despite moderate income growth and modest pace of in come poverty reduction which includes reduction in population growth from1.48% in 2004 to 1.43% in 2006, life expectancy at birth goes up (both sexes) from 56.1 years in 1991 to 64.9 years in 2003 (Male 64.5 years and Female 65.4 years), access to safe drinking water user 96.3% and sanitary latrine user 52.6% in 2004, decrease in infant mortality (both sexes) from 58 per thousand in 1998 to 53 per thousand in 2003, improvement in child nutrition, reduction in maternal mortality from 4.7 per thousand live births in 1991 to 3.8 per thousand live births in 2003, expansion of primary and secondary education, literacy rate of population (both sexes) 15 years and above is 67.1% (male 72.71% and female 61.1%), reduction of gender inequality and empowerment of women.

According to UNDP's Human Development Report 2004, Bangladesh has graduated from low human development group to medium human development countries. Out of 177 countries, Bangladesh ranked 138, scoring HDI value of 0.478 which as only 0.335. Bangladesh ranked much lower (145) as per HDR, 2002. The problems facing Bangladesh are still enormous. HDR, 2004 reveals that, 48% of children under 5 are underweight and 45% of children are stunted. Despite marginal improvements in poverty situation, the problem is still basic. Poverty is widespread and endemic. About 40.9% of the population is still below poverty line. Pace of poverty alleviation is rather slow. This suggests the need for not only targeting a much higher and sustained growth rate in average incomes, but also making the growth process sufficiently broad based i.e. facilitating the active participation of the poor as agents of growth. Secondly, progress in poverty alleviation on the basis on income measure has not been matched by improvement in crisis-cropping capacity, access to health care, nutrition, sanitation, education and creates job opportunities etc.

II Good Governance: Bangladesh Context

All over the world establishing good governance is a very complex and expensive task. Many nations have achieved commendable success in ensuring good governance whereas many nations are constantly striving for achieving the success in establishing good governance. Unlike other countries during recent

days, Bangladesh has achieved remarkable success in the field of good governance. In recent time a lot of initiatives were undertaken in order to promote the status and quality of governance in Bangladesh. Among these attempts some issues are national and some are local.

2.1 Good Governance at National Level

Some attempts of good governance have already been taken at the national level. The major initiatives are described below:

Separation of Judiciary: Separation of power among the three important branches of the government is the cardinal element to develop a democratic society. On November 1, 2007, separation of judiciary has taken place in Bangladesh. Hope this will have positive contribution in bringing good governance in the society on a long-term basis.

Strengthening Election Commission: Under the leadership of a Care Taker government recently election commission has been reformed. Through appointments of the Chief Election Commissioner, two Election Commissioners and a Secretary, the office of the Election Commission has got a new direction in holding a free and fair election in a pre determined roadmap. Remarkable initiative for holding a neutral, rigging-free and credible election has been undertaken. In ensuring this a nation-wide drive for preparation of a photo-identity card is going on speedily. It is hoped that in consultation with the political parties necessary corrective measure will also be taken to ensure a free and fair election.

Strengthening Anti-Corruption Commission: In a bid to overcome the problem of corruption the whole set up the Anti Corruption Commission was changed. New suitable laws are underway to make the Commission an effective organization. Huge cases are suited against the corrupt politicians; businessman and government officials by this time and lot of persons have already arrested in particular cases. Even both the heads of the ruling party and opposition party of the last regime have been arrested in charge for corruption and abuse of power.

Reform in Public Administration: In a bid to bring good governance several measures have been taken in the filed of public administration. Some of the mention-worthy initiatives are described below:

Preparation of Citizen’s Charter: To make the administration pro-people, transparent and accountable to the general people relevant government organizations have prepared citizen charter. According to this initiatives required

information, location guideline and grievance handling mechanism have been established in the office premises of the public bureaus.

Setting up the Office of a Tax-Ombudsman: To help mitigate the grievance of the taxpayers, a new office of a Tax-Ombudsman has been established. The tax ombudsman reviews complain and suggest for remedies.

Tax System: To increase the tax base new tax system has been introduced incorporating wider participation of the new number of tax-payees. Due to tax enhance of the tax base government revenue earning has been increased.

One Stop Service System: To provide services to the general mass one stop service center concept has been incorporated in the passport office. According to this concept one can get his passport from one place in a short time in cue. He need not go to various doors for getting his passport. This one stop serve has become very popular to the people. Following this tradition other service provider organizations are thinking to introduce this concept.

Land Management Reform: Recently some measures have been taken regarding land ownership. The complex deeds system has been simplified which has eased the selling and purchasing of land.

Police Reform: During the recent time a lot reforms have taken place in police department of Bangladesh. Creation of Rapid Action Battalion, Chita, Panther and model thane are some of the examples of such reforms. Various kinds of modernizations in police department have helped them act promptly. Some age old laws have also been changed in the recent days.

Merit based Promotion System: Recently government has introduced a new merit based promotion rules for the civil officers. According to this promotion rules senior secretary, deputy secretary, joint secretary, additional secretary and secretaries are being promoted replacing an age-old system of seniority cum merit system.

People's Voice in the PRSP: A participatory consultation approach was followed to cover all stakeholders in the formulation of PRSP. In addition to policy makers and experts, civil societies and people's representatives at all levels, women organizations' representatives, child and youth representatives, NGOs, tribal people, physically disadvantaged people, poor and vulnerable people etc., were consulted while formulating this document (GOB, 2004). The PRSP thus becomes the first ever most comprehensive national document underlining the ineluctable

necessity of good governance for poverty reduction.

2.2 Governance at Local Level

Lots of projects have been undertaken in the field of good government during the last five years. Like national efforts some examples at grassroots level governance are narrated below:

Serajganj Local Governance Development Fund Project (SLGDF): The project lays stress on many elements of good governance such as participatory decision-making and monitoring, decentralized and performance based funding, open budget sessions, transparency and accountability etc. The open budget session is a unique concept in which UP budget is prepared through consultation with the community in their presence. The participatory performance assessment of UP activities with participation of 100-300 persons (20-30% women) from the community is another appreciable addition. Certain mechanisms including incentive provision have been introduced to enhance local resource generation of UP introducing direct block fund for UPs is another good addition to strengthen local government institutions (Siddique, 2005).

Participatory Rural Development Project: Participatory Rural Development Project (PRDP) is being implemented by the Bangladesh Rural Development Board (BRDB). The Participatory Rural Development Project (PRDP) under JICA assistance has yielded good results in promoting the cause of local good governance in many ways. The project has been working for establishing an effective mechanism of coordination of activities of all concerned working for poverty alleviation and rural development through strengthening local governance at the union and village levels. The institutional implementation mechanism of PRDP is termed as Link Model since it aims at establishing linkages among UP, NBDs, NGOs and villages to promote rural development. Wider scope for participation through Union Coordination Committee (UCC) meetings, Village Committee (VC) meetings, improved rural service delivery through vertical and horizontal linkages, the introduction of Upazila Development Officer (UDO) as the link person between UP and service providers, provision for matching fund from the community against development schemes, obligation of clearing union tax by VCs for approval of schemes by UCFCM, notice boards to keep community updated, and introduction of Union Parishad Development Complex (UPDC) to facilitate bringing all stakeholders in the same location essentially

address the crucial need of good governance at local level.

Local Governance Support Project (LGSP)

The Local Governance Support Project (LGSP) is undertaken by the Bangladesh government with the financial assistance of World Bank and UNCDF. It was initiated in July 2006 to ensure largest fiscal transfers to UPs and to strengthen their capacity to use resources responsibly and to be accountable to citizens. LGSP aims to put predictable block grant into the hands of UPs, alongside a clear set of rules and conditions to ensure that these fiscal resources are used responsibly, in the interest of local communities and development priorities. The objective of LGSP is to develop accountable LGIs that provide services that meet community priorities, supported by a predictable and transparent fiscal transfer system. LGSP will provide expanded funds directly and on a timely basis to better performing UPs and their constituent communities. This will enable the UPs and communities to develop medium term plans and implement programs according to their own needs. Pilot programs indicate that UP and community led projects save time and money in providing basic services to the poor. With increased funds and enhanced skills and management capacity, Ps and communities will be able to build improved infrastructure (e.g. rural roads, waterways, culverts, bridges, embankments, drainage canals, ferry ghats, sluice gates, water and sanitation facilities, school and clinic improvements, libraries, community information centres, markets etc.). This will improve people's mobility, enhance access to markets and information, lead to increased income, quality education and health service's reduce infant, child and maternal mortality, strengthen environmental protection and increase social cohesion. As communities receive better service from their Ps, they will be willing to pay more taxes, which will increase own-revenues for the UPs, and thus enable them to access LGSP Performance Grants. It is envisaged that, LGSP will assist UPs to fulfill their mandates and become self-sustained, accountable and empowered local government institutions. LGSP has six components which are given below:

Fiscal Transfers: Expanded Block Grants (EBGs) will be allocated to eligible UPs in a phased manner. It is envisaged that about 20% of all UPs will be covered in each year and that all 4,498 UPs will receive EBGs by the end of the project. EBGs will be disbursed in a predictable manner and directly to the bank accounts of eligible UPs, via a Nationalized Commercial Bank (NCB).

Institutionalizing Local Accountability: Community participation in planning, budgeting, implementation and monitoring, public disclosure and regular reporting will be conditions of block grant release. Under the project, UPs will

submit quarterly reports to LGD and to communities and the Government will carry out annual financial, procurement, environmental and social assurance audits for each UP to become or to remain eligible for the expanded block grant. A Block Grant Coordination Committee (BGCC) at the Upazila level will ensure coordination, peer learning, oversight by Upazila Nirbahi Officers (UNOs) and provide an avenue for grievance redress.

Capacity Development: UPs, communities, and officials will require capacity development for undertaking participatory planning, budgeting and public expenditure management (PEM). Activities under this component will include: (i) a nation-wide Information, Education and Communication (IEC) campaign; (ii) training and capacity building activities of UPs, based around the local PEM cycle; and (iii) developing peer learning mechanisms for participating UPs and local officials.

Performance Review and Policy Development: Activities will include: (i) evaluation of the block grant; and (ii) conducting annual workshops/seminars with a broad range of stakeholders and dissemination of the results.

Social Protection (SP) Pilot: A pilot will be conducted in 19 UPs in Sirajganj District, whereby UPs will directly manage safety net programs for the poorest (a supplementary Operational Manual will be used by this component).

Learning and Innovation: Second generation pilots will be conducted in six districts – Sirajganj, Habiganj, Narshingdi, Feni, Barguna and Satkhira. These pilots will include additional block grants to eligible UPs, who are receiving EBG (a supplementary Operational Manual will be used by this component.).

2.3 Governance in the NGO Sector

The micro credit revolution in Bangladesh happened through the flourishing of thousands of big and small NGOs. Grameen Bank took the pioneering role in the 80s NGOs like BRAC, Proshika, ASA and the specialized bank Grameen Bank have been operating in the nature of corporate entities covering the whole country. The success of NGOs is well known. It has been due to mainly easy and quick access to credit without the condition of collateral and subsequent intensive supervision. The vulnerable sections especially women have benefited from NGOs' development activities. There are also success stories like non-formal education programme of BRAC. However, NGOs have also become subject to second generation problems. Micro credit in some cases has become a repetitive exercise with little addition to creative capacity of the poor. The rising incidence of indebtedness to multiple NGOs poses a pressing problem confronting this

sector (Sen., 1997). There is also an information gap about macro statistics on the level and composition of resources channeled through NGOs every year as well as their accountability as a whole. Many of these concerns seem to be governance related.

III. Good Governance and Rural Infrastructure

The Millennium Development Goals and PRSP have underscored the importance of reducing poverty by half by 2015 which require building of sustainable rural institutions, infrastructure and productive social service provisions. Sustainable institutions and the capacity enhancement of the people involved with those institutions are exigently essential for poverty reduction. A good infrastructure is critical for higher economic growth, poverty reduction and social development. It plays an important role in product diversification, trade expansion, provisioning of basic services, increasing productivity, decreasing production cost and thereby, enhancement of quality of life and welfare of people. Physical infrastructure services directly affect the socio-economic condition of people by increasing their access to health, education, water supply and sanitation, rural roads, electricity and similar infrastructure (GOB: 2005).

An adequate provision of rural infrastructure services is necessary to promote equitable agricultural development, foster rural growth and enhance rural welfare. Micro-level studies in Asia and Pacific countries suggest that rural areas, which are well endowed with infrastructure services, generate large multiplier effects with higher growth and lower poverty incidence compared to infrastructure deficient areas. According to a World Bank study, China’s success in rural enterprise is attributed to the supply of minimum package of transport, telecommunications and power at the village level. Over the last few decades, an impressive expansion of rural infrastructure has been taken place e in Asia and pacific countries. This has contributed to growing integration of rural areas with the rest of the economy, facilitated movements of goods, services and product in factors to exploit the advantages of economies of scale and potentials. In fact, rural infrastructure has positive impact for promoting governance, which is described beneath.

IV. Governance, Rural Infrastructure and Poverty Alleviation: The Nexus

Good governance is a very complex and multi-dimensional concept. The exponent of the concept of the good governance is the World Bank. According to the World Bank’s standard definition, governance encompasses (i) the form of

political regime (parliamentary or presidential or civilian and authoritarian or democratic); (ii) the process by which authority is exercised in the management of a country's economic and social resources for development; (iii) the capacity of governments to design, formulate and implement policies and discharge functions. Multilateral donor organizations generally equate good governance with sound economic management based on accountability, participation, predictability and transparency (Siddiqui, 1996:15). ESCAP provides a very short but powerful definition of governance. Governance means the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented). Good and bad governance depends on the process of decisions that means if decisions are taken consultatively and properly implemented, good governance occurs and if it does not happens so, it refers to bad or weak governance. Governance is the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels. According to UNDP governance comprises mechanisms, processes and institutions, through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences. Governance Can be viewed as sum of three major components: process, content and deliverables. The process of governance included factors like transparency and accountability. Content includes values such as justice. Commission on Global Governance defines governance as the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. Eight major characteristics of good governance is, participatory in nature, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive rule of law.

- It implies managing public affairs in a transparent, accountable, participatory and equitable manner showing due regard for democratic principles.
- It entails the prevalence of the rule of law and an independent judiciary, institutional checks and balances through separation of powers, and effective oversight agencies.
- Governance comprises the traditions, institutions and processes that determine how power is exercised, how citizens are given a voice, and how decisions are made on issues of public concern.
- Good governance assumes a government's ability to maintain social peace, guarantee of law and order, promote or create conditions necessary for economic growth, and ensures a minimum level of social security.

- In the concept of good governance it is asserted that political pluralism is a must for sustained economic development and it has to be steered by people's representatives.
- The governance agenda has laid more emphasis on better performance and effective role of public institutions.
- It is concerned with reliability and predictability, openness and transparency, accountability, as well as efficiency and effectiveness of public policy. It puts emphasis on the process of decision-making and public policy formulation.
- It put more emphasis to the rule of law and efficient public sector management.

Good Governance is equivalent to purposive and development oriented administration which is committed to improve the quality of life of the people without necessarily democratic in nature (Jeffreis, 1992). Some scholars opine that good governance means good government. In public sector, governance equates governmental responsibility and responsiveness to manage state affairs. Good governance gives more importance of private rights and individuals initiatives (civil society). Governance comprises the processes that determine how power is exercised, how citizens are given a voice, and how decisions are made on issues of public concern. Governance requires adequate and reliable information and efficiency in resource management and delivery of public services. Methods of increasing accountability and making the administration responsive are the main issues of good governance. To ensure good governance it requires a balance growth of public sector, private sector, local government and civil society. Efficient institutions are vital tools to ensure governance process. Governance is about process, value, content and outcome. An excellent education system is essential for developing a long-term development strategy of country. Sound education system along with a well-managed service sector is *sine qua non* prerequisite for upholding the cause of public sector management. Governance requires creation of just laws that protects citizens from abuse in economic and political affair or human rights. It ensures a judicial system that will uphold the law without bias. Law should ensure its supremacy, neutrality and equality at any cost although operationalising good governance is a tedious task. The communalization and criminalization of politics, brutalization of society, endemic corruption and chronic ineffectiveness of governments have now-a-days questioned the very credibility of Governance and maintaining its quality.

References

1. GOB (2002), Local Government Engineering Department, Dhaka: Parma Printers and Colours Ltd.
2. GOB (2003), Draft Master Plan for Development of Rural Infrastructure, LGED, Dhaka.
3. GOB (2005), Brochure on Small Scale Water Resources Development Sector Project, LGED, Dhaka.
4. GOB (2005), Draft Final of Rural Road Master Plan (Main Text): (LGRD&C), Local Government Division, LGED, Dhaka.
5. GOB (2005), *Unlocking the Potential: National Strategy for Accelerated Poverty Alleviation*, General Economics Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.
6. GOB (2007), *Bangladesh Economic Review: 2006*, Economic Adviser's Wing, Finance Division, Ministry of Finance, January, 2007(P, REB-126), LGED-138, Rural infrastructure Development Parogarmme-188, 189)
7. GOB (2007), *Annual Plan of LGED: 2005-06*, Ministry of Local Government, Rural Development & Cooperatives (LGRD&C), Local Government Division, LGED, Dhaka..
8. Impact of Investments on Growth Centres by Infrastructure Development Project, Rural Development Sector Programme-III, Programme Coordination Unit, December, 1999.
9. Project Profile of CBRMP, LGED, Dhaka.
10. Reddy, G. N. (2002), "Community Development through the Promotion of Rural Community Infrastructure in Report of the Asian Productivity Organization (APO)", Seminar on Infrastructure for Community Development, held in Tehran, Iran from 24 Oct- 02 November, 2002, APO, Tokyo, 2002
11. Research Report 83: Developmental Impact of "Rural Infrastructure in Bangladesh, October 1999, International Fo9od Policy Research Institute in Collaboration with the Bangladesh Institute of Development Studies.
12. Siddiqui, Kamal (1996), *Towards Good Governance in Bangladesh*, Dhaka: University Press Limited.
13. Siddiqui. Md. Azizur Rahman (2005), *Local Governance Development Fund Project, Sirajgang,* Paper presented at the National Seminar on Reviewing the Bangladesh Models for Rural Development and Local Governance, Dhaka: JICA

14. Socio-Economic Impact Study of Feeder Road Type-B Improvement under Rural Development Project-7 (RDP 7), Final Report, May 2002, Bangladesh Institute of Development Studies, Agargaon, Dhlaka.

15. UNDP (2006), *Human Development Report*, New York:UNDP.

16. World Bank (1996), *Bangladesh: Governments that Works- Reforming the Public Sector,* Published for the World Bank, Dhaka: The University Press Limited.

17. World Bank (1996), *The Operational Manual of the Local Government Support Programme*, Dhaka: World Bank.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ ঃ দরিদ্র মৎস্যজীবীদের প্রাপ্তি ও অধিকার কতটুকু

ধৃতব্রত সেন লিটন*

'জলমহাল' একটি বহুল আলোচিত শব্দ। এই জলমহাল ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রায়শই আমরা শুনে থাকি যে, জলমহালগুলো প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণে। সংশ্লিষ্ট প্রশাসন প্রভাবশালীদের স্বার্থ রক্ষা করে। আবার এক্ষেত্রে উল্টো কথাও আছে। জলমহালের সঙ্গে জড়িত মৎস্যজীবীদের স্বার্থে, যুব সম্প্রদায়ের স্বার্থে সরকারের অনেক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের বিষয়টিও এক্ষেত্রে আছে। জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন হয়- জেলে সম্প্রদায়ের স্বার্থে, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে। কিন্তু বাস্তব চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সরকার বদলের সাথে সাথে নতুন নীতি ও পরিকল্পনা আসে, আবার সরকার যখন বদলায় নীতিও বদলায়। কিন্তু যাদের জন্য সরকার এই নীতি প্রণয়ন করেন তাদের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন কতটুকু ঘটে? জলমহাল ব্যবস্থাপনায় প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম ও নিয়ন্ত্রণ থাকবেই এমনটিই যেন আমাদের চোখের সামনে বার বার ধরা দেয়।

ব্রিটিশ শাসনামলের আগে সব ধরনের জলমহালে জনগণ এবং মৎস্যজীবীদের অধিকার ছিল অবারিত। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যেদিয়ে জলমহালগুলো চলে আসে জমিদারদের অধীনে। জমিদারগণই তখন জলমহালগুলো ইজারা দিতেন। প্রভাবশালী ইজারাদাররা নিয়ন্ত্রণ করতো জলমহালগুলো। যেসব জেলে জলমহালগুলোতে মাছ শিকার করতেন তাদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইনের বলে এই চাষ ব্যবস্থার অবসান হয়। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব বিভাগ সব ধরনের জলমহাল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়। জেলা প্রশাসকগণ অতিরিক্তি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জলমহালগুলো নিলামে বন্দোবস্ত দিতেন। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারি রাজস্ব আদায়। ষাটের দশকের শেষ দিকে "বোর্ড অব রেভিনিউ" মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন ও রেজিস্ট্রেশনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং রেজিস্ট্রিকৃত মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার দেয়ার চিন্তা করে কিন্তু তা আর বেশি দূল এগোয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে জলমহাল ব্যবস্থাপনায়

---

* ধৃতব্রত সেন লিটন, প্রোগাম অফিসার, বেসরকারি সংস্থা এএলআরডি। মোবাইলঃ ০১৭১১১৮১৬০৮, অফিসঃ ১০/১১, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

(১৯৭৪ সাল পর্যন্ত) ইজারাদারদেরই প্রভাব ছিল। সরকার ১৯৭৪ সালে সিদ্ধান্ত নেয় যে শুধুমাত্র রেজিস্ট্রার্ড মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোই জলমহাল ব্যবস্থাপনা পাবে। এ ঘোষণার পর হাজার হাজার অমৎস্যজীবী প্রভাবশালী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে এবং জলমহালগুলোর উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। এই অবস্থাই সত্তরের দশকের শেষ থেকে এখনো অব্দি চলে আসছে।

জলমহাল ব্যাবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সরকারের দুই মন্ত্রণালয়ের টানাটানি ঘটনাও প্রায় দুই যুগের। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট ১০,১০৯টি সরকারি জলমহালের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রচলিত আইন ও নীতি অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। ভূমি মন্ত্রণালয় এককভাবে জলমহাল ব্যবস্থাপনা করবে, না মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় এগুলোর ব্যবস্থাপনায় থাকবে নাকি উভয় মন্ত্রণালয় এসবের ব্যবস্থাপনায় থাকবে–এ সকল প্রশ্নের জটিলতা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। ইতোপূর্বে সরকার বস্তুত ১৯৮০ সাল থেকে জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন করে। এই নীতিমালা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে জলমহালসমূহ বেশির ভাগ সময় ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় থাকলেও মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত হয় ১৯৮০ সালে, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা বেশি দিন টিকেনি। জলমহাল ব্যবস্থাপনা চলে আসে ভূমি মন্ত্রণালয়ে। আবার প্রভাবশালীদের আধিপত্য বেড়ে যায় জলমহালগুলোর উপর। এ ছাড়াও দেখা যায় স্থানীয় সরকারকে স্বল্প সময়ের জন্য ২০ একরের নিচে জলমহালগুলো ব্যবস্থাপনার অধিকার দেওয়া হয়। ২০ একর পর্যন্ত জলাভূমিগুলো যুব মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলে আসে। কিন্তু যুব সমাজ কি প্রকৃত পক্ষে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা পাচ্ছে ? এর দ্বারা যুব সমাজে কি কর্মসংস্থান হয়েছে কিনা তা মূল্যায়িত হয়নি। ২০০৫ সালে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় টেন্ডারের শর্তাবলী থেকে বুঝা যায়-মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নামে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে প্রভাবশালীরাই জলমহালগুলো ভোগ দখল করছে। অতএব কিভাবে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অধিকার নিশ্চিত করা যায় জলমহাল ব্যবস্থাপনায় তা একটা বড় আলোচনার বিষয়। টেন্ডারের মাধ্যমে লীজ দেয়ার ব্যবস্থার বদলে অন্য কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সরকারি জলমহালে অধিকার নিশ্চিত করার উপায় আছে কিনা তা ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে।

জনগণের রায়ে ক্ষমতাসীন সরকারি দল আওয়ামী লীগ দিন বদলে বিশ্বাসী, কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে গতিশীল করতে পল্লী ও কৃষি উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই সরকার তাদের নির্বাচনী ওয়াদা অনুসারে গত ২৩ জুন ২০০৯ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের কল্যাণার্থে নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করেন। ঘোষিত নতুন জলমহাল নীতিতে 'জাল যার জলা তার' নীতি অনুসরণসহ বেশ কিছু পরিবর্তনের কথা থাকলেও এই নীতিতে জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ কোন দিক নির্দেশনা রয়েছে কিনা তাই আলোচনার দাবী রাখে।

আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহার 'দিনবদলের সনদে' বলেছে, 'পল্লী উন্নয়নে নাগরিক সুযোগ-সুবিধার পরিধি বিস্তৃত করা হবে। ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ, খাস জলাশয় ও জলমহাল প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে (কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির ৭.৪ অনুচ্ছেদ)'। এমনকি এই সনদে বস্তি, চর, হাওড়, বাওড় ও উপকূলসহ সকল অনগ্রসর অঞ্চলের মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে (১৮.১ অনুচ্ছেদ)। বাস্তবে নতুন সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষিত জলমহাল নীতিটি সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতির সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্তর-আশির দশকে দেশের কৃষক শ্রমিক আন্দোলনের সাথে জড়িত সংগঠনসমূহের শ্লোগান ছিল 'জাল যার জলা তার, লাঙ্গল যার জমি তার।' বর্তমানে 'জাল যার জলা তার' এই নীতি অনুসরণ করা হবে বললেও বাস্তবে রেজিস্ট্রেশন ও পর্যাপ্ত অর্থ ছাড়া সরকারের জলাশয়/জলমহাল বন্দোবস্ত/লীজ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতি[illegible]য়ায় লেখকবৃন্দ সরকারের এই নতুন নীতিকে 'রেজিস্ট্রেশন যার জলা তার' বলে মন্তব্য করেছেন (প্রথম আলো ১৩ সেপ্টেম্বর ০৯)। নতুন নীতিমালা অনুসারে খাস জলমহাল বলতে এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাওর,

বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা,হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী এবং সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলাদেশে সরকারি জলমহাল যেমন দীঘি-পুকুর, হাওর, বাঁওর, বিল, নদ-নদী, খাল ও প্লাবন ভূমি মিলিয়ে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন ৪৩.৪৭ লক্ষ হেক্টর। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মধ্যে মুক্ত জলাশয় অর্থাৎ নদী, খাল-বিল, বাঁওরের আয়তন প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর। সরকারি হিসাবে বাংলাদেশ জলমহালের সংখ্যা প্রায় ১০,১১৯ টি। কয়েক ধরনের জলমহাল সরকারের দখলে রয়েছে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা রয়েছে এবং উন্মুক্ত জলাশয়ের কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা নেই। এই নীতিতে বদ্ধ জলাশয়/জলমহালগুলো বন্দোবস্তের কথা বলা হলেও উন্মুক্ত জলাশয়/জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারা দেওয়ার বিষয়ে কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি।

জলমহাল নীতির কয়েকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে - দেশের খাস জলাশয় ও জলমহালসমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে অগ্রাধিকারভিত্তিক বন্দোবস্ত দেয়া, জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানো এবং মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও তার উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। এ ছাড়াও এগুলো বন্দোবস্ত পাবেন প্রকৃত মৎস্যজীবীরা, যারা প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করে প্রধানতঃ জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু নীতিতে পরিস্কার বলা হয়েছে এসব মৎস্যজীবী সংগঠনগুলোকে অবশ্যই সমবায় অধিদপ্তর বা সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধিত হতে হবে এবং প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতিকে আবেদনপত্রের সাথে উপজেলা বা জেলা সমাজসেবা/ সমবায় কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র (সমিতি কার্যকর আছে তার প্রমাণপত্র) এবং বিগত দুই বছরের সমিতির অডিট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিটি জলমহালের বিগত ৩ বছরের গড় ইজারামূল্য নির্ধারণ করে এর উপর ৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য ধার্য করে সরকারি ইজারা মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং আবেদনপত্রগুলো যাচাই-বাছাইযের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিবেচনা করা হবে। এমনকি প্রকল্পভুক্ত মাছ চাষীদের ক্ষেত্রে সমিতির গঠনতন্ত্র, ব্যাংক লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র, সত্যায়িত ছবি, বিগত ২ বছরের অডিট রিপোর্ট, উপজেলা/জেলা সমবায় বা সমাজসেবা কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র এবং ভবিষ্যত মৎস্য চাষ-উৎপাদনের পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ম মেনে আবেদন করতে বলা হয়েছে, যা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের পক্ষে (বাংলাদেশের আর্থ-সামজিক অবস্থা বিবেচনায়) যোগাড় করা সম্ভব কিনা তা যথেষ্ট প্রশ্ন সাপেক্ষ। নতুন নীতিতে আরো বলা হয়েছে যে, কোন কারণে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা না গেলে জেলা প্রশাসক খাস কালেকশান এর মাধ্যমে তা ব্যবস্থাপনা করবেন। বন্দোবস্ত জলমহালগুলো কোন অবস্থাতেই সাব লীজ দেয়া যাবে না কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। যদি কেউ তা করেন তবে তার লীজ বাতিল বলে গণ্য হবে। এই প্রক্রিয়াটি মনিটরিং কীভাবে হবে, কারা করবে, কখন করবে ইত্যাদি বিষয় উহ্য রাখা হয়েছে।

নতুন জলমহাল নীতিতে বলা হয়েছে, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলমহালগুলোর বিগত তিন বছরের গড় ইজারা মূল্যের উপর ২৫% বর্ধিত মূল্য ধার্য করে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা হবে। কোন জলমহালের ইজারা মূল্য আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না। **স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, এদেশের প্রকৃত মৎস্যজীবীদের পক্ষে এই অর্থ এককালীন পরিশোধ করা কী সম্ভব? নীতিতে বলা আছে** মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টি এবং মাছ চাষ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কিছু সংখ্যক জলমহালকে সংরক্ষিত জলমহাল হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের সুরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। 'কিছু সংখ্যক জলমহালের' বলতে কী বুঝাবে/ এর কী সংজ্ঞা হবে তা অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। এদেশে অধিকাংশ জেলেদের নিজের জাল নেই, নৌকা নেই। নৌকা ও জালের মালিক আড়তদার বা মহাজন। এই নীতিতে নতুন মোড়কে মাছের আড়তদারদের নিয়ন্ত্রণই পরোক্ষভাবে পাকাপোক্ত হবে। প্রকৃত মৎস্যজীবী বা মৎস্যজীবী সমবায়কে ব্যাংক ঋণের জন্য কোন সহায়তা প্রদানের বিধান এই নীতিতে রাখা হয় নাই। প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ফলে মৎস্য খামার বা জলমহাল ক্ষতিগ্রস্থ হলে সরকার কর্তৃক সহায়তা প্রদানের বিধানও এতে নেই। রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীববৈচিত্র্য

সংরক্ষণের বিষয় উল্লেখ থাকলেও বছর বছর লিজের টাকা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অথচ আয় থেকে জলমহাল উন্নয়নের জন্য কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। বলা যায়, প্রকৃত জেলেদের স্বার্থ নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণের কথা এই নীতিতে নেই। এ ছাড়া উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা বা লীজ প্রদানের বিষয়ে স্পষ্টত: কোন নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। এই বিষয়ে সরকাররের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত জনগণের কাছে স্পষ্ট নয়। উন্মুক্ত জলাশয়ে অবাধে মাছ নিধন যাতে না হয় সেজন্য জলমহাল কমিটি ব্যবস্থা নেবে বলা হয়েছে। বিষয়টি দরিদ্র জেলেদের ভোগান্তি আরো বাড়াবে এতে কোন সন্দেহ নেই। হাওড় এলাকায় প্রায়শ: দেখা যায় যে, সরকার যতটুকু এলাকার জন্য লীজ প্রদান করেন, বর্ষা মৌসুমে তার সীমানা সম্প্রসারিত হয়, বর্ষা মৌসুমে বর্ধিত সীমানায় লীজ গ্রহীতা ভূমি মালিককেও পানিতে নামতে বা মাছ ধরতে বাধা সৃষ্টি করে এবং স্থানীয় প্রশাসনও লীজ গ্রহীতার দাবীকে যৌক্তিক ঘোষণা করে থাকে। মৎস্য আইন ও মৎস্য অধিদপ্তরের পরিকল্পনা অনুসারে কোন কোন এলাকাকে **সংকটাপন্ন জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষিত জলমহাল** ঘোষণা করা হয়েছে। নীতিমালায় এর সাথে সমন্বয় করা হয়নি বা সে বিষয়ে কোন নির্দেশনাও নেই। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বিভিন্ন কারণে ভূমি অধিগ্রহণ করে থাকে। অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য পূরণের পরেও কিছু জমি ও জলাশয় অধিগ্রহণকারী দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ঐসব জলাশয় এই নীতিমালার আওতাভুক্ত হয়নি। চিংড়ী চাষের জন্য আলাদা নীতিমালার আওতায় জলাশয় লীজ প্রদান করা হয়ে থাকে। জলমহাল নীতির সাথে চিংড়ী চাষের নীতিমালার সমন্বয় করা এবং জলমহাল আলাদা করার প্রক্রিয়া স্পষ্ট করা হয়নি। এ ছাড়াও জেলা বন্দোবস্ত কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে মাননীয় সাংসদ এবং উপজেলার ক্ষেত্রে ১ নং উপদেষ্টা মাননীয় সাংসদ এবং ২ নং উপদেষ্টা উপজেলা চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দেয়া একটি বড় বিরোধের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

এই জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিতে আরো বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবেন, কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না। কাজেই আমাদের প্রথম কাজ হবে মৎস্যজীবীদের পেশার ভিত্তিতে সনদপত্র প্রদান এবং এলাকাভিত্তিক আইডি কার্ড বিতরণ করা। এতে প্রকৃত মৎস্যজীবী সনাক্তকরণ সহজ হবে। বর্তমানে জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে যে সনদপত্র সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে তা যেন 'সার্টিফিকেট বাণিজ্যে' পরিণত না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের নজর রাখতে হবে। জনগণের স্বার্থে সরকারের যে কোন নীতি বা আইন প্রণয়নের আগে উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীদের মতামত নেয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলোচনা-বৈঠক করা যেতে পারে। নতুবা উন্নয়নের মোড়কে এই নীতিমালা মৎস্যজীবীদের নতুন করে সংকট ফেলে দেবে। মহাজনদের ঋণের জালে আটকে মৎস্যজীবীরা নতুন করে জলদাসে পরিণত হবে। জলমহাল বহিভূত এলাকায় যে সকল দরিদ্র জেলে সমিতিভুক্ত নয় তাদের জন্য ফি ছাড়া মাছ ধরার ব্যবস্থা রাখা এবং অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষিত এলাকায় প্রকৃত জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নীতিমালায় অর্ন্তভূক্ত করা দরকার। নতুন নীতিমালায় এইসব বিষয় সংযোজন-বিয়োজন করা না হলে তা ভবিষ্যতেও জলমহাল ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক ও কাংখিত কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে না। প্রকৃত মৎস্যজীবী চিহ্নিত করতে কাল বিলম্ব করলে নিজভূমে পেশা হারিয়ে পরবাসী হবে আমাদের মৎসজীবীরা।

তথ্যসূত্র

১. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯, বাংলাদেশ গেজেট।

২. ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল, দ্বিতীয় খন্ড, ভূমি মন্ত্রণালয় ২০০৩।

৩. ভূমি মন্ত্রণালয়, যুব মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সার্কুলার।

৪. মৎস্য বিভাগের বিভিন্ন প্রকাশনা।

৫. বেসরকারি সংস্থা এএলআরডি-র প্রকাশনা 'ভূমিবার্তা'

৬. বেসরকরি সংস্থা এএলআরডি-র প্রশিক্ষণ হ্যান্ডআউট

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Education and Rural Development: A Case of Bangladesh

A S M Golam Mortuza*

Abstract

The study on "Education and Rural Development : A case of Bangladesh" reviews the concept of development and rural development. It analyses the number of labour force increase in Bangladesh, their job facilities, and unemployment in the rural areas according to their level of education. It identifies the rates of poverty at the national level and rural areas in terms of illiteracy, literacy and different levels of education. It depicts growth of average per capita income of different level education completers at the national level and rural areas of Bangladesh. It also investigates the relationships of mortality rate, median age at first marriage, median age at first birth, total fertility rate etc. with different levels of education in the urban and rural areas of Bangladesh.

Introduction

Education has long been recognised as an important condition for development. The positive impacts of education on society are indeed enormous. It means it has significant socio-economic and cultural effects in the urban and rural areas of a country. It raises cognitive skills, productivity, consciousness about better health care, income, employment, access to safe drinking water, improves reproductive situation and reduces unemployment, poverty, mortality rate. According to the labour force survey of the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) in 2002-2003, approximately 45% of the rural labour force of Bangladesh completed different

* Associate Professor (Economics), School of Education, Bangladesh Open University, Gazipur-1705

levels of education. From the report of the household income and expenditure survey 2005 of Bangladesh it is found that the incidence of poverty in the rural areas of Bangladesh decreases as the level of education increases. Considering these aspects the objective of this study is to review the concept of development and the concept of rural development, to investigate the number of educated labour force living in the rural areas of Bangladesh, their status of employment and unemployment, impact of education on poverty incidence in the rural areas, their income, access to safe drinking water, mortality rate and reproductive situation.

Methodology

The study used data from the secondary sources. Secondary sources included previously done reviews, reports and researches of the economists of Bangladesh, World Bank and of foreign countries. Different publications of Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) are used to gather most of the required data.

The Concept-Development

In the literature of development economics it is hard to find out an universally accepted definition of the term development. Boldwin & Meir defined development as “Sustained increase in per capita income”, Hirschman thinks it “A feature of poverty while growth is a feature of the rich”. Nutter Considers development as, “Expansion of production potential” while Schumpeter takes it as “A reaction to exogenous Stimuli”. Adelman describes development as “A stage in the growth process”, Kinderbarger & Hegen assume it as “Structural Change Plus increase in output”, Bauer & Yamey think it “Widening of Choice”, Morgan takes it as “A change in income distribution”, Flamming defined it as “Qualitative change vis-a-vis quantitative change or growth”, Youtopolous & Nargent think it can “Not prove to definition, can only be described”(As quoted by Mahmood, 1985, pp. 16-17; Flamming 1979, pp. 42-62). The list of definitions on the concept of development could be enlarged further which ultimately would create more contradictions and confusions about it. On the other hand “Work on development economics need not await a complete “Solution” of the concept of development” (Sen, 1998, p. 23). Nevertheless it seems to me that, the concept of development described by Sen has a broad approach today in the world. Sen describes development beyond the boundaries of the accumulation of wealth, the growth of national income, economic growth and other income related variables. In the views of Sen “Development has to be more concerned with enhancing the lives we lead and the freedoms we enjoy. Expanding the freedoms that we have reason to value not only makes our lives richer and more unfettered, but also allows us to be fuller social persons, exercising our own volitions and interacting

with- and influencing- the world in which we live" (Sen, 1999, pp. 14-15). Education has long been recognised as an important input to development that is to the enhancement of lives of the people and the expansion of their freedoms and volitions. It prepares today's generation for facing challenges of tomorrow's world. The positive impacts of education in the lives of the people and in the society are income generation, gain of productivity, poverty eradication, empowerment of women, employment generation, reduction of woman's fertility rate, increase of social and economic security, creation of atmosphere for political liberty and basic civil rights. It means education has positive or qualitative changes on social, economic, political and cultural life of a country. The 'quality of life' is measured by different indices improves by education.

The concept-Rural development

Since the term rural development has no universally accepted definition yet depending on their own issues, visions etc. the politicians, educators, anthropologists, sociologists, development economists have defined it in different ways. Some of the views reflect special national context while others reflect subjective attitudes, priorities and strategies of development. The concept is integrated and vast. It includes micro and macro level approaches which have a wide variety of objectives and strategies. The first of the approaches is the "production-oriented approach'. The aim of this approach is to increase agricultural production for most of the peasants using High Yielding Varieties (HYV) crop seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticides, agricultural credit and other marketing and infrastructural facilities. The approach is criticised, because it pays little attention to the political economy of rural and agricultural development. Besides that, it has further exacerbated the problems of inequality in the rural society.

The second approach is known as the "rural development for poverty alleviation" emphasizes on mitigating the negative effects on the most disadvantaged sections of the rural society. It advocates to assure a family's minimum requirements in terms of food and nutrition, clothing, housing; access to safe drinking water, sanitary installations, transport, health and educational provision, satisfaction of basic needs and personal liberty. This approach also entails a number of criticisms. There are doubts about the trickle down effects of developments in the rural poor. It helps money-lenders and better-off farmers. Sometimes it is impossible to find out relationships among sustainable development, meeting basic needs and eradication of poverty.

"Project-based approach" is considered to be the third approach of rural development. In this approach a good number of projects are implemented in an

isolated style in the rural areas by non-government organization (NGO) or by the concerned ministry. Most of these projects are generally sponsored by external development agencies. So, “they tend to reflect the philosophy, convictions, interests and constraints of their spiritual and financial sponsors” (Khan, 2002, p. 11).

The fourth approach is known as “long-term rural transformation”. For rural development it depends more on the decision of center rather than the decision of periphery. It is a “top-down” bureaucratic planning and administrative approach from the center to the periphery. Countries which have depended from below on mass participation and education with nonco-ercive and un-bureaucratice forms of planning, have succeeded in implementing long term rural transformation. But the “top-down” approach due to its dependency on bureaucrats and administrators fails in achieving expected results in rural development.

In the Rural development of Bangladesh, it is found the presence of the elements of “production oriented, “rural development for poverty alleviation”, “Project-based development” and of “long-term rural transformation” approaches. The elements of different approaches are being implemented through the so called Comilla medel, Integrated rural development project (IRDP), Bangladesh rural development Board (BRDB), Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF) and other different government and Non-government organisations (NGOs).

Educated labour force-living, employed and unemployed in rural areas

The Bangladesh Labour Force Survey (LFS) 2002/2003 have defined labour force or economically active population to those persons aged 15 years and over, who were either employed or unemployed during the reference period of the survey (preceding week of the day of survey enumeration). It excluded disabled and retired persons, income recipients, full time house wives and students, beggars and other persons who did not work for pay or profit at least one hour during the reference period. Since 1980 Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) is conducting labour force survey. The LFS of 1995/96, 1999/2000 and 2002/2003 have showed that “economically active population / labour force in Bangladesh aged 15 years and above were 36.1 million, 40.7 million and 46.3 million respectively”(BBS, 2004, p. Xiii). It is evident that, in 2002/2003 labour force have increased approximately 28% in comparison to 1995/96 in the country. But a large number of labour force in Bangladesh had no institutional education. Table-1 shows that, approximately 50.2% of the total labour force of Bangladesh had no schooling and of them 82.46% were living (Table-2) in the rural areas.

But when we consider total rural labour force as 100%, it i. e. 82. 46% constitutes 54.7% of the total labour force of rural areas without schooling. In the rural areas

45.3% of the labour force had different levels of education. In the urban areas the constitution of the labour force indicates that it has highly educated labour force in comparison to rural areas. In the labour force of Bangladesh 7802 thousand people have received elementary education I-V, of which 5998 thousand or 76.88% live in the rural areas and 74.30% were employed and 2.58% were unemployed. Labour force that had education level VI-VIII were 4998 thousand and of them 3645 thousand or 72.93% were living in the rural areas and 70.17% were employed and 2.76% were unemployed. Economically active population living in the rural areas of Bangladesh includes those who had education levels IX-X, SSC and equivalent, HSC and equivalent, degree and equivalent, Masters

Table 1 : Labour force aged 15 years and over by level of education in Bangladesh, 2002-2003

Level of Education	Bangladesh	Urban	Rural
Total	100.00	100.00	100.00
No Schooling	50.2	36.1	54.7
Class I-V	16.8	16.0	17.1
Class VI-VIII	10.8	12.0	10.4
Class IX-X	8.6	10.2	8.1
SSC/HSC and equivalent	9.0	15.1	7.0
Degree and above	4.6	10.6	2.7

Soruce : BBS, Report on labour force survey 2002-2003, Dhaka, 2004, p. 34

degree and equivalent, Doctors and engineers, Technical and vocational education holders and others. It is evident that, as the level of education of the labour force increases their employment in the rural areas decreases but their unemployment also in most of the cases increases. It means that a good number of highly educated labour force in the rural areas of Bangladesh remains unutilized.

Analysis of employed persons 15 years and over by major occupation and level of education shows that “among the professional and technical group 94.7% had different levels of education. Among agriculture, forestry and fisheries 40.7%, among production and transport labourers 45.8%, among service workers 45.7%, among sales workers 63.9%, among clerical workers 89.7%, among administrative and managerial service holders 98.7% had different levels of education”(BBS, 2004, p. 44). Analysis of employed persons 15 years and over by major industry and level of education revealed that “41.3% of employed population in the agriculture, forestry and related works, 30.9% of employed population in the fishing sector, 50% of employed population in the mining and quarrying sector, 52.7% of employed population in the manufacturing sector, 93.9% in the electricity, gas, water sector, 49.7% in the construction sector, 63% in the wholesale and retail trade sector, 53.4% in the hotel and restaurant sector,

35.5% in the transport, storage, communication service sector, 97.3% in the Bank, Insurance, Finance sector, 82% in the real estate, rent, business activities sector, 92.2% in the public administration sector, 96.4% in the education service sector, 88.7% in the health and social works sector, 48.9% in the community, personal, household and others sectors had attained education levels from 1 to degree and above"(BBS, 2004, pp. 50-51). From the above mentioned analysis of employed persons 15 years and over by major occupation, industry and level of education it is evident that some of the occupations, industries and services are urban based but some of them located in the rural areas. So the employed educated population in different occupations and industries can enhance the production of different industries that are located in the rural areas.

Table 2 : Employed and unemployed labour force aged 15 years and over by level of education, 2002-2003

Level of education	**Economically active population**		**Rural as % of**	**Employment status in rural areas**			
	Bangladesh (in thousands)	Rural (in thousands)	Bangladesh	Employed (in thousands)	Rural employment as% of Bangladesh	Un-employ-ed (in thousands)	Rural unemployment as % of Bangladesh
1	2	3	4= $\frac{3}{2}\times 100$	5	6= $\frac{5}{2}\times 100$	7	8= $\frac{7}{2}\times 100$
Total	46324	35039	76.64	33599	72.53	1440	3.11
No Schooling	23221	19149	82.46	18488	79.61	661	2.85
Class I-V	7802	5998	76.88	5797	74.30	201	2.58
Class VI-VIII	4998	3645	72.93	3507	70.17	138	2.76
Class IX-X	4000	2851	71.28	2699	67.48	152	3.8
SSC & equivalent	2300	1386	60.26	1301	56.57	85	3.69
HSC & equivalent	1875	1081	57.65	987	52.64	94	5.01
Degree & equivalent	1272	561	44.10	488	38.36	73	5.74
Masters degree & equivalent	640	260	40.63	233	36.41	27	4.22
Doctors and Engineers	77	26	33.77	24	31.17	2	2.60
Technical and Vocational	58	26	44.83	23	39.66	3	5.17
Others	80	55	68.75	51	63.75	4	5.00

Source : Calculated by author from the BBS, Report on labour force survey 2002-2003, Ministry of Planning, Dhaka, (2004), pp. 112-113.

The following conclusions could be drawn from the above mentioned analysis:

1. Most of the members of the labour force of Bangladesh remains without schooling. There exists urban-rural variation in level of education of the labour force. Approximately 55% of the rural labour force of Bangladesh had no schooling in the labour force survey year 2002-2003.
2. Those who had upto HSC and equivalent levels of education most of them are living in the rural areas. On the other hand those who have completed more than HSC levels of education most of them are residing in the urban areas.
3. Those who had no schooling approximately four fifths of them are living in the rural areas.
4. The labour force with lower level of education had better scope of employment in the rural areas than those of higher level education completers.
5. A good number of educated labour force remains unemployed in the rural areas of Bangladesh.
6. The employed educated labour force enhances the production of different industries located in the rural areas of Bangladesh.

Education and Poverty in the Rural Areas

Education is a strong weapon in the war against poverty. It is proved by different social scientists. In Bangladesh the household income and expenditure survey 2005 have estimated incidence of poverty with the help of Cost of Basic Needs (CBN) method. Using the lower poverty line the findings of the survey showed that "in the national level the incidence of poverty among the literate was 12.3% whereas among the illiterates the incidence of poverty was 36.3%. In the rural areas of Bangladesh incidence of poverty among the literate was 15.3% and among the illiterates was 37.5%"(BBS, 2007, p. 65). The above mentioned findings indicate that, incidence of poverty is higher among the illiterates. On the other hand, "those who were no class passed in the rural areas incidence of poverty among them was 37.4%, who have completed class I-IV incidence of poverty among them was 21.8%, who have completed class V-IX incidence of poverty among them was 17.5%, who have completed SSC and above incidence of poverty among them was 7.1%" (BBS, 2007, p. 65). It is evident from the above mentioned findings that incidence of poverty reduces with the increase in education level. The above trend in the incidence of poverty by literacy and level of education was also true for the population of whole Bangladesh and urban

areas. It is clear that the incidence of poverty was substantially lower for the population with all educational level than those having no class passed or no schooling. The incidence of poverty using the upper poverty line shows the similar trend for Bangladesh and its urban and rural areas.

Education and income in the rural areas

In 1974 Psacharopoulos conducted a study where he found that “education is significantly related to earnings – whether by raising the productivity level or, by acting as a selection or screening device (Ritzen, 1977, p. 6). Excluding education there are other variables those are raising individual income but in 1994 Psacharopoulos showed that “an additional year of schooling increases earning by about 5 to 15 percent” (World Bank, 2000, Vol-1, p. 88).

Education and income of a person has positive relationship. It is observed in household surveys and censuses of different countries of the world including Bangladesh. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) has been conducting the Household Income and Expenditure Survey (HIES) since pre-independence period. The survey conducted in 2005 shows that at the national level average per capita income was taka 979 of male household head who have passed no class / no schooling. The average per capita income of the male household head had education class I-V in the national level was 34% higher than those who were no class passed. Per capita income of household with head being graduate or equivalent educational level was Tk. 3595 or 267.2% higher than those who were no class passed. The per capita income of female headed household with graduate and equivalent education at the national level was approximately 13% higher than the male. Income for male headed household with head being a doctor was Tk. 9735 and for female, no such household was reported.

The income of no class passed male at the national level was approximately 4% higher than those of no class passed male in the rural areas. On the other hand the income of no class passed female at the national level was 5.5% higher than those of no class passed female in the rural areas. The per capita income of the male head with SSC/HSC or equivalent education level was Tk. 2404 against Tk. 2492 of female headed household in the rural areas. Almost in every cases at the national level and in the rural areas as the level of education increase the per capita income of the education holder also increases. It shows a positive relationship between the schooling of the education holding workers and their earnings.

Table 3 : Average percapita income by educational level of household heads (7 years and above) of Bangladesh, 2005.

Level of education	Average per capita income (tk.)							
	National				Rural			
	Male	% increased over no class passed	Female	% increased over no class passed	Male	% increased over no class passed	Female	% increased over no class passed
No class passed	979	-	1296	-	943	-	1229	-
Class I-V	1312	34	2758	112.8	1255	33.1	2043	66.2
Class VI-IX	1727	76	2982	130.1	1600	69.7	2405	95.7
SSC/ HSC & equivalent	2391	144.2	3048	135.2	2404	154.9	2492	102.8
Graduate & equivalent	3595	267.2	4061	213.4	2644	180.4	6874	459.3
Post graduate	4888	399.3	3260	151.5	2214	134.8	2044	66.3
Doctor	9735	894.4	-	-	2721	188.5	-	-
Engineer	4431	352.6	-	-	2002	112.3	-	-

Source: Calculated by author from BBS, Report of the household income and expenditure survey 2005, Ministry of Planning, Dhaka, 2007, p. 92.

Education-access to safe drinking water, mortality rate and reproductive situation in Bangladesh

Education has a positive role in choosing drinking water in the rural areas of Bangladesh. It is evident from the findings of the household income and expenditure survey-2005 that in the rural areas of Bangladesh access to safe drinking water was higher among the higher educational groups, particularly the supply water. The use of supply water was "0.39% among those who were no class passed, 0.64% among the class I-V education holders, 1.11% among the VI-IX level education holders, 0.90% among the SSC/HSC equivalent level education holders, 2.16% among the graduate or equivalent level education holders" (BBS, 2007, p.90).

In the rural areas of Bangladesh education has strong relation to the mortality rate of the child of 1-4 years. A study conducted to the period 1974-77 in the Matlab Thana area of Chandpur district shows that "those household heads who had no schooling the child mortality rate (1-4 years) among them was 34.5 per 1000. On the other hand, of those household heads who had 7+ years of schooling the child mortality rate (1-4 years) among them was 18.1 per 1000"(BIDS, 2001, p. 78). The findings revealed that the mortality rate per 1000 child of 1-4 years of the

household head without schooling was nearly double i. e. 34.5 per thousand live than those had 7+ years schooling. The findings of another study referring to the period 1983 showed again that "the mother's education and the father's education both have strong negative correlation with under 5 mortality but the predicting power of the former is much stronger than the latter"(BIDS, 2001, p. 62).

The published statistics on Bangladesh in 2005 showed that "under five child mortality rate was 92 per thousand in the urban areas and 98 per thousand in the rural areas. Mother's level of education is inversely related to her child's mortality rate. Higher levels of educational attainment are generally associated with lower mortality risks, since education exposes mothers to information about better nutrition, use of contraception to limit and space births, and childhood illness and their treatment'' (NIPORT et al., 2005, pp. 118-119). The Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS), 2004 shows that "under five mortality declines sharply with increased level mothers education; the rate is almost 40 percent lower for children whose mothers have at least some secondary education, compared with those who have no education"(NIPORT et al., 2005, p. 118).

A negative association between educational level and family size has been observed in many developing countries. In Bangladesh the mean ideal number of children for ever married women aged 10-49 years in the rural areas was 2.5 and in the urban areas was 2.3. It decreases with the level of education (Table-4). The median age at first marriage showed that rural women tend to marry approximately one year earlier than the urban women.

Compiled by author from : NIPORT, Mitra and associates, ORC Macro, Bangladesh Demographic and Health Survey-2004, Dhaka, Calverton-May-2005,

1. pp. 95, 60, 110, 51. 98.
2. Women aged 25-49 years
3. Ever-married women aged 10-49 years
4. Women aged 15-49 years

It is revealed from the statistics of table-4 that those women who had no education, the median age of them at first marriage was approximately 14 years in the rural areas. The median age at first marriage was approximately 20 years for those women who have completed secondary or higher education. It is revealed from the findings of this study that the median age at first marriage increases with the level of education.

It is evident from the table that the median age at first birth for women aged 25-49, was 18.1 years in the urban areas and 17.4 years in the rural areas. Median age at first birth increases with the level of education. It means that, women with

Table 4 : Differentials in median age at first marriage, birth, mean ideal number of children, total fertility and postpartum insusceptibility in

Background characteristics	Median age at first marriage[1]	Median age at first birth[1]	Mean ideal number of children[2]	TFR[3]	Median duration of postpartum insusceptibility (in months)
Residence					
Urban	15.1	18.1	2.3	2.5	5.4
Rural	14.4	17.4	2.5	3.2	6.9
Education					
No education	14.0	17.1	2.6	3.6	10.7
Primary incomplete	14.2	17.3	2.4	3.3	8.7
Primary complete	14.8	17.6	2.4	2.9	4.0
Secondary incomplete	15.7	18.3	2.3	2.7	4.6
Secondary complete or higher	19.8	22.6	2.1	2.2	6.4

secondary or higher education start childbearing later in comparison to those who had less education or no schooling.

According to the Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) results, “the total fertility rate (TFR) for women age 15-49 is 3.0. This means that a Bangladeshi woman would have, on average, 3.0 children in her lifetime if the current age specific fertility rates remained constant” (NIPORT et al., 2005, p. 50). But TFR in the rural and urban areas for the three years preceding the survey was 3.2 and 2.5 respectively. The educational attainment of women is negatively associated with their fertility rate. The TFR of those who had no schooling was 3.6 and for those who have completed secondary or higher education was 2.2. It means that as the level of education increases the TFR of women decreases.

Women are considered insusceptible if they are abstaining from sex following child birth and / or are amenorrhea. In Bangladesh insusceptibility varies directly according to duration of amenorrhea. “Older women (age 30-40), compared with younger women (age less than 30), have a longer median period of insusceptibility” (NIPORT et al., 2005, p. 97). It is revealed from the Table-4 that women living in the urban areas had a shorter median period of postpartum insusceptibility than women living in rural areas. On the other hand, compared to the mothers completed primary, secondary and higher education, the median duration of postpartum insusceptibility was higher among the mothers who had no schooling or have not completed primary education.

The above analyses show that access to safe drinking water was higher among the higher educated groups and the parents education decreases mortality of under 5 year old children in Bangladesh. In Bangladesh education tends to raise median age at first marriage, median age at first birth, decreases mean ideal number of children, and total fertility rate. Those who had no schooling their median duration of postpartum insusceptibility was higher. Though the above mentioned indicators have expressed the national trends by level of education but the tendencies are applicable for the rural areas of Bangladesh.

Limitations

Agriculture is the main sector of economy in the rural areas of Bangladesh. The impact of farmer education on agricultural production has not investigated here because on this topic another research work have done by the author.

Conclusion

There is no universally accepted definition of the concept of development. But it should be concerned with the enhancement of our live and the expansion of freedoms that we like to enjoy. On the other hand the term rural development also yet has no universally recognised definition. Depending on national context, subjective attitudes, priorities, objectives and strategies of development, micro and macro level coverage the rural development concept has four approaches. These are (a) production oriented approach, (b) rural development for poverty alleviation approach, (c) project based approach and (d) long-term rural transformation approach. In Bangladesh the elements of the above mentioned approaches are being implemented through different organisations.

The analysis of the labour force living, employed, unemployed in the rural areas of Bangladesh shows that approximately 50.2% labour force of Bangladesh had no schooling and in the rural areas 82.46% labour force had no schooling. The labour force with lower level of education (upto HSC & equivalent level) had better opportunity of employment in the rural areas whereas labour force with higher education (i.e. above HSC and equivalent level) had less scope of employment in the rural areas. The unemployed labour force includes illiterate, literate and higher educated people. But among the higher level education completers the percentage of unemployment was higher in the rural areas of Bangladesh.

It is revealed from the analyses that the incidence of poverty was highest among those who had no schooling and as the level of education increases incidence of poverty decreases in the rural areas of Bangladesh. Analyses of the per capita

income by level of education shows that per capita income have increased steadily along with the education scales in the national level and in the rural areas. In the rural areas it is surprising that the per capita income of post graduate completers and engineers were less than graduate and equivalent education completers. May be it happens because the post graduate completers and the engineers had less scope to work in the rural areas.

It is observed that in the rural areas of Bangladesh access to safe drinking water was higher among the higher education completers, particularly the supply water. The analyses identified that parents' education has strong negative correlation with children's mortality rate. It is evident that median age at first marriage increases as the level of education increases. Education is inversely related to total fertility rate and mean ideal number of children in a family which ultimately contributes to control the population growth of Bangladesh. Though median duration of postpartum insusceptibility was longer among the women who had no schooling and living in the rural areas but ultimately education takes the control of all other necessary indicators e. g. total fertility rate, median age at first marriage etc. which are contributing to the rural development in Bangladesh.

Excluding education there are other factors which are contributing in the rural development of Bangladesh. But education is the most important determinant of long-term economic development in the rural areas. Initiatives taken by the government of the people's republic of Bangladesh are not sufficient to educate 54.7% without schooling labour force in the rural areas of Bangladesh. It is revealed that "total allocation to education sector was 1.93% of GDP in 2004/05 which reached to 2.34% of GDP in 2006/07"(Ahmad et al., 2007, p. 15), despite the fact that "the education sector has been receiving the highest budgetary allocation in recent years"(Ahmad et al., 2007, p. 13). The Qudrat-e-Khuda education commission report published in 1974 has suggested to allocate 7% of GNP to the education sector of Bangladesh"(Khuda, 1996, p. 303). So steps should be taken by the Government to increase its allocation 7% of GNP to the education sector of Bangladesh and to promote private investment to the same. At the sometime rural infrastructure development policies should be undertaken to enhance rural education development of Bangladesh.

References

1. Abdullah A. et. al, Fighting Human Poverty – Bangladesh Human Development Report 2000, Dhaka, BIDS, January 2001.
2. Ahmad Q. K. et. al, Financing Primary and Secondary Education in Bangladesh, Dhaka, Campaign for Popular Education (CAMPE) Bangladesh, 2007.
3. BBS, Report on Labour force Survey 2002-2003, Dhaka, Ministry of Planning, Government of the people's Republic of Bangladesh, December 2004.
4. BBS, Report of the Household Income and Expenditure Survey 2005, Ministry of Planning, Government of the people's Republic of Bangladesh, May 2007.
5. Khan Q., Managing Education for Rural Development: Fitting the task of the needs, National Institute of Educational Planning and Administration, Vol- XVI, No.1, New Delhi-110016, January 2002, pp. 5-29.
6. Khuda, Q. E., Qudrat-e-Khuda Education Commission Report, Dhaka, Bangladesh College University Teachers Association, 22 November, 1996.
7. Mahmood A. Unnayan Utchhash O Tritiyo Vishwa, Dhaka, March 1985, edited by Barkat A., quoted from Flamming R. A., "Economic growth, Economic and Development Counterparts or Competitores". Economic Development and Cultural Change 28(1) 1979, pp. 47-62.
8. NIPORT, Bangladesh Demographic and Health Survey-2004, Calverton, Dhaka, Mitra and Associates, ORC Macro, May 2005.
9. Ritzen, J. M. M., Education, Economic Growth and Income Distribution, Amsterdam, New York, Oxford, North-Holland Publishing Company, 1977.
10. Sen A., The Concept of Development, in Handbook of Development Economics, vol-1, Chapter-1, The Netherlands, Elsevier Science B. V., 1998, pp. 09-26.
11. Sen A., Development as Freedom, New Delhi 110001, Oxford University Press, 2000.
12. The World Bank, Bangladesh Education Sector Review, Vol-1, Dhaka: The University Press Limited, 2000.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

তাজউদ্দীন আহমদের কৃষি-অর্থনীতি ভাবনা

মোঃ জয়নাল আবেদীন*

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি কৃষি। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে পাট ছিল আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার অন্যতম ফসল। এ জন্যে পাটের আর এক নাম 'অর্থকরি ফসল' বা 'স্বর্ণসূত্র'। পাট বেঁচেই কৃষক দুটো নগদ টাকার মুখ দেখত। পাটকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল যতসব ব্যবসা ও বাণিজ্য। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে কলিকাতা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জসহ অন্যান্য শহরে যত ধনী লোক ছিলেন তারা সবাই ছিলেন পাট ব্যবসার সাথে জড়িত। পাটের পরেই ধান। পাট ও ধানের পরে অন্যান্য ফসলের স্থান। কৃষির প্রধান দু ফসল পাট ও ধানকে ঘিরেই আবর্তিত হত এদেশের মানুষের ভাগ্য।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) প্রধানমন্ত্রী গণমানুষের নেতা তাজউদ্দীন আহমদ ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি সচেতন ছিলেন। এই সচেতনতা থেকেই তিনি ছাত্র জীবনেই দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। ছাত্রজীবনে তিনি নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। তাঁর লিখিত ডায়েরি ১৯৪৭-১৯৪৮,১৯৪৯-১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের পাওয়া গিয়েছে। এবং ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা সিমিন হোসেন রিমির প্রচেষ্টায় প্রতিভাস প্রকাশনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তিনটি ডায়েরি আমি সংগ্রহ করেছি এবং বার বার পড়েছি। আমি একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, তাজউদ্দীন আহমদ প্রায় প্রতি মাসের শেষ দিন - ঐ মাসের কৃষির উপর বিশেষ করে পাট ও ধানের দাম এবং প্রতিদিনের আবহাওয়ার তথ্যও লিখে রাখতেন। পাঠকদের জানার জন্যে ডায়েরি থেকে তা' তুলে ধরছিঃ

৩১ অক্টোবর, ১৯৪৯, সোমবার

(১) পাটের দাম সর্বনিম্ন মন ৮/- টাকায় নেমে এসেছে, আর সর্বোচ্চ প্রতিমন ১৬/- টাকা। সাধারণ দাম প্রতি মন ১৩/- থেকে ১৪/- টাকা। সেপ্টেম্বর শেষ পর্যায়ে স্টার্লিংয়ের দাম হ্রাস পাবার সময় ৩ দিন ব্যাংক বন্ধ থাকার সুযোগে এটা হয়েছে। এরকম দাম অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তারপর পাটের দামের কিছুটা উর্দ্ধগতি লক্ষিত হয়, সর্বনিম্ন প্রতিমন ৮/- টাকা থেকে ১০/- টাকা আর সর্বোচ্চ প্রতিমন ১৬/- টাকা থেকে ২৩/-

---

* উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

টাকা। সাধারণ দাম প্রতিমন মোটামোটি ১৭/- থেকে ১৮/- টাকা। এ দামেই এখনও অনড় হয়ে আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এ অবস্থার উন্নতির আশা নেই। পাট চাষিরা বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবার উপক্রম। এর তুলনায় অন্যান্য পণ্য বিশেষ করে খাদ্য- দ্রব্যের দাম বেশ চড়া। (২) অক্টোবরের শুরুতে চাল ও ধান যথাক্রমে- প্রতি মন ৩৫/- টাকা থেকে ৪০/- টাকা এবং ২৬/- টাকা থেকে ২৮/- টাকায় বিক্রি হচ্ছিল। পাটের দাম কমে যাওয়ায় ধান ও চালের বিক্রি খুব কম। কাজেই গুদামজাতকারীরা ধান প্রতিমন ২৩/- টাকা থেকে ২৪/- টাকায় কমিয়ে আনতে বাধ্য হচ্ছে। এখন ধান প্রতিমন সর্বনিম্ন ১৮/- টাকা থেকে ১৯/- টাকা এবং সর্বোচ্চ ২১/- টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে চাল আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে, অর্থাৎ প্রতি মন ৪০/- টাকা। (৩) ১৯৪৩ এর পর এটাই কৃষির উপর কঠিনতম আঘাত। বিক্রিযোগ্য সমস্ত কৃষি পণ্যের দাম কম। গবাদি পশু স্বাভাবিক দামের এক চতুর্থাংশেও বিক্রি হচ্ছে না। আমাদের এলাকায় জমি বিক্রি হচ্ছে স্বাভাবিক দামের তিন চতুর্থাংশে, অন্যত্র দাম অর্ধেক। পাট ইতোমধ্যে সর্বনিম্ন দামে বিক্রি হচ্ছে।

৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৯, শনিবার

দু'মাস আগের তুলনায় এ বছরের শেষে বিশেষ করে আমাদের এলাকার লোকজনের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক সহজতর হয়েছে। গত এক পক্ষকাল ধানের দাম ছিল গড়ে ১০/- টাকা থেকে ৮/- এবং চালের দাম ছিল মনপ্রতি ১৭/- টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৮/- টাকা থেকে ২৯/- টাকা । তবে প্রকৃত চাষিদের হাতে কোন পাট নেই। টাকার মুল্যমান অনেক বেড়ে গিয়েছে, এর ফলে প্রধানতঃ প্রভাবিত হয়েছে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ ভূমি মালিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী। জিনিসপত্রের দাম কম থাকায় শ্রমিক শ্রেণী উপকৃত হয়েছে। কাগড়ের দাম কমে গেছে। এ বছর বিশেষ করে আমাদের এলাকায় মাছ খুব অপ্রতুল। খুঁটি ও কাঠের বাজার খুব মন্দা, যা এ মৌসুমে সাধারণত হয় না।

৩১ জানুয়ারি ১৯৫০, মঙ্গলবার

ধানের দাম মনপ্রতি গড়পড়তা ৮/৯ টাকা। মাসের শুরু থেকেই কেরোসিনকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়েছিল। জ্বালানি কাঠের চাহিদা অসম্ভব বেড়েছে, কয়লার অভাবে অবশ্য প্রয়োজনীয় সেবার ক্ষেত্রে যেমন রেল যোগাযোগ।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, মঙ্গলবার

খাদ্য শস্যের দাম কমবেশি গত মাসের মতই আছে। এ মাসের পর্যাপ্ত বৃষ্টি আউস ফসলের জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে বলেই মনে হয়।

৩১ মার্চ, ১৯৫০ শুক্রবার

দেশে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দার সূচনা হয়েছে। বিশেষ করে ভূমিমালিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর আয় হ্রাস পাওয়ায় তারা কিনতে পারছে না। বিদেশী সামগ্রী উচ্চ মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। চালের দাম কম। মনপ্রতি ১৫ থেকে ১৭ টাকার মধ্যে। এভাবেই মুদ্রা মান অবমূল্যায়ন না করার ফায়দা পুরাপুরি তোলা হচ্ছে।

৩০ এপ্রিল, ১৯৫০ রবিবার

এই মুহূর্তে সমস্ত এলাকায় ভাল ফসলের জন্য বৃষ্টির অতি প্রয়োজন। বৃষ্টির অভাবে আমাদের এলাকার মত শুষ্ক এলাকায় ফসল ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। যে সব এলাকায় বৃষ্টি অথবা খারাপ আবহাওয়া নেই সে সব জায়গায় খুব সহজেই বোরো ধান রোপন করা গেছে। তুলনামূলকভাবে উচুঁ এলাকায় ফসল শুকিয়ে মরে গেলেও অন্যান্য এলাকায় ফসল ভাল হয়েছে। সার্বিকভাবে গড়পড়তা ফসল ভালই হয়েছে।

চালের দাম কমে গিয়ে মনপ্রতি ৫/- টাকা পর্যন্ত হয়েছে। এবং শাইল ও বোরো ধান মাসের ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতি মন ৮/৯ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। কিন্তু ৪র্থ সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে দামের উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায়।

এই দাম প্রতিমন ৭/- টাকা হয়ে এবং ৮ ও ১০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সরিষার বীজের দাম মনপ্রতি ৩৫ থেকে ৪০ টাকা হয়েছে।

৩১ জুলাই, ১৯৫০, সোমবার

(১) পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে পানি প্রবাহ না থাকায় ফসল বোনা যায়নি। অথচ ফসল বোনার উপযুক্ত মৌসুম শ্রাবণ মাস দ্রুত চলে যাচ্ছে। এই অবস্থা কৃষকদেরকে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে।

(২) (ক) আপাতঃ দৃশ্য গত দুই মাস ধরে চলমান কোরীয় যুদ্ধের ফলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা, বিশেষ করে বিদেশী পণ্যের। কিন্তু এটা ঘটেছে দেশের দেশ প্রেমহীন অসাধু ব্যবসায়ীদের মুনাফাবাজির মানসিকতার কারণে। তারা মনে করছে এই যুদ্ধ কোরিয়ার সীমান্তের বাইরে অন্য দেশেও ছড়িয়ে পরতে পারে- এই আশায় তারা এ ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে।

(খ) চাল এবং ধানের দাম যথাক্রমে ১০ টাকা থেকে ১৩ টাকা এবং ২৫ টাকা থেকে ৩০ টাকার মধ্যে ওঠা -নামা করছে।

(গ) পাটের দাম সর্বোচ্চ ১৮ টাকা থেকে ২০/- টাকা যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০, শনিবার

পাটের দাম গত বছরের চাইতে ভাল নয়। চাষিরা সর্বোচ্চ (মনপ্রতি) ১৪ টাকা থেকে ২০ টাকা দাম পাচ্ছে। ধান ও চালের দামে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা।

২৮.২.৫১

করাচিতে ২৫.২.৫১ তারিখে ভারত-পাক বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হল। ভারত ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান নির্ধারিত টাকার অনুপাত গ্রহণে সম্মত হয়েছে। ভারত কর্তৃক এই বাণিজ্য চুক্তি এবং পাকিস্তানি মুদ্রার অনুপাত গৃহীত হওয়ায় অনেক সমস্যারই সমাধান হবে। প্রতি ক্ষেত্রেই এর প্রতিক্রিয়া চলবে।

ভারতীয় ১০০/- = পাকিস্তানি ৬৯.৫০ টাকা
পাকিস্তানি ১০০/- = ভারতীয় ১৪৪.০০ টাকা

২. পাটের দর ধীরস্থিরভাবে বেড়ে চলেছে। মাসের শেষে তা ৪০-৪২/- হয়েছে। ৫০ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাটের সর্বোচ্চ দর ছিল মনপ্রতি ২৫ টাকা। এখন শতকরা দুই ভাগের বেশি পাট চাষিদের কাছে পাওয়া যাবে না। যাদের কাছে পাওয়া যাবে তারা অবশ্যই বড় জোতদার। এতে লাভ হবে পাটের দালালদের। এটা খুব আশ্চর্য, যখন নতুন পাট বোনার মৌসুম শুরু হচ্ছে তখনই জুট বোর্ড পাটের দাম বাড়াচ্ছে।

৩. মাসের শুরু থেকে চালের দামও বেড়ে চলেছে। এখন চাল ১৬/- থেকে ২১/- টাকা মন। ধান ১১/- টাকা থেকে ১৪/- মন। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি হওয়ায় উদ্দেশ্যমূলক গুজব কাজ করবে। তাতে হয়ত আমাদের এখানে খাদ্য শস্যের দাম বেড়ে যাবে।

৩১.৫.৫১

ধান ও চালের দাম বাড়ার প্রবণতা শুরু হয়েছে। চাল ২৪/-, ধান ২২/- প্রতি মন।

৩১.৭.৫১

এই মাসে পাটের দাম ৩৫/- থেকে ৪০/- টাকার মধ্যে ওঠানামা করেছে। মৌসুমের শুরুতে এই দর ৪০/- থেকে ৫০/- টাকা ছিল।

৩১.৮.৫১

জুট বোর্ড এখন পর্যন্ত পাটের দাম নির্ধারণ করে দেয়নি। ঢাকা জেলায় এখন পাটের মূল্য সম্প্রতি ২০/- থেকে ৩০/- টাকার মধ্যে ওঠানামা করছে। কিন্তু মফস্বল জেলায় বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে পাটের দাম মনপ্রতি ১৪/- টাকা থেকে ২০/- টাকার মধ্যে থাকছে বল খবর পাওয়া গেছে। বাজারে দামের উর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে।

১. ঢাকা জেলায় প্রতি মন চাল বিক্রি হচ্ছে ২২/- টাকা থেকে ২৪/- টাকা । দাম বাড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২. আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহের ভারি বর্ষণ থেকে ধারণা করা যাচ্ছে এবার ভাল শাইল ধান হবে।

৩০.৯.৫১

১. মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে চালের দাম বাড়তে শুরু করেছে। ২২/২৫ টাকা থেকে ২৫/৩০ টাকা।

২. এ মাসে পাটের দাম প্রায় স্থিতিশীল। গত মাসের তুলনায় এ মাসে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও স্থিতিশীল আছে। বর্তমানে মফস্বল শহরগুলোতে ২৫/৩০ টাকার মধ্যে ওঠানামা করছে। ৩০-৩৫ টাকার মধ্যেই বেশি বিক্রি হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৪০/- টাকা পর্যন্ত বিক্রি হবার খবর পাওয়া গেছে।

৩. ধান যতটা ভাল হবে বলে মনে হচ্ছিল বর্তমানে তা ততোটা আশাব্যঞ্জক মনে হচ্ছে না। অসময়ে নদীতে পানি বৃদ্ধি পাবার ফলে অনেক এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফসলে রোগ বালাই এবং পোকা মাকড়ের আক্রমণ হয়েছে। শুকনো জমিতে পানির প্রয়োজন ছিল। তারপরও প্রয়োজনের সময় পার করে মাসের শেষে যে বৃষ্টি হল, তাতে আশা করা যায় ক্ষতি কিছুটা হলেও দূর হবে।

৩১.১০.৫১

লবনের দাম বেড়ে গিয়ে নজীরবিহীন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। লবন সবার জন্যই প্রয়োজনীয় পণ্য। বিশেষ করে গরীবদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। কারণ জীবনভর এরা লবনভাতের উপরেই নির্ভরশীল। আর যা কিনা আজ তারা স্বাভাবিক নিয়মেও কিনতে পারছে না। যুদ্ধের আগে খুচরা বাজারে প্রতি মন লবনের দাম ছিল আড়াই টাকা। এমনকি যুদ্ধের প্রথম দুই বছর সেই একই দাম বজায় ছিল। ১৯৪৪ সালের প্রথম দিক থেকে লবনের মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। তখন সেরপ্রতি ১/- টাকা মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। তবে, সব এলাকায় নয়। তখন থেকেই নিয়ন্ত্রিত অথবা মুক্তপণ্য হিসেবে লবনের দাম ৫ আনা থেকে ৮ আনায় ওঠানামা করছিল। খবর পাওয়া যাচ্ছিল, মাসের শুরু থেকেই লবনের দাম বাড়তে শুরু করেছে। ১০ অক্টোবরে বরমীর হাটে লবনের দাম ১২ আনা থেকে ১ টাকা ৪ আনায় ওঠানামা করেছে। এর পর থেকেই পুরো প্রদেশে ধীরে ধীরে দাম বেড়েছে। খবর পাওয়া গেছে দাম বাড়তে বাড়তে প্রতি সের ২৩ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। কিন্তু এই যে প্রতি সের লবন ৬ থেকে ১০ টাকা এ যেন স্বাভাবিক

ব্যাপার। লবনের মূল্য শ্রীপুরে কয়েক দিন ৬/- টাকা ছিল।

দামের এই অবস্থা ধনী দরিদ্র প্রত্যেক পরিবারে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। তবে দরিদ্রদের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণী সবচেয়ে বেশী কষ্টে আছে। পাটের দাম মনপ্রতি ৩০ থেকে ৩৫/- টাকার মধ্যে স্থির ছিল। কিন্তু লবন ডাকাতেরা লবনের মুল্য বৃদ্ধি করে পাটের দামের সুফলকে লুণ্ঠন করেছে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার একে অন্যের প্রতি কাদা ছোড়াছুড়ি করে মুলত নিজ নিজ দায়িত্ব এড়িয়ে চলেছে।

৩১.১১.৫১

১. প্রত্যেক প্রত্যন্ত এলাকায় সরকার এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে রেশনে লবন দিতে শুরু করেছে। প্রতি সেরের নিয়ন্ত্রিত মুল্য পড়বে ৪ আনা ৬ পয়সা থেকে ৫ আনা। কিন্তু গ্রামে যে পরিমাণ লবন দেয়া হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। ফলে এখনও কালোবাজারি করার প্রবণতা রয়ে গেছে। কালোবাজারে প্রতি সের লবনের মূল্য ১০ আনা থকে ১ টাকা। এতেই বোঝা যায় কালোবাজারে লবন কোথা থেকে আসছে।

২. মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে চালের দাম কমে এসেছে। প্রতি মন ২২/- টাকায় বি[illegible] হচ্ছে।

৩. পাটের দাম ৩০ থেকে ৩৭ টাকার মধ্যে স্থির হয়ে আছে। এ বছর প্রত্যেক বাড়িতে পাট সংরক্ষণ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। গত বছরের মতে তারা এ বছর আর লোকসান দিতে চায় না। যদি লবন সংকট না ঘটত কপাল ভাল থাকলে হয়ত গরীবরাও নিজেদের পাটের মজুদ গড়তে পারত।

২৪ এপ্রিল ২০০৯ ঢাকায় তাজউদ্দীন আহমদ লিখিত ১৯৫১ সালের ডায়েরির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে জানতে পারলাম তাজউদ্দীন আহমদের ১৯৫৪ সালের ডায়েরী প্রকাশিত হবে। ফলে সে সময়ে তাঁর কৃষি অর্থনীতি নিয়ে ভাবনার কথা আমরা আরো জানতে পারব।

১৯৬৯ সালের ২০ মার্চ বৃহস্পতিবার পিপিআই পরিবেশিত একটি সংবাদ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ছাপা হয়। সংবাদের শিরোনাম ছিল,চকৃষি গ্রাজুয়েটদের দাবি পূরণের আহবান্থ। তাত বলা হয়েছে- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ কৃষি গ্রাজুয়েটদের দুই দফা দাবি পূরণের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাইয়াছেন। সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে দেশের কৃষি উন্নয়ন, জাতীয় অর্থনীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কৃষি গ্রাজুয়েটদের প্রশংসনীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, কৃষি গ্রাজুয়েটদের দাবি পূরণ করা হইলে উহা দেশের কৃষি উন্নয়নে সহায়ক হইবে (সূত্রঃ তাজউদ্দীন আহমদঃ ইতিহাসের পাতা থেকে, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭,পৃষ্ঠা-২৪)। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে দেশের কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নের ভাবনাই ফুটে উঠেছে।

১৩ জানুয়ারি, ১৯৭০ মঙ্গলবার দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত পল্টন ময়দানে প্রদত্ত তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে জনাব তাজউদ্দীন বলেন, আজ কৃষক সমাজ মৃত্যুর পথে। কর ভার, খাজনা, ট্যাক্স ও মৌলিক গণতন্ত্র আরোপিত ৪০ প্রকার ট্যাক্সের বোঝার ভারে কৃষক সমাজ ঋণভারে জর্জরিত, সর্বহারা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ে চাষি সমাজের মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শতকরা ৩৫ জন কৃষক আজ ভূমিহীন। তাহাদের ঘরে কোন দিন আর নতুন ধান উঠিবেনা। আজ ভূমিহীন কৃষকরা পথে পথে, ফুটপাতে দিন কাটাইতেছে, মা-বোনদের ইজ্জত যাইতে বসিয়াছে (সূত্র তাজউদ্দীন আহমদঃ ইতিহাসের পাতা থেকে, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭,পৃষ্ঠা-৩৬)।

১৯৭০ সালের নির্বাচন, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে ১৯৭১ এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রীতাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ, বিবৃতিতে দেশের

জনগণের প্রকৃত মুক্তির কথা বার বার এসেছে। ১৯৭২ সালের ১২ই জানুযারি তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হাতে অর্পন করে নিজে সবচেয়ে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ মন্ত্রণালয় 'অর্থ ও পরিকল্পন' এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের হাজার সমস্যা নিয়ে তিনি অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কখনও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলেননি। অর্থ, পরিকল্পনা ও পাট মন্ত্রী হিসেবে তিনি কৃষি অর্থনীতিকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হাতে নেন। দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর করার লক্ষ্য নিয়ে তিনি প্রতি থানায় কৃষি ব্যাংকের শাখা খোলার ব্যবস্থা করেন। অর্থ মন্ত্রী হিসেবে নিজে কৃষি ব্যাংকের অনেক শাখার উদ্বোধন করেন। দেশের প্রথম বাজেট বক্তৃতায় তিনি কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নকে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখেন। বাজেট- উত্তর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন- আগে বর্ষাকালীন ফসলের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। এখন শীতকালীন ফসল ইরি, বোরোর উপর বেশি জোর দেয়া হচ্ছে। তবে বর্ষায় যে সব এলাকায় বন্যা হয় না, যেমন- উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহ, সে সব এলাকায় উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বাড়ানো হবে। (সূত্র তাজউদ্দীন আহমদঃ ইতিহাসের পাতা থেকে, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭,পৃষ্ঠা-২৫৪)।

পাটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে ১২ জুলাই, ১৯৭২ বুধবার নারায়ণগঞ্জে এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, বাংলাদেশের উচ্চ মানের পাটের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে খুবই বেশি। কৃষকেরা যাতে পাটের ন্যায্য মূল্য পান, পাট শ্রমিকেরা যাতে লাভ করেন, সুবিচার পান সে জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তিনি বলেন, পাকিস্তান আমলে পাট উৎপাদনকারী ও পাট শ্রমিকেরা শোষিত হতেন এবং পাটের গুরুত্বকে খাটো করে দেখা হত। তিনি আরো বলেন, পাটই বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলে দেশবাসীর ভাগ্য-উন্নয়নের কোন আশা নেই (সূত্রঃ তাজউদ্দীন আহমদঃ ইতিহাসের পাতা থেকে, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭, পৃষ্ঠা-২৫৮)।

১২ই নভেম্বর, ১৯৭২ রবিবার তিনি শ্রীপুরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ৭৮তম শাখা উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন- জাতি সব সময় বিদেশী সাহায্য ও ঋণের উপর নির্ভর করে চলতে পারে না। কারণ এতে জাতির নৈতিক বল হ্রাস পায়। তিনি কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বান জানান। তিনি বলেন- বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমরা বৃহৎ শক্তির ক্রীড়নক হতে পারি না। তিনি কৃষি উৎপাদনে ঋণের যথাযথ সদ্ব্যবহারের জন্য কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানান (সূত্রঃ তাজউদ্দীন আহমদঃ ইতিহাসের পাতা থেকে, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ ১৪০,পৃষ্ঠা-২৮২)।

কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নে কৃষি ব্যাংকের পাশাপাশি যাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকও কৃষিঋণ দেয় সে কথাও তাজউদ্দীন গুরুত্বদিয়ে চিন্তা করেছেন। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সোমবার ঢাকায় তিনি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কৃষিঋণ যোগান সম্পর্কিপাঁচ দিনব্যাপী সেমিনারের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে - দেশের অর্থনীতিতে কৃষি কাজের প্রাধান্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন- শুধু খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলার জন্যেই কৃষি উন্নয়নের যে প্রয়োজন তা নয় বরং শিল্পের দ্রুত অগ্রগতির জন্যেও এর উন্নয়ন অপরিহার্য। তিনি বলেন- এ দেশের ৯০ শতাংশ মানুষই কৃষি কাজের ওপর নানাভাবে নির্ভরশীল। আর এটা অতীব দুর্ভাগ্যজনক যে, সারা বিশ্বে বাংলাদেশের কৃষক সমাজই সব চাইতে গরীব। গ্রামবাংলার ঋণ দানকারী সেই আদি মহাজনি ব্যবস্থার উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন- এই কুচক্রী মহাজনরা এ দেশে একটি বর্ধিষ্ণু ও সম্পদশালী চাষি সমাজ গড়ে ওঠার প্রধান অন্তরায়। এদের মূলে উৎখাত, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শত শত বছরের অভিশপ্ত পরিবেশ হতে কৃষক সমাজের মুক্তি সাধনে প্রগতিশীল কৃষিনীতির জন্য তিনি আহবান জানান (সূত্রঃ তাজউদ্দীন আহমদঃ ইতিহাসের পাতা থেকে, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭,পৃষ্ঠা-৩০৪)।

দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর করতে হলে গতানুগতিক জাতের ধান উৎপাদনের পরিবর্তে উন্নত বীজ ব্যবহার এবং এ

জন্যে একটি ধান গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের চিন্তা তাজউদ্দীন আহমদই প্রথম করেন। ১৯৭৩ সালের ২রা মে বুধবার ম্যানিলা থেকে ফিরে সাংবাদিকদের তিনি এ পরিকল্পনার কথা জানান (সূত্রঃ তাজউদ্দীন আহমদঃ ইতিহাসের পাতা থেকে, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭,পৃষ্ঠা-৩২২)।

৪ মে ১৯৭৩ শুক্রবার তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে কৃষি ব্যাংকের ৯৬তম শাখার উদ্বোধন করে বলেন- বিদেশ থকে আমদানি করা খাদ্যশস্যের ওপর নির্ভর করে আমরা দীর্ঘ দিন বসে থাকতে পারি না। দেশেই খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে।

১৬ মে,১৯৭৩ বুধবার তিনি দিনাজপুরের বিরামপুরে কৃষি ব্যাংকের ৯৯তম শাখার উদ্বোধন করেন। তিনি কৃষি ঋণের সদ্ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের আহ্বান জানান। তিনি বলেন- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনদের শোষণ হইতে কৃষকদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে (সূত্রঃ তাজউদ্দীন আহমদঃ ইতিহাসের পাতা থেকে, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭,পৃষ্ঠা-৩২৭)।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ১০০তম শাখা ২১ মে, সোমবার কাপাসিয়ায় উদ্বোধন করেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। এ উপলক্ষ্যে সংবাদ পত্রে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। ক্রোড়পত্রে প্রদত্ত বাণীতে তিনি বলেন-বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ১০০তম শাখা উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সংবাদপত্রসমুহ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। কারণ বাংলাদেশের সরকার প্রকল্পিত দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে কৃষি ব্যাংক স্থাপনের কর্মসূচির বাস্তবায়নের অবিচল নীতি প্রতিফলিত হবে এ বিশেষ সংখ্যার আবর্তে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্বেও বাংলাদেশ কৃষি ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনুন্নত। বহু সমস্যায় জর্জরিত কৃষককুল। অথচ এই কৃষককুলের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি। জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে হলে সবার আগে জাতির মেরুদন্ড এই কৃষক সম্প্রদায়কে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। স্বাধীন বাংলাদেশকে সত্যিকার সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করার মানসে সবুজ বিপ্লবের ডাক ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আর কৃষক ভাইদের সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মতাদর্শ বিনিয়োগের দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশ সরকার দেশে প্রতি থানায় একটি করে কৃষি ব্যাংক খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ সেই প্রকল্পের শততম শাখা উদ্বোধনের মহান লগ্নে বাংলাদেশেও কৃষি বিপ্লব উত্তরোওরের বিজয়ের পথে ধাবিত হোক। কৃষি ব্যাংকের মহান উদ্দেশ্যে সার্বিক সাফল্যের গর্বে গরিয়ান হোক, এই কামনা করি।

৩ এপ্রিল,১৯৭৪ বুধবার জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, জাতি সংঘের উন্নয়ন কর্মসচি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ঢাকাস্থ আনবিক শক্তি কমিশন আয়োজিত আলোচনা সভার শেষ অধিবেশনে তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণের প্রতিটি বাক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ভাষণে তিনি আমাদের মূল সমস্যা কী এবং তা উত্তরণের উপায় কী সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ ভাষণেও তিনি কৃষি আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি বলে কৃষিকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন। এ ভাষণে কৃষকদের সমস্যা ও সেগুলো সমাধানের যে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন- তা পরবর্তী সরকারসমূহ অনুসরণ করলে জাতি হিসেবে আমরা অনেক আগেই আত্মনির্ভর হতাম।

তাজউদ্দীন আহমদের মতো ভালো মানুষ ও সুযোগ্য নেতা সব সময় জন্মায় না। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দেশ স্বাধীন করা সম্ভব হয়েছিল- তাজউদ্দীনের মতো একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক শিষ্য তৈরী করতে পেরেছিলেন বলে।

তাজউদ্দীন আহমদের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্পর্কে দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মোঃ আনিসুর রহমান তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী- প্রথম খন্ডের ভূমিকার শুরুতে লিখেছেন একাত্তরে যখন দেদেশর অগনিত মানুষের সঙ্গে আমিও ভারতে ছিটকে গিয়েছিলাম, তখন একদিন দিল্লীতে ড. অশোক মিত্রের বাসায় ভারতের প্রধান মন্ত্রীর

উপদেষ্টা ডি.পি.ধর এবং পি.এন. হাকসার- এর সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা তাজউদ্দীন আহমদ প্রসঙ্গে বলেছিলেন তোমাদের এই নেতার প্রজ্ঞা,দক্ষতা ও স্টেটসম্যানশিপ দেখে আমরা শ্রদ্ধাবনতচ।

আসলেও তাই তাজউদ্দীন আহমদের প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও রাষ্ট্রনায়কত্ব গুণেই ১৯৭১ সালে ভারত ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সার্বিক সহায়তা দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে প্রধান মন্ত্রী হিসেবে ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে দেশের বিধ্বস্থ অর্থনীতি ও কৃষি পূণর্গঠনে তাঁর নেতৃত্ব জাতি চির দিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

The Impact of Social Capital on Household well-beings- A Survey of Community Based Fisheries Management Project in Rural Bangladesh

Jani Parvin*

Abstract

The purpose of this paper is to investigate the linkages between social capital and household's well-beings in rural fishing community in which a community based fisheries management project (CBFM) promoted some essential element of social capital such as association life. The paper reveals that the role of CBFM is important for creating social capital which helps to improves poor fisher's household's well-beings in respect of income activities which are mainly calculated by access to assets, access to credit and collective actions .To compare with the CBFM beneficiaries households with non-member household's we find that the households who are member of CBFM project have higher social capital value than non-member which helps the poor fishers households to improve their well-beings.

Key Words: *Social Capital, Household well-beings, Community Based Fisheries Management (CBFM),* Words: 150

1. Introduction

During last decade the notion of 'social capital' has been seriously considered as

---

* Lecturer, Department of Economics, Begum Rokeya University, Rangpur

This paper is mainly based on the author's Master Thesis, done under the Centre for East and South- East Asia, Lund University, Sweden, Date of the study has beern collected from Tangial district of Bangladesh in 2005 through household's survey by semi structure questionnaires

a determining factor in economic growth, development and the reduction of poverty. Social capital can be defined as those features of social structures-such as trust, norms, and sanctions, appropriable social institutions, and information channels that collective action (Coleman, 1990, Putnam et al, 1993,). Social capital is a multifaceted phenomenon and it affects the household well-being on many levels such as macro, meson and micro. Among other views of social capital, the concept can be considered as a by-product of social relationships getting up from reciprocal exchanges between members involved in social associations or networks for the achievement some common goals (Kawachi et al, 1997). Moreover some wide-ranging research has been conducted on the links between social capital and social and economic growth and development. In research findings generally found positive association of social capital and development (Knack & Keefer, 1997)

At the view point of development discourse the role of social capital ‘is important for lowering transaction cost, mutually beneficial action or collective action leading to positive some outcome and in this process social capital enables accumulating of other types of capital for poverty reduction. But there are few empirical studies in Bangladesh that looked into the linkages between social capital, household well being and poverty. Bangladesh is one of the world’s poorest countries and the level of poverty higher in rural areas. In the last two decades some progress making in overall of poverty situation but the level of poverty still high by any standard and most of are rural people. While the proximate cause of her poverty seems to be imbalance between population and exiting resources, inefficient institution, lack of active groups and network and collective actions. Therefore the main goal of this paper is to investigate the linkages between social capital and household well-beings as a proxy indicator of poverty in rural Bangladesh.

The paper mainly investigate how a community based organization(CBO) such as CBFM activities help to promote some ‘social capital’ element such as association life and the effect of social capital’ on household’s well -beings which help to increases the poor fishers’ household welfare in the rural Bangladesh . Therefore, the main research question- ‘whether social capital creating by the CBFM project has any positive role in the creating or enhancing opportunities for rural households that increase well-being of rural fisher’s inhabitants’ . Therefore, the scope of the study paper is limited in five villages in rural area of Bangladesh. To examining the relationship between social capital and Household’s well-beings one indicators of social capital is selected that is *association life that means*

membership in groups& network under CBFM project. **So** the main research question of this paper Is :‘Are households who have a membership of CBFM project have high levels of social capital than non- members? The inherent object of the CBFM project is increasing poor fishers household well-beings through by creating some social capital indictors.

The main aims to assess the impact of social capital on poor fishers households well-being provided by the CBFM project . The paper is organized into five sections. The second section discusses on the recent literature reviews finding on social capital and its effect on economic performance while section three discusses the methodology. In section four gives background of CBFM project. Data and empirical result mainly the impact of social capital on households well-beings by CBFM activities discussed in this section. The last section presents the conclusion of the study.

Section two

2. Review of literature on social capital

Social capital is not a single entity, but the combination of a variety of different entities with two entities in common: they all consist of some aspect of social structure such as social groups, network, institution etc and they facilitate certain action of actors-where persons or corporate actors-within the structure.(Dasgupta; 2000). Like other form of capital, social capital is also a one kind of productive asset for the poor households. According to Uphoff(1999) social networks require investment of time, money, information and prestige that yield a benefit flow of employment, income, sociability, knowledge and other payoffs. The memberships of groups interact to produce collective action that is theoretical to bring down the transaction cost and lead to mutually beneficial or positive-sum outcome for households.

2.1. Dimensions and Scope of social capital

Social capital is a multi-dimension concepts and it has different dimensions. Looking at the figure -1, the framework of social capital is construct around two key dimensions of social capital one is the structure form of social capital such as the form of association and networks that help to disseminate information, reduces opportunistic behaviour, and facilitates collective decision-making and another is the cognitive form of social capital that is deals with norms, attitudes, values and beliefs. The mutually benefits collective action within a community or

groups depends on the level of whole community shared norms, values, attitudes and beliefs and trust. Social capital is a multifaceted phenomenon and is have mainly two scope such as micro and macro level.

Dimensions of Social Capital

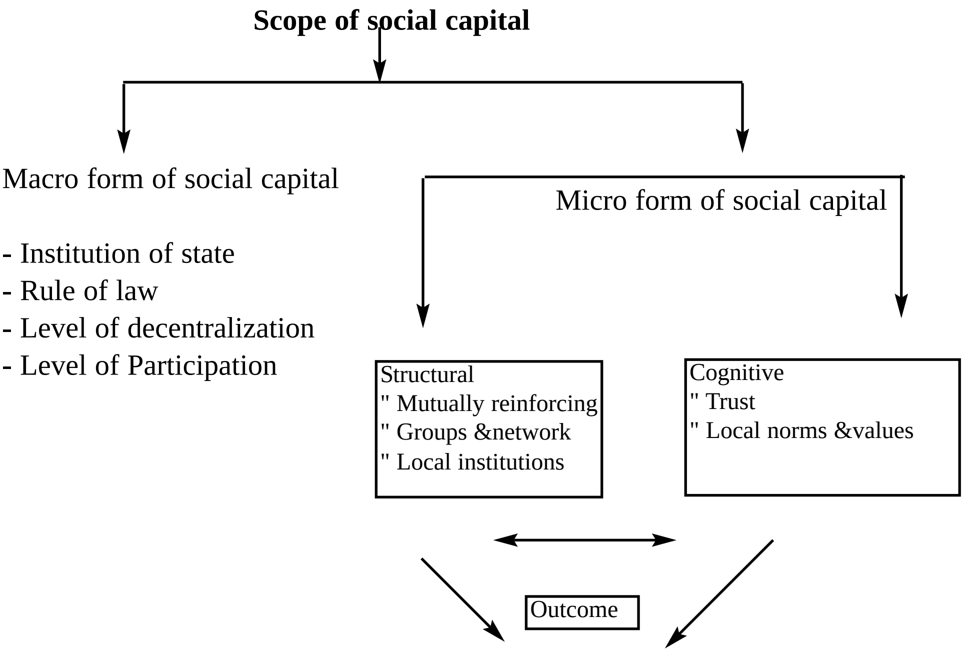

Figure1: Dimension of Social Capital

Source: Grootaert & van Bastelaer (2001),& Rita Afsar(2004)

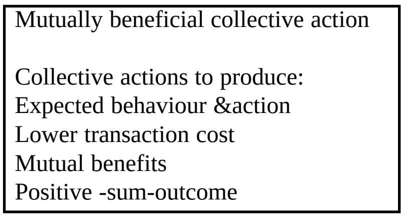

(Grootaert, 2004, p11).

The macro level social capital refers to the institutional context in which organization operate. More broadly macro level refers to formal relationships, such as political regime, rules of law, legal frameworks, level of decentralization and level of participation in the policy formulation process (krisha, Anirudh and Shrader, Eizabeth 1999). There is an overwhelming evidence that such macro level social capital has a measurable impact on nation economic performance (knack, 1999). Like most third world countries Bangladesh has a lack of well functioning institutions, is infrastructure-starved and government-deficient. The cause of rural poverty also depends on lack of well functioning institution at the local level. On the other hand, the micro level refers to the contribution of horizontal organizations and social networks to development. In a traditional society like rural Bangladesh where the formal institution has a lack of efficiency and trustworthiness, groups and networks at the micro level but which is great importance for the economical growth. People, especially poor, tend to be withdrawn from the formal economy and more rely upon multiple informal economy such CBO to satisfy their needs. These paper discuses the impact of structure form of social capital on households at the micro level.

2.2. Social Capital and Economic Performance

A growing body of research has been conducted on the links between social capital and household well-beings. It has a significant role in improving household's well-being and reducing poverty (knack and keefer, 1997). Durlauf & Fafchamps(2004) distinguish three main underlying ideas of social capital as: Firstly, social capital generates positive externalities for members of a groups; secondly, these externalities are achieved to share social trust ,norms and values and their effect on expectations and behaviour ; finally shared trust, norms and values arise from informal forms of organizations based on social networks and association.

According to Knack(1999) under the survey study of cross country evidence, indicate that the role of social capital on poverty reduction is positive, the higher level of social capital are associated with subsequent improvements in the distribution of income and finally its reducing poverty. In respect of world value of survey, the outcome of social capital to reduce poverty has been positive. Social capital reduces poverty rates and improves income inequality. By improving the institution rules or law, civil society like CBO capital that means common norms, values, trust, and association life are play a important role to reduces poverty and

income inequality in a developing country.(see http://wvs.isr.umich.edu). Therefore, according to recent literature review, social capital generate production and economic growth by reducing transaction costs ,associated with co-ordination of grouping, rules, and trust and collective action for the poor people who lives in rural area. Therefore, the local level organization like CBFM helps to build up linking social capital that promote collective action and the collective action reduce the transaction cost, improve poor fishers household's well -fare. The concept of social capital that has been applied in studies on community based fishing management organization (CBFM) in rural Bangladesh, where structure and cognitive forms of social capital established rules and procedures with in social networks, norms, values and attitudes within group .(Krishna and Uphoff, 1997).

3. Methodology and conceptual framework

This study mostly based on qualitative methodologies. The quantitative research consisting of recent literature review of social capital, and the qualitative research undergoing a field study .This study only measure one indicators of social capital such as association life at household level where the focal point is how this types of social capital interact at households and institution levels. Social capital is measures by interviewing selected administrative personnel in vital institutions (CBFM), fisher households, villages leaders in the selected water body in rural country side.

The conceptual framework of the study derives from some review of literature on social capital. Following the conceptual framework, its assume social capital is one kind of capital or assets in a poor fishers household's production function and that produce a stream of benefits and the elements of benefits such as information sharing, lowering transaction cost and mutually beneficial collective actions for a specific goal. Therefore, in this framework, to measure social capital at the households level, the chosen indicators of the social capital is **''association life or groups & networks.** This indicator measure social capital at different points of views and than taking together, provide a valid base for the measurement of social capital as well as its impact. Whilst social networks through by CBFM requires investment of time, money, information that can yield a benefit flow of poor fishers households income (Grantovetter 1985). The structure form of social capital is important for resolving the poor household's income generating activities. Actually, the impact on social networks have an economic performance is, especially, more difficult to measure in aggregate model than disaggregate

model. Due to the complex relationship between different components of social capital to the intangible nature of some variables and the level at which they may operate (Uphoff, N. 1999, Knack and Keefer 1997). That way this paper only analysis the structure form of social capital at household level.

The most accepted a method that has been used for measuring social capital goes via Survey Data Collection. Here, a number of data source like world value survey by university of Michigains and the Social Capital Assessment Tool (SCAT) adopted by world bank are useful. The SCAT tools seeks to measure the level of social capital in the area of economic growth, poverty alleviation and inequality reduction. The SCAT assesses social capital in rural areas, producing a community profile, a households survey and an organization profile. In these survey a serious of questions are asked concerning social groups and networks (Krishna and Shrader, 2000).This paper mainly follows the SCAT methods for the generalizing the result of households survey.

For measuring structural form of social capital at household level, voluntary participation in decision making is a index of social capital without giving any weight to the types of decision taking under CBO programmes and assume that poor fishers households members who are voluntary participating in the CBO decision making process is likely to yield greater social capital than involuntary and inactive members.

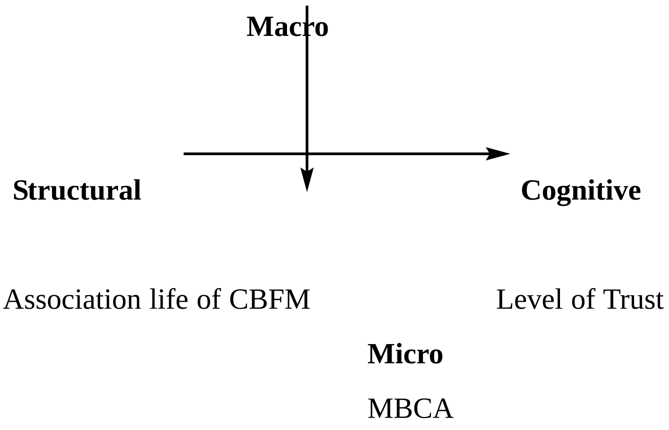

Figure 2. Indicators of Social capital

4. Data and Empirical Result

4.1. Data Collection

The paper broadly based on a qualitative research methodology. For conducting this research the study employed integrate questionnaire for the measurement of social capital (SC-IQ) at household level which developed by the World Bank (Grootaert et al, 2004). A household survey also conducted through by semi-structured questionnaires. Analyzing the contribution of social capital to household well-being is done in the context of above conceptual framework which views social capital as one class of assets available to households for generating income and making consumption possible.

The reliability and validity of the interviews findings depends on interviews technique, types of research questions. The qualitative research is basically depends on the question of reliability and validity. The result of qualitative study depends on how can asking a good question during data collection process. To investigate the role of CBFM to creating households level social capital which improve the poor fishers households well-being in respect of income activities this study selected three villages for investigated the CBFM activities and other two control villages for comparing the impact result. To collected data, this used three different types of question for three respondents such as one for villages chairman, one for households and another for administration officer of CBFM. For getting, household's level social capital , socio-economic conditions, demographic information, well-beings a household survey was conducted by semi-structured questionnaires. Respondents were randomly selected, 20 male beneficiaries' household members from male group and 20 female member from female group from CBFM villages .Without CBFM 22 households was selected from the control two villages which informant supplemented with information on the local economy, local society and local institutions by semi-structure questions. At the institution level, respondent the executive groups leader of CBFM at three villages by in depth –study. Therefore, the interviews questions round upon different aspect of diverse issues about social capital, CBFM activities, and households well-beings.

Moreover, this study applied analytical generalisation methods for analysis results. Finally, observations whether there is any correlation between social capital by CBFM activities and household well-being, and find out the effect of social capital on households well-beings.

4.2 Data Description

4.2.1 Background information about CBFM project in Creating Social Capital

The CBFM build up some Community Based organization (CBO) at the rural water body area in Bangladesh for purpose of improve the poor fishers households welfare. Actually, CBO's is one kind of 'new institution' which work at the local level for rural poor fishers man who are mostly depend on common-pool resources for their livelihood. It is play an overwhelmingly important role for economic development and poverty alleviation. Moreover, the some functions of the CBO are to create social capital indicators such as strong networking, trust, and mutually beneficial collective actions with in a community which improve livelihoods of the poor people. Therefore, CBO activities in inland fishing sector generate different form of social capital such as trust and norms of reciprocity (cognitive form of social capital), horizontal networks and institutions (structure form of social capital) to promote mutually beneficial collective action(MBCA) (CBFM-2 –Annual Report September 2001-December 2002).

At the village level, the CBOs participating of poorer community, are considered as bonding, linking social capital, and playing important catalytic role in enhancing mutually beneficial action. By similarity, bridging social capital is crucial to the success of civil society as like CBOs for rural development because it provides opportunities for participation, increased networks for exchange, and channels to voice concern on behalf of those who may be locked out more formal avenues to affect change. The role of CBOs to creating bridging social capital at rural level community is more crucial for common pool resource management because it reduce the information gap between members of groups or community, increase service delivery and implementation, and reinforcing trust and norms with in society. Therefore, the CBOs play important role in disseminating information, reducing opportunistic behaviour of members and facilitating collective decision making through by creating strong group network at household level. Because, the CBOs household's members are collectively fishing, catching, monitoring water bodies that increase fish production and improve household's income level and other welfare.

4.3 Result Discussion

All the result depends on the chosen indictors of social capital such as association life. In this section, results from the interviews highlight by transfer the indicators in to tabular form. First part of this section discuses how the village are different

in terms of social capital indicators, second part discusses investigate how social capital indicators creating by CBFM activities and third part analysis what are the impact of social capital on households welfare in case of access to assets, access to credit and collective action with compare the answer script of CBFM members with non members.

4.3.1 Village characteristics about association life

Table-1 shows that the fisher household's who are members of CBFM or any Matsho samati were more engaged in organization life that promoted higher collective action, and trust than non members of fisher households which help them to improve more their per capita income than non members. After observation on the formal and informal association life which mapped out the member ship of groups by CBFM project and association of informal fishing groups among the informants there is no distinct difference of associations' life found in the selected five villages. However it was observed that according to answer sheet most of the household members of all five villages would deal or resolved with their problem in case of crop diseases, closing School, conflict solution) individually or through close relatives which suggesting low levels of social capital. Within compare the five villages, Gobindachara under the CBFM project shows the highest value of structure social capital, than compare with Ramkrishanabari, Bilashipur and Tahasa, Gonipur because some time the villager together solve their problems and more frequent in dealing together to solve any common crisis.

In case of school closing problem, all of the five villages gave the identical answers in closing primary school for three months than who solve the problem community, the school community or leader of villages were solve the problems which indication lower level of social capital. According to answer sheet about conflict resolution, a majority of the villagers mutually resolved the conflict between the parties that reflect higher level of social capital. The ramkrisanabari, Gobindachara villagers more actively mutually resolve any type of common problems than Tahasa, and Gonipur villages which indicates higher value of social capital. However, there were a significant difference regarding the structure form of social capital of the CBFM villages and non villages. In Bilasgipur, Gobindacharan, Ramkrishina bari, villages the households members were tries to resolved some common problem such as crop disease or flood or closing school that provided higher value of structure social capital than non CBFM villages.

Table 1 : Structural form of social capital

Structure form of social capital

Village Characteristic		Closing School Village together =1 school community solve problem=2(scm) leader/chairman=3 (total number of househ olds respondents =10)	Flood/crop diseases Village itself=1 village together=2 leader/chairman=3 (total number of respondent households =10)	Conflict solution By mutually dialoug between conflict parties (MDBP)=3
Control village Under the CBFM project	Bilashpur	scm=8, local Chair=2	v itself=3, v together=5 leader =2	MDBP = 10
	Gobindachara	scm=5, vi together=4 local chair=1		
	Ramkrishana bari	school comm,=10	villager it self=10	conflict resolve mutually=10
Targert village	Tahasa	scm=8	villagers itself=8	conflict resolve mutually=8
Without CBFM project	Gonipur	scm=8	villagers itself=8	conflict resolve mutually=8

Source: Author field survey 2005.

4.3.2 CBFM activities promoted social capital

According to the index of structural form of social capital we found whether an organisation of a village lend to function more democratically had yield higher structural form of social capital than organization of the poor function. Table-2 depicts that all the group member of CBFM project in each villages were actively or regularly participated in the meeting, discussed, and sharing their own problems about saving, income generating activities than non member. Because the executive members of CBOs were actively participated in monthly or weekly decision -making processes. Therefore, the income levels of active member of CBOs were higher than the household members who are not regularly participate in decision making process. Actually there were no distinct differences regarding the level of association life of the three observed villages when the informants were asked directly whether they voluntary participating in decision making process or frequency of CBO meeting holding. Especially, in case of Gibindacharan village, the poorer fisher households were often more engaged on

organizations than the rich fisher family member. In a month, there were four time attended CBO meeting holding and also voluntary participation and co-operation in decision making process which indicates a higher level of social capital. In case of Bilashpur village, the CBO institution members participating the decision making process once time in a months which indicates lower value of structural form of social capital on the other hand the executive members of CBO were voluntarily selected by voting process which indicates higher social capital. Therefore, the voluntary co-operation within members play a significant role to resolve any type of increasing fish production problems.

Table 2 : Structure form of social capital at institution level

Question	**Bilashpur**	**Gobindacharan**	Ramkrishanabari
1. How many meetings does the CBO hold for each village in a month?	4 which indicate higher level of SC	4/ which indicate higher level of SC	2
2. What is the decision making process of CBO? Participatory Non-participatory	Participatory/voluntary selected the executive member of CBO	Participatory/voluntary selected the executive member of CBO	Participatory/ voluntary selected the executive member of CBO
3. Is the villager's participation in the CBO programmes voluntary?	voluntary participating	voluntary participating	voluntary participating
4. And its involvement encouraged voluntary co-operations	voluntary co-operation to resolve any types of social problems but not fully voluntary.	voluntary co-operation to resolve any types of social problems	voluntary co-operation to resolve any types of social

Source: Field Survey 2005

Table-3 reveals that the fisher households who were member of CBO at the same time members of other NGOs have a more opportunity to change their association life and also well-beings. They have more possibility to get more information about market, access to education, health, social safety net etc and have more possibility to exchange information to each other that reduce the transition cost, increase output. Therefore, the household's who are member of CBFM project have higher opportunity to improvement their well-beings, mainly income than non member households.

Moreover, when we compare the result of association life between fishers households who are member of community based organization (in Hamel Bell area) with the fishers household who are not member of CBO than we find a significant different result. The households who are member of any association or group have higher social capital than non-member.

In case of Tahasa and Gonipur village, most of the respondent household are involvement in catching and selling fish by their informal Samati. In Tahasa, the household who are member of NGO and at the same time members of production group (Fishing samati) have more households income and well-being than non member of fishing household because the household have member more opportunities to share and exchange information each other that reduces the transition cost, increase their income. In case of Gonipur village, most of household head are member of regional NGO and half of them are also member of production groups like fishing samati The household member has a association life with in community based informal fishing groups has been higher income (see table-3) .

Table 3 :

Question		Village are not involved in CBFM activities	
		Tahassa	Gonipur
i)	Do you belong to any of the groups or association that together regularly to carry out an active or talk? Such as:	yes	yes
a.	NGO member (BRDP, ASA.GB, SUSS, CARITAS)	10	8
b.	Member of farmers cooperative		
c.	Member of cooperative society (vumihin samati)		
d.	Member of Union Council		
e.	Production groups/without CBO any fishing group (Fishing somatic)	8	
f.	Social groups (youth group) etc.		2

Source: Field Survey 2005

Therefore, according to the measurement indicators of association life, I observed the index of structural form of social capital by CBO are higher in my selected three villages than the informal association life. The association life of CBO help to built up structural form of social capital. The CBO household’s have equal right to participate in decision making process or they are actively participating in saving programmes which indicates higher level of structural social capital .On the other hand, the existing organization (both CBO and Mosho samati) in fishing sector association life are internally homogeneous association according to kinship, religious, gender, age, occupation and income level. Most of the members are male, age varied between 20-35 years, occupation are fishing(catching

&selling fish from common Bell) illiterate and the level of income between 2000-2500 take per months for all members. Hence, it easier for members to trust each other to share information, and to reach any decision which easier to bring about collective action which yield higher level of benefits than diverse association. In this way the homogeneous association life helps them to build up structural form of social capital at the households and institution level in conclude, the Household who are member's of CBFM and at the same time member of NGO are likely to have more social capital than non members. Because, the member of CBFM or any NGO households are more actively and frequently participating in group meeting, which lower their transition cost for fish production increase opportunities of share information, that's finally increasing households monthly income and welfare.

4.4 The impact of Social capital on household's welfare

The effect of social capital on household's which estimated the accumulation of assets, access to credit and collective action. The result based on households survey result in selected five villages. To investigate whether social capital is effective in contributing asset accumulation, we assume that number of membership in different diversify or homogeneous association life in each household have higher asset ownerships than the household members who are member of heterogeneous association. The active participation in groups meeting is linked with higher asset ownership. In a relatively rural poor setting, most of the households interested in acquiring social capital by investing time and money in local association like CBFM or Motsho samati, due to avoid risk of income fluctuations. This association involvement accumulating more assets which can be sold or borrow in time of need or arranging access to credit. The local association life for fishing increases household current income, which increases physical asset for households. Out of my total 45 household, half of them beneficiaries' members owned durable goods such as, land, van, radio etc. Therefore, improving access to credit and saving is a major reason why the poor fisher household join local associations. Fifth percent members primarily join local association or groups only for saving purpose.

The CBFM project and Masho Samati membership's objectives are not only finance but also to contribute access to credit. This is the sense in which social capital is truly ‘’social’’ in that the building of networks and trust among members in the context of a social setting. It spills over into financial associations for access to credit i.e. member of households are actively participating in decision making process and they have more opportunity on access to credit, access to assets, and

collective action. The CBFM micro-credit programs support the poor fisher beneficiaries households for income generating activities (IGA). It reduces poor fisher's dependency on money leaders and compensate loss of income during any closed period for fishing. To uplift socio-economic conditions, create employment opportunist and increase family income, credit support is important to the beneficiaries. The nature of IGA's was related with fish business, rickshaw purchase, cow fattening, carpentry, rice husking, fingerling purchase etc. Therefore, the micro-credit programs improved the poor fisher household opportunities to access credit .Its finally increasing their per capital income.

The group formulation with poor fisher household's member and the level of trust with in group produce the output indicators of collective action. The active participation in collective action by groups members increase the poor fisher man households income by jointly increasing fish culture in their control water bodies. Its observed that the CBFM fisher household's member position in respect of per capital income higher than non-CBFM member. Because they have limited opportunities to get credit which improve their physical assets, saving, human capital. Therefore, at Tahasa and Gonipur village members have lower value of social capital indicators which limiting their ability of access to credit, access to assets, and collective actions.

Moreover, it seems that household active participation in CBFM activities are increases the MBCA which indicates higher value of social capital. Hence, the active participation in collective action by CBFM groups members increase their poor fisher household's income. So the CBFM household's members have more social capital, more opportunities to improve households income than non CBFM members.The CBFM member of households undertaken some collective action for increasing fish production for their own purposes but the CBO member of households normally not interest to collectively doing some village development activities.. It was observed that only 5 percent households were collectively doing village development work such as tree plantation, The frequencies of doing collective actions also lower in the five villages where most of household members are busy with their own productive activities. Because the collective action depends on nature of social networks that means the memberships of homogeneous institution. In case of CBFM villages the highest participation in collective action comes from membership than non members village households. Hence, the active participation in collective action by groups members increase the poor fisher household's income. In Bilashpur, Gobondacharan, and the Ramkrishana bari village member participation in collective action more frequently than Tahasa and Gonipur The household's of CBO member are

collectively cultural fish, catching and selling fish and increasing their per capita income. This implies that CBFM activities help to build up higher value of social capital at the rural area which helps the poor fisher household to improve welfare and consumption day by day.

5. Conclusions

A major problem in our rural Bangladesh is majority of rural people are poor because lack of educated, lack of access to assets, access to credit, and collective action. In order to assure poverty reduction and sustainable development, it is necessary to increase per capital income for poor along with employment generation to adopt programmes for saving, increase continued investment in different social sector which would increase the living standards of poor. The objective of the CBFM project is working to build up some community based organization (CBOs) in each water bodies in rural Bangladesh. The new institution CBOs are more likely to succeed in creation of some important social capital indicators in comparison to other government or economic institutions. The concept of social capital that has been applied in studies on community based fishing management organization (CBFM) in rural Bangladesh, where structure and cognitive forms of social capital established rules and procedures with in social networks, norms, values and attitudes (Krishna and Uphoff, 1999) by formulation group and network with fisher households. The association life of CBFM increases the income opportunities for poor fisher by reducing transition cost and sharing information .The level of trust within group member increases the collective action and finally its increases household's income. Actually, the study has concentrated on the impact of social capital on poor fisher households.

According to qualitatively measured on the impact of social capital on household's welfare there was found a positive linkage between household's welfare and social capita. The households who are member of CBFM have higher per capita expenditure or income, more physical assets, higher saving and better access to credit than non-member. The contribution of social capital on poor fisher household beneficiaries by CBFM activities was significant in the selected three villages where the CBFM working for the poor fisher man. It has a strong affect on household welfare, especially, improve their per capital income. Here the effects of social capital operate through at least three mechanisms: collectively doing fishing activities for the Beel, sharing of information among association members which reduce opportunities and behaviour and improved collective decision making. The impact of the social capital on household's members of Biashipur and Ramkrishabari are higher than non members in terms of their

income, asset, and collective action. Because the members of CBFM more actively participating in group meeting, and collectively fishing that's way they have more opportunities to increase their income for improving welfare than non members. Moreover, at the household's level social capital have several long term benefits effect on household well-beings such as better access to credit, better ability to smoothen out income and accumulating assets because membership in a local associations have the primary function is financial (e.g rotating credit and savings). That's way CBFM associations life helped the poor fishers household to increase their per capita income more than non- member.

The above findings indicated that CBFM's programme helps to promote a strong association lifet hrough by build up some CBO in rural Bangladesh. The association life and collective action jointly helps to improves poor fisheries household's well-beings in respect of income, access to credit etc. However, the effect of social capital by CBFM on household members has been stronger than non members. Its improved households per capita income by increasing fish production with in a group which has a long term spill-over effect on households well-beings. Therefore at the household level, the social capital has a positive effect on their well-beings .Moreover; we suggest that there is a need for both formal and informal types of local level organization because government institutions more easily promote social capital and reduction poverty which will improve rural poor household welfare.

References

1. Afsar, R.(2004), Poverty, Social Capital and the Role of NGO, ''The Changing Face'' and the Changing Facts of Rural Life in Bangladesh, paper presented in the *18 the EASAS Conference, Lund University*, July 2004.

2. Ahmad, A.(2004), ''Civil Society; Social Capital and NGOs in poverty Reduction'', paper present in SIDA Workshop, January 2004

3. Bangladesh Economic Review (BER), 2003, Finance Division, Ministry of Finance, Government of people's Republic of Bangladesh, June, 2003, p12

4. BIDS(2000) : Fighting Human Poverty. Bangladesh Human Development Report (BHDRP) 2000. BIDS, Dhaka.

5. Coleman, J. S. (1990), *Foundations of Social Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

6. Collier, P. 1998, ''Social Capital and Poverty'',Social Capital Initiative Working Paper No. 4. Social Development-Department Washington, DC: World Bank.

7. Community Based Fishing Management, Phase 2, CBFM-2, Annual Report, September 2003, World Fish Center, Department of Fisheries, Dhaka, www.worldfishcenter.org

8. Community Based Fisheries Management News, August 2005, Issue 5,World Fish Center-Bangladesh &South Asia Office, Web link: www.fmsp/r8462.htm

9. Dasgupta, P. 2000, ''Economic Development and the Idea of Social Capital'' in Social Capital: A Multifaceted Perspective, ed. By Ismail Serageldin and Partha Dasgupta. The world Bank, Washington, D.C.

10. Durlauf, S. and Fafchamps, M.(2004), Social Capital. NBER Working apper 10485 http://www.nber.org/papers/w10485. National Bureau of Economic Research 1050, Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 February.

11. Glaeser, E.,L, et all.(2002), An Economic Approach to Social Capital as a Development Strategy, Newbury Park, CA: Sage publications.

12. Granttover, M.(1985), "Economic Action, Social capital Structure and Embeddedness'', *American Journal of Sociology,* 91, pp. 481-510.

13. Grootaert, C. and Bastelaer, (2001), Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and recommendation from the Social Capital, The World Bank-Social Capital Initiative Working Paper No. 24

14. Grootaert, C. (1999), Social capital, household welfare and poverty in Indonesia. Local Level Institutions Study, The World Bank, Washington, D.C.

15. Grootaert, C., Narayan, D., Jones, V. N., and Woolcock, M. (2004), Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire, Working Paper #18, The World Bank, Washington, D.C.

16. Narayan, D.2002, Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty. In Jonathan Islam, Thomas Kelly and Sunder Ramaswamy, eds. Social Capital and Economic Development: Well-being in Developing Countries. Northampton, M. A: Edward Elgar. pp. 58-81

17. Ismail .S. (1998), The initiative on Defining, Monitoring and measuring Social Capital, World Bank paper, Washington, pp1.

18. Jonsson, E. and Klevas, P.(2002), Non-government Organizations, Role in the Creation of Social Capital- A Case Study of BRAC.

19. Krishna, A and Shrader, E. 1999, Social Capital Assessment Tool, World Bank Paper, Washington, 1999, p9)

20. Knack, S. 1999, ''Social Capital Initiative Working Paper No.7, Social development Department. Washington, DC: World Bank.

21. Krishna, A. and Uphoff, N. (1997), Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajastahn, India, World Bank paper, Washington, ,p7

22. K. Kuperan vis Wanathan, 2005, ''Fisheries Co-management Policy Brief: Findings from a World Wide Study'', Danida, World fish centre. www.worldfishcenter.org

23. Kawachi, I., B. Kennedy, Kimberly Lochner, and Deborah Prothrow-Stith (1997), Social Capital, Income Inequality, and Mortality. *American Journal of Public Health*, 87(9):1491-1498..

24. Knack, S. 1999 ''Social Capital Initiative Working Paper No.7 , Social development Department. Washington, DC: World Bank.

25. Knack, S. and Keefer, P.(1997), Does social capital have an economic pay-off? A cross-country investigation. *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 112: 1251-88.

26. Krishna, A. and Uphoff, N.(1999), ''Mapping and Measuring Social Capital: O conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajasthan, India'', Social capital Initiative Working paper No.13, the world Bank.

27. Kvale, S. (1996), Interviews: Introduction to qualitative research interviewing. London: Sage

28. Putnam, R..D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Economic Growth. *American Prospect*, (Spring): 35-42.

29. Putnam, Robert. 1995. ‘’Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, Journal of Democracy no.6(1)

30. Portes, A. (1998). Social capital: its origins and applications in modern sociology *Annual Review of Sociology* 24: 1-24.

31. Uphoff, N.(1999), ‘’Understanding Social Capital: Learning From the Analysis and Experience of participation’’, in Dasgupta and Serageldin eds. Social Capital: A Multifaced Perspective, The World Bank, Washington, DC.

32. Yin, R.J. (2003): Case Study Research. USA: Sage, third Edition.

33. University of Michigan’s, World Values Survey. Nov. 2001. http:// wvs.isr.umich.edu

34. World. Bank. Engendering Development: Through Gender Equality in Rights, Resource, and Voice-Summary. Washington. World Bank. 2001. www.worldbank. org/gender-engenders summary. pdf.

Electronic Reference

Http:// wvs.isr.umich.edu
(http://devdata.worldbank.org/external)
http://www.worldbank.org/wbp/scapital/methods/index.htm
http://www.fmsp/r8462.htm
http://www.nber.org/papers/w10485.
www.worldfishcenter.org

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

একটি গ্রামের বিবর্তন

জাফর আহমেদ চৌধুরী*

গ্রামটির নাম আলকরা। কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার আলকরা ইউনিয়নের গ্রাম। চৌদ্দটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত চৌদ্দগ্রাম উপজেলার এটি ১৪ নং ইউনিয়ন। গ্রামটির নামে ইউনিয়ন এবং এ গ্রামে ইউনিয়নের সদর দপ্তর। ইউনিয়ন সদর দপ্তর হওয়ার কারণে এ গ্রামে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ইউনিয়ন ভূমি অফিস, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডাকঘর। রয়েছে জনতা ব্যাংকের একটি শাখা, একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি এতিমখানা ও একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামে রয়েছে তিনটি মসজিদ। গ্রামটি উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে। গ্রামটির মাঝখান দিয়ে রেলওয়ে রাস্তা। তদ্বারা গ্রামটি বিভক্ত হয়ে নাম নিয়েছে উত্তর আলকরা ও দক্ষিণ আলকরা। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বিভিন্ন বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা হচ্ছে।

জনসংখ্যা

বর্তমানে এ গ্রামে প্রায় ৪০০ খানা রয়েছে। জনসংখ্যা প্রায় ১৮৩৫। ১৯৬০ সালে এবং ১৯৭০ সালে খানা সংখ্যা ছিল যথাক্রমে প্রায় ১০০ এবং ১৫০। জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫২৫ এবং ৭৩০। ফলে দেখা যাচ্ছে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের ১০ বছরে প্রতি বছর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৯০ শতাংশ। ১৯৭১ থেকে ২০০৯ সময়ে জনসংখ্যা বেড়েছে ১১০৫ জন। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি বছরে ৩.৮৮। অন্যদিকে ১৯৬০ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বার্ষিক গড়ে ৪.৯৯ শতাংশ হারে। খানা সংখ্যা বেড়েছে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে গড়ে ৪.৫৪ শতাংশ হারে। ১৯৭১ থেকে ২০০৯ এর মধ্যে খানা সংখ্যা গড়ে

---

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন সচিব। তিনি একজন গবেষক ও সুলেখক।

[প্রবন্ধটি বাংলাদেশের একটি গ্রামের পঞ্চাশ বছরের আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের বৃহত্তর সমীক্ষার প্রাথমিক একটা প্রতিবেদন। অর্ধ শতাব্দির এ পরিবর্তনের ধারা থেকে গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের একটা চিত্র পাওয়া যাবে। তা থেকে আমাদের বর্তমান অবস্থান এবং ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যাবে।]

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

৪.১৬ শতাংশ হারে বেড়েছে। ১৯৬০ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রতি বছর খানা বেড়েছে গড়ে ৬ শতাংশ হারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও খানা বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উভয়ের মধ্যে ধনাত্মক সংশ্লেষ রয়েছে।

১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী উক্ত গ্রামে কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৫১ শতাংশ। ২০০৯ সালে এর পরিমাণ ৫৯ শতাংশ। ফলে কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ বর্তমানে ৮ শতাংশ বেশী। তবে কোন কৃষি-শ্রমিক পাওয়া যায়না। ধান রোপন ও ফসল কাটার সময় রংপুরে-দিনাজপুর থেকে কৃষি শ্রমিক আসে।

সড়ক

১৯৬০ সালে ইউনিয়ন সড়ক ছিল একটি। আলকরা গ্রাম দিয়ে এর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১.৫ কিলোমিটার। ১৯৭০ সালে এর দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ২.০ কিলোমিটারে। তা ছিল কাঁচা রাস্তা। ২০০৯ সালে উক্ত গ্রামে পাকা রাস্তার পরিমাণ প্রায় ৫.০ কিলোমিটার। এ সকল রাস্তা দিয়ে রিক্সা, টেম্পু, মাইে্রাবাস ও ছোটখাটো ট্রাক চলাচল করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৯৫৪ সাল থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ১৯৬৫ সালে একটি জুনিয়র হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা ১৯৬৭ সালে বন্ধ হয়ে যায়। পল্লী অভিজাত শ্রেনীর পৃষ্ঠপোষকতায় এ জুনিয়র হাই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একই শ্রেণীর অসন্তুষ্টিতে তা বন্ধ হয়ে যায়। আবার ১৯৭৭ সালে জুনিয়র হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা ২০০৫ সালে হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ১৯৬০ সালে সমগ্র গ্রামে মসজিদ ছিল একটি। ১৯৭০ সালে ছিল দু'টি এবং ২০০৯ সালে মসজিদ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিনটি। এতিমখানাটি ১৯৬০ সালের দিকেই যাত্রা শুরু করে। ২০০৯ সালে এতিম ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৬০ জন।

গ্রোথ সেন্টার

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি আলকরা বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালের দিকে প্রথম একটি স্থায়ী দোকান প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলতঃ তা ছিল একটা রেশন সপ। ১৯৭০ সাল নাগাদ স্থায়ী দোকানের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় পনেরটি। ২০০৯ সালে স্থায়ী দোকানের সংখ্যা প্রায় দেড়শত। ১৯৮২ সালে গ্রামে প্রথম বিদ্যুৎ আসে। বাজার ও দু'তিনটি বাড়িতে। এখন ৮৫ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। রেশন দোকান ও চা দোকান দিয়ে যাত্রা শুরু করে এ বাজারে এখন মুদি, ফার্মেসি, ফল, সিমেন্ট, রড, গ্রিল ও ফার্নিচার, শাড়ি ইত্যাদির স্থায়ী দোকান ঘর রয়েছে। মোটামুটি সব কিছু পাওয়া যায়। সপ্তাহে দু'দিন হাটবার হলেও প্রতিদিনই বাজারটি জমজমাট। ব্যাংক শাখাটিও বাজারে অবস্থিত। বাজারের কাছাকাছি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স রয়েছে। ফলে বাজারটি গ্রোথ সেন্টার হিসেবে বিবেচিত।

শিক্ষার অবস্থা

বর্তমান জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশের স্বাক্ষরজ্ঞান রয়েছে। অক্ষরজ্ঞান রয়েছে ৭৭ শতাংশের (প্রতি ১৮ জনে ১৪ জন)। এসএসসি পাশ ও তদুর্দ্ধের ডিগ্রিধারিজনসংখ্যার পরিমাণ ১২ শতাংশ। বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার ও এমবিবিএস ডাক্তারসহ মাস্টার ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ২৫ জন। গ্র্যাজুয়েট এর সংখ্যা ৭ জন। ডাক্তারদের মধ্যে একজন অধ্যাপক ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে অবসর নিয়েছেন। গ্রামের মাস্টার ডিগ্রিধারীদের মাঝে সরকারের সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার ও সাংবাদিক রয়েছেন।

১৯৬০ সালে স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৩০ শতাংশ। ১৯৭০ সনে ৪০ শতাংশ। অক্ষরজ্ঞান

ছিল যথাক্রমে ২০ শতাংশ ও ৩০ শতাংশ। ১৯৬০ সালে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী (ইংরেজিতে) ছিলেন মাত্র একজন। তিনি পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই ইপিসিএস ক্যাডারে যোগদান করেন। ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় মাস্টার্স ডিগ্রিধারী ছিলেন তাঁরই ছেলে। তিনি ১৯৬৫ সালে সিএসএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে মাদারিপুরে মহকুমা হাকিম থাকাকালে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। ১৯৭০ সালে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী ছিলেন ০২ জন। একজন ডাক্তার (অধ্যাপক), একজন প্রকৌশলী (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী) ও একজন মহকুমা কৃষি কর্মকর্তাসহ গ্রামে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ছিল ৪ জন। এসএসসি ও সমমানের সার্টিফিকেট ও তদুর্দ্ধ জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ১৯৬০ সালে ২.৬ শতাংশ এবং ১৯৭০ সালে প্রায় ৫ শতাংশ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ২০০৯ সালে ১৯৬০ সাল ও ১৯৭০ সালের তুলনায় স্বাক্ষরজ্ঞান বেড়েছে যথাক্রমে ৫৫ শতাংশ এবং ৪৫ শতাংশ; অক্ষরজ্ঞান বেড়েছে যথাক্রমে ৫৭ শতাংশ ও ৪৭ শতাংশ। এসএসসি সমমানের পাশ ও তদুর্দ্ধের পরিমাণ বেড়েছে ১৯৬০ সালের তুলনায় ৪.৪ শতাংশ এবং ১৯৭০ সালের তুলনায় ৭ শতাংশ। গ্র্যাজুয়েট ও মাস্টার্স ডিগ্রির সংখ্যা ১৯৭০ সালে ছিল ৬ জন যা ২০০৯ সালে ২৫ জনে উন্নীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৭.৯১ শতাংশ।

স্বাস্থ্য সেবা

স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে গ্রামে রয়েছে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র। ওখানে একজন ডাক্তার, একজন মেডিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট, একজন দাই ও একজন এফডব্লিউভি এর পদ আছে এবং পদায়নও আছে। কিন্তু, ডাক্তার সাহেব প্রেষণে আছেন অন্য জায়গায়, বেতন তোলেন এ কেন্দ্র থেকে। মাঝে মাঝে মেডিক্যাল এ্যাসিসটেন্টও থাকে না। বাজারে চারজন পল্লী চিকিৎসক আছেন। বড় ধরণের কোন দূর্ঘটনা হলে এলাকাবাসি ১০ কিলোমিটার দূরে ফেনী সদর হাসপাতাল বা ওখানকার প্র্যাকটিসিং ডাক্তারদের কাছে যায়। যেতে হয় রিক্সা বা টেম্পুতে। ১৯৭০ সালে বাজারে প্যারা-মেডিকস পড়া একজন ডাক্তার ছিলেন। হাট বারে জগন্নাথ ইউনিয়নের বর্দইন নিবাসী একজন ডাক্তার আসতেন। একজন হোমিও ডাক্তার নিয়মিত বাজারে বসতেন। ১৯৬০ সালে বাজারে কোন ধরণের ডাক্তারের চেম্বার ছিল না। গ্রামে এ্যালোপেথিক চিকিৎসা করতেন দু'জন পল্লী চিকিৎসক। তাঁরা দু'জনই হিন্দু সম্প্রদায়ের ছিলেন। তাঁদের একজন ১৯৬৭ সালে মারা যান। অপরজন ১৯৭২ সালে দেশ ছেড়ে চলে যান। আলোচ্য গ্রামে ১৯৬০ বা ১৯৭০ সালে কোন কবিরাজ/বৈদ্য ছিল না। পার্শ্ববর্তী গ্রাম রাজপাড়া, শর্শদি ও পদুয়াতে কবিরাজ/বৈদ্য ছিল।

পেশা ও আয়

গ্রামে যেখানে ১৯৬০ ও ১৯৭০ সালে ভূমিহীনের (বাড়িঘরসহ ২০ ডিসিমেলের কম) সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪০ শতাংশ ও ৬০ শতাংশ, সেখানে ২০০৯ সালে ভূমিহীনের সংখ্যা ৭০ শতাংশ। গ্রামের জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশ কর্মক্ষম। ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়লেও কৃষি কাজের জন্য শ্রমিক পাওয়া যায় না। ১৯৯০ সাল পর্যন্তও যারা ক্ষেতে-খামারে কাজ করতেন তারা নিজেরা বা তাদের সন্তানরা এখন কৃষি কাজ করে না বা করতে চায় না। মোটামুটি প্রাইমারি স্কুল পর্যায় হলেও এ সব সন্তানরা গিয়েছেন। চাকুরির সন্ধানে অনেকে আছেন। অনেকে শহরে বিভিন্ন পেশায় চাকুরি করেন। এদের মাঝে অন্ততঃ ৫০টি পরিবার চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বিভিন্ন ব্যবসায় জড়িত। স্থানীয় বাজারেও প্রায় ২০টি পরিবারের মুদি দোকান ও চা দোকান রয়েছে। গ্রামের রিক্সাওয়ালা ২০ থেকে ২৫ জন। গরীব ও ভূমিহীন পরিবার থাকা সত্বেও কোন পরিবার অভূক্ত থাকে এমন উদাহরণ এখন নেই। বাজারে কাউকে খালি গায়ে দেখা যায় না। সন্ধ্যায় টি-স্টলগুলোতে মানুষের ভিড়। চা-নাশ্তা খাচ্ছে। টেলিভিশন দেখছে। অন্যদিকে ষাট ও সত্তরের দশকে কিছু পরিবারের দু'বেলা খাওয়া জুটতো না। বর্তমানে দু'বেলা খেতে পারলেও

গ্রামের ৬০ শতাংশ পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় মেটানোর ক্ষমতা নেই।

ভূ-সম্পত্তি ও সামাজিক ক্ষমতা

ভূ-সম্পত্তি বা সম্পদের সাথে সামাজিক ক্ষমতা অর্জন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অর্জনের বিষয়গুলো ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। ১৯৬০ সালে ২৫ একর ও তদুর্দ্ধ ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিল ৯টি পরিবার। তন্মধ্যে ৬টি চৌধুরী পরিবার। চৌধুরী পরিবারের ৬টির মধ্যে ৩টি পরিবারের ভূ-সম্পত্তি ১৯৭০ সালে গড়ে ১০ একরে নেমে যায় এবং ২০০৯ সালে তাদের ভূ-সম্পত্তি শূন্যের কোটায় এসে পড়ে। আর্থিক দূর্দশা এবং স্বল্প সংখ্যক সদস্য শহরে চলে যাওয়াতে সব ভূ-সম্পত্তি তারা বিক্রি করে ফেলে। বাকি তিনটি পরিবারের ভূ-সম্পত্তি ১৯৭০ সালে যেখানে ছিল যথাক্রমে ৫১ একর, ৪৪ একর ও ২৪ একর তা ২০০৯ সালে দাঁড়ায় প্রায় ৩২ একর, ১৫ একর ও ১৬ একরে। ভাইদের মাঝে জমি বন্টন এবং শহরে বসতি স্থাপনের কারণে এ তিনটি পরিবার ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়। যে তিনটি চৌধুরী পরিবারের ভূ-সম্পত্তি শূন্যের কোটায় নেমে যায় তাদের ছেলে সন্তানদের মধ্যে মাত্র ৮জন ম্যাট্রিকুলেশন বা এসএসসি এবং তদুর্দ্ধ সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। বাকিরা শিক্ষা-দীক্ষায় এগুতে পারেনি। ২০০৯ সালে তাদের কেউ কেউ চাকুরি এবং কেউ কেউ ছোট আকারের ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত আছে। যে পরিবারগুলোর নিকট ভূ-সম্পত্তি আছে তাও পরিবার বিভক্তি ও বিক্রয়ের কারণে পরিবার পিছু ২ একর থেকে ১২ একরে নেমে এসেছে। এ পরিবারগুলোর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এদের থেকে হয়েছে জাতীয় পরিষদের সদস্য, ইপিসিএস ও সিএসপি অফিসার, বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা। এ সব পরিবার থেকে রয়েছে সরকারের সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং জাতীয় পত্রিকা ও চ্যানেলের সাংবাদিক। ১৯৬০ সালে ৯টি পরিবারের মধ্যে চৌধুরীদের ৬টি পরিবার বাদ গেলে বাকি ৩টি পরিবারের ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২৫ একর থেকে ৪৪ একর। পরিবার বিভক্তির কারণে ২০০৯ সালে তাদের উত্তরাধিকারি ৬টি পরিবারের ভূমির পরিমাণ ১৬ থেকে ৩০ একরে দাঁড়ায়। ১৯৭০ সালে এ তিনটি পরিবারে এসএসসি পাশ ছিল মাত্র ২ জন। ২০০৯ সালে এ তিনটি পরিবারে মাস্টার্স ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ৩ জন এবং গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ২ জন। উল্লেখ্য ৯টি পরিবারের বাইরে গ্রামের অন্যান্য পরিবার থেকে ২ জন মাস্টার্স ডিগ্রিধারী, ১ জন গ্র্যাজুয়েট ও প্রায় ৩০ জন এসএসসি পাশ লোক রয়েছে।

ভাল ব্যবসায়ীর শ্রেনীতে গ্রামের কয়েকটি পরিবার রয়েছে। অন্যতম একটি চৌধুরী পরিবারের ৪ জন সদস্য শিপিং, এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট এবং ফিসারিজ ব্যবসায় জড়িত আছেন। গ্রামের অন্যান্য পরিবারের মধ্যে একটি পরিবারের দুই ভাই বড় বড় মিল ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেছেন। অন্য চারটি পরিবারের ৫ জন সদস্য ছোট আকারের ফ্যাক্টরি পরিচালনা করছেন। তাঁরা গ্রামে কোম্পানী হিসেবে পরিচিত।

গ্রামের সামাজিক স্তর বিন্যাসে ঘটে গেছে বিরাট পরিবর্তন। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদ চৌধুরী পরিবারের হাতে ছিল। ১৯৭০ পর্যন্ত গ্রামে সর্দার জাতীয় চারজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা সালিশ-বিচার করতেন। তাঁদের ভূ-সম্পত্তি ছিল । ১৯৯০ পর্যন্ত সালিশদাররাই সালিশ-বিচার করতেন । এর পর থেকে সালিশ-বিচারের প্রাধান্য ক্রমাগতভাবে রাজনৈতিক দলের কর্মীদের হাতে চলে যায়। এমনকি মেম্বার-চেয়ারম্যানদের তুলনায় রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ভূমিকাই বেশী।

যৌতুক

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এ গ্রামের বিয়ে-শাদীতে যৌতুক নেয়ার বিষয় কেউ জানতো না । পরবর্তীতে এর প্রচলন শুরু হয়। বর্তমানে সাধারণ পরিবারগুলোতে যৌতুক ছাড়া বিয়ে-শাদী হচ্ছে না।

পর্যবেক্ষণ

আলকরা গ্রামের অর্ধ শতাব্দির বিবর্তনে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিস্ফুটিত হয়েছে ঃ

১. সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটেছে।

২. স্বাক্ষরতা ও শিক্ষিতের হার বেড়েছে।

৩. স্বাস্থ্য সেবা বাড়েনি।

৪. কয়েকজন শিল্পপতির আবির্ভাব ঘটেছে।

৫. সমীক্ষাধীন গ্রামে বর্তমানে কোনো পরিবার অভুক্ত থাকে না।

৬. ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে।

৭. গ্রামের ৮৫ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে।

৮ বর্তমানে ৬০ শতাংশ মানুষের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যয় মিটানোর আর্থিক ক্ষমতা নেই।

৯. সামাজিক ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়েছে।

১০. যৌতুক প্রথা শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেছে।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

উন্নয়নে জনসম্পৃক্ততায় সমবায়

মোঃ মাহ্‌বুবুর রহমান*

সমবায় একটি বহুল পরিচিত ধারণা। বয়স ভেদে, লিঙ্গ ভেদে, বর্ণ ভেদে, সকল অঞ্চলের মানুষেরই **সমবায়** সম্পর্কে সল্প-বিস্তর ধারণা রয়েছে। সহযোগিতা, সমবেত প্রচেষ্টা কিংবা সম্মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদি নানা নামে সাধারণ মানুষ সমবায়কে জানে এবং অন্যকে জানায়। এভাবেই মানুষের মুখে মুখে বিস্তৃত হয়েছে সমবায়, ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-দেশান্তরে, উত্তরণ ঘটেছে সাধারণ ধারণা থেকে আন্দোলনে। বছর ঘুরে, দশক পেরিয়ে, শত বছরেরও বেশী বয়সী **সমবায়** একটি নবীন এবং চির সবুজ উন্নয়ন কৌশল হিসেবে এখনও সমকালীন প্রাসংগিক। সময়ের বিবর্তনে সমবায় শুধু আন্দোলনেই রূপান্তরিত হয়নি বরং এর সংজ্ঞায় এসেছে পূর্ণতা এবং কার্যক্রমে এসেছে গভীরতা। একই সাথে সমবায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ঠেও সংযোজিত হয়েছে নতুন মাত্রা। বিশ্বব্যাপী সমবায় আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (International Cooperative Alliance-ICA) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী-

“A Co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.”

এই সংগঠনটি সারা পৃথিবীর সমবায় সমিতি ও সমবায়ীদের জন্য যে ০৭টি মূলনীতি নির্ধারণ করেছে সেগুলো হ'ল-

স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ (Voluntary and open membership). সদস্যদের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ(Democratic Member Control). সদস্যের আর্থিক অংশগ্রহণ (Member Economic Participation). স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা (Autonomy and Participation). শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য (Education, Training & Information). আন্তঃসমবায় সহযোগিতা (Cooperation among

---

* ডেপুটি রেজিস্ট্রার, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled **"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

cooperative) ও সামাজিক অঙ্গীকার (Concern for community)।

সমবায় এমন একটি আন্দোলন যার বিশ্বজনীন সত্ত্বা রয়েছে। উন্নত, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত সকল দেশেই সমবায়ের বিচরণ সমানতালে। পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র কিংবা ইসলামিক যে কোন ধরনের অর্থনীতিতেই সমবায় সাবলিল ভাবে এগিয়ে চলে। পল্লী এলাকায় সমবায় যেমনি ভাবে প্রাসংগিক তেমনি ভাবে শহরের কর্পোরেট সংস্কৃতিতেও (Corporate Culture) সমবায়ের কদর কম নয়। সমবায়ের মৌলিকত্ব হচ্ছে এটি সদস্যদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/সংগঠন (CO-operative is Own by the member), এটি সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান/সংগঠন (CO-operative is operated by the member), এটি সদস্যদের জন্য প্রতিষ্ঠান/সংগঠন (CO-operative for the member) যা একটি দেশের প্রচলিত আইনী আবরনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় এবং বিকশিত হয়। সমবায়ের এই বহুমাত্রিক নিরপেক্ষ অবস্থান এবং জনবান্ধব মৌলিকত্ব সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর সাফল্যকে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। বিশ্বের কিছু দেশের তথ্য বিশ্লেষণ করলে এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় ঃ

১.১ জন সম্পৃক্ততা এবং সমবায়

জেনেভা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংস্থার হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৮০০ মিলিয়ন লোক সমবায় সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করে সমবায় আন্দোলনে সমবেত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ভারতে ২৩৯ মিলিয়ন, চীনে ১৮০ মিলিয়ন, জার্মানীতে ২০ মিলিয়ন, যুক্তরাজ্যে ৯.৮ মিলিয়ন, আর্জেন্টিনায় ৯.১ মিলিয়ন, বাংলাদেশে ৮.৫ মিলিয়ন, কোরিয়ায় ৫.৯ মিলিয়ন, মালয়েশিয়ায়৫.৪ মিলিয়ন। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৪ জন মানুষের মধ্যে ০১ জন, কানাডায় প্রতি ০৩ জনে ০১ জন, জাপানে প্রতি ০৩টি পরিবারের ০১টি পরিবার সমবায়ের সদস্য। ৮০০ মিলিয়ন সমবায়ী তথা ৮০ কোটি মানুষের সমন্বয়ে গড়ে উঠা বিশ্ব সমবায় পরিবার (World Co-operative Family) নি:সন্দেহে একটি বিশাল সামাজিক শক্তি। এই শক্তি একত্রিত উদ্যোগ গ্রহণ করলে দারিদ্র্য, কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ূ সংক্রান্ত সংকট, সন্ত্রাসসহ সকল ধরনের চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করা মোটেও কষ্টসাধ্য নয়।

১.২ দেশজ উৎপাদনে সমবায়

নিউজিল্যান্ডের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো ২০০৭ সালে GDP তে ২২% অবদান রাখে, কেনিয়ার GDP তে সমবায়ের অবদান ৪৫%। ২০০৮ সালের তথ্য অনুযায়ী পর্তুগালের GDP তে সমবায় গুলোর অবদান ছিল ৫%, ভিয়েতনমের GDP তে সমবায় সংগঠনগুলোর অবদান ৮.৬%, স্কটল্যান্ডের GDP তে সমবায়ের অবদান ৪.২৫%, কলম্বিয়ায় ২০০৭ সালে GDP-তে সমবায়ের অবদান ছিল ৫.৬১%, ইরানের GDP তে সমবায় খাতের অবদান ৬%। এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশের GDP তেও সমবায় সেক্টরের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান রয়েছে।

১.৩ অর্থনীতির বিভিন্ন খাত এবং উপখাতে সমবায়

ব্রাজিলে কৃষি GDP এর ৪০% এবং মোট কৃষি রপ্তানির ৬% ই ব্রাজিলীয় সমবায় গুলোর অবদান ছিল। কানাডায় মোট Maple Suger উৎপাদনের ৩৫% ই করে থাকে সে দেশের সমবায়ীরা।

সাইপ্রাসে মোট ব্যাংকিং সেবার ৩০% সমবায়ের। বেলজিয়ামের ঔষধ ব্যবসার ১৯.৫%ই সমবায় সমিতির অবদান। ২০০৭ সালে ডেনমার্কে ভোক্তাদের খুচরা বাজারের ৩৬.৪%ই সমবায় সমিতির অবদান ছিল। যা ভোক্তা সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

কেনিয়ার সমবায় সমিতি গুলো ৭০% কফি বাজার, ৭৬% দুধের বাজার এবং ৯৫% সূতার বাজার নিয়ন্ত্রন করে। কোরিয়ার মোট মাছ উৎপাদনের ৭১% ই পরিচালিত হয় সমবায়ের মাধ্যমে।

নিউজিল্যান্ড কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশনের ২০০৭ সালের তথ্য অনুযায়ী মোট দুগ্ধ বাজারজাত করনের এবং রপ্তানির ৯৫% ই পরিচালিত হয় সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। অন্যদিকে একই সময়ে নরওয়ের মোট দুধ উৎপাদনের ৯৯%ই সমবায়ীরা উৎপাদন করে এবং ভোক্তা সমবায়গুলো মোট বাজারের ২৪.১% বাজারজাতকরণ করে। পোলান্ডেও দুগ্ধ সমবায়গুলো মোট দুধের ৭৫%ই উৎপাদন করে থাকে।

সিঙ্গাপুরের ভোক্তা সমবায় সমিতিগুলো দেশটির মোট সুপার মার্কেটের ৫৫%ই পরিচালিত করে থাকে।

স্লোভাকিয়ায় কৃষি সমবায় সমিতিগুলো ৭২% দুগ্ধ উৎপাদন,৭৯%পশু সম্পদ, ৪৫% গম এবং ৭৭% আলু উৎপাদন করে থাকে। যুক্তরাজ্যের সর্ববৃহৎ ট্রেভেল এজেন্সী পরিচালিত হয়ে থাকে সমবায়ের মাধ্যমে। উরুগুয়েতে মোট দুগ্ধ উৎপাদনের ৯০%, মধু উৎপাদনের ৪০% এবং গম উৎপাদনের ৬০% করে থাকে সে দেশের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো। যুক্তরাষ্ট্রে ১০০টি সমবায় সমিতির বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ১১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উপরের তথ্যগুলো থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে এবং সেবা খাতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ অবদানের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। একই সাথে কয়েকটি দেশে সমবায় সেক্টর যে কত শক্তিশালী ভাবে কার্যকর রয়েছে তারও ইঙ্গিত ফুটে উঠে।

১.৪ কর্মসংস্থানে সমবায়

সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ১০০ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। যা বিশ্বের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর মোট কর্মসংস্থান সৃষ্টির চেয়েও ২০% বেশী। ২০০৭ সালের তথ্য অনুযায়ী ফ্রান্সে ৪ মিলিয়ন, ইরানে ১.৫ মিলিয়ন, ইটালিতে ১ মিলিয়ন, আর্জেটিনায় ০.২৩ মিলিয়নসহ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত, চীন এবং বৃটেনেও বড় অংকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে।

আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংস্থা ICA ২০০৮ সালে শীর্ষ স্থানীয় ৩০০টি সমবায় প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকাটি Global-300 নামে পরিচিত। এই শীর্ষ স্থানীয় সমবায় গুলোর সম্মিলিত টার্ন ওভার (Turn Over) ছিল ১.১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা পৃথিবীর ১০ম বৃহৎ অর্থনীতির সমান। বিশ্বের সমবায় সমিতিগুলো ৩ বিলিয়ন মানুষের নিরাপদ জীবন যাত্রা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং পৃথিবীর মোট দুগ্ধজাত খাদ্যের ৩৩% উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল বৃহৎ সমবায় সমিতির পাশাপাশি ক্ষুদ্র এবং মধ্যম পর্যায়ের সমবায় সমিতি গুলোও মানুষের জীবন যাত্রার ইতিবাচক পরিবর্তনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে।

উল্লেখিত তথ্য থেকে এটি অনুধাবন করা যায় যে, বিশ্ব অর্থনীতিতে সমবায় একটি সুপ্রতিষ্ঠিত উন্নয়ন কৌশল, যে খানে মানুষের স্বতস্ফুর্ত সম্পৃক্ততা এবং স্থানীয় অংশগ্রহণ অন্য যে কোন পদ্ধতির চেয়ে বেশী। তাই অন্য কোন মালিকানাধীন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সমবায় অধিকতর টেকসই (Sustainable)।

সমবায়ের বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

এই উপমহাদেশে অনানুষ্ঠানিকভাবে সমবায়ের যাত্রা অনেক আগে শুরু হলেও আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত হয় ১৯০৪ সালে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, ডঃ আখতার হামিদ খানের মত বরেণ্য ব্যাক্তিদের উদ্যোগ এবং হৃদয়ের ছোঁয়ায় , স্বাধীনতা পূর্ব কালে এ অঞ্চলের সমবায় নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে কখনও এগিয়েছে দ্রুত গতিতে আবার কখনও কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, যদিও থেমে থাকেনি। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গৌরবময় স্বাধীনতা অর্জনের পর একটি অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের মানসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে জাতিকে সংবিধান উপহার দেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে একটি পৃথক মালিকানার খাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সমবায়ীদের জন্য একটি বড় আইনী স্বীকৃতি। ১৯০৪ সালের পর ১৯১২ এবং ১৯৪০ সালে তদানিন্তন বৃটীশ সরকার সমবায় আইন জারী করলেও সেগুলো প্রকৃত গণমূখী সমবায় আন্দোলনের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখে নি। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সরকার সত্যিকার অর্থেই গণমূখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমূখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ- সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীদের শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা।" বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন নানামূখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হয়। একদিকে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার (NGO) প্রসার এবং রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে NGO দেরকে অতিমাত্রায় সমর্থন, অন্য দিকে সমবায়ের প্রতি সংকোচনমূলক রাষ্ট্রীয় নীতি ইত্যাদি কারনে সমবায় অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারেনি। তাছাড়া '৭৫ পরবর্তী সময়ে সামরিক স্বৈরতন্ত্র কার্যকর থাকায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায়ের বিকাশ স্তিমিত হয়ে যায়। সামরিক শাসনের আওতায় ১৯৮৪ সালে সমবায় অধ্যাদেশ এবং ১৯৮৭ সালে সমবায় রুলস জারি হলেও তা ছিল বেশী মাত্রায় সরকারী কর্তৃত্ব পরায়ন। অবশেষে ২০০১ সালে (সংশোধন ২০০২) বাংলায় সর্বশেষ সমবায় আইন জারী করা হলেও সমবায়ীদের জন্য উপযুক্ত সমবায় নীতিমালা প্রণীত হয়নি, ফলে এখনও বাংলাদেশের সমবায় চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি। এত কিছুর পরও সমবায়কে দমিয়ে রাখা যায়নি, সমবায় থেমে থাকে নি। কেননা সমবায় গড়ে উঠে স্ব-প্রনোদিতভাবে। মানুষ সমবায়ের সদস্যপদ লাভ করে স্বতস্ফুর্তভাবে । তাই সমবায়ের ঔজ্জ্বল্য কখনো কখনো মলিন হলেও অগ্রযাত্রায় ছেদ পড়েনি। বর্তমান সমবায় আইন অনুযায়ী সাধারণত ২৯ ক্যাটাগরির সমবায় সমিতি গড়ে উঠার সুযোগ রয়েছে। এই ক্যাটাগরি গুলো হ'ল ঃ ০১) কৃষি বা কৃষক সমবায় সমিতি; ২) মৎসজীবী বা মৎসচাষী সমবায় সমিতি; ৩) শ্রমজীবী সমবায় সমিতি; ৪) মৃৎ শিল্পী সমবায় সমিতি; ৫) তাঁতী সমবায় সমিতি; ৬) ভূমিহীন সমবায় সমিতি; ৭) বিত্তহীন সমবায় সমিতি; ৮) মহিলা সমবায় সমিতি; ৯) মটর যান চালক সমবায় সমিতি; ১০) হকার্স সমবায় সমিতি; ১১) পরিবহন মালিক/শ্রমিক সমবায় সমিতি; ১২) কর্মচারী সমবায় সমিতি; ১৩) দুগ্ধ সমবায় সমিতি; ১৪) মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি; ১৫) যুব সমবায় সমিতি; ১৬) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি; ১৭) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি;

১৮) গৃহায়ন (হাউজিং) সমবায় সমিতি; ১৯) ফ্লাট/ এপার্টমেন্ট মালিক সমবায় সমিতি; ২০) দোকান মালিক/ব্যবসায়ী/মার্কেট সমবায় সমিতি; ২১) ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি; ২২) সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি; ২৩) কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন; ২৪) কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি; ২৫) বহুমূখী সমবায় সমিতি; ২৬) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক; ২৭) উপজেলা/থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি; ২৮) কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ; ২৯) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচলিত সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী কমপক্ষে ২০জন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যাক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠে এক একটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি। একই ক্যাটাগরির কমপক্ষে ১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গড়ে উঠতে পারে। আবার একই ক্যাটাগরির কমপক্ষে ১০টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সমন্বয়ে গড়ে উঠে একটি জাতীয় সমবায় সমিতি। প্রাথমিক সমবায় গুলোকে কেন্দ্রীয় কিংবা কেন্দ্রীয় সমবায় গুলোকে জাতীয় সমবায় সমিতির সদস্যপদ নিতেই হবে এরকম বাধ্যবাধকতা নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে সব ধরনের সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৬৩ হাজার। সমবায় সমিতিগুলোর মোট সদস্যসংখ্যা প্রায় ৮৫ লক্ষ ২০ হাজার। যা নিম্নের স্মারণীতে দেখানো হ'ল ঃ

বাংলাদেশে সমবায় সমিতিগুলোর প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি এবং ৫০০০ কোটি টাকার মূলধন রয়েছে। সারাদেশে সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে প্রায় ০২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বাংলাদেশের মোট পাস্তুরিত তরল দুধের ৫০%-ই সরবরাহ করে থাকে সমবায় প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটা। একইভাবে দেশের কৃষি উৎপাদন, কৃষকদের নিকট উন্নতজাতের বীজ, সার, কীটনাশক পরিচিত করণ, মৎস চাষ, হাঁস মুরগী পালন, হস্তজাত/ কুটির শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে সমবায় সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে উৎপাদন ও আর্থিক সেবা প্রদানকারী কতিপয় শ্রেণীর সমবায় সমিতির বর্তমান কার্যক্রম

২.১ **কৃষি সমবায় সমিতি**

কৃষিকে কেন্দ্র করেই এদেশে সমবায়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। দারিদ্র পীড়িত, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ কৃষকদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য। এ লক্ষ্যে দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয় এবং সম্প্রসারন কর্মীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে এবং প্রয়োজনে রাত্রি যাপন করে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। যার ধারাবাহিকতায় ৮০'র দশকের মাঝামাঝি এদেশে প্রথম সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা ৬৯ হাজার।

২.২ **পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ঃ**

জাতীয় পানি নীতিমালা এর বিধান মতে দেশে ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে এলজিইডি ও পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ সৃষ্ট পানি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। বর্তমানে এদের সংখ্যা প্রায় ১৭০০। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য চাষ ও ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনাকারী এ সকল সমিতি সংগঠনে আইনগত সমর্থন এবং নিবন্ধন পরবর্তী যাবতীয় বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনসহ প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধকমূলক কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা প্রদান করছে

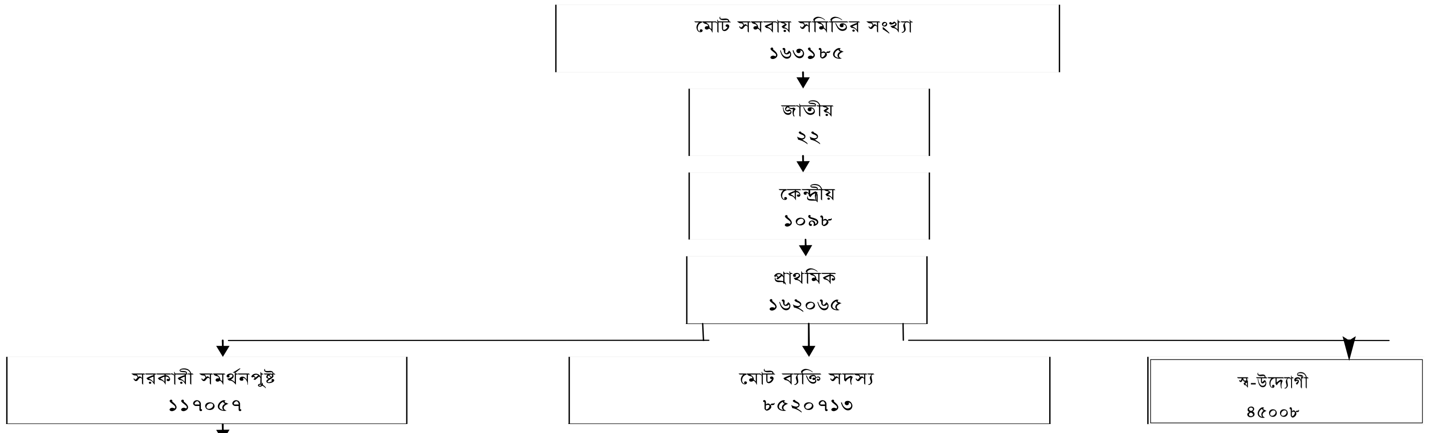

	শ্রেণী	সংখ্যা
	সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক	৬২
	ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি	৩৩৩৬
	কৃষি সমবায় সমিতি	১৪১০৭
	ইক্ষুচাষী সমবায় সমিতি	৫২৬
	তাঁতী সমবায় সমিতি	১০৬৪
	আনসার ও ভিডিপি সমবায় সমিতি	৪৯১
	অটো রিকসা চালক	৫৪৩
	পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি	১৭৩৮
	আশ্রয়ন ও আবাসন সমবায় সমিতি	৬৪০+৫১৩
১.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি	১৫৭৫
১.	কৃষক সমবায় সমিতি(বিআরডিবি)	৫৫৫১৬
২.	মহিলা সমবায় সমিতি(বিআরডিবি)	৭৮২২
১.	বিত্তহীন সমবায় সমিতি	২৯১২৪
	মোট ঃ	১১৭০৫৭

ক্রঃনং	শ্রেণী
১.	বহুমূখী সমবায় সমিতি
২.	সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি(কালব)
৩.	কর্মচারী সমবায় সমিতি
৪.	যুব সমবায় সমিতি
৫.	ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি
৬.	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি
৭.	মহিলা সমবায় সমিতি
৮.	দুগ্ধ সমবায় সমিতি
৯.	রিকসা চালক সমবায় সমিতি
১০.	হাউজিং সমবায় সমিতি
১১.	ক্রেডিট সমবায় সমিতি
১২.	অন্যান্য সমবায় সমিতি
	মোট ঃ

সমবায় অধিদপ্তর ।

২.৩ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি ঃ

দেশের পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। বর্তমানে এরূপ সমিতির সংখ্যা প্রায় ৩৩৪০। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায় সরকারী উন্মুক্ত জলাশয় এ সকল সমিতির নামে ইজারা দেয়ার মাধ্যমে এদের জীবিকা উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক এদের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার আওতায় কার্যকরী মূলধনসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। তবে বর্তমানে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, অমৎস্যজীবিদের অনুপ্রবেশ, জলাভূমির হ্রাস এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগীতা ইত্যাদি কারনে অনেক ক্ষেত্রেই এ সকল সমিতির সদস্যগণ প্রত্যাশিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সমিতিগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ছে।

২.৪ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ঃ

দুগ্ধ উৎপাদনে সফলতা অর্জনকারী বিশ্বের প্রায় সকল দেশের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত সফলতার পেছনে রয়েছে সে দেশের সমবায়ের অবদান। বর্তমানে বিশ্বের সর্বোচ্চ দুগ্ধ উৎপাদনকারী দেশ ভারতের প্রায় ৮০% দুধ সে দেশের দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতিগুলো উৎপাদন করে থাকে। বাংলাদেশে এ খাতে সমবায়ের অবদান প্রত্যাশিত মানের না হলেও সমীহযোগ্য বটে। অনভিজ্ঞ কৃষকদেরকে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন, গাভীর জাত উন্নয়ন এবং সংগৃহীত দুধ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে শহরাঞ্চলের অনভ্যস্থ ভোক্তাদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ও মিল্ক ভিটার সৃষ্টি সমবায় অধিদপ্তরের একটি অসামান্য সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১৭০০ এবং ফেডারেশনের সংখ্যা এক যা মিল্ক ভিটা নামে পরিচিত। মিল্ক ভিটার মাধ্যমে বাৎসরিক দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় ৮.৫ কোটি লিটার এবং বাৎসরিক লেনদেন প্রায় ২৪০০ কোটি টাকা। মোট সুবিধা ভোগীর সংখ্যা প্রায় ১০(দশ) লক্ষ এবং মিল্ক ভিটায় কমরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার। বর্তমানে বাজারজাতকরণকৃত মোট পাস্তরিত তরল দুধের প্রায় ৫০% মিল্ক ভিটা কর্তৃক সরবরাহকৃত।

২.৫ আশ্রয়ণ ও আবাসন সমবায় সমিতি ঃ

বাংলাদেশের ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের জন্য বাসস্থান এবং প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ, যাতায়াত ব্যবস্থা, বৃক্ষরোপন ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত ইহা একটি অনন্য প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৭৭০টি সমবায় সমিতি নিবন্ধন করে ৫৫,৫৫৬ টি পরিবারের ৯৭০১৭ জন সদস্যকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে এবং এদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধকমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রায় ৩৮,৮৬,৩৮০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর এ প্রকল্পের আওতায় সমবায় সমিতি সংগঠন, প্রশিক্ষণ, আইনগত সমর্থন এবং ঋন প্রদান ও আদায়ের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে।

২.৬ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী সমবায় সমিতি ঃ

ক্ষুদ্র ঋণের আবিষ্কারক ও ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। এ ক্ষেত্রে বড় বড় এনজিওগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিআরডিবি কর্তৃক সংগঠিত সমবায় সমিতিগুলোও কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া স্ব-উদ্যোগী সমবায় সমিতিগুলোর কার্যক্রম এ ক্ষেত্রে অসামান্য প্রশংসার দাবী রাখে। কেননা এ সকল সমিতির তহবিল নিজস্ব সঞ্চয় থেকে সৃষ্ঠ এবং অর্জিত মুনাফা সদস্যগণই লভ্যাংশ আকারে পেয়ে থাকেন। নিজস্ব মূলধন হওয়ার কারনে এ সকল সমিতির কার্যক্রম স্থায়িত্বের দিক থেকে এনজিওদের তুলনায় অনেক বেশী সম্ভাবনাময়।

উদাহরণ হিসেবে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ(কালব) এর কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্য দেখা যেতে পারে। কালব ভূক্ত ৪১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৮০,৫৮৩ জন সদস্যকে সেবা প্রদান করছে যার আওতায় সৃষ্ট শেয়ারের পরিমাণ ৬৭ কোটি ২৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৬০ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা, সম্পদের পরিমাণ ২৮২ কোটি ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৯২ কোটি ৮৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৩৭ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। কোনরূপ সরকারী আর্থিক সহায়তা ব্যতীত সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টায় পরিচালিত এ সকল সমবায় সমিতির কার্যক্রম নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

২.৭ নতুন প্রজন্মের স্ব-উদ্যোগী বহুমূখী সমবায় সমিতি ঃ

সরকারের বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণ নীতি, আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ও এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আওতা বহির্ভূত মধ্যবর্তী শ্রেণী ও ক্রমবর্ধমান শহরায়ন ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক সুযোগ গ্রহণের জন্য স্থানীয় উদ্যোগে সংগঠিত নতুন প্রজন্মের বহুমূখী সমবায় সমিতির আবির্ভাব শুরু হয় মূলতঃ ৯০ এর দশকে যার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বর্তমানে এদের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। মার্কেটিং, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন ও হাউজিং সহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি সহ বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ সকল সমিতি বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রভূত অবদান রাখছে।

২.৮ সামাজিক উন্নয়নে সমবায়

বাংলাদেশে সমবায়ের অবদান শুধুমাত্র আর্থিক সুবিধা সৃষ্টি ও প্রদানের মাপকাঠিতে বিচার করা যথার্থ হবে না। কেননা সামাজিক পরিবর্তনে এর বিরাট অবদান রয়েছে। অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ কৃষকদেরকে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা, দুগ্ধ খাতে আধুনিক ব্যবস্থাপনার প্রচলন, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনার অনুশীলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য। তাছাড়া দেশের সর্বস্তরে বিশেষ করে পল্লী এলাকায় সমবায়ের মতো আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ সাধারন মানুষের জন্য এক বিরাট ও মহৎ অভিজ্ঞতা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইন মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা, নির্বাচন ও সভা অনুষ্ঠান, হিসাব রক্ষণ, অডিট মোকাবিলা সহ আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সমবায়ের সদস্যদের যে নেতৃত্ব, দায়িত্বশীলতা ও চেতনার বিকাশ ঘটে তা ঐ সকল সদস্যদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে অনেক বেশী দায়িত্বশীল করে তুলে।

সমবায়ের সংজ্ঞা, মূলনীতি, বহির্বিশ্বে এর কার্যক্রম এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশা ভিত্তিক সমবায় সমিতির বর্তমান অবস্থান বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, সমবায় একটি জননির্ভর উন্নয়ন কৌশল। ব্যক্তিতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির চেয়ে সমবায়ের জনসম্পৃক্ততা বহুগুণ বেশী। শুধু আক্ষরিক সম্পৃক্ততা নয়, বরং সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের প্রতিটি ধাপে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ অত্যন্ত প্রবল। তাই সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন ও বিপনন কার্যক্রমের টেকসই প্রবণতাও (Sustainability) অনেক বেশী। সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাপী যে মহামন্দা সংগঠিত হয় তা ব্যক্তিতান্ত্রিক অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে পর্যুদস্থ করলেও সমবায়কে ততটা আঘাত করতে পারেনি। তাই জাতিসংঘ মন্দাকালীন ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে সমবায়ের কার্যকারিতা এবং অর্থবহতাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য সাধারন পরিষদের ৬৪তম অধিবেশনে ২০১২ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

জনসম্পৃক্ততা এবং উন্নয়নে সমবায়ের অসামান্য অবদান সত্ত্বেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা এবং দূর্বলতা রয়েছে। যেমন-

৩.১ সমবায় আইন, মূলনীতি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার যথাযথ অনুশীলনের অভাব

বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমবায় সমিতিগুলো প্রচলিত আইন, মূলনীতি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার প্রতিটি দিক যথাযথভাবে অনুসরন করে না, ফলে সমবায় নেতৃত্বে স্বেচ্ছাচারিতা, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস ইত্যাদি প্রকট হয়ে দেখা দেয় উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব, অসহিষ্ণু মনোভাব, সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক বিভাজন, সমিষ্টির চেয়ে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়া ইত্যাদি কারণে আইন ও মূলনীতি অনুসরনে ব্যত্যয় ঘটে থাকে। ফলে সমবায় সমিতিগুলো থেকে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায় না।

৩.২ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার দুর্বলতা ঃ

সমবায় সমিতিগুলো তত্ত্বীয় দিক থেকে অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক হলেও অনেক ক্ষেত্রে এর যথাযথ অনুশীলন লক্ষ্য করা যায় না। বাংলাদেশে সমবায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি বৈঠকে মিলিত হবে এবং সমিতির সকল কার্যক্রম খোলামেলা আলোচনা করে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সিদ্ধান্তে কোন বিভক্তি দেখা দিলে তা ভোটের মাধ্যমে নিস্পত্তি হবে। সকল সিদ্ধান্ত এবং আলোচনা যথাযথভাবে রেকর্ড হবে এবং সমিতিতে সংরক্ষিত থাকবে। আবার বার্ষিক সাধারন সভায় এবং বিশেষ সাধারন সাভায় সকল সাধারন সদস্য অডিট প্রতিবেদন সহ সামগ্রিক বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসবে এবং ভোটের মাধ্যমে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়গুলো অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সমবায় সমিতিতে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হবে। কিন্তু স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহিতার কোন পর্যায়ে ছেদ পড়লে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদের মধ্যে আন্তঃ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একইভাবে সাধারন সদস্যদের সাথে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ফলে সমবায় সমিতিগুলো থেকে কার্যকর ফলাফল পাওয়া যায় না।

৩.৩ সমবায় আইন ও বিধি সংক্রান্ত সমস্যা ঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সমবায় আইন ও বিধিমালা অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণমূলক

অথচ জাপান, কোরিয়া সহ ইউরোপের অনেক দেশেই সমবায় আইন ও বিধি অনেক উদার ভিত্তিক যেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট শিথিল। এটি সঠিক যে, সমবায় সমিতি যেখানে সদস্য দ্বারা পরিচালিত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা (Member Driven Autonomous Organization) সেখানে এটিকে সাবলীলভাবে এবং প্রচলিত আইনের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হলে দ্রুত কাঙ্খিত ভাল ফলাফল পাওয়া সম্ভব। সমবায় আইন ও বিধি যত বেশী সমবায় বান্ধব এবং বিকাশমূলক হবে সমবায়ের প্রসারও তত বেশী তরান্বিত হবে। বাংলাদেশের প্রচলিত সমবায় আইন ও বিধিকে আরো বেশী সমবায় বান্ধবরূপে প্রণয়নের মাধ্যমে এর বিকাশের পথকে মসৃন করা যেতে পারে।

৩.৪ **সমন্বিত নীতিমালার অভাব ঃ**

দারিদ্র্য বিমোচন, আয়বর্ধকমূলক এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিধর্মী সকল উদ্যোগ তথা এ সং্রান্ত সমবায়, সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগকে সমন্বয় করে একটি জাতীয় ভিত্তিক সমন্বিত নীতিমালা না থাকায় সমধর্মী সকল কার্যক্রমকে সমন্বিতভাবে সুপরিকল্পিত লক্ষ্যে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এর ফলে একদিকে কাঙ্খিত উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হয় না এবং সমবায় সমিতিগুলো কার্যকর দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয়।

৩.৫ **প্রশিক্ষণের অভাব**

সমবায়ের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে সমবায়ীদের জন্য প্রশিক্ষণের সু-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সরকারী, বেসরকারী সংস্থা, সমবায় সমিতিগুলোর ফেডারেশন কিংবা একটি সমবায় সমিতি কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে নানামূখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে এক দিকে সদস্যদের কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে সমবায় সমিতির কার্যকারিতা সম্প্রসারিত হবে। কিন্তু বাংলাদেশে সমবায়ীদের পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকায় এর ফলাফলের উপর নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিয়েছে।

সমবায় যে শুধু মানুষে মানুষে গভীর মেলবন্ধনের সুযোগ করে দেয় তা-ই নয় বরং সমবায় জীবন চলার পথ দেখায়, আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার শক্তি জোগায় এবং জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সেতুবন্ধ রচনা করে। বাংলাদেশের মত সমস্যা সংকুল দেশে সমবায়ের মাধ্যমে অনেক কিছু করার রয়েছে। আমরা প্রতিনিয়ত যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি তার প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিত্রাতা হিসেবে সমবায়কে কাজে লাগানো যেতে পারে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উচ্চমূল্য, খাদ্য নিরাপত্তা, বেকারত্ব সহ নানা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ কিংবা সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক সৌহার্দ্য, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, কমিউনিটিভিত্তিক সেবাসমূহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অথবা জলবায়ুর বিরূপ পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায়, বায়ূ ও পানি দূষনের মত সমস্যা থেকে উত্তরণের হতিয়ার হিসেবে সমবায়কে ব্যবহার করা সম্ভব। সমবায় আন্দোলনকে সার্থক পথে এগিয়ে নেয়া এবং সমবায়ের মাধ্যমে দ্রুত কাংখিত ফলাফল অর্জনের জন্য নিশ্চিত ভাবেই পূর্বে বর্ণিত দূর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠার পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে সমবায় তার নিজস্ব গতিতে স্ব-মহিমায় এগিয়ে যেতে পারে। সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তি জাগ্রত হলে এবং অগ্রযাত্রার বাঁধাগুলো অপসারিত হলে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই (Sustainable) উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হবে।

তথ্য সহায়িকা

১। সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক পরিসংখ্যান-২০০৮।

২। সমবায় অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান-মার্চ,২০০৯ প্রান্তিক।

৩। www.global300.coop

৪। Association of Asian confederation of credit Unions, Annual Report 2007/2008.

৫। "Las Cooperativas Y las Mutuales en la Republica Argentina" Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social (INAES), 30 June 2008.

৬। http://www.taavongaran.ir/En/

৭। Monistry of Entrepreneur and co-operative development, department of co-operative development, Malaysia, December 2006.

৮। *New Zealand Co-operative Association, 2007.*

৯। *Brazil-Arab News Agency, 2 February 2007.*

১০। *Sector Cooperativo Colombiano 2007.*

১১। *Coop Norden AB Annual Report 2007.*

১২। *GNC Newsletter, No 348, June 2007.*

১৩। *Co-op 2007 Facts & Figures, Japanese Consumers' Co-operative Union.*

১৪। *New Zealand Co-operative Association, 2007.*

১৫। *Prime Minister of Portugal address to ICA Expo, 23 Oct. 2008.*

১৬। *Camere di Commercio d'Italia, "Secondo rapporto sulle imprese cooperative".*

২য়
খন্ড

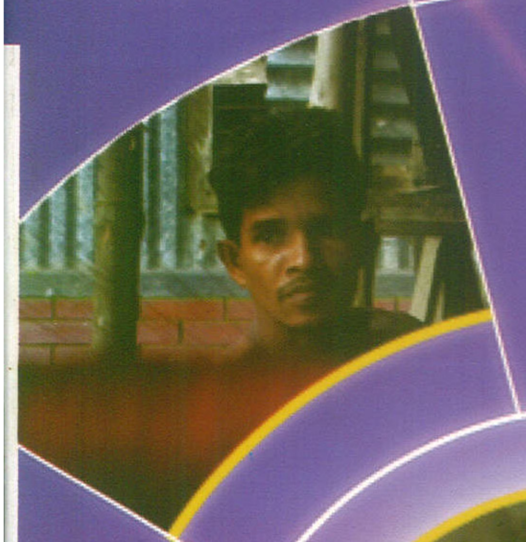

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সাময়িকী
২০১২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
Bangladesh Economic Association

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

বাংলাদেশের চা শিল্প ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

মো. জয়নাল আবেদীন*

চা-এর উৎপত্তি ও ইতিহাস

চা বিশ্বের সর্বত্র সহজলভ্য ও জনপ্রিয় পানীয়। এর উৎপত্তি চীনে। রোগ নিরাময়ে চীনের মানুষ চায়ের ব্যবহার শুরু করে খ্রিষ্ট পুর্ব ৫০০০ অব্দে। খ্রিষ্টপুর্ব ২৭২৩ সালে চীন সম্রাট সিন নাং-এর শাসনামলে চা পানীয় হিসেবে রাজ দরবারে ব্যবহার শুরু হয়। চায়ের এই গৌরবময় ঐতিহ্যের পথ ধরে পরবর্তীতে ধ্যানমগ্ন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নিদ্রা নিবারনে চায়ের ব্যবহার শুরু করেন। ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মযাজক গাংজিং কর্তৃক প্লেগ রোগের অনুপান হিসেবে চায়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তুর্কী বনিক কারওয়ার মাধ্যমে আরব রাজ্যে চা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চীনের সাথে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রসারে সমগ্র বিশ্বে চায়ের বিস্তার ঘটে।

বাংলাদেশে চা শিল্পের গোড়াপত্তন

আসামের শিল্পোন্নয়নের সাথে বাংলাদেশের চা শিল্পের ইতিহাস সম্পৃক্ত। ইংরেজ আমলের মাঝামাঝি সময়ে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে চা বাগান করার লক্ষ্যে আসামে চা আবাদের সম্ভাব্যতার উপর সমীক্ষা চালানো হয়। এ উদ্দেশ্যে ওয়ালেস, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডাঃ গ্রীফিথ, ভু-তত্ত্ববিদ জন ম্যাকক্লেনেল্ড সমস্বয়ে বিজ্ঞানী পরিষদ গঠন করা হয়। তাঁরা বিভিন্ন পর্যবেক্ষন কাজ চালানোর সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নৌ-কমান্ডার সি এ ব্রুস আসামের পুর্বাঞ্চলে সাদীয়া উপত্যকার গভীর অরণ্যে দেশীয় চা গাছের সন্ধান পেয়ে বৈজ্ঞানিক পরিষদের দৃষ্টিগোচরে আনেন। তাঁরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় বুঝতে পারেন সাদীয়া উপত্যকায় সন্ধান পাওয়া চা চায়নীজ চায়ের চাইতে ভারতবর্ষে অধিক উপযোগী এবং সমৃদ্ধশালী। ফলে চা শিল্পে নতুন বিপ্লবের সুচনা হয়।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে আসামের কাচার ও দার্জিলিংয়ে চীন দেশীয় বীজ দিয়ে সর্বপ্রথম চা রোপন করা হয়। বর্তমানে

* মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জীবন সদস্য (৭৯৫)

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

যেখানে চট্টগ্রাম ক্লাব আছে তার আশে পাশের টিলা ও সংলগ্ন জমিতে চায়নীজ বীজ অংকুরোদগমের মাধ্যমে পরীক্ষামুলকভাবে চা আবাদের গোড়াপত্তন হয়। উক্ত চা বাগানের এখন কোন অস্তিত্ব নেই, তবে ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত (টি ভ্যালী ক্লাব) চট্টগ্রাম ক্লাব নাম ধারণ করে এখনো সেই ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে চলছে।

চট্টগ্রামে পরীক্ষামুলক আবাদে সফলতা অর্জনের পর ফটিকছড়ি'র হালদাভ্যালী, রাঙ্গুনীয়ার কোদালা এবং সুরমা ভ্যালির মাল্নিছড়ায় বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ সম্প্রসারিত হয়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সিলেট ও কাচারের অবিভক্ত জেলায় সুরমা ভ্যালীতে ভি আসামিকা চারা রোপন করা হয়। সে সময় খাশিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে উঠা আরো এক প্রজাতির চায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। সিলেট ও আসামের অরণ্যে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে উঠা দেশীয় চায়ের অবস্থানে প্রতীয়মান হয় যে, চট্টগ্রামের তুলনায় সিলেট অঞ্চল চায়ের জন্য বেশী উপযোগী। *

পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালে ভারত বর্ষ বিভাগ কালে তৎকালীন পুর্ব বঙ্গে (পরে পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ) ১৩৩ টি চা বাগানের আওতায় ৮২,০৭০ একর জমিতে চা উৎপাদিত হতো। তৎকালীন পাকিস্তানে চা আবাদ, বাজারজাতকরন ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে ১৯৫০ সালে **PAKISTAN TEA ACT**- জারি করা হয়। এই আইনের ৩ নং ধারাবলে সরকার একজন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য নিয়ে চা বোর্ড গঠন করেন। আমাদের জাতির জনক **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** ৪ জুন ১৯৫৭ হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তান চা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে চা বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মানের জন্য ১১১-১১৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মানের কাজ তরান্বিত হয়। এ সময়ে সিলেটের জিন্দাবাজার এলাকায় ২৪ একর জমি হুকুম দখল করা হয় টি লাইসেন্স কমিটির অফিস করার জন্য। বঙ্গবন্ধুর সময়ে পাকিস্তানি টি-অ্যাক্ট ১৯৫০-এর গুরুত্বপুর্ণ সংশোধনী এনে টি লাইসেন্স কমিটি গঠন করা হয়। তাঁর আমলেই টি বোর্ডের ও টি লাইসেন্স কমিটির কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পেশাগত অনেক সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়। শ্রীমঙ্গলের টি রিসার্চ ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু টি বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালে। পাকিস্তান চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর গতিশীল নেতৃত্বের ফলে চা শিল্পে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। উৎপাদন ও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৭-১৯৫৮ এবং ১৯৫৮-১৯৫৯ সালে একর প্রতি চা উৎপাদন হয় যথা□মে ৬২১ পাউন্ড ও ৭৪৫ পাউন্ড। বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমান ৯৯,৭৮,৭৮৮ পাউন্ড বেশি। চা বিশেষজ্ঞদের মতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক রিসার্চ কমিটিকে সম্প্রসারন করে'প্রোডাকশন এ্যান্ড রিসার্চ কমিটি' করার ফলে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ পাকিস্তান চা বোর্ডের এক সভায় উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা চায়ের বি□য়মুল্য কম হওয়ায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে একটি স্পেশাল কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশ পেশ করে। সুপারিশ মোতাবেক যুক্তরাজ্যে চায়ের চালানের সংরক্ষিত কোটা অব্যাহত রাখা এবং যুক্তরাজ্যের ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানেও কোটার মাধ্যমে চা পাঠাতে মতামত ব্যক্ত করা হয়। কমিটির সুপারিশে বোর্ড কোন সিদ্ধান্ত দেয়নি। কারণ বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রাম অকশন হাউসকে শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। পাকিস্তান আমলে চা বাগান গুলোর ব্যবস্থাপনা ছিল ব্রিটিশ, পশ্চিম পাকিস্তানী ও ভারতীয়দের হাতে। ১ মার্চ ১৯৫৯ তারিখে চা বাগানের ব্যবস্থাপনায় ম্যানেজার/সহকারী ম্যানেজার পদে ৮৭ জন ব্রিটিশ, ১ জন ভারতীয় ও ৫৭ জন পাকিস্তানী কর্মরত ছিলেন। এ সময়ে বাগানের ৭০,০০০ শ্রমিকদের মধ্যে ২৫০ জন ছিলেন ভারতীয়। বঙ্গবন্ধু চা শ্রমিকদের কল্যানে নানামুখী কর্মসুচী গ্রহন করেন। চা বাগান উন্নয়ন, সিলেট থেকে চা অকশনের জন্য চট্টগ্রামে আনার সুবিধার জন্য রেলওয়ের ওয়াগন বৃদ্ধি সহ চা রপ্তানি সম্প্রসারনে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। এ সময়ে চা

* দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি, আমিনুর রশীদ কাদেরী,পৃষ্ঠা-১০ ও ১২)

উৎপাদনের পরিমান ছিল নিম্নরুপ *

পাকিস্তান আমলে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি, পর্তুগীজ, বাহরাইন ও আফগানিস্তানে চা রপ্তানি হতো।

বাংলাদেশ আমল

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে অনেক চা বাগান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইপিআর ও মুক্তিযোদ্ধারা কৌশলগত কারনে বিভিন্ন চা বাগানে অবস্থান নেয়। চা বাগানের অনেক ম্যানেজার ও শ্রমিক পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হন।

মোট উৎপাদন

সময়	পরিমান (পাউন্ডে)	রপ্তানির আয়
১৯৫৭ -৫৮ (এপ্রিল-মার্চ)	৪,৭৬,১৪,৪৯২	১,৬২,৫১,৬৯০ টাকা
১৯৫৮-৫৯ (এপ্রিল-মার্চ)	৫,৭৫,৯৩,২৮০	৩,০৮,৫৪,৬৮৭ টাকা

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনালের এম,এ,জি ওসমানী হবিগঞ্জের একটি চা বাগানের বাংলোয় আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। পরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ভারত গমন করেন। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৯৮ নং আদেশ বলে বাংলাদেশে চা শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের স্বার্থে বাঙালি মালিকদের জমির স্বত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে চা শিল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন অব্যাহত রাখার স্বার্থে চা বাগানের জমির সিলিং ১০০ বিঘার আওতা বহির্ভূত করার নির্দেশ জারি হয় এবং ৯৯ বছর মেয়াদী বাগান লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্য মতে বর্তমানে বাংলাদেশে মোট চা বাগানের সংখ্যা ১৬৪ টি। জেলা ভিত্তিক চা বাগানের সংখ্যা হচ্ছে -

সরকারের থেকে দীর্ঘ মেয়াদী লিজ নিয়ে বাগান সমুহ পরিচালনা করা হয়। পুর্বে এই লিজের সময়সীমা ছিল ৯৯ বৎসর। বর্তমানে তা গ্রেডিং পদ্ধতিতে লিজ দেওয়া হচ্ছে।

মোট ১০৮ টি বাগান সরকারের সাথে লিজ ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করেছিল এর মধ্যে ৭২ টি বাগানের লিজের সময় উত্তীর্ন হয়ে গেছে। ৫৫ টি বাগান লিজ ডক্যুমেন্ট স্বাক্ষর করেনি। ৯৯ বৎসরের জন্য লিজ দেওয়ায় পদ্ধতি পরিবর্তন করায় এসব বাগান কর্তৃপক্ষ লিজ ডক্যুমেন্ট স্বাক্ষর করেনি বলে জানা যায়। বর্তমানে ৮৮ টি বাগান বাংলাদেশী কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত। বিদেশী ব্যবস্থাপনায় (UK) পরিচালিত বাগান ২৫ টি ও ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত

জেলা	বাগানের সংখ্যা
মৌলভীবাজার	৯৩ (১৯ টি শ্রীমঙ্গলে)
হবিগঞ্জ	২২
সিলেট	২০
চট্টগ্রাম	২২
রাঙ্গামাটি (কাপ্তাই)	১
বি-বাড়িয়া	১
পঞ্চগড়/ঠাকুরগাঁও	৫
মোটঃ	১৬৪ টি

* বঙ্গবন্ধু এবং চা বোর্ড, আবুল কাসেম, সচিত্র বাংলাদেশ অক্টোবর ২০০৯

বাগান ২৭টি। এর বাহিরে আছে ২৪ টি বাগান।

গ্রেডিং পদ্ধতিতে লিজ

গ্রেড	প্রতি হেক্টরে উৎপাদন সীমা	লিজের সময়
এ	১২৫০ কেজি ও উহার উপরে	৪০ বৎসর
বি	৯৫০ কেজি হতে ১২৪৯ কেজি	৩০ "
সি	৯৫০ কেজি ও উহার নিচে	২০ "

বাংলাদেশে রপ্তানি পন্যের মধ্যে পাট, চা ও চামড়া ছিল প্রধান। বিভিন্ন কারনে পাট শিল্প আজ বিলুপ্তির পথে। চামড়ার অবস্থান একই রকম। চা শিল্পের অবস্থাও খুব ভাল বলা যাবে না। নানাবিধ কারনে দেশের চা বাগানগুলির প্রতিটিতে উৎপাদন ঠিক মতো হচ্ছে না। চা বাগানগুলির বেশির ভাগ পুরাতন। পুরাতন বাগানে উৎপাদন কম হয়। এ দিকে দেশের ভিতরে চার চাহিদা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। ২০ /২৫ বছর আগে উৎপাদিত চা'র ১০% অভ্যন্তরীন চাহিদা পুরন করতো এবং ৯০% রপ্তানি করা হতো। বর্তমানে এর অবস্থা সম্পুর্ণ বিপরীত। বর্তমানে অভ্যন্তরীন চাহিদায় ৯০% চা লাগে, রপ্তানি হয় মাত্র ১০%। চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে চা রপ্তানির যে তথ্য পাওয়া গেছে-তাতে বিচলিত না হয়ে পারা যায় না। জানা গেছে এ সময়ে উৎপাদিত চায়ের মাত্র ২.৪০% রপ্তানি হয়েছে। বাকী ৯৭.৬০% আভ্যন্তরীন বাজারে বি[illegible] হয়েছে। গত কয়েক বছর যাবৎ চা রপ্তানি কমে যাওয়ায় বাংলাদেশ দীর্ঘদিনের আন্তর্জাতিক বাজার অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, রাশিয়াসহ সি আই এস ভুক্ত দেশ সমুহ ও পুর্ব ইউরোপীয় দেশ সমুহে বাংলাদেশী চা রপ্তানী হয়ে থাকে। চা উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় ও আভ্যন্তরীন চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানিকারক দেশের চাহিদা মতো চা রপ্তানি না করতে পারায় বিদেশের বাজার প্রতিযোগী দেশ সমুহের হাতে চলে যাচ্ছে। আমাদের বার্ষিক চা উৎপাদনের পরিমান ৫ থেকে সাড়ে ৫ কোটি কেজির মতো। এর মধ্যে মাত্র ৪০ লাখ কেজি রপ্তানি করা সম্ভব হয়। ফলে পুরানো বাজার ধরে রাখা সম্ভব নয়। বয়স্ক ও রুগ্ন বাগান চা কম উৎপাদনের অন্যতম কারন। এ ছাড়া বাগান সংস্কার ও যথাযথ পুর্নবাসনের কার্যকর উদ্যেগ না নেওয়া, চা বাগানের জমি অন্য কাজে ব্যবহার, নতুন বাগান গড়ে না উঠা, রাষ্ট্রীয়ত্ব খাতের বাগান সমুহের অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্তহীনতাও চার উৎপাদন আশানুরুপ না হওয়ার কারন।*

যা থেকে দেখা যাচ্ছে যে উৎপাদন সামান্য বৃদ্ধি পেলেও অভ্যন্তরীন ভোগের পরিমান ১৯৮৮-৮৯ এর তলনায় ২০০৭-০৮ সালে প্রায় ৩ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে রপ্তানির পরিমান প্রায় অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে।

এতে দেখা যাচ্ছে বাগানের সংখ্যা, আয়তন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আভ্যন্তরীন ভোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানির পরিমান কমে যাচ্ছে।

অপর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়-বাংলাদেশের চা বাগানের মধ্যে ৬০ বৎসরের উপরে ১৭%, ৪১ থেকে ৬০ বৎসর বয়স ২৫% ,১১ থেকে ৪০ বৎসর বয়স ৩১% ও অবশিষ্ট ১০ বৎসর ও তার নীচে। বাগানের বয়স যত-উৎপাদন কম হবে তত। তাই চা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে না পারলে ভবিষ্যতে দেশের অভ্যন্তরীন চাহিদা মিটানোর জন্য চা আমদানি করতে হতে পারে।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ চা বাগান পুরাতন হওয়ায় এবং তুলনামূলকভাবে নতুন বাগান সৃষ্টি না হওয়ায় এবং অভ্যন্তরীন চাহিদা প্রতিদিন বাড়ার ফলে চা রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। চাহিদা বাড়ায় এবং চাহিদার সাথে সংগতি রেখে

* চা উৎপাদনের অপার সম্ভাবনা আর যেন উপেক্ষিত না থাকে, মুনশী আবদুল মান্নান, দৈনিক ইনকিলাব,তাং-০৫.১২.২০০৯

বাংলাদেশে চা উৎপাদন, অভ্যন্তরীন চাহিদা ও রপ্তানির বৎসর ভিত্তিক তথ্য -

মিলিয়ন কেজিতে

বৎসর	উৎপাদন	আভ্যন্তরীন চাহিদা	রপ্তানি যোগ্য উদ্বৃত্ত	রপ্তানি
১৯৮৮-৮৯	৪১.২৬	১৬.১৫	২৫.১১	২৫.১২
১৯৮৯-৯০	৪২.৫৫	১৯.৯৯	২২.৫৬	২২.৫৭
১৯৯০-৯১	৪৪.৫৬	১৮.১৬	২৬.৪০	২৬.৪৫
১৯৯১-৯২	৪৬.৮৪	২৩.১৫	২৩.৬৯	২৩.৬৪
১৯৯২-৯৩	৪৯.২০	১৬.২১	৩২.৯৯	৩৩.০৯
১৯৯৩-৯৪	৫১.৭৩	২৪.৩১	২৭.৪২	২৭.৪২
১৯৯৪-৯৫	৪৭.০৫	২০.৩২	২৬.৭৩	২৬.৭২
১৯৯৫-৯৬	৫২.১৩	৩০.৭১	২১.৪২	২১.৪৩
১৯৯৬-৯৭	৫৩.৬৬	২৭.৪২	২৬.২৪	২৫.৩৯
১৯৯৭-৯৮	৫১.০৮	২৪.৪৫	২৬.৬৩	২৪.৪৫
১৯৯৮-৯৯	৫০.৪৩	৩০.৭৬	১৯.৬৭	২৩.৫০
১৯৯৯-২০০০	৫০.২২	৩৫.২৮	১৪.৯৪	১২.৬২
২০০০-০১	৫৪.০৮	৩৬.৭৫	১৭.৩৩	১৬.৫৩
২০০১-০২	৫৫.২০	৪০.৪৪	১৪.৭৬	১৩.৮০
২০০২-০৩	৫৫.২৫	৩৯.৮১	১৫.৪৪	১২.১৭
২০০৩-০৪	৫৭.৩৪	৩৮.২১	১৯.১৩	১২.৪৬
২০০৪-০৫	৫৮.০৮	৪৩.২৫	১৪.৮৩	১২.৩৬
২০০৫-০৬	৫৪.৯২	৪২.৫৫	১২.৩৭	৯.০২
২০০৬-০৭	৫৬.৬৬	৪১.৭৮	১৪.৮৮	৪.৮৩
২০০৭-০৮	৫৮.৮৮	৪৮.২৭	১০.৬১	১০.৮০

সূত্র ঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড

উৎপাদন না বাড়ায় চায়ের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭ সালে চায়ের দর ছিল প্রতি কেজি ৭৮ টাকা। ২০০৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি কেজি ১৪৫ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। চলতি বছরে প্রতি কেজি চায়ের মুল্য ২০০ থেকে ২৩৫ টাকা দরে বিি হচ্ছে।

বৎসর	চা বাগানের সংখ্যা	আয়তন(হেক্টরে)	উৎপাদন (মিলিয়ন কেজিতে)	উৎপাদন হেক্টর(কেজিতে)
১৯৪৭	১০৩	২৮,৭৩৪	১৮.৩৬	৬৩৯
১৯৬০	১২৭	৩১,৪১৮	১৯.০১	৬০৫
১৯৭০	১৫৩	৪২,৬৮৫	৩১.৩৮	৭৩৫
১৯৮০	১৫৩	৪৩,৫২৮	৪০.০৪	৯২০
১৯৯০	১৫৮	৪৭,৩৮৫	৪৫.১৬	৯৫৩
২০০০	১৬০	৫০,৪৭০,	৫৪.২১	১১৭৬
২০০৮	১৬৩	৫৪,৪০৫	৫৮.৬৬	১২৪০

সূত্র ঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড

অভ্যন্তরীন চাহিদা ও রপ্তানি বাজার ধরে রাখার জন্য চা'র উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

চা বাগানের সমস্যা

(ক) দেশের চা বাগানগুলোর প্রায় সবগুলোতেই কম-বেশি সেচ সমস্যা রয়েছে। ২০০৮ সালের দীর্ঘ খরায় হবিগঞ্জ জেলার লস্করপুর টি ভ্যালির ১৯ টি এবং চট্টগ্রাম ভ্যালির ২৪ টি চা বাগান সেচ সুবিধার অভাবে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। চলতি বছরেও খরার ফলে পর্যাপ্ত সেচের অভাবে চা উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে চা বাগানের নার্সারী ও নতুন প্ল্যান্টেশন এলাকায় পানি সেচ দিতে হয়। গত এক দশকে দেশের চা বাগানগুলোর ৭টি ভ্যালিতে চা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ৪০ টি জলাধার নির্মান করা হয়েছে। কিন্তু এ জলাধার থেকে একটি বাগানের সামান্য অংশে সেচ দেওয়া যায়। বাগানের অভ্যন্তরের ছোট ছড়াগুলোও শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে গিয়ে প্রয়োজনের সময় সেচ ব্যবস্থা অচল করে তোলে।

(খ) অধিকাংশ বাগানের পুরাতন চা গাছ তুলে সেখানে নতুন গাছ লাগাতে (রিপ্ল্যান্টেশন) সময় ক্ষেপন করা হলে চা উৎপাদন আরো হ্রাস পাবে বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

(গ) বাগানগুলোতে উচ্চফলনশীল চা গাছের অভাবও চা উৎপাদন হ্রাসের কারন। ২০০৫ সালে বিটিআরআই থেকে অবমুক্ত বিটি-১৭ জাতের ক্লোন চা গাছের বার্ষিক হেক্টর প্রতি ফলন ১,৮৭৩ কেজি। চা বাগানগুলোর প্রতি বছর আড়াই শতাংশ হারে উচ্চ ফলনশীল চা আবাদ বৃদ্ধির নিয়ম থাকলেও গড় আবাদ বৃদ্ধির পরিমান মাত্র ১ শতাংশের কাছাকাছি বলে জানা যায়। এই বৃদ্ধিও বিদেশী কোম্পানীর মালিকানাধীন চা বাগানগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(ঘ) ১৯৮৮-৮৯ সালে ৪০ লাখ পাউন্ডের একটি বৃটিশ গ্রান্ট এসেছিল-যা চা বাগান উন্নয়নের জন্য বাগান মালিকদের ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। এর পরে চা শিল্পের উন্নয়নে বা পুনর্বাসনে কোন সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। চা বাগানের উন্নয়নে একমাত্র বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে। গত ৫ বছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ বিতরন ও আদায় অবস্থা নিম্নরূপ ঃ-

(ঙ) দেশে চায়ের সর্বোচ্চ উৎপাদন ৬০ মিলিয়ন কেজি। বিরূপ আবহাওয়া, আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা সংকটে এ উৎপাদনও ধরে রাখা যায় না। পাকিস্তানে মাথাপিছু চায়ের ব্যবহার ১ কেজি ১০০ গ্রাম, ভারতে ৭০০ গ্রাম, বাংলাদেশে ৩০০ গ্রাম। আগামী ৫ বছরে বাংলাদেশে মাথাপিছু চায়ের ব্যবহার ৫০০ গ্রামে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তখন অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরন করতে ২০ মিলিয়ন কেজি চা আমদানীর প্রয়োজন হবে।

চ) ৩০ টির বেশি চা বাগান ইতিমধ্যে রুগ্নশিল্পে পরিনত হয়েছে। ৫০ টির বেশি বাগানের গাছের বয়স ৬০ বৎসর পেরিয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর পরিত্যক্ত ৮টি বাগান রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে এনে ন্যাশনাল টি কোম্পানী গঠন করা হয়। কিন্তু এ ৮টি বাগানের উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ৮০০ কেজিতে নেমে এসে এযাবত লোকসান দিচ্ছে। বিশ্ব উৎপাদন মাত্রার গড় ২৫০০ কেজি-সেখানে বাংলাদেশে গড় উৎপাদন মাত্র ১,১৫০ কেজি।*

চা শিল্পের উন্নয়নে সরকারের পরিকল্পনা

ব্যক্তিগত উদ্যেগে তেতুলিয়ায় চা বাগানের সাফল্য দেখে ২০০২-০৩ সালে বাংলাদেশ চা বোর্ড

বিকেবি অর্থায়িত ১৩৫ টি বাগানের বছরওয়ারী ঋনের বিবরণী

কোটি টাকায়

সময়কাল	মঞ্জুরী	বিতরণ	আদায়
২০০৫ সালে	২৭০.৮৩	২৩৩.২১	২৯৩.৮৫
২০০৬ সালে	৩৯০৬৯	৩১৭.৪৮	৩৮৩.৪৯
২০০৭ সালে	৩৮৫.৬৯	৩০৯.৪৮	৩৮৮.৮৯
২০০৮ সালে	২৯৮.৮৩	২৪৮.৮৩	২৮৪.১২
২০০৯ সালে	৩২৩.৮১	২২০.২৬	১৪৩.৭২

বিকেবি অর্থায়িত বছরওযারী উন্নয়ন ঋণের বিবরণী ঃ

সময়কাল	মঞ্জুরী	বিতরণ	আদায়
২০০৫	২.২২	১.৯৮	৮.১৩
২০০৬	৩.৯৮	৮.৮৮	১৬.৩৩
২০০৭	১০.০৯	৯.৯৮	১৬.৩৫
২০০৮	১০.১০	৯.৯৯	২৮.৮০
২০০৯	৯.৭০	৮.৪৭	১০.৭৪

সূত্র ঃ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২, বিকেবি

রাঙ্গামাটি,বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার ছোট ছোট টিলা ও উচু ভুমিতে স্থানীয় কৃষকদের মাধ্যমে চা চাষের একটি পরিকল্পনা গ্রহন করে। এ বিষয়ে ২০০৩ সালে পাবর্ত্য প্রতিটি জেলায় বাংলাদেশ টি বোর্ডের উদ্যেগে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিকল্পনায় চাষী নির্বাচন,কারিগরি সহযোগিতা দিবে বাংলাদেশ টি বোর্ড ও ঋণ দিবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরন ও রপ্তানি বানিজ্য ধরে রাখার জন্য চা উৎপাদন বৃদ্ধির সরকার দীর্ঘ মেয়াদি একটি পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। পরিকল্পনাটির নাম দেওয়া হয়েছে "Crop Projection for Strategic Development Plan-Vision-2021। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালে বার্ষিক চা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ মিলিয়ন কেজিতে দাঁড়াবে। ৪০ মিলিয়ন চা রপ্তানি করে বার্ষিক ৫০০ কোটি টাকা আয় করা যাবে। নিচের ছকে এই পরিকল্পনায় বছর ভিত্তিক চা উৎপাদনের তথ্য দেওয়া হলো ঃ-

বাংলাদেশে চা উন্নয়নে করণীয় ও সুপারিশ

১। বাংলাদেশে উৎপাদিত চার অতীত সুনাম ধরে রাখতে হলে- উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া বিকল্প নেই। তাই তেতুলিয়ার নতুন চা বাগানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তেতুলিয়া,ঠাকুরগাঁও, সিলেট, শ্রীমঙ্গল, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে নতুন বাগান সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহন ও তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

২। পুরাতন বাগানের যে সব চা গাছের বয়স ৪০-৬০ বৎসর সে সব গাছ অপসারন করে নতুন অধিক ফসলশীল চা গাছ লাগাতে হবে।

৩। বাগানে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা ও ছায়াবৃক্ষ পর্যাপ্ত পরিমানে রোপন করতে হবে।

৪। বর্তমান বাগানের চাষ উপযোগী জমিতে চা ছাড়া অন্য কৃষি উৎপাদন/ ফলজ ও বনজ বৃক্ষের আবাদ সম্পুর্ণ

---

* কালো সোনার উৎপাদন হ্রাস ও বাজার মন্দা,এম সাইদুর রহমান, দৈনিক ইনকিলাব তাং-১০.১২.২০০৯)

বন্ধ করতে হবে।

৫। চা বাগানের ব্যবস্থাপনা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষন করতে হবে। লিজ প্রাপ্ত মালিক কর্তৃপক্ষ যদি বাগান

মিলিয়ন কেজিতে

বছর	বর্তমান উৎপাদন	সম্প্রসারন ও রিপ্ল্যান্টিং এর ফলে সম্ভাব্য উৎপাদন	বর্তমান আয়তনের বাগানে উৎপাদন	ক্ষুদ্র বাগান থেকে উৎপাদন (পার্বত্য চট্টগ্রাম)	মোট উৎপাদন
২০০৮-২০০৯	৫৫.৮৩	-	-	-	৫৫.৮৩
২০০৯-২০১০	৫৬.৯৫	-	৫৬.৯৫	-	৫৬.৯৫
২০১০-২০১১	৫৮.০৯	-	৫৮.০৯	-	৫৮.০৯
২০১১-২০১২	৫৯.২৪	-	৫৯.২৪	-	৫৯.২৪
২০১২-২০১৩	৬০.৪২	০.৭১	৬১.১৩	০.২০	৬১.৩৩
২০১৩-২০১৪	৬১.৬৩	২.১৩	৬৩.৭৬	০.৬৫	৬৪.৪১
২০১৪-২০১৫	৬২.৮৬	৪.০৩	৬৬.৮৯	১.৩০	৬৮.১৯
২০১৫-২০১৬	৬৪.১২	৬.৮৪	৭০.৯৬	২.০০	৭২.৯৬
২০১৬-২০১৭	৬৫.০০	৯.২৬	৭৪.২৬	২.৭৫	৭৭.০১
২০১৭-২০১৮	৬৬.০০	১২.৫৪	৭৮.৫৪	৪.০০	৮২.৫৪
2018-2019	৬৭.০০	১৫.৮৬	৮২.৮৬	৫.০০	৮৭.৮৬
2019-2020	৬৮.০০	১৯.৬৬	৮৭.৬৬	৬.৫০	৯৪.১৬
২০২০-২০২১	৬৯. ০০	২৩.০০	৯২.০০	৮.০০	১০০.০০

(বাংলাদেশ টি বোর্ড)

উন্নয়নে অমনোযোগী ও সুষ্ঠভাবে বাগান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার পরিচয় দেয়-তা হলে লিজ বাতিল করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬। বাংলাদেশ টি বোর্ডের তদারকী আরো জোরদার করতে হবে। টি বোর্ডের সদস্য (গবেষনা) পদটি চা গবেষকদের থেকে নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রয়োজনে চা শিল্পে অভিজ্ঞ ও গবেষনা জ্ঞান সমৃদ্ধ প্রজ্ঞাবানদের থেকে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনয়ন করা যেতে পারে।

৭। রপ্তানি ও অরাপ্তানি যোগ্য চায়ে ভেজাল মিশ্রনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৮। চা বাগান পরিচালনায় দক্ষ জনশক্তি গড়ার জন্য প্রশিক্ষন ও বেতন ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৯। শ্রমিকদের বাসস্থান, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদনসহ সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে।

১০। চা বাগান-চা উৎপাদন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে বরাদ্দ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

১১। ব্যাংক ঋনের পরিমান বৃদ্ধি ও ঋণের যথাযথ সদ্বব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ঋনের টাকা যাতে চা উৎপাদন ছাড়া অন্য খাতে ব্যবহৃত না হয়-তা কঠোরভাবে তদারকী/পর্যবেক্ষন করতে হবে। উন্নতমানের অধিক চা উৎপাদনকারী বাগানে ব্যাংক ঋনের সুদের হারে সরকার ভর্তুকি প্রথা চালু করতে পারে।

১২। জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে চা বাগানের উৎপাদন যাতে কমে না যায়- সে জন্য যথাযথ গবেষনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের চিন্তা এখন থেকেই শুরু করতে হবে।

১৩। অদক্ষ মালিকদের চিহ্নিত করে লিজ বাতিল পূর্বক তা দক্ষ মালিকদের নামে বরাদ্দ দিতে হবে।

১৪। পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র চাষীদের চা চাষে প্রশিক্ষন ও বাগান সৃজন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে। চাষী নির্বাচনে রাজনৈতিক/দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে।

১৫। **'স্ট্যাটেজিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর টি ইন্ডাষ্ট্রি অব বাংলাদেশ ভিশন ২০২১'** পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৬। প্রচলিত ভুমি ইজারার নীতিমালা সংশোধন পূর্বক তা ন্যুনতম ৫০ বৎসর ও সর্বোচ্চ ৯৯ বৎসরের জন্য লীজ দেয়ার বিধান প্রবর্তন করা যেতে পারে।

১৭। চা রপ্তানীকারকদের ইনসেনটিভ প্রদানের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৮। সময়পযোগী চা শিল্প নীতিমালা প্রণয়নে যুগপযোগী পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। অন্যথায় চা শিল্প বাংলার মস্‌লিন শিল্পের মত যাদুঘরে স্থান পাবে।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের সমস্যা, সম্ভাবনা ও উত্তরণ কিছু ভাবনা

ইউ এম আশেক*

ভূমিকা

একটি সম্ভাবনাময় খাত- তৈরী পোশাক শিল্প। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সচল রাখতে গার্মেন্টস শিল্পের অবদান অপরিসীম। এই শিল্পের হাত ধরে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টি হয়েছে লাখো মানুষের কর্মসংস্থান। অনেকাংশে লাঘব হয়েছে দেশের বেকার সমস্যা। দারিদ্র্য বিমোচনেও রাখছে অনন্য অবদান। ভূমিকা রাখছে গ্রাম-বাংলার সুবিধা বঞ্চিত, দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা তৈরীতে। কাজের সুযোগ পেয়ে নারী পেয়েছে তার ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং জীবন চলার পাথেয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, বস্ত্রের স্বয়ংসম্পূর্নতা, আন্ত র্জাতিক বিশ্বে সাহায্যের বদলে বাণিজ্যমূখীনতার সুযোগ তৈরী হয়েছে মূলত পোশাক শিল্পের হাত ধরেই। বর্তমানে এই খাত থেকেই আসছে মোট রপ্তানী আয়ের ৭৮ শতাংশ। বর্তমান সরকারের 'ভিশন-২০২১' এর সফল বাস্তবায়ণে শিল্পের রয়েছে দৃঢ় অঙ্গীকার। এভাবে নানামুখী সম্ভাবনা নিয়েই এগিয়ে চলেছে আমাদের তৈরী পোশাক শিল্প।

গার্মেন্টস শিল্পের সম্ভাবনাই শেষ কথা নয়। তৈরী পোশাক শিল্পের সাথে যোগ হয়েছে নানা প্রতিকূলতা, সমস্যা, সঙ্কট, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ। আছে আরও নানা মাত্রিক জটিলতা। যা পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রাকে করছে বাধাগ্রস্ত। শিল্পের সুনিশ্চিত পথচলা হয়েছে কন্টকাকীর্ণ। তাই গার্মেন্টস শিল্পকে নিয়ে শুধু 'অমিত সম্ভাবনা'র ফাঁকা বুলি ছাড়া নয়। প্রয়োজন সম্ভাবনাকে বাস্তবমুখী রুপ দেওয়া। এবং কিভাবে সম্ভবনাময় খাতকে সকল প্রকার বাধা-বিঘ্ন, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, সমস্যা-সংকূলতা থেকে মুক্ত রাখা যায় তার উপায় খুঁজে বের করা।

গার্মেন্টস শিল্প নিয়ে ভাবনা ও কেন?

---

* (শিল্প উদ্যোক্তা ও গবেষক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক অন্বেষা গ্রুপ

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

পোশাক শিল্প আমাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখায় তৈরী পোশাক শিল্প দেশের অর্থনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সবমিলিয়ে পোশাক শিল্প আমাদের সামনে এগিয়ে যাবার পথ দেখায়। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গার্মেন্টস শিল্প তার শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করেছে। অবদান রেখে চলেছে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে। বর্তমান সময়ে গার্মেন্টস শিল্প কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

রপ্তানী আয়

বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের পণ্য রপ্তানী করা হয়। রপ্তানির তালিকায় রয়েছে তৈরী পোশাক সামগ্রী, চা, কাঁচা পাট, হিমায়িত খাদ্য, কেমিক্যালস প্রোডাক্ট, চামড়া, কৃষি প্রোডাক্ট, পাটজাত দ্রব্য, সিরামিকস, ঔষধসহ আরো নানা পণ্যসামগ্রী। তবে রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বেশি আসে পোশাক সামগ্রী ও পোশাক পণ্য থেকে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, যার বাৎসরিক মূল্য ১২৩৪৭.৭৭ মার্কিন ডলার। যা আমাদের রপ্তানী আয়ের ৭৯.৩৩ শতাংশ। ২০০৮-

	রপ্তানি পণ্য	রপ্তানীর পরিমাণ (মার্কিন ডলারে)	শতাংশ (%)
২০০৮-২০০৯	তৈরী পোশাক	১২৩৪৭.৭৭	৭৯.৩৩
	হিমায়িত খাদ্য	৪৫৪.৫৩	২.৯২
	কেমিক্যাল প্রোডাক্ট	৪২১.৫৮	২.৭১
	পাটজাত দ্রব্য	৩৭৩.১৮	২.৪০
	চামড়া	১৭৭.৩২	১.১৪
	কাঁচা পাট	১৪৮.১৭	০.৯৫
	কৃষিপণ্য	১২২.৩	০.৭৯
	চা	১২.২৯	০.০৮
	অন্যান্য	১৫০৮.০৬	
	মোট	১৫৫৬৫.১৯	১০০.০০

চিত্র: প্রধান রপ্তানি পণ্যের তালিকা (উৎস: রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো)

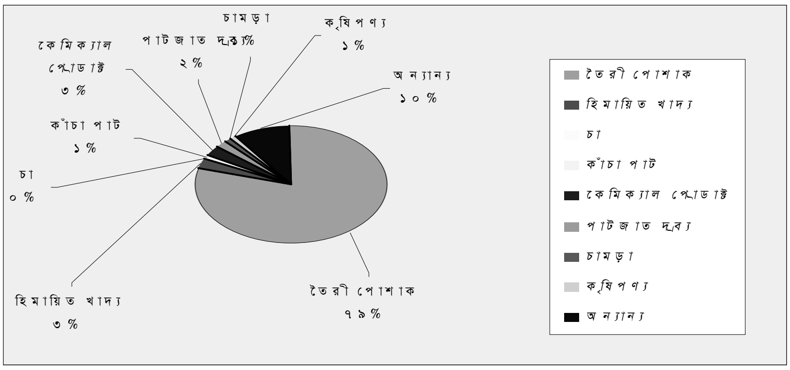

চিত্র : বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যের তালিকা

০৯ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রফতানি করে ১২ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে। যা মোট রফতানি আয়ের ৭৯ শতাংশ। নিম্নে পোশাকসহ অন্যান্য প্রোডাক্টের রপ্তানি পরিমানের একটি তুলনামূলক বর্ণনা টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলোঃ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

সমকালীন অর্থনীতিতে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করেছে তৈরী পোশাক শিল্প। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন খাতে অপরিসীম অবদান রাখছে এ শিল্প। এ শিল্পকে কেন্দ্র করেই দেশের অর্থনৈতিক চাকা আরও বেশি গতিশীল হচ্ছে। পোশাক শিল্পে ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ মানুষের কর্মের সংস্থান হয়েছে। সামাজিক অস্থিরতা দূরীকরন, বিশৃঙ্খলা আর অবক্ষয় থেকে মুক্ত হতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে গার্মেন্টস শিল্প। বাংলাদেশে যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই অনুপাতে মানুষের কর্মসংস্থানের বাড়তি কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু পোশাক সেক্টর সে অভাব অনেকাংশেই পূরণ করেছে। ফলে বেকার সমস্যা, নারীর অনগ্রসরতা, চরম দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে পোশাক শিল্প।

কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী

পোশাক শিল্প দেশের অর্থনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য ও নারী পোশাককর্মীদের কর্মসংস্থানের সর্ববৃহৎ খাতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটিরও উপরে। যাদের ৪০ শতাংশ বাস করে দারিদ্র্য সীমার নিচে। অর্থাৎ যাদের দৈনিক আয় এক মার্কিন ডলার বা তারও নিচে। গত দু দশক আগেও এদের কর্মসংস্থানের তেমন কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু সত্তোর দশকের প্রথম দিকে এদেশে গার্মেন্টস সেক্টরের পথচলা শুরু হয়। বেকার, দরিদ্র জনগোষ্ঠি নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে দেশের বৃহত্তম উৎপাদনশীল শিল্প খাতে পরিণত হতে থাকে এই শিল্প। এখন সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করেছে এই গার্মেস্টস খাত। এ খাতে প্রায় ৩৫ লাখের বেশি লোক কাজ করছে। যার মধ্যে ৮০ শতাংশের অধিক হলো নারী। ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে নারী পোশাককর্মীর সংখ্যা ছিল সাড়ে ৮ শতাংশ। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে তা ১৮.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০৫ সালে তা দাঁড়ায় ২৯.২ শতাংশে (সূত্রঃ বিবিএস)।

প্রাথমিক পর্যায়ে গার্মেন্টস সেক্টরে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ টি এবং কর্মচারী-কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪৩ জন। ১৯৮৩ সালের দিকে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ টির মতো। ২০০১ সালের শেষের দিকে ওভেন, নীট ও সোয়েটারসহ পোশাক শিল্পের সর্বমোট কারখানা ছিল ৩০৬৭ টি এবং কর্মজীবী মহিলা পোশাককর্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ লাখের মতো। ২০০৯ সালে এ শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৩০ থেকে ৩৫ লাখে উন্নীত হয়েছে। যা উৎপাদন খাতে নিয়োজিত মোট কর্মীর ৪০ শতাংশের অধিক।

গার্মেন্টস শিল্পের উপর ভিত্তি করে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আরো নানা ধরণের কর্মসংস্থানমুখী খাত। টেক্সটাইল শিল্প, ব্যাংক, ইন্সুরেন্স, ভোগ্যপণ্য, স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠা আইটি, পরিবহন, আবর্জনা রিসাইক্লিং, সিএ ফার্ম, লিগ্যাল, হাউজিং, কসমেটিকস, বন্দর ব্যবস্থাপনা, সিনেমাহল এবং অন্যান্য খাত। পাশাপাশি গার্মেন্টস শিল্প বিভিন্ন পেশাধারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করেছে। সবমিলিয়ে বর্তমানে প্রায় ২০ মিলিয়ন বা ২ কোটি লোকের জীবন নির্বাহ নির্ভর করছে গার্মেন্টস শিল্পের উপর।

নিম্নে ১৯৮৪ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পোশাক শিল্পে কারখানা ও কর্মসংস্থান যেভাবে বেড়েছে তার একটি চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

গার্মেন্টস শিল্পে বছর বছর পোশাককর্মীদের সংখ্যা যে হারে বেড়েছে তার একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

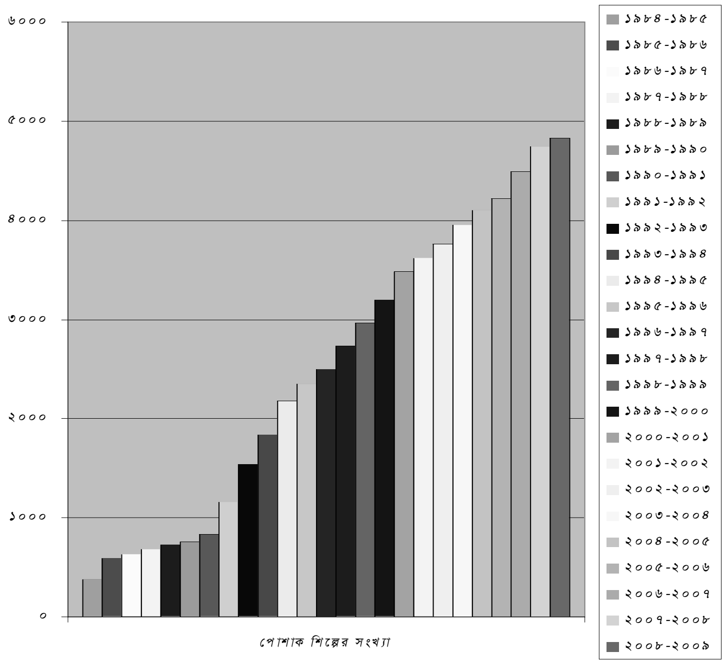

চিত্র : পোশাক শিল্পে কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি

বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে বাণিজ্যমুখীকরণ

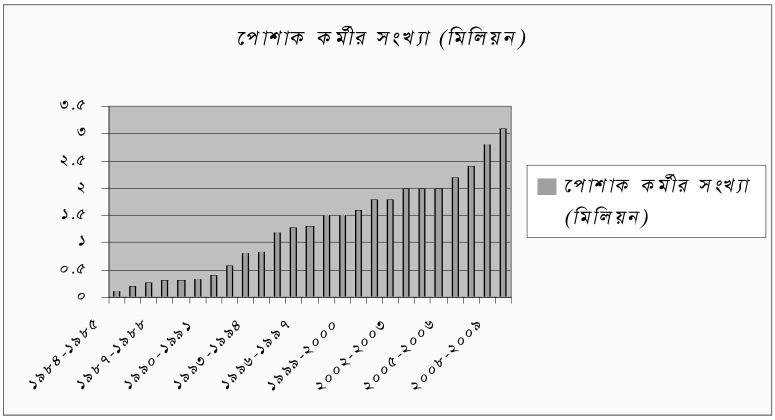

চিত্র: পোশাক কর্মীর সংখ্যার ঊর্ধ্বগতি

দেশের বর্তমান জিডিপি প্রায় ৬ শতাংশ। সরকারের টার্গেট হলো সাড়ে ছয় শতাংশ অর্জন করা। কিন্তু বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি বলছে, এই মাত্রা ৫.৫ থেকে ৫.৭ শতাংশ অর্জিত হবে। একটা দেশের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতের উপর। আমাদের দেশে জিডিপির ৫০ শতাংশের অবদান হলো সেবা খাতের । এছাড়া ২০০৮-২০০৯ সালে কৃষি ও শিল্প যথাক্রমে অবদান রেখেছে ১৪.৪১ শতাংশ ও ২৯.৭৩ শতাংশ। গত দশকে শিল্প খাতের তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ লাভ করে, যার মধ্যে তৈরী পোশাক খাতের অবদান অপরিহার্যভাবে বেড়েছে।

গার্মেন্টস খাত দেশকে সাহায্য নির্ভরতা থেকে রক্ষা করে বাণিজ্য নির্ভরতার দিকে ফিরাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য পাওয়ার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে বৈশ্বিক বাণিজ্যে প্রবেশ করার মতো সক্ষমতা তৈরীতে গার্মেন্টস শিল্প তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের তালিকায় পোশাক পণ্য ছাড়াও আরো যেসব পণ্য রপ্তানী করা হয়ে থাকে তা একটি তালিকার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

নারীর ক্ষমতায়ন

দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। কিন্তু নারী সমাজের বিশাল অংশই ক্ষমতাহীন। অভাব, অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের বেড়াজালে বন্দি নারী সমাজ। পুরুষশাষিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী সবসময়ই পুরুষের নিয়ন্ত্রনে থাকে। স্বামী, পিতা, ছেলের অধীনেই কাটে নারীর জীবন। নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নারী সমাজ আজও কঠিন জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। এমনকি ডিভোর্স, স্বামী মৃত্যু বা পঙ্গুত্ব হয়ে পড়ার মতো জীবনের কঠিন সময়গুলোতে নারীর প্রয়োজন অর্থনৈতিক সক্ষমতা, মানসিক শক্তি এবং দৃঢ় প্রত্যয়। আর এসব কিছুর পেছনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে অর্থ ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা। নারী সমাজের সেই অর্থের সংস্থান ও জীবন পরিচালনার সুব্যবস্থা তৈরী করেছে পোশাক শিল্প। সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, হতদারিদ্র্য নারী জনগোষ্ঠীর ভাগ্য ফিরেছে গার্মেন্টস শিল্পের হাত ধরে। গ্রাম-বাংলার সুবিধাবঞ্চিত নারীরা পোশাক শিল্পে কাজ পেয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলছে। নারী পোশাককর্মীরা তাদের নিজেদের পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে। গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করে নারীরা:

- অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও স্বচ্ছল হয়েছে।
- পরিবারে সার্বিক দিক থেকে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।
- নিজেদের ক্ষমতায়নের ব্যাপারে সচেতন হয়েছে।
- পরিবারে নিজস্ব ভাবনা, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা পাচ্ছে।
- নিজেদের মধ্যে বাল্য বিবাহ, শিশুশিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ নানা বিষয়ে সচেতনতা তৈরী হয়েছে।
- সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশ নিয়ে দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখছে।

দারিদ্র্য বিমোচন

গত কয়েক বছরে দেশে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনহ্রাস পেয়েছে তাৎপর্যপূণ্য হারে। ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৯.৮ শতাংশ। ২০০৯ সালে সেটা ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। গত ৯ বছরে দারিদ্র্যের হার কমেছে ৯.৮ শতাংশ। তৈরী পোশাক শিল্প দেশের দারিদ্র্য কমাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে গার্মেন্টস সেক্টরে নিয়োজিত পোশাককর্মীদের অধিকাংশই হলো গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। যাদের সম্পদ বলতে কিছুই নেই।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে এসব কর্মীরা কোন জায়গায় কাজ করতেও পারতো না। কিন্তু পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। যার মধ্য দিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী পোশাককর্মীরা। কমছে দেশের দারিদ্র্য। পোশাক কারখানায় নিয়োজিত লাখো কর্মীদের চেষ্টায় উৎপাদন করা হচ্ছে বিলিয়ন ডলারের রপ্তানী সম্পদ। যা দেশের একক বৃহত্তম রপ্তানী সেক্টরে পরিণত হয়েছে।

বস্ত্রে স্বয়ংসম্পন্নতা

বস্ত্র মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। গার্মেন্টস শিল্পের কল্যাণে দেশ আজ এই বস্ত্র শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। দেশের আপামর জনসাধারণের বস্ত্রে চাহিদা পূরণ করছে। সাধারন মানুষ অতি কম দামে নিত্য ব্যবহার্য পোশাক ও শীত বস্ত্র কিনতে পারছে। বস্ত্রকে কেন্দ্র করে দেশে গড়ে উঠেছে এক শক্তিশালী স্থানীয় বাজার। আমাদের শ্রমজীবী, পেশাজীবী মানুষ সহজেই অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে অতি অল্প দামে সোয়েটার, টি-শার্ট, জিন্স প্যান্ট, গেঞ্জি ইত্যাদি কিনতে পারছে।

নতুন বাজারের হাতছানি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের পোশাক পণ্য রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে আরও নতুন নতুন বাজারের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। রাশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান, তাইওয়ান প্রমুখ দেশের বাজারে প্রবেশের ব্যাপারেও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এসব দেশে বাংলাদেশী গার্মেন্টস প্রোডাক্টের প্রচুর চাহিদা তৈরী করতে পারবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প ব্যবসায়িদের সংগঠন এ ব্যাপারে সরকারের সহায়তা চাচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকার তার বিদেশী কূটনৈতিক মিশন ও বাণিজ্যিক উইংগুলিকে ব্যবহার করে উল্লেখিত দেশের সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে পারে। বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে যেসব দেশে রপ্তানি করা হয় তার একটি তালিকা নিচে দেখানো হলো।

দেশের শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে তার বর্তমান বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি আরও নতুন নতুন বাজার ধরার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার, ব্যবসায়িক সংগঠনগুলির কার্য মে গতি আনতে হবে। বর্তমান নতুন বাজারের যেসব সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে তার একটি তালিকা দেয়া হলো:

ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে পোশাক শিল্প

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র–২ অনুযায়ী ২০০৯-২০১১ সালের মধ্যে প্রতি বছর ১.৮ মিলিয়ন লোক কর্মক্ষেত্রে

বছর	দেশ	রপ্তানি	শতকরা %
	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন	৭২১৮.২৩	৫৮.৪৬
	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৬৯৩.৪০	২৯.৯১
	কানাডা	৫৮৭.০৫	৪.৭৫
২০০৮-২০০৯	জাপান	৭৪.৩৮	০.৬০
	অস্ট্রেলিয়া	৪৯.২৯	০.৪০
	অন্যান্য	৭২৫.৪২	৫.৮৭
	মোট	১২৩৪৭.৭৭	১০০.০০

চিত্র: পোশাক পণ্যের রপ্তানি বাজার (উৎস: বিজিএমইএ)

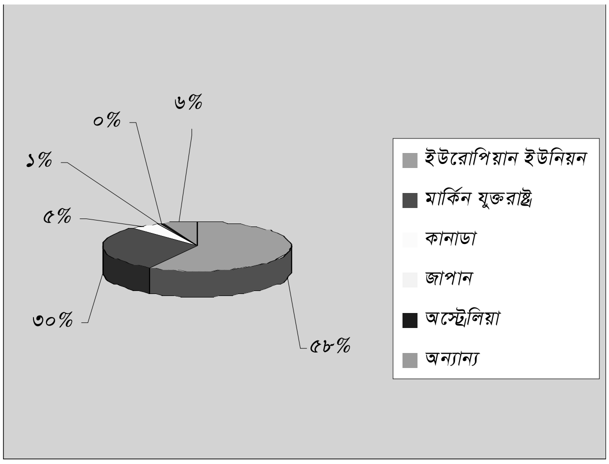

চিত্র: বাংলাদেশী গার্মেন্টস পণ্যের আন্তর্জাতিক রপ্তানী বাজার

যোগ করা হবে। সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশের শ্রমশক্তি হবে ১০৫ মিলিয়ন। সরকার বাড়তি শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীতে নানামুখী উদ্যোগ নিচ্ছে। নতুন এই কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে শ্রমঘন পোশাক শিল্প কারখানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি দেশের জিডিপির হার বাড়াতেও শিল্পের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। উল্লেখ্য, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে জিডিপির হার ধরা হয়েছিল ৫.৮৮ শতাংশ, ২০১৩ সালে এই হার ধরা হয়েছে ৮ শতাংশ এবং ২০২১ সালে তা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ শতাংশ।

অপার সম্ভাবনার হাতছানি

গার্মেন্টস শিল্প দেশের অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতিতে নানাভাবে অবদান রেখে চলেছে। শুধু তাই নয়। গার্মেন্টস শিল্পের রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। এ শিল্প যেভাবে সম্ভাবনার নতুন পথ দেখিয়ে চলেছে তার কিছু বয়ান তুলে ধরা হলো।

স্বস্তা শ্রমের সহজলভ্যতা

ক্রমিক নং	দেশের নাম
০১.	রাশিয়া
০২.	সাউথ আফ্রিকা
০৩.	জাপান
০৪.	দক্ষিণ আমেরিকার দেশ
০৫.	তাইওয়ান
০৬.	কানাডা
০৭.	অন্যান্য

অধিক জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ। এতবেশি সংখ্যক লোকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা স্বল্পোন্নত একটি দেশের জন্য সহজ কাজ নয়। কিন্তু দেশের তৈরী পোশাক শিল্প বিশাল জনগোষ্ঠির কাজ করার অপার সুযোগ তৈরী করেছে। পাশাপাশি, সহজলভ্য জনশক্তি আর স্বস্তা শ্রম-এই দুইয়ের উপর ভিত্তি করে দেশের পোশাক শিল্প দাঁড়িয়ে গেছে এবং এগিয়ে চলেছে আলোক উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের দিকে। ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থায়।

স্বস্তা শ্রমশক্তি যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি, চীন তার প্রকৃষ্ট উদাহরন। স্বস্তা শ্রমের কারণেই চীন পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পেও অভাবনীয় উন্নতি করছে পেরেছে। বাংলাদেশের শিল্প বিকাশের মূলেও সস্তা শ্রম একটি গুরুত্বপূর্ন সূচক।

উন্নয়নের চেহারা পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তি

বিশ্বের অনেক দেশ পোশাক পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের একটি শক্ত অবস্থান তৈরী করে নিয়েছে। সেই সাথে দেশকে পৌঁছে দিয়েছে মর্যাদার আসনে। যা বর্তমানে অনেক অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে আমরা জাপান ও চীনের নাম উল্লেখ করতে পারি। জাপান একসময় বাহির থেকে পোশাক শিল্পের সব কাঁচামাল কিনে এনে পোশাক তৈরী করে বিদেশে রপ্তানী করতো। এভাবেই তারা আজ শিল্পোন্নয়নের উদাহরণে পরিনত হয়েছে। চীন তার স্বস্তা শ্রম ব্যবহার করে পোশাক শিল্পসহ ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদিতে বিশ্বে নিজেদের ভাল অবস্থান তৈরী করেছে। আধিপত্য বিস্তার করেছে সারা বিশ্বে। চীন, জাপানের উদাহরণ অনুসরণ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে। পোশাক শিল্পের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া দেশগুলোর উপর গবেষণা করতে হবে। চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়নের পেছনে পোশাক শিল্পের ভূমিকা ও অবদানের চিত্র সামনে আনতে হবে।

অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা

গার্মেন্টস সেক্টর তৈরী হওয়ার ফলে দেশের বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর কাজের সুযোগ হয়েছে। গার্মেন্টস শিল্পকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে দেশের ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বন্দর, মার্কেট, হাট-বাজার, দোকান-পাটসহ নানামুখী ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান। যার বদৌলতে অর্থনীতি গতিশীল হয়েছে। মানুষের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের অবহেলিত, নিগৃহীত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

গার্মেন্টস সেক্টরে নিয়োজিত রয়েছে দেশের প্রায় ৩০-৩৫ লক্ষ মানুষ। যাদের অধিকাংশই হলো দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ। যাদের ছিল না পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ, কাজের সংস্থান। ছিল না সুনিশ্চিত কোন ভবিষ্যৎ। এমনকি মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই। কিন্তু তৈরী পোশাক শিল্প তাদের দিয়েছে কাজের অপার সুযোগ, একটি নিশ্চিত ভবিষ্যতের ঠিকানা। বেড়েছে পোশাককর্মীদের জীবনযাত্রার মান। সমাজের অবহেলিত নারীরা পোশাক শিল্পের কারণে আজ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। পোশাককর্মীরা স্বপ্নের জাল বুনার সুযোগ পেয়েছে গার্মেন্টস কারখানায় কাজ পেয়ে। মৌলিক চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি পোশাককর্মীরা অন্যান্য চাহিদাও পূরণ করার সক্ষমতা অর্জন করেছে।

পাটসুতার ব্যবহারের নতুন সম্ভাবনা

বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের জন্য ব্যাকওয়ার্ড শিল্প তেমনভাবে গড়ে না উঠার কারণে বিদেশ থেকে আমদানী করা কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। যার জন্যে উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে যায়। প্রতিযোগীদের সাথে এই জন্যে আন্তর্জাতিক বাজারে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। কিন্তু আমরা যদি দেশের তৈরী পাটসুতা ব্যবহার করে পোশাক প্রস্তুত করে বিদেশের বাজারে বিক্রি করা গেলে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ানো যাবে।

বর্তমানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে মানুষ পরিবেশ বান্ধব পোশাক থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবহারের উপর পরিবেশ বান্ধব কী-না তা ভাবতে শুরু করেছে। পাটসুতার তৈরী পোশাক পরিবেশবান্ধব। এছাড়া এসুতা দিয়ে নানা ধরণের পোশাক তৈরী করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফ্যাশনাবল জুতা, গাড়ির আসনের উপর ব্যবহারের জন্য কাপড়, কাঠের বাড়ির দেয়ালে সেঁটে দিয়ে অধিক শীত ও গরম থেকে বাড়ির ভেতরের পরিবেশকে স্বস্তিদায়ক করার জন্য পাটসুতার তৈরী কাপড় প্রভৃতির নাম উল্লেখ্যযোগ্য। দেশের অভ্যন্তরে ইতোমধ্যে পাটসুতা ব্যবহার করে শাল চাদর ও সাধারণ চাদর তৈরি করা হচ্ছে। ভারতে এবং ইউরোপ-আমেরিকায় পাটসুতা ব্যবহার করে তৈরী হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের পোশাক। আর এসবের কারণেই বাড়ছে পাটসুতার চাহিদা। পাট ছিল একসময়ের সোনালী আঁশ। বর্তমান যুগে পরিবেশ বান্ধব পোশাক সামগ্রী ব্যবহারে বাংলাদেশের পাট শিল্পকে নতুনভাবে কাজে লাগানোর সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

নতুন আরো কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

অনেক আগে থেকেই প্রচেষ্টা চলানো হচ্ছে পোশাক শিল্পে কিছু বৈচিত্র্য আনার জন্য। বাংলাদেশের সেই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। বাংলাদেশ আজ পাট থেকে তৈরী পাটসুতা দিয়ে পোশাক তৈরী করছে এবং সেগুলি তুরস্ক থেকে শুরু করে আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশনের অনেক দেশে রপ্তানী হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন পাটসুতার তৈরী পোশাক শিল্প একটি ভাল অবস্থান তৈরী করবে তখন নতুন নতুন শিল্প উদ্যোক্তা এই খাতে বিনিয়োগ করা জন্য চলে আসবে। বর্তমান তৈরী পোশাকে নিয়োজিত কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নতুন নতুন আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি বেকার সমস্যা সমাধানেও এই শিল্প বিশেষ ভুমিকা পালন করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পোশাক শিল্প উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে তার রপ্তানীর পরিমাণ বেশ বাড়িয়েছে। আর এই রপ্তানী বাড়ানোর মাধ্যমে আরো বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আহরোণ করে চলেছে। শিল্প উদ্যোক্তাদের এখন টার্গেট কিভাবে সারা বছর উৎপাদনে থাকা যায়। সেই সাথে আরো নতুন নতুন বেকার মানুষ কাজ করার সুযোগ পাবে। এতে দেশের সব দিকেরই উন্নয়ন ঘটবে। নিম্নে ১৯৮৩-১৯৮৪ অর্থবছর থেকে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের পোশাক রপ্তানীর পরিমাণ, মোট রপ্তানীর পরিমাণ এবং মোট রপ্তানীতে তৈরী পোশাক শিল্পের পরিমাণের একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো:

রপ্তানি বৃদ্ধি ও পোশাক পণ্যের অবদান

পোশাক শিল্প দেশের অর্থনীতিতে যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে তার একটি ছক নিম্নে তুলে ধরা হলো:

পোশাককর্মীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি

দেশের তৈরী পোশাক শিল্পখাতে নিয়োজিত অধিকাংশ পোশাককর্মীরা একসময় ছিল ভূমিহীন, বেকার, দরিদ্র এবং

ক্ষমতাহীন। নিরক্ষরতা, অদক্ষতা আর একাডেমিক শিক্ষার অভাব আছে এমন পোশাককর্মীদের সংখ্যাও কম নয়। যারা সমাজের অবহেলিত ও নিগৃহিত জনগোষ্ঠীর অংশ। তারা ছিল সামাজিক হেয়-প্রতিপন্নের চরম শিকার। এমনই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে তৈরী পোশাক শিল্পে। গার্মেন্টস শিল্পের কাজ তাদের সেই অপবাদ ঘুচিয়েছে দিয়েছে। তাদেরকে কাজ করার সুযোগের পাশাপাশি দিয়েছে ভাগ্য পরিবর্তনের অমিত সুযোগ। সেই অমিত সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের ভাগ্য নিজেই বদলাতে শিখেছে লাখো পোশাককর্মীরা।

গার্মেন্টস শিল্পের একটি বড় অংশ হলো নারীকর্মী। যাদের অধিকাংশই এসেছে অনুন্নত ও অনগ্রসর গ্রামীণ এলাকা থেকে। এক সময় যারা ছিল সমাজের নানা বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। আগে যেখানে কাজ করা তো দূরের কথা নারীর বাহিরে যাওয়াই ছিল এক ধরণের সামাজিক অপরাধ। সেই নারী আজ সকল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, বাঁধা-নিষেধ, লোকচক্ষুর ভয় উপেক্ষা করে দেশের গার্মেন্টস শিল্পে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে চলেছে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রেখে চলেছে। সেই নারীকে আজ কেউ সামাজিকভাবে হেয়-প্রতিপন্ন করতে

বছর	পোশাক রপ্তানি (মিলিয়ন ডলার)	মোট রপ্তানির পরিমান (মিলিয়ন ডলার)	মোট রপ্তানিতে পোশাক শিল্পের পরিমান (%)
১৯৮৩-৮৪	৩১.৫৭	৮১১.০০	৩.৮৯
১৯৮৪-৮৫	১১৬.২	৯৩৪.৪৩	১২.৪৪
১৯৮৫-৮৬	১৩১.৪৮	৮১৯.২১	১৬.০৫
১৯৮৬-৮৭	২৯৮.৬৭	১০৭৬.৬১	২৭.৭৪
১৯৮৭-৮৮	৪৩৩.৯২	১২৩১.২	৩৫.২৪
১৯৮৮-১৯৮৯	৪৭১.০৯	১২৯১.৫৬	৩৬.৪৭
১৯৮৯-৯০	৬২৪.১৬	১৯২৩.৭০	৩২.৪৫
১৯৯০-৯১	৮৬৬.৮২	১৭১৭.৫৫	৫০.৪৭
১৯৯১-১৯৯২	১১৮২.৫৭	১৯৯৩.৯০	৫৯.৩১
১৯৯২-৯৩	১৪৪৫.০২	২৩৮২.৮৯	৬০.৬৪
১৯৯৩-৯৪	১৫৫৫.৭৯	২৫৩৩.৯০	৬১.৪০
১৯৯৪-৯৫	২২২৮.৩৫	৩৪৭২.৫৬	৬৪.১৭
১৯৯৫-৯৬	২৫৪৭.১৩	৩৮৮২.৪২	৬৫.৬১
১৯৯৬-৯৭	৩০০১.২৫	৪৪১৮.২৮	৬৭.৯৩
১৯৯৭-৯৮	৩৭৮১.৯৪	৫১৬১.২০	৭৩.২৮
১৯৯৮-১৯৯৯	৪০১৯.৯৮	৫৩১২.৮৬	৭৫.৬৭
১৯৯৯-২০০০	৪৩৪৯.৪১	৫৭৫২.২০	৭৫.৬১
২০০০-২০০১	৪৮৫৯.৮৩	৬৪৬৭.৩০	৭৫.১৪
২০০১-২০০২	৪৫৮৩.৭৫	৫৯৮৬.০৯	৭৬.৫৭
২০০২-২০০৩	৪৯১২.০৯	৬৫৪৮.৪৪	৭৫.০১
২০০৩-২০০৪	৫৬৮৬.০৯	৭৬০২.৯৯	৭৪.৭৯
২০০৪-২০০৫	৬৪১৭.৬৭	৮৬৫৪.৫২	৭৪.১৫
২০০৫-২০০৬	৭৯০০.৮০	১০৫২৬.১৬	৭৫.০৬
২০০৬-২০০৭	৯২১১.২৩	১২১৭৭.৮৬	৭৫.৬৪
২০০৭-২০০৮	১০৬৯৯.৮০	১৪১১০.৮০	৭৫.৮৩
২০০৮-২০০৯	১২৩৪৭.৭৭	১৫৫৬৫.১৯	৭৯.৩৩

উৎস: রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (বিজিএমইএ কর্তৃক সম্পাদিত)

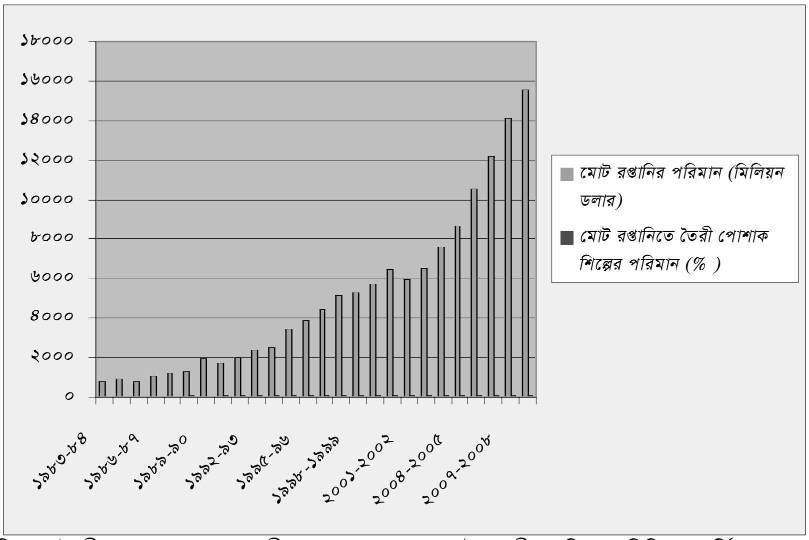

চিত্র ৪: তৈরী পোশাক খাতের রপ্তানী এবং বাংলাদেশের মোট রপ্তানীর পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

পারছে না। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী নারী আজ সংসারে এমনকি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিসিঝন মেকিং বা সিদ্ধান্ত তৈরীর কাজ করছে। নারীর অবস্থার এই পরিবর্তন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। যেখানে আগে নারীর কাজ করার কথা কল্পনাতেও ভাবা সম্ভব হতো না সেখানে আজ নারীরা নির্বিঘ্নে কাজ করে যাচ্ছে। গার্মেন্টস সেক্টরের মাধ্যমে নারীর এই পরিবর্তন সমাজের, দেশের সামগ্রিক নারীর অবস্থানকে বদলে দিয়েছে। কাজেই আমাদের সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান যদি আরো পরিবর্তন ও সুদৃঢ় করতে চাই তাহলে এই পোশাক শিল্পের উন্নয়নের অন্য কোন বিকল্প শিল্প নাই।

দিন বদলের স্বপ্ন দেখায় শ্রমঘন এই শিল্প

গার্মেন্টস শিল্প দেশের সবচেয়ে বেশি শ্রমঘন শিল্প। এই শিল্পের দ্বারা অনেক সংখ্যক বেকার, অদক্ষ ও অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, দেশের মুদ্রার রিজার্ভ, নারীর আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া, দারিদ্র্য বিমোচনসহ আরো অনেক বিষয় সম্ভব সম্ভব হয়েছে। আমরা যদি "দিন বদলের কথা" বলি, "ভিশন-২০২০" লক্ষ্য অর্জনের দিকে যেতে চাই, কিংবা মিলিনিয়াম ডেভেলাপমেন্ট গোল (এমডিজি)-এর অর্জনে সফলতা চাই, গার্মেন্টস শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্ভাবনা যেখানে বাধাগ্রস্থ

দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন রপ্তানি খাত তৈরী পোশাক শিল্প। সবচেয়ে শ্রমঘন খাতও এটি। হাটিহাটি পা-পা করে শিল্পের বয়স আজ প্রায় তিন দশক। দেশের রপ্তানী খাতের সিংহভাগ যোগান দিচ্ছে এই গার্মেন্টস খাত। ব্যাপক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা তৈরী, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখাসহ নানা ক্ষেত্রে গার্মেন্টস শিল্পের অবদান

অনস্বীকার্য। কিন্তু এত অবদান থাকা সত্ত্বেও তৈরী পোশাক শিল্প কি নিজ পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে? দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে যে শিল্প, সেটি কি আজ সমস্যা-সংকট মুক্ত? শিল্প বিকাশের পথ কি উন্মুক্ত? এ সকল প্রশ্নের উত্তর একই। না।

অসংখ্য সমস্যা, সংকট, উৎকণ্ঠ, উদ্বেগ নিয়েই বছরের পর বছর অতিক্রম করে চলেছে আমাদের অতি প্রয়াজনীয় পোশাক শিল্প। বছর বছর রুগ্ন শিল্পের তালিকায় যোগ হচ্ছে নতুন পোশাক কারখানা । কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে চলছে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম-আন্দোলন। থাকছে আরো নানামুখী অন্তরায়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, শিল্পের উন্নয়নে সরকারের উদাসীনতা, অবকাঠামোগত অনুন্নয়ন, বন্দরে শ্রমিকদের অনাকাঙ্ক্ষিত ধর্মঘট, উচ্চ হারে ব্যাংক সুদ, ব্যাংক ঋণের স্বল্পতা, নতুন বাজার অনুসন্ধানে ব্যর্থতা, সারা বছর উৎপাদন না হওয়া, অদক্ষ শ্রমশক্তি, শ্রমিক নেতাদের উসকানিমূলক আচরণসহ অনেক অসুবিধা যোগ হচ্ছে সমস্যার তালিকায়। এতসব সমস্যা আর সংকটের মধ্য দিয়েই চলছে গার্মেন্টস শিল্প। তিন দশক সময়ের ব্যবধানে যে শিল্প একটি সুসংহত অবস্থায় পৌঁছে যাবার কথা ছিল, আজ সেটি নানাভাবে হোচট খাচ্ছে। পাশাপাশি, এতো বাধা-বিপত্তির মাঝেও উদ্যোক্তা গোষ্ঠী যেভাবে শিল্পের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন, তা কোন অংশেও কম প্রশংসনীয় নয়। সবমিলিয়ে তৈরী পোশাক শিল্পের আজ অস্তিত্বের সংকট। কিন্তু এভাবে কি একটি শিল্প এগুতে পারে? শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে চাই এর যাবতীয় সমস্যা ও সংকটের অবসান। আমাদের আলোচ্য নিবন্ধে তুলে ধরা হবে তৈরী পোশাক শিল্পের সকল সংকট-সমস্যা-উৎকণ্ঠার সরেজমিন ময়না তদন্ত। নিম্নে সেসব সমস্যারই কিছু তুলে ধরা হলো।

- শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের তীব্র সঙ্কট
- ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদের হার
- ব্যাংক ঋণের সহজলভ্যতা নেই
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
- অবকাঠামো অনুন্নোয়ন
- নতুন বাজার সম্প্রসারণে দেশের বিদেশী কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক উইংগুলির ব্যর্থতা
- বন্দরে কাস্টমসহ নানা অসুবিধা ও হয়রানি
- শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যায় সরকারের যথাযথ মনোযোগের অভাব
- বিভিন্ন দেশের সাথে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ সমস্যা
- বিশাল এই সেক্টরের তত্ত্বাবধান করার সরকারী প্রতিনিধিত্বের অভাব
- ক্ষুদ্র সমস্যায় মিডিয়ার নৈতিক কাভারেজ
- আন্তর্জাতিক আর্থিক বিপর্যয়ে সরকারের সহায়তা না থাকা
- ফ্যাশান ও ডিজাইন বিষয়ক ইন্সটিটিউশনের অপর্যাপ্ততা
- দক্ষ ও নিপুণ পোশাককর্মীর অভাব
- পোশাককর্মীদের অদক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব
- নতুন শিল্প উদ্যোক্তা তৈরী না হওয়া
- রুগ্ন শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ ও সমগ্র শিল্পখাতে এর নেতিবাচক প্রভাব ইত্যাদি।

বিশ্ব মন্দা ও বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প

তৈরী পোশাক দেশের রপ্তানি খাতের শীর্ষে অবস্থান করলেও বৈশ্বিক মন্দার কারনে এ শিল্প আজ নানামুখি

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে সরাসরি প্রভাব না ফেললেও ধীরে ধীরে কিছুটা হলেও তা অনুভব করা যাচ্ছে। নানামুখী চ্যালেঞ্জও আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। যেমন:-

- পোশাক পণ্যের অর্ডার কমছে
- পণ্য মূল্য কমে যাচ্ছে
- পরিমানমত অর্ডার না পাওয়ায় অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে
- কারখানা বন্ধ হওয়ায় বেকার সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে
- ওভার টাইমের পরিমান কমছে
- পোশাককর্মীদের সার্বিক মজুরি কমে যাচ্ছে
- রপ্তানির পরিমাণ কমেছে
- বৈদেশিক আয় কমেছে
- প্রবৃদ্ধির লক্ষমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না
- পোশাক রপ্তানিতে পাশ্ববর্তী দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা দুরুহ হচ্ছে।
- দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে না

কমছে রপ্তানি আয়, বন্ধ হচ্ছে কারখানা

নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে চলছে তৈরী পোশাক শিল্প। বিশ্ব মন্দার সূত্র ধরে এ খাত থেকে অব্যাহতভাবে রফতানি আয় কমছে। অর্ডার না থাকাসহ নানা কারণে চলতি বছর ১৪৮টি তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। চালু কারখানাগুলো যে দামে অর্ডার নিচ্ছে তা দিয়ে প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। বড়দিন উপলক্ষে প্রতিবছর পোশাক রফতানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বাড়লেও এবার তেমন সুখবর নেই।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের (২০০৯৩২০১০) প্রথম চার মাসে (জুনওঅক্টোবর) রফতানি আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১২ শতাংশ কমেছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়ও রফতানি কমেছে পৌনে ৭ শতাংশ। রফতানিকারকরা বলছেন, মূলতঃ অর্ডার এবং পণ্যমূল্য কমে যাবার কারণেই রফতানি কমেছে। আবার প্রতিযোগী দেশগুলো কম মূল্যে পণ্য রফতানি করার কারণে বাংলাদেশেরও রফতানি মূল্য কমেছে।

ইপিবির হিসাবে দেখা যায়, অর্থবছরের প্রথম ৪ মাসে নীটওয়্যার পোশাক রফতানির পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ কম হয়েছে। আর একই সময়ে ওভেন পোশাক লক্ষ্যমাত্রার চাইতে ২১ শতাংশ কম হয়েছে।

শিল্পের সমস্যা ও সংকটের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতেই আলোচ্য সরেজমিন তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিম্নে তারই কিছু বয়ান তুলে ধরা হলো।

পোশাক খাতের সমস্যা অগনিত। ভিন্ন ভিন্ন স্থান, ব্যক্তি, অবস্থান, প্রতিষ্ঠান-সংস্থা, সংগঠন এসকল সমস্যার সাথে জড়িত। আলোচনার সুবিধার্তে সমস্যাগুলো বিভিন্ন ভাগে দেখানো হলো।

সরকারের নীতি ও পলিসির অভাব

একটি দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে সে দেশের সরকারের নীতি ও পলিসির উপর। সরকার শিল্পের অনুকূলে তাদের নীতি ও পলিসি তৈরী করলে সে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আশাব্যাঞ্জক। একইসাথে সরকারের

শিল্প বিরোধী নীতির কারণে দেশের শিল্পের পরিবেশ ধ্বংস হওয়াও অসম্ভব নয়। তাই শিল্পকে বাঁচাতে সরকারের সময়োপযোগী নানা ধরণের নীতি পলিসি গ্রহন করতে হয়। প্রণীত পলিসি প্রয়োজনে সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন করতে হয়। আমাদের তৈরী পোশাক শিল্প দেশের রপ্তানীমুখী শিল্পের তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে। এ শিল্পের উন্নয়নেও সরকারের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে যায়। কিন্তু সরকার তার সে দায়িত্ব ভালভাবে পালন করছে কি-না তাও খতিয়ে দেখার বিষয়। সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহন, উদ্যোগ কিংবা সহযোগিতা না দেয়ার ফলে অনেক সময় পোশাক শিল্পে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব

পোশাক শিল্প বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয়ের সিংহ অবদান রাখলেও এই শিল্প খাতের ব্যাপারে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। যার জন্যে অনেক সময় এ শিল্পে নানা ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিককালে নিপ্পন গার্মেন্টসে সংঘটিত সহিংসতার কথা আমাদের সকলেরই জানা।

উচ্চ সুদের হার

ব্যাংক ঋণের সুদ উচ্চ হওয়ার কারণে আমাদের দেশে পোশাক শিল্প যেমন বিকশিত হওয়ার কথা কিন্তু তেমন হচ্ছে না। ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তারা সরকারকে বারবার এ বিষয়ে অবহিত করলেও তাতে সরকারের কোন ইতিবাচক সাড়া নেই। আমাদের পাশের দেশগুলিতে ব্যাংক ঋণের সুদ অনেক কম। সেখানে শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং প্রতিযোগীদের সাথে টিকে থেকে আন্তর্জাতিক বাজার ধরার জন্য সুদের হার সব সময় কম রাখার নীতি গ্রহন করেছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তারা আমাদের দেশের চেয়ে ভাল অবস্থান তৈরী করতে পেরেছে।

সরকারের মনোযোগের অভাব

যে শিল্পে দেশের সিংহ ভাগ অদক্ষ বেকার জনগোষ্ঠী নিয়োজিত, যে শিল্প থেকে রপ্তানী আয়ের ৭৬ শতাংশ আসে, যে শিল্প দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে বিরাট ভূমিকা পালন করছে, নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে সেই শিল্পের প্রতি সরকার যে খুব বেশী মনোযোগ তা আমরা বলতে পারছি না। সরকার যেসব বিষয়ে অমনোযোগী তা হলো:-

- সরকার পোশাক শিল্পের জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে যে ট্যারিফ সমস্যা আছে তা কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে না
- নতুন নতুন বাজার ধরার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করছে না
- ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী পোশাক তৈরীর জন্য কোন গবেষণা করছে না।

উপরের কয়েকটি বিষয় বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এগুলি সরকারের অমনোযোগী মনোভাবেরই প্রতিফলন।

নতুন বাজার অনুসন্ধানের অভাব

সত্তোরের দশকে শুরু হওয়া আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের রপ্তানী বাজারর সংখ্যা যা ছিল বর্তমানে কম-বেশি তা-ই রয়েছে। নতুন বাজার অনুসন্ধানে, পোশাক পণ্যেও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার অর্জনের জন্য লবিস্ট নিয়োগ করা হয়েছে। প্রচুর অর্থ খরচ করা হয়েছে লবিস্টদের পেছনে। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। অথচ একটি দেশের শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে তার বর্তমান বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি আরো নতুন নতুন বাজার ধরার চেষ্টা করতে হবে।

বন্দর সংকট

আমাদের দেশে দুটি সমুদ্র বন্দর থাকলেও একটিকে অকেজো করে রাখা হয়েছে। দেশের সব মালামাল একটা বন্দরের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে আনা-নেওয়া করা হয়। যার জন্যে একটি বন্দরের উপর এত বেশি চাপ পড়েছে যে, পণ্য জাহাজিকরণ, জাহাজ থেকে নামানো, পরিবহণে পণ্য উঠানো-নামানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এসব কাজে সময় বেশি লাগে। এছাড়া আধুনিক পদ্ধতির উপস্থিতি বন্দরে নেই বললেই চলে। ফলে নানা ধরণের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নের কারণে মাঝে মাঝে বন্দর এলাকা একেবারে অচল হয়ে পড়ে। বন্দরের ফিডার ভেসেল অপারেটরগণ ব্যবসায়িদের কাছ থেকে কনজেশন সারচার্জ আদায় করছে, জাহাজ মালিকদের সংগঠন (সিএফটিসি) কর্তৃক পণ্য পরিবহণে শিল্প উদ্যোক্তাদের নানা মাত্রিক সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে।

কাস্টমসের দীর্ঘসূত্রিতা

বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে কাস্টমসের দীর্ঘসূত্রিতা একটি প্রধান সমস্যা। সেখানে অন্যান্য দেশের মতো এত সহজ উপায়ে, কম সময়ে এবং অন্য কোন ঝামেলা ছাড়াই রপ্তানী করা যায় না। আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবের কারণে পরিবহনে ভর্তিকরণ ও পণ্য স্থানান্তরকরণ এবং জাহাজীকরণ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পণ্যের শিপম্যান্টে বিলম্ব ঘটে। অনেক বিদেশী বাইয়া এ কারণে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানী করতে চায় না।

ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ না থাকা

একটি শিল্পকে সহায়তা করার জন্য আনুষাঙ্গিক অনেক প্রতিষ্ঠান থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের বৃহত্তর শিল্পকে সহায়তা করার মতো যথেষ্ট ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ফলে যে সমস্ত সাপোর্ট এরা দেয় তা আমাদের পোশাক শিল্প দেশ থেকে পায় না। বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। যার ফলশ্রুতিতে আমাদের শিল্পের অবস্থান যা হওয়ার কথা তা থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এই অসুবিধা দুর করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে চায় না। এমনকি এই ধরণের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ কেউ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও তাকে সরকার, ব্যাংক কোন সুবিধা দিয়ে সাহায্য করে না। উদ্যোক্তা পক্ষ, ব্যবসায়িক সংগঠন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাছে প্রস্তাব করলেও সরকার তাতে ইতিবাচক সাড়া দেয় নাই। ফলে আমাদের পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান সব সময় এর সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভাবে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে নাই।

অবকাঠামোগত সমস্যা

প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জন্য তার অবকাঠামোগত উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু আমাদের দেশে অবকাঠামোর তেমন কোন উন্নয়ন নেই। ভাল রাস্তা নেই, নেই কোন উন্নত পরিবহন। আমরা উদাহরণ হিসেবে রেলপথের কথা যদি বলি, তাহলে দেখা যাবে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার রেলপথ আছে। কিন্তু এতটুকু রেলপথ কি আমাদের অগ্রগতির জন্য দরকার? আর সড়কপথে যেটুকু রাস্তা রয়েছে তার অনুপাতে পরিবহণের সংখ্যা অনেক বেশি। যার কারণে যানজট থেকে আমরা রেহাই পাচ্ছি না। ফলে কোন কিছু সময় মতো শেষ করা যাচ্ছে না। সরকার নানাভাবে দেশের যনজট কমানো উদ্যোগ নিচ্ছে কিন্তু কোন ফরমূলা-ই কাজে আসছে না। তার উপর রাস্তা গুলিতে সংস্কারের কাজ চলে সারা বছর ধরেই। এটাও যনজটের একটি প্রধান কারণ।

পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাব

একটি দেশের শিল্প কারখানা পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের নিরুবচ্ছিন্ন সরবরাহের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের দেশে পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যার কারণে নতুন নতুন শিল্প কারখানা সহজে গড়ে উঠতে পারছে না। যে গুলি চালু হয়েছে সেগুলির বেশ কিছু ইতোমধ্যে বন্ধ হয়েছে এবং আরো অনেকগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রমে উপনিত হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বরের দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে যে, দেশের ১৪৮ টি পোশাক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে। তার অন্যতম কারণের একটি হলো পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকা।

তৈরী পোশাক শিল্প কারখানায় চাহিদামত বিদ্যুৎ না থাকায় কারখানা চালু রাখতে জেনারেটরের ব্যবস্থা করতে হয়। ফলে পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। পণ্যের বিক্রয় মূল্যও বেড়ে যায়। বিদেশী বাইয়াররা বেশি দামে কিনতে চায় না। অনেকে আবার দামের কারণে অর্ডার কম দেয় বা অর্ডারই দিতে চায় না।

পোশাকের নিম্নমান

পোশাক শিল্পের জন্য ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে না উঠার কারণে এসবের জন্য আমাদের বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বিদেশ থেকে এসমস্ত জিনিস আমদানি করতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। কিন্তু কিছু অসৎ ব্যবসায়ী কম মূল্যের দ্রব্য আমদানি করে। যার দ্বারা উৎপাদিত পণ্য গুণে-মানে নিম্ন মানের হয়ে থাকে। যার কারণে রপ্তানীকারকরা চুক্তি অনুযায়ী পোশাক সরবরাহ করতে পারে না। ফলস্বরুপ বিদেশে আমাদের তৈরী পোশাকের চাহিদা ও মূল্য দুই-ই কমে যায়। এভাবে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

অর্ডার কম পাচ্ছে

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বাজার হলো স্বল্পকালীন সময়ের জন্য। এ কারণেই অনেক পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কয়েক মাস চলার পর বন্ধ হয়ে যায় কিংবা কোন কাজ না থাকায় শিল্প উদ্যোক্তারা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। ফলশ্রুতিতে এ খাতে নানা সময় অস্থিতিশীলতা দেখা যায়।

বাজারের স্থায়িত্ব

বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের বাজার বছরের অধিকাংশ সময়ের জন্য নয়। এটা ছয় থেকে আট মাসের। যার জন্য চার থেকে ছয় মাস অধিকাংশ গার্মেন্টস কারখানায় কোন কাজ থাকে না। শিল্প উদ্যোক্তারা কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। ফলে এসব কারখানায় নিয়োজিত কর্মীরা বেকার হয়ে পড়ে। যে কারণে কারখানা বন্ধ করা নিয়ে কর্মীদের সাথে উদ্যোক্তা পক্ষের মধ্যে অসন্তোষ থেকে সহিংস ঘটনার জন্ম হয়।

সময়মত অর্ডার সরবরাহ না করা

বিদ্যুৎ ও গ্যাসের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহের অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ, দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বন্দর সমস্যা, অবকাঠামোগত সমস্যা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে রপ্তানীকারকগণ তাদের পণ্যের সরবরাহ সময়মত দিতে পারেন না। যার দরুণ পোশাক শিল্পে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা যায়।

গবেষণার অভাব

তৈরী পোশাক দেশের সবচেয়ে বড় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী একটি শিল্প। আর এর উন্নয়নে সরকারের কার্যকর কোন গবেষণা সেল নেই। নতুন বাজার খোজা, রপ্তানি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষনা না থাকায় বাংলাদেশ আশির দশকে যেসব পণ্য উৎপাদিত হতো এবং যে সব দেশে রপ্তানী করা হতো তার মধ্যেই এখনো আবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু মানুষের মন বড়ই বৈচিত্র্যময়। সময়ের সাথে সাথে তার চাহিদা, পছন্দ, রুচি-অভিরুচির পরিবর্তন ঘটে। তার পছন্দের সাথে মিল রেখেই আমাদের পোশাক তৈরী করতে হবে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন গবেষণার। কোন দেশে কোন রঙ্গের, কোন ডিজাইনের পণ্যের চাহিদা বাড়ছে, বর্তমান ক্রেতাকে ধরে রাখা, নতুন ক্রেতা জোগার করা, নতুন অর্ডার সরবরাহ করা সেসব বিষয়ে যথাযথ গবেষনা অতি প্রয়োজন।

উপরোক্ত সমস্যা ছাড়াও তৈরী পোশাক খাতে আরো নানমুখী সমস্যা রয়েছে। নিম্নে আরো কিছু সমস্যার আদ্যো-পান্ত তুলে ধরছি।

দক্ষ শ্রমিকের অভাব

বাংলাদেশে বিপুল জনগোষ্ঠী বেকার থাকলেও এদের অধিকাংশ অদক্ষ। এরাই আমাদের তৈরী পোশাক শিল্পে কাজ করছে। ফলে বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী পোশাক উৎপাদন করার কর্মদক্ষতা এদের নেই। এতে তৈরী পোশাকের মান আশানুরুপ হয় না। যার জন্যে কখনো কখনো রপ্তানীকারকদের বিদেশী বাইয়ার (ক্রেতা) হারাতে হয়। যার ফলশ্রুতিতে শিল্প উদ্যোক্তাগণ বিদেশ থেকে উচ্চ বেতন দিয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী নিয়ে আসছেন। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব শ্রীলংকা থেকে ৩০ হাজার, পাঁচ হাজার চীন থেকে, দুই হাজার মালয়েশিয়া থেকে, এক হাজার পাকিস্তান থেকে, দুই হাজর ভারত থেকে, ১২শত ফিলিপাইন্স থেকে এবং সাতশত থাইল্যান্ড থেকে অনেক এ ধরণের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে।

সমন্বয়হীনতা

গার্মেন্টস শিল্পের আরো এগিয়ে না যাওয়ার পেছনে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো সরকার, শিল্প উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক বডির মধ্যে কোন সমন্বয়হীনতা। যার কারণে অনেক বিষয়ই আজও তারা একমত হতে পারে নি। মতৈক্যে না পৌছা বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে এশিল্পের জন্য সুনির্ধারিত পলিসি প্রনয়ণ, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, কর্মী ছাঁটাইসহ আরো নানা বিষয়।

মান নিয়ন্ত্রণ

দেশী ও বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদিত পণ্যের একটি গ্রহনযোগ্য মান অবশ্যই থাকতে হবে। এ জন্য সকল শিল্পপণ্য উৎপাদনকারীকে মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কিন্তু প্রায় ৪ হাজারের মতো পোশাক শিল্প-কারখানায় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই)সহ দু তিনটি প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরও বিদেশী বাইয়ারদের অর্ডার অনুযায়ী আমাদের পোশাক শিল্প উদ্যোক্তারা তাদের তৈরী পোশাকের মান উন্নত করতে পারছে না। আসলে এত পোশাক শিল্পে গুটি কয়েক প্রতিষ্ঠানের তদারকী কাজ ভালভাবে করতে পারে না। এজন্য ব্যবসায়িক সংগঠনকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

দক্ষতা উন্নয়ন

আমাদের দেশের পোশাক শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা নেই। যার কারণে পোশাকের মান তাদের দ্বারা তেমন ভাল করা যায় না। এ কারণেই শিল্প উদ্যোক্তাদের বিদেশ থেকে বেশি বেতন দিয়ে দক্ষ কর্মী বাহিনী নিয়ে আসতে হচ্ছে। এতে প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা তাদের পেছনে ব্যয় করতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের অদক্ষ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য আগে কোন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ছিল না। বর্তমানে কিছু চালু করা হলে এত সংখ্যক কর্মীর জন্য তা যথেষ্ট নয়। ফলে আমাদের অদক্ষ কর্মীরা অদক্ষই রয়ে গেছে। শিল্পনীতিতে বলা হয়েছে যে, সরকারী ও বেসরকারী খাতে শ্রমিক, কারিগর ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালানোর কথা। এ উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন নামে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো একটি প্রতিষ্ঠানই কী এই বিপুল সংখ্যক অদক্ষ কর্মীকে দক্ষ করে তুলতে পারবে?

কাঁচামালের স্বল্পতা

দেশের পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ও উন্নত মান সম্পন্ন কাপড়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এমনিতেই বাংলাদেশের কাপড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পন্ন নয়। তার ওপর আবার উৎপাদিত কাপড়ের একটি বড় অংশের গুণগত মান নিম্ন হওয়ায় পোশাক শিল্পে ব্যবহার করা যায় না। এজন্য প্রয়োজনীয় কাপড় বিদেশ থেকে আমদানি করতে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা ও সময়ের অপচয় ঘটে।

ব্যাংকিং খাতের অব্যবস্থাপনা

এ খাতের অব্যবস্থাপনার কারণে প্রায়শই লেটার অব ক্রেডিট (এলসি) খোলাসহ ঋণ পেতে বিলম্ব হয়। এর ফলে উদ্যোক্তারা সময়মত কাঁচামাল আমদানি ও তৈরী পোশাক সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে তাদেরকে অনেকসময় বিদেশী ক্রেতা হারাতে হয়। আবার পোশাক কর্মীদের নিয়মিত বেতন-ভাতা, ঈদের বোনাস সময় মত দিতে পারে না। যা অনেক সময় অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম দেয়। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া নিপ্পন গার্মেন্টস এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশে একটি স্থায়ী ঘটনায় পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন দাবিতে প্রায়শই হরতাল, অবরোধসহ বিভিন্ন কমসূচির ডাক দিয়ে থাকে। এর ফলে মালামাল সময় মত শিপমেন্ট করা যায় না। সময় মত সরবরাহ না পেয়ে আমদানিকারকগণ তাদের অর্ডার বাতিল করে দেয়। ফলে পোশাক শিল্পকে কোটি কোটি টাকা লোকসান দিতে হয়।

পরিবহন সমস্যা

পরিবহনের সমস্যা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিকাশের পথে একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। বিশ্বের অন্যান্য দেশে যখন ২৪ ঘন্টার মধ্যে বন্দর থেকে মালামাল খালাস করা যায় সেখানে আমাদের দেশে এ কাজে সময় লাগে কয়েক সপ্তাহ। ফলে কাঁচামাল খালাস ও শিপমেন্ট করতে যে অতিরিক্ত সময় লাগে তাতে করে বিদেশী ক্রয়কারী সংস্থাগুলো বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানিতে নিরুৎসাহিত হয়।

ঋণের অভাব

তৈরী পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তাগণ অনেক সময় প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণ পান না। যার কারণে তারা নতুন কল-কারখানা স্থাপনসহ বিদ্যমান কারখানার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, নতুন যন্ত্রপাতি আমদানি, কর্মীদের বেতন-ভাতা, বোনাস ইত্যাদি কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারে না। প্রয়োজনীয় ক্যাপিটালের অভাবের কারণে তাই তৈরী পোশাক শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি

দেশে আইন-শৃঙ্খলার উদ্বেগজনক পরিস্থিতি এ শিল্প খাতের বিকাশে আরো একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, মারামারি প্রভৃতি কারণে অনেকে নতুন শিল্প স্থাপনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যার ফলে অনেক সময় কল-কারখানায় স্বাভাবিক উৎপাদন কর্মকান্ড ব্যাহত হয়।

অনুন্নত অবকাঠামো

পোশাক শিল্পের জন্য দরকারী অবকাঠামো বিশেষ করে গ্যাস, বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহের অভাবের কারণে অনেক শিল্প কারখানা স্থাপনে দেরি হচ্ছে। সময় মত গ্যাস ও বিদ্যুত না পাওয়া, নতুন সংযোগ না পাওয়া উৎপাদন শুরুতে অযথা বিলম্ব ঘটে। যার কারণে বিপুল অঙ্কের ক্ষতি হয়। অনেক শিল্প উদ্যোক্তা তাই শিল্প স্থাপনে তার অমিত আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

মিডিয়ার নেতিবাচক কাভারেজ

যেখানে ৩০ থেকে ৩৫ লাখ মানুষের ব্যাপার সেখানে কিছু একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেতেই পারে। আর মিডিয়া তাতে আবেগে আপ্লুত হয়ে সেই ঘটনার খবর নানা ভাবে পরিবেশন করে থাকে। এতে নানা ধরণের গুজব তৈরী হয়। গুজব থেকে বড় ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে। সড়ক অবরোধ করে মূল্যবান গাড়ী ভাংচুর, শিল্প কারখানায় ভাংচুরসহ মানুষের প্রাণ পর্যন্ত সংহারের ঘটনা ঘটে। এটা অনেক সময় এই শিল্পের উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্ত করে।

কূটনৈতিক মিশন ও বাণিজ্যিক উইং

বিদেশে বাংলাদেশের যে সমস্ত কূটনৈতিক মিশন ও বাণিজ্যিক উইং আছে তাদের অনেক গুলি কাজের মধ্যে একটি হলো কিভাবে দেশের রপ্তানী বাড়ানো যাবে তার জন্যে কাজ করা। কিন্তু বিদেশের কিছূ মিশন ও উইং ছাড়া সবাই তাদের টার্গেট অনুযায়ী কোন কাজ করতে পারছে না। চলতি ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে ৪৪ টি কূটনৈতিক মিশনের মধ্যে ২৮ টি রপ্তানী আয়ের টার্গেট পূরণ করতে পারেনি। মিশনগুলির মধ্যে নয়াদিল্লি, ব্রাসেলস, বার্লিন, লন্ডন, রোম, মাদ্রিদ, তাসখন্দ, মরক্কো, প্যারিস, আম্মান, ব্রুনাই প্রভৃতি। অন্যদিকে রপ্তানীর নতুন বাজার তৈরি ও বাংলাদেশী পণ্য বিদেশে ব্যাপকভাবে পরিচিতির জন্য নিয়োজিত বাণিজ্যিক উইংগুলোর অবস্থাও একই রকমের। বিদেশে ১৬ টি বাণিজ্যিক মিশনের ১০ টিই অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানী আয়ের টার্গেট অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। উইংগুলির মধ্যে বেইজিং, তেহরান, টোকিও, কুয়ালালামপুর, দুবাই, ইয়াঙ্গুন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রপ্তানী আয়ের টার্গেট অর্জনে ব্যর্থতার কারণ হলো বিদেশে বাংলাদেশের মিশন ও উইংগুলোর কর্মকর্তারা রাজনৈতিক নেতাদের প্রটোকল নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সেই সঙ্গে রয়েছে তাদের ভোগ-

বিলাসী জীবনযাপনের অভিযোগও। ফলে রপ্তানীকারকরা এসব মিশন ও উইং থেকে বাজার সম্প্রসারণে ও পণ্য রপ্তানির বেলায় নূন্যতম সহযোগিতাও পান না।

লবিস্ট নিয়োগ

কোন দেশের রপ্তানী বাজার ধরতে কখনো কখনো দেশের পক্ষ থেকে লবিস্ট নিয়োগ করতে হয়। লবিস্টরা উদ্দিষ্ট দেশে আলাপ-আলোচনা, নেগোশিয়েশন করে বাজার ধরতে সাহায্য করে থাকে। এদের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়। কিন্তু সব সময় এই লবিস্টদের মাধ্যমে বাজার ধরা সম্ভব হয় না। ফলে কোটি কোটি টাকা বিফলে যায়। যেমন বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। আমেরিকার বিশাল বাজারে প্রবেশ করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে লবিস্ট নিয়োগ করার পরও তেমন কাজ হয় নি। ফলে অনেক বিশেষজ্ঞ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এত কোটি টাকা লবিস্টদের পেছনে খরচ না করে সেই টাকা নতুন কোন দেশের বাজার তৈরীর পেছনে ব্যয় করলেই বেশি লাভবান হতো। তাই লবিস্টদের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করার যথার্থতা যাচাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে দেশ

বস্ত্রশিল্প মালিকরা বলছেন, প্রতিযোগী দেশ ভারত মন্দা কাটাতে সেখানকার উদ্যোক্তাদের সুবিধা দেয়ার কারণে তারা অসম প্রতিযোগিতায় পড়েছেন। ভারত, পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশ কম মূল্যে সূতা বিক্রি করা শুরু করেছে। এতে বাংলাদেশের কারখানাগুলো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। কারখানা বন্ধ হবার কারণে শ্রমিকরা বেকার হচ্ছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রতিযোগী দেশগুলো নিজেদের শিল্পের সুরক্ষার জন্য নানা ধরনের সুবিধা ঘোষণা করেছে। ভারত সরকার তাদের দেশের মুদ্রা ২৭ শতাংশ অবমূল্যায়ন করেছে। এর ওপর তারা রপ্তানিকারকদের ৬ শতাংশ হারে গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল সরবরাহ করছে। চীন সরকার তাদের রপ্তানিকারকদের জন্য ১৭ শতাংশ কর মওকুফ করেছে। তারা ১৫ শতাংশ নগদ আর্থিক সহায়তাও দিচ্ছে রপ্তানিকারকদের। পাকিস্তান তাদের মুদ্রার ২০ শতাংশ অবমূল্যায়ন করেছে। এছাড়া তারা ৮ শতাংশ তহবিলও সরবরাহ করছে।

পোশাক শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন চালু (!)

তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন নিয়ে নানা সময়ে আলোচনা-সমালোচনা-বিতর্ক হয়েছে। তবে এ খাতে ইতোমধ্যে ১৭ থেকে ১৮টি ফেডারেশন গড়ে উঠেছে। ২০০৬ সালে তৈরী পোশাক শিল্প খাতে পোশাককর্মীদের ব্যাপক অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে সরকার, শিল্প উদ্যোক্তা ও শ্রমিক নেতাদের ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গার্মেন্টস শিল্পের বাস্তবিক নানা দিক বিবেচনা করে শ্রমিক ইউনিয়ন চালু করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পাশাপাশি শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পক্ষ পোশাক শিল্পে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার বিপক্ষে নানা মতামত ও যুক্তি তুলে ধরেন।

দলবাজি ও রাজনৈতিকীকরণের সুযোগ সৃষ্টি

ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দেয়া হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদেরে স্বার্থে পোশাককর্মীদের ব্যবহার করবে। কর্মীদের নিয়ে দলবাজি করা, রাজনৈতিকীকরণ করার সুযোগ তৈরী হবে। সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি নিজ স্বার্থ বা

রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে সরলমনা পোশাককর্মীদের ব্যবহার করতে পারে। যার মধ্য দিয়ে দলাদলির সৃষ্টি হবে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে। বিরোধি দল সরকার পতনের আন্দোলনে শ্রমিক নেতাদের সাথে যোগসাজসে পোশাকর্মীদের ব্যবহার করতে পারে। ফলে সম্ভাবনাময় এই খাত ধ্বংস হয়ে যাবার আশংকা তৈরী হয়।

শ্রমিক নেতাদের স্বার্থে ব্যবহার

পোশাক শিল্পে যেখানে ৩০ লাখের অধিক পোশাককর্মী নিয়োজিত, সেখানে ভোটের একটা ব্যাপার কাজ করবে। আর ইউনিয়ন চালুর সুযোগে রাজনীতিবিদরা ইউনিয়ন নেতাদের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গার্মেন্টস কর্মী নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। ফলে কারখানায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, উৎপাদন কমে যাবে। পাশাপাশি আমাদের দেশের পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা দেখে দেশী-বিদেশী যে সব বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করেছেন বর্তমানের এই পরিস্থিতিতে তারা আর বিনিয়োগের আগ্রহ দেখাবেন না।

মাস্তান ও সন্ত্রাসী তৈরী

তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রমিক ইউনিয়নের সুযোগ দেওয়া হলে বিভিন্ন গ্রুপিং সৃষ্টি ও দলের নেতৃত্ব দেওয়াকে কেন্দ্র করে কারণে নতুন করে স্থানীয় চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ও মাসলম্যানের জন্ম হবে। ফলে এই শিল্প আরো অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হয়ে পড়বে।

গ্রুপিংয়ের সৃষ্টি

ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতা দখল করা নিয়ে গ্রুপিংয়ের সৃষ্টি হবে। এ জন্য সব সময় শিল্প-কারখানায় সহিংস ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে। ফলে দেশের এক সময়ের গোল্ডেন খাত হিসেবে পরিচিত পাট শিল্পের মতো তৈরী পোশাক শিল্পও ধ্বংস হওয়ার আশংকা তৈরী হবে।

সম্পর্কে টানাপোড়ন

ইউনিয়ন চালুর মধ্য দিয়ে পোশাক শিল্পে উদ্যোক্তা ও কর্মীদের মাঝে যোগাযোগ বাড়ানোর যে কথা বলা হয় তা ভিত্তিহীন। ট্রেড ইউনিয়ন চালু হলে বরং তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হবে। নিজেদের স্বার্থে ইউনিয়ন নেতারা শ্রমিকদের বিপথগামী করতে পারে। প্রায় ৩০ বছর ধরে চলা প্রতিষ্ঠিত একটি শিল্পের মধ্যে হঠাৎ করে একটি নতুন পদ্ধতি চালু হলে উদ্যোক্তা-পোশাককর্মীদের সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টির মতো নানা ধরণের সমস্যা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যার মধ্য দিয়ে উৎপাদন ব্যহত হওয়া থেকে শুরু করে দেশের সার্বিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

নতুন ভীতির কারণ

সরকারের ইউনিয়ন চালুর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই শিল্পে বিনিয়োগকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সকল পক্ষ এক ধরনের ভীতির মধ্যে রয়েছে। যা শিল্প বিকাশে একটি বড় বাঁধা। একইসাথে দেশের অর্থনীতি বিপর্যয়ের দিকে যাবে।

প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি

রপ্তানি বাজারে পার্শ্ববতী দেশ চীন, ভারত, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের সাথে আমাদের পোশাক শিল্পকে প্রতিনিয়ত তীব্র প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। সেখানে যদি আমাদের পোশাক শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন চালু ও এর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবের কথা চিন্তায় হয়, তাহলে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এবং রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবার আশঙ্কা থাকে।

বিনিয়োগ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা

ট্রেড ইউনিয়ন চালুর প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে দলাদলি হলে, শিল্পে যে কোন ধরনের সহিংসতা সৃষ্টি হতে পারে। ফলে বিদেশী বায়ার এবং বিনিয়োগকারীদের কাছেও দেশের ইমেজ নষ্ট হবে। এমনকি অন্যান্য শিল্পেও বিদেশীদের বিনিয়োগের আগ্রহ কমে যাবে। এভাবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

অন্যায্য দাবি আদায়ে চাপ সৃষ্টি

ট্রেড ইউনিয়ন চালু হলে ইউনিয়ন নেতারা শিল্পে নিয়োজিত পোশাককর্মীদের মাধ্যমে অনেক অন্যায্য দাবি আদায়ে উদ্যোক্তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করবে। যার মধ্য দিয়ে দু-পক্ষের সম্পর্কের অবনতি হবে। ফলস্বরূপ, শিল্পে উৎপাদন হ্রাস পাবে, অসংখ্য মানুষ চাকুরীচ্যুত হবে, বেকার সমস্যা তীব্র হবে, এবং সর্বোপরি, আমাদের স্বয়ং-সম্পুর্ন বস্ত্রখাত শিল্প ধ্বংসের মুখে পতিত হবে।

আপামোর জনসাধারণের সুযোগ নষ্ট

এ শিল্পে বিপর্যয়ের কারণে আর্ন্তজাতিক বাজারের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র বাজারে সস্তায় পাওয়া পোশাক পণ্যের বাজারও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। এবং আপামোর জনসাধারণ অতি অল্প দামে ও সস্তায় যেভাবে কাপড় কিনতে পারছে, শিল্পে কোন ধরনের সমস্যা হলে সে সুযোগটিও হারাবে বাংলাদেশ।

বাড়তি ঝামেলা সৃষ্টি

তৈরী পোশাক শিল্প বর্তমানে যে ধরণের অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেখানে পণ্যের গুণগতমান, শিপমেন্ট টাইম যথাযথভাবে পুরণ করা অনেকাংশে সম্ভব হয় না। তার উপর ইউনিয়ন চালু হলে এ শিল্পের অবনতি ছাড়া উন্নতি আশা করা যায় না।

শিল্প উদ্যোক্তরা নিরুৎসাহিত

সরকার, ব্যবসায়িক সংগঠন, শ্রমিক নেতা ও ইউনিয়ন এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর ভূমিকার কারণে পোশাক শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন চালুর মধ্য দিয়ে এ শিল্পে যে কোন ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি তৈরী হলে শিল্প উদ্যোক্তরা পোশাক শিল্পে আসতে, বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহিত হবেন। অনেকে বিনিয়োগকৃত মূলধন ধীরে ধীরে অন্য খাতে সরিয়ে নেবে।

সামাজিক সন্ত্রাসের পরিমাণ বৃদ্ধি

ট্রেড ইউনিয়ন চালু ও পোশাক শিল্পে অস্থিরতা দেখা দিলে সামাজিক সন্ত্রাস বহুলাংশে বেড়ে যাবে।

প্যারালাল প্রশাসনের সৃষ্টি

ট্রেড ইউনিয়নের ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে একটি প্যারালাল ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হবে, যাতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। যার ফলশ্রুতিতে উৎপাদন হ্রাসের পাশাপাশি সার্বিক রপ্তানির পরিমান কমে যাবে।

সৃজনশীলতা ও মনোযোগ নষ্ট

আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার জন্য পন্যের গুনগতমান বৃদ্ধি ও ক্রেতাদের নানা মাত্রিক চাহিদা পূরণে উদ্যোক্তারা পোশাকের নানা মাত্রিক সৃজনশীলতার বিষয়ে মগ্ন থাকতে হয়। এমনকি সৃজনশীলতা নিয়ে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতাও করতে হচ্ছে। শিল্পে শ্রমিক ইউনিয়ন এর মতো আনপ্রোডাকটিভ একটি বিষয় চালু নিয়ে মাতামাতি করা শিল্পকে ধ্বংস করারই নামান্তর হিসেবে বিবেচিত হয়। এবং যারা ট্রেড ইউনিয়ন চালুর ব্যাপারে সাফাই গাইছেন তারা শিল্পের বাস্তবিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্নরূপে অবগত কী-না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

দস্যুপনার ঘটনা

যেখানে শ্রমিক ইউনিয়ন থাকবে, যেখানে নেতা-কর্মীরা থাকবে, সেখানে চাঁদাবাজির মতো দস্যুপনার ঘটনা ঘটবেই। আমাদের সমাজ বাস্তবতা তা-ই প্রমান করে। ফলশ্রুতিতে দেশে গার্মেন্টস শিল্পের মতো সম্ভাবনাময় নতুন কোন শিল্পের বিকাশ লাভ করবে না।

নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তা তৈরী না হওয়া

শিল্পে কোন ধরনের অশান্তি, বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তরা এ শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহ হারাবে। ফলে সমস্যা আরো ঘনিভূত হবে। গার্মেন্টস শিল্প অনাকাঙ্খিত যে কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে:

- বেকারত্ব বেড়ে যাবে
- জাতীয় অর্থনীতি মুখ থুবরে পড়বে
- নারী শ্রমিকরা কোন কারণে চাকুরি হারালে তারা অবৈধ পেশায় জড়াবে
- সমাজে সহিংসতা বাড়বে
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে
- সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি হবে
- রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরী হবে
- পোশাককর্মীরা কাজ বাদ দিয়ে মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, আন্দোলনে যোগ দেবে।

যেসব যুক্তি ও ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক ইউনিয়ন চালুর কথা বলা হয় এবং পোশাককর্মীদের যেসব স্বার্থ রক্ষার জন্য ইউনিয়ন চালুর প্রস্তাব করা হয় সেগুলোর বাস্তবতা যাচাই এবং পুর্ননিরীক্ষন আবশ্যক। পাশাপাশি তেরী পোশাক শিল্পে পোশাককর্মীদের বর্তমান সময়ে দেওয়া নানা মাত্রিক সুযোগ সুবিধা, শিল্পের সমকালীন পরিবেশ পর্যবেক্ষন এবং শিল্পের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে। পোশাক শিল্পে শ্রমিক ইউনিয়ন চালু শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কী-না কিংবা শিল্পের উন্নয়নে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ন তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

গার্মেন্টস শিল্পে পোশাককর্মীদের বেতনের পাশাপাশি আরো যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। রয়েছে **প্রোডাকশন বোনাস, সাপ্তাহিক ছুটি, শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র, টেকনিক্যাল ট্রেইনিং সেন্টার, রেশনিং ব্যবস্থা, সার্ভিস বুক, শিক্ষা বৃত্তি, গ্রুপ বীমা, মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা।**

শিল্প বিকাশে আমাদের যা করনীয়

ইতোমধ্যে পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা তুলে ধরার পাশাপাশি এই শিল্পের নানামাত্রিক সমস্যাকে দেখানো হয়েছে। শিল্পখাতকে বাঁচাতে, শিল্পের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রুপ দিতে এবং উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য জরুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। নিম্নে তারই কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

এক নজরে করনীয়

বর্তমান বাজারকে ধরে রাখা ও তা আরও উন্নত করা

আমাদের পোশাক পণ্য যে সব দেশে রপ্তানী করা হয়, সেখানে যেন যেন অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থানটা দৃঢ় করতে হবে। বর্তমান বাজারকে ধরে রাখার পাশাপাশি তা আরও সম্প্রসারণ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী আমাদের পণ্যের মান, ডিজাইন, রঙ, সাইজ, ফ্যাশনের দিক দিয়ে উন্নত করতে হবে।

নতুন বাজার অনুসন্ধান

তিন দশক ধরে বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টর গুটিকয়েক বাজারের উপর নির্ভর করে চলেছে। ইউরোপের কয়েকটি দেশের বাজার ব্যতিত নতুন কোন বাজার অনুসন্ধানের দেখা নেই। এসব দেশের সাথে শুল্ক, ট্যারিফ, বাণিজ্যিক চুক্তি, আইনসহ নানা ঝামেলা সত্ত্বেও বিকল্প বাজার অনুসন্ধানে কোন তৎপরতা নেই। এই অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদেরকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বাজার অনুসন্ধান করতে হবে সেসব দেশের সাথে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ালে আমাদের লাভবান হওয়ার সুযোগ বেশি হবে। সব দেশের সাথে আমাদের ভাল বাণিজ্যিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। রাশিয়া, জাপান, তাইওয়ান, দক্ষিণ আমেরিকার দেশ, আফ্রিকার বাজারের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে আমাদের মিশন ও উইংগুলিকে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানোর জন্য তৎপর হতে হবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দোহা রাউন্ড আলোচনায় উন্নত এবং অধিক উন্নয়নশীল দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মোট রফতানি পণ্যের প্রোডাক্ট লাইনের ৯৭ শতাংশ পণ্য শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দিতে সম্মত হয়েছে। দোহা রাউন্ড সম্পন্ন হলেই এ প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন শুরু হবে। এ সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে এখনই উন্নত ও অধিক উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজার যাচাই করতে হবে। বাজার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। এতে বর্তমান বাজারগুলোতে রফতানি বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১০)

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জন্য তার অবকাঠামোগত উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু আমাদের দেশে অবকাঠামোর তেমন কোন উন্নয়ন নেই। ভাল রাস্তা নেই। নেই কোন উন্নত পরিবহন। রাস্তার ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি সংখ্যক

পরিবহন। যার জন্যে যানজট লেগেই থাকছে। বন্দর ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালুকরণসহ বিকল্প রাস্তা তৈরী করতে হবে। ট্রেন ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ ও যুগোপযুগী করতে হবে।

সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

শিল্পের উন্নয়ন ও তার বিকাশের জন্য বিদ্যুতের সরবরাহ আবশ্যক। আর পোশাক শিল্পের জন্য বিদ্যুৎ হলো প্রধান চালিকাশক্তি বা ড্রাইভিং ফোর্স। আমাদের দেশে দিন দিন নানা ধরণের শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটছে কিন্তু সে অনুযায়ী বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ছে না। যার কারণে শিল্প কারখানায় উৎপাদন বাড়ার বদলে তা শ্লোথ হয়েছে। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ না থাকায় উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। শিপম্যান্ট দিতে দেরি হচ্ছে। জাহাজে পণ্য পৌছাতে দেরি হওয়ায় শেষ বেলায় উড়োজাহাজে পাঠাতে হচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে উৎপাদন খরচ। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে উদ্যোক্তা। সামগ্রিক অর্থে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে আমাদের শিল্পব্যবস্থা। আমাদের প্রতিদিন বিদ্যুতের চাহিদা হলো ৫ হাজার ৫শত মেগাওয়াট কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে ৪ হাজার বা ৪ হাজারের সামান্য বেশি (দু-এক সময়ে)। সব সময় ঘাটতি থাকে ১ হাজার ৬শত মেগাওয়াট। পোশাক শিল্প খাতে বিদ্যুতের সমস্যা মেটানোর জন্য সরকার বিদ্যুতের রেশনিং ব্যবস্থা করলেও তাতে কোন কাজ হচ্ছে না। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। যে করেই হোক বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়াতে হবে।

নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ

কলকারখানায় চাহিদা অনুযায়ী গ্যাসের সরবরাহ নেই। গ্যাসের অভাবে উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। গ্যাস বিদ্যুৎ সংকটের কারণে শিল্প উৎপাদনের সক্ষমতাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বাড়লেও সে অনুযায়ী উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের মধ্যে রয়েছে পোশাকশিল্প উদ্যোক্তারা।

অনিয়মিত গ্যাস সরবরাহ এবং গ্যাসের প্রেসার কমে যাওয়ায় তৈরি পোশাক রপ্তানি শিল্পসহ টেক্সটাইল মিলস্ ও নীটওয়্যার শিল্পসহ দেশের রফতানি খাতের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। চলমান এ সংকট যদি দ্রুত সমাধান করা না যায় তবে:

- কয়েকশ কারখানা খুব শিগগিরই বন্ধ হয়ে যাবে
- গ্যাসের প্রেসার না থাকায় জেনারেটর চালানো যাচ্ছে না
- সূতা ও কাপড়ের মিলে মানসম্মত সূতা এবং কাপড় উৎপাদন করা যাচ্ছে না
- গ্যাসের প্রেসার কম থাকায় ডাইং ও আয়রণ করা যাচ্ছে না
- নির্ধারিত সময়ে রপ্তানি করা যাচ্ছে না
- অনেক রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত সময়ে রফতানি চুক্তি ঠিক রাখার জন্য বাড়তি টাকা ব্যয়ে বিমানে রপ্তানি পণ্য পাঠাতে হচ্ছে
- গ্যাসের প্রেসার কম থাকায় রফতানিমুখী শিল্পের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে
- উৎপাদন বন্ধের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে উদ্যোক্তারা
- অপ্রতুল গ্যাস সরবরাহের কারণে ব্যাংক ঋণ, সঠিক সময়ে পণ্য জাহাজীকরণ তথা বিদেশী ক্রেতাকে সময়মত পণ্য সরবরাহেও বিঘ্ন ঘটছে।
- এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে রফতানি বাজার হারানোর আশংকাও করছেন উদ্যোক্তারা।

দেশে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা হচ্ছে ২৩০ কোটি ঘনফুটের বেশি। উৎপাদন হচ্ছে দৈনিক ১৯৮ কোটি

পোশাক শিল্পের উন্নয়নে যা করণীয়

- পোশাক শিল্পের বর্তমান বাজার ধরে রাখা
- নতুন বাজার অনুসন্ধান
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানো
- পোশাক পণ্যে বৈচিত্র্য আনায়ন
- পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের উন্নয়ন
- সরকারী ব্যাংক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন
- শিল্পকে রাজনৈতিক সংকটের আও তামুক্ত রাখা
- ফ্যাশন ইন্সটিটিউট ও ফ্যাশন হাউজ গড়ে তোলা
- বন্দরকে আধুনিক ইকুইভমেন্টে সাজানো
- বাণিজ্যিক মিশন ও উইংগুলিকে কার্যকর করা
- লবিস্ট নিয়োগে কৃচ্ছতা সাধন
- বছর জুড়ে উৎপাদন নিশ্চয়তা
- জিএসপি সুবিধা গ্রহন
- কর মওকুফ
- কনজেশন সারচার্জ বন্ধকরণ
- কাস্টমস ব্যবস্থার সহজিকরণ
- শিল্প বিষয়ক গবেষণা সেল তৈরী
- পোশাককর্মীদের দক্ষতা বাড়ানো
- মানসিকতার পরিবর্তন
- উদ্যোক্তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা
- রুগ্ন শিল্পের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন
- মিডিয়াকে ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা
- মনিটরিং সেল গঠন করা

ঘনফুটের মতো। বর্তমানে গ্যাসের প্রমাণিত মজুদ ৭ দশমিক ৫ টিসিএফ এবং সম্ভাব্য মজুদ ৫ দশমিক ৫ টিসিএফ। বাণিজ্যিক জ্বালানি চাহিদার প্রায় ৭৩ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে মেটানো হচ্ছে। উৎপাদিত গ্যাসের ৪২ শতাংশ বিদ্যুৎ ও ১৫ শতাংশ সার উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। সবমিলিয়ে এই সংকটের কারণে কখনো কখনো কর্মীদের বসিয়ে রেখে বেতন দিতে হয় কিংবা ছুটি দিতে হয়। শ্রম ঘণ্টার অপচয় হওয়ায় উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। উপরন্তু শ্রমিকদের বেতনাদি পরিশোধেও হিমশিম খেতে হচ্ছে। বিলম্বে বেতন পরিশোধ কখনো কখনো শ্রমিক অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানো

যে কোন শিল্পের জন্যে ব্যাংক ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। আর তৈরী পোশাক শিল্পের জন্য ব্যাংক ঋণ একটি অপরিহার্য নিয়ামক। সব কাজের জন্য শিল্প উদ্যোক্তাদের কাছে সব সময় নগদ মূলধন থাকে না। তাই তাদেরকে ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বেসরকারী ব্যাংক ঋণের সুদের হার অনেক বেশি। যা পোশাক শিল্পের বিকাশের পথে অনেক বাধার সৃষ্টি করছে। ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তারা সরকারকে

বারবার এ বিষয়ে অবহিত করলেও তাতে সরকারের কোন ইতিবাচক সাড়া নেই। পাশের দেশগুলিতে ব্যাংক ঋনের সুদের হার আমাদের চেয়ে অনেক কম। সেখানে শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং প্রতিযোগীদের সাথে টিকে থেকে আন্তর্জাতিক বাজার ধরার জন্য সুদের হার সব সময় কম রাখার নীতি গ্রহন করেছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তারা আমাদের দেশের চেয়ে ভাল অবস্থান তৈরী করতে পেরেছে।

পোশাক পণ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন

বর্তমানে নিজেদের তৈরী সুতা ব্যবহার করে এবং সুতা আমদানী করে পোশাক ও পোশাক জাত পণ্য তৈরী করা হচ্ছে। এর মধ্যে বৈচিত্র্যের ঘাটতি রয়েছে। দেশে সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত পাটসুতা দিয়ে পোশাক তৈরী করে আমরা অন্যদের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারি। পাট দিয়ে সুতা তৈরী করে অন্যদের চেয়ে ভাল এবং দামের দিক দিয়েও অনেক সুলভ মুল্যে বি□ করতে পারি। বর্তমানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। যার প্রেক্ষিতে উন্নত দেশের মানুষ পরিবেশবান্ধব জিনিসপত্র ব্যবহারের উপর জোর দিচ্ছে। তাই আমাদের জন্যে একটি প্লাস পয়েন্ট হলো পাটসুতা দিয়ে তৈরী পোশাক পরিবেশবান্ধব। বিদেশীদের কাছে এর কদর অত্যন্ত বেশি। ইতোমধ্যে বিদেশী □তারা এদেশের প্রচুর অর্ডার দিচ্ছেন পাটসুতার তৈরী পোশাক নেয়ার জন্য।

এর পাশাপাশি আমাদের ভাবতে হবে মানুষ সব সময় একই জিনিস পছন্দ করে না। সময়ের সাথে সাথে তাদের মন-মানসিকতা, রুচিবোধের পরিবর্তন হয়। সেই দিক খেয়াল রেখে আমাদের পোশাক তৈরী করতে হবে। যেমন বর্তমানে বাচ্চা-শিশুদের পোশাকের বেশ কদর। সেজন্য গতানুগতিক পোশাক তৈরী না করে বিচিত্র্য ধরণের পোশাক উৎপাদনের দিকে নজর দিতে হবে। যুগের সাথে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পোশাকে ডিজাইন, ফ্যাশনেবল পোশাক তৈরীর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এভাবে নানা দিক থেকে গার্মেন্টস প্রোডাক্টের বৈচিত্র্য আনায়নের চেষ্টা করতে হবে।

ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের উন্নয়ন

একটি শিল্পকে সহায়তা করার জন্য আনুষাঙ্গিক অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান, কাঁচামাল, উপকরন ইত্যাদি নানা বিষয় জড়িত থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের বৃহত্তর শিল্পকে সহায়তা করার মতো যথেষ্ট ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। গার্মেন্টস খাতে বেকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিংকেজ শিল্প স্থাপন করতে হবে। টেক্সটাইল, প্যাকেজিং, গার্মেন্টস এক্সেসরিস ইত্যাদি শিল্প গড়ে তুলার উদ্যোগ নিতে হবে। যার মধ্য দিয়ে বিদেশের উপর কাঁচামাল আমদানি নির্ভরতা কমে আসবে।

ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ না থাকার অসুবিধা দুর করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে চায় না। এমনকি এই ধরণের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ কেউ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও তাকে সরকার, ব্যাংক কোন সুবিধা দিয়ে সাহায্য করে না। উদ্যোক্তা পক্ষ, ব্যবসায়িক সংগঠন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাছে প্রস্তাব করলেও সরকার তাতে ইতিবাচক সাড়া দেয় নাই। ফলে আমাদের পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান সব সময় এর সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভাবে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে নাই।

কাঁচামালের স্বল্পতা দূরীকরণ

দেশের পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ও উন্নত মান সম্পন্ন কাপড়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এমনিতেই বাংলাদেশের কাপড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পন্ন নয়। তার ওপর আবার উৎপাদিত কাপড়ের একটি বড় অংশের

গুণগত মান নিম্ন হওয়ায় পোশাক শিল্পে ব্যবহার করা যায় না। এজন্য প্রয়োজনীয় কাপড় বিদেশ থেকে আমদানি করতে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা ও সময়ের অপচয় ঘটে।

ব্যাংকের ভূমিকা ও সরকারী ব্যাংক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিল্পখাতকে উজ্জীবিত করতে সরকার ৫ টি ব্যাংকসহ কয়েকটি বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং দেশী ও বিদেশী এনজিওকে কাজ করার জন্য অনুমতি প্রদান করেছিল। শিল্পখাতকে চাঙ্গা করতে তখন সরকারী ব্যাংকগুলো বেশি ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু সরকারী ব্যাংকগুলোর বেশির ভাগই নানা কারনে লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে পড়ে। সরকারী ব্যাংকগুলোর এই দুর্বলতার সুযোগে ও সময়ের দাবিতে ব্যাংকিং সেক্টরে আবির্ভাব ঘটে বেসরকারী ব্যাংকের। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫১ টি বেসরকারী ব্যাংক রয়েছে। আর সরকারী ব্যাংক রয়েছে ৪ টি। এত সংখ্যক ব্যাংক বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের ব্লুমিং অবস্থা তৈরী করলেও প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর অতি চড়া হারে সুদ নেওয়া, শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সময়মত ঋন প্রদানে ব্যর্থতা, নতুন উদ্যোক্তা তৈরীতে অসহযোগিতাসহ নানাভাবে সমালোচিত হচ্ছে।

প্রাইভেট ব্যাংকগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্প উদ্যোক্তা তৈরীতে ভূমিকা রাখলেও বর্তমানে তাদের সেই উদ্যোগ এখন গতি চোখে পড়ে না। তারা এখন শেয়ার ব্যবসার মতো এক জুয়াখেলায় মত্ত হয়ে পড়েছে। সেই সাথে রয়েছে ব্যাংকগুলির ঋণের অতি উচ্চ সুদের হার। যা বর্তমানে ১৩ থেকে ১৮ শতাংশ। এত বেশি সুদে টাকা নিয়ে ব্যবসায়ী, শিল্প উদ্যোক্তাদের ব্যবসা চালানো অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলস্বরুপ নতুন করে দেশে শিল্প উদ্যোক্তা তৈরী হচ্ছে না। সরকার নানাভাবে ব্যাংকগুলিকে ব্যাংক সুদের হার কমাতে বললেও তারা সেদিকে খেয়াল কমই রাখছে। তাই সময় এসছে সরকারী ব্যাংকগুলোকে পুনঃজ্জীবিত করার। যাদের কাজ হবে:

- নতুন নতুন শিল্প তৈরীতে সহায়তা করা,
- নতুন নতুন শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে আর্থিক সহায়তা দেওয়া,
- রুগ্ন শিল্পগুলিকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা,
- দেশের কৃষি ও পাট খাতকে তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে দিতে পরিকল্পনা করা,
- পণ্যের বৈচিত্র্য আনায়নে উদ্যোক্তাগোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য করা
- স্বল্প সুদে উদ্যোক্তাদের ঋন প্রদান
- সামগ্রিক সুদের হার কমানো
- আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা
- ব্যাংক চার্জ কমানো

মনিটরিং সেল গঠন করা

দেশের প্রায় চার হাজারের অধিক গার্মেন্টস শিল্পে ৩০ থেকে ৩৫ লাখ মানুষ কাজ করে। কিন্তু কিছু রুগ্ন শিল্প কারখানায় পোশাককর্মীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার জের ধরে কখনো কখনো অস্থিরতা দেখা দেয়। এর সূত্র ধরে কারখানায় হামলা, ভাংচুর, রক্তপাত দেখা যায়। যা পুরো শিল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কারখানায় এসব সমস্যা পরোক্ষ করা, সমস্যা মোকাবেলা করা এবং তা নিয়ন্ত্রনে প্রতিটি পোশাক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে একটি মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে। সেগুলিকে একটি কেন্দ্রিয় সেল (সরকারী প্রতিষ্ঠানের অধিনে-'অ্যাপারেল কমিশন' এর অধিনে) পরিচালনা করবে। বিভিন্ন কারখানার মনিটরিং সেলের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করবে কেন্দ্রিয় সেল। এভাবে গার্মেন্টস শিল্প কারখানাকে একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মধ্যে রাখতে হবে। যাতে কেউ

এই বিরাট সম্ভাবনাময় শিল্পের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করতে না পারে। মনিটরিং সেল আরও যেসব বিষয় নজরদারিতে আনবে:

- পোশাক কর্মীদের বেতন-বোনাস ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে কী-না
- শিল্পে অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ার কারণ অনুসন্ধান
- গার্মেন্টস কারখানাগুলো নিয়মিত অর্ডার পাচ্ছে কী-না
- পোশাকের ডিজাইন, রং সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে গবেষণা
- বিদেশে বাংলাদেশের প্রাপ্ত সুবিধা (যেমন-জিএসপি) পাওয়ার ক্ষেত্রে নজরদারি বাড়ানো
- বিশ্বে গার্মেন্টস শিল্পে উন্নত দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ
- রুগ্ন শিল্পকে চিহ্নিত করা
- চলমান কোন শিল্প কারখানা রুগ্ন শিল্পে পরিণত হচ্ছে কী-না তা খতিয়ে দেখা ইত্যাদি।

ফ্যাশন ইন্সটিটিউট ও ফ্যাশন হাউজ গড়ে তোলা

বর্তমান যুগ ফ্যাশনের যুগ। নিত্য নতুন ডিজাইন, স্টাইল, রং-বেরঙ্গের ফ্যাশনাবল পোশাকের বৈচিত্র্যের উপরই নির্ভর করে গার্মেন্টস শিল্পের অগ্রগতি। বৈচিত্র্যময় ফ্যাশন সমাহার নতুন বাজারে প্রবেশ কিংবা পোশাক পণ্যের রপ্তানি পরিমান বৃদ্ধিতেও মূখ্য ভূমিকা পালন করে। তাই পোশাক পণ্যে বৈচিত্র্য আনা, সৃষ্টিশীল ডিজাইন তৈরী করা গার্মেন্টস শিল্পের জন্য অতি অপরিহার্য একটি বিষয়। কিন্তু দেশে তৈরী পোশাকের জন্য এখনও উল্লেখযোগ্য কোন ফ্যাশন ইন্সটিটিউট ও ফ্যাশন হাউজ গড়ে উঠেনি।

অনেক দিন ধরেই আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তা-ব্যক্তিরা, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা এই বিষয়ে সরকার, ডোনার, এনজিওদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেও কেউ তাতে সাড়া দেয়নি। অথচ উন্নত বিশ্বে আধুনিক মানের অনেক ফ্যাশন শিল্প গড়ে উঠেছে। যারা ভোক্তাদের সময়োপযোগী চাহিদার কথা চিন্তা করে নিত্য নতুন ফ্যাশনের ডিজাইন তৈরী করছে। বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নয়নে আধুনিক মানের কয়েকটি ফ্যাশন ইন্সটিটিউট এবং ফ্যাশন হাউজ গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

শিল্পকে রাজনৈতিক সংকটের আওতামুক্ত রাখা

পোশাক শিল্প বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানী খাত। সরাসরি ৩০-৩৫ লক্ষ কর্মীসহ প্রায় দুই কোটি লোক নিয়োজিত। দেশের অর্থনীতিতে এর অবদানও ১০ শতাংশের মতো। এদেশে রাজনৈতিক সংকট প্রায়ই লেগে থাকে। এর জের ধরে হরতাল, অবরোধ, ঘেরাওসহ ব্যাংক, বীমা, বন্দর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। তাই পোশাক সেক্টর রাজনৈতিক সংকটের আওতামুক্ত হবে এই বিষয়ে দল-মত-নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যমতে পৌঁছাতে হবে।

বন্দরকে আধুনিক ইকুইভমেন্টে সাজানো

দেশে সামদ্রিক বন্দর দুটি থাকলেও চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই সামগ্রিক আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়ে থাকে। ৪ হাজারের অধিক পোশাক ফ্যাক্টরীতে উৎপন্ন পণ্যের পাশাপাশি বিদেশ থেকে আমদানী করা পণ্যের জন্য মাত্র একটি সমুদ্র বন্দর। ফলে সব সময় কাজে চাপ থাকে অনেক বেশি। এছাড়া বন্দরকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যকে পুঁজি করে এখানে বিশাল বাণিজ্যিক কর্মকা চালিয়ে যাচ্ছে জাহাজ মালিক, মেইন লাইন অপারেটর (এমএলও) প্রতিনিধি, শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট, স্টিভিডোর (বার্থ ও

শিপিং অপারেটর), প্রাইভেট আইসিডি, পরিবহন এজেন্টসহ নানাবিধ প্রতিষ্ঠান। এসব নানামুখী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কারণে বন্দর কর্মকা অনেক সময়ই ব্যাহত হয়। তাই বন্দরকে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সাজাতে হবে। যাতে কম সময়ে ও সহজে পণ্য পরিবহন ও জাহাজে উঠানো-নামানো, পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায়। এতে করে দেশের অর্থনীতির চেহারা পাল্টে যাবে, রাজস্ব আদায় বাড়বে, খুলে যাবে আঞ্চলিক বাণিজ্যের দুয়ার। বন্দরকে সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজ করতে হবে।

বাণিজ্যিক মিশন ও উইংগুলিকে কার্যকর করা

দেশের পোশাক পণ্য আন্তর্জাতিক যেসব বাজারে রপ্তানি করা হয় তার পরিধি আরও বাড়াতে হবে। পাশাপাশি নতুন নতুন দেশে আমাদের গার্মেন্টস প্রোডাক্টের চাহিদা তৈরী করতে হবে। আমাদের পোশাক পণ্য রপ্তানির সম্ভাব্য যেসব বাজার রয়েছে সেদিকে নজর দিতে হবে। এ বিষয়ে বিদেশে বাংলাদেশের যে সমস্ত কূটনৈতিক মিশন ও বাণিজ্যিক উইং রয়েছে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। দেশের পণ্যের বাজার সৃষ্টি এবং বিদেশী কোন পণ্যের চাহিদা বাংলাদেশের জন্য দরকার তা চিহ্নিত করা। এছাড়া কোন কার্য□মে বিদেশে যাতে বাংলাদেশের সুনাম নষ্ট না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। বর্তমানে বিদেশে মোট ৪৭ টি কূটনৈতিক মিশন রয়েছে। এছাড়া আরো ৭ টি নতুন মিশন খোলা হচ্ছে।

বিদেশে বাংলাদেশের ১৬ টি বাণিজ্যিক উইং রয়েছে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে টিকে থাকা এবং নতুন নতুন বাজার ধরার জন্য বাণিজ্যিক উইংগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন আমাদের দেশের পোশাক কারখানাগুলি সারা বছর ধরে তাদের কাজ চালাতে পারে না। কারণ সারা বছর রপ্তানী করা যায় এরুপ বাজার তাদের নেই। কিন্তু বর্তমান সময়ে রাশিয়ার বাজারকে টার্গেট করে আমরা এগিয়ে যেতে পারে। বিশ্বে রাশিয়া এখনও সবচেয়ে বড় দেশ। বর্তমানে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও আগের তুলনায় অনেক ভাল। সেখানে আমাদের দেশে উপন্ন পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কিন্তু তাদের সাথে আমাদের ব্যবসায়িক কোন লেনদেন নেই। রাশিয়ার বাজার ধরতে হলে আমাদেরকে মিশনগুলির মাধ্যমে, সরকার পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

লবিস্ট নিয়োগে কৃচ্ছতা সাধন

পোশাকের বিদেশী বাজার ধরার জন্য বাংলাদেশ অনেক আগে থেকেই লবিস্ট নিয়োগ করেছে। তাদের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে। কিন্তু তাদের দ্বারা পোশাকের বাজারে তেমন কিছু উন্নয়নই হয় নি। তাই পোশাক শিল্প উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে সরকার, বুদ্ধিজীবী, পোশাক শিল্পের কর্মী ফেডারেশন্ু পরামর্শ দিচ্ছেন লবিস্টদের পেচনে খরচ না করে সরকারের বৈদেশিক কূটনৈতিক মিশন এবং তাদের বাণিজ্যিক উইংগুলিকে মূল ভূমিকা পালন করা।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডিউটি এবং কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারে লবিষ্ট নিয়োগে প্রচুর অর্থ খরচ করে আসছে সরকার ও ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো। তবে এখনো পর্যন্ত কোন ধরনের সফলতা চোখে পড়েনি। এবং এ ধরনের উদ্যোগ সামনের দিনগুলোতে কোন ধরনের সুফল বয়ে আনবে কী-না সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বিশেজ্ঞরা মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডিউটি ফ্রি সুবিধা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তার জন্য একটি নির্দিষ্ট সেল গঠন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ওয়াশিংটনে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাস শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া সকল সংস্থার

অংশগ্রহণের মাধ্যমে টাস্কফোর্স গঠনের উদ্যোগও নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে কূটনৈতিক লবির এর কাজ করতে হবে।

তবে কেবল যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ধরতে শুধু লবিং করার পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করা কতটা যৌক্তিক তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। তার বিপরীতে লবিষ্ট নিয়োগের পেছনে খরচ করা ব্যায়িত যদি নতুন বাজার অনুন্ধান ও পোশাক পণ্যের মার্কেটিং এর পেছনে খরচ করা যেতে পারে। আফ্রিকা, ইউরোপ, রাশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার পোশাক শিল্পের বাজার খুঁজতে হবে। এবং লবিষ্টদের পেছনে মিলিয়ন ডলার ব্যয় করার চেয়ে দেশের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে এর সফল বাস্তবায়ন করতে হবে।

পণ্যের ওপর শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পাওয়া, পণ্যের নতুন বাজার অনুসন্ধানে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে এ পর্যন্ত তেমন কোন সফলতা আসেনি এবং আসার সম্ভাবনাও তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। লবিস্ট নিয়োগ করে এতে তেমন সাফল্য আসবে না তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য প্রয়োজন উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিজিএমইএসহ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোরও তৎপরতা বাড়ানো প্রয়োজন যাতে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে শতভাগ শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়। (১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ দৈনিক ইত্তেফাক)

গার্মেন্টস বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় চালু

বর্তমান যুগ হলো প্রতিযোগিতার যুগ। এই যুগে যারা মানুষের পছন্দ, চাহিদা, রুচি-অভিরুচি অনুযায়ী পোশাক তৈরী করতে পারবে - তাদের পোশাক দেশে-বিদেশে ভাল ব্যবসা করতে পারবে। কিন্তু আমাদের দেশে গার্মেন্টস বিষয়ক কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। যাতে সেখান থেকে মানুষ আধুনিক উন্নত বিশ্বের মানুষদের রঙ, ডিজাইন, সাইজ, ফ্যাশন অনুযায়ী পোশাক বানানোর কলা-কৌশল শিখতে পারবে। গার্মেন্টস সেক্টরের উন্নতি করতে হলে দেশে বিশেষায়িত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যাতে আমাদের দেশের মানুষ সেখানে পড়ে শিখতে পারে। সে অনুযায়ী বাস্তব জীবনে প্রয়োগ ঘটাতে পারে। বিদেশী ডিজাইনার এনে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী কার্যম হাতে নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

বছর জুড়ে উৎপাদন নিশ্চয়তা

আমাদের দেশের তৈরী পোশাক শিল্প কারখানাগুলি বছরের কয়েক মাস কর্মবিমুখ থাকে। পর্যাপ্ত কাজের অর্ডার না থাকায় অনেক শিল্প উদ্যোক্তা তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। বিপুল সংখ্যক পোশাক কর্মী এসময় বেকার হয়ে যায়। এমনকি বেকার এসব পোশাককর্মী মিল-কারখানাগুলোতে উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে। সংঘর্ষ বাঁধে। পুরো গার্মেন্টস সেক্টরে তার প্রভাব পড়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিল্প কারখানায় সারা বছর উপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে নতুন নতুন বাজার ধরতে হবে। নতুন নতুন অর্ডার পেতে হবে। যাতে আমাদের উৎপাদন কার্যম সারা বছর ধরে চলতে পারে।

কনজেশন সারচার্জ বন্ধকরণ

গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানীতে বন্দর সমস্যা অন্যতম। এর মধ্যে কনজেশন সারচার্জ প্রকট আকার ধারণ করেছে।

কনজেশন সারচার্জ ছাড়া শিল্প উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য বন্দর থেকে খালাস করতে পারে না। আবার দেশ থেকে বিদেশে পণ্য পাঠাতেও কনজেশন সারচার্জ প্রয়োজন হয়। যা রপ্তানীকারক, শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য একটি নতুন সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বেড়ে যাচ্ছে আমদানী-রপ্তানী খরচ। বিজিএমইএ, বিকেএমইএ থেকে শুরু করে সব ব্যবসায়িক সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে কনজেশন সারচার্জ বন্ধ করার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। শিল্প বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করতে অতি সত্ত্বর তা বন্ধ করতে হবে।

কাস্টমস ব্যবস্থার সহজিকরণ

বাংলাদেশের পণ্য বিদেশে রপ্তানীর ক্ষেত্রে কাস্টমসের দীর্ঘসূত্রিতা একটি প্রধান সমস্যা। পোশাক শিল্প উদ্যোক্তাদের নানামুখী বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। এ কারণে রপ্তানী প্রক্রিয়ায় জটিলতা তৈরী হয়, অনেক সময় ব্যয় হয়। অনেক সময় শিপম্যান্ট সময় মতো পাঠানো সম্ভব হয় না। এই সমস্যা আবার পরিবহনে ভর্তিকরণ ও পণ্য স্থানান্তরকরণ এবং জাহাজীকরণের উপর প্রভাব ফেলে। ফলে পণ্যের শিপম্যান্টেও বিলম্ব ঘটে। অনেক বিদেশী ক্রেতা এ কারণে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানী করতে চায় না। যা পণ্যের নতুন অর্ডার পেতে সমস্যা হয়।

কাস্টমস জটিলতায় ব্যয়িত সময় সেভ করে পোশাক পণ্য উৎপাদন, শিপম্যান্ট তৈরীর কাজে লাগাতে পারতো। শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যবসায়িক সংগঠন থেকে শুরু করে এই শিল্পের সাথে জড়িতরা সরকারের কাছে দাবি জানালেও কাস্টমস ব্যবস্থার আজও কোন উন্নতি হয়নি। কাস্টমসে নানামুখী চার্জের কারণে অবস্থা আরো বেগতিক হয়ে পড়েছে।

শিল্প বিষয়ক গবেষণা সেল তৈরী

তৈরী পোশাক দেশের সবচেয়ে বড় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী একটি শিল্প। কিন্তু এর উন্নয়নের জন্য কোন কার্যকর গবেষণা সেল নেই। সেই আশির দশকে যেসব পণ্য উৎপাদিত হতো এবং যে সব দেশে রপ্তানী করা হতো তার মধ্যেই আবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু মানুষের মন বড়ই বৈচিত্র্যময়। সময়ের সাথে সাথে তার চাহিদা, পছন্দ, রুচি-অভিরুচির পরিবর্তন ঘটে। তার পছন্দের সাথে মিল রেখেই আমাদের পোশাক তৈরী করতে হবে। কিন্তু এর জন্যও গবেষণার প্রয়োজন। আবার কোন দেশে কোন রঙ্গের, কোন ডিজাইনের পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে সে অনুযায়ী পন্য উৎপাদন করতে হবে। গবেষণা সেল এসব বিষয় নিয়ে কাজ করবে।

পোশাককর্মীদের দক্ষতা বাড়ানো

বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত পোশাককর্মীদের অধিকাংশই অদক্ষ। আমাদের এই শ্রমঘন পরিবেশে এই শিল্প খাত যেভাবে এগিয়ে চলেছে তা আরো এগিয়ে যেতে পারত যদি পোশাককর্মীরা দক্ষ হতো। দেশীয় বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীর অভাবের কারণে এশিয়াসহ ইউরোপের অনেক দেশের লোক বাংলাদেশে কাজ করছে। বিজিএমই-এর তথ্য অনুযায়ী, এই সংখ্যা ৩০ হাজারেরও উপরে। পোশাক পণ্য রপ্তানী করে আমরা যে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছি তার বেশ কিছু অংশ এদেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে বিদেশী শ্রমিকরা। কাজেই আমাদের দেশের লোকদেরকে আরো প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তার জন্য বেশি করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। গার্মেন্টস বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করতে হবে যা আমাদের দেশে পোশাক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ তৈরী হয়।

পোশাককর্মীদের কর্মমুখী শিক্ষা প্রদান

দেশের তৈরী পোশাক শিল্প কারখানায় নিয়োজিত কর্মীদের বেশির ভাগই নিরক্ষর। কাজের পাশাপাশি তাদের সপ্তাহে একটি নিদিষ্ট সময় সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এব্যাপারে শিল্প উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সচেতন হয়ে জীবন যাপন করতে পারা, অধিকার সচেতন হয়ে উঠা, উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধিসহ নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

পোশাককর্মীদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থাকরণ

অদক্ষতা ও নিরক্ষরতার জন্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। মিল-কারখানার যন্ত্রপাতিসহ নানা জিনিসের সাথে তাদের কোন পরিচিতি নেই। কোনটা কি, তা দিয়ে কি হয় সে সম্পর্কে অবগত নয়। এমনকি কারখানায় ব্যবহারিত আধুনিক মেশিনারি সম্পর্কে সম্পন্নভাবে অপরিচিত। তাদের কাছ থেকে ভাল কাজ পেতে হলে তাদেরকে কারখানার নতুন, পুরাতন সব ধরণের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ভাল ধারণা দিতে হবে। যাতে তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করতে পারে। যেন কোন সংশয় কাজ না করে।

মানসিকতার পরিবর্তন

শিল্প সংশ্লিষ্ট সবাইকে দেশের উন্নয়ন করার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। শিল্পখাতে 'শ্রমিক' -'মালিক' পক্ষ না ভেবে, সবাই যার যার অবস্থান থেকে কাজ করে যাচ্ছেন-এমন মানসিকতা তৈরী করতে হবে। অধিকাংশ উদ্যোক্তাই এদেশেরই সন্তান। যাদের প্রায় সবাই দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করেন। দেশের উন্নয়ন চান। এবং এটি ভেবেই উদ্যোক্তারা এদেশে বিনিয়োগ করেছেন। তাই পোশাককর্মী, শ্রমিক সংগঠনের নেতা-নেত্রী, ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতা এবং উদ্যোক্তাসহ সকল পক্ষকেই পরস্পরের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে শিল্প বিকাশে কাজ করতে হবে। যা শিল্প উন্নয়নের দিকপাল হিসেবে কাজ করবে।

পোশাককর্মী ও উদ্যোক্তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা

পোশাককর্মীরা হলো শিল্পের ড্রাইভিং ফোর্স বা চালিকাশক্তি। পোশাক শিল্প লাখো মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে এটি যেমন সত্য, তেমনি এই শিল্পের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও এগিয়ে চলার পথ সুগম করার পেছনে পোশাককর্মীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই দেশের পোশাক শিল্পে শ্রমিক কল্যাণে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে শিল্প উদ্যোক্তাদের। কর্মরত পোশাককর্মীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মাতৃত্বকালীন সুবিধাসহ নানা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। আশা করা যায়, সুযোগ-সুবিধা বাড়লে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা যেমন বাড়বে তেমনি বাড়বে তাদের দায়িত্বশীলতাও। উদ্যোক্তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে পোশাকশিল্পে শ্রমিক কল্যানের বিষয়গুলো বাস্তবায়নে মনোযোগী হতে হবে।

রুগ্ন শিল্পের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন

বিশ্ব মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ইতোমধ্যে ২৭০ টির মতো কারখানা রুগ্ন শিল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এসব শিল্প চালুর ব্যাপারে সরকারকে যথেষ্ট মনোযোগী ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কিছু প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের টিকে থাকার সক্ষমতা যাছাই করতে কিছু সময় বেধে দেওয়া যেতে পারে। তবে বাস্তবতার নিরিখে যা বলা যায়, রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকি দিয়ে চালানোর চেয়ে এগুলোর ব্যাপারে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় এসেছে।

মিডিয়ার ইতিবাচক অংশগ্রহন

শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নয়নে মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এর জন্য শুধু ভাসাভাসা (সারফেস লেভেল) রিপোর্টিংই যথেষ্ট নয়। বরং কখনো কখনো এই ধরণের রিপোর্টিং শিল্পের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া গার্মেন্টস শিল্পকে নিয়ে উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ করে শিল্প বিকাশে সহায়তা করতে পারে। শুধু শিল্পের অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা, সহিংসতা এমনকি শিল্প সমস্যা নিয়ে সাদামাটা সংবাদ পরিবেশনই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন ঘটনার গভীরে প্রবেশ করে প্রতিবেদন তৈরী করা। সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণ তুলে আনা। শিল্পের সমস্যা, সম্ভাবনা, এবং দেশের সামগ্রিক ক্ষেত্রে এর অবদানসহ শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরী করতে পারে।

তবে যে কোন প্রতিবেদন তৈরী, প্রচার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সময় ও দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনতে হবে। এবং শিল্পকে নিয়ে অসতর্কতামূলক ও অসচেতনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্যে দিয়ে অমিত সম্ভাবনার এই শিল্প খাতে কতটুকু যে বিরুপ প্রভাব ফেলতে পারে তাও মাথায় রাখতে হবে।

ন্যায্য বেতন কাঠামো তৈরী

পোশাককর্মীদের বেতন নির্ধারণের সাথে তাদের দক্ষতার বিষয়টি ভাবনায় রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এ শিল্পে যারা নতুন যোগ দেয়, তাদের না থাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, না থাকে কর্মমুখী জ্ঞান এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা। কর্মস্থলে যোগ দেওয়া নতুন এসব কর্মীদের দক্ষতা আনয়নে গার্মেন্টস উদ্যোক্তাদের প্রথমদিকে বেশ কয়েক মাস তাদেরকে কাজ শিখাতে হয়। অনেক সময় নবীন শ্রমিকদের অদক্ষতার কারনে উদ্যোক্তা পক্ষকে বেশ ক্ষতির মুখোমুখিও হতে হয়। তাই এসব কর্মীদের নূন্যতম মজুরি নির্ধারন একটি অতি সংবেদনশীল ও নানামাত্রিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এবং পোশাককর্মীদের নূন্যতম বেতন নির্ধারনে লক্ষ্য রাখতে হবে, যারা সবেমাত্র কর্মস্থলে যোগ দিয়েছে তাদের নূন্যতম বেতন প্রথমদিকে কম হলেও কয়েকমাস পরেই তা অনেকাংশে বেড়ে যায়।

পাশ্ববর্তী দেশে গার্মেন্টস শিল্পে নূন্যতম বেতন কিছুটা বেশি হলেও মনে রাখতে হবে, আমাদের এখানে পোশাক খাত অগ্রগতির মুখ দেখেছে সস্তা শ্রমের উপর ভিত্তি করেই। এছাড়া, ঐসব দেশের পোশাককর্মীরা অনেকদিক দিক থেকে আমাদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে দক্ষ এবং শিক্ষিত। তাই আমাদের দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনায় নিয়ে একটি ন্যায্য নূন্যতম বেতন কাঠামো তৈরী করতে হবে। এক্ষেত্রে বর্তমান বাজার দর, মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তথা অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখাও জরুরি।

জিএসপি সুবিধা গ্রহন

জিএসপির পূর্ণ অভিব্যক্তি হলো জেনারালাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্সেস। উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য ১৩১ টি দেশ ও টেরিটোরিকে ৪,৮০০ টি পণ্যের ডিউটি ফ্রি প্রবেশাধিকার দিয়ে থাকে। ট্রেড অ্যাক্ট-১৯৭৪” অনুযায়ী ১৯৭৬ সালের ১ জানুয়ারী থেকে জিএসপি সুবিধা চালু হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেস জিএসপিকে অনুমোদন দিয়েছে ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

জিএসপির অধীনে উন্নয়নশীল দেশগুলি নির্বাচিত পণ্যগুলিতে কম ট্যারিফ বা শূণ্য ট্যারিফ সুবিধায় তাদের পোশাক পণ্য রপ্তানী করতে পারে। এলডিসিভূক্ত দেশগুলি আরো বিশেষ সুবিধায় এবং কম ট্যারিফে রপ্তানী সুবিধা পেয়ে থাকে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এই ধরণের সুবিধা দেওয়ার কথা প্রথম উপস্থাপন করা হয় আঙ্কটাডের প্রথম সম্মলনে ইউএনসিটিএডি'র (আঙ্কটাড) প্রথম মহাসচিব রাউল প্রিবিসিচ ১৯৬৪ সালে এবং আঙ্কটাডের দ্বিতীয় দিল্লি সম্মেলন ১৯৬৮ সালে এটি গৃহীত হয়। এ পর্যন্ত ১৩ টি দেশ জিএসপি স্কিম অনুমোদন করেছে। দেশগুলি হলো অস্ট্রেলিয়া, বেলারুশ, বুলগেরিয়া, কানাডা, এস্তোনিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশন, জাপান, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, রাশিয়ান ফেডারেশন, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক এবং আমেরিকা।

বাংলাদেশ ১২.৫ শতাংশ হারে জিএসপি সুবিধা পেয়ে থাকে। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৭৮ টি উন্নয়নশীল দেশকে শুল্কমুক্ত বা কম শুল্কে পণ্য রপ্তানীর সুবিধা দিয়ে আসছে।

সম্প্রতি কিছু কোম্পানী বাংলাদেশের জিএসপি স্কিমের বিশেষ সুবিধা কোটাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে নিজেরা সুবিধা নিচ্ছে। দৈনিক পত্রিকাগুলিতে এ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এরপরই সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় তাদের চিহ্নিতকরণের কাজ করে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘোষণাও দিয়েছে যে, অন্যায়ভাবে সুবিধা গ্রহনকারী কোম্পানীগুলিকে তাদের মুনাফা ফেরত দিতে হবে এবং এর পাশাপাশি তাদের আরো শাস্তি দেওয়া হবে।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে সরকারকে আরো সতর্ক হতে হবে। যাতে বাংলাদেশের সুবিধা অন্যায়ভাবে কোন কোম্পানী বা অন্য কোন দেশ নিতে না পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি স্কিমের সুবিধা বাংলাদেশ যতখানি পাওয়ার বাংলাদেশ পাবে। এতে অন্য কোন দেশ চাইলেও পাবে না। এ সমস্যা থেকে আমাদের উত্তোরণ পেতে হলে ভালভাবে জিএসপি স্কিমের সুবিধা নিতে হলে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। বাংলাদেশের পাওনা সুবিধা বাংলাদেশকেই নিতে হবে।

অ্যাপারেল কমিশন

একটি খাত যখন সমাজ, দেশ এবং সর্বোপরি একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে, তখন এই খাতকে নিয়ে বিশেষভাবে না ভাবলেই নয়। শিল্পকে বাচাঁতে, শিল্পের সম্ভাবনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজন বিশেষ মনোযোগের। শিল্পকে তত্ত্বাবধান করবার জন্য কখনোবা প্রয়োজন দেখা দেয় বিশেষ প্রতিষ্ঠানের।

বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্প খাতের অমিত সম্ভাবনা, অগনিত সমস্যা-সঙ্কট-উৎকন্ঠা, এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই শিল্পের অবদান ও ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে শিল্প-উন্নয়নে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের। একটি বিশেষ কমিশন গঠন করে শিল্প সংশিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। হতে পারে একটি- "অ্যাপারেল কমিশন"।

অর্থনীতিবিদ, প্রাক্তন বিচারপতি, শিল্প উদ্যোক্তা, গবেষক, শিক্ষক, নাগরিক সমাজের সদস্য, মানবাধিকার কর্মীর সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে অ্যাপারেল কমিশন। কমিশন হবে একটি সরকারী কমিশন এবং এটি প্রধানমন্ত্রির সচিবালয়ের অধীনে থাকবে। কমিশনের সদস্যগন যে কোন ধরণের রাজনৈতিক সংশিষ্টতা থেকে মুক্ত থেকে কমিশনের সদস্যগন দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে সবার উপরে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করবেন। কমিশন পোশাক শিল্প সংশিষ্ট সব পক্ষের স্বার্থ দেখবেন। এবং যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন, নীতি প্রণয়নে জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখবে। কোন পক্ষের চাপে কিংবা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে রক্ষা করে এমন কোন নীতি বা পরিকল্পনা গ্রহন বা বাস্তবায়ন করতে প্ররোচিত হবেন না। একটি স্বাধীন কমিশন হিসেবে শিল্পের অভিভাবক হিসেবে কাজ করবে।

- কমিশনের আওতায় সম্ভাব্য যেসব কাজ হবে:

- শিল্পের যাবতীয় সমস্যা অনুসন্ধান ও কার্যকর সমাধানের পথ খুঁজে বের করা
- শিল্পের সম্ভাবনার দিকগুলো যাচাই ও তার বাস্তবায়ন
- শিল্প বিকাশে ও এর উন্নয়নে কাজ করা
- পোশাককর্মী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার উপায় খুঁজে বের করা
- শিল্প সংশিষ্ট আইন প্রনোয়ন, বাস্তবায়ন, আইনের সংশোধন, পরিমার্জন করবে
- ট্রেড ইউনিয়ন চালুর মধ্য দিয়ে যেসব সুবিধা পাওয়ার কথা বলা হয়, সেগুলো কমিশন নিজেই করতে পারবে। যার মধ্য দিয়ে পোশাককর্মী ও উদ্যোক্তার বাইরে তৃতীয় আরেকটি মাধ্যম গড়ে ওঠার সুযোগ বন্ধ হবে
- পোশাককর্মীদের যৌক্তিক দাবী-দাওয়া, বেতন, বোনাস, ছুটি, কর্ম পরিবেশ, স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করা হচ্ছে কী-না তা খতিয়ে দেখবে
- বিশেষ 'মনিটরিং সেল' গঠন করে বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখবে
- সরকার, শিল্প উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা দূরীকরণে উদ্যোগ নেবে
- সর্বোপরি একটি সময়োপযোগী পোশাক শিল্পনীতি তৈরীতে সহায়তা করবে

শেষকথা

আমরা দেশের উন্নয়ন চাই। ক্ষুধা, শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি স্বপ্নের দেশ চাই। বর্তমান বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যেতে চাই। এসব স্বপ্ন আর লক্ষ্য পূরণে গার্মেন্টস শিল্প পালন করতে পারে অগ্রণী ভূমিকা। পোশাক শিল্পের অমীত সম্ভাবনাই আমাদের সামনে এগিয়ে যাবার পথ দেখায়। স্বপ্ন দেখায়, উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবার। বর্তমান সরকারের 'ভিশন ২০২১' পুরনেও কাঙ্খিত ভূমিকা রাখতে পারবে পোশাক শিল্প। এবং হয়তো তৈরী পোশাক খাতের হাত ধরেই বাংলাদেশ একদিন সত্যিকার অর্থে সোনার বাংলায় রুপ নিবে।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Exploration of Spatial Attributes of Knitwear Manufacturing in Narayanganj Cluster Belt

Tareq Muhammad Shamsul Arefin*
Mohammad Yunus**

Abstract

The RMG business was initiated first by the export of knitwear consignment during 1973. Eventually the RMG sector accelerated exports by the dominance of woven garments. In FY 2003-04, knitwear sub-sector for the first time exceeded woven sub-sector. Knitwear is still leading in terms of quantity exported and the gap with woven garments is widening over time. Bangladesh knitwear is performing well in terms of expanding production and exports. Knitwear industry is mainly bounded in Narayanganj district. This industry emerged in Narayanganj at the early stage of the 19th century and expanded and peaked up from the decade of 1920s to 1990s. The core strength of the knitwear sector is its backward linkage. the present study explores how and what factors drive the evolve of knitware manufacturing cluster belt in Narayanganj. Study findings show historical background and geographical location provides a competetive edge for the whole industry but still there exists a substantial ineficiency within the sub sector of

* Lecturer, Department of Economics, Jagannath University, Dhaka.
** Research Fellow, Bangladesh Institute of Development Studies.
The authors would like thank to Institute of Human Development, Delhi for their financial support over the study phase. All helpful comments and suggestions on the draft manuscript are duly acknowledged. However the usual disclaimer applies.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

industry. Mainly less co ordination among the organised and informal subsector splited the production capacity and hamper to achieve optimize scale effect within the industry. Flow of investment and particularly smooth chanelize credit towards small enterprenuers definitely enhance the market productivity, employment and value addition within the economy. Further effective aplication of present policy is required to check the existing heterogenity over the growth and composition of intra firms organisational structure.

Introduction

Bangladesh has historically been strong in textiles. Fabrics from Bengal have been found in ancient Egyptian tombs, and were actively traded with both the Roman and Chinese empires over 2,000 years ago. The legendary fashion icon, the French Queen Marie Antoinette, was famously painted in the 18th century wearing Dhaka Muslin (a hand spun and woven fabric made from 500+ count cotton yarn weighing an incredible 500 grams for 60 meters), making the fabric extremely sought after across Europe. There exists in the collective knowledge base of Bengal a great expertise with regard to textiles as well as a great reverence towards the trade. Traditionally, girls are taught to sew intricate patterns from early childhood, and in rural communities both men and women are apprenticed in weaving (it is estimated that there are over one million traditional weavers producing over 650 million meters of fabric annually). These skills and disciplines in sewing and weaving are passed down through generations and are quickly transferred to production lines in today’s modern factories.

In the early 1980s, small-scale independent investment started in the ready-made garments sector. At that time, it was not considered viable and received very little government attention. However, within a decade, the Bangladesh garments industry flourished and by the early 1990s emerged as a major employer. Under the dynamic leadership of the private sector, with policy support from the Government, the export oriented RMG industry has shown a spectacular growth during the last two and a half decades, although the primary textile sector initially could not keep pace with the supply of yarn and fabrics required, particularly by the woven RMG sector. Thus the structure of the textile and clothing industry is also very different from that of many other countries, controlled as it is by a fairly small and reasonably tight-knit community of local entrepreneurs. The country currently exports over US$11 billion in textiles and garments, with a projected target of US$24 billion by 2020.

Three independent associations are responsible for the textile sector: the BTMA (Bangladesh Textile Manufacturers Association), which represents spinners, woven fabric manufacturers and dyeing units; the BGMEA (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association), which represents the ready made garments sector, primarily the cut and sew units; and the BKMEA (Bangladesh Knitwear Manufacturer and Exporters Association), which represents the knitwear fabric manufacturers, the fabric dyeing units and the knit garment cut and sew units. These three associations work either in collaboration, or independently from each other, subject to the agenda they may be forwarding. However, it should be borne in mind that the bulk of the yarn manufactured by BTMA members is consumed by members of the BKMEA, which at times leave the two associations at opposing sides of an industry issue. The three main government departments that in turn work with these associations are the Ministry of Textile and Jute, the Ministry of Finance and the Ministry of Commerce.

Knitwear industry is mainly bounded in Narayanganj district. Only a limited number of firms operate in Uttara, Gazipur and Mirpur areas. This industry emerged in Narayanganj in the early stage of the 19th century. At the very beginning clothes were knitted from thread processed by wood made spindle wheel. Later handlooms were brought in from India which transformed the local cloth industry into a specialized hosiery sector, which in course of time made the narayanganj district famous all over Bangladesh. The hosiery industry expanded and peaked between the decades of 1920s and 1990s. After 1990, the knitting industry started to expand within the district. Basically the expansion of ready made garments industry creates demand for fabrics. To meet the growing fabric demand this knitting industry repanded significantly within a few years. Besides production of sweaters and socks, the major output of the knitwear industry involves two processes, namely, the knitting of fabric and the making of knitwear using the fabric thus knitted.

The present study attempts to explore the following questions by focusing on Bangladesh's knitwear industry. The questions are how the industry evolves and sustains the successful performance over the three decades in Bangladesh? What are the sources of the industry's competitive strength? How is the structure of the industry linked to productivity differentials within the intra industry performance? What's it spatial nature within cluster belt, specifically in Narayanganj?

Historical Genesis of Knitwear Production in Narayanganj

That knitwear manufacturing activities in Bangladesh have spatiality is evident from the unevenly distribution of these activities over several pockets in the

country. However, there is a large concentration of these activities in Narayanganj. Economic history can shed lights behind this geographic concentration of interconnected businesses emerged in the area. Narayanganj is a town in central Bangladesh, 20 km southeast from Dhaka. The town was founded on the motive of being a centre for trade and commerce by Mr. Bicon Lal Pandey, a Hindu religious leader. He leased the area from the British East India Company in 1766 following the Battle of Plassey to form a market place. He later donated the market and other land on the banks of the river as *Devottor*.

In its early stages geographical location of Narayanganj posed a competitive attraction in terms of communications for entrepreneurs as it was flanked by the Shitalakshya River on the east and the Buriganga River on the south and southwest. Gradually it became the most prominent river port of Bangladesh with regular steam communication with Kolkata, Sylhet, Assam and Kachar. The port used to handle an extensive trade with Kolkata, importing cloth, and salt, etc., and exporting agricultural produce of all kinds, especially jute and seeds. The port had also substantial trade with Chittagong, importing cotton, timber, oil, hides, etc., and exporting tobacco, pottery, and country produce, etc. The trade of Narayanganj with Yangon and Akyab comprised import of timber, cotton, catechu, etc, and export of tobacco, betel nut, etc.

Historically this region has very renowned heritage regarding cloth manufacturing. One of the important places of Narayanganj is Sonargaon, which was place "where there is the best and finest cloth made of cotton that is in all India". Sonargaon is historically famous for manufacturing a species of very fine muslin. John Crawford, who was for a long time in the service of the East India Company, stated to a Committee of the British House of Commons in 1830-31 that the fine variety of cotton in the neighborhood of Dhaka, from which the fine muslins were produced, was cultivated by the natives alone and was not at all known in the English market, or even in Calcutta.

The Dhakeshwari Cotton Mill at Narayanganj, established by Mr. Surya Kumar Bose on the bank of the Shitalakshya in 1927, was the first textile mill in the whole of the British district of Dhaka. The Chittaranjan Cotton Mill was established in 1929. Mr. Ramesh Chandra Roy Chowdhury, a professor of chemistry at the Jagannath College established the Laxmi Narayan Cotton Mill in 1932. The Dhakeshwari opened a second Mill in 1937. Narayanganj is also the principal hosiery manufacturing centre of Bangladesh. The first hosiery factory was established in 1921 by Mr. Shatish Chandra Pal in 1921. The factory named as Hangsha Hosiery at Tanbazar started its operations with four hand-driven ribbon machines. A major factor that promoted the expansion of hosiery industry

at Narayanganj is its location on the bank of the Shitalakshya, which facilitated transportation of raw materials and the finished products and supplied good water to wash knitted clothes. At present, Narayanganj is one of the main centers for the knitwear garments industries.

Sample and Data

A primary survey was conducted to capture the evolution and growth of the firms and their different value chain links in Narayanganj manufacturing belt. The survey included 15 firms. While choosing firms, it was ensured that the sample includes diverse categories of firms. The firms were divided into three categories based on their labor force employment. From those categories 15 firms have been chosen deliberately to ensure the representativeness. From them 4 firms were chosen from large enterprise category, 5 firms from medium size enterprises and 6 firms from small firms' category. Both quantitative and qualitative data collection techniques were introduced. A structured questionnaire was administered to collect the relevant quantitative informations. Before administering the questionnaire it was pretested in two firms situated in Dhaka. Key informant interview checklist was also administered with firm key informants' person to capture the qualitative aspects of firms evolving growth pattern.

Production and Marketing Process

Knitwear manufacturers at Narayanganj evolved with different dimensions of market segments. Gradually these dimensions introduced by specific firms within the industry were sustained as new channels for vertical and horizontal integration. So, the overall production and marketing structure is a complex juncture of overlapping dimensions. As expected production and marketing channels increase with complexities with the size of the firm. Generally three common patterns are available with the firms' structure. The most straight forward pattern consists of firms that attempt to control every conduit in the production and marketing process. Basically large firms are able to maintain such a complex and capital intensive process. Below is the pattern in details.

One variation that appears to differentiate this pattern is the process of the procurement of raw materials depending of the nature of the buyers' orders. At times orders are placed by the buyers with specific raw materials requisition and make it a binding constraint for the firm to collect such items from international markets. For other orders firms procure raw materials from local market. As large firms have capacity to handle more than one order at a time they execute this order variation simultaneously and thus procure raw materials from the both sources. In

Fig. 1: Production and Marketing Process of Large Firms

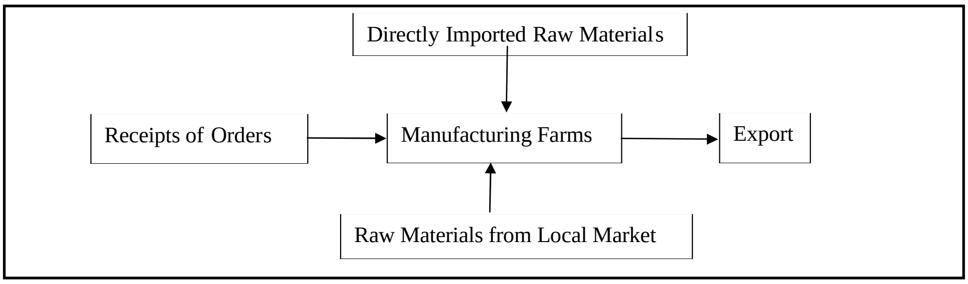

a sense this straight forward production pattern indicates profit maximization motive of the firm. As there is no middleman profit margin is higher than any other patterns. This pattern also exhibits scale-effect. This pattern is prevailing only in firms that operate at the top echelon of the market.

The most common pattern prevailing in the sub-sector is a complex juncture of several market segments and production processes. Some production relations are informal in nature and have been continuing for long time on the basis of verbal agreement and trust.

Fig. 2: Production and Marketing Process of Medium Firms

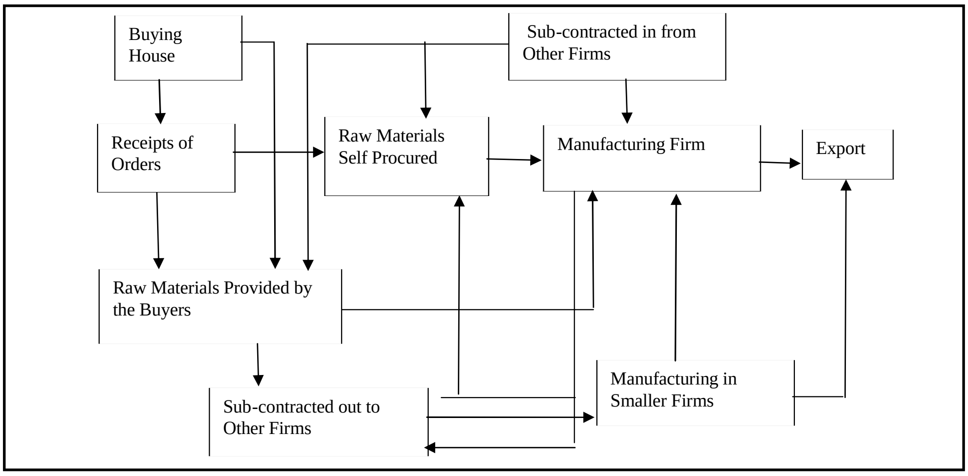

The most interesting phenomenon of this pattern is that some firms are established or transformed into formal entities just acting on the basis of trust mentioned above. Apparently it is hard to analyze the process or how the firms involved assess the risk just on the basis of such informal contract but obviously the role of social network, personal communication, and in some cases kinship status plays vital role for engagement is repeated game type interactions. This informal contract and the ensuing repeated game type behavior is more pronounced in the sub-contract portion of the market segment.

This generalized pattern is common among medium and large firms. The sub-contract portion is driven by demand factors. But in some cases the firm that receives the contract, which is most of the cases smaller in size, only operates seasonally and effectively run as a de factor wing of the large firm. Generally these are partnership firms where prime motivation is to earn profits at least risk. From the perspective of large firms the arrangement is in a sense cost minimizing option to make higher profits. And this production channel plays an important role in the industry as an out-sourcing unit for large firms' evolution.

Receipts of orders are another important feature that triggers full capacity running. In this channel buying house plays a substantial role. But it is common even within the medium size enterprises to receive orders directly from brand international retailers if the firm has 'requisite experiences'. Firms that have initiated operation very recently have to depend on the buying house or social relationship to get the sub-contract for production initiation. Within the sample it is evident that some firms were actually able to receive orders beyond their production capacity and some had excess capacity. Eventually firms with excess contracts out-source the excess orders to similar firms of similar size. From the view point of risk minimization hardly any contract is transferred to a less capacity firm. However, the lower valued part of the output is commonly contract out to lower sized enterprises. In most cases of sub-contract raw materials are supplied by the supplier to ensure quality. Tailoring houses are involved in this process where they just earn value equivalent to the making charge. In very few cases when contracts are transferred to similar sized firms, raw materials are procured by the contract receiving firm.

The production pattern that is common at the bottom of the market channel mainly consists of smaller firms in the industry. The relationship between agents within the market channel and different market segments are fully informal in nature. Local market coordination also falls within this pattern. But most of the cases the local market orientation started from distress sell. Somehow if the contract in product fails to satisfy buyers' desirable quality firm directly operates in local market for cost recovery. Based on these experiences firms confronted with slack of desired level contract in a year starts operation in the local market targeting the seasonal demand. Eventually firms do not make their operations on the basis of local market demand except for firms that have setup for hosiery products.

Sub-contracting within this pattern involves middleman. Actually firms with smaller capacity sometimes form a collective group with one firm playing lead role in contracting process with the other (larger) firms. The lead firm distributes the contracts among members with some margin for sourcing. Dyeing, bleaching

Fig. 3: Production and Marketing Process of Small Firms

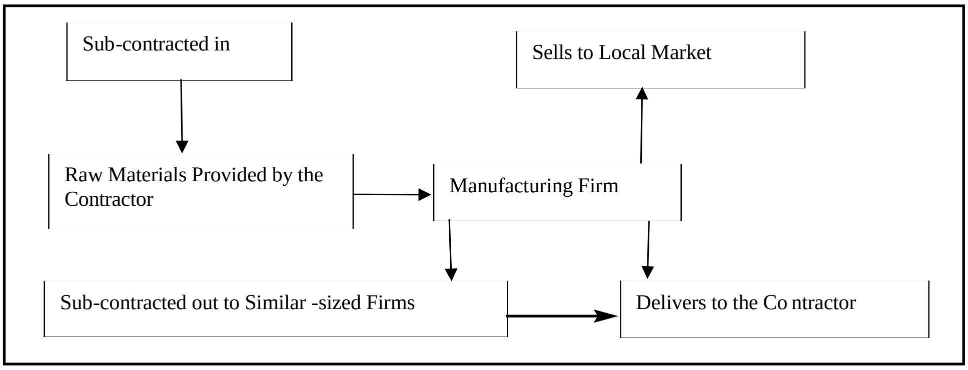

and fabrics works are mainly conducted within this pattern virtually making themselves as a job unit. Some these firms have cyclical employment pattern and therefore have to lay off workers for 3/4 months in a year depending on the workload in the existing contracts and the ones, if any, in the pipeline. Procurement of raw materials within this pattern is tied with the contracts. Workloads are substantially higher in these firms compared to other production patterns within the industry. That is how these firms add to cost competitiveness and risk neutralization for the total industry. Mainly this production pattern maintains linkages between informal and formal manufacturing within the industry.

Enterprise Formation and Entrepreneurial Growth History

Most of the large firms were established at the beginning of the millennium and hence are in business for 8/9 years with sizeable investment. Within two years of operations majority of large firms reach the milestone and become profitable and sustainable. The history for medium size enterprises are little bit different. Most of the middle size enterprises established within the early 90s. On average most of them operate within the industry for the last 15 years. Comparable to large firms the initial fixed capital for these firms is substantially lower.

Small size enterprises revealed a mix trend. 40% of our sample firms are operating in this business for more than 15 years long. Other firms are just initiate there business and just operating for last 2 or three years. The business initiation cost which we try to capture through the indicator of fixed cost at the start of business is minimal for small size enterprise category over the three enterprise size.

Large, medium, and small firms on average start business with fixed asset worth about Tk.14 million, Tk. 6 million, and Tk. 3 million respectively. The late entrants of large firms have higher amount of fixed assets while the converse is true of the smaller firms. It was noted that irrespective of size, firms had to run lower at capacity in their production operations. The lower utilization rate was higher for the medium type enterprises. However, the lower utilization rates reported have transformed into overshooting rate after firms cross the milestone year. Some of the small firms established within last 2/3 years are yet to reap the benefit of milestone year.

It is evident that scale has a positive impact on production as some crude indicators show. Though these ratios are not perfect measures of magnitude of the growing process but they show the direction. Ratios of initial to milestone year

Table 1: Firms Status at the Initial and milestone Year of Business

Status at the initial year of business				
Enterprise size	Fixed Assets (Tk.)	Planned Capacity (Tk.)	Actual Production (Tk.)	Rate of Capacity Utilization
Large	3,750,000	8,000,000	7,266,667	90.83%
Medium	5,900,000	5,200,000	3,780,000	72.69%
Small	2,775,000	1,000,000	850,000	85.00%
Status at the Milestone Year of Business				
Large	45,833,334	23,250,000	159,500,000	586%
Medium	22,500,000	33,375,000	84,000,000	151%
Small	Na	Na	Na	Na

Source: Field survey October 2009

reveal that large firms grow at a faster rate. This might be large firms' resource base effect. The ratio for fixed asset and actual production shows the same trend but for planned capacity the medium enterprise has faster growth rate.

Table 2: Incremental Status of Firms between Initial and Milestone Years

Enterprise size	Average time of achieving milestone year	Increment of Average fixed asset	Increment of planned capacity	Increment of actual production
Large	3.5 years	3.34	2.90	21.95
Medium	6.5 years	3.81	6.42	22.22
Small	12.5 years	Na	Na	Na

Source: estimated on information from Field survey October 2009

The higher rates in all of the indicators for medium enterprise might be indicative of their absorptive capacity because scope for further expansion is limited for large firms as they are already overshot and there is tendency in medium firms to keep up with Joneses. Marketing procedure or obtaining the order issue plays crucial role in their quest for expansion as most of the entrepreneurs reported that experience and order collection were key factors for initiation of the business. As one owner of the medium size entrepreneur says: “When I was employed in garments business I observed that an upsurge of orders of knit garments in the international market. I collected some order just for experiment and found that is very profitable. Eventually I converted my factory setup into a knit garment factory”.

Change of occupation or shifts are common for medium size enterprises. As one entrepreneur mentioned he initially entered the garments business as an agent of a buying house and later he himself started the knitwear production by accruing contract for himself. This type of change has also variations. One factory owner was involved in the business by supplying raw materials to other firms and learned the knowhow of the business. Later he developed a relationship with buyers and started his own business. So, business acumen, knowledge about the industry and its intriguing process were all prerequisites for successful transition from related trades into factory ownership for the medium size firms. Owners of small firms have the same sorts of initiation to the business. Many of them started their business as suppliers of raw materials and then become sub-contracting firms. Help from foreign buyers are also common. One of the medium size entrepreneurs reported that a foreign buyer initially gave him credit to start a knit section in his woven garment factory. Later he shifted his business from woven garments to knit garments production. But there are two common factors: (a) prior experience from working in the garment business and (b) managing new order and investing on basis of those orders.

The most common reason for achieving success in milestone years reported by the owners are obtaining orders from the EU. The opportunity to get market access in the EU triggers success for the firm in the business. This is consistent as the milestone years of most of the firms were between 2002 and 2007. The second reason is bank loan. Another important factor for achieving milestone performance reported by large and medium size enterprises is the availability of modern machinery because the later vintage of machinery results in long uninterrupted production and help meet buyers’ deadline.

Financial constraint and non-cooperation from the concerned bodies of the government are two important constraints for the owners. This is particularly severe for the medium and small size entrepreneurs. Small firm owners complained that the current payment procedure in regards of subcontract is not beneficial for their growth. The contractors defer as high as 60% to 70% of money of the contractual payment. This makes them dependent on the financial intermediaries for working capital. The financial intermediaries are reluctant to advance loan to them.

Uninterrupted power supply is crucial factor for the knitwear manufacturing sector. Interruption in power supply implies that firms are either unable to use necessary tools and implements, or can do so only by bearing substantial cost for small generators. This has prevented mechanization and up-gradation of technique to a considerable extent and hinders their improvement. It was found that medium and large firms are operating with 45% power shortage. About three-fourth of these shortages are met through diesel operated generators and firms are closed for about 2 hours per working day.

Asset Categories

Large firms have assets worth about Tk. 114 million with 51.7% in capital machinery and 38.5% in other tangible assets including factory premises. Most of these firms are sole proprietorship with 100% equity capital. The average value of asset holding of the medium sized firms is over one hundred million taka which is closer to the large firms' assets holding. But when ownership of assets is considered, average value of asset holdings declines to less than a million taka, which implies presence of debt capital. On average medium size enterprises keeps 70.33% of total assets in capital machinery, 14% hired assets and approximately 15% assets in other tangible forms. For small size enterprise the asset holding pattern is quite different. On average asset portfolio of the smaller firms contains 38.25% in capital machinery, and 59.42% in other tangible forms. About 61.28% of the all assets are hired which is quite different from the other two groups' asset portfolio. On average firms have to pay about Tk.136 thousand for rental assets.

Sources of Finance

Retained earnings were the single most source of financing for the knitwear firms. During FY 08 about 71.46% of the total finance (about Tk.195 million) originated from the retained earnings or internal source. On average large firms retained Tk.35 million in FY 08. The rest were generated from other sources including bank loans and overdraft facilities. Only 3.08% of total fund was for used for new

investment by the large firms in FY 08. Medium size firms source about Tk.100 million a year and, bank loans are the prime sources of finance for medium size firms which contribute to 49.26% of funds. Suppliers' credit constituted 4.92% of funds and only 1.47% originates from family and friends; all of the funds were used for working capital and 0.49% was used for new investment in FY 08.

Small size enterprises sourced Tk.20 million in FY 08; about 41% of total fund originated from retained earnings. From banking sector 40% of the funds were available. The rest originate from suppliers credit (15%) and family and friends (4%). Most of the funds sourced were for working capital and only 5% was used for new investment in FY 08. Global recession might be one of the reasons for reluctance of the entrepreneurs towards new investment.

Employment Pattern and Wage Structure

Employment in the knitwear sector crucially varies with the flow of orders. With this caveat in mind it was found that large firms employed about 760 workers compared to 300 workers in the medium enterprises and only 16 workers in small firm. Of the total labor force large firms employed 46% as temporary workers compared to 57% in the medium firms. For small firms this rate is meager at less than 5%. The higher rate of temporary labor absorption within the medium firms is quite evident from lower receipts of contracts by these firms and is consistent with the nature of seasonal effects of their production. Large firms also encounter the type of seasonality but the magnitude is smaller due to scale and integration effect. For this reason, temporary employment is quite high for the both large and medium size firms.

The gender distribution of labor force shows diverse pattern; administrative and managerial jobs, those that need special technical skills are highly skewed towards male employment. Activities such as machine operation, quality control, and cutting, etc., where skills increase with experiences show more equal distribution pattern. Causal labor involvement is not frequent at all. Employments of unpaid proprietors are higher (60%) in medium size firms. The corresponding rates for large and small firms are 25% and 33% respectively.

Usually small firms do not provide any technical training to their employees. The concept is also not common in medium size firms. Large firms usually provide training in the form of apprentice but they constitute less than 5% of the total workers. Consequently the concept of stipend is not common; instead the apprentices receive wage around Tk.1800 to Tk.2000 per month.

Working hours vary across firms and the type of job assignment. In large firms managerial and administrative employees have to work about 7-8 hours a day in 6 working days a week. In contrast, production workers such as machine operator have to work for 12 hours a day in 6 working days a week. In medium firms working hours increase to 10 hours for the administrative and managerial employees and decrease to 11 hours for the workers. Working hours of the executives in the small firms are comparable with the large and medium firms but production workers have to work longer.

It may be noted monthly wage rate varies with the size of the firm across the same category of employment. Details of wage pattern are presented below. There is also gender disparity in terms of wages for the same kind of works. Not surprisingly, the helpers are the least paid workers in each type of firms. However, the average earnings of helpers are higher than the poverty lines. Further, the average earnings of the helpers are still higher than those of both casual wage

Table 3: Wage Structure across Knitwear Firms

		Wage structure of sample firms in terms of range					
		Large firm		Medium firm		Small firm	
		Male	Female	Male	Female	Male	Female
Administration section	Managerial	35000-21000	Same	37500-20000	Same	25000-10000	Na
	Other Officers	25000-10000	Same	27000-6000	15000-8000	15000-8000	12000-8000
Garment section(sewing and knitting sweaters/socks)	Engineer	28000-8000	Same	25000-13000	Na	Na	Na
	Supervisor	23000-6000	Same	22000-3000	18000-3000	20000-10000	Same
	Quality Controller	20000-4000	Same	18000-3000	Same	15000-8000	Same
	Operator	15000-3500	12000-3500	15000-2100	12000-3000	10000-2500	Same
	Helper	5000-2000	Same	4000-1500	3000-1200	3000-2000	Same
Other production sections(knitting fabrics, dyeing and finishing)	Engineer	28000-8000	Same	23000-11000	Na	Na	Na
	Supervisor	25000-6000	Same	22000-5000	15000-6000	Na	Na
	Quality Controller	20000-4000	Same	18000-6000	Same	Na	Na
	Operator	15000-3000	12000-3500	15000-3000	12000-3000	6000-4500	Same
	Helper	5000-2500	4000-1800	4000-2000	3000-1500	4000-2500	3000-1500

Source: Field survey October 2009

laborers and the self-employed in the farm sector of Bangladesh in 1999/2000 (Bakht, Yamagata, and Yunus, 2009). From this perspective, the knitwear industry has contributed to poverty reduction of people living in rural areas of Bangladesh.

Competitiveness and Efficiency Perceived by Firms

Most of the large firms consider themselves more competitive than their competitors. About three-fourth revealed this opinion about two-third consider themselves as equally efficient as their next large enterprises. About 60% medium firms think that they are more efficient in intra-market segment competition and the rest consider themselves as equally efficient. The perception is quite different for the small firms; only 30% firms think that they are equally efficient with their market competitors and the majority of the rest think that they are less efficient than their next large competitors.

Perception of large and medium firms indicates that majority of the enterprises spend time and resources for innovative activities to gain cutting edge competition. They often do so without specific financial and managerial resources. Thus they tend to undertake a significant amount of innovative activities in their design, production and sales departments rather than in form of R&D expenditure which often do not exist at all.

Concluding Remarks and Policy Implications

Manufacturing belt in Narayanganj comprises of small and medium knitwear units operating with limited capital and having low capacity. These units depend entirely on regular turnover for generation of resources. As to how the sector emerges or how it develops we found three sets of reasons: (a) pull factors (good prospect, ever increasing demand, etc.), (b) push factors (previous experience, family business, etc.) and (c) distress factors (low capital or skill required, etc.). According to the push factors many of the employees previously working in such units start new enterprises of their own after acquiring some training and experience. Such a step provides them with marginally higher income (from wages and profits) compared to the low wage paid by their ex-employers; about three-fourth of the firms initiated business due to push factors. But at mature stage many firms fall behind due to distress factors with low capital per units. Many of these firms report to suffer from both resource and marketing problems. At the opposite end, the relatively better off units are those that are enjoying higher capital and returns per capital. Recently established firms came into being due to pull factors.

Both composition and growth pattern of the knitwear industry have shown tremendous heterogeneity. There are segments of firms with linkage to the organized sector, fortunes of these types of firms vary with the whole industrial sector. In contrast, there are segments that grow when the organized sector is slackening as people without alternative employment opportunities get deposited therein. While certain segments of them cater to the industrial demand for intermediaries, some others fulfill the demand of the final consumers. This heterogeneity is not only across size class of the units but across product groups also. As a result, their growth is influenced by diverse economic processes.

The main focus of this study was to give a bird's eye view of the comparative look of the knitwear manufacturing belt of Narayanganj. In this context the study tried to inquiry into the causal influence of size composition of firms on patterns of growth and chief characteristics to relate the basis towards historical and institutional evolution of the industry in the spatial stratification into Narayanganj. Based on our observational findings during the study we want to re imply some policy on that basis.

- It has often been accused that the productivity levels in the Informal Manufacturing Sector are very low. Hence, policy-makers are often tempted to ignore this sector, hoping that with time it will transform itself into 'formal' sector but allocation of resources to the informal sector engaged in these activities would thus serve the dual objectives of employment generation and ensuring comparatively higher returns to capital (capital productivity are relatively higher in informal sector). This has serious policy implications whereby the smaller units are to be properly encouraged, nurtured and assisted.
- Resource availability to these units has also to be facilitated. The formal sector has so far been the main beneficiary of institutional credit in our country. Time has come to redirect funds towards the informal sector which promises better return on investment. Only then can we use the scarce capital available to us optimally.
- Consistent with earlier findings it is evident that technical inefficiency in knitwear sector decreasing in Bangladesh (Yunus, 2009). Though the magnitude is not estimated but the observation is that labor productivity is observed to be decreasing with increase in employment size. Though for large firms the relation is positive. But for the medium and small size firms a possible explanation may be that these firms generally suffer from capital scarcity, and higher employment therein cannot be complemented with

adequate capital (tools and machinery). As a result, an increase in employment does not increase output proportionately and employment expansion leads to a decline in Labor Productivity in these units. A closer analysis of this growth pattern, performance, problems, and prospects of the Informal Manufacturing Sector is necessary if one has to evolve policy regime for their optimal development. In this context, region specific planning can play a much better role than centralized one as much of the growth dynamics of Informal sector is guided by local rather than global characteristics.

References

1. Ahmed, N. M. and S. M. Hossain (2006). "Future Prospects of Bangladesh's Ready-Made Garments Industry and the Supportive Policy Regime", Policy Note Series: PN 0702 Policy Analysis Unit (PAU) Research Department, Bangladesh Bank Head Office, Dhaka, Bangladesh
2. Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) – Government recognized Trade body of Knitwear Manufacturers of Bangladesh, www.bkmea.com, accessed during the November 2009.
3. Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) – Government recognized Trade body of garment factories of Bangladesh, http://bgmea.com.bd/, accessed during the November 2009.
4. Cotton Outlook, Special Feature. March 2009. Bangladesh - Seeking to Sustain Growth, Published by : Cotlook Limited, Outlook House, 458 New Chester Road, Rock Ferry, Birkenhead, Merseyside, CH42 2AE, U.K.
5. Fukunishi, Takahiro (2004). "International Competitiveness of Manufacturing Firms in Sub-Saharan Africa", Institute of Developing Economies Discussion Paper No. 2 (Chiba, Japan, Institute of Developing Economies).
6. Haider, Mohammed Z. (2006). "Export performance of Bangladesh textile and garment industry in major international markets", The Keizai Gaku Annual Report of the Economic Society, vol. 68, No. 1 (Sendai-shi, Japan, Tohoku University).
7. Haider, Mohammed Z. (2007). "Competitiveness of the Bangladesh Ready-made Garment Industry in Major International Markets", Asia-Pacific Trade and Investment Review Vol. 3, No. 1
8. Miller, S. M. (1987), "The Pursuit of Informal Economies", Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 493,pp. 26-35
9. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1046192
10. Mukherjee, Dipa (2003). "Problems and Prospects of Informal Manufacturing Sector: A Case Study of Durgapur City", MPRA Paper No. 4852, Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4852/ Accessed: 29/11/2009
11. Murshid, A.S.K., S.C.S. Zohir, M. Ahmed, I. Zabid, A.T.M. S Mehdi (2009). "The Global Financial Crisis Implications for Bangladesh". Working Paper No-1. BIDS-PRP Working Paper Series.published by BIDS-PRP.

10\. Nath, N.C. (2001). "External competitiveness of ready-made garments industry of Bangladesh: analysis of status and strategies", in Pratima Paul-Majumder and Binayak Sen, eds., Growth of Garment Industry in Bangladesh: Economic and Social Dimensions (Dhaka, Bangladesh Institute of Development Studies and Oxfam GB, Bangladesh).

11\. Paul-Majumder, Pratima (2001). "Occupational hazards and health consequences of the growth of garment industry in Bangladesh", in Pratima Paul-

Majumder and Binayak Sen, eds., Growth of Garment Industry in Bangladesh: Economic and Social Dimensions (Dhaka, Bangladesh Institute of Development Studies and Oxfam GB, Bangladesh).

12. Plattner, S.(1983). "Economic Custom in a Competitive Marketplace", American Anthropologist, New Series, Vol. 85, No. 4, pp.848-858 Stable URL: http://www.jstor.org/stable/679579 Accessed: 29/11/2009.

13. Quasem, A.S.M. (2002). "Adding Value: Building Value-Addition Alliances – Backward Linkages in the Textile and Clothing Sector of Bangladesh" (Geneva, International Trade Centre UNCTAD/WTO, and Bern, Switzerland, Swiss State Secretariat for Economic Affairs).

14. Quddus, Munir and Salim Rashid (2000). Entrepreneurs and Economic Development: The Remarkable Story of Garment Exports from Bangladesh (Dhaka, The University Press Limited).

15. Yunus, M (2009). Technical Efficiency in the Manufacturing Industries in Bangladesh

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Promotion of SMEs for Industrialization

Monju Ara Begum*
Mir Yousuf Ali**

Rationale of SME Promotion

It is said internationally that Small and Medium Enterprises (SMEs) account for about 50 percent of GDP and 60 percent of employment. They are estimated to contribute between 25 and 35 percent of world manufactured exports. According to 2003 survey, the SMEs accounts for 20-25 percent (Tk. 71,000 crore) of GDP and about 40 percent (about 31 million workers of 15 years or older) of employment in Bangladesh. About 98% of industrial enterprises are SMEs accounting for 80% of total employment and around 40-45 percent of industrial value-addition. If we also look at the corresponding scenario in other countries (Table 1), we can safely conclude that expansion of national GDP, employment, and industrial value-addition and output cannot be achieved without promoting healthy SMEs and fast and selective industrialization.

The principal goal of the Bangladesh Govt. economic policy is to reduce poverty which is coherent with the MDGs. For achieving the above goal government is adopted the economic growth policy in the macro-economic framework. If

* DGM-Admin, BSCIC, Dhaka

** AGM-Planning, BSCIC, Dhaka

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

economic growth is to be raised from 8 to 10 percent through different sector of economic activities by 2013 and 2017 respectively, Bangladesh will become a middle income country. In the financial year 2007-2008 the GDP contribution of industrial sector was 29.66 percent. Among them SMCIs sector contibution was 8.25 percent (Tk. 16090.90 crore) If SMCIs sector is nursed properly through appropriate planning, implementation and incentives and other facilities, GDP share of SMCIs sector may rise 30 percent and absorb labour force 30 percent of total labour forces (5.14 million) by 2021.

World Bank stated that every year about 2 million new faces is coming to the employment market. On the other hand, presently 59 million labourforce will reach 76 million and 21 million youth labour force will reach 30 million by 2015 respectively. Presently agricultural sector can only absorb 48 percent labourforce while industrial sector can employ 16 percent. Employment of agriculture labourforce will go down from 48 percent to 30 percent by 2021. The countries economy mainly depends on agriculture. The average annual economic growth (GDP) rate is about 6 percent. This growth has mainly emanated from agriculture and industry. Agriculture contributed to GDP about 22 percent. The scope of generation of additional income and employment from agriculture is gradually decreasing, Considering the situation, the Govt. of Bangladesh is increasingly focusing on the strategies on increasing the industrial productivity as well as to create employment opportunities for the alleviation of poverty.

To cope with the situation, the structure of the economy has been changing from Agriculture to Industry. This is also reflected in the vision 2021 which was declared by the present Govt.

Objectives of SME sector Development during Perspective Plan Period (2010-2021)

Objectives

- To alleviate poverty of 5.14 million people through employment generation by the establishment of 12 lakh 26 thousand Small, Medium and Cottage Industries by 2021.
- To accelerate national economic growth through raising GDP contribution in SMCIs sector from 8.25 percent to 30 percent by 2021 by establishment 12 lakh 26 thousand Small, Medium and Cottage Industries.
- To create domestic supply and demand through producing goods and services from Small, Medium and Cottage Industries.

Constitutional obligation

Constitutional section 16 stated in the following :

Target settings out the Vision -2021 (Declared by the Govt.)	Vision-2021 to be achieve by the SMEs (goal)
• To raise 8 percent economic growth by 2013. • To raise 10 percent economic growth by 2017.	To address the economic growth, to raise GDP contribution in SMCIs secto r from 8.25 percent to 30 percent by 2021.
• To raise GDP contribution from 28 percent to 40 percent in industrial sector.	To raise GDP contribution in SMCIs sector from 8.25 percent to 30 percent by 2021.
• To raise labour force employment from 16 percent to 25 percent.	To raise labour force in SMCIs sector from 4 percent to 10 percent by 2021.
• To reduce un-employment rate from 40 percent to 15 percent.	To create new employment in SMCIs sector for 51.14 la kh person through establishment of 12.26 lakh SMCIs unit.
• To reduce poverty level from 40 percent to 15 percent.	To raise daily wages in SMCIs sector from 2 dollar to 4 dollar.
• To make digital Bangladesh by 2021.	To introduce online system between BSC IC headquarter,Regional, District and industrial estate offices. To motivate entrepreneur for introducing ICTs in SMCIs.

“ The state shall adopt effective measures to bring about a radical transformation in the rural area through the promotion of an agricultural revolution, the provision of rural electrification, the development of cottage and other industries, and the improvement of education, communication and public health, in those areas, so as progressively to remove the disparity in the standards of living between the urban and the rural areas “.

SMEs sector Vision-2021

To transform SMCIs into an economic powerhouse in the country by 2021.

The Sponsoring Agencies and Financial Institutions like BEPZA, BSCIC, BITAC, NPO, SME Foundation & Local and International Banks may achieve the target settings out the Vision-2021 by their programmes and activities.

Proposal for Perspective Plan (2010 -2021) related to SMEs : Targets

(Tk. in crore)

Plan period	Number of project proposed	Proposed ADP Allocation for the projects	Investment by the Bank/ entrepreneurs and BSCIC	Total investment	Number of Small, Medium & Cottage Industries to be establish(unit)				Employment generation (nos.)			
					Small	Medium	Cottage	Total	Small	Medium	Cottage	Total
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Public Sector :												
2010-2021	30	4750.00	-	4750.00	7207	-	809837	817044	848975	-	1240188	2089163
Private Sector :												
2010-2021	-	-	20000.00	20000.00	86000	8000	315000	409000	1540000	520000	1000000	3060000
Total :	**30**	**4750.00**	**20000.00**	**24750.00**	93207	8000	**1124837**	**1226044**	**2388978**	**520000**	**2240188**	**5149163**

Target for Entrepreneurship Development training : 1053960 nos.

-Skill Development training : 52150 nos.
-Management Development training : 1000181 nos.

Detail public and private sector programme are enclosed.

Strategies and possibilities of sectors/sub-sectors

Development for SMCIs Strategy

- To ensure entrepreneurship development programme (EDP) related to SMCIs.
- Reforms tax and vat structure.
- To develop subcontracting arrangement through forward and backward linkage.
- To ensure good infrastructure like power, fuel, gas supply for optimum growth of SMCIs.
- Supply credit facilities for SMCIs through Bank sources in this respect to revive BCD-17 circular of 1987 of Bangladesh Bank and to create endowment funds for SMCIs.
- Enhance access to market for SMCIs product.
- To create one stop services like Indian Development Commissioner authority.It may introduced in Bangladesh for smooth investment in SMCIs sectors.
- To built management capacity in SMCIs sector.

Possibilities

- SCIs are labour intensive and lower capital based.
- SCIs sector takes minimum time for production process.
- Resources and wealth from SCIs sector reduces disparity and provides equitable distribution
- Consume less power and fuel and with less environment pollution
- Scope for using indegenous raw materials and appropriate technology.

Policy Support

- Ensure flows of public expenditure (research, extension, training and market promotion)
- Stimulate private investment through proper guidance and pre-investment counseling.
- Rationalize tax structure (by raising ceiling of exemption limits as regards taxation and by lowering the VAT rates)
- Provide marketing assistance
- Stimulate sub-contracting activities (support for ancillary activities and producers of spares and machinery need to be ensured in light of GOBs sub-

contracting policy introducing through procurement and purchase policy of the government.

- Design a credit guarantee scheme for agro-based small-scale entrepreneurs who do not have the necessary collateral.
- Create a database for the small and medium scale industries
- Channel funds to the small entrepreneurs without collateral through innovative banking.
- Increase of the limit of collateral free loan and keep interest rate below 10%.
- Formation of cluster village
- Establish a training and design centre.
- Ensure more collaboration/partnership among the organization/agencies.

Definition

The term SME bundles Micro, small and medium enterprises and their definition and scope vary in terms of number of employees, annual turnover, capital investment, paid-up capital, etc. from country to country. EU defines SMEs as independent enterprises (not owned as to 25 percent or more of the capital or voting rights by one or jointly by several enterprises) which have fewer than 250 employees and have an annual turnover not exceeding 40 million Euros, or an annual balance-sheet total not exceeding 27 million Euros. Small enterprises have fewer that 50 employees and annual turnover not exceeding 7 million Euros, or an annual balance-sheet total not exceeding 5 million Euro.

In Bangladesh (a) “Large Enterprise” means an enterprise whose cost of durable resources other than land and factory building is above 100 million taka, (b) “Medium Industry” means an industry in which the value/replacement cost of durable resources other than land and factory buildings is between 15 million and 100 million taka, (c) “Small Industry” means an industry in which the value/replacement cost of durable resources other than land and factory building is under 15 million taka, (d) “Cottage Industry” means an industry in which members of a family are engaged part-time or full-time in production and service-oriented activities.

Japan defines SMEs as establishments capitalized at less than 300 million yen, employing less than 300 persons and Large Enterprises as those capitalized at more than 300 million yen, employing more than 300 persons.

The **Figure 1,** showing the share of GDP and employment further demonstrates the importance of SMEs in overall national economy. The industrialized countries had their own pattern of evolution of their SMEs under their own geo-political, social, traditional, environmental and natural endowment history along with the development of science and technology.

The situation of individual countries may be different, but there are many things in common in their approach to strengthening their SMEs, particularly those involved in innovative technology and engineering backed by supporting legal frame, institutions and liberal fund at state initiative to maximize the inherent and acquired creativity of their citizens. The states that failed to do that in time are the economically backward countries of today. Without losing further time, we can also review others' strategy, adapt them to our need and take bold steps forward to promote SMEs to launch selective industrialization for rapid economic development for the sustained welfare of our people.

In 1961 Small and Cottage Industries unit was 3 lakh 77 thousands (Small-21199, Cottage-355800 unit) employment created in these units 13 lakh 57 thousands and produced goods and services valued worth Tk. 2 hundred 35 crore. In 1991 Small and Cottage Industries unit was 4 lakh 44 thousands (Small-38298, Cottage-405476 units), employment opportunity created for 18 lakh 55 thousands, produced goods and services valued worth Tk. about 1637.00 crore.

Short review of Public Sector Activities related to SMEs sector development (Tk. in crore)

Plan period	Fund allocated by the ADP	Number of project implemented	Comments
1st five year plan(1973 -78)	24.25	3	
2 years plan(1978 -80)	12.57	1	BSCIC network project
2nd five year plan(1980 -85)	53.53	11	
3rd five year plan(1985 -90)	280.00	27	including 6 TA project
4th five year plan(1990 -95)	253.69	31	Including 3 TA project
Perspective plan(1995 -2009) Including 5th five year plan, (1995 -2001)Rolling and ADP	573.86	26	23 project completed.
Total Tk.	**1197.90**		

Short review of Private Sector Activities related to SMEs sector development

Plan Period	Investment by the Bank entrepreneurs and BSCIC in private sector	Small and Cottage Industry unit established	Employment generation
1980-85	373.45	24760	100000
1985-90	1261.00	44883	321000
1990-95	1850.00	37009	349000
1995-2000	5524.57	102673	291943
2000-2005	3323.01	189020	492250
2005-2008	4782.21	88099	440037

Currently (2008) Small, Medium & Cottage Industries (SMCIs) unit is 7 lakh (Small 75 thousand, Cottage 6.25 lakh unit) and employment generation in the SCI sector is 32.28 lakh and produced goods and services worth Tk. 27364.00 crore.

In 1951 there were only 327 registered SMCIs unit in Bangladesh where 44000 person got employment opportunity and goods and services produced from these units worth about Tk. 35.00 crore only.

Different GOs like Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC) implemented several types of projects like Infrastructure project (Industrial Estate) for long term. Performance of BSCIC Industrial Estates related to SMEs are as follows (figure is shown in the year of 2007-2008 and up to April 2009) :

Socio-economic impact of the BSCIC implemented projects

- BSCIC implemented 74 industrial estates & other socio-economic projects. Impact of the projects are as follows:
- Investment within the estates Tk. 13584.63 core
- Produced goods and services from the estates worth Tk. 24,683 crore 68 lakh.
- Export-volume from estates worth Tk.13,325 crore 81 lakh
- Revenue provided to govt. Tk. 1,781 crore 69 lakh.
- Employment generation for 3.42 lakh persons.
- Trade, transport and construction work flourished.
- Congenial environment has been created for private sector investment related to SMCIs.

Division	number of I/E	area of land covered (acres)	plot no.	Industies plot	un-allotted plot but waiting for allotment	Production unit	investment	Production			Employment	Power use (in Tk.)	Govt. revenue generation
								Local market	Export	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rajshhi	17	446.35	2375	2323	167	752	728.41	1129.95	39.57	1168.80	22353	29.17	108.32
Dhaka	24	713.63	3739	3709	213	1499	6297.27	5947.90	10995.17	16943.07	242801	147.33	1597.28
Chittagong	22	403.80	2483	2440	338	779	2282.71	2512.73	916.29	3429.02	54973	66.07	222.09
Khulna	11	358.6	1808	1665	1012	367	827.78	1521.68	355.07	1876.15	19412	28.95	113.42
	74	1952	10450	10137	1730	3352	10134.17	11111.46	12306.20	23417.16	339541	271.52	2041.10

- Human resources development has been created related to SMCIs investment productivity and product development.
- Demand, consumption and supply side has been created through SMCIs development.
- Export oriented and import substitute SMCIs flourished.

So far it is known that, recently BSCIC is going to implement an Industrial Park in northern region. Development objective of industrial park is revitalization of rural distressed economy. The park is intended to revitalize distressed rural / semi-urban area through the provision of tax incentives and financial grant like subsidies.

The term and concept of Industrial park is familiar world wide. Widely park concept is being treated as economic zone in the world specially, Special Economic Zone (SEZ). There are so many types of zone exist in the world in the name of enterprise zone (shilpa park), Technology / science park, Hybride zone, EPZ, Traditional EPZ, Free trade zone, petrochemical zone etc.

World wide industrial park contribution

There are approximately 3000 zones in 135 countries today, accounting for over 68 million direct jobs and over 500 billion US $ of direct trade-related value added with in the zone / industrial park. Contributed to export from zones is about 41 percent of global total export. Only woody ICT park, Bangalore, India yearly is exporting software product equivalent 500 billion rupee to abroad.

There are 209 industrial park in Mexico, in EGYPT 53, and in Singapore 42. Technology park / Science park in India-341, Turkey-27 in Malaysia-13 and in Tiwan-14.

Monthly household income and consumption 2005 (Division as % of national average)

	Income	Consumption	Savings rate (%)
National average(Taka / month)	Tk. 7203	Tk. 5964	% 17.2
Rajshahi(%) 1/	81.4	72.0	28.6
Dhaka(%) 1/	110.4	116.2	12.8
Chittagong(%) 1/	120.1	124.3	14.4
Khulna(%) 1/	83.4	77.2	22.8
Sylhet (%) 1/	115.4	122.9	11.9
Barisal (%) 1/	84.6	92.4	9.6

Reasons for undertaking an industrial park in northern region

a) Western Bangladesh (northern region) has been neglected in the development efforts. Still it is continued. The Bangabandhu Jumuna Bridge was one major effort to improve the economice condition in the west but this is not enough.

The Asian Development Bank has pursued programme to accelerate development of the Rajshahi Division, but the fruits of these efforts have yet to emerge and past Government didnot give the west high real priority in contrast to "seminar" priority. One important reason is that the major investors (domestic or foreign) have shown very little interest in the west leaving it. largely to the government.

The following table setting out the economic conditions of the six divisions:

This data comes from the 2005 household income and expenditure survey.

The top line gives the national average monthly income and consumption expenditure, along with the saving rate. The row for each divisions give the percent of the division to the national for income and consumption as well as saving rate for the division.

Chittagong, Dhaka and Sylhet have the highest household incomes while Rajshahi is much lower. The west has only 70 percent of the income in comparison to the east. While the west's consumption is only 60 percent of the east. The income of the west's was about 50 percent lower than that of the east.

b) Poverty reduced in the previous 5 years (2000-2005) 8.9 percent nationally. The poverty indicators 2005 indicate that the poverty levels in the west are about twice those in the east. Poverty levels in the six division are as follows:

(c) Longer transport hauls, poor electricity supply, weaker Banking and telecommunication services, weak infrastructure low levels of wealth and

Division	percentage of poverty level	poverty reduced in the previous 5 years (percent) (2000 -2005)
Rajshahi	51.2	5.5
Dhaka	32	14.7
Chittagong	34	11.7
Khulna	45.7	0.6 (increased)
Sylhet	33.8	8.6
Barisal	52	1.1

Reff : Poverty strategy paper : Prothom Alo 09-09-2008.

HRD related to SMEs and poor communication make the western division uncompetitive.

The problem is not that the government's neglect of undertaking development projects but the failure to provide infrastructure and polices that would encourage private sector manufacturing to invest in the west. To make such manufacturing competitive it is necessary to develop a transport system that is oriented north / south. It is obvious that a garment factory at Bogra will have difficulty in competing with one in Dhaka if both are using Chittagong port.

d) Monga Issues

Western region specially people's of greater Rangpur region have been affected by the monga due to river erosion, landlessness and seasonal unemployment. Every year near about 17 lakh people are affected by the Monga phenomenon. If the industrial park is being implemented, monga affected people will get opportunity for employment there.

More rapid growth and close the gap between east and west it is most necessary to establish an industrial park in the west for volume of industrial production which will be conducive for accelerated economic growth and for employment generation.

Current and future challenges for the sector/ sub-sector taking explicitly into consideration emerging national and global developments wherever necessary

Key Issues and challenges

The following are key issues and challenges faced by SMCIs.

Liberalization and Global competition

Multilateral and regional trade and investment liberalization policies have made markets more accessible and competition more intense among local producers. It is becoming increasingly imperative to be internationally competitive in order to function effectively even in domestic markets. In a dynamic environment market by fast technological changes, achieving and retaining competitive edge is a necessity and a challenge. Many SMCIs could be efficient exporters if they were properly motivated and assisted in acquiring the necessary skills supported by a strong infrastructure and given the right advice and assistance.

New Emerging Technologies

Most SMCIs don't see the importance of ICT applications in their daily operations. They do not realize that emerging technologies and advances in ICT have contributed to productivity growth and economic competitiveness. The increasing use of ICT in business is making it possible for large companies to secure multiple suppliers. These suppliers have to meet the requisite product quality, cost and speedy delivery with in a compressed time frame with competitiveness being increasingly determined by leading edge technologies, it is crucial that SMCIs rapidly develop their capacity to adopt and adapt technologies that are appropriate to their industries.

Skill Development

Most SMCIs are labour intensive. Skills upgrading and knowledge acquisition, which are all critical to long term competitiveness. SMCIs have a negative attitude towards investment in training. They fear losing well trained staff to other companies and their investment. There is a need to change this perception and mindset and to inculcate a training culture among SMCIs. The in sufficient supply of skilled and knowledgeable workforce impedes output expansion. Therefore, the ultimate objective is to produce skilled and knowledgeable workers for SMCIs to be competitive in quality price and delivery.

Finance

The most cited problem confronting SMCIs is the inadequacy of finance. A key reason is SMCIs are seen as high-risk by the average banker, SMCIs traditionally finance their operations through own savings, loan from families and friends, as well as supplier credits. New start-ups face difficulties in securing credit, as they have little collateral and no track record. In addition, there is the problem of long processing time for loan application, while their should be a balance between meeting the needs of SMCIs and prudent banking practices. The solution still lies in improving access to institutional credit for SMCIs. This is a critical factor because a loan delayed is virtually a loan denied.

Information

The ability to seek and apply information in business operations will help SMCIs to be efficient in the new business environment. As knowledge is pivotal in modern manufacturing, SMCIs need to acquire critical knowledge and skill to merman competitive. Technology and knowledge investments have provided

Table 1: Economic Contribution of SMEs in Selected Countries (Share, %)

Country	SME, Max.Em - ployees	SME Nos, %	SME employ-ment, %	SME GDP Value - ad, output, %	Export! GDP, %	Share of SME Export
OECD/EU						
Australia	100		70.00	30.0		
Belgium	250		69.25	. 69.25		
Canada	500	99.8	47.0	43.0		
Denmark	500		78.40		27	46 (M)
Finland	250	98.5	52.0	40.0ofGDP	19	23 (M)
France	500	97.6	56.6	49.8	18	26 (M)
Germany	500	99.3	69.3	57.0		
Ital y	200	99.2	71.00	55.0	15	53
Netherlands	100				47	26
Spain	500		74.95			
Sweden	200	99.0	60.0	57.0 Total V -ad	25	30
Switzerland	500		75.20			
u.K.	250	99.1	55.0	52.0		
USA	500	97.6	50.1	52.0	12	31
AfricalLatin America						
Egypt		90.0	11.0 (M) .	9.0 ofM. V -ad		
Brazil	250	99.2	66.8	60.8 (M) output		
Mexico	250	89.7	44.6 (M)	31.1 (M) output		
Venezuela		93.2	39.5(M)	13.8 (M) output		
Asia						
Bangladesh	100		80 Ind.	5.0		
China		99.0	92.0	60.0ofGDP	21	40-60
Hong Kong	100		61.50			
India		97.6	4.5	6.9; 80.0 Ind		
Japan	300	99.2	72 (M)	69.5.0	12	13.5
Korea. Rep	300	99.7	71.0	47,5 gr out put, 49 V - ad	27	40
Malaysia		-	17.5 (M)	I 5 (total), 17.6 V -ad	72	15
Pakistan		60.0	80 (Ind.)	15.0ofGDP		
Philippines	200	99.0	45.0	28.0 V -ad (M)		
Singapore	100	97.0	58.0(M)	41 (M) Output	138	16
Taiwan	200				44	56
Thailand	200		65 (In d)	47 (M) V -ad	29	to
Vietnam	200			24.0	7	20

Source: UNCT AD report, Geneva February 2003. N.B: Data are for reference only as some data of valious years are included. Note: M: % of ManufactUling sector : Ind : % of industrial sector

significant competitive edge to companies especially in design, product research, process, innovation and management information system, SMCIS thus, need a referral centre to which they can turn for information and advice on the various areas concerning their operations.

Impediments to SME growth and its Export

Traditional family business that starts with own finance and gradually becomes Small enterprise, or small firms that want to expand, or entrepreneurs who want to start new venture within the scope of SMEs face problems in growth or expansion of export, including lack of access to desirable finance due to a number of factors without state support, some of which are-

Constrains for SME Development and access to finance

* State Regulation
* Administration
* Trade Framework
* Commercial Banks' general perception of risk in lending to SMEs
* Higher administrative cost of bank.lending to SMEs
* Lack of credibility of SMEs
* Insufficient ability of Banking Sector and high interest rate (applicable in Bangladesh)
* Small and micro-enterprises' difficulty in providing securities or collateral for their loans
* Incapability in Export Marketing
* Trading Cost
* Lack of access to global production network and outsourcing or OEM market
* Weak supporting system for SME
* Low R&D capability and facilities, poor access to advanced technology and skilled manpower; and weak industry academia collaboration.
* Weak preparation for Standardization, testing and quality certification

ASEAN experience related to SMEs Development

ASEAN countries more or less followed Japanese policies and practice in promoting SMEs and the industrialization itself. They are enacting laws and

building financial and other SME supporting institutions under SME promotion laws of their own.

S. Korea has been restrictive in allowing undesirable foreign investment. South Korea has a prohibited list which includes, among oihers, Manufacture of Tobacco products. Eectricity, gas and water works, communtcation, transport, Railway lransport, FnanciaI and Business services, savings bank, real estate, training school, hospital etc. Restricted projects include, among others, projects which cause extensive pollution, projects which endanger the livelihood of farmers and fisherman. The technology inducement contracts whose main purpose is only to utilize a monopoly sales/right, only to sell raw matelials, parts or accessories; which violate the Antitrust and Fair Trade Act are not acceptable.

Malaysia, often cited as a case of development based on inward FDI, adopted wise policy of FDI in phases:- phase-1: Import substituuon strategy (1957-70); phase-2: export-oriented strategy (1970-80); phase-3: Second round of Import substitution strategy (1980-85); phase-4: export oriented strategy (1985- present). Malaysian inward FDI is regulated by “Foreign Equity Guidelines” designed to selve the changing needs and directions of the country’s industrial polIcy, in whIch the govemment has always played an active role. Thailand policies were also quite similar.

INDIA

India completely shut off foreign inward direct investment until I 990s. Now she controls it through sector-wise guidelines and forbidden. Iists which include: I). Arms and ammunition, 2). Atomic energy, 3). Railway transport, 4). Coal and ligentic and 5). Mining of iron, managanese, chrome, gypsum, sulphur, gold, diamond, copper and zinc. A company with more than 24 percent foreign equity cannot invest in small-scale industry. For certain telecommunication services foreign equity has been resttricted to the limit of 49 percent. Guidelines for approval is applied to any undesirable foreign investment. Scrutiny includes evaluation of the level of technology to be offered.

To facilitate SME financing India established Small Industties Development Bank with SME growth fund of Rs. 500 crore in 1980. It is now proving technology oriented risk fund as well.

CHINA

China has been cautiously moving from all state owned enterprise economy to a mixed economy with gradually increasing attention to private sector. It is

formulating comprehensive SME promotion Law and SME financial institutions utilizing Japanese experience as applicable.

State-owned Financial Institutions

Bangladesh had 4 National Commercial Banks (NCBs), viz., Sonali, Janata, Agrani, and Rupali. These are said to have been losing money due to heavy non performing loan, overstaffing for political reasons, excessive losing or redundant branches and. Government policy-imposed lending at subsidized interest rate on bank's account, creating excuses for so-called privatization. Instead of solving the genuine problems at the root, again on the plea of international financial lending institutions, Bangladesh hired a foreign non-banking, allegedly corrupt accounting firm found guilty of wrong doing in USA and Japan, to prepare these banks for privatization at a consulting fee of about Tk.1 00 crore, that too with money borrowed from World Bank, payable in foreign excnange.

As is commonly known, most of the countries all over the world severely restrict purchase of equity share by any foreign interest beyond 10% or so of domestic bank. It is hard to get permission to even open a branch by any foreigner in many countries. Purchase of bank or landed property is not an investment. It is difficult to understand why Bangladesh is so enthusiastic about selling share of Rupali Bank which has branches throughout the country to a foreign interest. If at all, it is to sold for valid reason, shares can be sold in local share market in phases over a few years after it is brought to profitability by restructuring. Of course, if something other than national interest or fairness is involved, the justification may be different.

In early stage of industrialization, state-owned banks provide a financial leeway for the government to take bold policy initiative for fast development.

Bangladesh Shilpa Rin Sangstha (BSRS) and **Shilpa Bank** are two state-owned specialized banks for financing industries at different phases. Recently, their activities are not noticeable.

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) and BASIC Bank are supposed to be involved in financing SMEs. PKSF seems to be providing funds to NGOs which usually lends at a prohibitive rate. Despite sounding fanfare of micro-credit, this can be thought be doing disservice to the society and healthy economy unless, of course, endborrowers' annual interest rate is kept at not more than 4 to 6% depending circumstances. BASIC bank appears to give banking service to SMEs as more or ordinary commercial bank. This may be restructured to finance SMEs only as a specialized bank.

To facilitate marketing of local SME products, local or foreign banks may be discouraged to lease-finance imported consumer durables or luxury goods or non-essential items except industrial capital. machinery and equipment.

Recommendation for the Promotion of SMEs for Industrialization in Bangladesh

1) The national government shall formulate a **Basic SME Promotion Law** with comprehensive guidance on all aspects' of SME promotion and necessary policy-making council under the Minster of Industries with 25 to 30 members selected from amongst people of learning and experience serving on part time or full time as the case may be, while proper staff may be appointed by the government in consultation with the Council.

2) **Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation (BSCIC)** Shall be strengthened or a new SME promotion agency shall be established with sufficiently large fund so as to provide SMEs all the support service and coordination service to be authorized and mandated by SME promotion Basic Law as updated from time to time, including -

- promotion of business innovation and new business start-ups" (or, promoting self sustaining enterprises);
- strengthening the management base of SMEs" (or, enriching business resources);
- facilitating adaptation to economic & social changes" (or,offering a safety net), especially in the areas of finance and credit guarantee, so that SMEs can deal with such situations more effectively and promptly.
- Operation of SME information centers and network;
- provision of R&D facilities, manpower training, design facilities, prototype development, support testing and standardization;
- Liaison with related agencies to ensure uninterrupted utility service and safety;
- Liaison with public procurement agencies for up-to-date information;
- Establishment of new industrial estates and improve existing ones as necessary.

3) **Clear law shall be established for public procurement from SMEs** up to not less than certain percentage, say 40% with price advantage of 15 to 20% over import or procurement from Large enterprises.

4) **A dedicated new financial institution for SME**, say, The Bangladesh Finance Corporation for Small and Medium Enterprise (BASME) (finance work, securitization support work) be established to provide sufficient, long-term, low-interest fund (say, at 1.0 to 2.0 %) out of budget allocation with liberal terms of collateral. It may start with Tk. 700 crore in the first year and increasing every year by 50 to 100 percent.

5) **Credit guarantee corporations to be created to guarantee loans to SMEs**

6) **Bangladesh Bank** shall purchase Asset-Backed Securities(ABS) and Asset-backed commercial Papers (ABCP) of domestic SMEs, particularly manufacturing ones.

7) **Bangladesh Bank** shall discourage import of luxury items, disproportionate investment in service sector to save sufficient foreign exchange, and develop austere budget for some years to a) revalue currency gradually up to a target of ,say,**Tk 45 to a US Dollar** over, say, 4 to 5 years, b) introduce low-interest regime, say, at around 4-5% for commercial bank so that prime rate is never more than 0.5% to 0.75% above the rate of interest for one-year fixed deposit, or BB official discount rate, which will reduce government debt service burden and vitalize stock market. Bangladesh currency shalf not be convertible for a reasonable period before the economy gains strength. Foreign banks imposing various levies and charges shall be made to follow national rules and refund all unauthorized deduction from account holders.

8) **Bangladesh Bank** shall protect itself against foreign institution' or governments' influence on its monetary, fiscal and other policies. Bangladesh Bank policies shall be reviewed by a "Policy board" consistir]g of experts in the field of national development policy instruments. All foreign borrowing shall be studied from national context.

9) **Lease-financing** by local and foreign'banks shall be restricted to local products, except for capital equipment or urgently needed essential items.

10) **NGO shall** not be allowed to carry out direct or indirect banking service, and their inter st charges for any service shall be below 4-5% for agricultural activities, while acceicing shall be fixed at 7 to 8% for higher-profit low-priority areas.

11) **FDI** shall be allowed selectively, that will accompany technology not available locally, or allow expansion of export market. FDI in Banking, real estate, utility service, road transport, railway, aviation, mining, construction, medical service, retail store, etc. shall be prohibited and

national interest shall be considered in each case, applying the rules that "Government shall not approve any agreement between the Government or any local party and foreign investors, provided such agreement, if executed, would cause apprehensions as to the occurrence of anyone of the below mentioned consequences:

a) It might imperil national security, disturb the maintenance of public order, or hamper the protection of the safety of the general public. or

b) It might adversely and seriously affect activities of our business enterprises engaging in a line of business similar or related to the one in which the investment is to be made, or the smooth performance of our national economy,"

12) **The national government shall take initiative to promote automobile manufacture** with about 80% local content over a period of 5 years, automobile components manufacture, shipbuilding, railway equipment, industrial plant and machinery, telecommunication equipment, electrical home appliances, electronic components, semiconductors, fuel cells, generators, agricultural equipment, and other engineering items, which will create vast **value-adding jobs for-Engineering and light engineering SMEs.**

13) **National government shall promote capability building in the private sector to build various infrastructures, if necessary with imported technology.** The concept of building subway, highway, railway, port: etc. on BOT agreement with foreign parties shall bring economic disaster when repatriati.on in foreign exchange will start, and thus the government shall be mindful of relying local capacity and finance.

14) **If budget deficit calls for borrowing, the government shall prefer borrowing from local sources to borrowing from external sources,** particularly when it is not for foreign purchase of production equipment or technology.

15) **The government shall immediately regulate the mobile phone** charges to a low of Tk O.5 / minute or so to stop drainage of foreign exchange earned by expatriate wage earners, and take initiative to expand and improve the service of Bangladesh T& T Board with fund and technology input for national interest. Local manufacture of equipment shall be promoted to create local job.

16) **There shall be established a Research Development Corporation** to promote and finance R&D, and strengthen academia industry collaboration. There shall also established R&D and testing facilities for common use of SMEs. R&D shall enjoy tax credit.

17) **The Bangladesh Standard and Testing Institute shall be revamped** and technologically improved to help SMEs establish higher standard, ensure quality and mitigate pollution for protection of environment.

18) **There shall be established Fair Trade Commission to ensure** fair trade practice, settle dispute and monitor and enforce payment practice between main contractor and subcontractor and promote ADR (Alternative Dispute Resolution) in business world.

19) **The government shall establish various specialized**, well-considered institution to help promotion of SMEs as a way of creation of employment, industrialization and strengthening of economy in all changing circumstances.

20) **Government shall rationalize taxation and vat on SMEs** to strengthen their performance. Import duty on industrial raw material and intermediate products shall be in consideration of processing steps to encourage local production from, possibly raw material stage.

21) **Government shall make decisions on institutions or policies** or staffing based on thorough study and on the advice of specialized experts knowledgeable and experienced in respective subjects and not on shallow and quick bureaucratic considerations only.

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১২

SME : A Potential Sector to Boost-up our Economy

Nirmal Chandra Bhakta*
Hasan Tareq Khan
Amitabh Chakraborty

Abstract

Presently, the global economy is facing a series of threats/challenges. For example, in recent time it has been hit by recession which is still continuing. Moreover, the global climate change, which is a burning issue for the whole world, will definitely have effects on the global economy. These challenges are mostly effective for third-world countries like Bangladesh. Our economy firmly depends on agriculture, Readymade Garments (RMG) sector and foreign remittances sent by our manpower working worldwide. If any of these sectors is adversely affected then this will cause our economy to face a great problem. For the betterment of this situation we need to create another alternative. If we look thoroughly then we will find that Small & Medium Enterprise (SME) sector is the most promising and fit one to be considered. The creation and development of SMEs is seen as important element of overall economic policy, especially for promoting employment and reviving a mature economy. As a matter of fact, in our country, SME sector is encouraged by government and Bangladesh Bank. But still the sector is facing a lot of problems in getting mainstream financial assistance.

* Authors are General Manager & Assistant Directors of Bangladesh Bank respectively. Opinions expressed in the paper are their own, and in no way reflect the official position of Bangladesh Bank.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

The good thing is that both the government and Bangladesh Bank are emphasizing financing this sector. But providing proper assistance to SME sector is still not at the required level. SMEs are overall labor-intensive than large firms and they have a special role to play in filling any shortfall in economy. So, a vibrant SME sector is needed urgently. It will also create new jobs and in our country a big portion of the population is jobless. This write-up includes the scenario of the problems of SMEs, the steps taken by government & Bangladesh Bank, the activities of banks/Non Banking Financial Institutions/Micro-credit Financing Institutions to finance SMEs and some recommendations, for its development.

1. Introduction

As there is no complete, universal definition of what constitutes a small and/or medium size enterprise; it has been difficult to draw comparisons of economic importance of SME sector either spatially or over time. To simplify the issue, the European Commission has defined the SME sector as businesses with fewer than 500 employees, and broken that definition into three sub-categories:

- Micro-enterprises, with between 1-9 employees
- Small enterprises, with between 10-99 employees
- Medium-size enterprises, with between 100-499 employees.

For the present write-up, however, SMEs have been defined as per Bangladesh Bank's ACSPD Circular No. 08, dated May 26, 2008 (issued by Agricultural Credit & Special Programs Department –ACSPD of Bangladesh Bank). This circular provides an indifferent definition of Small & Medium Enterprise (SME) sector as given below-

(1) A Small Enterprise is an organization which ideally is not a public limited company and possess the following criteria:

- **Service Concern-** The total fixed asset (excluding land & building) worth Tk. 50,000.00-50,00,000.00 and/or manpower is 25 or less.
- **Business Concern-** The total fixed asset (excluding land & building) worth Tk. 50,000.00-50,00,000.00 and/or manpower is 25 or less.
- **Manufacturing Concern-** The total fixed asset (excluding land & building) worth Tk. 50,000.00-1,50,00,000.00 and/or manpower is 50 or less.

(2) A Medium Enterprise is an organization which ideally is not a public limited company and possess the following criteria:

- **Service Concern-** The total fixed asset (excluding land & building) worth Tk. 50,00,000.00-10,00,00,000.00 and/or manpower is 50 or less.
- **Business Concern-** The total fixed asset (excluding land & building) worth Tk. 50,00,000.00-10,00,00,000.00 and/or manpower is 50 or less.
- **Manufacturing Concern-** The total fixed asset (excluding land & building) worth Tk. 1,50,00,000.00-20,00,00,000.00 and/or manpower is 150 or less.

Bangladesh is mainly an agro-based country. The economy of Bangladesh has undergone rapid structural transformation towards manufacturing and services. Small and medium enterprises have been considered as the principal driving force of Bangladesh's economy. SMEs in Bangladesh, along-with stimulating private ownership and entrepreneurial skills, are flexible and can adapt quickly to changing market demand and supply, generate employment, help diversify economic activity and make significant contribution to the exports and trade of the country. The contribution of the agriculture sector to GDP has declined from 50 percent in 1972-73 to around 20 percent in 1999- 2000 and 15 percent in 2004-2005. So, now boosting the SME sector, the thrust sector of our economy, should be an imperative. Along with growth of industrial sector which includes large industry as well as small and medium enterprises, the Microfinance sector is also contributing to the GDP silently by playing a significant role in the rural economy. The member-based Microfinance Institutions (MFIs) constitute a rapidly growing segment of the Rural Financial Market (RFM) in Bangladesh. To provide financial services to the poor people, Grameen Bank and other more than 1000 MFIs are operating mostly in the rural sector of the country. Besides Grameen Bank, BRAC, ASA, and PROSHIKA are being considered as big NGOs/MFIs. These institutions have an explicit social agenda to cater to the needs of the poorer sections of population, and have a focus towards women clients.

In the industrial sector, the Small and Medium Enterprise (SME) is widely believed to be the potential engine of economic growth of Bangladesh. According to the 2003 National Private Sector Survey of Enterprises in Bangladesh, the SME sector accounts for around 40 percent of gross manufacturing output, 80 percent of industrial employment, and 25 percent of the total labor force in this economy. Although SME Foundation and IFC-SEDF's efforts to create awareness among the banks and Non-Banking Financial Institutions (NBFIs) to be more focused on SMEs are laudable in Bangladesh, the sector still needs greater supports from both FIs and the government.

2. Objectives of The Study

The objectives of the study are:

- To explore present scenario of SME sector in Bangladesh
- To identify funding sources of SME financing
- To identify the constraints of SME sectors
- To provide a view of banks'/FIs'/MFIs' financing the SME sectors
- To provide policy recommendations to boost SME sector in Bangladesh

3. Methodology

The study has been conducted through analyzing the information and data from the secondary materials. The information has been collected from different research studies of Bangladesh Bank, Bangladesh Enterprise Institute (BEI), Centre for Policy Dialogue (CPD), International Finance Corporation (IFC), South Asia Enterprise Development Facility (SEDF), Ministry of Finance and Ministry of Planning of Government of Bangladesh. Moreover, information and data has been collected from websites of various organizations like Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), BRAC, Grameen Bank, and Association of Social Advancement (ASA) etc.

4. Sectoral Contribution To Gdp By Smes In Bangladesh

The SME sector of Bangladesh has developed steadily with the needs and demands of the economy and has contributed different sectors of the economy. The following table will provide a view of SMEs' contribution to GDP where each sector contributed by SMEs is named and the % of each sector's contribution (as %) in SMEs' part in GDP are shown:

This can also be shown with a graphical representation, to provide a more clear view, as shown below:

So, from the above table & graph, it is clear that still there are scopes for SMEs to contribute in GDP. At least the contribution can be provided to two of very important and sensitive aspects of our country, Education and Health & Social Work.

Table 1: Sectoral contribution to GDP by SMEs

Sl No.	Sector contributed by SMEs	Sector's contribution in SMEs' part in GDP (%)
1	Agriculture	24
2	Fishing	4
3	Manufacturing	38
4	Construction	1
5	Wholesale & Retail Trade	23
6	Hotels & Restaurants	4
7	Transports, storage and communication	1
8	Real estate, renting and business activity	2
9	Education	0
10	Health & social work	0
11	Other services activities	2

Graph 1:

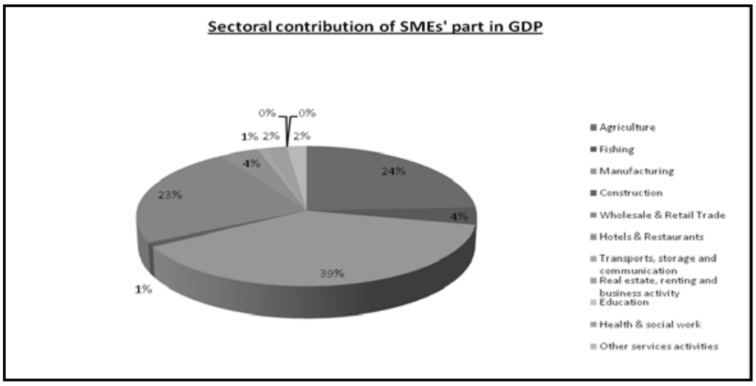

5. Potentialities of SME

As Bangladesh is a low-scaled industrial country and massively dependable on import of necessary goods, so uplifting of small & medium scale industry is really a unique opportunity for the nation. At present, we import not only the human food grain & spare machine parts but also a huge quantity of cattle feed. If we can flourish SME in this sector to produce these least-technological items of our own we may save foreign exchange and get our Balance of Payment (BOP) in a favorable position. This will as well generate huge employment of the nation. The most prospective areas of flourishing SME sector are given below which will really support the above statement:

Agro-Farming- At present in our country almost 8500 hector of land is out of agricultural use. Providing SME if we can bring this land under various agro-farming modes like fishing, multi-farming, dam-based farming, etc. all these land will then become parts of production which will increase our GDP undoubtedly. Besides this opportunity the present individual cultivation system is also an outdated cultivating system. By providing SME we may also encourage the small land owners to come under a single co-operative farm umbrella. Then use of modern technology of cultivation will be possible. This will increase the present rate of production; also hit the GDP to upgrade.

Agro-industry- Presently, beef-fattening, dairy & poultry farms of the country are significant by number & production. The necessary raw material i.e., feed, furniture, instruments, medicines, etc. yet depend on import. Though a good number of large scale industries are established in this line the end farmers even to get the price facility of these products which usually make price of eggs, meat and milk vulnerable. In this connection, the low-scale feed meals have huge potentiality in the rural areas. SME may facilitate these backward linkages which may promote the overall poultry and dairy sector, in fact the total agro-economy.

Renewable Energy- Presently, some of our organizations have already started their operation in the rural areas to promote renewable energy for rural peoples. Through SME we promote more renewable energy farm to promote renewable energy in the rural areas, which will boost the electrification of the country and ensure more economic development of the nation. In this line the sole renewable energy firm and individuals may consider the most desirable investment group.

Food Industries- It is well-spoken that we have huge potentials of exporting food item in Middle East, Africa, & East Asia. In this connection SME may promote the food industries of the country i.e., fruit-juice factory, cheeps factory etc. If it is possible we capitalized the current market opportunities like India & Thailand.

Light engineering farms- As a developing nation we needs huge spare parts in each year as well as we have huge opportunity to assemble computer and other electronics goods like Malaysia, Indonesia and Srilanka. Through SME we may provide 200 million taka capital which is enough to establish these kind of industries in the country if the owners equity is 50%.

6. Are Smes In Bangladesh Financed Sufficiently

We have faced a little effect of global recession due to three sectors of our economy-

- Agriculture,
- SMEs,
- Remittance

This is the comment from Dr. Atiur Rahman, the present Governor of Bangladesh Bank & a well-known economist of our country. This comment is enough to clarify the importance of SMEs in our economy. But unfortunately, this sector is not getting sufficient financial assistance from banks/MFIs.

There are 4-5 lacs SMEs in Bangladesh. According to Bangladesh Economic review 2009, around 6% of the country's a total of US$90 billion economy comes from SMEs and it is the largest sector in terms of employment generation. Almost 30% of Bangladesh's economy is believed to be SME-driven. The SME sector of Bangladesh has developed steadily since early 1980s with the needs and demands of the economy. But until 1991 when the 'Industrial Policy' was enacted, the SME sector did not get any attention from both government and private sector. The Industrial Policy of 1991 defined about 'Small Industry'. Later, the Industrial Policy 1999 distinguished medium industry from large industry and defined the size categories in terms of both capital and employment size. In the latest Industrial Policy, a distinction was made between manufacturing and non-manufacturing enterprises. In the case of the manufacturing enterprises, sizes had been defined in terms of the value of the fixed assets while in the case of the non-manufacturing enterprises the cut-off line had been identified in terms of employment size. The biggest impediment to SMEs is the lack of sufficient capital needed to operate their business. Most businesses often have to start with their own savings or by borrowing. The bank financing become lately available to them. It becomes very difficult for the SMEs to raise fixed and working capital from the commercial banks, let alone other FIs. Because banks, despite sound business models, mostly remain reluctant to small scale entrepreneurs who do have any start-up equity.

6.1 Sme Financing By Banks/Nbfis

The banking industry has increased focus on loans to SMEs, which have remain ignored for years despite the sector's huge contribution to the economy. Previously, banks disregarded lending to the SMEs terming it as an informal sector that is even unable to maintain the books of account. Higher management cost and risk have also discouraged the banks not to lend to the SMEs. According to the bankers the lending rate for SMEs should be higher than that of corporate lending.

Half of banks lag in SME financing- Nearly half of the private commercial banks (PCBs) exhibit poor performance in SME credit disbursement despite the central bank's continuous efforts to boost it. 13 PCBs disbursed less than 5% of their total loan portfolios to SMEs (Bangladesh Bank Data) whereas 6 PCBs lent around 40% or more of their total loan portfolios to SMEs. In fact, the average SME loan portfolio of PCBs is 13.45%.

In table-2, a scenario of % of SME financing with their total loan portfolio, for January-March, 2009 is shown:-

Table 2 : Least SME financing banks

Sl. No.	Name of bank	% of SME loans to total portfolio
01	Bangladesh Commerce Bank Ltd.	0.03
02	Jamuna Bank Ltd.	1.00
03	Mercatile Bank Ltd.	1.05
04	ICB Islamic Bank Ltd.	1.41
05	Trust Bank Ltd.	2.00
06	Dutch-Bangla Bank Ltd., Social Investment Bank Ltd. and One Bank Ltd.	>4
07	Eastern Bank Ltd., Standard Bank Ltd., Mutual Trust Bank Ltd., Bank Asia and Shahjalal Islami Bank Ltd.	About 5
08	Pubali Bank Ltd.	>8
09	Uttara Bank Ltd. and AB Bank Ltd.	About 40
10	EXIM Bank Ltd.	48
11	BRAC Bank Ltd.	62

Source: The Daily Star, December 09, 2009.

Graph 2:

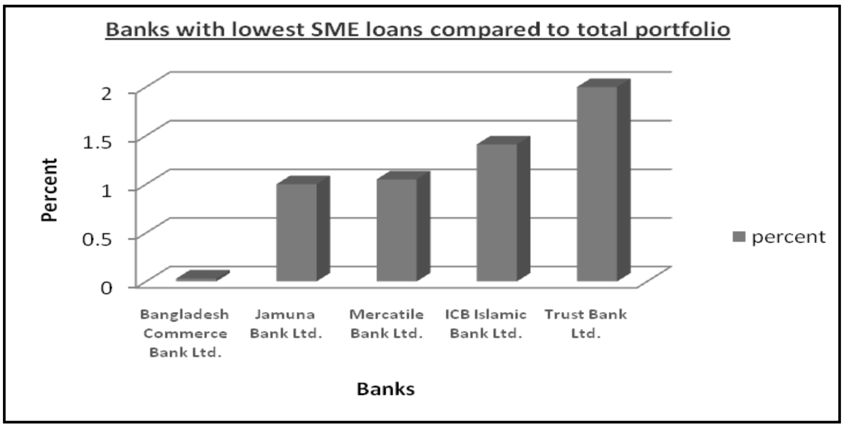

From the table-2 above we see that BRAC Bank is in the top position regarding financing SMEs. But overall situation is not satisfactory. The position of the lowest SME financing banks can be graphically represented as following-

Why banks lag- Due to small loan size, the operational cost is higher and they require intensive monitoring and supervision. The main reason of higher risk is that small and medium entrepreneurs are highly unlikely to comply with the collateral requirements as typically they do not have immovable properties. With the excuse of collateral sometimes banks and Non-Bank Financial Institutions (NBFIs) are reluctant to finance SMEs.

Banks views have changed- Now bankers believe the move would help banks to cope with the declining demand from big corporate clients mainly due to the global financial turmoil. BRAC Bank Ltd., that is the pioneer and by far the market leader in SME lending in Bangladesh, has lent nearly Tk. 8000 crore to SMEs. Besides four state-owned commercial banks (SCBs), nearly half dozen private banks e.g., Prime Bank Ltd., The City Bank Ltd., Eastern Bank Ltd., United Commercial Bank Ltd. and Pubali Bank Ltd., have planned to boost lending to the SMEs this year through setting up separate divisions. Moreover, other banks including AB Bank Ltd., Bank Asia Ltd., Dhaka Bank Ltd., Dutch-Bangla Bank Ltd., Islami Bank Ltd., National Bank Ltd. and Standard Bank Ltd. would also boost SME credit this year.

The following table-3 illustrates the refinancing facility given to banks and NBFIs till April, 2005.

In pursuing the important of SMEs, recently a number of commercial banks, NBFIs and NGOs/MFIs have come forward with special initiatives of different types. Agrani Bank has launched Employment Generation Project for the Rural Poor (EGPRP) and Small Enterprises Development Project (SEDP) in collaboration with some international agencies. A few banks such as the BRAC

Table 3 : Refinancing Facility to Banks/ NBFIs for the SME Sector

Category	Amount refinanced (in million Tk.)				No. of beneficiary enterprises
	Working Capital	Medium term loan	Long term loan	Total	
Banks(n=7)	149.32	626.04	6.63	781.99	1766
NBFIs(n=8)	23.76	230.09	201.41	455.26	426
Total	173.08	856.13	208.04	1237.25	2192

Source: Ministry of Finance (2005) & reported in Bangladesh Bank Financial Sector Review, 2006

Bank and the Eastern Bank are currently rendering a special service named SME banking. Leasing companies are also offering attractive products for SMEs.

6.2 SME FINANCING BY MFIs

The Microfinance industry has made a remarkable growth in Bangladesh over the last one decade. Some large MFIs like Grameen Bank, BRAC, ASA and PROSHIKA are offering Microenterprise loan to their graduate clients. The following Table demonstrates the sharp growth of micro enterprise loan made by 4 leading MFIs (Grameen Bank, BRAC, ASA and PROSHIKA):

Table 4 : Trend of Credit Flows to Micro-Enterprises made by Leading MFIs(in million BDT)

Name of MFIs	2001	2002	2003	2004	2005
Grameen Bank	n.a.	794.10	1507.76	4278.43	7920.44
BRAC	632.07	1250.67	3614.17	4132.80	5944.77
ASA	n.a.	n.a.	206.72	535.44	667.55
Proshika	71.87	120.28	176.17	183.59	245.98
Total	703.94	2165.05	5504.82	9130.26	14778.74

Source: The main sources of this information are websites of concerned MFI, & Bangladesh Bank Financial Sector Review, 2006. n.a. means data is not available.

During the period from 2001 to 2005 total yearly micro-enterprise lending increased by an amazing 2000 percent from BDT 703.94 million to BDT 15161.24 million. More or less the same trend is believed to be true of all the MFIs. Along with large NGOs/MFIs, many medium and small MFIs are also offering Microenterprise products to their graduated clients. Usually the scheduled banks have a common practice of providing loan for small and cottage industries. The loan activities of schedule banks related to small and a cottage industry is presented in table-5.

Graduate clients mean the clients who have been active borrower with the respective MFIs more than three years. There is no unique definition of graduate clients. The definition of graduate clients varies according to the size of NGOs/MFIs.

The Table suggests that banks are gradually becoming more inclined to small enterprise financing. The zero figures for FCBs do not necessarily downplay the role of Foreign Commercial Banks in SME financing. They merely indicate the

Table 5: Dynamics of Schedule Bank s Term Loan (Yearly Disbursement) to Small and Cottage Industries (in million BDT)

Bank category	2003	2004	2005
State-owned Commercial Banks(S CBs)	1272.1	2408.8	4968
Private Commercial Banks(PCBs)	1928	3011.8	5785.4
Foreign Commercial Banks(FCBs)	0.00	0.00	0.00
Development Financial Institutions(DFIs) / Specialized Banks(SBs)	1120.9	1088.4	1507.2
Total	4321	6509	12260.6

Source: The main sources of this information is Bangladesh Bank database and reported in Bangladesh Bank Financial Sector Review, 2006

non-existence of loan made by the FCBs in the specific name of small and cottage industries. Indeed several foreign banks are now engaged in SME banking.

7. Some Organizations Helping Development Of Smes

Some organizations like Bangladesh Bank, Small & Medium Enterprises Foundation (SMEF) are really working for ensuring maximum utilization of SME as a thrust sector to boost our economy. These institutions are working hard to promote, employment, augmenting industrialization, alleviate proverty and accelerate national economic growth.

7.1 Steps Taken By Bangladesh Bank

As like other central banks, Bangladesh Bank is very much aware of the role SME sector can play to boost the economy. In fact, it is true that SME sector can be fuel to lift the economy in a better position. Bangladesh Bank (BB) has taken many steps to bring SME sector on the frontline. BB has instructed banks/FIs, vide ACSPD Circular Letter No. 02/2008, to extend loan to SME sector. In this circular letter BB mentioned that-

- To lower the disbursement & supervision cost banks/FIs were suggested to take assistance from NGOs/MFIs for borrower selection, loan disbursement and recovery thereof.
- Time period for mid term loan facility provided to Medium Enterprise is extended from 3 years to 4 years. There will be 7 equal half-yearly installments with a grace period of 6 month.

With a view to reducing high rate of unemployment in densely populated country, it is expedient to boost up the credit flow in SME sector. This will provide SMEs the opportunity for investment promotion, opportunity for low cost income generation and advantage of low capital to production ratio. Opening bank branches by scheduled banks only for SME sector's loan disbursement facilities and facilitating monitoring for & recovery thereof would be cost effective so banks can open SME service center. Vide the BRPD Circular Letter No. 06/2008 Bangladesh Bank allowed banks to open SME service centers, with prior permission of BB, which will be permitted to perform the following functions-

- The SME Service Centers will render banking services only for receiving application, disbursement, monitoring and recovery of loan to the SME sector.
- The SME Service Centers will be allowed to receive foreign remittances and deliver/handover the same in domestic currency to the payees concerned.
- The SME Service Centers will be allowed to open a separate disk in order to prioritize the women entrepreneurs involved in the promotion of SME sector.

Vide ACSPD Circular No. 01/2008 BB introduced an upgraded refinance scheme for women entrepreneurs in SME sector. To enhance the participation of women entrepreneurs in business concern and to ensure their more access to get credit facility BB increase least amount from 10% to 15% of the 3 funds for SMEs (provided by ADP, BB & EGBMP) which must be provided to the women entrepreneurs. The range set by BB is 15%-40%.

8. Impact Of Global Recession On Smes

The global economic crisis has, at least in some extent, affected our economy. This crisis has exacerbated conditions for SMEs, especially in terms of access to finance and credit availability. Most SMEs around the world are suffering from falling demand. Credit tightening has been severe in spite of drastic easing of monetary conditions by central banks. A concerted effort is needed to support SMEs to revive growth and job creation in developing countries. SMEs in developed countries like Bangladesh have also been hit hard by the global recession. During the 'Turine Roundtable' held in Italy on March, 2009, which was attended by various stakeholders like governments, representatives of SMEs & FIs, attested that SMEs are facing troubles due to this crisis.

9. Constraints For Sme Sector In Bangladesh

Small, medium and cottage enterprises have been identified as priority areas in Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). But the development expenditures do not focus SME development policy.

- During the last few years substantial reforms have been carried out in the external trade regime of Bangladesh due to Globalization and trade liberalization policy. The import procedure has been greatly eased and deregulated. Import tariffs have been lowered and quantitative restrictions virtually eliminated. All these have facilitated greater access of domestic producers to imported raw materials. However, import liberalization has also exposed domestic producers to competition from foreign goods. Liberalization of industrial and trade regimes along with globalization are likely to have had significant effects on Bangladesh's SMEs (Ahmed, 2003; Bhattacharya *et. al.*, 2000).
- The tariff policy on raw materials and finished goods is still irrational. There is no rational tariff policy that encourages domestic production by importing raw materials rather than importing finished goods. As there is not adequate gap between duty on raw materials and duty on finished products, so possible under-invoicing and dumping is very common.
- Although the cottage industries are exempted from Value Added Tax (VAT), the manufacturer, producer and those who render service are required to pay tax. Similarly, there are no differentiated treatments of SMEs either with respect to duty on capital machinery or direct taxes.
- Creating an appropriate and effective legal and regulatory framework is an important precondition for the establishment of a legitimate private sector. The absence of an effective and transparent legal system discourages small firms in exploring into risky ventures of business. There are a number of redundant formal requirements to start and run business that create high compliance costs and become barriers to SME development, growth and market entry.
- The physical infrastructure of a country is essential for industrial development specially the SME sector development. It is obvious that in countries with poor infrastructure, business must devote more resources to such tasks as acquiring information, procuring inputs,

and getting their products to market (World Bank & Bangladesh Enterprise Institute, 2003). Physical infrastructure like roads and highways, electricity, gas, water, telephone etc. facilities in Bangladesh is not sufficient enough to provide congenial environment for SME development.

- Higher transportation cost has been hindering the growth of SME sector. The World Bank-BEI (2003) enterprise level survey finds transport is to be a bigger problem in Bangladesh than in some other countries. It is proven that road transportation cost is higher than water and railway transportation. Although we have the opportunity to use our rivers for water transportation, still this transportation doesn't get wide attention.

- The government and donor agencies have undertaken various initiatives for SME financing, but it is not up to the mark. One of the most severe problems affecting the growth of SMEs is access to finance. SMEs need finance to expand business, to introduce new products, and to market them. Various survey and micro studies in Bangladesh have identified access to finance as the main problems facing the SMEs.

- Entrepreneurship skill lies at the heart of business activities of the modern world. Today's entrepreneurs must have management skills, should have access to up-to-date information, and must be capable enough to analyze events related to market opportunities, risks, and trends. Most owner-managers and entrepreneurs often lack wider managerial skills that hinder their long-term success. Strategic planning, medium to long-term vision, marketing, commitment to quality, knowledge of quality systems, communicating in foreign languages, cash-flow management, information technology are a few critical elements of management required to meet challenges of the market economy, especially in the international market environment (Razzaque, 2003).

- The backward and forward linkage is the key to success of SME development. But in Bangladesh, there is no established backward linkage facility for SMEs as well as large industries. Sometimes, SMEs could become backward linkage for large industries. But this facility is also not observed here. Moreover, in terms of forward linkage, SMEs in Bangladesh, especially the small enterprises, do not

have enough marketing capability and network. An overwhelming majority of small firms do not have resources to be invested in marketing. Advertisement is an important determinant of demand but SMEs in Bangladesh in most cases are not in a position to use this as a marketing tool.

10. Findings

Financial institutions play an important role for the development of a country in the field of business, economy and socio-economic sector. According to World Bank and WTO statistics worldwide SMEs account for 99% of business numbers and 40%-50% of GDP. SMEs are responsible for driving innovation and competition. The major advantage of this sector is its employment potential at low capital cost. The labor intensity in this sector is estimated almost four times more than the large enterprises. Thus SME sector can play a pivotal role in overall industrial and economic sector in the world, especially in countries like Bangladesh. In Bangladesh context, where employment and poverty alleviation are the major challenges, patronizing SME sector could be the best possible solution.

11. Conclusions & Recommendations

11.1 Conclusions

According to the banks SMEs are high risk borrowers because of their low capitalization, insufficient assets and high mortality rates. So, they charges high rates for financing SMEs. Moreover, bank procedures are also prohibitive-project evaluation processes and the requirement for undocumented payment to bank officials often make it difficult for small entrepreneurs to comply with. A World Bank paper titled “Bank financing for SMEs around the world”, which used data from 91 banks of 45 countries, reports banks are less exposed and charge higher interest rates & fees to SMEs relative to large firms. A number of studies using firm-level data have shown that SMEs not only perceive access to finance & cost of credit to be greater obstacles than large firms do, but these factors also constrain SME performance more than in large firms. However, the World Bank found through its survey of banks that 80% or more banks, independent of where they operate and of ownership type, perceive the SME segment to be large with good prospects.

When steps taken by the Government and International Agencies have identified SMEs as a priority sector, the government, in cooperation with Bangladesh Bank and different development partners, has initiated a number of measures with a view to making financial services easily available to this sector. As part of such

measures, recently the Bangladesh Bank has introduced a scheme of BDT 1 (one) billion to offer refinancing facility to scheduled banks and financial institutions against their loans to SMEs (MOF, 2005). Besides, World Bank, under Enterprises Growth and Bank Modernization Program (EGBMP), has provided USD 10 million, and ADB, under SME Sector Development Program (SMESDP), has approved USD 30 million loans in order to extend credit facilities to SME entrepreneurs (ADB, 2005). Due to support of the Government and donor agencies, the disbursement of loan in SME sector is increasing. Bangladesh Bank has approved banks to set up 139 SME service center by 2009. In 2008, some 88 centers were opened by different banks to help SMEs with easy disbursement, recovery of loan and quicker delivery of remittances. Bangladesh Bank also has launched an SME financing scheme worth Tk. 100 crore in 2004. In 2008-09 fiscal year, the fund was increased to Tk. 500 crore to help the sector, which contributes more to employment generation.

The hopeful thing is that Bangladesh Bank, the central bank of Bangladesh, has worked very hard to ensure a helpful environment for SMEs to fulfill their function and to make them able to contribute much more effectively for development of our economy. Bangladesh Bank has opened a separate department regarding SME.

11.2 Recommendations

SME has been considered as thrust sector which contributes into the macroeconomic growth. For the country's overall macroeconomic growth and economic development providing appropriate aids to SME is very important. The following recommendations are very important for SME development:

- Government may give priority to reducing taxes that are profit insensitive, i.e., taxes that are paid regardless of whether the SME is making profit (e.g., payroll taxes).
- Innovative start-ups & high-growth SMEs having adequate access to adequate funding may be ensured. Stimulating the provision of private risk capital through co-investment and reducing/eliminating taxes on capital gains for investment in SMEs by venture capital fund may be considered.
- Improving the SME and entrepreneurship financial environment in the long term. Due to the impersonal structure of modern banking system, banks may consider balancing their scoring approach to SME worthiness assessment with adequate relationship banking.

- Organizations like the SME Foundation or donor/international agencies like South Asia Enterprise Development Facilities (SEDF) could take responsibility of training for SME sector.
- The SMEs should take the responsibility to provide technical knowledge development training like book-keeping and accounts keeping, product costing and pricing etc. to their clients.
- It is universal that entrepreneurship capacity is inherent and everybody cannot become entrepreneur. But training sometimes could make people successful entrepreneur. Enterprise development training is extremely important for SME clients to upscale them to successful entrepreneurs.
- It is found from a study that marketing assistance is the greatest need for all size of enterprises. Business Development Services (BDS) is important to improve the performance, services and expand market of SMEs (USAID, 2001). The BDS is an integrated approach where skill development training, management and marketing training and enterprise development training are included. So BDS is essential for SME development of the country.
- In Bangladesh, the backward and forward linkage facilities has not developed substantially to provide support to the large industry as well as SMEs. The backward linkage facilities are important for both large industries and SMEs. If the backward linkage facilities develop, then the production cost would be less and our products could be sold in competitive price in both domestic and foreign market. In most of the cases the SMEs act as backward linkage for large industry. Although forward linkage is not very essential for the large industry, but it is crying need for SMEs; because SMEs do not have adequate information, linkage, marketing skills, and capital for marketing their products. Sometimes, SMEs need to sell their products in low price with small profit margin. If the forward linkage for SMEs could be established then the profit margin of SMEs will be higher. In this respect, the government, FBCCI, NGOs/MFIs and donor agencies should come forward.
- The MFIs should take initiatives to up scale their Microenterprise clients to SME level and provide necessary support to link these clients with mainstream financial institutions.

- The government should have a clear policy for public development expenditures and increase it especially for SME sector. If the sector has to make much headway, there is need for substantial increase in public investment in the sector particularly in the area of training, extension, research, market promotion, etc.
- Along with foreign investors and also large investors, the SME sector should also be given substantial tax holiday and tax incentive facilities for their sustainable growth.
- It is obvious that the SME sector is facing tremendous shortage of investment fund and working capital. Bangladesh bank has undertaken initiatives for SME financing. The mainstream financial institutions should also come forward and instead of conservative attitude they need to become more flexible in SME financing.
- It is a long term process and needs greater commitment and cooperation of different sectors. If congenial domestic business and political environment could be ensured then along with large industry the SME sector will also develop.
- Usually, while financing SMEs, banks/FIs charges high rate and the installment schedules are also get larger than it should be. In case of potential entrepreneurs, banks/NBFIs may consider installment size and installment period which will be feasible for the borrower to repay.
- The Microfinance industry in Bangladesh has made a remarkable growth during the last decade with diversified products and services. Due to diversified products and services, some poor people have become very good entrepreneurs. But still the main criticism of this sector is that the sector could not upscale their clients to the SMEs to such a large extent, which the sector is supposed to do. Now the Microfinance sector has taken a challenge to uplift their clients to SMEs and bridging the gap between Microfinance and SMEs. MFIs should upscale their operations and the mainstream financial institutions should downscale their financing policy to eliminate the missing middle. If the missing middle could be addressed with financing then there will be no gap and if even there is small gap, then bridging the gap between Microfinance and SMEs will be possible. The proper bridging between Microfinance and SME financing will ensure the sustainable growth of SME sector that will have positive impact on overall macroeconomic growth.

Bibliography

1 Bangladesh Bank web-site: www.bangladesh-bank.org

2 Bangladesh Bureau of Statistics website: www.bbsgov.org

3 Mamun Rashid, *Bangladeshe Khudra Riner Bhovissyat*, The Daily Ittefaq, 09/6/2008

4 Ifty Islam, *SMES have potential to fuel economy*, The Daily Star, 14/4/2009

5. Sajjadur Rahman, *Banks go SME-focused*, The Daily Star, 16/4/2009

6. Sajjadur Rahman, *Half of Banks lag in SME loans*, The Daily Star

7. SME related training materials of Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM), Mirpur, Dhaka.

8. *The potentials of bridging the Gap between Microfinance and SME Financing in Bangladesh, Rashed Al Hasan & K.M. Zahidul Islam.*

9. Wikipedia.

10. Internet.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Jute Industry: Global Scenario & Future Prospect for Bangladesh

Nirmal Chandra Bhakta*
Md. Mostafizur Rahman Sardar
Hasan Tareq Khan
Amitabh Chakraborty

Abstract

Jute, was once popularly considered, and is still considered as the 'Golden Fiber' in Bangladesh. In course of time the prestigious heritage of jute seems to be loosing its glace. But its not all, still there is some air left to breath, a glimpse of light is there at the end of the tunnel. So, not to worry, we can re-boost the situation and the position can be regained and made better. At the beginning of the previous century, there was only one boast of manufacturing industry- jute. Bangladesh is an agriculture-based country and it still depends on agri-products to earn foreign exchange. In the then Pakistan period, jute industry had played important role in our economic development. Still now, jute & tea are two important agricultural products to earn foreign currency for Bangladesh. Though market share of Bangladesh has slide down, export earning from jute is still remaining in the second position. The climate of Bangladesh is very much suitable for quality raw jute (industrial term of jute fiber). So, jute industry can be very much promising for foreign direct investment. To accelerate the growth of GDP e.g. our economy and to regain the Bangladesh's position in

* Authors are General Manager, Deputy General Manager & Assistant Directors of Bangladesh Bank respectively. Opinions expressed in the paper are their own, and in no way reflect the official position of Bangladesh Bank.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

international market re-boosting of jute necessary is very much must. So, considering this fact we did a feasibility study on Jute Industry: Global Scenario & future prospect for Bangladesh.

1. Introduction

Jute is a long, soft, shiny vegetable fiber that can be spun into coarse, strong threads. The fibers are off-white brown and 1-4 meters (3-12 feet) long. It is produced from plants in the genus *Corchorus* family *Tiliace*. Jute fiber is often called *Hessian.* It is one of the cheapest natural fibers and second only to cotton in amount produced, and variety of uses. 'The UN General Assembly has declared 2009 as the International Year of Natural Fibers. The program is being observed throughout the world by different fiber groups. This point is enough to make the importance of natural fibers. Jute, the main issue of this discussion is also a natural fiber. Jute is a plant that yields a fiber used for sacking and cordage. Jute, known as the raw material for sacks the world over, is truly one of the most versatile fibers gifted to man by nature that finds various uses from Technical textiles to Handicrafts. Next to cotton, jute is the cheapest and most important of all textile fibers. Jute is the cheapest ligno-cellulosic, long vegetable bast/skin fiber available in the world. Jute cultivation provides direct employment for millions of farmers, landless laborers, and industrial workers including women and provides livelihood for many more, indirectly. Jute, was once popularly considered, and is still considered as the 'Golden Fiber' in Bangladesh. This consideration is because of its socio-economic values as well as commercial potential. But the tragedy is that this much-cherished fiber, both as one of the most valuable agricultural product as well as a raw material for running the mills, seems to be loosing its glory.

Jute industry is labor-intensive one. So, for unskilled labors, both in developed & developing countries, it can offer entry level jobs. In Bangladesh, where a big portion of the entire population is unemployed, jute sector could create huge job opportunity if stared to re-grow. Modern technology can be adopted even in poor countries like Bangladesh at relatively low investment costs. These technological features of the industry may make it suitable as the first step on the industrialization ladder even in developing countries like us. This could also be helpful for implementation of 'Vision-2021' of the present Government who has promised in their manifesto to provide job opportunity for at least one member of each family.

2. Rationale of the study

Information available shows that presently ready-made garments (RMG) and remittance from the non-resident Bangladeshi’s are the most prominent sectors contributing mostly in our foreign currency earning. It is very much true that right at this moment RMG sector is passing through a critical position for the situation caused by global economic recession that has heat the world economy as a whole, especially the developed countries. Moreover, from the recent past RMG sector of Bangladesh is facing huge competition in the European market. China, Taiwan, India and Sri Lanka are the main competitors of Bangladesh. In this situation Jute industry may play an important role to earn foreign currency for the country. This sector could be promising again and if look prudently this sector may be an alternative of RMG sector in case of foreign currency earning. So we feel ourselves that the subject matter of the research will be helpful for the potential investor and also will encourage the foreign investors to invest in this sector.

3. Objectives of the study

The objectives of this research are:

(a). To provide detailed information regarding the *Global Scenario & future prospects for Bangladesh regarding jute sector* so that the interested entrepreneur can justify the worthiness of their investment.

(b). To provide a view about our Jute industry, re-boosting of Jute industry, present scenario of Jute industry (globally & in Bangladesh), future demand and market of this industry so that investors can justify the viability of their investment.

(c). To motivate the jute cultivators through reestablishing the historic glory of our jute sector.

4. Methodology of the study

The study was conducted on the basis of both primary and secondary sources of data through questionnaire & form design, internet website of different jute mills. In addition, required data were collected from various journals, related published articles, reports and website have been used to find the different techniques of this research.

5. History of Jute Industry in Bangladesh

It would be relevant to mention that ever since jute was first mechanically spun in Dundee (of Great Britain), it has used a modified version of flax carding, and spinning technology. But now jute requires processing machinery for producing various types of new products as well as for producing better quality traditional products. It may be mentioned here that the last major technological change was in the 1950s when the industry adopted sliver spinning instead of spinning from twisted 'roving.' Since then sadly enough, unlike cotton and synthetic textiles, there has been very little effort to innovate and develop exclusive jute machinery. The present jute process machinery was largely designed and made in the UK prior to the 1980s, although jute spinning machinery is being manufactured in Calcutta since 1954. A start has been made to develop more efficient and productive jute processing equipment in India. In the early 1990s some fund was given to jute machinery developers in India under a UNDP project. The main thrust of mill modernization for the industry during the last decade has been more in import of second hand equipment designed for jute or which can be modified for jute processing. In the past carding machines, shuttle looms and winders were made to 1960s and 1970s UK designs in volume in India. Much of the jute machinery operating in India and Bangladesh has been running for three shifts since it was originally built in the 1960s. Some machinery is even older, dating from the 1930s. Many individual components have been replaced many times.

Now we should mention the history related to Bangladesh. As all the region of Bangladesh are jute growing region, the most of jute mills were situated in the then East Pakistan, became the property of Bangladesh after independence in 1971. Pakistani mill owners left the country, leaving the industry in frenzy. The new government of Bangladesh had to take up the responsibility of rebuilding the industry. By a nationalization order, about 85% of industries, including all jute mills, were nationalized.

Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) was formed to manage and look after all the 73 jute mills having 23,836 looms at that time. At one stage the number of jute mills under the jurisdiction of BJMC went up to 78. BJMC had to resurrect the industry from a ruined position. Immediately after liberation, it became very difficult to solve the problem of financial hardship of the jute industries because financial institutions were not working well. For jute industry of Bangladesh, the first two years after liberation was the period of reorganization. The government offered cash subsidy to the industry, which amounted to Tk. 200 million annually. For this reason, Bangladesh could retain its position of a prime exporter of jute

goods in the dollar areas of export. The industry earned profit in 1979-80, when the subsidy was withdrawn. By December 1979, BJMC had 77 jute mills, two carpet backing mills, and two spare parts producing units. In 1980, six twine mills were disinvested to the private sector. In June 1981, BJMC had 74 mills under its administration. These mills had about 165,000 workers and 27,000 managerial and office staff.

Denationalization of jute mills started in July 1982. The government ordered BJMC to complete the process by 16 December 1982, but only 10 mills could be handed over to Bangladeshi owners by that time. The valuation process and settlement of other organisational matters relating to handing over of the mills took a long time. Among the jute mills owned by BJMC, 46 had satisfactory financial performance in 1982-83, when their profit before contribution to national exchequer was about Tk. 240 million. The same mills incurred total losses of about Tk. 430 million in the previous year. Jute mills incurred losses regularly over years and external donor agencies pressed hard for denationalization. More and more mills were put into the denationalization list. In 1999, BJMC had 33 mills. The World Bank continued to work closely with the government to restructure the jute sector, especially through denationalization, merger, dissolution, closure and setting up of new units.

By 1998, BJMC had an accumulated loss of more than Tk. 28 billion and a debt of more than Tk. 11 billion. Losses incurred by BJMC in 1997-98 were Tk. 2.38 billion. Major features of the BJMC mills in that year were: total production capacity - 451,707 tons; looms in operation - 12,350; loom hours - 59.3 million; production per loom hour - 5.33 kg; baled production - 312,000 tons; consumption of raw jute - 319,306 tons; local sales - 29,000 tons; export 256,000 tons; value of total sales (including export bonus) - Tk. 8.5 billion; production cost per ton - Tk. 30,349; wages paid to workers - Tk. 3.89 billion; and salary paid to employees and executives - Tk. 881 million.

Major problems of the jute mills are: (a) increase in the cost of production while the sales prices of jute goods remain at the same level or even decline; (b) accumulation of huge losses and consequently, of huge debts; (c) decline in exports of jute goods; (d) electricity failures; (e) excessive wastage; (f) labor unrest; (g) poor management that affects productivity; etc.

The performance of the private sector jute industry is also not encouraging. Privatization itself has been a very problematic and slow process. Resistance from workers/employees of the mills and lengthy formalities forced the process to be slow. In 1998, out of forty jute mills in the private sector, three were closed and

two laid off. The private sector jute mills run on a very low profile. Up-to December 1999, the private sector jute mills have accumulated losses of more than Tk. 12 billion.

The jute spinning mills in Bangladesh export nearly 100% of their production. In 1998, there were 41 spinning mills, which had an annual production capacity of about 195,000 tons. Products of these mills are yarn and twine, which are used the world over, for carpet weaving, wall covering, jute webbing, fabrics for shopping bags, caps, handicrafts, canvas, decorative fabrics, laminated cloth, and safety fuse for explosives. These mills employ about 25,000 people and the employers have their own trade body named Bangladesh Jute Spinners Association.

After a virtual monopoly of over a century, jute products confronted tuff competition from synthetic substitutes commonly known as polypropylene during the 1970s. Polypropylene is preferred as packing material since it is much cheaper, easy to manufacture, highly durable, and light in weight. After losing the market to polypropylene, many jute mills in western countries were closed down and the jute industry of the subcontinent was also put into deep trouble.

Use of jute goods as packing materials has many advantages. For example, jute packing make handling of goods easier since jute is flexible, durable and strong; jute sacks can be sewn by hand or machine and hooks can be used without harm to packing; jute packing can be used several times; and goods in jute packing hold well when stacked for long-term storage. Nevertheless, high cost of jute goods compared to synthetics led jute goods users to turn to synthetics. Though synthetic produces affect the environment and they cause health hazards, their manufacturers are smart enough to promote their sales in almost all markets. Encouraging fact is that people who are conscious about environment and health begun to be appreciative of jute products.

6. Downfall of Jute Industry in Bangladesh

Once, raw jute & jute products were the biggest foreign exchange earner, when jute had created a flourishing international market of its own, spreading its superiority in the world market. But, then came a tragic fall which was not blasted by a devastating ‘tornado’ or ‘tsunami’ rather it had gone through a long process of ups and downs before reaching the present pitiable condition.

It is a pity and we must admit, the glorious days of Adamjee Jute Mill came to a pathetic end due to our own fault. After limping like a lame duck for about three decades; because of mismanagement, wrong administration & rampant corruption, this mill was given an indecent burial in 2002 when this huge

organization was officially closed down throwing thousands of mill workers out of employment & ending a strong potential source of foreign exchange earnings. With the closure of Adamjee and the People's Mill, along with other jute mills, another tragedy fell on the jute growers and traders as there were no buyers in the country, opening the gates for smuggling raw jute to India. And the situation worsened when the largest jute producer in the region produced just one lac tons of jute per year, while India was producing annually over two million metric tons of raw jute. So the table has turned upside down for Bangladesh and there is no sign of revival unless the present government comes forward to turn the table up for a real change in the country's economic development. However, the people are still hopeful as "hope springs eternal in human breast," as they say. Many of our rivals in the field must have their last and best laugh as they were eagerly waiting for this fateful day! The vast area of Adamjee Jute Mill is now a property of the Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA). Meanwhile, one of the oldest jute mills, the People's Jute Mill, established in Khulna in 1952, was closed down in 2009, throwing some eight thousands workers in the lurch. It is said the mill was nationalized, like many other jute mills, in 1973, opening the door to rampant corruption.

Fortunately, there are already encouraging signals coming from the government's side, as is evident from the latest move by the Parliamentary Standing Committee on Jute and Textile Ministry, asking the authorities concerned "to allocate more money to purchase jute this year." The Committee also asked the authorities concerned "to resume operations of the Second Unit of Adamjee Jute Mill by the end of this year (2009)." It also asked the Jute Ministry "to resume operations" of Kawmi Jute Mills in Sirajganj and Daulatpur Jute Mills in Khulna "as early as possible."

The Parliamentary Committee has thrown the ball into the jute ministry's court, and to return the ball the jute ministry will have to show its efficiency by implementing the measures suggested by the Parliamentary Committee to revive the fallen jute industry of Bangladesh "as early as possible."

The government must come forward with a bold policy to halt further deterioration of the country's once glorious "golden fiber" industry, and put it back on the right track to recapture the lost world market for jute products as well as raw jute. But to make the forthcoming jute revival program successful, the government will have to free it from corruption in all respects. The people can only wait and see which way the wind blows.

7. Contribution of Jute Sector in Economy of Bangladesh

The contribution of the jute sector to the economy is enormous. The sector has been generating employment to a large segment of the population, directly and indirectly, over the years. Bangladesh produces 55-60 lac bales of raw jute every year of which some 32 lac bales are used in the existing 148 jute mills. The country exports 24 lac bales of jute. Some 160,000 employees of tie country are directly employed in the jute mills. The total demand for jute goods in the international market is 7.50 lac tons. Bangladesh exports 4.60 lac tons of jute goods in the international market every year. Dhaka controls 62% share of the total jute goods market of the world and earns Tk. 2,012.47 crore by exporting jute goods. Bangladesh is the lone exporter of raw jute. In 2006 the country exported 24 lac bales of raw jute valued at Tk. 977 crore. In total, Bangladesh fetched Tk. 2,989.47 crore by exporting raw jute and jute goods. Bangladesh produces 5.50 lac tons of jute goods, of which only 83,513 tons are locally used. Our government needs to formulate a pragmatic policy to increase demand of jute goods on domestic as well as international markets. Bangladesh can carve a good niche in the international market provided it can overcome the sickness of jute mills.

8. Global Scenario

8.1. Production

Jute is predominantly a rain-fed annual crop. Its cultivation is labor-intensive, but it requires relatively small quantities of other inputs, such as fertilizer and pesticides, and can be carried out in smallholdings. For these reasons, jute production is increasingly concentrated in Bangladesh, India, China and Thailand, which from 1998-2000, together accounted for more than 95 per cent of the world production, compared to a share of 90 percent in the early 1970s.

Jute competes for land with food crops such as paddy rice in Bangladesh and India, and cassava in Thailand. Land allocation between rice and jute depends on the relativity of price levels and price variability. In general, producers attempt to adopt a multi-cropping strategy with jute in rotation with paddy. Nevertheless, substitution between the two crops does take place, as producers attempt to minimize the risk of lower paddy yields that result from delayed paddy transplanting. However, depending on the region, the possibilities of substituting paddy rice for jute may be limited due to flooding.

Until the late 1990s, world production of jute fluctuated between 3 million and 3.7 million tons, with the notable exception of a record crop of over 6.0 million tons

in 1985. Between 1998 and 2000, world production exhibited a marked decline to an average level of 2.6 million tons. This decline was the result a decline in jute's competitiveness relative to polypropylene fuelled by decreases in the latter's price.

Assuming that weather conditions and yield per hector of jute follow their normal patterns, world production of jute is projected at 2.4 million tons by 2010, well below the average production level of the past decade. This decrease in production in the medium term is expected to result from a weakening in price incentives due to declining global demand for jute fiber.

In the medium term, the area under jute in the Far East is expected to contract by 3.1 percent per annum from an average of 1.6 million hector in 1998-2000 to 1.2 million has in 2010 as producers adjust to market conditions through disinvestment. Production is expected to decline by 1.6 percent per annum from an average of 2.6 million tons during the years 1998-2000 to 2.3 million tons in 2010.

India is projected to increase its dominance of global jute production, accounting for 66 percent of the world production by 2010, compared to 58 percent during the period 1998-2000. In the medium term, the area under jute in India is expected to contract by 2.7 percent per annum, although production is expected to remain at approximately at 1.6 million tons due to increases in yield. Between 1990 and 2000, yields increased from 1.60 to 1.86 tons per ha and are expected to continue increasing to 2.1 tons per ha by 2010.

In Bangladesh the area under jute is projected to contract from 447 000 has to 387 000 by 2010, as producers respond to lower market prices and allocate land to competing food crops. The contraction of the land under jute will be partly offset by increasing yields. Yields are projected to increase from the 1998-2000 average of 1.70 tons per ha to 1.76 tons per ha in 2010. As a consequence, production is expected to decline by 1.9 percent annually from 768 000 tons in 1998-2000 to 681 000 in 2010.

The area and production of jute in China are projected to continue to contract. Production declined from 726 000 tons to 126 000 tons in the course of the 1990s and is expected to continue to decline to 7 000 tons by 2010 as more land is sown to food crops. During the same period, production in Thailand is also projected to decline to 17 000 tons, while in Viet Nam production is expected to remain stable at 12 000 tons.

8.2. Consumption

Jute is used to make yarn for the manufacturing of traditional products such as hessian cloth, sacks, carpet backing and other floor covering materials. In developing countries, it is consumed mainly in the form of hessian cloth and food grade bags for cereals and sugar, while carpet backing is the main jute product consumed in developed countries. Diversified products such as composites, geo-textiles, paper pulp and decorative materials comprise a small proportion of total consumption.

During the past decade, world jute consumption contracted as the market continued to be shaped by two important factors, namely the intensity of competition with, and the displacement by, synthetic fibers, and the extension of commodity bulk-handling facilities. These factors contributed to a 16 percent decrease in world jute consumption from 3.4 million tons of fiber equivalent in 1988-90 to 2.9 million tons in 1998-2000. In developed countries the decline in consumption of jute products amounted to 40 percent from 668 000 tons in 1988-90 to 395 000 tons in 1990-2000. In developing countries, the jute market contracted by 10 percent from 2.8 million tons in 1988-90 to 2.5 million tons in 1998-2000.

Jute's competitiveness relative to polypropylene is determined by both price and non-price factors. Increasing returns to scale in the petrochemical industry, as well as its vertically-integrated structure that allows a flexible allocation of cost components along processing stages for different outputs, contribute towards decreasing unit costs. This therefore results in polypropylene polymer and the related synthetic products being price competitive with their jute counterparts. Non-price factors include technical characteristics such as the heavy weight and the related unsuitability of jute sacks for automatic filling systems as compared to polypropylene sacks; the superior breathability of jute sacks vis-à-vis the water-resistant qualities of synthetic sacks; and the biodegradability of jute. In addition to the above technical characteristics, other important factors such as reliable and regular supplies of fiber of consistent quality have resulted in further displacement of jute by synthetic fibers, the former being an annual crop subject to instability due to weather and long- distance transport,.

Between 1988-1990 and 1998-2000, prices for polypropylene fiber decreased at an average rate of 2 percent per annum in real terms, while world demand has been growing during the same period at approximately 8-10 percent per annum. During the past decade, world consumption of jute fiber and products declined by 1.54 percent per annum to 2.9 million tons in 1988-2000. In the medium term, it

is expected that additional polypropylene capacity set up in Asia in the form of large production units will contribute towards lower unit costs, thus increasing pressure on the jute market.

In general, the rate of adoption of bulk-handling facilities, and consequently the rate of substitution of food sacking use in transport, depends on capital investment on infrastructure, such as port facilities, roads, and warehousing. It is difficult to provide estimates of the impact of bulk-handling extension on the market for jute, although the smaller reduction in jute consumption in developing countries over the past decade reflects the continuing widespread use of food sacking and a slower rate of adoption of bulk handling transport technologies due to poor road and rail networks. In the longer term, however, further improvements in the infrastructure of the developing countries are expected to continue to constrain the demand for sacking.

During the last decade, diversified uses of jute accounted for small quantities of fiber. However, their share in the value of total exports is rising. Diversified jute products include geo-textiles for land erosion control, jute-reinforced plastics, jute laminates, pulp and paper, decorative fabrics, carpets and handicrafts. Between 1997-1998 and 2001-2002, the share of exports of diversified jute goods from India increased in terms of value from 10 percent to 24 percent of total export value, highlighting the potential for growth in the medium term and the opportunity for market expansion given effective research and development strategies and intensified marketing efforts.

In the period from 1998-2000 to 2010, global consumption of jute is expected to continue to contract due to competition from polypropylene and bulk-handling technology. It is projected that global consumption will decline by 1.07 percent per year from 2.89 million tons in 1998-2000 to 2.62 million tons in 2010. Consumption of jute and jute products in the developed countries is expected to continue to decline in the medium term, albeit at a slower rate than in the 1990s. A slowdown in the contraction of the market may reflect the gradual exhaustion of substitution possibilities between jute and competing products or technologies, at least in these countries. In the developing countries, consumption is expected to decline at an annual rate of 0.95 percent from 2.49 million tons in 1998-2000 to 2.33 million tons in 2010.

In India, the largest market in the world, consumption of jute products is likely to remain at approximately 1.6 million tons in spite of the revised administrative regulations that determine the shares of jute and synthetic fibers in food grade sacks for agricultural commodities. The new provisions, introduced in the 2002-

2003 season, allow a reduction in the amount of food-grains packed in jute from 100 per cent to 80 percent and a reduction in the amount of sugar packed in jute from 90 percent to 75 per cent. These percentages are to be further reduced in the 2003-2004 season to 60 percent for food-grains and 50 percent for sugar. These relaxations of the regulations are expected to weaken demand for jute in India, exert a downward pressure on its price, and reduce the jute market growth below that during the last decade. However, there are some factors, such as the preference for jute packaging for food-grains due to its breathability, as well as jute sacks re-usability, that may work to offset the impact of these regulations.

In the medium term, jute consumption in Bangladesh is projected to grow at an annual rate of approximately 1 percent from 152 000 tons in 1998-2000 to 162 000 tons in 2010. This is partly due to the ban imposed on polythene shopping bags introduced in 2002 for environmental reasons, which should strengthen demand for jute. In China, it is expected that the consumption of jute will decline at around 13 percent per annum, faster than during the last decade, because of increases in the capacity of synthetic fiber production plants and the subsequent intense competition by synthetic sacks. Consumption in other countries in the Far East, such as Thailand, Viet Nam, Nepal and Pakistan, is also expected to continue to decline, while in the Near East, consumption is expected to grow at a slow rate, mainly driven by increases in the consumption of yarn for carpet backing in Iran. In Africa and Latin America, consumption is projected to follow a downward trend due to competition by synthetic packaging materials.

8.3. Trade

During the period from 1998-2000 to 2010, trade in both jute fiber and products contracted by 3.0 percent annually, following a long-term downward trend determined initially by the shift of the processing industry from developed to developing countries, as well as by faster rates of decline in consumption in non-producing than in the producing countries. As a result, global trade during the 1990s accounted for a diminishing proportion of total global production.

In the medium term, as consumption in both non-producing and producing countries continues to decline, it is expected that trade in jute fiber and products will contract slowly from 948 000 tons in 1998-2000 to 920 000 tons in 2010.

Exports of fiber are projected to remain at around 250 000 tons. Further reductions in trade in the medium term are expected to be constrained by China’s strengthening import demand. China was a net exporting country during the period 1979-1994, and although net imports have been erratic during the last years

of the 1990s (e.g. 100 000 tons in 1998 and 4 500 tons in 2000), production is expected to contract faster than consumption, resulting in an increase in imports to 41 000 tons by the year 2010. China’s emergence as an established net importer in the world market is expected to increase the proportion of jute traded, from 36 percent of total world production in 1998-2000 to 39 percent in 2010. It is expected that the rate of growth of fiber imports in China will offset the fast decline in consumption and import demand by Pakistan, a traditional importer of fiber.

As the jute processing industry has now shifted entirely to the developing countries, exports of yarn are expected to decline in line with the global market. Intense competition by polypropylene will depress trade in hessian cloth, which is likely to decline at a faster rate than total trade. Sacking and carpet backing are likely to be the main jute products exported.

Bangladesh is expected to remain the largest net exporting country accounting for over 75 percent of world trade in aggregated jute fiber and goods. However, exports are projected to contract in line with the global market developments by an annual rate of 0.62 percent from 742 000 tons in 1998-2000 to 703 000 tons in 2010. Net exports from India, the second largest net exporting country, are expected to remain stable at approximately 185 000 tons.

8.4. Issues and uncertainties

In general, it is expected that the world jute market will continue to contract in the medium term, albeit at a slower rate than in the past decade. Increased capacity in the synthetic fiber industry, especially in East Asia, is expected to increase polypropylene’s competitiveness vis-à-vis jute fiber, and further erode the demand for the major jute products, such as sacking and carpet backing, thus exerting downward pressure on jute prices. Producers are expected to react to lower jute prices by reducing the area under jute and decreasing production.

9. Bangladesh Scenario

The jute industry in Bangladesh is primarily export oriented. Raw fiber is exported along with jute manufactured goods. The range of products produced is similar to India but the structure of the industry is different. On the one hand there is the Government owned Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) at present with about 20 mills, running the bulk of the operational looms and the semi-privately owned Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) with a total of 78 member mills. On the other hand there is the Bangladesh Jute Spinners’

Association (BJSA) with over 50 spinning mills. This is an association of private sector yarn producers.

Bangladesh provides over 90% of the world's raw jute and allied fiber exports. Raw jute exported each year ranges between 300,000 and over 400,000 tons.

Jute fiber availability in Bangladesh is generally in the range 800,000 to 950,000 tons in recent years.

During the early 1990s the combined output of the BJMC & BJMA was around 450,000 tons and the BJSA (Yarn mills) was less than 100,000 tons. During the last decade the manufacture and export of yarn has reached about 250,000 to 300,000 tons which largely substituted for the decline in the production and export of Sacking, Hessian, and Carpet Backing Cloth.

The amount of jute goods consumed internally in Bangladesh is in the range 100,000 tons per year. There has been a slow build up of internal consumption over the years, in 1970 – 30,000 tons, 1980 – 40,000 tons, 1990 – 50,000 tons and in 2000 – 80,000 tons. It would be reasonable to anticipate a little over 120,000 tons by the year 2010.

Bangladesh yarn supplies account for about 75% of world imports. India supplies the bulk of the remaining 25%. By a report of the world import market for jute, the jute yarn import is expected to reach 400,000 tons in the coming years.

9.1. Structural improvement in the Jute Sector of Bangladesh

To improve the jute scenario and sustain development of the jute economy through extension of potential uses of jute and jute products by diversification the **Jute Diversification Promotion Centre (JDPC)** has been set up in March 2002 by the Government of Bangladesh with the financial support of the Delegation of the European Commission in Bangladesh. As an active professional organization, the centre provides services to Small and Medium Entrepreneurs (SMEs), supports diversified jute producers in designing, marketing and infrastructure.

9.2. Jute products

- Hessian Cloth / Hessian Bags
- Jute Sacks / Jute Mesh Soil Saver / Jute Twine
- Jute Yarn/Jute Carpet backing Cloth/Jute Webbing
- Jute Shopping Bag / Jute Wine bottle Bags
- Jute Ladies / Gift/Christmas / Children / Food
- (Tea, Coffee, Rice, Flower) Bags

9.3 Advantage of Use of Jute Goods

- Jute, having been the most environment-friendly natural fiber because of its inherent unique properties has counts of advantages over other man-made artificial polymer fiber products.
- Under stress jute extends only 0.5% to its stable form and so gives wonderful dimensional stability.
- The hairy surface of jute fabric gives it a capacity to grip any surface it comes in contact with. They can, for this reason, be stacked high and wide without any risk of slippage.
- The ignition temperature of jute is 193?c. It thus remains very stable up to near ignition point. Even at boiling temperature, its intact physical properties guard it from undergoing possible distortion.
- Jute being hygroscopic and auriferous permits normal breathing and humidity to the contents and so ensures their storage without deterioration.
- Hooks may be used freely and easily on jute products during handling as its innate properties cover up the pierced holes immediately after. It thus prevents seepage loss of contents during transportation and allows itself to be re-used over and again
- Jute being natural is biodegradable. It does not plug the natural pore of the earth soil and surface.
- When burned, it emits the same fume as a burning wood as we know, is nothing dangerous.
- It has no adverse effect on human body and the mother nature as a whole.

9.4 End Uses of Jute Goods

- Jute Goods can ideally be used as:
- Bags and sacks for packing almost all kinds of agricultural produces, minerals, cement etc.
- Packs for packing wool and cotton;
- Wrapping materials / fabrics;
- Carrier and backing fabric for carpet and linoleum;
- Cordage and twines;

- Webbing to cover inner springs in auto-seats and upholster furniture;
- Cargo separator in ship;
- Cloth for mine ventilation and partition;
- Filling material in cable;
- Roofing and floor covering apparel;
- Footwear lining;
- Wall covering and furnishing fabric;
- Fashion accessories;
- Soil erosion control fabric and many more.

10. Future prospect of jute in Bangladesh

As in back foot right at this moment, we must find a way out to regain our previous apex position with jute & jute products. This will require diversification of jute products, use of a more efficient & effective marketing technique and insertion of modern technology. As we had have some discussion about insertion of modern technology previously, so words about diversification of jute products and use of a more efficient & effective marketing technique are given below:

10.1. Existing Products & New Product Development

The specifications and standards of classic jute products have remained unchanged for decades. First comes sacking, which is used for making heavy bags for food grains and other commodities. Generally each sack weighs about one kilo net and is used to transport or store fifty kilos of produce. This item represents about half of the industry's output. In last decade, an improved 'food grade' sack has been developed, produced and marketed which is physically very similar to the conventional one but does not contain any mineral oil. The use of 'food grade' bags is specified by importers of Cocoa and Coffee beans.

Next is 'Hessian,' which is a cloth, made from finer yarns and which generally weighs half as much per square meter as sacking. Some Hessian is used to make finer sacks and bags and the rest is used in a wide variety of applications from wrapping plants or collecting grass cuttings to furniture and as a support cloth for linoleum flooring. Hessian cloth represents a little less than 20% of the total output of the world jute industry.

Yarn and twine are also major traditional products. The yarns are primarily exported to carpet weavers in Europe and the Middle East where they are woven into the back of the carpet to provide bulk and stability. Jute sold in the form of yarns for carpet or twines represents close to 20% of total industrial output.

Wide Hessian cloth, known as carpet backing cloth is used on the back of tufted carpets. At one time it was used for both, primary and secondary backing but has been phased out of primary backing altogether. This application once consumed far larger volumes of jute than it does today when it accounts for less than 20% of output and a very minor part of the market.

The remaining 10% or so of output is taken up by a wide range of small amounts of specialist products. Among these one can mention 'soil saver' an open weave construction using very heavy yarns used for geo-textiles which are laid on the ground. Jute woven matting or carpets are used as household floor coverings. Shopping bags are made from the better qualities of Hessian cloth. Furnishing fabrics, and rope soled shoes are also produced from jute and are finding consumer acceptance.

Considerable emphasis is now being placed by the jute industry on the production of non-traditional products. These are the so called diversified products.

The intention to move towards 'diversified' products made wholly or partially from jute fibers has important consequences for the industry. The yarns used in such applications are generally finer in count and considerably higher in quality than those used in the 'traditional' products. Significantly finer counts will mean a move to ring spinning and away from the conventional flyer spinning.

In short, the manufacture of diversified jute products require the use of the best grades of raw jute, more capital investment, higher 'textile' levels of design and marketing skill, more capable and focused mill management, a degree of entrepreneurship above and beyond that usually found in the traditional industry, and on top of that, considerable R&D expenditure.

The real future of jute, however, lies in the area of technical textiles be it geo-textiles or agro-textiles etc. Here too, one area of product development attracting attention is the use of jute fibers to reinforce plastic mouldings, either via non-woven mats or dispersed in plastic resin used for injection moulding, compression moulding etc. Small quantities of more or less processed jute fibers are now being used in these applications. However, the potential seems to be considerable and in ten years time these applications could provide a market for between one hundred to two hundred thousand tons of jute fibers.

10.2 Diversified Jute Products

Jute was an important foreign exchange earner for the producing countries during ‘60s. Even during the ‘70s, jute was an important commodity for most of the producing countries. However, during the ‘80s, bulk handling techniques and synthetic substitutes entered the market and jute started losing its predominant position in the market.

The steady decline in markets for traditional jute products forced the Governments and Jute Industry to take up programs for development of diversified jute products over the last few years.

International agencies and governments in both exporting and importing countries have supported research and development (R & D) efforts in developing new products from jute, a versatile and environment-friendly natural fiber. Commercialization of these products is expected to open up new possibilities of reviving the jute economy and to help to improve the economic conditions of farmers (including women) and workers in producing countries. Production and commercialization of value added jute products would create additional employment opportunities and assist in alleviating poverty in the jute producing countries.

Traditionally jute has been used to manufacture packaging materials like hessian, sacking, ropes, twines, carpet backing cloth etc. In order to overcome the declining market of these conventional products of jute, new technologies have been evolved for bulk use of jute, as a raw material in the production of high value added and price competitive intermediaries or final products. A host of innovative new products have been developed with high value-addition such as home textiles, jute composites, jute geo-textiles, paper pulp, technical textiles, chemical products, handicrafts and fashion accessories etc. These products for new, alternative and non-traditional use of jute are generally termed as diversified jute products.

Among the various diversified jute products, floor coverings, home textiles, technical textiles, geo-textiles, jute nonwovens, jute reinforced composites, pulp & paper, particle boards, shopping bags, handicrafts, fashion accessories, apparels etc. have potential for wider use and application.

10.3 Marketing Techniques

Right at this moment, there is a trend of using synthetic or polyethene-made bags. Instead of this a promotion of using jute bags can be done. Because jute bags can

be recycled like synthetic or polyethene-made bags whereas jute bags are disposable but synthetic or polyethene-made bags are not. The developments in the traditional packaging segment in the context of new ILO norms and consumer preference have already taken place, viz. development of food grade jute bags etc. The continuing loss of traditional sacking market to synthetic substitutes needs to be arrested and if possible reversed.

- Efforts to increase market share for jute products need to take into account the volume of jute that can be consumed. Products like geotextiles, agro-textiles etc. which have a large potential, have to receive focus both in terms of product development and market promotion.
- The emerging environmental considerations and consumer preferences need to be taken advantage for promoting new and diversified products. Among these products, jute and jute blended furnishing fabrics, natural fiber floor coverings, ropes and chords, non-wovens, composites, pulp and paper, building and insulation materials are key items.
- Increased production of good quality fibers is required for manufacturing of diversified jute products. Moreover, for pulp & paper industry, more production of jute is also necessary.
- The cost-competitiveness of jute products needs to be improved to compete with cheaper synthetics products. The levels of technology at the processing and manufacturing stage need to be improved considerably. Improvement in productivity in the existing factories should also be a key area of intervention, which may be possible through modernization/development of jute mill machinery.
- Focused and effective market development efforts for diversified products, should be a key area of concern.
- New environmental considerations have prompted many countries to legislate in favor of environment-friendly products. In spite of this, the cost of disposal of non-biodegradable products is still not reflected in the pricing of these products.
- Through implementation of an IJSG project, currently a good number of prospective small-scale entrepreneurs/weavers are being trained on various processing techniques to produce diversified products for use at home and abroad.
- The market of gift and decorative items is gradually increasing in European

countries mainly to get quality products at a cheaper rate. The domestic market for decorative goods made of jute is also expanding.

- Investment in machinery design and development is clearly needed. To combat with the present situation in changed scenario the private jute industry is making necessary rearrangements/through modification/ addition of existing machinery and adopting new processes/technologies to produce market/demand oriented products.
- It is observed that there exists market but attempts may be made to expand the market for the products. With increasing awareness about the positive attributes of natural fibers, market is likely to expand.
- Some auto manufacturers are already using jute to make some parts of the cars for about a decade. There is possibility of more use of jute in automobile and similar industries in the jute producing and consuming countries.

In broad terms the existing jute conversion process from raw material to finished yarn or fabric requires about 40 man-days per ton. This needs to be reduced to half, in other words to double labor productivity in the jute spinning process. It will have to double the productivity of the workforce and yet remain simple, efficient and practical to operate. Therefore, any new process technology has to surpass what exists by a generous margin to justify its investment cost. Upto now it has proven too difficult or too daunting a challenge for Indian machinery makers who are aware of the huge investment and effort needed to finance and complete new machinery designs and their commercial development.

To develop new jute machinery the manufacturer has to be confident that there are buyers and a market prepared to buy jute and jute products. Moreover, there is no certainty that the new machinery will not simply be copied and thus there would be no return on R&D investment.

A leading Jute machinery manufacturing company in India in expressing the present situation remarked that it is difficult for a company like theirs to develop the envisaged new spinning and weaving technology by itself without assistance from either national or international agencies. Jute Technology Mission launched by the Govt. of India in 2006 has a component of R&D for machine manufacturing but little progress has taken place in this area.

It is well known fact that significant reductions in manpower requirements and improvements in machine running efficiency can also be made through improved management and better maintenance. This strategy can only take the industry part

of the way towards a doubling of its labor productivity. New equipment will have to work in tandem with the old as no mill can afford to change all its jute preparing or spinning machinery in one move. Modernization is inevitably going to be a step by step affair with few leaders and many laggards.

11. Production of Jute

Production of jute in Bangladesh, as a major agricultural commodity, for a range of periods can be shown by the following table:

Data given in table 01 can be made clear by graphical representation where we can compare the production of jute with the total area of land in which jute was cultivated:

Table 1: Production of Jute

Period	Production (in '000 tons)	Area (in '000 acres)
1993-94	808	1182
1994-95	964	1383
1995-96	739	1133
1996-97	883	1253
1997-98	1057	1427
1998-99	812	1181
1999-2000	711	1008
2000-01	821	1107
2001-02	859	1128
2002-03	800	1079
2003-04	794	1008
2004-05	1035	965
2005-06	838	939
2006-07	879	1034
2007-08	832	1089

Graph 1. Total Production of Jute (in different period)

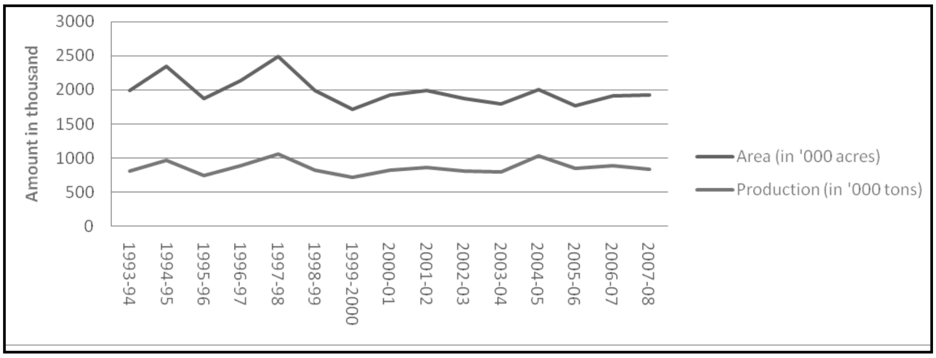

12. Overall export Vs. Jute export

Table given below will help us to get a view of contribution made by jute in our export earnings in different periods:

Table 2 : Overall export & Jute export

Period	Total Export (in crore Tk.)	Jute Export (in crore Tk.) (both raw jute & jute products)	Jute Export as % of Total Export
1993-94	9799	1212	12.37
1994-95	13130	1621	12.35
1995-96	13857	1534	11.07
1996-97	16564	1868	11.28
1997-98	20393	1812	8.89
1998-99	20851	1438	6.90
1999-2000	24923	1501	6.02
2000-01	32419	1676	5.17
2001-02	30934	1777	5.74
2002-03	33242	1673	5.03
2003-04	40581	1725	4.25
2004-05	50835	2241	4.41
2005-06	62601	3019	4.82
2006-07	78931	3579	4.53
2007-08	86283	3630	4.21

Graph 2: Overall exports & Jute exports

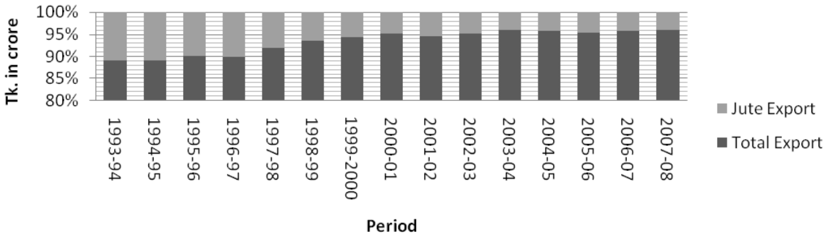

13. Export Earnings of Jute

Export scenario of our export of raw jute & jute products(summed) in major importer countries like USA, Germany, UK, France, Netherlands, Italy, Spain, Belgium, Canada and India is shown in the following table:

Table 3: Scenario of our Jute export (in major exporter countries)

(Tk. in crore)

Sl. No.	Country	Commodity	Period				
			2007-08	**2006-07**	**2005-06**	**2004-05**	**2003-04**
1.	USA	Jute products & Raw Jute	106.20	197.20	105.60	104.50	67.90
2.	Germany	-Do-	29.90	37.30	24.20	16.90	24.40
3.	UK	-Do-	73.50	67.40	52.70	41.10	38.10
4.	France	-Do-	8.80	12.10	0.20	5.40	3.30
5.	Netherlands	-Do-	98.00	55.20	10.30	50.70	21.80
6.	Italy	-Do-	13.10	15.60	11.30	7.40	6.30
7.	Spain	-Do-	20.30	33.10	23.10	15.00	10.00
8.	Belgium	-Do-	158.30	176.30	165.40	130.40	91.10
9.	Canada	-Do-	8.20	19.30	12.40	9.20	11.80
10.	India	-Do-	519.40	462.00	560.10	0.00	0.00

14. Findings

The total export receipts of Bangladesh (including exports of EPZ) during the years 2007-2008 and 2006-2007 amounted to Tk. 87022.20 crore and Tk. 78930.60 crore or US$ 12685.40 million and US$ 11433.90 million respectively. Though the prestigious heritage of jute seems to be loosing its glace, jute is yet a major commodity of export earning. In the fiscal year 2007-2008 and 2006-2007 export receipts from this commodity (jute manufactures & raw jute) amounted to

Tk. 3624.20 crore and Tk. 3605.90 crore which are 4.16% & 4.57% of the total export receipts of Bangladesh. Bangladesh exports jute mainly in USA, Germany, UK, Netherlands, France, Italy, Spain, Belgium, Canada, India, etc. Our government should formulate a pragmatic policy to increase demand of jute goods in domestic as well as in domestic market. As in the back foot right at this moment, we must find a way out to regain our previous apex position of jute.

15. Limitations

Time constraint was the main factor causing limitation in this study. We got least time to collect primary data. In addition, much more information and comparison could have shown regarding global and Bangladesh scenario of jute sector.

16. Conclusions & Recommendations

16.1 Conclusions

Jute is very important to the economy of Bangladesh. It is a leading cash crop and still a major source of foreign exchange. Jute provides employment to a considerable labor force; at least 30% of the population is involved in raising the crop. The government earns much revenue from the jute sector. The crop itself improves soil fertility, and its sticks are indispensable to the farmers for fuel, fencing and thatching. Jute is used to manufacture traditional products and packaging materials. The industrial products based on jute are environment friendly and have a world-wide popularity. The use of jute for paper pulp and geo-textile has improved the possibilities for extensive global use.

Nevertheless, jute in Bangladesh has started to suffer. Due to uncertain weather conditions, land scarcity, high input cost and an unfavorable jute-rice price ratio, jute is being pushed to less productive land. Low output prices and insufficient marketing support and extension services affect the jute cultivation and the export earnings.

- Though jute's contribution to exports as percentage of total export has declined sharply but its contribution to agriculture and employment remains significant.
- The loss of market share by jute to synthetics has been attributed mainly to the price factor. The relatively small size of the jute industry has also contributed to its weakness in the markets. Inability to respond quickly to the market needs with consumer friendly specifications and standards of new products have also effected the growth of this industry.

- Synthetic is dominated by huge multinational and national companies with substantial amount of investment in R&D. It has been able to displace jute from some segments of market by superior product specification and financial strength.
- Efforts by the international and bilateral donor agencies have also not been commensurate with the size of the problem.

16.2 Recommendations

Future policy on jute should meet the following challenges:

- A national jute policy, favoring the jute cultivators and entrepreneurs, may be formulated.
- Timely and adequate supply of quality jute should be ensured.
- Jute industry may be recognized as an agro-based industry.
- Proper supply of electricity should be made available to the jute mills.
- Production and marketing of jute & jute-products should be motivated in greater extent.
- Proper accountability and transparency of the jute mills' managements should be ensured.
- High yielding varieties may be developed for favorable ecosystems, with short duration, early sowing, and light or temperature tolerance. This will also help to reduce production cost. Emphasis will be given to varieties with improved fiber quality.
- Reasonably high yielding varieties tolerant to soil salinity, flooding depth and drought and varieties for coastal and hilly areas and less fertile soil may be developed.
- Effective steps regarding refinement of crop, soil, water and fertilizer management technologies may be taken. Special emphasis will be given to practices for better utilization of marginal lands.
- Steps may be taken for strengthening of participatory Jute Farming Systems Research and fine-tuning of jute cropping patterns for different agro-ecological zones and new retting technologies.
- Improvement of pest management techniques should be worked out to reduce pest damage to the crops and to make jute more environment-

friendly and cost-effective.

- More concentration should be given for strengthening of the linkage between jute agricultural research, extension and farmers as well as the linkage between jute industrial research, pilot scale entrepreneurs and the industry, in order to accelerate the dissemination of new technology.
- Establishment of more international links with research organizations of jute producing countries and with industrial countries should be ensured. The traditional links with IJO will also be strengthened. This will help BJRI scientists to acquire knowledge and enrich their research capabilities.
- Due & timely development of technology for farm-level quality seed production to meet the HYV seed shortage is important.
- Diversified jute products and fabrication of appropriate materials for diversified products should be developed. Cost-effective new jute products are needed for the domestic and international market.
- Industrial technologies like paper pulp for the jute and paper pulp industries and geo-jute for road construction should be generated.

Bibliography

1. Economic Trends : June 2009; Bangladesh Bank.
2. Statistical year book of Bangladesh Bureau of Statistics: 2005
3. Bangladesh Economic Review: 2006
4. Jute industry: present and future- *Shabbir Yusuf*
5. Global Situation of Jute Industries and Future Road Map- Sudripta Roy, Secretary General, International Jute Study Group
6. Adamjee is dead, jute is not - Dr. Mahbub Ullah
7. Wikipedia.
8. Internet.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Enterprise Development in the Sylhet Region of Bangladesh: A Perceptive Assessment of the Investment Climate

M. Z. Hossain*
M. M. H. Kazal
F. E. M. Faisal

Abstract

The sound investment climate shapes the opportunities and gives incentives to the investors for potential return from investment by pooling and minimizing the unforeseen risk and uncertainty and thus fosters the process of industrialization. This study was planned and designed to assess the favour and antagonism of the dimensions of various factors for investment by collecting and documenting the perceptions and experiences of different stakeholders including entrepreneurs on a number of components of investment climate such as availability of raw materials, local funds, human capital, access to land & finance, institutional supports etc and found mixed blessings for an all out investment climate in Sylhet region.

The entrepreneurs identified advantageous elements for investment in the region as investment friendly climate, availability of local funds, raw materials, and other mineral resources. The entrepreneurs' identified several

* This study is sponsored by International Finance Corporation (IFC) under Small Grants Program with the technical assistance & intermediation by Economic Research Group (ERG) and fund management & coordination by BMB Mott MacDonald.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled **"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

problems for starting the enterprise - permission from many government organizations, inadequate cooperation from the administrations, initial fund crisis, lack of skilled manpower, imposition of high import tax and scarcity of land in suitable location. The study identified a number of constraints on establishing new enterprise specific to Sylhet region and factor analysis deduced those into four factors - entrepreneurial incapability by heritage, inadequate infrastructure, non-existent physical infrastructure, and motivation. The requisites for ensuring congenial investment climate in Sylhet region are investment friendly government policy, transparent & easy bureaucratic procedure and introduction of one-stop service facility.

Finally the study explored that the investment climate of this region has been deemed to be congenial to a greater extent with moderate infrastructure facilities, strategically geographical advantages like access to market, funds, land, and pleasant social environment (amity among local people, free from extortion & organized crime) and excellent local patriotism.

1. Introduction

Investment and investment climate are inextricably related to each other. The better the investment climate, the better are the opportunities and incentives for all the firms of private sectors irrespective of sizes and types. Stern (2002) defined the investment climate as “policy institutional and behavioural environment, both present and expected, that influences the returns and risks, associated with investment”. Three broad components of investment climate are macroeconomic or country level issues, regulatory framework and governance, and physical and financial infrastructure (World Bank and Bangladesh Enterprise Institute, 2003). Batra *et al*. (2003) made an assessment of investment climate across 80 countries through firm-level survey led by a World Bank Group which revealed important linkages between governance constraints and business growth and investment. Briefly defined investment climate is the set of all location-specific factors shaping the opportunities and incentives for firms to invest productively, create jobs and expand. A sound investment climate shapes these opportunities and incentives by reducing and/or removing the unjustified costs, risks and barriers to competition pertaining to the opportunities. Because of the performance of a sound investment climate the entrepreneurs feel confident about the potential profits and come to invest spontaneously. The good investment climate brings welfare not only for the entrepreneurs/ investors but also for the society as a whole by providing them with commodities at reasonable prices. The major components of the investment climate are government policies and behaviours, geography, market size, consumer preferences, infrastructure facilities, access to finance, access to land, security, the broader features of governance such as corruption,

efficient bureaucratic services etc. The extent to which the firms can take advantages of the opportunities of investment climate depends on their ideas, capabilities and strategies. So the assessment of the investment climate in Sylhet region will put efforts to unfold the shortcomings of the existing investment climate and to give probable solutions to the unfolded shortcomings by providing appropriate recommendations and this will ensure a sound investment climate in this very region because of which a new dimension will be created so that the potential entrepreneurs/investors can come forward to invest their idle funds productively, create jobs that will bring a sustainable growth and contribute a lot to the national economy.

Sylhet is the region of abundant resources in Bangladesh. Many of the expatriates of Sylhet region provide ample amount of fund which could be the source of productive investment for the country. Unfortunately, these huge amounts of remittances remain underutilized and investors are not coming forward to invest by utilizing bank loan. The number of banks operating in Sylhet region is too many because of collection of deposits from foreign remittances. Currently a total of 44 banks are operating in the region with more than 565 branches (Bangladesh Bank, 2007). Financial intermediaries of this region including banks have enough deposits but due to lack of investors, savings are not channelled to productive, especially industrial investment.

Though the natural resources including mineral endowments of the region are quite evident; the under-utilization of local funds is surprising, resulting in a nominal contribution to national economy. There may be many factors affecting the development of local enterprises, causing the lack of utilization of local funds. It is an urgent need to trace out the problems antagonistic to creating a congenial productive investment climate in the region with a view to providing a probable solution to the poor utilization of local funds.

Factor availability is the prime necessity for productive investment. Though the funds for capital formation are assumed to be ample and availability of some raw materials is up to the mark to a greater extent, the high cost of land and inadequate local labour force may be the causes for lack of utilization of local funds. In addition, lack of infrastructural facilities including supply of electricity and gas may also hinder the productive utilization of local funds. As the existing investment climate is unable to ensure expected return from investment, the opportunity cost of consumption becomes low for which the remittance receivers direct their funds to consumption rather than to investment. To use the existing local funds in an efficient way and to motivate the potential entrepreneurs to come forth, the assessment of existing investment climate is of utmost importance.

A very few attempts have so far been taken in recent times on the investment climate issues in Bangladesh (Stern, 2002; Bangladesh Enterprise Institute and the World Bank, 2003; World Bank, 2008) including Sylhet region (Ahsan *et al*., 2005; IFC, 2008; SCCI, 2006; 2007). The literature regarding the investment climate issues of Sylhet region documented that the structure of Sylhet's economy remained somewhat balanced and unchanged over the past two decades while there has been a significant structural shift in national economy (SCCI, 2006). The last census of manufacturing industries showed that 34 percent industries were involved in tea processing, 21 percent in brick, tiles, and non-clay production and about 16 percent were in bakery related products in Sylhet division (BBS, 2000). On an average, the contributions of agriculture, industry, service and import duty to gross divisional product were 37 percent, 14 percent, 45 percent and 4 percent respectively (SCCI, 2006).

The Sylhet Chamber of Commerce explored the possible investment sectors for attracting the NRBs as well as FDI (SCCI, 2006). They also expected that the NRBs could become the investors, promoters as well as end-users for local products. It was mentioned that China emerged as the FDI-magnet in the world received the larger part of its inward FDI from its expatriates. Hence, the NRBs' contribution through proper utilization of non-operative funds can become the major strength for industrialization in Sylhet Region.

With a view to reaping the benefits of an economic zone in the northeast part of the country, the Sylhet Chamber of Commerce & Industry (SCCI) commissioned a pre-feasibility study for a proposed economic zone in Sylhet to a local consulting company, *Young Consultants* (SCCI, 2007). One of the major aims of the study was to attract potential investors from non-resident Bangladeshis of Sylhet origin, specially residing in the U.K. After completion of the study, the Board of Investment (BOI) employed international experts along with *Young Consultants* to evaluate the financial and economic models and to benchmark the site against other international zone projects (IFC, 2008). The pre-feasibility study recommended that the proposed site for Special Economic Zone was not suitable due to high cost (including development cost) of land and long transition period for outcome in terms of establishment of enterprises by potential investors/entrepreneurs.

The aim of this study is to explore the advantages and hindrances for enterprise development in the Sylhet region of Bangladesh that will help to assess the investment climate in the region.

2. Methodology

The study adopted both qualitative and quantitative approach to collect information on the causes of lack of utilization of local funds. It used enterprise-level survey and focus group discussion (FGD). The respondents for FGDs comprised the stakeholders from (i) Representatives of Chambers of Commerce & Industries of Sylhet Division (ii) Industrialists, and (iii) Bankers. The qualitative survey was planned in order to facilitate the quantitative survey. A total of two FGDs were carried out to gather the views of stakeholders - one before the enterprise level survey to assist reframing the questionnaire for enterprise level survey and another was held after the completion of enterprise level survey to verify the findings of the quantitative surveys.

Sample Design for Enterprise Level Survey

According to the recognized sample size determination procedure, the sample size for industries becomes 96 on the basis of 10% admissible error, 50% indicator percentage and 95% confidence interval. Therefore, the study was planned to cover 100 industries for enterprise-level survey from all the existing industries in the Sylhet region. The study used the updated list of registered industries of Sylhet division prepared by Bangladesh Bureau of Statistics based on Bangladesh Census of Manufacturing Industries (BCMI) 2001-2002 (BBS, 2007a).

Name of Industry Sector (Strata)	Number of Industries in different Strata	Sample Size in different Sectors
Tea Processing	133	23
Food Processing	115	20
Textile & Garments	24	4
Cottage Industry	71	12
Chemical & Medicine	17	3
Brick and Stone Industry	183	30
Engineering Sector	28	5
Others (rubber, cigarette, printing, packaging, etc)	13	3
Total	584	100

A total of 584 industries were registered in the Sylhet region by the latest BCMI survey. Since there are several types of industries located in the region, the firms were selected using stratified random sampling with proportional allocation where each of the strata was defined according to the sector of industries.

Following table shows the total number of industries and sample sizes for different strata.

Analytical tools and Techniques

The study utilized several descriptive and inferential statistical tools and techniques including factor analysis to unveil the causes of lack of utilization of local funds. The factor analysis was employed to find the major dimensions of the causes of lack of utilization of local funds.

Factor Analysis

Factor analysis is a multivariate statistical technique that addresses itself to the study of interrelationships among a total set of observed variables. The technique allows looking at groups of variables that tend to be correlated to one another and identify underlying dimensions that explain these correlations. While in multiple regression model, one variable is explicitly considered as dependent variable and all the other variables as the predictors; in factor analysis all the variables are considered as dependent variables simultaneously. In a sense, each of the observed variables is considered as a dependent variable that is a function of some underlying, latent, and hypothetical set of factors. Conversely, one can look at each factor as dependent variable that is a function of the observed variables.

If $\{X_1, X_2, \text{——}, X_n\}$ be a set of n observed variables and $\{F1, F2, ..., F_m\}$ be a set of unobservable variables then the factor analysis model can be expressed as

$$\left.\begin{array}{l} X_1 - \mu_1 = l_{11}F_1 + l_{12}F2 + ------ + l_{1m}F_m + \varepsilon_1 \\ X_2 - \mu_2 = l_{21}F_1 + l_{22}F_2 + ------ + l_{2m}F_m + \varepsilon_2 \\ ------------------------------ \\ ------------------------------ \\ X_n - \mu_n = l_{n1}F_1 + l_{n2}F_2 + ------ + l_{nm}F_m + \varepsilon_m \end{array}\right\} \text{———————— (2.1)}$$

where μ_ι is mean of X_i, ε_ι is error or specific factor. The coefficient I_π is the loading of i-th variable on the j-th factor. In matrix notation the factor analysis model can be expressed as

$$X - \mu = LF + \varepsilon \text{ ---(2.2)}$$

where L_{nXm} is the matrix of factor loadings.

Several methods are available in literature to estimate factor loadings and factor scores. The study considers principal component method to estimate the factor loadings and communalities [$h_i^2 = \sum^m l_{ij}^2$], a measure of the variation of observed

variables through factors. Several factor rotation methods like ‘Varimax’, ‘Equamax’, ‘Quartimax’ are adopted to find better estimates of factor loadings.

3. Results and Discussions

In spite of huge potential for enterprise development, an insignificant number of enterprises have been developed in Sylhet region. So the history of industrialization in this very region is very gloomy. The dismay behind the low level of industrialization obviously indicates that there must be some painful obstacles to establishing enterprises successfully in the region. Despite all the odds, some enthusiastic and pain-staking entrepreneurs have come up to set-up some enterprises and have also managed to achieve a considerable number of successes.

It is observed that two-thirds of the sample entrepreneurs were of ages between 40 years and 59 years and 19% were below 40 years. The average age of the entrepreneurs was 48.5 years with a standard deviation of 10.5 years. Over half of the sampled entrepreneurs were found to have at least graduate level education and one-third had secondary and higher secondary education. Over half of the entrepreneurs belonged to joint/extended family. Over three-fifths of the entrepreneurs reported that they became the owner of the enterprise by stating themselves; 16% became owner by in-heritance and 19% became owner by purchasing established enterprises. The entrepreneurs who started business by themselves, 17.4% had below secondary education, 41.3% had secondary education and another 41.3% had graduate level education. It is difficult to make any inference regarding the relationship between achievement of ownership and educational level. One-third of the sampled entrepreneurs mentioned that they were motivated to start the enterprise by reference group; 44% of them motivated due to their experience. Only 5% of the sampled entrepreneurs were motivated to start the enterprise through training while 33% had some sort of training regarding the business.

Figure 1: Operational nature of the enterprise

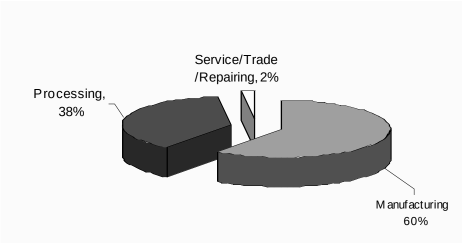

Figure 2: Form of ownership of the enterprise

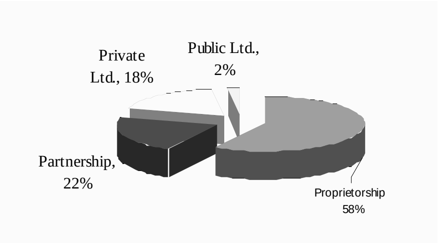

The operational nature and ownership pattern of the sampled enterprises are shown in Figures 1 and 2. It is observed that 60% of the sampled enterprises were manufacturing in nature and 38% were processing. Further, 58% enterprises were proprietorship, 22% were partnership and 20% were limited company. A vast majority of the enterprises (74%) has started its operation in the same year of its establishment, 12% started its operation within 1-3 years of its establishment, 10% started its operation within 4-6 years of establishment, and 4% started its operation after 6 years of establishment. A close to half (47.7%) of the total labour force of the sampled enterprises were found skilled and 27.5% were found semi-skilled. It is noted that one-quarter of the total labour force of the sampled enterprises were unskilled. It is observed that about 35% of the total labour forces of the sampled enterprises were female, might be because of inclusion of 21 tea estates in the sampled enterprises.

3.1 Advantageous Factors for Investment in Sylhet Region

The perception of the entrepreneurs regarding the advantageous factors for investment in Sylhet region is shown in Figure 3. The entrepreneurs' responses were found very spontaneous on the advantageous factors for investment in the region. Three-quarters or more of entrepreneurs mentioned the advantageous factors for investment as investment friendly climate (free from extortion, harmony among local people, positive attitude to support one-another) and availability of local funds. Further, availability of raw materials and gas & other resources were mentioned as advantageous factors for investment by about three-fifths of the respondents. Over two-fifths of them ranked investment friendly climate and availability of plenty of local funds as the topmost advantageous factors for investment in Sylhet region.

Figure 3: Advantageous factors for investment in Sylhet region

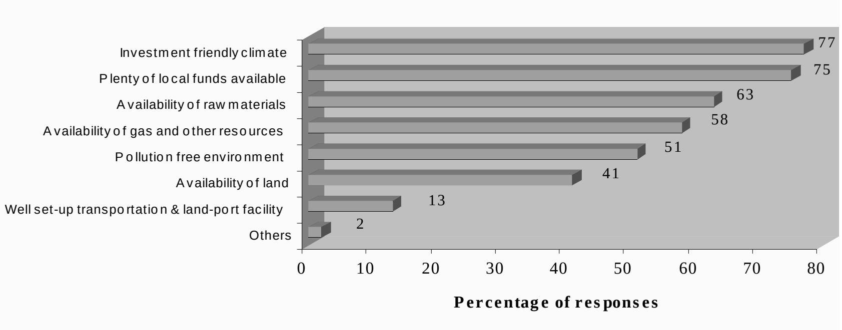

The entrepreneurs' perceptions concerning advantageous factors for investment in Sylhet region have also been analyzed according to scale, sector and location

(district) of the enterprise in order to know the variation (Appendix Table 1). The perception between the entrepreneurs of large scale industry and SME did not vary significantly regarding advantageous factors for investment in Sylhet region. The perception of entrepreneurs of different sectors regarding the advantageous factors for investment in Sylhet region varied for the issues - availability of land, pollution free environment, and availability of gas & other resources. It is observed that availability of land, as the advantageous factor, was mentioned by a significantly ($p<0.05$) higher proportion of entrepreneurs from cottage and stone-based industry. The reasoning may be that these industries require comparatively less space at the outskirt of the metropolitan area. It is observed that the perception of the entrepreneurs varied significantly ($p<0.05$) by location (district) of the enterprises for several factors including investment friendly climate, pollution free environment, availability of gas and other resources and well set-up transportation system.

3.2 Reasons for Establishing Enterprises in Sylhet Region

The entrepreneurs were asked why they developed their enterprises in Sylhet region rather than other parts of the country. The result regarding reasons for establishing the enterprises particularly in the Sylhet region is shown in Figure 4. The local patriotism was focused on as the main reason for establishing enterprises in the Sylhet region, followed by availability of raw materials. The aggregate ranking of the responses by the entrepreneurs indicates that local patriotism, availability of raw materials and availability of land were placed in the first, second and third positions respectively as the reasons for establishing enterprises in the Sylhet region (Appendix Table 2). The findings clearly indicate that except local patriotism no other factors of production significantly attracted the entrepreneurs to establish their enterprises particularly in Sylhet region.

Figure 4: Reasons for establishing the enterprises particularly in the Sylhet region

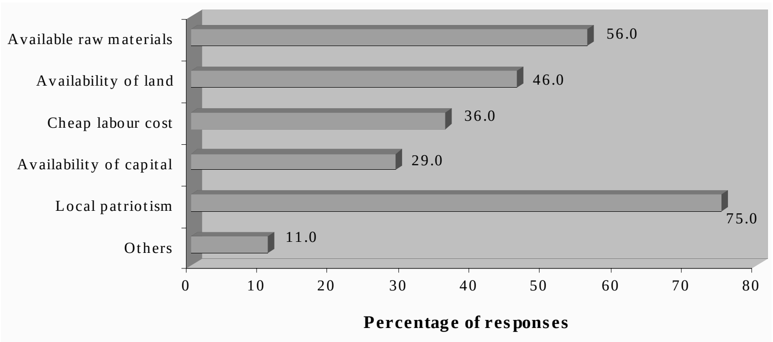

A significant variation in the perception of entrepreneurs was observed while compared with scale, sector and location (district) of the enterprises regarding reasons for establishing enterprises in Sylhet region (Appendix Table 2). It is found that close to three-fifths entrepreneurs of large scale enterprises recognized availability of land as the reason for establishing enterprises in Sylhet region, while little less than one-third entrepreneurs of small and medium enterprises recognized the same issue. The entrepreneurs of tea industry recognized that availability of land, cheap labour cost and availability of capital were the prime reasons for establishing enterprises in Sylhet region, while the entrepreneurs of other sectors mainly gave emphasis on local patriotism for the purpose. It is observed that one-third entrepreneurs of Sylhet district recognized availability of land as one of the main reasons for establishing enterprise in the very region, while over two-thirds entrepreneurs of other districts of the division recognized the same reason.

3.3 Hindrances for Enterprise Development

The favourable investment climate influences the investors to open the new arena of investments, which effectively generate employment opportunity as well as growth performance of the economy. On the other hand, the existing constraints in the region mostly discourage the entrepreneurs for establishing the new industries making the region backward in the country. Hence the constraints on enterprise development in Sylhet region are discussed covering the issues – (i) hindrances for running enterprises in the region (iii) problems faced by the entrepreneurs for starting the enterprise including managing necessary documents, land, loan from the banks etc; (iii) constraints on establishing new enterprises that are different from those in other regions.

(i) Hindrance for running enterprises in the region

The entrepreneurs were asked about the hindrances for running the enterprises during the last five years and Figure 5 shows their perceptions. A bulk of the entrepreneurs identified inadequate power supply as the severe obstacle to running the enterprises smoothly and two-thirds of them ranked it as the first barrier. Nearly half of the entrepreneurs mentioned high rate of interest for borrowed money and lack of investment fund as the hindrances for sound performances of the enterprises. Further, political instability, high cost of internal transportation and crisis of raw materials were also marked hostile to smooth running of the enterprises by more than two-fifths entrepreneurs.

A significantly higher proportion of the entrepreneurs from large scale enterprises expressed high rate of interest for borrowed money as a serious problem for conducting the functions of the enterprises (Appendix Table 3). While compared the perceptions according to the sectors of enterprises, it is observed that a considerable proportion of entrepreneurs of tea industry, food processing industry and stone-based industry mentioned high rate of interest for borrowed money as one of the main hindrances other than the inadequate power supply.

Figure 5: Hindrances for running enterprises for the last five y ears

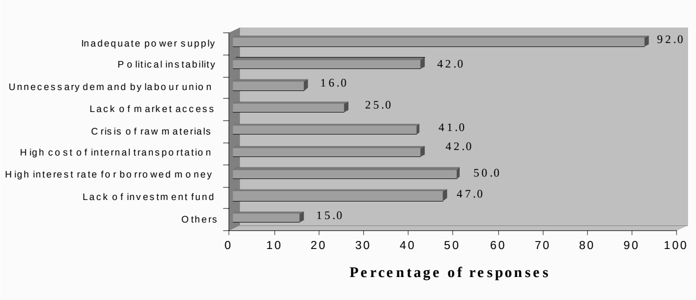

(ii) Problems for starting enterprises

The entrepreneurs' perceptions regarding problems in starting the present business have been shown in the Figure 6. It is revealed that 53% of respondents mentioned the problems for collecting the necessary documents and getting the permission from the government officials to start their business, which was ranked by them as the most severe constraint followed by inadequate cooperation from the administrations mentioned by 49% respondents (Appendix Table 4). More than two-fifths of the entrepreneurs faced initial fund crisis for their business. Besides, managing land & raw materials, lack of skilled manpower, imposition of high excise duty, and lack of market facility were also identified as obstacles to starting the business by some entrepreneurs.

These problems are subsisted in Sylhet and other districts of the division with a significant variation for accommodation problem in the market place, lack of skilled manpower and imposition of high excise duty (Appendix Table 4). In addition, the degrees of the problems are diverse according to the scale and sectors of industries. It is found that the percentages of responses for all groups of industries except the tea sector are almost same regarding obtaining necessary documents from the government office for starting the enterprise. Though all the groups of industries face lack of access to initial fund to start enterprise, the problem is faced with more intensity in the case of tea industry as shown in the

table. It is also revealed that the shortage of skilled manpower is more serious for stone-based and cottage industry than that for other industries such as food processing and tea *etc*.

Eventually the soundness of investment climate is depending on how these problems will be addressed for creating the favourable business environment. Hence the policy strategies for encouraging the investment of local fund will be guided by the removal of existing problems in the Sylhet region.

Figure 6: Problems in starti ng the present business in the Sylhet region

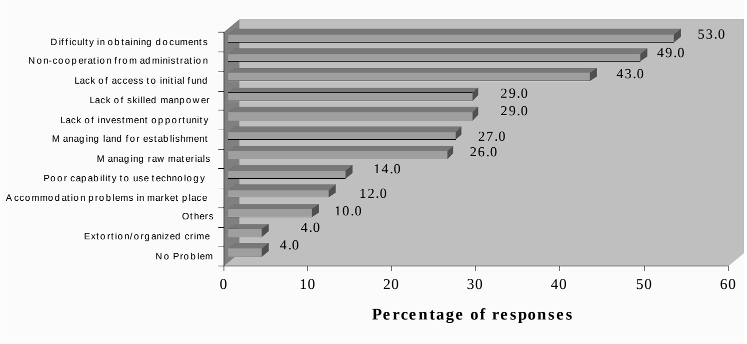

Opinion regarding obtaining necessary documents

While entrepreneurs were asked to sort out the problems to start the present business, 53% of the respondents reported managing necessary documents itself as a problem. However, while they were asked to mention the problems in managing necessary documents, 65% entrepreneurs acknowledged facing some sorts of difficulty. The entrepreneurs who faced difficulty in obtaining necessary documents have given different kinds of perceptions regarding the problems for obtaining the necessary the documents to start the business (Figure 7). The serious difficulties that they faced were demand for bribe by government officials (72.3%), followed by administrative complexity (70.8%). Further, over three-

Figure 7: Difficulty in obtaining necessary documents to establish enterprise in Sylhet

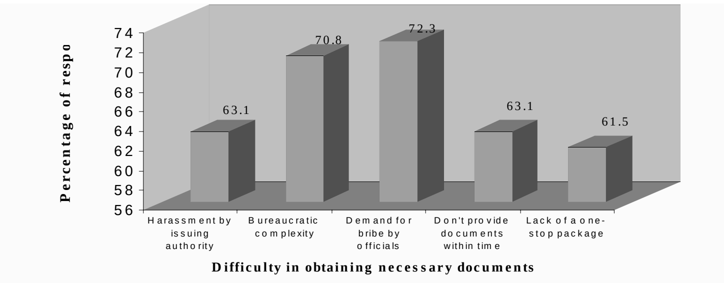

fifths of the entrepreneurs also mentioned the difficulties for collecting necessary documents such as harassment by issuing authority, not to provide documents within time frame, and lack of one-stop package.

Managing land for enterprise establishment

Land is a very fundamental resource for any enterprise establishment. Moreover, establishment of enterprise is dependent on the site, size, availability of raw materials, other resources, etc. On the other hand, demand for land can influence the price of land. The difficulties in managing land for enterprise development are shown in the Figure 8. Mostly they faced problem to arrange land in a suitable location for establishment (45%), followed by high price of land (43.3%) and difficulty in managing *khash* land (41.7%).

Figure 8: Difficulty in managing land for enterprise establishment in the Sylhet region

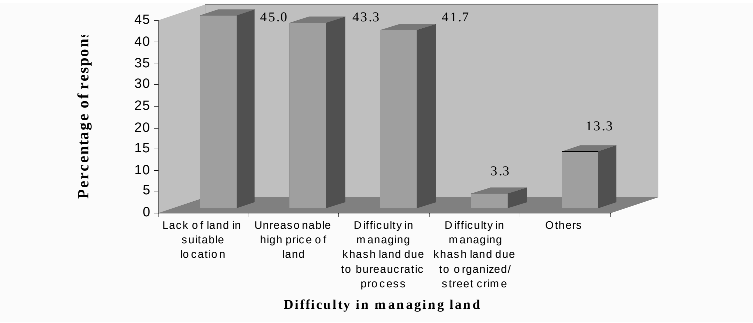

The availability of land in suitable location for enterprise development has become a difficulty because with the passage of time the already available land in suitable location is getting exhausted in and around Sylhet city without further supply of serviced land keeping pace with the increasing demand for such land. As a result, very logically the price of such land has become very high. Other than this, land graving may affect the price of land as agreed by 45% of entrepreneurs. It is mentionable that almost all of the entrepreneurs (93%) agreed that there was no organized crime in Sylhet region in establishing enterprises.

Government Facilities and Support Services

The entrepreneurs always expect that the infrastructure facilities and support services will be given by government organizations. This section discusses the kinds of facility that the entrepreneurs received from the government in establishing their enterprises. Figure 9 illustrates the kinds of facility that they received. One-quarter of the entrepreneurs informed that they did not receive any kind of facilities or services from the government organization. About 60%

Figure 9: Kinds of facility received by the entrepreneurs from government

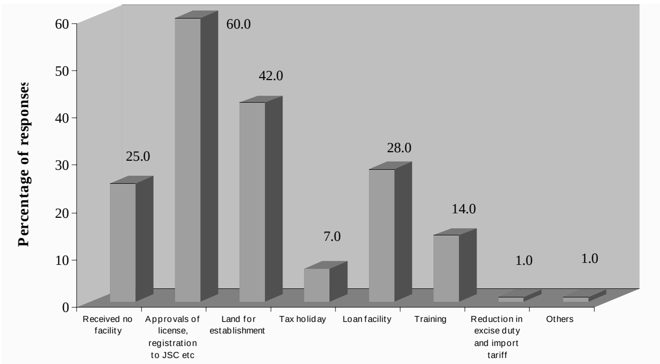

informed that they received facility in terms of approval of license and registration to joint stock company (JSC), whereas 42% received land for the establishment.

iii. Constraints on establishing new enterprises in the region

The views of the entrepreneurs about the constraints on establishing new enterprise specific to Sylhet region are shown in Figure 10. A vast majority of the entrepreneurs mentioned inadequate power supply (91%) and lack of entrepreneurship (76%) as constraints on establishing new enterprise in Sylhet region. Further, idleness of the local people and very high price of land in urban area were mentioned by about half of the entrepreneurs. The probable cause for high price of land in the urban area may be due to high opportunity cost of land as remittance money is substantially spent on the purchase of land for alternative uses other than enterprise development. The rank of the responses given by them shows that more than half of the respondents put inadequate power supply as the first constraint on establishing new enterprise specific to Sylhet region. On the other hand, lack of entrepreneurship was ranked as the first constraint on establishing new enterprises by 30% entrepreneurs.

Figure 10: Constraints on establishing new enterprise specific to Sylhet region, which are different from other regions

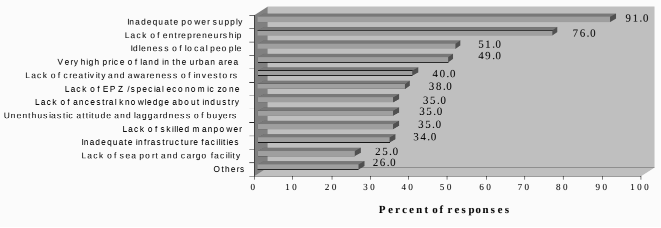

A significantly ($p<0.05$) higher proportion of the entrepreneurs of large scale industry put more emphasis on lack of EPZ, lack of creativity and awareness of potential investors, and lack of skilled manpower as the constraints than those of small & medium scale industry did (Appendix Table 5). The perception of entrepreneurs was also found to vary significantly ($p<0.01$) according to the sectors of enterprises for unenthusiastic attitude & laggardness of potential buyers and lack of creativity & awareness of potential investors. A wide ($p<0.01$) variation was observed between the perceptions of the entrepreneurs belonging to Sylhet district and other districts regarding the constraints – lack of ancestral knowledge about industry development, lack of creativity and awareness of potential investors and lack of skilled manpower.

Factor analysis for problems in establishing new enterprises specially in Sylhet region

The factor analysis is used to identify the major dimension of problems in establishing new enterprises specially in Sylhet region. The analysis used principal component method to extract the factors with varimax rotation technique and Table 1 shows the results of the factor analysis. The main four factors of problems in establishing new enterprises specially in Sylhet region were identified as:

Factor-I: Lack of entrepreneurship, lack of ancestral knowledge about industry development, and unenthusiastic attitude and temperament of the potential buyers.

Factor-II: Inadequate infrastructure facilities, laggardness of local buyers, and natural calamities

Factor-III: Lack of EPZ or special economic zone, lack of sea port and cargo facility, and fear for labour unrest

Factor-IV: Lack of creativity & awareness of potential investors and idleness of the local people.

The elements of each of the above factors are arranged in order of their respective magnitude indicating the importance of a particular element in a factor. The elements of Factor-I mainly include the problems related to *entrepreneurial incapability by heritage*; the elements of Factor-II relate to the *inadequate infrastructure*; the Factor-III contains the problems related to *non-existent physical infrastructure*; and the elements of Factor-IV include the problems related to *motivation*. Unfortunately and unexpectedly the factor analysis for

problems in establishing new enterprises specially in Sylhet region did not find out inadequate power supply as the considerable and significant factor for some sorts of unexplainable reason.

Table 1: Factor analysis for problems in establishing new enterprises specially in Sylhet region

Problems in establishing new enterprises specially in Sylhet region	**Factor**					
	F1	**F2**	**F3**	**F4**	**F5**	**F6**
Inadequate power supply					-.538	
Lack of entrepreneurship	.679					
Inadequate infrastructure facilities		.729				
Very high price of land in the urban area						.835
Lack of ancestral knowledge about industry development	.634					
Unenthusiastic attitude and temperament of the potential buyers	.645					
Laggardness of local buyers		.621				
Lack of sea port and cargo facility			.749			
Lack of EPZ or special economic zone			.544			
Lack of creativity and awareness of potential investors				.793		
Idleness of the local people				.766		
Lack of skilled manpower					.849	
Natural calamities like heavy rainfall and cold		.507				
Fear for labour unrest			.655			
Eigenvalue	1.581	1.513	1.484	1.467	1.361	1.213
Percent of Variation	11.291	10.809	10.602	10.480	9.722	8.668
Cumulative % of variation	11.291	22.100	32.703	43.183	52.906	61.573
KMO=0.465 & Only factor loadings ?0.40 has been shown in the Table						

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

It can be concluded from the results of factor analysis that entrepreneurial incapability by heritage, inadequate infrastructure facility and motivational problems are the main problems in establishing new enterprises specially in Sylhet region. So policies should be taken to eradicate these problems in order to smooth up this region for providing opportunities to establish new enterprises.

3.4 Requisites for Congenial Investment Climate

Factually speaking, some components are essential for ensuring the congenial investment climate that brings scope and opportunities for the investors of private sectors to channel their investment funds into productive operation profitably. So, the entrepreneurs of different industries according to scale, sector and location were sought to express their perceptions with respect to the requisites for ensuring congenial investment climate in Sylhet region where the potential investors may come spontaneously to utilize their funds with desired efficiency and profitability.

Accordingly, over three-fourths entrepreneurs strongly advocated for investment friendly government policy and transparent & easy bureaucratic procedure to make the investment climate pleasant in the region (Figure 11).

Figure 11: Necessary factors for ensuring congenial investment climate in the Sylhet region

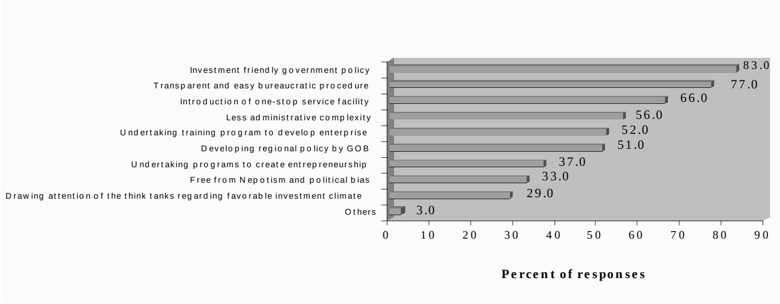

Factor Analysis for Ensuring Congenial Investment Climate in Sylhet Region

The factor analysis is carried out to identify the major dimension for ensuring congenial investment climate in Sylhet region. The analysis used principal component method to extract the factors with equamax rotation technique. Table 2 shows the results of the factor analysis. The main three factors for ensuring congenial investment climate in Sylhet region were identified as:

Factor-I: Less administrative complexity, transparent and easy bureaucratic procedure, free from nepotism and political bias

Table 2: Necessary factors for ensuring congenial investment climate in the region

Necessary factors for ensuring congenial investment climate	Component			
	1	2	3	4
Less administrative complexity	.831			
Transparent and easy bureaucratic procedure	.769			
Free from Nepotism and political bias	.725			
Drawing attention of the think tanks (intellectuals/elites) about sharing their ideas and views regarding favorable investment climate		.738		
Developing regional policy by the government		.609		
Undertaking appropriate training program to develop enterprise		.476		
Introduction of one -stop service facility			.735	
Undertaking awareness program to create entrepreneurship			.705	
Investment friendly government policy				.834
Eigenvalues	2.133	1.261	1.232	1.138
Percent of variation	23.694	14.016	13.692	12.647
cumulative variation	23.694	37.710	51.402	64.049

KMO=0.641 & Only factor loadings ?0.40 has been shown in the Table

Factor-II: Drawing attention of the think tanks about sharing their ideas and views regarding favorable investment climate, developing regional policy by the government, undertaking appropriate training program to develop enterprise

Factor-III: Introduction of one-stop service facility, undertaking awareness program to create entrepreneurship

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.

The elements of Factor-I mainly include the problems related to good governance; the elements of Factor-II relate to the motivation; and the Factor-III contains the problems related to facility. Factor analysis clearly indicates that the steps are required generally linked with government policy and administrative development. Government policy should be investment friendly so that local people will be encouraged for entrepreneurship. Administrative development should be made so that administration will be transparent, free from nepotism and political bias, and having one-stop service facility with easy bureaucratic procedures.

Steps Needed from the Government

The entrepreneurs were requested to express their views about the necessary steps to be taken by the government for ensuring congenial investment climate in the Sylhet region. Figure 12 presents the views of the entrepreneurs. More than four-fifths entrepreneurs viewed that bureaucratic procedure should be transparent and easy for friendly investment climate in this region. That establishing of EPZ or SEZ in Sylhet region is of prime importance for ensuring congenial investment climate was stressed by close to three-quarters of the entrepreneurs. Further, 62%

Figure 12: Steps needed from government for ensuring favourable investment climate in Sylhet region

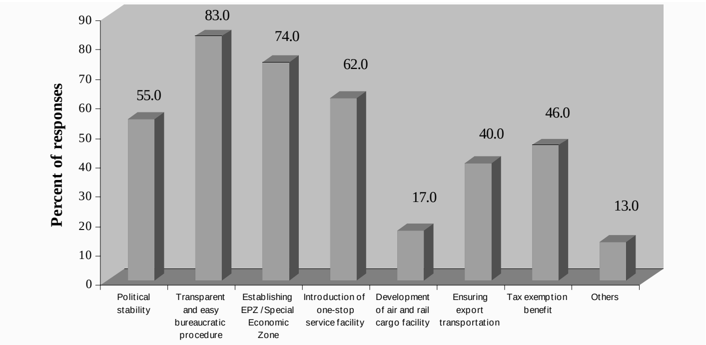

emphasized on introduction of one-stop service facility for the same purpose. As necessary steps for ensuring congenial investment climate from government, political stability, tax exemption benefit and export transportation were also mentioned by a considerable number of entrepreneurs. Whenever they were asked to rank their responses, highest proportion of them gave topmost priority on transparent and easy bureaucratic procedure, followed by establishing of EPZ/SEZ and introduction of one-stop service facility.

4. Conclusions

The findings indicated that most of the entrepreneurs were well educated, middle aged, became the owner of the enterprise through starting by themselves. The entrepreneurs identified a number of advantageous elements for investment in Sylhet region giving emphasis on investment friendly climate, plenty of local funds and availability of raw materials. Local patriotism was the main reason for establishing the enterprises particularly in Sylhet region.

The main hindrances for running the enterprises are identified as inadequate power supply and high cost of borrowed money. Entrepreneurs sorted out the problems in starting enterprises as difficulty in obtaining documents, lack of land in suitable location, inadequate co-operation from administration and lack of access to initial funds, mainly due to bureaucratic complexity and informal charges. Major constraints on establishing new enterprises in the region are identified as inadequate power supply, lack of entrepreneurship and idleness of local people. Factor analysis reduces the constraints into four dimensions: entrepreneurial incapability by heritage, inadequate infrastructure, non-existent physical infrastructure, insufficient motivation.

Respondents emphasized on investment friendly government policy, transparent & easy bureaucratic procedure, introduction of one-stop services, and less administrative complexity as requisites for congenial investment climate. They urged government for establishing SEZ in Sylhet region for harnessing the enterprise development. After assessing the existing investment scenario in Sylhet region on the basis of perceptions of the entrepreneurs and other stakeholders, it is explored that to a greater extent the investment climate of this region has been deemed to be congenial having moderate infrastructure facilities, strategically geographical advantages like access to market, funds, land, and satisfactorily social environment (free from extortion & organized crime), local patriotism & amity among local people.

References

1. Acosta P., P. Fajnzylber, and J. H. Lopez (2007), "The impact of Remittances on Poverty and Human Capital: Evidence from Latin American Household Surveys", In "International Migration, Economic Development and Policy" edited by C. Ozden and M. Schiff, pp. 59-98, World Bank and Palgrave Macmillan, Washington, DC.

2. Acosta, P., C. Calderon, P. Fajnzylber, and J. H. Lopez (2008), "Do Remittances Lower Poverty Levels in Latin America?", In "Remittances and Development: Lessons from Latin America" edited by P. Fajnzylber and J. H. Lopez, pp. 87-132, World Bank, Washington, DC.

3. Ahsan, K., F.E.M. Faisal and M. M. Rahman (2005), "Mismatch between local resources and regional development of Sylhet – An Investigation." *Journal of Finance and Banking*, Vol. 7, No. 1 & 2, University of Dhaka.

4. Azad, A.K. (2005), "Migrant Workers Remittances: A Source of Finance for Microenterprise Development in Bangladesh?", In "Remittances: Development Impact and Future Prospects" edited by S. M. Maimbo and D. Ratha ,pp. 119-132, Washington D.C: World Bank.

5. Bangladesh Bank (2007), "Quarterly Scheduled Banks Statistics", Statistics Department, Bangladesh Bank, Dhaka, Oct-Dec, 2007.

6. Bangladesh Bank (2008), "Monthly Economic Trends", vol. 33 (11), Statistics Department, Bangladesh Bank, Dhaka.

7. Bangladesh Enterprise Institute and World Bank (2003) "Pilot Investment Climate: Assessment: Improving the Investment Climate in Bangladesh", An Investment Climate Assessment based on an Enterprise Survey Carried Out by the Bangladesh Enterprise Institute and the World Bank, Dhaka.

8. Batra, G, D. Kaufmann and A.H.W. Stone (2003), "Investment Climate Around the World – Voices of the Firms from the World Business Environment Survey", The World Bank, Washington D.C.

9. BBS (2000), "Report on Bangladesh Census of Manufacturing Industries" Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, 2000.

10. BBS (2007a): Report on Bangladesh Census of Manufacturing Industries, 2001-2002, (Updated in 2005), Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, 2005.

11. BBS (2007b): Report on Bangladesh Economic Census 2001 & 2003, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, 2007.

12. Fajnzylber, P. and J.H. Lopez (2008), "The Development Impact of Remittances in Latin America", In "Remittances and Development: Lessons from Latin America" edited by P. Fajnzylber and J. H. Lopez, pp. 1-19, World Bank, Washington, DC.

13. IFC (2008), “Pre-feasibility Study for Sylhet Economic Zone”, Bangladesh Investment Climate Fund, International Finance Corporation, Dhaka.

14. Mansuri, G. (2007), “Does work migration spur investment in origin communities? Entrepreneurship, schooling and Child Health in Rural Pakistan”, In “International Migration, Economic Development and Policy” edited by C. Ozden and M. Schiff, pp. 99-140, World Bank and Palgrave Macmillan, Washington, DC.

15. Peria, M. S. M., Y. Mascaro, and F. Moizeszowicz (2008), “Do Remittances Affect Recipient Countries’ Financial Development?” In “Remittances and Development: Lessons from Latin America” edited by P. Fajnzylber and J. H. Lopez, pp. 171-216, World Bank, Washington, DC.

16. Ratha, D. (2005), “Workers’ remittances: An important and stable source of external development finance”, In “Remittances: Development Impact and Future Prospects” edited by S. M. Maimbo and D. Ratha, pp. 19-51, World Bank, Washington, DC.

17. Saaty (2000) Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Ptocess, Volume 6.RWS publications, Pittsburgh, PA.

18. Saaty, T. L. (1980). The Analytical Hierarchy Process. New York: McGraw Hill.

19. SCCI (2006), “Investment Opportunities in the Sylhet Region”, *Sylhet Chamber of Commerce and Industry*, Sylhet, Bangladesh.

20. SCCI (2007), “Feasibility Report on Special Economic Zone & Industrial Park in and around Sylhet”, Conducted by Young Consultants, *Sylhet Chamber of Commerce and Industry*, Sylhet, Bangladesh.

21. Stern N. (2002), “The Investment Climate, Governance, and Inclussion in Bangladesh; Bangladesh Economic Association Speech”, *The World Bank Group*.

22. World Bank (2005), “Remittances: Development Impact and Future Prospects”, edited by S.M. Maimbo and D. Ratha, World Bank, Washington, DC.

23. World Bank (2006), “Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migration”, World Bank, Washington, DC.

24. World Bank (2008), “Harnessing Competitiveness for Stronger Inclusive Growth – Bangladesh Second Investment Climate Assessment” Bangladesh Development Series Paper No. 25, *The World Bank*.

25. World Bank (2008), “Remittances and Development: Lessons from Latin America” edited by P. Fajnzylber and J. H. Lopez, World Bank, Washington, DC.

26. World Bank and Macmillan (2007), “International Migration, Economic Development and Policy” edited by C. Ozden and M. Schiff - a co-publication of the World Bank and Palgrave Macmillan, Washington, DC.

Table 1: Entrepreneurs perception regarding advantageous features for investment in Sylhet region according to scale, sector and location of enterprises

Constraints on establishing new enterprise	Total responses (%)	Rank of the total responses		Percentage of responses by various groups									Total no. of Responses
				Scale of enterprises		Sectors of industry					District		
		1st	2nd	Large	SME	Food processing	Tea	Stone-based & brick	Cottage	Other	Sylhet district	Other districts of Sylhet division	
Inadequate power supply	91.0	53.0	17.0	94.1	89.8	100.0	100.0	83.3	92.9	86.7	89.2	97.1	91
Lack of entrepreneurship	76.0	30.0	28.0	80.4	71.4	65.0	76.2	86.7	64.3	80.0	73.8	80.0	76
Inadequate infrastructure facilities	34.0	6.0	8.0	33.3	34.7	30.0	28.6	36.7	28.6	46.7	36.9	28.6	34
Very high price of land in the urban area	49.0	3.0	12.0	45.1	53.1	45.0	38.1	53.3	42.9	66.7	49.2	48.6	49
Lack of ancestral knowledge about industry development	35.0	4.0	7.0	35.3	34.7	35.0	14.3	50.0	35.7	33.3	44.6	17.1 [a]	35
Unenthusiastic attitude and laggardness of the potential buyers	35.0	3.0	1.0	27.4	42.9	30.0	9.6	33.3	64.3	53.4 [a]	41.6	22.8 [c]	35
Lack of sea port and cargo facility	25.0	2.0	7.0	25.5	24.5	30.0	19.0	20.0	35.7	26.7	30.8	14.3 [c]	25
Lack of EPZ or special economic zone	38.0	8.0	5.0	49.0	26.5 [b]	30.0	52.4	43.3	42.9	13.3	33.8	45.7	38
Lack of creativity and awareness among potential investors	40.0	13.0	7.0	52.9	26.5 [a]	15.0	71.4	33.3	35.7	46.7 [a]	29.2	60.0 [a]	40
Idleness among the local people	51.0	10.0	12.0	58.8	42.9	45.0	66.7	53.3	57.1	26.7	47.7	57.1	51
Lack of skilled manpower	35.0	8.0	4.0	47.1	22.4 [a]	25.0	33.3	43.3	28.6	40.0	44.6	17.1 [a]	35
Others	26.0	4.0	3.0	25.5	26.5	25.0	19.1	36.6	28.6	13.4	29.2	20.0	26
Total number of respondents (n)		**100**		**51**	**49**	**20**	**21**	**30**	**14**	**15**	**65**	**35**	**100**

* free from extortion, harmony among local peoples, positive attitude to support one-another. [a] indicates $p<0.01$, [b] indicates $p<0.05$, [c] indicates $p<0.10$

Appendix Table 2: Entrepreneurs perception regarding reasons for establishing the enterprises particularly in the Sylhet region according to scale, sector and location of enterprises

Problems in sta rting the present business	Total responses (%)	Rank of the total responses		Percentage of responses by various groups									Total no. of Responses
				Scale of enterprises		Sectors of industry					District		
		1st	2nd	Large	SME	Food processing	Tea	Stone-based & brick	Cottage	Other	Sylhet district	Other districts	
No Problem	4.0	-	-	5.9	2.0	10.0	4.8	3.3	-	-	3.1	5.7	4
Obtaining necessary documents from government office	53.0	35.0	7.0	54.9	51.0	50.0	66.7	53.3	50.0	40.0	49.2	60.0	53
Managing land for establishment	27.0	12.0	10.0	23.5	30.6	25.0	33.3	26.7	14.3	33.3	26.2	28.6	27
Managing raw materials	26.0	10.0	8.0	23.5	28.6	25.0	14.3	43.3	21.4	13.3	29.2	20.0	26
Inadequate cooperation from the administration	49.0	20.0	16.0	56.9	40.8	30.0	66.7	53.3	64.3	26.7 [b]	46.2	54.3	49
Lack of access to initial fund	43.0	19.0	13.0	45.1	40.8	40.0	52.7	36.7	35.4	53.3	41.5	45.7	43
Extortion/organized crime	4.0	-	2.0	5.9	2.0	10.0	-	3.3	7.1	-	6.2	-	4
Lack of skilled manpower	29.0	11.0	7.0	37.3	20.4 [c]	20.0	23.8	40.0	35.7	20.0 [c]	35.4	17.1 [c]	29
Lack of investment opportunity due to imposition of high excise duty (tax)	29.0	7.0	10.0	23.5	34.7	40.0	4.8	30.0	35.7	40.0	36.9	14.3 [b]	29
Poor capability to use technology	14.0	4.0	4.0	17.6	10.2	15.0	9.5	16.7	14.3	13.3	13.8	14.3	14
Accommodation problems in the market place	12.0	-	7.0	5.9	18.4 [c]	20.0	-	6.7	21.4	20.0	16.9	2.9 [b]	12
Others	10.0	5.0	1.0	9.8	10.2	5.0	14.3	6.7	21.4	6.7	12.3	5.7	10
Total number of respondents (n)		**100**		**51**	**49**	**20**	**21**	**30**	**14**	**15**	**65**	**35**	**100**

[a] indicates $p<0.01$, [b] indicates $p<0.05$, [c] indicates $p<0.10$

Appendix Table 3: Entrepreneurs perception regarding difficulties in running enterprises for the last five years according to scale, sector and location of enterprises

Difficulties in running enterprises	Total responses (%)	Rank of the total responses		Percentage of responses by various groups									Total no. of Response
				Scale of enterprises		Sectors of industry					District		
		1st	2nd	Large	SME	Food processing	Tea	Stone-based & brick	Cottage	Other	Sylhet district	Other districts of Sylhet division	
Inadequate power supply	92.0	68.0	13.0	92.2	91.8	95.0	100.0	86.7	92.9	86.7	90.8	94.3	92
Political instability	42.0	8.0	18.0	41.2	42.9	50.0	42.9	46.7	35.7	26.7	43.1	40.0	42
Unnecessary demand by labour union	16.0	4.0	4.0	29.4	2.0 [a]	10.0	42.9	16.7	-	-	7.7	31.4 [a]	16
Lack of market access (small market size)	25.0	4.0	13.0	17.6	32.7 [c]	35.0	4.8	26.7	35.7	26.7	29.2	17.1	25
Crisis of raw materials	41.0	9.0	15.0	45.1	36.7	45.0	23.8	60.0	28.6	33.3 [c]	41.5	40.0	41
High cost of internal transportation	42.0	8.0	10.0	41.2	42.9	40.0	47.6	46.7	42.9	26.7	36.9	51.4	42
High rate of interest for borrowed money	50.0	11.0	18.0	62.7	36.7 [a]	55.0	66.7	50.0	21.4	46.7	47.7	54.3	50
Lack of investment fund	47.0	11.0	15.0	39.2	55.1	45.0	33.3	46.7	50.0	66.7	55.4	31.4 [b]	47
Others	15.0	5.0	3.0	15.7	14.3	20.0	19.0	16.7	14.3	-	18.5	8.6	15
Total number of respondents (n)		**100**		**51**	**49**	**20**	**21**	**30**	**14**	**15**	**65**	**35**	**100**

[a] indicates $p<0.01$, [b] indicates $p<0.05$, [c] indicates $p<0.10$

Appendix Table 4: Entrepreneurs perception regarding problems in starting the present business in the Sylhet region according to scale, sector and location of enterprises

Problems in sta rting the present business	Total responses (%)	Rank of the total responses		Percentage of responses by various groups									Total no. of Responses
				Scale of enterprises		Sectors of industry					District		
		1st	2nd	Large	SME	Food processing	Tea	Stone-based & brick	Cottage	Other	Sylhet district	Other districts	
No Problem	4.0	-	-	5.9	2.0	10.0	4.8	3.3	-	-	3.1	5.7	4
Obtaining necessary documents from government office	53.0	35.0	7.0	54.9	51.0	50.0	66.7	53.3	50.0	40.0	49.2	60.0	53
Managing land for establishment	27.0	12.0	10.0	23.5	30.6	25.0	33.3	26.7	14.3	33.3	26.2	28.6	27
Managing raw materials	26.0	10.0	8.0	23.5	28.6	25.0	14.3	43.3	21.4	13.3	29.2	20.0	26
Inadequate cooperation from the administration	49.0	20.0	16.0	56.9	40.8	30.0	66.7	53.3	64.3	26.7 [b]	46.2	54.3	49
Lack of access to initial fund	43.0	19.0	13.0	45.1	40.8	40.0	52.7	36.7	35.4	53.3	41.5	45.7	43
Extortion/organized crime	4.0	-	2.0	5.9	2.0	10.0	-	3.3	7.1	-	6.2	-	4
Lack of skilled manpower	29.0	11.0	7.0	37.3	20.4 [c]	20.0	23.8	40.0	35.7	20.0 [c]	35.4	17.1 [c]	29
Lack of investment opportunity due to imposition of high excise duty (tax)	29.0	7.0	10.0	23.5	34.7	40.0	4.8	30.0	35.7	40.0	36.9	14.3 [b]	29
Poor capability to use technology	14.0	4.0	4.0	17.6	10.2	15.0	9.5	16.7	14.3	13.3	13.8	14.3	14
Accommodation problems in the market place	12.0	-	7.0	5.9	18.4 [c]	20.0	-	6.7	21.4	20.0	16.9	2.9 [b]	12
Others	10.0	5.0	1.0	9.8	10.2	5.0	14.3	6.7	21.4	6.7	12.3	5.7	10
Total number of respondents (n)		**100**		**51**	**49**	**20**	**21**	**30**	**14**	**15**	**65**	**35**	**100**

[a] indicates $p<0.01$, [b] indicates $p<0.05$, [c] indicates $p<0.10$

Appendix Table 5: Entrepreneurs perception regarding constraints on establishing new enterprise specific to Sylhet region, which are different from other regions according to scale, sector and location of enterprises

Constraints on establishing new enterprise	Total responses (%)	Rank of the total responses		Percentage of responses by various groups									Total no. of Responses
				Scale of enterprises		Sectors of industry					District		
		1st	2nd	Large	SME	Food processing	Tea	Stone-based & brick	Cottage	Other	Sylhet district	Other districts of Sylhet division	
Inadequate power supply	91.0	53.0	17.0	94.1	89.8	100.0	100.0	83.3	92.9	86.7	89.2	97.1	91
Lack of entrepreneurship	76.0	30.0	28.0	80.4	71.4	65.0	76.2	86.7	64.3	80.0	73.8	80.0	76
Inadequate infrastructure facilities	34.0	6.0	8.0	33.3	34.7	30.0	28.6	36.7	28.6	46.7	36.9	28.6	34
Very high price of land in the urban area	49.0	3.0	12.0	45.1	53.1	45.0	38.1	53.3	42.9	66.7	49.2	48.6	49
Lack of ancestral knowledge about industry development	35.0	4.0	7.0	35.3	34.7	35.0	14.3	50.0	35.7	33.3	44.6	17.1 [a]	35
Unenthusiastic attitude and laggardness of the potential buyers	35.0	3.0	1.0	27.4	42.9	30.0	9.6	33.3	64.3	53.4 [a]	41.6	22.8 [c]	35
Lack of sea port and cargo facility	25.0	2.0	7.0	25.5	24.5	30.0	19.0	20.0	35.7	26.7	30.8	14.3 [c]	25
Lack of EPZ or special economic zone	38.0	8.0	5.0	49.0	26.5 [b]	30.0	52.4	43.3	42.9	13.3	33.8	45.7	38
Lack of creativity and awareness among potential investors	40.0	13.0	7.0	52.9	26.5 [a]	15.0	71.4	33.3	35.7	46.7 [a]	29.2	60.0 [a]	40
Idleness among the local people	51.0	10.0	12.0	58.8	42.9	45.0	66.7	53.3	57.1	26.7	47.7	57.1	51
Lack of skilled manpower	35.0	8.0	4.0	47.1	22.4 [a]	25.0	33.3	43.3	28.6	40.0	44.6	17.1 [a]	35
Others	26.0	4.0	3.0	25.5	26.5	25.0	19.1	36.6	28.6	13.4	29.2	20.0	26
Total number of respondents (n)		**100**		**51**	**49**	**20**	**21**	**30**	**14**	**15**	**65**	**35**	**100**

[a] indicates p<0.01, [b] indicates p<0.05, [c] indicates p<0.10

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Higher Education System of Bangladesh: A Synthesis

Zakaria Lincoln*

The Higher Education System of Bangladesh is very traditional. Our government has taken several initiatives to ensure quality education. For this purpose, different governments have formed a number of National Education Commissions. Each of the Commissions submitted the report mentioning the problems and solutions of higher education system of Bangladesh to ensure quality education of the country. But that is end with the submitting of the report; no government has taken any initiative to execute the Commission's recommendations. In fact, all commissions submitted a mere 'eye-wash' report which were all physically incapable to execute their recommendations except one or two. As a result, a big differentiation of standard in higher education of Bangladesh has created. So many types of Bachelor degrees are offering from our universities but the standard of that degrees are making discrimination within the degree holders. On the other hand, once a student has failed to enter into a formal education and enter for a technical or professional diploma degree, s/he is out of the education.

Because of British colonialization, our education system has been molded according to that model. As our colonial masters made an eventual discrepancy in our educational system; it cannot be still unchained from the dreadful result of introducing Bachelor (Pass) courses. The conception of 'Pass' courses has so

* President & Pro-Vice-Chancellor, IBAIS University

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

engulfed our sagacity that the National University of Bangladesh has changed the 2 years Bachelor (Pass) degree to 3 years Bachelor degree having the ‘Pass’ with it to make us permanent enslaved to the colonial ‘Pass’. Even our neighboring country India does not have any 2/3 years ‘Pass’ degree. They have 3 years Bachelor degree. Students are awarded as Bachelor (Pass) or Bachelor (Honors) degree according to their result in the examination. Students having Bachelor (Pass) degree are not eligible to take admission in the Masters level. Students having Bachelor (Honors) degree can only take admission in the Masters level. In Masters Level, students have to study two years.

Students having Bachelor (hons.) degree have to study another 2 years to obtain their Masters degree. Students of our country having 3 years Bachelor (hons.) degree are also eligible to take admission at Masters Level in India. But students having Bachelor (pass) degree have to undergo Bachelor (Special hons.) program to make their degree equivalent to Bachelor (hons.) degree if they seek to take admission at Masters Program. So, our students will not get extra benefit nationally or internationally if our current Bachelor (pass) degree will turn to 3 years from 2 years. They could get the opportunity to obtain Masters degree but they will not get the proper evaluation of having Bachelor degree. It means that Bachelor (pass) degree holders like earlier cannot get the privilege in teaching profession even if they have a 3 (three) years Bachelor degree. On the other hand, because of having this ‘Pass’ only with their Bachelor degree, students have to undergo Bachelor (Special hons.) program to take admission at Masters level in India.

Similar thing has been happened for Bachelor (hons.) degree. Even though 4 (four) years graduation has been introduced; it has lost its attribute and usefulness since all universities including our ‘Oxford of East’, i.e. the University of Dhaka are calling 4 years Bachelor degree as Bachelor (hons.) degree and deducting the General Education courses from the curriculum which is one of main criteria of 4 years Bachelor degree.

The same decision has been taken for Diploma Engineering programs. Though 3 (three) years Diploma Engineering program has been turned to 4 (four) years degree; Diploma Engineers are not getting any special privilege in professional career or in admitting universities. It should be mentioned that before taking any changes in existing system, we should consider whether the respective groups are being benefited or not. And whether they are getting international recognition. So, we should consider the system and standard of international and neighboring countries while decision of any changes should be taken.

Our largest university is National University of Bangladesh. About 80% of the country's students are taking higher education at about 1,300 affiliated colleges of National University. National University is offering 4 (four) years Bachelor program as well as Bachelor (pass) program. Simultaneously, under National University, there are Bachelor in Education and Bachelor in Physical Education which are of 10 (ten) months duration. The curriculums of these Bachelor programs of a single University have designed such a way that there are lots of discriminations of standard with one program to another.

To achieve a 3 years Bachelor (pass) degree, students have to study 15 courses while in 4 years Bachelor program, students have to study at least or more than 40 courses. In comparison, we can see that though the time difference between 3 years Bachelor (pass) and 4 years Bachelor program is 1 (one) year but the 'Pass' students are studying (40-15) = 25 courses lesser than the 4 years graduates. If we count the credit hours, the 'Pass' students earn only 45 credit hours while the 4 years graduates earn minimum 120 credit hours to obtain their Bachelor degrees. So, the difference is 75 credit hours which is really a big and unjustified difference considering one-year study time difference.

Even obtaining more than one degree from the prevailing degree programs of National University of Bangladesh are not considered as recognized Bachelor degree. Usually graduates having 3 years Bachelor (pass) degree have the provision to obtain Bachelor in Education or Bachelor in Physical Education degree which is of 10 months (nearly 1 year) duration. So, students having 2 (two) Bachelor degrees have the total duration of (3+1) = 4 years undergraduate study period. But ironically after studying 4 years, not any of his degrees is a recognized Bachelor degree. The situation is more vulnerable for the students having Bachelor degree in Laws. For LLB (pass) degree, students have to study 2 years after their 3 years Bachelor (pass) program, i.e. these students are studying total 5 years in their undergraduate level. And again, not any of their Bachelor degrees is

Present Scenario of General Education Curriculum

Programs	Till HSC	Bachelor		B.Ed.	B.P.Ed.	LLB	Masters	Total
		Pass	Honors					
Bachelor (Pass)	12 years	3 years	-	-	-	-	2 years	17 years
B.Ed.	12 years	3 years	-	1 year	-	-	1 year	17 years
B.P.Ed.	12 years	3 years	-	-	1 year	-	2 years	18 years
LLB	12 years	3 years	-	-	-	2 years	2 years	19 years
Bachelor (hons.)	12 years	-	4 years	-	-	-	1 year	17 years

recognized in our present system. In some cases students do not get recognition of a recognized Bachelor degree even having three Bachelor degrees like Bachelor (pass), Bachelor in Education and Bachelor of Laws (pass) degree at the same time.

As students become eligible to take admission at B.Ed./B.PEd./LLB(pass) program after achieving their Bachelor (pass) degree; in that case the syllabus of their second Bachelor degree should be designed with adjusting their prior ones so that after finishing their second Bachelor degree, they would get the certificate of a recognized Bachelor degree. It is a matter of deep regret and ridicule that the students of Master in Education program are studying 17 years like other programs to achieve their degree but no where in the country; this degree is considered as a Masters degree.

According to international standard, it takes 17 years to achieve a Masters degree. In our prevailing/current education system, students of both Bachelor (pass) and Bachelor (hons.) program are studying 17 years. But both categories of students are facing problems in evaluating their degrees nationally and internationally because of having ‘Pass’ with their degree, discriminatory curriculum.

However, the curriculum of these two types of Bachelor programs could be reconciled. That is after studying 12 years Higher Secondary Certificate program, in 4 years Bachelor program, students will be awarded Bachelor (pass) degree after studying 2nd year; Bachelor (hons.) degree will be awarded after studying 3rd year and finally after completing 4th year of study, students will be awarded 4 years graduation degree. If this reconciled/synthesized system will introduce, there will not be any discrimination in higher education. On the other hand, in our poor country, students of not well-off families to help their families economically can start their professional career just after having a two years Bachelor degree. As a result, it would lessen their parents’ burden.

A Proposed Synthesis of General Education Curriculum

Programs	Till HSC	Bachelor						Masters	Total
		Pass	Honors	4 years Bachelor Program	B.Ed.	B.P.Ed.	LLB		
Bachelor (Pass)	12 years	2 years	-	2 years	-	-	-	1 year	17 years
B.Ed.	12 years	2 years	-	-	2 years	-	-	1 year	17 years
B.P.Ed.	12 years	2 years	-	-	-	2 years	-	1 year	17 years
LLB	12 years	2 years	-	-	-	-	2 years	1 year	17 years
Bachelor (hons.)	12 years	2 years	1 year	1 year	-	-	-	1 year	17 years

Not only in General Education, but also for Engineering and other education, we could initiate the proposed synthesized curriculum. For this, students will be benefited as well as their degrees will be recognized internationally. In our current system, for engineering degrees, students have to study four years after their HSC. On the other hand, for Diploma Engineering degrees, students have to study four years after their SSC. If diploma engineers want to obtain Bachelor degree in engineering, they have to study from the very beginning of 1^{st} year of Bachelor program and have to study again 4 years to obtain Bachelor degree in Engineering. Or some universities both public (former BITs) and private are offering 3 years Bachelor degree in engineering by giving one year waiver to diploma engineers. In this way, students become frustrated by loosing the valuable time of their education life. And the diploma engineers are deprived of the opportunity of getting Bachelor degree in Engineering because of their poor pecuniary condition. If we change the current curriculum and introduce a new synthesized reconciled curriculum, we could solve this problem as well. It means that after SSC, students who will take admission for Diploma Engineering programs; in the first 2 (two) years, they will be taught the syllabus of HSC curriculum and in the next 2 (two) years, they will study the syllabus of B.Sc. Engineering curriculum. And thus studying 4 (four) years, students will obtain the Diploma Engineering certificate. Later, if Diploma Engineers want, they can only study 3^{rd} and 4^{th} year of B.Sc. Engineering program to get a Bachelor degree which will be recognized both in national and international arena. In this way, the Diploma engineers can save their valuable time and money.

In many international universities of developed countries, Diploma engineers can take direct admission to 3^{rd} year of B.Sc. Engineering program. Though in those countries, the Diploma engineering program is not of three years like ours. We can hope that if this new reconciled synthesized curriculum would be introduced, it will not only save our national currency but also save the valuable education time period our students. Moreover, this would an example for other countries of the world.

According to the above table, it takes 1/2 years more for Diploma Engineers to get B.Sc. Engineering degree.

Present Scenario of the Curriculum of Engineering Programs

Programs	Till SSC	HSC	Diploma Engg.	B.Sc. Engg.	Total
B.Sc. Engg.	10 years	2 years	-	4 years	16
Diploma Engg.	10 years	-	4 years	3/4 years	17/18 years

A Proposed Synthesized Curriculum of Engineering Programs

Programs	Till SSC	HSC	Diploma Engineering		B.Sc. Engg.	Total
			Syllabus of HSC	Syllabus of 1st & 2nd year of B.Sc. Engg.		
B.Sc. Engg.	10 years	2 years	-	-	4 years	16 years
Diploma Engg.	10 years	-	2 years	2 years	2 years (syllabus of 3rd & 4th of B.Sc. Engg.)	16 years

According to the above table both Diploma Engineering and B.Sc. Engineering program can be finished within a uniform period of 16 years.

Finally, this new reconciled curriculum would be a synthesis of both British and American system. This new curriculum would reflect the American system since students have to study 4 years to obtain their Bachelor degree after High School examination where students will be awarded Associate degree after completing 2 (two) years of study. And the new curriculum would be an echo of British system as students will get Bachelor (hons.) degree after completing 3 (three) years of undergraduate study. So, if we offer Bachelor (Pass) after two years, Bachelor (Hons.) after three years and Bachelor degree after completing four years, it would be expected and ensured that this new synthesized curriculum will appreciated not only in England or America but also in whole world.

References

1. Bangladesh Technical Education Board (BTEB), 2006. *Curriculum of Different Diploma Engineering Programs*. Dhaka, Bangladesh.

2. Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET), 2006. *Curriculum for different Bachelor (4 years) and Masters programs of Different Departments*. Dhaka, Bangladesh.

3. IBAIS University Catalog: 2007-2008.

4. National Curriculum and Textbook Board (NCTB), 2006. *Curriculum of Higher Secondary Level*. Dhaka, Bangladesh.

5. National University (NU), 2006. *Curriculum for Bachelor of Education*. Gazipur, Bangladesh.

6. National University (NU), 2006. *Curriculum for Bachelor of Physical Education*. Gazipur, Bangladesh.

7. National University (NU), 2006. *Curriculum for Master of Education*. Gazipur, Bangladesh.

6. National University (NU), 2006. *Curriculum for Bachelor of Laws*. Gazipur, Bangladesh.

8. National University (NU), 2006. *Curriculum for Master of Laws*. Gazipur, Bangladesh.

9. University of Dhaka (DU), 2006. *Curriculum for different Bachelor (4 years) and Masters programs of Different Departments*. Dhaka, Bangladesh. <http://www.acbsp.org/>, <http://www.eucen.org/> <http:www.rabindrabhara tiuniversity.net/>

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Information Technology and Digital Bangladesh

Md. Safat Ullah*

Absrtact

The purpose of the Sub Theme is developing a Computerized Information Technology and Digital Bangladesh system that will replace the current manual system of reach the E-Governance policy to peoples. Considering the expectation & commitment, the Government has adopted the National ICT policy on July, 2009. Which can be considered as a road map of Vision 2021? Digital Bangladesh the background and key features of the National ICT policy are furnished here in after.

My development consists of the parts

1. *Investigation of the current system was carried out Digital Bangladesh System was performed.*
2. *The Design and Implementation of the Digital Bangladesh System were undertaken, after the while system was developed.*
3. *Final testing and evaluation was carried out.*
4. *Our Vision is to make Bangladesh Digital in 2021.*

* Programmer, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled **"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

Information Technology

Introduction

Information Technology: Information Technology is a technology which is Information dependent with meaningful data.

Information: Collection of meaningful data is called Information.

We can say that Information Technology is all types of meaningful information is networking through Computer System. It also called information Communication technology (ICT).

Description of IT

We can say that we are going to information technology. There is no find out progressive rate of any statistician, we have not. We are going headway. Progressive rate will be increase in future, we shall be advance it's our dream. This dream with touched the light (E-Governance) in the country. In the meantime we started new type of Entrepreneur, Digital archive. It will be form of Digital Bangladesh-Din Badaler Pala. We have used transaction of mobile phone as development of Information Technology. At recent Bangladesh Bank has recognized three commercial bank for Mobile banking. Recognized three Banks are: 1.The Trust Bank 2. Eastern Bank 3. And Dhaka Bank. Trust bank has more facilities in banking sector with mobile phone of this three Banks.

At recent time out sourcing basis different works area increasing with different software firm is continuing success production in this sector of Bangladesh. Any Organization's works of development world when online through any organization or person done is called basically outsourcing. Comparatively less labor price different developing country as like as Bangladesh is going as fast as prosper in outsourcing industry. Outsourcing works distribute in different website of internet.

Information technologist is problem for money transaction of internet pay pal is not service in Bangladesh. Although online payment systems have some freelance ring site which finance drawn through western union.

Web address is: www.rent a coder.com

Income money drawn through cheque from goggle absence. Ware transfer, payer debit master card, money buckers etc in Bank in the internet finance transaction is most popular,

Safety and easy system is pay pal. There is a pay pal service 18 types coin in 190 countries of world. But in sense needed online money transaction facilities of country to easier.

Microsoft very fast increment smart phone in the market is coming with new cell phone which higher degree features of mobile operating system.

Redmond's Washington basis software giant said sixth October mobile phone software's modern version windows mobile 6.5 features will come first from handset partner of mobile phone.

Farguson said, smart phone users create more friendship in sectors and notification development and update from e-mail, text and calendar subjects. It's also include latest internet explorer mobile browser and as my phone adred free services for help the save data of lost mobile. Honda in recent display a new personal mobility technology which look at most as one wheel robotic cycle. This will help movement any place to near disable. SMS Banking System, Online Banking system in the mean time revolution in Banking. ATM card is given Banking service 24 hours. Homoeo clinical software has revolution in treatment.

Computer System & Network System more uses in Allopathic treatment. The bill of Wasa is paid through online billing system. In future we hope will create judgment software. Information technology is gets Internets web site till from admission to result. Different company's share known to web site in share market of Dhaka stock exchange. In the meantime Bangladesh Governments is started E-Governance policy. Digital Bangladesh technology also started which is may be implemented on 2021. Fiber optic cable has given connect in Bangladesh. At long time after sleep Bangladesh has connected with faster submarine cable. Technology of countries future is enough ten gigabit bandwidth to near future for telegraph & telephone board of Bangladesh and no think phone SEA-ME-WE-4 international cable system consortium for increase its capacity.

We are looking houses users' demand of internet content before than all. One day we shall send data to network of television program which now send VOIP traffic. Even every sector has uses of information technology. Bangladesh government in the meantime is start activities E-Governance & Digital Bangladesh. World development countries more advanced in information technologies and developing countries are trying to best. As a result neighbor country India is developing in Information technology. Modda Katha is Information technology of Bangladesh development work increase day by day.

It is not result of Information technology by electronic vote. Prime minister has thought E-Tender Technology because corruption of tender. Bangladesh as a developing country is going great success in web & Internet.

Digital Bangladesh

Introduction

Bangladesh formation in Digital format which E-Governance and E-Commerce policy is implemented fully Digitized System will reach to peoples and that convenient will consume to peoples is called future platform of Digital Bangladesh.

Digital: In today's world, the term Digital has become part of our everyday vocabulary because of the dramatic way that Digital circuits and Digital techniques have become so widely used in almost all areas of life: computers, automation, robots, Medical science and technology, transportation, entertainment, space exploration and on and on. we should be able to apply all Digital system work to the analysis and troubleshooting of any Digital system.

Digital system: A Digital system is a combination of devices designed to manipulate logical information or physical quantities that are represented in Digital form. That is the quantities can take on only discrete values. These devices are most often electronic, but they can also be mechanical, Magnetic pneumatic. The world's largest digital system.

Advantages of Digital Techniques: The chief reasons for the shift to digital technology are

1. Digital systems are generally easier to design.
2. Information storage is easy.
3. Accuracy and precision are greater.
4. Operation can be programmed.
5. Digital circuits are less affected by noise.
6. More digital circuitry can be fabricated on IC chips.

Conversion System

(Analog) (Digital)
Temperature (Analog) —— Measuring device —— analog to Digital converter ——— Digital processing (Digital)

(Analog)
Digital to analog Converter ————— Controller ————— Adjust Temperature

(Block diagram of a temperature control system that requires Analog/Digital conversions in order to allow the use of Digital Processing techniques)

The Future is Digital: It is pretty safe to predict that most of the future advances in many areas of technology will take place in the digital realm.The rapid pace of those advances may even exceed the phenomenal growth. digital technology will continue its high speed incursion into current areas of our lives as well as breaking new ground in ways we may not even have thought about.all we can do is try to learn as much as we can about this technology and hang on and enjoy the ride. This may be implemented in twenty first century.

Digital Bangladesh

The government is committed to make Bangladesh digital by 2021. The present government has considered ICT as driving tools for socio-Economic development. In the election manifesto it has been started about ICT as follows:

“The potentials of ICT sector will be realized. Software industry and IT services will be developed by providing all possible assistance to talented young people interested entrepreneurs. This measure will increase export and promote employment opportunities. Our vision is to make Bangladesh Digital in 2021. IT education will be made compulsory at secondary level by 2013 and at primary level by 2021. The task force on ICT that was established during the Awami league rule but rendered ineffective by the BNP-JAMAT Alliance will be reactivated. High Tech Park, Software Technology Park, ICT incubator and Computer Villages will be set up at suitable locations in the country”.

Considering the expectation & commitment, the Government has adopted the national ICT policy on July, 2009. Which can be considered as a road map of vision 2021? Digital Bangladesh the background and key features of the national ICT policy are furnished here in after.

Background

In today’s world, Information and Communication Technology (ICT) is considered as the most effective constituent for the development of a nation. In order to decide on the ways to deliver the benefits of ICT related policy. The intention was reflected in measures such as tax waiver from import of computers, connecting Bangladesh with the Information superhighway and allocation of fund 400 million taka for promotion of IT sector. Digital telephony was also introduced during that period. Especially mobile phone business was opened up through

removal of monopoly with a view to keep the mobile communication within the reach of the common people. For the development of Information & communication technology in the country. The government formed a committee for formulating a national policy on ICT (Vide Circular No: MOST/sec-09/NCST-1/99/90 Dated: 10-05-1999). Though the policy was approved in 2002, the vision of developing a knowledge-based society in the country within 2006 could not be realized because of sluggishness of the next Government.

Needless to say, there is some distance to go before that level of development in ICTs is achieved. In view of this, the ICT stakeholders felt the need to revise the current ICT policy in line with the national goals, objectives and capabilities. Accordingly, the “National ICT Policy Review Committee’ was formed by the Ministry of science and ICT (vide circular No. MOSICT/Section-13/IT-7/1999/part-2/108, Dated: 4-5-2008, Published in Bangladesh Gazette in vol.29: July 7, 2008). The ‘National ICT policy 2009’ is the outcome of the work of this committee. It is expected to build Government Promised Digital Bangladesh within 2021 by successful Implementation of the vision and objectives of the National ICT Policy 2009.

Structure

The policy document is structured as a hierarchical pyramid with a single vision, 10 broad objectives, 56 strategic themes and 306 action items. A pyramidal framework is followed where the vision remains at the top as the ultimate goal and the other linked parameters are placed in the subsequent layers. The layers of the pyramid are defined as follows:

Vision

Objectives
(10)

Strategic themes
(56)

Action Items
(306)

The vision and objectives are aligned with the general national goals while the strategic themes are areas within the broad objectives that can readily benefit from the use of ICTs. The action items are generally meant to be implemented either in the

1. Short term(18 months or less),
2. Medium term(5 years or less)or
3. Long term (10 years or less).

However, some action items have been recommended for continuation throughout Multiple terms where the scope of the activity gradually expands in the longer terms.

Vision

Expand and diversify the use of ICTs to establish a transparent, responsive and accountable government; develop skilled human resourcees; enhance social equity; ensure cost-effective delivery of citizen-services through public private partnerships; and support the national goal of becoming a middle-income country within 2021 and join the ranks of the developed countries of the world within thirty years.

Objectives

1. Social Equity: Ensure social equity, gender parity, equal opportunity and equitable participation in nation-building through access to ICTs for all, including persons with disabilities and special needs.
2. Productivity: Achieve higher productivity across all economic sectors including agriculture and SMME (small, medium and micro enterprises) through the use of ICTs.
3. Integrity: Achieve Transparency, accountability, responsiveness and higher efficiency in the delivery of citizen-services.
4. Education and Research: Expand the reach and quality of education to all parts of the country using ICTs, ensure computer literacy at all levels of education and public service and facilitate innovation, creation of intellectual property and adoption of ICTs through appropriate research and development.
5. Employment Generation: Enlarge the pool of world-class ICT professionals to cater to the local and overseas employment opportunities.
6. Strengthening Exports: Ensure a thriving software, ITES and IT manufacturing industry to meet domestic and global demands and thereby increase foreign exchange earnings, attract foreign direct investments and reduce dependence on imports.

7. Healthcare: Ensure quality healthcare to all citizens by innovative application of ICTs.
8. Universal Access: Ensure connectivity to all as a public service obligation (PSO).
9. Environment, climate and Disaster Management: Enhance creation and adoption of environment-friendly green technologies, ensure safe disposal of toxic wastes, minimize disaster response times and enable effective climate-change management programmers through use of ICTs as Bangladesh is facing the dual scourge of environmental pollution due to rising industrial and consumer wastes and also global-warning-induced climate-change due to excessive carbon emissions of the industrialized countries.
10. Supports to ICTs: Develop appropriate infrastructure including power, and regulatory framework for effective adoption and use of ICTs throughout the country, policy ownership, monitoring and

Review

The ICT policy must be owned by all stakeholder groups who will continually seek to have the mandates of the policy adhered to in all spheres of national life.

The policy must have a champion in the highest levels of the Governments. Accordingly, the following policy ownership arrangement is envisaged.

The national ICT policy shall be monitored and coordinated by the minister in charge of ICT while the associated action programmers will be implemented and/or supported by the Bangladesh Computer Council or its successor organization; all Government agencies and quasistate bodies will implement ICT policy in their respective area. Instruction from National ICT Task Force will be taken for any deviation in implementing the policy. The action plans under the policy shall be reviewed at least once a year for implementation status checks, necessary reprioritizations and changes in programmers. The strategic themes shall be reviewed every three years along with realignment of specific goals with new developments. The whole policy itself shall be reviewed in totality every six years and long-term goals adjusted according to achievements and failures along the way. With the aims and objectives of the National ICT policy 2009 materialized, Bangladesh is expected to become a ‘knowledge society’ within one generation.

References

1. Hawryszkiewycz, Igor (2000), System Analysis and Design (4th edition), Sidney, prentice Hall Australia Pty Ltd, Australia.
2. Award (2000), System Analysis and Design, New York, U.S.A.
3. Post, G.V and Anderson, D.I(1997) Management Information Systems(Solving Business problems with Information Technology, New York, western Kentucky University & DePaul University, U.S.A.
4. Efrain T urban, Jac Lee, devid king, H.Michel Chung (2007), Electronics Commerce, Hong Kong, Korea, California.
5. S.P. Gupta & M.P. Gupta (1997), Business Statistics, University of Delhi.
6. Ronald J. Tocci & Neal S. Widmer (1999), Digital Systems, Prentice Hall, Australia.
7. Bangladesh Computer Council, Ministry of Science & Information Communication Technology, Dhaka.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Infrastructure of ICT and Growth of Statistical & Economical of Bangladesh Bureau of Statistics

Md. Safat Ullah*

Abstract

The Purpose of the sub theme is developing a computerized ICT Infrastructure and Growth of Statistical & Economical of Bangladesh Bureau of Statistics System that will be E-Governance and E-Commerce policy reach to peoples. Considering the expectation and Commitment the Government has adopted the infrastructure of ICT. Which can be considered as a road map of vision 2021? Infrastructure of ICT the background and key features of the Bangladesh Bureau of Statistics are furnished here in after.

My development consists of the parts:
Growth of Bangladesh Bureau of Statistics.
Growth of ICT
Growth of Economics

Introduction

Bangladesh Bureau of statistics has the root in the Regional central statistics office of Bangladesh area which was established in 1951 and the provincial Bureau of Statistics which was established in 1953. After Independence these two offices were integrated in 1972 and Bangladesh Bureau of Statistics was formed. At that time, central statistical office Component had officers and staff members

* LL.B, Programmer, Bangladesh Bureau of Statistics Ministry of planning

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

of 4 division level central statistical offices and the Bangalee officers and staff members repatriated from Pakistan.

The provincial Bureau Component had 18 district statistical offices in addition to headquarters officers and staff members. The pay structure of the officers and staff members of these groups were different and created a problem in the integration. The newly formed Bangladesh Bureau of Statistics was found not enough to produce statistics to meet the data needs of the first five years plan of Bangladesh. At that time a delegation of Bangladesh Statistical Association & Bangladesh Economic Association Under the leadership of Professor Dr. Wahid uddin Mahmood & Mr. Mahboob uddin Ahmed of Dhaka University placed a proposal for integration of newly formed Bangladesh Bureau of Statistics with Population Census Organization, Agriculture Census commission and Provincial Bureau of agriculture statistics to the MAC re –organization committee which was agreed in principle by the committee. As a consequence, the population census organization of Ministry of Home Affairs and agriculture census commission and Bureau of agriculture statistics of ministry of Agriculture were merged with Bangladesh Bureau of statistics in 1974. To strengthen and centralize the statistical system of Bangladesh Statistics Division was created in 1975. From then onward the manpower strength of BBS was developed mostly by taking new projects and absorption of the project personnel to revenue set-up after the expiry of the project-period. Off course, limited number of new recruitments was also made to strengthen the headquarters, Regional and Upazila Statistical offices.

Step by step(Chronology) of events in the Growth of Bangladesh Bureau of Statistics

Trends of Development Project: In the Seventies, Eighties and Nineties the following projects were taken and were transferred to revenue set up at the end of project period: Machine Tabulation system project; Reproduction, Documentation and Publication project, Agriculture Census project, Manpower project, Population census project, Economic Census project, Statistical Cartography Project, Vital Registration project training Institute project, Strengthening of National accounts project.

Recruitment of Officers and staff members in the revenue set-up: After formation of BBS in 1974 and creation of statistics division in 1975 BBS was re-organized with 6(At present 7 wings) wings, 23 regional statistical offices and 460(At present 499+) Thana offices. The recruitment rule of BBS was approved in 1978 and the recruitments were then made in both the project offices and the revenue set-ups.

Creation of Bangladesh Civil Service (Statistics): Statistical Cadre service was first created with BCS (Economics and Trade) which was later separated as BCS (Statistics) in 1980 with encadrement of 43 officers. The strength of BCS (statistics) was raised to 107 officers.

Creation of National Statistical council: To make National level policy decisions on statistical Activities National statistical Council (NSC) was formed in 1977 with Minister for planning as its chairman and secretaries of important Ministers, president-Chamber of Commerce and Governor, Bangladesh Bank as its members. NSC has 7 Technical committies to provide technical support to 7 wings of BBS.

Enam Committee Report for Re-organization of BBS: During Military Government re-organization plan of BBS was approved in 1983 which is known as the Enam Committee Report of BBS.

Sardan Report: World Bank and other development partners were highly interested to re-organize BBS and engaged Mr. Sardan to prepare a report for re-organization of BBS. He had submitted a comprehensive report for re-organization of BBS in 1994 which is known as sardana report.

Moshiur Rahman's Report: Dr. Moshiur Rahman was secretary of Statistics Division and Director General of BBS. He had prepared a comprehensive report for re-organization of BBS in 1996 so that it can produce data to meet the data needs of formulation of plans and implementation of programs of the Government. This is known as the Mashiur Rahman's Report.

Mr.Waliul Islam's Re-Organization plan: Mr.Waliul Islam was DG, BBS and secretary, Statistics Division. He had prepared a re-organization plan for BBS reducing the manpower of head office and increasing the manpower of field offices on the basis of number of union parishads. The re-organization plan was approved by the NSC in its 10th meeting. It was partially implemented subsequently with 5 subject matter wings and 2 Service wings and 1 Training Institute. The present strength manpower stands at 4117. This is the existing organization of BBS.

Bangladesh NSDS (National strategy for Development of statistics): Bangladesh NDS is under development under the technical assistance of the World Bank and PARIS21 the draft roadmap of Bangladesh NSDS is prepared and submitted to NSC for commitment.

Chronology & Acute Growth of ICT in BBS

The growth of ICT in Bangladesh did not dependent on growth of statistics rather it depended on the mobilization of IT resources for the decadal population Census.

Period 1971-1980: Bangladesh inherited a mechanical data processing system at the time of its Liberation in December 1971. The third Generation computer IBM S/360 with memory 30k was purchased in 1970 and install in 1973 in BBS. At the time of integration of different offices with BBS in 1974 it had a few key punching machines, mechanical tabulator and mainframe S/360. At that time data communication used to be made from dumb terminal to the mainframe only. For processing of population Census data some MDS machines were purchased for data entry. At that time COBOL and FORTRAN-iv were used for data processing and application software's CENTS and COCENTS were used for tabulation.

Period 1981-90: The mainframe 8/360 was burned and a new mainframe of 4th generation IBM S/4341 was procured for data processing and 2 OMR machines of IBM Company were procured for data capture. At that time key punch Machines were used to prepare programs. Data communications used to be made with the mainframe through intelligent terminals. The software IMPS was used for tabulation in addition to CENTS and COCENTS. The COBOL language was used for writing the edit program.

Period 1991-2000: The mainframe S/4341 was replaced by ES/9000. Four OMR machines of NCS were procured to capture census data. Micro-Computers were procured for processing census data. FoxPro and BASIC were used to write edit programs and IMPS was used to write tabulation program. Lap link Technology was used to communicate data from OMR room to server room. Campus networks were established in the planning commission campus, Statistics Bhaban and Prime Minister's office. Computer Education was given to several batches of officers and staff members of planning commission, IMED, ERD, PM's office, Statistics Division, Cabinet Division, Ministry of Finance and Ministry of establishment. Data communication with the field offices was sometimes made through dial-up network and in the head offices through LAN and outside through INTERNET and a website was developed.

Period 2001-2011: Five OMR machines of DRS and 4 OCR machines of Kodak were procured for data capture. The edit program was written with Regalia COBOL and FoxPro. Tabulation was made using IMPS and FoxPro. Networking in Parishankhan Bhaban has been expanded BBS website was enriched with increase in bandwidth capacity and introduction of DDN with the Division level offices. Large numbers of micro-computers have been procured and supplied to officers for use. Under the technical assistance of KOICA three computer training labs (Wi Fi Lab) have been set up along with a Blade Server and Statistical data Management System Software. Development of Dynamic web with application software is under preparation.

3. Growth of Economical Effects
Economics growth of Bangladesh Bureau of Statistics is belows

Census Wing: Bangladesh Population and housing census start 1974 to up to date. The last population census was 2001. Population & Housing Census-2011 procurement is running. They have GEO File update; Mapping update. US Census bureau has suggested questionnaire & OMR, OCR & Image for Reporting Census of 2011. All types census are implementation by census wing. Zila & Upazila Profile have Collected by Census wing. All Census and Survey are executed here.

Agriculture Wing: Agriculture Census-2007 project has completed preliminary report & about National Provisional report has completed after entry & editing. Major crops, Minor crops, Derived section, Agriculture wages section, price & Production cost of major crops, Forms & Topsil has collected and distributed to regional statistics offices.

Demography & Health Wing: Demography & Health Survey, Socio-Economic survey of Retired Govt. staffs, Independent Quality Assurance survey, and Sample Vital registration survey is Bangladesh Bureau of Statistics.

National Accounting wing: National Accounting wing have National Income section, National Expenditure section, Current production section, Price and Wages section, Consumer price index (CPI), foreign trade section.

Industry and Labor Wing: Industry and Labor Wing have Manufacturing industry survey, CSEC survey, Whole sale & Retailer business survey, Hotel & Restaurant survey, Building Economic Activities survey.

Computer Wing: Computer Wing have OCR section, programming section, Data entry section, OMR section, Foreign trade section, Data Bank section, Data Recovery Lab, Three Wi Fi Lab by KOICA.

FA & MIS Wing: FA & MIS Wing has all upazila, zila offices and Management Information System of Bangladesh Bureau of Statistics, Library, STM section, Field Administration.

Statistical Staff Training Institute Wing: Statistical Staff Training Institute Wing has all types of training Management of Bangladesh Bureau of Statistics.

References

1. Hawryszkiewycz, Igor (2000), System Analysis and Design (4th edition), Sidney, prentice Hall Australia Pty Ltd, Australia.
2. Award (2000), System Analysis and Design, New York, U.S.A.
3. Post,G.V and Anderson, D.I(1997) Management Information Systems(Solving Business problems with Information Technology), New York, western Kentucky University & DePaul University, U.S.A.
4. Bangladesh Computer Council, Ministry of Science & Information Communication Technology, Dhaka.
5. Quarterly Parishankhan Barta, BBS.
6. Statistics Year Book, BBS.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Challenges of Launching a Nonexistent Service in Bangladesh Telecom Sector: A Study of AKTEL Telecom Company

Mihir Kumar Roy*
Sk. Kamrul Hassan
Mehedi Hasan

Abstract

The people of Bangladesh can never thought of having a mobile phone even a decade back and to-day this is really possible to get it at a relatively cheaper rate at the instance of many companies working in this area. AKTEL telecom is one of such companies which took the initiative of door- to –door delivery system of mobile connection to the customers. Recently the company has launched a new package called AKTEL Infinity with a set of unique features like no SIM connection price, no monthly line rent etc, thus enabling the customers to pay only for what they use invoice and data service, and once again plus from the very first minutes. In order to understand the issue more deeply, a study was undertaken to assess the awareness status of the potential customers of AKTEL Infinity in relation to its exclusive features. The main hypothesis behind the study was that the sales of AKTEL Infinity will increase if it introduces more promotional campaigns regarding these new package. Accordingly one hundred potential customers were

---

* The authors are respectively professor, Lecturer and Graduate Student, Department of Business Administration, City University, Dhaka, Bangladesh. This paper is the abridged version of a study completed under the Internship Program of the University.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

purposively selected for interview through a structured questionnaire designed for this purpose. The findings of the study revealed that 81percent respondents were male as compared to 19 percent female and 96 percent respondent as belonged to the age ranged from 31 to 50 years. The education attainment of the respondents ranged from 56 percent Graduate to18 percent HSC to 8 percent SSC and 18 percent others. Majority of the respondents occupation were 49 percent business against 15 percent private service holders, 15 percent professionals, 2 percent public service holders and 19 percent others. It was found that 54 percent respondent had the monthly mobile use charge of Tk 2001 and above, 26 percent had Tk1501 to 2000 monthly recharge expense, 13 percent had Tk 1201 to tk1500 and only 7 percent had the monthly recharge expense of Tk 600 to Tk 1200 only. The respondent's current mobile service use rate were Grameen Phone (61%), AKTEL(21%), Banglalink(11%), Citicell and Teletalk were (2%) each . The respondent's views of not using AKTEL over the competitors revealed that one fourth mentioned better network performance, 21 percent viewed brand image of the company, 31 percent mentioned lower tariff rate, 21 percent viewed better customer service and 4 percent respondents to other factors. Regarding the benefits of using AKTEL Infinity, 39 percent viewed little knowledge about these benefits, 59 percent were absolutely not aware and only 2 percent disclosed as fully aware of the facilities. Regarding awareness status of different special services of infinity the respondent had different views on Zero line rent,5 FnA number facilities, one-second pulse door-to-door delivery facility special services like road side assistance, doctors on call, pathology on call etc. The respondent suggestions were confined to more awareness of AKTEL Infinity services. 25 percent viewed more advertisement on media (news paper),99 percent as eye –catching TV Ads, 21 percent as more bill boards, 31 percent as telemarketing approach and 4 percent as both TV media and news papers. The study concluded with few recommendation such as developing effective promotional strategy and telemarketing concept, door-to- door delivery system, improved/ensuring network quality, special care desk for infinity subscribers etc.

1. Introduction

AKTEL is the forceful end-to-end countrywide GSM mobile communication service provider of TM International (Bangladesh) Limited. It is a joint venture company between Telecom Malaysia Berhad and A.K. Khan & Co. Limited, which was established in the year 1996, and services launched in 1997 under the brand name AKTEL. Today, AKTEL is recognized as a leading brand in Bangladesh and this is driven by the persistent pursuit of quality and technology, putting it clearly ahead of the rest. The future with AKTEL is promised to be exciting as it has been tried to employ the best resources and latest technology in offering many more innovative and exciting products and services.

Recently AKTEL has launched a new package titled 'AKTEL Infinity', which has been designed for the self-employed professionals of Bangladesh. Under this 'AKTEL Infinity' package, there will be no SIM (Subscriber Identity Module) connection price and no monthly line rent, enabling the customers to pay only for what they use in voice and data services. There are several other benefits for the customers like simplified flat tariff rate, seven- minute BTTB incoming free, extended FnA service with up to five phone numbers (four AKTEL numbers as well as one number from any operator) that will enable the customers to talk at preferential rates, and many other exclusive value-added services. Moreover, the key factor is that to get all the facilities under this package the subscribers have to talk not less than Tk 2,000. So the customers who pay more than Tk. 2000 as their cell-phone bill can easily subscribe themselves under this package.

Since it has been two months of the launch of AKTEL Infinity, but the sales of this new package is not that satisfactory as it was expected. As it is the embryonic stage of the product so it would be better if it is tried identify the actual expectations of the customers from this package and redefine the package to boost up the sales of AKTEL Infinity. That is why, a consumer research was undertaken to aid AKTEL that would give feedback from the potential customers as well as the subscribers and generate new ideas regarding AKTEL Infinity.

2. Objectives

The general objective of the study is to ascertain the present status of AKTEL Infinity to the customers in competitive situation

In specific term, the objectives of the study are as follows:

- To study the origin & evolution of AKTEL.
- To assesses the awareness status of the potential customers of AKTEL Infinity in relation to its exclusive features.
- To suggest policy implicating arising out of the study.

3. Scope of the Study

This paper on AKTEL Infinity has provided with the opportunity of capturing the idea about the subscribers' awareness level when a new product with so many varieties enters the market. From the context of Bangladesh, It was tried to go through an elaborate study of subscribers' awareness level and their need identification from an individual product's point of view.

4. Materials and Methods

The study was based on both secondary and primary data. The secondary data were collected by way of consulting various documents of AKTEL Telecom Company (www.AKTEL.Com). The data collected from primary sources were based on exploratory research design. The reason was that the present status of acceptance level of AKTEL Infinity among the potential customers became unclear to the researchers. As the study objective was to explore the awareness status of this new package, the study would be able to give some new impetus in this direction. For the purpose of data collection, the area of the study was AKTEL family, which is defined as the employees of AKTEL as well as each clients .As AKTEL'S products and services were dispersed in different locations ,the idea was to interview those people who had enough knowledge related to the study objectives. Thus 100 respondents were selected for interview on the basis of purposive/convenient sampling considering time, funds and other logistics available at the disposal of the researchers. The data were collected through questionnaire surveying by personnel and telephonic interview. The information like age, sex,education,household income, mobile phone usage charge, awareness about Per package etc were collected. The collected data were compiled and processed with the help of Microsoft excel and SPSS. Some cross tabulations were made to show the differences in the service quality brand image and customers' attitude towards mobile phone services. In spite of all efforts made the data used in the study suffered from some limitations. The sample size was too small as compared to the users of AKTEL Infinity. The respondents were not so much supportive at the time of interview because of lack of knowledge about this new product. The customers outside Dhaka could not be possible to cover within the study. Still it is hoped that the study would give in a large measure to advancement of understanding of AKTEL Infinity as a new product to a potential customers.

5. Results and Discussions

5.1 Origin and evolution of AKTEL Telecom Company

AKTEL is the dynamic and leading end-to-end countrywide GSM mobile communication solutions of Telekom Malaysia M International (Bangladesh) Limited. The Ministry of Post and Telecommunication of the Government of Bangladesh offered TM international Bangladesh Limited a nationwide digital cellular license in 1996. TM International & A.K Khan launched its services in Bangladesh on November 15, 1997 under the brand name of AKTEL, the company trade mark registered as TM under TM International Bangladesh

Legend: This color Legend under AKTEL network

Limited. Since in 2008 A K Khan has sold out his share of AKTEL to the Japanese company "Docomo", A K Khan is no longer a partner of the company. On the other hand Telecom Malaysia has changed their company name to "AXIATA", so they are the current owner of AKTEL Telecom Company.

Since the commencement of its operation, AKTEL has been a force to be reckoned with in the Telecommunication Industry of Bangladesh, being one of the fastest growing mobile communication companies offering comprehensive GSM mobile solutions to more than two million subscribers. Today, AKTEL boast the widest International Roaming Service in the market connecting 315 operators across 170 countries. With a network covering all the 61 (allowable) districts of Bangladesh, coupled with the first Intelligent Network (IN) prepaid platform in the country, AKTEL is geared to provide a wide range of products and services to

customers all over Bangladesh. At the heart of all of the success of AKTEL today, is a young dynamic workforce comprising of about 1350 highly motivated and skilled professionals.

Today, AKTEL is recognized as a leading brand in Bangladesh and this is driven by its persistent pursuit of quality and technology, putting it clearly ahead of the rest. The future with AKTEL is promised to be exciting as it strive to employ the best resources and latest technology in offering many more innovative and exciting products and services.

Though aggressive investment to extend network coverage and improving call quality, AKTEL has been in constant motion to maintain its commitment to provide subscribers the best possible cellular service. The momentum enveloped all (allowed) upazilas by the end of 2005. AKTEL is looking forward to massive investment to target 6 million subscribers by 2009, facilitated by more than doubling the number of the base stations. That is, the objective for AKTEL's communication seems to generate sales and to approach toward building a strong and consistent brand image in the mind of the consumers to provide them a reason to select AKTEL over others.

5.2 Company Acquaintance

Vision

To be the most preferred GSM cellular provider in Bangladesh.

Mission

To provide total customer satisfaction the company strives to become the most preferred GSM cellular service provider in Bangladesh. TMIB will achieve this through developing people, products, and services of the highest quality and meeting the needs of its customers, employees, shareholders, and the nation.

Theme

AKTEL always strives to uphold the dictum *"Customer First"*

The Business Motto

"CLEARLY AHEAD"

Objective

- Total commitment to the needs of customers
- To follow the highest ethical standards

- Continuous improvement of all work processes
- Permanent improvement of all the employees' knowledge and skills
- Securing the quality of the service to match the quality of service offered by the world's most successful companies in the field
- Preserving the company's leading position in the national market of mobile telecommunications.

Global Mission of the Company

AKTEL wants to provide its customers the best quality service in terms of: - Trusted technology around the world, Wide coverage with digital clarity; Digital security with peace of mind; Various choices of value-added features; Better customer service-not just promised, but delivered; Competitive rate and better billing

People

The most important key resource factor in TMIB is its efficient human resource. Not only this, its decisions are based on facts from market research and coverage survey. Also, the above can only be achieved through the right people. AKTEL has put keen eyes in developing it's employees though proper training, as they believe that the most important asset for TMIB is its staff customers because they are the internal customers. When the internal customers are well trained, motivated and confident about their performance, only then they will deliver the most to satisfy the external customers.

Technology

The Global System for mobile or GSM technology of AKTEL is the most widely accepted digital system in the world, currently used by over 400 million people in 150 countries. In Bangladesh, AKTEL use the 900 GSM technology because AKTEL is committed to give the customer the very best. Presently, TMIB offers GSM digital cellular services in all divisional Headquarters and all major big districts.

Major Milestones of AKTEL

AKTEL is one of the major players in the mobile telecommunication industry in Bangladesh, which concentrates on offering GSM communication services for private and corporate customers. The company's intention is to promote the wireless lifestyle – the complete mobile society. AKTEL is renowned for bringing

new service offers in Bangladesh. Below, some of the first time offers are mentioned: -

First time introduced the ‘Mobile Plus (PSTN Incoming Connectivity Only)Product Services’ in Bangladesh.

First time introduced the Tele-ramadan (timing of Iftar and Sehri during Ramadan) under Tele-info Services in Bangladesh.

First time introduced the Seamless Coverage throughout the Dhaka-Chittagong Highway and named it as ‘Chittagong Dhaka Corridor (CDC)’.

First time introduced the full-fledged IVR based Customer Services (Call Center) in telecom market.

First time introduced cellular services in the most northern part of Bangladesh by launching AKTEL Service in Rangpur and Dinajpur in 2002.

Introduced the automatic system generated bill amount and payment request for the Post-paid subscribers in 2002. The automatic unbarring facility, after necessary payment making by the subscribers, is also a part of this system.

First time introduced message-greeting system with FunDose in Bangladesh.

Introduced GPRS (General Packet of Radio Service) for the first time in Bangladesh.

First time introduced 30-second pulse rate in Bangladesh, recently AKTEL has introduced 10-second pulse for the pre-paid users and 1-second pulse for the Post-paid users.

First time introduced club membership offer for the exclusive users of AKTEL. The club is known as Club Magnate, which offers extra services with its Platinum, Gold and Silver cards.

First time introduced the concept of Tele-marketing and Door-to-Door delivery services for the newly launched post-paid package ‘AKTEL Infinity’.

Long-Term Vision of the Company

AKTEL strongly believes that subscribers are their most valuable assets. They have a strong Customer Service Center. To always be with their customers the AKTEL “Help Line’ is available. AKTEL has successfully migrated to a new switch with higher capacities in terms of accommodating higher customer base and as well as to let them use all the basic supplementary services under GSM

technology. That is why the expertise and experience of TMIB are acknowledged throughout the industry. Demand is growing all the time, not simply for the services it already provides, but for greater and more diversified services and even higher quality performance. The company introduced the both-way national roaming all through their network coverage. The Pre-paid services with enhanced features have been commercially commenced successfully and now they are taking some projects to accumulate more advanced technological features in their network. In terms of Network Quality, the company will ensure not only the equipment are of world class standard but more importantly its size or capacity is catered to the right dimensioning of customer base, in order not to face the problems of drop calls or congestion. All these are done through proper planning, control and schedule maintenance program. They maintain the benchmark for providing the quality services. They monitor these through generating regular reports and on site survey. The customers have appreciated the recently launched '*Loyalty & Retention Program*' to a large extent as they are getting the opportunity to share their opinions and objections regarding the service with the AKTEL staffs. Based on the customer complaints, if there are any weak signals or a call drops, the skilled engineers are providing services round the clock to resolve the problem instantly. The most important key resource factor in TMIB is its efficient human resource. Moreover, its decisions are based on facts from market research and coverage survey. And it is a clear-cut fact that all the above objectives can only be achieved through the right people and eventually AKTEL is ensuring quality services by quality people. TMIB has the plan to give opportunity to every household in using cellular service in the country at the competitive price providing unparalleled quality service and customer care. In achieving this goal, they can't wait for more interconnection facilities with the fixed network. TMIB is planning to enforce their strong efforts to create their own independent network. They have already started the Dhaka-Chittagong AKTEL backbone. The future plan is to vigorously expand the network, which was called cell-to-cell expansion covering almost all the regions of Bangladesh, and to set building blocks to become the market leader by 2008.

Marketing Strategies of AKTEL

TM always wants to achieve the desired sales growth and customer base. TM wants to encourage the existing customers to use more of their services. They launched a package called "*Aktel Eid Double Bonus*" which was one of their successful initiatives for obtaining potential customers.

Product Positioning

Initially the target for AKTEL was to reach the top, but other mobile operators are also targeting to the grass roots level and thus increasing their customer base. TMIB wants to be the leader with good quality and designing products for the middle and lower middle class range too.

Marketing Mix

Product

Continuous improvement of quality

Repositioning of slow moving products to different target markets

Always branding AKTEL with all packages with a GSM service

Price

Necessary changes in tariff structure, and changes and terms and conditions.

Penetration pricing in the face of competition

Skimming policy possible

Promotion

Brochures with all necessary info; Press ads; TV commercials (in future); Billboards

Place/Distribution

Make effective use of distribution; Make product service delivery system more effective and less time consuming; Wider distribution network to make service more accessible.

Products & Services of AKTEL

Post-Paid Service

AKTEL Signature

Previously there were many sub-categories under the post-paid package of AKTEL. Recently in the month of August' 06, the company has redefined its post-paid package and named it as “Signature”.

Under this package, all the post-paid M2M subscribers have been auto upgraded to Post-paid Standard NWD, Post-paid M+ to Post-paid Standard NWD and Post-paid Standard NWD to Post-paid Standard IDD at free of cost. The subscribers are also going to enjoy the reduced line rent.

Signature allows the customers to enjoy the following the services:

BTTB incoming & outgoing; NWD and IDD facility; Per second billing facility; Reduced Line Rent; Smart Pay - to enjoy uninterrupted service by paying monthly bill even staying at your home; 3FnF numbers that allow you to talk at a reduced rate ; All other additional facilities of AKTEL Post-Paid

For the new customers, the Standard NWD (Domestic) package is priced Tk 1000 with a credit limit of Tk 1000 and the Standard IDD is priced Tk 2000 with a credit limit of Tk 1000. Under this package, the customers will also be able to block or unblock a particular facility such as BTTB outgoing or IDD connectivity by sending a message to a short code. To avail the service right now, please visit any AKTEL Customer Care Centers.

Customers will be able to migrate from Domestic to International for a cost of TK 1,000 (VAT included). Another key factor is, there will be a 50percent discount on line rent if monthly bill amount ranges from Tk 1500-Tk. 2000, and 100percent discount if bill amount exceeds Tk. 2000. The subscribers have the facility to enjoy off-peak rate all day long (8am-12am) on any Government holiday.

Pre-Paid Service

AKTEL one One Pre-Paid service allows the customers to enjoy a world of facilities like; Instant access; No deposit required; No hassle of bill payment;
No monthly line rent; Lots of value added services;Nationwide roaming facilities with coverage in 61 districts from Teknaf to Tetulia;10 second Pulse from the first minute; Super economy with Night Bird Talk Plan (12:00 am- 8:00 am);Two user-friendly languages (Bangla and English)

AKTEL One Standard

The service allows the customers to send & receive calls to and from any telephone number (Local, NWD, IDD) globally.

AKTEL One Mobile Phone

The service allows the customers to send calls to any mobile number within the country & receive calls from any telephone number (Local, NWD, IDD) globally.

AKTEL One Mobile Link

The service allows the customers to send & receive calls to and from any mobile number in Bangladesh.

AKTEL JOY

One of the most successful packages in the mobile telecom history of Bangladesh is AKTEL JOY. This package is in the market as ‘Joy Partner Pack’ where there are two SIMs in the pack. This pack is designed with the extra facility of talking to the joy partner at a cost of Tk 0.75 per minute. The standard ‘Joy Partner Pack’ is priced Tk 800 and the Mobile Link ‘Joy Partner Pack’ is priced Tk 400.

AKTEL EXCEED

Another successful package launched by AKTEL, which offers greater pre-paid services at a very cheap rate for the customers.

Value Added Services

The value added services are those that are additional services available upon request:

Short Message Service

In our mobile phone SMS acts like an advanced pager, through this we can send messages up to 160 characters directly from one AKTEL mobile to another AKTEL or to other mobile phone operators. The Short Message Service (SMS) center number of AKTEL is +8801801000004.

Few months back, AKTEL introduced Mayer Bhasha Bangla SMS, with which the customers can enjoy the Bangla SMS by installing “AKTEL Mayer Bhasha” software in their respective handsets.

Voice mail Service (VMS)

Voice Mail Service (VMS) is an easy to use personal answering service. It answers the calls when someone is not available to take them. The unanswered calls are forwarded to voicemail. Caller will hear a recorded voice or his/her

Post-Paid / Pre-Paid	Tariff Per SMS
AKTEL – AKTEL	Tk 1.50
AKTEL – Others	Tk 2.00

personalize greetings requesting them to leave a message. The receiver may retrieve these messages later.

Voice Mail Service (VMS) has the advanced facilities as it can respond-

When your line is busy ; Unanswered; You are unreachable; And it will respond to more than one caller at a time.

Voice SMS

AKTEL 'Kothar Chithi' allows the customers to send SMS with their own voice to any AKTEL or other mobile numbers with AKTEL Voice SMS. With this service, someone can even surprise your dearest one by sending Voice SMS anonymously.

International SMS

A few months back AKTEL has launched its International SMS service with more than 500 operators globally. It will facilitate the customers to communicate internationally without the high expenses of voice calls. With this service, the customers can send or receive SMS to and from other mobile networks across the world. AKTEL International SMS allows exchanging messages with family, friends, and associates staying far away, at regular SMS tariff.

E-fill

AKTEL has launched the first ever Electronic Refill system in Bangladesh whereby Pre-Paid customers will be able to recharge their accounts via SMS, available at dealers/outlets/designated agents around the country. Electronic Refill is a great new recharge option for Pre-Paid subscribers, as it does not rely on the availability of scratch cards for topping up any AKTEL Pre-Paid account. The customer benefits from this system through extensive availability, convenience to recharge Pre-Paid accounts anywhere, anytime, without the hassle of buying and scratching cards. For the vast demographic size of Bangladesh and for the complex physical distribution system, sometimes our sales points have trouble keeping adequate stocks of AKTEL Scratch Card, and as a result, the valued customer can't find the Scratch card as per their requirements. On the other hand, due to frequent natural disaster and hartal/ strike, distribution of physical scratch

card becomes hard. The company believes that the new system can really give customers the opportunity and convenience to buy airtime in the period of inconvenience. Apart from it, the Electronic Refill solution will allow our authorized sales outlets to electronically generate a voucher for the denomination customer requires. The customers can recharge their account by a dialing 111 or through simple refill process.

Fun Dose

AKTEL Fun Dose is an enhanced IVR (Interactive Voice Response) voice greetings platform through which the users can send a voice greeting to your desired number. By dialing 8FUN (i.e. 8386 on your mobile keypad), the subscribers have to follow the voice prompts and choose from several categories available in Bangla and English. Each category will have different greetings.

The AKTEL Fun Dose lets the customers' emotions run wild and show happiness, sadness, express love, hatred or just tease around.

AKTEL GPRS

AKTEL GPRS is only available for those who have post-paid connections. These customers can send and receive multimedia messages such as color pictures. The subscribers also have the facility to download colorful logos, animations, wallpapers, screensavers, real music (MP3), polyphonic tones, video clips, and can browse WAP enabled websites with their handset.

Friends & Family (F n F)

The Friends & Family (FnF) feature allows all customers to add at least 3 AKTEL numbers as their FnF number. The customers can talk to these 3 FnF numbers at reduced rates (Post-paid: Tk 1.5, and Pre-paid: Tk 2.00 excluding VAT) at anytime of the day.

Night Bird Talk Plan (NBTP)

Night Bird Talk Plan is a feature that allows subscribers to talk during the nighttime from 12AM (00:00Hrs) to 08:00AM the next morning at a discounted tariff or airtime rate. This facility was before only offered to all the AKTEL Post-Paid customers but now is also offered to all the AKTEL Pre-Paid customers.

Share-a-Fill

Share-a-fill is a new balance transfer system between AKTEL Pre-Paid numbers anytime, anywhere. The service allows the registered subscribers to transfer

balance from their account to another Pre-Paid account through SMS. Under this service, Tk 20 to Tk 300 can be transferred through one SMS and there will be no extra validity on transferred amount.

AKTEL GoonGoon

The newly launched AKTEL GoonGoon is a Ring-Back tone service that allows the users to set a song, tone, music, funny messages or sounds as a Ring-Back Tone for their callers at a monthly subscription tariff of Tk 30. The unique features of this service are that one can set an AKTEL GoonGoon to any single number, to a group, for a specific time of the day such morning, afternoon or evening. Not only this, the subscribers can also set an AKTEL GoonGoon for a special day such as a birthday, anniversary, Bangla New Year, Valentines Day, Christmas Day, New Years day, Friendship Day, etc.

Club Magnate

Club Magnate is something that has never been experienced before in the mobile industry in Bangladesh, which rewards and pampers the individual post-paid customers of AKTEL. Its objective is to serve those customers who have been the pillar of the success of AKTEL. The members-only Club will have Platinum, Gold and Silver Cardholders. Membership is based on loyalty to AKTEL and to qualify, one has to be an AKTEL customer for a minimum six months. Membership is also based on the payment of bills on time and in full. Club magnate entitles members to a range of privileges not limited to AKTEL services only, but with other partner organizations as well, such as Dhaka Sheraton Hotel, hotel

Seagull, Medinova Medical Services, Hertz, Malaysian Airlines and many more. Memberships are valid for one year.

As a telecommunications service provider, AKTEL is working on continuously improving every aspect of its service in delighting stakeholders. With the launch of Club magnate, AKTEL expresses its special appreciation to longstanding customers, and reiterates its pledge to be the most preferred telecom operator in the country.

AKTELStandard Services

Under-standard service AKTEL has 3 products. They are as follows:

LOCAL: This service allows receiving calls or message from any phone service from anywhere of the world within AKTEL coverage area. He can also make a call to BTTB number and all other mobile phones within specific zone.

NWD: Under this service one may receive a call or message from any phone service from anywhere of the world within AKTEL coverage area. He can also make a call to BTTB number and all other mobile phones in Bangladesh.

ISD: This service enjoys every facility of NWD. Besides this, one can make a call to the foreign countries with which AKTEL has International roaming agreements.

GSM

The cutting edge technology-GSM stands for Global System Mobile communications. GSM is the world's most advanced and extensively used mobile phone system. More than 20 million subscribers in almost 130 countries worldwide and AKTEL in Bangladesh use the latest GSM technology because AKTEL is committed to give the customer the very best. AKTEL subscribers enjoy the following GSM features without bearing any additional costs:

CLIP (Calling Line Identification Presentation)/ Caller ID: Display of the phone number of an incoming call in subscribers' handset before the call is answered.

Call Waiting and Holding: While talking to the first caller, subscribers will hear a special tone informing subscribers about the second call on the line. At that moment subscribers can put the first caller on hold and talk to the second caller.

Call Barring: Enables subscribers to restrict certain types of calls to be made from subscribers mobile. This feature is especially important for security purposes.

Call Forwarding: Call forwarding allows the subscribers to redirect or reroute the subscribers' call to another AKTEL mobile or any other fixed (if subscriber has BTTB Connectivity) or mobile phone.

Itemized Billing: If customers are not satisfied with his phone bill then he can collect the Itemized Bill, which describes the elaborately Incoming and Outgoing call with phone number and duration.

Network

AKTEL network covers all the 61 districts of Bangladesh, and with the first intelligent network (IN) pre-paid platform.

Shareholders of AKTEL

The Company AKTEL, with a full title being: TM International Bangladesh Ltd.,

was founded as a joint company of the Telecom Malaysia Berhad from Malaysia and the A. K. Khan & Co. of Dhaka, Bangladesh.

It operates as a Limited Liability Company, where a founder and a majority shareholder, the TMIB – member of the Telekom Malaysia, owns 70% shares, while the minority shares of 30% are being controlled by the A. K. Khan & Co. Bangladesh. AKTEL is proud to be associated as part of the Telekom Malaysia Group (TM), which is strong financially, and internationally renowned for its successful ventures like MTN, the market leader in the telecommunication industry in Sri Lanka. It has a global presence in 11 countries with staff strength of 30,000 Group wide. TM has recently made a couple of major acquisitions in India and Indonesia in the effort to stamp its presence internationally. In Indonesia, TM has acquired 27.3 per cent interest of PT Excelcomindo Pratama,

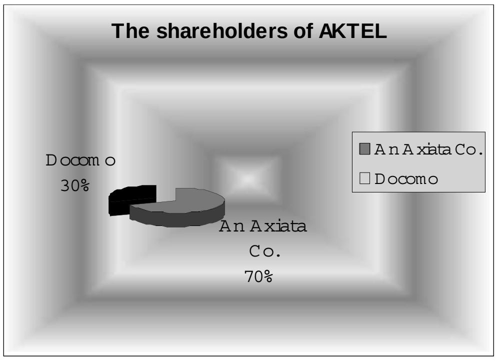

the third largest mobile operator and in India, 47.7 per cent stake in Idea Cellular. TM hopes to extends its regional and global presence with these new acquisitions. Recently, in 2009 A.K khan has sold out his share to Docomo, Japanese company. On the other hand Telekom Malaysia changed their company name to An Axiata Co.

Organization Structure of AKTEL

AKTEL places a high value on human resource development and the contributions made by its employees. They preserve to maintain a productive and harmonious working environment in the whole organization. AKTEL always continues with its efforts to improve the efficiency of its employees and align them to the right positions with well-defined responsibilities. Because of the rapid expansions of its networks and enormous growth of its subscriber base, the company has increased its workforce. AKTEL has successfully hired some key senior managers who were recruited on the basis of their professional expertise

and experience. In order to cope up with the dynamic nature of the company's business, initiatives are always taken to restructure and recognize the company's existing set up. It always evolves standardized management systems and procedures across functional divisions, focusing in particular, on the effective integration and assimilation of all the organizational units.

Marketing Division

Marketing division constitutes seven units. A brief description of each unit is given below:

Brand and A&P

Brand and A&P denotes to brand and advertising & promotion. This unit deals with the overall brand management and promotion activities of the company. The unit covers both outdoor (billboards, road-overhead etc) media and indoor (print & electronic) media. This unit is also responsible for communicating with the advertising agencies, since AKTEL does not have any in-house agency. Each unit has a unit-head who reports to the AGM of Marketing.

Product Development

Product development unit is like the R&D unit of a company, which is responsible for developing new products and services. This unit is closely related to the marketing research unit and together the units come up with new service concepts and ideas. Product development unit is also responsible for monitoring the core services (Pre-Paid and Post-Paid). Like other units, this unit also has a head reporting to the AGM.

Marketing Research and MIS

AKTEL has one unit covering both marketing research and marketing information system (MIS). This unit conducts quarterly research through research firms and in-house interns. The unit is also responsible to keep track on the latest innovations and new offers of other operators. In TMIB, this unit is not a full-fledged unit yet.

International Roaming

International roaming (IR) unit is basically responsible for ISD, international SMS etc services. The core task of this unit is to negotiate with foreign

telecommunication companies and to expand the international coverage by making deals with them. There is a head of IR who reports to the AGM.

Corporate Sales

Corporate sales unit deals with the sales of products and services to other companies. The unit makes agreements with different companies to be the corporate clients of AKTEL and only handle the corporate level sales.

Direct Sales

Direct sales unit is responsible for the sales of products and services to the mass customers through the customer service centers. AKTEL has eleven customer service centers around the country and these centers sell the services to the customers directly.

Dealer Management

Dealer management unit oversees the dealers of the company around the country. AKTEL has four dealers and one agent and they need to be monitored and supervised constantly. The head of this unit reports to the AGM of Marketing.

Information Technology Division

IT division constitutes seven units and they closely work together.

Value added Services (VAS)

Value added service is a unit that implements the developed concepts and ideas of the marketing division. The unit is responsible for the development of the software, which will be used for the application of the new services developed by the product development unit. Simultaneously, this unit handles the VAS content providers who are the third party to the company.

Billing

The billing unit is responsible for processing and monitoring the billing systems for the Post-Paid users. The unit has a manager who reports to the AGM of IT.

Rating (Post-Paid)

This unit is responsible for charging the rates of Post-Paid service. The unit fixes per-minute and pulse rates and also fix the pulse durations. It also changes the rates on demand basis.

Pre-Paid

This unit only deals with the Pre-Paid service. It administers the e-fill and scratch card systems. At the same time, it fixes per-minute and pulse rates and fix the pulse durations.

Product Configuration

This unit is responsible for designing and developing products and services. It develops the blueprint of the product-design.

Billing Operation Team

Billing operation team is responsible for administering the entire billing process and developing required software for collecting bills from Post-Paid users.

Customer Relations Management (CRM)

This unit supplies required software to the customer ca-e centers and work with these centers side by side. The centers usually inform CRM concerning their necessaries and the unit prepares suitable software for them.

Finance Division

Financial division has eight units dealing with financial matters of the company.

Treasury Management

Corporate finance unit consists of treasury management and L/C. Treasury management deals with the inflow and outflow of the company, whereas L/C (Letter of credits) deals with the L/C opening banks and other foreign banks.

Accounts Payable

This unit keeps track on the accounts payable of the company.

Accounts Receivable

This unit keeps track on the accounts receivables of the company while preparing the balance sheet. As TMIB is a large company with thousands of financial transactions everyday, a unit to keep track on the accounts is necessary.

Core: Account

Core account is an important unit of the finance division dealing with the budget and fixed assets. The annual budget of various departments is prepared under the close observation of this unit.

Revenue Assurance

Revenue assurance unit consists of revenue assurance and fraud management. Revenue assurance monitors the transactions and assures full protection of the finances. On the other hand, fraud management protects the fraudulences take place in the daily transactions.

Taxation

Taxation unit takes care of the tax, VAT and tariffs of the company.

Reporting Unit

The reporting unit reports the entire financial transactions of TMIB to the parent company in Malaysia.

Costing

This unit forecasts the costing of different departments and resorts them regarding the expected expenditure of any alteration.

Technical Division

The technical division consists of three major units - planning, infrastructure and property management.

Planning

The planning unit makes plans regarding the technical matters such as the RF, SWITCH etc. They assure the proper placement of technical devices and equipments.

Infrastructure

The infrastructure unit selects the locations and builds the base transceiver station (BTS) towers. They are also responsible for the maintenance of the towers.

Property Management

The property management unit manages the technical equipments and assets.

Human Resource Division

Human resource department is responsible for the recruitment and training of the employees of the company. They also monitor the performance and handle the promotion and salary related matters. Along with the HR department, there is an Administration. The administration is responsible for supplying furnishings and equipments to all the divisions and departments. They also administer the regulations of the company.

Corporate Strategy Department

The corporate strategy department determines the long-term strategies and the short-term plans. All the corporate level policies come from them and they are also responsible for the implementation.

Corporate Affairs Department

The corporate affairs department is responsible for maintaining a liaison with other major companies. Through this department, TMIB makes business deals with other corporations and assist each other.

Coordination Department

The coordination department is responsible for the internal and external synchronization. At one hand, they coordinate with outside companies. Along with that, they harmonize among the divisions and departments inside the company.

Relationship among different Divisions & Departments

An organization is like complex machinery consisting of different parts. Different functional divisions and departments are the different parts of this organizational macinery. Therefore, to make an organization a success, the divisions and departments must work accordingly. In AKTEL all the divisions and departments

are closely tied with one another. Sales unit makes sales forecast, identifies market's potential opportunity and sends it to the technical division for doing the plan for new coverage area. These two divisions jointly plan for increasing the coverage area. If there is any complaint regarding the networks Customer Relation Management unit informs it to technical division for solving it. Again Customer Relation Management Unit informs marketing division about the problems and suggestions regarding the products and their selling procedure. Finance division is related with al the divisions for fund allocation and fund management of all shorts and giving salary to all the AKTEL employees. Human Resource Department meets the employee need of other divisions by conducting total recruitment process.

The Board of Directors

TMIB started with six members in its board of directors. Mr. A. M. Zahiruddin Khan was the first Chairman of the board of directors and Hazi Omar Zakir Mustafa was the first Managing Director of TMIB. Mr. A. M. Zahiruddin Khan was the Chairman of TMIB till March 2005. He passed away on March 29, 2005. AT TMIB's recently concluded Board Meeting in Kuala Lumpur, Mr. Salauddin Kasem Khan is elected as its new Chairman. Mr. Khan is a founder Director of AKTEL and Managing Director of A.K. Khan & Co. Ltd.

Future Targets of AKTEL

AKTEL is a company with increasing growth trend from the very inception phase. At present, in the 8^{th} year of its operations AKTEL has achieved a subscriber base of approximately four million. The company has a number of plans for the forthcoming future years.

Within 2006, AKTEL has the target to reach a subscriber base of 6,000,000 and high revenue generating customer base of 200, 000. Within this year the company is intended to cover all the districts of the country. Taking all the probable threats in the industry under consideration, including the introduction of WARID telecom, AKTEL is intended to set its building blocks to become a market leader by 2008.

4.3 Descriptive Analysis

In this study, the main intention was to get the awareness level of the potential customers about AKTEL Infinity as it is vastly related to the sales of the product. Keeping this in mind, questionnaire were designed and administered on the respondents to get the full insights. The results of analysis are discussed as under;

Basically, Out of 100 respondends, 54 percent said that they have the monthly usage of Tk 2001 & above. Also, 26 percent said that their monthly recharge on an average is between the range of Tk 1501 & 2000. Only 7 percent said that they spent not more Tk 600-1200 for their mobile recharge. These are generally the student group who don’t have any individual earnings and their household income is not more than Tk 10,000-12000.

Regarding the currently using mobile services and to get the idea about which mobile operator is more preferable among them. It was found that among 100 respondents, 61 percent were GrameenPhone users,only 24 percent were AKTEL users and the number of CityCell & TeleTalk users were15 percent.

Those who are AKTEL users they were also allowed to share their viewpoints. It was found that among the 100respondents, 31 percent said that they use the other operators than AKTEL because of the call-rate. These people were mainly those who were using GP Anytime 500 as well as the BanglaLink users. One forth of the total respondents have mentioned about the better network performance of others. Only 21 percent mentioned that they are using their current service because of the brand image of that particular company.

The respondents were asked whether they know that there is a new product package launched in the market by AKTEL. The respondents were not only given the option of saying Yes or No, but also they had the option to say whether they have heard about it from others or not. Out of 100repondents, 59 percent mentioned that they don’t know about it and they have not even noticed the Ad. Only 22 percent said that they know about it and they have seen the Ads. And 19 percent said that they have heard about it from others.

The respondents were asked about their awareness regarding the benefits & facilities of using AKTEL Infinity. Out of 100respondents, only 39 percent said that they know a little about these benefits of using Infinity and the surprising factor is only 2 percent are fully aware of the product facilities as one of these 2 respondents are already an AKTEL subscriber.

I asked the respondents were asked about their awareness regarding different special services of Infinity and the learning media of them. If any of them are using it already, then they have the option to choose ‘Aware & Use’. Among the 100repondent, 67 percent were absolutely not aware of ‘Zero Line Rent & No SIM Charge’, 27 percent were just aware of it and only 6 percent were aware of it as well as using it. Again, out of 100 respondents, 79 percent were not aware of the ‘5 FnA’ number facilities, 15 percent were aware of it and only 6 percent were

aware of it as well as using it. Not only this, among the 100respondents, 65 percent were not aware of the 'One-Second Pulse', 74 percent were not aware of the 'Door-to-Door' delivery facility and 86 percent were not aware of the 'special services' like road-side assistance, doctors on call, pathology on call etc. Only 28 percent out of the 100repondents were aware of one-second pulse and 20 percent were aware of Infinity Door-to-Door delivery system. The respondents have mentioned mostly about the newspapers and fliers as the learning media regarding Infinity special features. Among all the respondents, 28 percent learned about FnA, 30 percent learned about one-second pulse and 31 percent learned about Door-to-Door Delivery service from the Newspapers. Whereas 24 percent learned about the special services, 8 percent learned about zero line rent & FnA and 9 percent learned one-second pulse from the fliers.

In the last question, I have asked the respondents were asked about some suggestions to increase the awareness among people regarding Infinity. Almost 39 percent mentioned that there should be more Ads on newspapers regarding the benefits and services of Infinity, 23 percent mentioned that there should be eye-catching TV Ads on Infinity featuring the special services and about 22 percent of the total respondents said that there should be both TV ads as well as Ads in the newspapers so that people can understand the exclusive features of AKTEL Infinity.

From the above analysis, it is quite clear that the communication from the marketers hasn't been able to reach the customers completely and that is why most of the potential customers don't even know the exclusive benefits of AKTEL Infinity, which is definitely not fruitful for the company.

4.3 Cross-tabular Analysis

In this section, a cross-tabular analysis has been conducted based on the collected information where the different cross tabulation results are based on a combination of one dependent and one independent variable. The following cross tabulations tried to seek out the inherent trend among different variable that have been emerged from the questionnaire. However, the researcher have cross-tabulated all possible combinations of dependent and independent variables. The results of cross tabulations have been analysed;

Income Vs. Monthly Mobile Recharge

The variable is completely an independent variable. Considering that variable does not depend on any other variable that have been emerged from the

questionnaire, it was analyzed with the relationship of monthly mobile recharge which is a dependent variable. Among the 100 respondents, there are 54 who have the income range of Tk 20001-30000. Among them 13 spent Tk 1201-1500, and 26 spent Tk 1501-2000 for their mobile recharge per month. Also there are 07 among the respondents who have the monthly income of 600-1200 for their mobile research per month.

Recharge Vs. Current Service

In this case the variable ‘recharge’ is the dependent variable, and the independent variable is the ‘current service’, Here As we know among the 100 respondents, there are 54 who spent more than Tk 2000 for their monthly recharge. Among them, 30 are GP users, which means more than 50% customers who spent more than Tk 2000 use the GP service.

Recharge Vs. Infinity Awareness

Here Recharge, which represents Question No 6, is the dependent variable and the awareness status, which represents Question No 9, is the independent variable. Among the respondents those who spent more than Tk 2000, 33 of them are totally not aware about AKTERL Infinity. Only 30% of the total respondents, who spent more than Tk 2000 for their mobile recharge, are aware about the product.

Recharge Vs. Recommendation for Creating More Awareness

Here the variable ‘Recharge’ represents the monthly mobile usages of the respondents and the ‘recommendation’ which is an open-ended question for the respondents through which their valuable suggestions have been gathered and presented against their monthly usages so that we can determine those who are spending more for their mobile recharge can be attracted to Infinity through effective communication. Here the analysis shows, those who spent more than 2000 Tk for their monthly recharge, almost 50% of them want to see more Ads on the newspaper. And almost 25% of them have appreciated the Tele-marketing approach. Even those people who spent Tk 1501-2000, among them almost 50% respondents said they would love to see any eye-catching TV Ads featuring the special services of Infinity.

Infinity Awareness Vs. Recommendation for More Awareness

Here the variable ‘Awareness’ is represented by the variable ‘Recommendation for More Awareness’ will determine which type of respondents are preferring for

which type of communication. Among the 59 respondents, those who are not aware of Infinity and didn't notice any Ad, 27 mentioned that they would love to see more Ads on the newspaper whereas 12 have suggested for more Ads on the newspaper as well as TV commercials featuring Infinity exclusive services.

Infinity Features Vs. Recommendation for More Awareness

Here the variable "Features' which is the awareness status of the respondents about Infinity exclusive features & benefits and the 'recommendation' refers to people's suggestions to make them more aware about the products & services. Here among the 59 respondents, who said they are aware of AKTEL Infinity, 26 have asked for more communications on the newspaper and 13 have suggested going for more newspapers ads with details as well as TV commercials. Among the 39 respondents, who know a little about the Infinity exclusive features & benefits, 13 of them have suggested for more Ads on newspaper and TV commercials.

5 Recommendations and Conclusion

5.1 Recommendations

It is a matter of fact that in a country, where the mobile telephony penetration is below 9%, the best strategic move for any operator would be to concentrate on expanding the subscriber base. To expand the subscriber base as well as to build a brand image among the existing & potential subscribers, the company needs to develop an effective communication strategy through which the target audience can become fully aware about the products & services. To survive in the competitive market and to grab majority of the post-paid or pre-paid subscribers, AKTEL must concentrate on the following issues.

Developing Effective Promotional Strategy

To create more awareness among the potential customers, AKTEL must go for effective communication strategy. People in these days appreciate heavy promotional activities because the crazy marketer like BanglaLink has spoiled the market with their aggressive marketing strategy through huge advertisements & promotions to sell their products.

Promoting the Tele-marketing Concept at its Best

For this newly launched product AKTEL Infinity, the company has made an attempt to do Tele-marketing, which is really appreciable. Though the

acceptability at this initial stage is not going to be great, but if it is promoted in such a evocative manner with proper planning then definitely this new concept would be appreciated by the audience.

Efficient Door-to-Door Delivery System

AKTEL Infinity has an exclusive feature, which is the door-to-door delivery system. People who are interested to have this Infinity connection can be delivered door-to-door according to their desired place & schedule. If AKTEL can ensure the effectiveness as well as efficiency like reaching the customers within the reasonable time period then this significant feature of Infinity will not only increase the acceptability of this particular product but also will add more values to the premium brand.

Ensuring Improved Network Quality

Network quality is a very important tool to evaluate the service quality of cell phone. As the many of the existing subscribers of AKTEL are not fully satisfied with the current network condition, so the top level management of the company should concentrate on this issue so that they can improve the quality of the network. AKTEL technical department has to be more conscious to ensure best quality network in the country, as customer satisfaction is their ultimate goal. High quality BTS (Base Transverse Station) and powerful equipments set up can increase the quality of network.

Creating Special Customer Care Desk for Infinity Subscribers

As AKTEL Infinity has been designed targeting the elite group of people of our society, there should be a special customer care desk for the Infinity subscribers only to ensure fluent service for the customers. It will also help to improve the company's image as the self-employed professionals met so many other people on a daily basis and they can do the viral marketing when they are really happy with the service.

Overall improvement of the Service Quality

To ensure the complete mobility solution with mobile phone service, AKTEL needs to focus on improving its overall service quality. For this, the company has to invest more in all sectors of development to ensure better quality service for its subscribers. By hiring more skilled people, and providing training to its existing employees, AKTEL can ensure an excellent employee base, which will be eligible to provide best service to its valued subscribers.

5. Conclusion

From this analysis, we can come into the conclusion that if AKTEL can create more awareness among the potential customers through different communication processes, then the sales will go up even if the commitment amount is kept same. Because from the survey, we have found several respondents who are using different services from other operators and spending more than Tk 2000 for their monthly recharge. So if these customers are communicated properly and if the company can create more awareness among the customers then definitely the sales of AKTEL Infinity will go up and can contribute to the revenue generating process to a great extent.

Launch of SAP.

Today, telecommunication industry is playing an important role in the communication system that has become an obvious for this modern world and the scenario is indifferent for Bangladesh telecom industry. Due to technological developments, a new dimension in the deployment of creative and efficient services and customer satisfaction has been opened up. To ensure the maximum customer satisfaction it is must to ensure a structured organizational system as well a bunch of skilled & self-motivated employees. Realizing the factor, AKTEL is about to launch its new project SAP with the philosophy *"to systemize the routine but humanize the exceptions"*. Implementing SAP will ensure the better quality work life for all the Tranz4mers and end-users of AKTEL. SAP will have an impact on 70% HR processes, 65% on NLM/Technical processes, 100% on SCM processes and 90% on Finance processes.

The SAP project is designed to free the employees from doing unattractive routine jobs, leaving them to do a more humanize job because it will make everyone excited as all the staffs have the chance to learn new things everyday.

References

1. Internal web protocol of AKTEL
www.aktel.com

2. Kotler, P., (2000) *Marketing Management*, (10th Ed.). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Energy Resources in Bangladesh: Cooperation for Development

Subrata Kumar Bain*

Abstract

Bangladesh is one of the poorest countries not only in South Asia, but also in the whole world in the field of energy. Her low level of development is typified by her low level of consumption of energy, particularly in the case of commercial energy, and its share is about one-third of the total energy consumption. However, commercial sources of energy, mainly natural gas plays a vital role in Bangladesh economy and endeavoured to solve the energy demand-supply since four decades. All sectors of Bangladesh's economy directly and indirectly depend on natural gas. Under this crucial disposition of this exhaustible resource, Bangladesh Government is to think over deeply whether they will export this valuable article to other countries or maintain the demand throughout all sectors of the country in the field of energy for utmost development of Bangladesh economy and how regional cooperation can help Bangladesh-India in easing their energy problems.

Section I: Introduction

Bangladesh, occupying a very small area of the world map is densely populated and it is well known as a poor country considering the both of low per capita income and energy consumption but have high growth rate of energy consumption

* Assistant Professor, Dept. of Economics, Bangladesh University.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka..

relates with economic growth. The use of commercial and noncommercial energy in different economic sectors of Bangladesh plays an important role in the economic development of those respective sectors. In absence of reliable statistical evidence or scientific back the estimation of noncommercial energy consumption and commercial energy consumption can be determined from the data given by Bangladesh Bureau of Statistics. About 100% rural people and about 70% urban people depends on biomass fuel for cooking and it will remain the principal source of energy supply up to foreseeable future in Bangladesh. The greater use of noncommercial energy for cooking purpose and brick burning industries reduce the direct use of commercial energy. On the other hand, commercial energy like coal, petroleum products, natural gas and electricity has been used for a long time and increasing with time. The increasing of the use of petroleum products and electricity in agricultural sector indicates development of farming process, and increase of use it in transport sector. It has been possible for the agricultural and industrial products to reach the furthest corner the country. The use of sufficient commercial energy especially use of electricity has developed work-culture among the people and their efficient has also been raised through these uses. The unplanned way of use of wood for the fuel purpose on brick burning poses a threat to the ecological balance. On the other hand, the extensive use of commercial energy in industry and transport sectors create air pollution levels are raising due to absence of advanced technologies. In this position, it is necessary to formulate a right policy towards energy and environment management. Towards formulation of an appropriate policy it is necessary to know how and where demand and supply rising, and where is our cooperation area. This will indicate how growth can be sustained through a non-energy intensive path, and fuel-wise supply and consumption analysis can help the policy formulation, and needs to be towards efficient use of energy through appropriate choice of technology, structural change and technical progress.

Section II: Energy Resources in Bangladesh

2.1 Sources of Commercial Energy in Bangladesh

Bangladesh is not rich in mineral resources excepting natural gas. Yet the North-Eastern region of Bangladesh (adjacent to the Asam Basin in India) which is situated at the foothills of Hymalayan range formed out of ancient crush is well placed in the world map as a hydro-carbon rich country with its reserve of coal and natural gas.

2.1.1 Coal

Till date five coalfields have been discovered in Bangladesh. Among these the coalfields of Jamalgonj in Joypurhut district is the biggest and here inside of mine the quantity to estimate inside reserve coal is 1053 million metric ton. The estimated inside reserve of coal in the coal mines of Khalaspur at Rangpur district and that of Barapukuria at Dinajpur district are respectively 685 and 389 million metric ton. The other two discovered coalfields are at Phulbaria and Dighipara in Dinajpur district, but at these coal mines the inside reserve of coal has not been estimated. The total amount of coal reserve estimated inside the three coalmines of the country is 2127 million metric ton which constitutes only 0.2% of the world bituminous.

2.1.2 Natural gas

In modern world natural gas is considered to be the most important after petroleum products as primary fuel. It is replacing petroleum as a commercial energy. The use of natural gas has been increasing day by day with the development of the new scientific technologies throughout the world and also in Bangladesh. Consequently it has already been established as an important fuel resource in this country. Up to January, 2005 the total number of gas fields explored in Bangladesh is twenty four. Among these total proven plus probable reserve of 22 gas fields is 28.415TCF of which recoverable reserve is 20.509TCF (BBS, 2007). The new reserve of the lastly discovered two gas fields has not been estimated yet.

2.1.3 Petroleum Products

Bangladesh is not rich in petroleum products. The only oil field of the country discovered at Horipur in Sylhet can't produce petroleum products significantly. In this situation, about 100% dependence of Bangladesh on imported oil and other petroleum products is considerable due to the absence of domestic reserves. The crude oil from Horipur oil field in past and at present the condensate obtained from the natural gas fields constitute the very small reserve of the country which can meet a very small part of the total demand.

2.1.4 Hydropower

As delta plains feature the land pattern of most part of the country, the scope of hydel power generation is very limited in Bangladesh. The only hydel power plant of the country on "Karnafulli" river at Kapti in Chittagong Hill contributes a lot

in the economic development of Bangladesh. The installed capacity of this hydel power plant is 230 Mwh. But depending on the water flow rate, the maximum annual generation of hydro electricity from this plant is 900 Gwh. Though the potentials of hydropower generation from the Sangu and Matamuhuri rivers in Chittagong Hill Tract are low, they are not economically viable owing to low rate of water flow in the said rivers.

Table 1 : Sources of commercial energy in Bangladesh

Forms of commercial energy	Proven plus Probable reserves
Coal	2127 million metric ton in 3 coal mines.
Natural gas	28.415 TCF in 20 gas fields .
Petroleum products	Imported.
Hydro power	230 Mwh.

Source: Bangladesh Bureau of Statistics (2000): "statistical Yearbook of Bangladesh", Statistical Division, Ministry of Planning, Govt. of Bangladesh.

2.2 Sources of Noncommercial Energy in Bangladesh

Noncommercial energy is derived from traditional sources, such as agricultural residues, firewood and cow-dung. Agricultural residues are sum of jute-stick, rice-hulls, rice-straw, bagasse, twigs and leaves. Almost 60% of the total energy consumption in Bangladesh is supplied directly or indirectly by crop residues of rice-straw, jute-stick, rice-hulls and bagasse (Russell, 1982). On the other side, forest supply the basic need of the rural and town people in the form of fuel and it is extensively used in both areas. Bangladesh possessed about 15.35% forest area of the total geographical area in 1973-74 and it come down about 13.16% in 1999-2000. The total availability of firewood is 9481 thousand cubic feet from these forest in 1999-2000 which can't meet even the half of the cooking requirements of the poor people. Nor withstanding, homestead forest are also sources of firewood supply for rural people. Dried dung of animal is extensively used as fuel in our rural people and also in towns. In 1999-2000, out of the total estimated production of 6.7 million metric ton of animal dung to be burnt for energy for cooking purposes and it is estimated only 30% of the total supply of animal dung. About 22 million cattle and o.72 million buffaloes are the source of animal dung.

Section III: Energy problems in Bangladesh

a) Dependence upon imported oil resources.
b) Dwindling forest resources with threatening environmental implications

Table 2: Sources of noncommercial energy in Bangladesh

Name of Fuels	Sources
Rice-straw and Rice-hulls	Rice cultivated area ------26064 thousand in acres.
Jute-stick	Jute cultivated area -------1701 thousand in acres.
Bagasse	Sugarcane cultivated area-------412 thousand in acres.
Fire-wood	Forest area -------19915 square kilometer.
Animal dung	The cattle and buffaloes ------21633 thousand in head.

Source: Bangladesh Bureau of Statistics (2000): “Statistical Yearbook of Bangladesh”, Statistical Division, Ministry of Planning, Govt. of Bangladesh, Dhaka.

c) Inadequate availability of physical exploration data and capacity to process this data.

d) Limited design and engineering technology, particularly for exploration.

Section IV: Regional Cooperation in Energy Sector: Bangladesh Prospects

4.1 Scope for Cooperation

There are vast scopes for cooperation among Bangladesh and South Asian countries to overcome some of these energy problems. Some of them are identified in ensuing paras:

4.1.1 Trade in Energy Resources

Some of the countries in South Asia are rich in conventional energy resources, such as coal, natural gas and hydropower. These can be traded among the South Asian countries by way of reduction in transportation costs because of the geographical proximity of these nations and benefit the seller countries, in view of the extended market. For examples, (a) Nepal can sell hydro electricity to both Bangladesh and India and, in turn, coal from India or natural gas from Bangladesh. (b) India can sell coal to Bangladesh and, in turn, buy natural gas from Bangladesh. (c) India can sell electricity from Farakka coal based thermal power plant (in West Bengal) to Bangladesh and, in turn, electricity from north-eastern part of Bangladesh, and (d) Both countries (Bangladesh and India) can set up natural gas based thermal power plant or natural gas based joint manufacturing industries.

4.1.2 Information Exchange

All the South Asian countries are carrying on research into energy related activities at same level or the other. But overcoming the energy problems is beyond the capacity of individual countries due to the poor status of their economics. Information concerning research and operational experiences, therefore, should be exchanged freely among South Asian countries, so as to prevent duplication of efforts. This would result in more optimum utilization to capital and data resources.

4.1.3 Joint Research and Development (R&D)

Cooperation is a long term concept and joint R&D should help in building up regional scientific and technological capabilities. Collective self sufficiency in the long term can be achieved through joint R&D and technological cooperation in the field of energy.

4.1.4 Sharing of Technology

Some South Asian countries have achieved some amount of experts in certain areas of energy technology. For instances, Nepal has successfully designed and managed mini and macro hydropower stations. This technology can be transfer to other South Asian countries. In the field of new and renewable sources of energy, India has successfully installed and used solar PV cells, solar batteries, solar street lighting systems, solar signal systems, solar cookers and water heaters, wind mill based water pumps and bio-gas plants. Transfer of such technologies to the other South Asian countries would not only make these products available to the other countries but would also help in sharing and disseminating technologies for wider and efficient use of new energy systems.

4.1.5 Training of Personnel

One of the potential areas of cooperation is in the field of training. Some countries like India, Bangladesh and Pakistan are relatively more advanced than the other South Asian countries in energy technologies. These countries can train the personnel of other countries in designing, manufacturing, installing and maintaining energy systems.

4.1.6 Cooperation for Conservation of Energy

Each country in the region may have adapted various technologies for conservation of energy, but these are largely unknown to the others. Exchange of

information and sample devices are needed to learn from each other in this regard. There is scope for learning from various management experiences in energy. Exchange of information in electricity, forest management, siviculture, demand management and pricing policy experiences in regulating utilities (gas and electricity) may be exchanged freely among the South Asian countries. Such a step will take the region one step ahead towards economic prosperity.

We have some energy sub-sectors in which Bangladesh can offer cooperation to other South Asian countries and easing her energy problems (Table 3).

Table 3: Energy sector in which Bangladesh can offer cooperation to South Asian Countries

Sub-sectors /Country	India	Nepal	Pakistan	Srilanka
Natural gas	Joint Manufacturing and Joint Exploration		Joint Exploration	
Coal	Trade & Training and Joint Exploration			
Hydropower		Trade and Exchange Information & Training Technical Education		
Thermal power	Exchange			
Forestry	Training	Exchange of Information	Training & Education	Training & Education
Bio gas	Joint R & D			Exchange of Information
Solar	Joint R & D			
Wind power	Joint R & D			
Conservation	Sharing Information			

Section V : Summary

Energy sector is relatively more sensitive than other sector. Its effects almost instantaneously reach out to the rest of the economy. High population growth coupled with the rapid urbanization has put tremendous pressures on demand management of this sector. So, Statesmen, Scientists, Technologists and Social Scientists are all faced with the challenge of increasing the production of energy which is prerequisite for improving the quality of life of their people. Regional cooperation will provide a mechanism for simplifying this task and making it effective. According to the report of the foreign oil companies, India is a customer of gas at the doorstep for Bangladesh. Its means that India may gainfully participate in join ventures in Bangladesh on projects involving gas. But two neighboring countries with separate and sometimes opposite economic and political goals may find it difficult to come together on a common platform. Only pragmatic considerations for mutual benefit of both countries can help to Bangladesh can purchase electricity from India, by turn, natural gas from Bangladesh to accumulate for solve their energy crisis.

References

1. Arif. A. Waquif (1987): “South Asian Cooperation in Industry, Energy and Technology”, SAGE Publications Limited, New Delhi.
2. Bain, Subrata Kumar (2003):”Natural gas of Bangladesh: Consumption Pattern and Its Controversial Issues” edited by Mukherjee and Pramanik, The Centre for Research in Indo-Bangladesh Relations, Kolkata.
3. Bain, Subrata Kumar (2007): “Indicators of Energy Use and Efficiency in Bangladesh”, This paper presented at *XVI* Biennial Conference “Participatory Development: External and Internal Challenges” of the Bangladesh Economic Association held on 12-15 December, 2007, Institution on Engineers, Bangladesh, Dhaka.
4. Banerjee, N. (1979): “Demand for Electricity”, Centre for Studies in Social Science, Monograph No. 2, Kolkata.
5. Bangladesh Bureau of Statistics: “Statistical Yearbook of Bangladesh”, various issues, Statistical Division, Ministry of Planning, Govt. of Bangladesh, Dhaka.
6. Bangladesh Bureau of Statistics: “The Five Year Plan”, various issues, Planning Commission, Ministry of Planning, Govt. of Bangladesh, Dhaka.
7. Bangladesh Bureau of Statistics (1993): “Twenty Years of National Accounting of Bangladesh”, Statistical Division, Ministry of Planning, Govt. of Bangladesh, Dhaka.
8. Bangladesh Power Development Board: “Annual Report” various issues, Dhaka.
9. Centre for Policy Dialogue (1999): “Bangladesh’s Power Situation: Problem and Responses”, A CDP In-house Dialogue Report, Report No. 10, Dhaka.
10. Centre for Policy Dialogue (1999): “Optimising Use of Bangladesh’s Gas Resources”, A CDP In-house Dialogue Report, Report No. 14, Dhaka.
11. Dr. Gazi Md. Khalil (1997): “Bright Prospects of Utilization of Wind Power in Bangladesh”, Quarterly Bangladesh, June 1997, Vol.17, No.4, Pages 42-47, Dhaka.
12. Govt. of Bangladesh (1993): “Energy Policy-1993”, Ministry of Energy and Mineral Resources, Dhaka.
13. Govt. of Bangladesh (1997): “Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh”, Ministry of Energy and Mineral Resources, Dhaka.
14. Govt. of India (1979): “Report of the Working Group of Energy Policy”, Planning Commission, New Delhi.
15. Islam, Prof. M. Nurul (2000): “Some Observations on Global Energy Scenario and Critical Issues in Energy Development of Bangladesh”, Conference and Workshop Paper, International Conference and Workshop on Critical Issues

in Energy and Development———- Challenges for the OIC Countries, Organized by Islamic Institute of Technology, Gazipur, Dhaka, 20-23 November, 2000.

16. Islam Prof. M. Nurul (2001): "Energy Security and Sustainable Human Development: Bangladesh Perspective", this Paper Presented in Regional Conference on Human Security in South Asia, Jointly Organised by Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS), New Delhi and Bangladesh Institute of International Strategic Studies (BIISS), Dhaka, 10-11 January, 2001, New Delhi.

17. Khan, N. H. (1998): "Current Debate on Gas and Oil Exploration in Bangladesh", Quarterly Bangladesh Foreign Policy Survey, BIISS, Dhaka.

18. Mahbub-Ul-Haq (1977): "Dakkin Eshiaya Monob Unnoyn (Human Resources Development in South Asia), University Press Limited, Dhaka.

19. Quader, Dr. Abul (1999): "Consumption and Option for Development of Natural Gas in Bangladesh", A Seminar Paper is presented on CDP Conference, Dhaka.

20. Roy, Joyashree (1992): "Demand for Energy in Indian Industries (A Quantitative Approach)", Daya Publishing House, New Delhi.

21. Saha, Bimal Kumar (2000): "Changing Pattern of Agrarian Structure in Bangladesh: 1984-96, edited by Abu Abdulla, BIDS, Dhaka.

22. Shamim, I. And Salahuddin, K. (1994): "Energy and Water Crisis in Rural Households: Linkages with Women's Work and Time", Women for Women, Dhaka.

23. United Nations: "Statistical Yearbook" Various Issues, Statistical Division, Department of Economic and Social Affairs, New-York.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

A Community Based Biogas Project Towards Empowering the Rural Women in Gazipur- A Success Story

AHM.Mustain Billah*
Ahmedur Rahim
M.A. Hannan
Shahjadi Anzuman Ara
Khaleda Pervin
M.Emdadul Haque

Executive Summary

A Community Based Biogas Project towards Empowering the Rural Women in Gazipur- A Success Story

Women Development is one of the prime targets of the Millennium Development Goals (MDGs 3 and 7) of target 4. This priority has been set for empowerment of women and assimilation of gender balance towards poverty alleviation.

The study team successfully implemented the project demonstrating how to transform pollutant poultry litter into economic resources and explore its potentials by setting a unique example of establishing community based biogas plant from poultry litter in order to achieve MDG-3 & 7. The Ministry of Women and Children Affairs supported this innovative project idea. The Ministry appreciated further efforts to replicate a wide expansion of the community based

* Team leader and Joint Secretary to the Government of Bangladesh, Ministry of Establishment. email: mbillah57@gmail.com or mbillah@sdnbd.com; Joint Secretary and Registrar Joint Stock Company; Joint Secretary, M/o Works; Joint Secretary, Member BSCIC; Joinst Secretary, M/O Defense and Deputy Secretary, M/O Establishment.

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled **"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

biogas facility from poultry litter for poverty alleviation of the poor rural women.

The national policy document (PRS/NSAPR) highly emphasized the need for expansion of indigenous gas based power plant like biogas. The Government of Bangladesh thus intends to further scale up of its successful implementation at grass root level. In consonant with national policy and UN MDGs target the team attempted to integrate the poor rural women community with biogas plant using poultry litter.

The key results achieved include biogas plant installed and biogas connectivity for 8 women established by May 2008, with a scope for expansion of a few. Income of focused women increased by 25.73% from the existing level by May 2008. Employment created for 12 persons during the study period. More than 50% cooking time for the women got biogas connection saved from May 2008. Health impact of the focused group women reduced significantly, especially relating to respiratory problem over the project period. About 700 kg organic fertilizer produced per month from the project.

The project was successfully completed within stipulated time frame. It has immense potential such as significant impact in community sensitization towards importance and implication of the project for gender balance and women empowerment especially the rural women, how to overcome the challenges of birds flu, ensuring clean and green environment, substantial positive impact on health cost, additional income generation and employment creation.

At very outset all-out efforts were made to challenge bird flu by March'2008, and came out successfully. All potential threats and challenges were duly addressed including bird flu. All strength and potential like spontaneous community participation from all walks of life were level best explored for future use and sustainability.

A Community Based Biogas Project towards Empowering the Rural Women in Gazipur- A Success Story

1. Background of study

The study was a mandatory assignment for the team to carry out an innovative project that can add value to the socioeconomic development of the community and country in a sustainable manner by Managing At The Top-2 (MATT 2). This can be replicated as good development practices. Against this backdrop,

harnessing use of poultry litter for biogas has been chosen as study project. In this case the main intention of the project is to put scattered unaccounted/insignificant resources or waste to economic use. Here attempt was made to ensure maximum economic use of the potential time of rural poor women and poultry litter (waste) that were not used for economic purposes before. Biogas plant and other economic activities have been used as tool to make the efforts a success. This has taken lot of efforts to mobilize fund zero to more than a lac taka, organize community people idle to ideal, dependence to self reliance, disappointment to most satisfaction and finally darkness to lights.

Bangladesh being a predominantly agricultural country, the potentials of biogas production and its use in the country are very high. Considering its economic significance biogas technology was introduced in Bangladesh in 1972 at the premises of the Bangladesh Agriculture University (BAU) and further developed by the Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research. Afterwards for promoting biogas, the Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR), Environment Pollution Control Department, Danish International Development Assistance (DANIDA), Local Government Engineering Department (LGED), Department of Livestock Services (DLS) and Grameen Shakti undertook various other efforts (IDCOL/SNV, 2006).

2. Focus Area of the Study

The study team intended to explore how to convert poultry litter into economic resources by generating biogas and empowering rural women.

3. Literature Review: Poultry Litter, Biogas and Biofertilizer

Government of Bangladesh intends to further scale up its successful implementation at grass root level. This effort is also prevailing in NGO communities. IDCOL has developed an integrated and sustainable model for expanding biogas programme. That programme is based on market approach. As agent of IDCOL different NGOs including Grameen Shakti are implementing the programme. With an innovation of community based approach the study team established a biogas plant. A layout of the plant that contains size of the plant, different components consisting of main tank and inlet and outlet tanks of the plant and connectivity points is appended at "**Annex -01".**

3.1 Energizing the MDGs and Integration with PRS/NSAPR

Many studies found that energy deeply influences poor people's live and

livelihood. Poor people spend much of their income on energy, more than one third of household-expenditure in some countries. Women and girls spend more than 6 hours a day gathering fuel wood, water, cooking and agro processing (A guide to Energy's Role in Reducing Poverty; Energizing MDGs, UNDP 2005) (http:// www.undp.org/energy.weaover2004.htm)

PRS/NSAPR relevance: The PRS highly emphasizes the use of renewable energy introduced in remote areas (PRS Policy Matrix p274). The document also highlights the need for expansion of indigenous gas based power plant like biogas (PRS Policy Matrix p273). Thus to ensure basic right and livelihood, some crucial recommendations are in place regarding the needs of women and pro-poor growth for attaining the MDGs and goals of national policies and plans (PRS; p35). One of the cases may be empowering the rural women in establishing more biogas plant by using poultry litter.

3.2 Economic Importance of Poultry Industry towards Poverty Alleviation

Bangladesh is a developing country where more than 40% people are under the poverty line. This is because of poor intake of nutrition and protein. The poultry industry is growing very fast in the country providing very cheap protein to the common mass. The industry is also providing direct and indirect employment opportunity for 6 million people. It accounts for 1.6 percent of the nation's gross domestic product (GDP). The poultry industry in Bangladesh has immense opportunity with a 50-60 percent annual growth.

Poultry litter on the other hand has tremendous potentiality in generating biogas and rural energy. The field experience reveals that there is high demand for biogas connection in the rural areas. Only missing things are the initiatives, small support and some policy intervention at community level. Thus sensitization of community people, strong political commitment, trained personnel, mobilization of financial resources, establishing the institutional network, strengthening coordination between national and local level are essential.

4. Purpose

To enhance the income of rural women and minimise their health problem by establishing biogas plant and using hazardous poultry litter with a view to protect the environment.

5. Objectives

- To generate employment of about 10-15 rural women and to enhance their income by 15% over the project period
- To ensure economic use of poultry litter of around 1000 birds per day for producing biogas and about 700 kg organic fertilizer per month
- To install a biogas plant and to establish gas connections to 5-7 rural households by May 2008
- To save 1/3rd of the cooking time of the focused group and 5-7 kg of fire wood per family per day by May 2008
- To reduce health cost by 10% of the focused group relating to respiratory problems by June 30, 2008

6. Key Results

6.1 Expected Key Results of the Study

- Income of focused women increased by 15% from the existing level by June 2008
- Employment created for 10-15 persons during the PIP period
- By May 2008 Biogas plant installed and gas connected to 5-7 households and about 700 kg organic fertilizer produced per month
- Health cost of the focused group reduced by 10% especially relating to respiratory problem over the project period
- About 1/3rd cooking time of focused women saved from May 2008
- About 5-7 kg of firewood saved everyday per household from May 2008

6.2 Key Study Results Achieved

6.2.1 Income & Employment

The study team achieved major key results as stated in section 8. The first target was to increase income by 15%. In order to achieve this objectives two types of income were generated (i) expenditure saving by using biogas about TK 275/month (ii) about 3-6 kg firewood saving daily. In order to generate other indirect sources of income the following activities were undertaken;

- Homestead plantation: Out of 12, about 8 beneficiaries participated in homestead plantation, raising nursery, and vegetable production.

Case 1: Nargis is a widow of 32. Her husband died 5 years back leaving behind a daughter at the age of five. She has a half building house close to the mosque and next to the biogas plant. She is very challenging, always-struggling and trying to stand on her own. She has a cow that gives her milk 7 kg /day. Basically, she got no farm land. She hired a piece of land near her lawn about one bigha for Tk 1000 per year. She planted there 500 papaya seedlings and chilly. With the advice of PIP group she planted different vegetable and started nursery in her homestead. In order to enhance her income the PIP team provided her improved cow feed that helped her to have additional income of tk. 500 per month. The PIP team extended her technical advice and support how to nurse her papaya farm and homestead plantation. The PIP team provided them all sort of biofertilizers and other necessary inputs for improved cultivation practices like use of fertilizer. With the advice of PIP team and special care, her farm has got different look from other neighboring farms.

Another important feature of her life is that she used to cook with about 3-4 kg firewood in a day. That she used to search for at least 1-2 hours a day. Use of biogas saved her 2 hours time saved per day. She saved 3-4 kg firewood daily. She has divided her kitchen in to three parts. One portion is cowshed, middle one for firewood store and the last portion attached to her living room is the kitchen. It has high risk of fire at any time. She is getting from home plantation tk. 40 per month. The case study was conducted by Dr.Mustain Billah)

Besides, one rotation broiler rearing completed and the profit was shared among the beneficiaries with Tk.75 each per month.

- 4 women out of 12 were engaged in courtyard farming and home stead plantation and growing vegetable. A case presented below reveals a clear picture of income generation.
- Bio-slurry has also given the opportunity to enhance their income.
- Improved cow feed facilitated 2 beneficiaries with increased milk. That enhanced their income of about 10-15%.
- Seedlings and seeds and technical support for plantation and agricultural farming has also helped them to increase their income.

In order to create employment for 12 persons during the study period the following activities were undertaken:

- Additional employment was created by putting poultry litter to the biogas plant. All beneficiaries have one hour additional employment in a day. In return they have been provided biogas connections.
- Generated extra employment by rearing and looking after the broiler chicken every day by rotation at least half an hour in a day and in return they shared the profit.
- Created self employment in preparing soil for home gardening and homestead plantation, vegetable cultivation and nursery raising. Each

beneficiary spent at least an hour in a day.

6.2.2 Biogas Plant & Bio Fertilizer

By May 2008 a biogas plant of 6 cubic metre was installed and 8 gas connectivity was established for 7 households and started to produce about 700 kg organic fertilizer per month. The activities undertaken for this are as follows:

- Construction of a biogas plant measuring 6 cubic metre completed by April 2008.
- 8 biogas connectivity installed to 7 households by May15, 2008
- Started producing about 700 kg organic fertilizer per month from May 2008

6.2.3 Health & Environmental Effects

Biogas connectivity ensured no smoke/ no indoor air pollution in the kitchen. All the 7 beneficiaries reported during impact assessment survey that eye burning and respiratory problem after biogas connectivity is minimal as against moderate previously. This indicates that health cost may be reduced in the long run. Besides, bad smell in the vicinity of the poultry farm has removed. Disturbances by the flies have reduced substantially. Overall environment of the area has improved.

It may be mentioned here that it is very difficult aspect to quantify in monetary form as it requires adequate length of time to make the effects visible and quantifiable.

6.2.4 Cooking Time

About 1/3rd cooking time of focused women saved from May 2008. In achieving these objectives the efforts made are as follows:

Established biogas connectivity to the kitchen of 7 households. All biogas beneficiaries reported that it saved about more than half of their cooking time.

6.2.5 Firewood Saving

About 3-6 kg firewood saved everyday per household from May 2008. Risk of fire incidence now reduced significantly, as reported during survey. The activities undertaken include;

- Sensitization of the focused group about the hardship of collecting

firewood. Now they are not using firewood and saving about 3-6 kg

Expectation	Achievement
Income of focused women increased by 15% from the existing level by June 2008	Income of focused women increased by 25.73% from the existing level by May 2008
Employment created for 10 -15 persons during the PIP p eriod	Employment created for 12 persons during the PIP period
By May 2008 biogas plant installed and gas connected to 5 -7 households and about 700 kg organic fertilizer produced per month	By May 2008 biogas plant installed and 8 biogas connections have been given to 7 households and started producing organic fertilizer about 700 kg per month
Health cost of the focused group reduced by 10% especially relating to respiratory problem over the project period	All the 7 beneficiaries reported that eye burning and respiratory problem after biogas connectivity is minimal as against moderate earlier . This indicates that health cost may be reduced in the long run.
About 1/3rd cooking time of focused women saved from May 2008	More than half of the cooking time of focused women saved from May 2008
About 5-7 kg of firewood saved everyday per household from May 2008	About 3-6 kg of firewood saved everyday per household from May 2008

wood depending on household's size as reported in the survey.

6.3 Key Study Results: Expectation and Achievement

7. Outline The List of Activities - Threats and Challenges

7.1 Challenging Bird Flu: The Way It Has Been Successfully Overcome

During the project period there was serious threat of bird flu all over the country including Gazipur district. This was real concern for the team to overcome the threat. In order to address this challenge the team made a checklist about the protective measures of the poultry farm that needs to be ensured. The farm owner is a villager having 1200 layer birds with little knowledge about protective measures on bird flu. When he was asked about the danger he replied "*Allah Bachabe*" (god will save), even the farm was not registered. The surroundings of the farm were dirty with very bad smell and flies moving around. The farm was shaded with branches of trees where insects had easy access to enter.

Against the backdrop, the team introduced the following measures for protection. These include (i) using apron(dress), gloves, gumboot(footwear) for the workers inside the farm, (ii) trimming the branches of the trees (iii) netting the farm (iv) cleaning the drain (v) use of protective measures compulsory for visitors if any

(vi) washing the dress regularly(vii) spraying prescribed medicine around the farm (viii) taking steps for registering the farm (ix) separating home chicken from wild or farm ones (x) introducing footbath (xi) fumigating the room before keeping the small chickens (xii) ensuring frequent visit of livestock officials and implementation of their advice (xiii) burying or burning the dead birds (xiv) reporting about sick and dead birds to local livestock official (xv) avoid touching the dead bird with unprotected hands (xvi) keeping courtyard clean.

It was learnt from the local source that local Index Agro Industry Ltd took successful protective measures of its poultry farm. The team made a telephonic discussion with Chairman Mr Mazharul Quader about the measures they had undertaken. He shared the team about the way he made his farm protective and that worked very well. The PIP team replicated the experience of the Index Agro Industry Ltd with poultry owner Mr. Hasan to follow with other beneficiary members. The team regularly supervised the protective measures carefully and effectively, that worked to protect the farm against all potential threats and kept the farm out of danger.

7.2 Budgetary Constraints- The Way it was Overcome

Budgetary uncertainty the team encountered

During PIP initial presentation, the audience raised the question from where the team was going to support the construction of bio gas plant. The team responded with three options first Ministry of Women and Children Affairs (MOWCA), any NGO or from own sources. But experience clearly demonstrated that no allocation has ever been made from this fund so far from MOWCA. Before undertaking the construction of biogas project the team kept on searching for funds from different sources randomly with little hope and serious uncertainty. Further more, after field visit and consultation with people and colleagues on the ground gave an impression that construction of biogas plant and to manage other ancillary activities would cost about Tk 50,000. The team was really scared about fund for installation of the plant.

Considering the serious threat of non-availability of fund, the team decided to raise a fund subscribing Tk.6,000 by each member. Later, the team met Secretary, Ministry of Women and Children Affairs (MOWCA) and convinced her to support the project. MOWCA finally allocated Tk.50,000 in favour of the focused women. The study group attempted to explore the second source of funding and the team was successful in arranging a fund of Tk. 40,000 from the Zila Parishad

Gazipur.

Besides, BCSIR shared about Tk.20,000 by providing necessary pipes, burners and other ancillary equipments.

7.3 Conducting Baseline And Impact Assessment Survey

In order to achieve the objectives of enhancing income of focused group, employment generation, their health impacts and cooking time saved, there was a need for base line information. At the beginning, a baseline survey and at the end an impact assessment was conducted.

7.4 The Way Biogas Plant Was Constructed

All the activities of the study team were conducted on consultative way with unanimous consensus. A local experienced vendor trained by BCSIR was invited by MATI[3] for consultation. The vendor prepared an estimate for construction of 6 m^3 and 9 m^3 size of biogas plant. Accordingly, the estimate was reviewed and verified. After a threadbare discussion it was decided to approach BASA, another NGO for cross verification. After discussions the team decided to accept the first proposal and the size of the biogas plant was finalised to be 6 m^3. A biogas plant implementation and construction committee was formed with UP members, local elites, beneficiary group. A tripartite agreement between beneficiary, MATI and farm owner was signed. A long discussion took place near the poultry farm with the local community. one female UP member Ms Hasna Hena and a male UP member Mr. Fazlul Hoque. The team procured layout plan from BCSIR and prepared time schedule for construction of biogas plant. All the PIP members visited the construction area every week to monitor the design and quality of works. It was scheduled to generate biogas within 30 days. In order to generate gas initial input was cow dung as test case and gas generation started from the first week of May 2008.

8. Feasibility Test of the Project under Study

8.1 FT of the Project Title

A Community Based Biogas Project towards Empowering the Rural Women in Gazipur- A Success Story

8.2 FT Purpose

- To test, whether, or not, the Project is feasible.

8.3 FT Objectives

- To ensure the support of approvers as well as local community including focused group who have interest towards the project
- To mitigate or neutralise negative mindset of some stake holders for implementation of the project
- To undertake preventive measures against the threats like bird flu

8.4 FT Methodology

- Select site through visit
- Discuss to motivate the Community
- Discuss to sensitise the focused group about role & responsibility
- Change negative mindset of identified stake holders through open discussions
- Resolve negative influence through interaction with biomass traders, local leaders, fish farmers, traditional value driven people

	Resource	System	Executive	Identity
S	Availability of raw materials	Tested technology	Qualified and devoted members with common goal & team spirit	Well cohesive group with well conceived sense of purpose
W				
O	-Potential resources may be taped -GO-NGO participation BCSIR	-A Part of community is sensitized -Potential resources may taped -GO-NGO collaboration	Supportive potential `administration	
T	Bird flu menace & other communicable diseases			

- Ensure preventive measures against bird flu through consultation

1	Approvers	MOWCA/ LGD
2	Supporters	DWA, local community Local government institutions, local administration, BCSIR, poultry farm o wners
3	Constrainers	Traditional values driven people, biomass traders
4	Collaborators	Environmentalist, local NGOs
5	Opponents	Fish farmers
6	Beneficiary	Focused rural women, poultry farm owners, local community
7	Target population	Focused rural wome n

with poultry farmers, livestock experts, poultry traders

Importance to Project

High importance & Low Influence	High importance & High Influence
BCSIR– Technical support + UP - community participation + Local NGOs - com. motivation + Environmentalist - green campaign + Focused Rural Women – Key agent for project Implement ation++	MOWCA/LGD - Approving/funding/monitoring ++ Local Administration – Implementation & mobilization + Poultry farm owners - Litter supply + Local community - moral support +
Low importance & Low Influence	Low importance & High Influence

8.5 SWOT and Domain Analysis of Project under Study

8.6 Stakeholders Analysis

Potential Impact on Project

High Probability & Low Impact	High Probability & High Impact:
	Bird Flu
Low Probability & Low Impact	Low Probability & High Impact
Local community - moral support +	UP - community participation + Local NGOs - com. motivation + Poultry farm owners - Litter supply +

Influence on Project

8.7 Mapping of Influence

Sl. No.	Action	Role	Time frame for 2007
01.	Visited project Area/selected site	All members	18 Jan, 11,13 Feb
02.	Motivated the community (UP, local people, poultry farmer, fish farmers, biomass traders, local elites and social workers, rural women)	Hannan, Emdad, Shahjadi	13 Feb
03.	Sensitised focused group & discussed about role & responsibility	Billah, Ahmed, Khaleda,	13 Feb
04.	Harmonised stakeholders & other influencing factors	All members	13 Feb
05.	Analysed possible threats & opportunities	All members	13 Feb
06.	Undertook preventive measures against bird flu by the poultry farmers with the help of livestock experts	All members, ULO, poultry farmers	14 Feb

Influence on Project

8.8 Mapping of Risk

8.9 FT Action Plan

8.10 FT Results

- Positive attitude of community for use of biogas observed
- Focused group found interested in receiving supplementary income
- Community possessed positive attitude towards green environment
- No substantial negative factors were observed except bird flu
- Preventive measures were undertaken against bird flu by the poultry farmers & traders with the help of livestock experts

- Hence, the PIP was considered feasible for implementation

8.11 FT Conclusion

We may proceed with the project in order to achieve the anticipated results.

9. Data Collection

9.1 Study Area

The study area is village “Dagari” under Bhawal Mirzapur Union of Gazipur Sadar upazila in Gazipur district. The village is located about 20 kilometers west of the district head quarter and closed to Rajendrapur BRAC Center. (Map shows the location of the village and project area). The village has a land area of 1628 acre. In the country map study area has been well identified.

9.2 The Way Village Was Selected

The myth of selecting Dagari village was really interesting. The team had a mind to choose a village at Savar. Accordingly a visit was paid to a village in Savar. Later, the issue discussed with MATT2 management. They advised the team to choose a study area a bit far from Dhaka. The team then visited Gazipur, Fortunately, the team got Mr. Effethar Hussain, Asstistant Professor of the State University Bangladesh (SUB). Mr. Eftkahr knows about the Gazipur area where he works on biogas plant with Mr. Kairul Alam. Mr. Eftekhar took the team to different villages where poultry farms were operating but no biogas plant was in place. After visiting three villages only village Dagari was selected for various

Biogas plant under construction

reasons. Firstly, MATI, an NGO has an office there where the team easily could station. Secondly, there were few poultry farms where adequate number of birds was available for un-interrupted supply litter for biogas plant. The team consulted with local people and the farm owner easily reached in consensus and then decided to proceed with project.

9.3 Profile of the village under study

According to population census 2001, the total population of the village is 7467 of which 3816 male and 3651 female. The literacy rate is 49.23 percent of which male literacy is 54.47 percent and for female it is 43.68 percent, which is quite below the national average, indicating the prevalence of education poverty.

The census report indicated the main profession of the village households, where majority of the people are engaged in agriculture (26.56%) and business (22.27%), where as agriculture labour is about 14.60% of the total. Still majority of them are remained unemployed or under employed that needs urgent attention.

The census report also revealed that about 26.36% people are not at all working. About 34.06 % are doing households work. People engaged in agriculture is about only 17.23 % which is the below the national average, signifying that the village is located within the periphery of many industries, people have diverse nature of employment opportunity to work but no where in number is substantial. The census report manifested that average family size of the village is 3-4 people. This census data commensurate with the baseline survey of the PIP team as well.

The analysis of the village profile clearly demonstrated that people are very keen to have this kind of project for modern cooking energy facilities towards empowering the rural women in decision making process both for income generation and household management.

9.4 Sources of Data Collection

In order to undertake a baseline survey and impact study of the project both primary and secondary sources of information have been collected. Secondary sources of information include Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), local Union Parishad office, Upazila Parishad office, different websites, BCSIR, IDCOL, CEGIS, different daily newspapers. Primary sources of information include baseline survey and impact survey stakeholders consultation, group discussions, conducting case studies and personal observations and spot visits including houses of beneficiaries and some of the stakeholders.

9.5 Method and Design of the Study

The study area was very small, focusing only 12 beneficiary women, which is a very small part of a village. The project duration is also limited to only 4 months. Any change in socio-economic impact because of the implementation of project might not be significantly tangible. Still some impacts are measurable. Thus it requires a baseline information available before hand, which was absent from the study area. Therefore, the team conducted a baseline survey at the beginning of the project and impact assessment at the end. We collected information directly from the FGW[d] and secondary information also considered in the study. Physical verification and face to face interview also used in gathering data.

9.6 Method for Baseline Survey

The study team before undertaking the project conducted a baseline survey as stipulated in action plan in late February, 2008. The method followed for the study includes:

(i) interview with structural questionnaire

(ii) face to face interview with respondents and local peoples

(iii) focused group discussion

(iv) secondary sources of information obtained from UP office, local government institutions and local administration and NGO offices and their studies and BBS population census report 2001. and focused group discussion took place at the mid of the project period. The team also interviewed cross section of people including non-users of biogas.

Baseline survey conducted using structured questionnaire, where it includes:

(i) family profile,

(ii) socio-economic profile of the beneficiaries

(iii) earning and employment status of beneficiary women

(iv) household members status

(v) food preparation and cooking time

(vi) fuel wood collection time and consumption pattern

(vi) health issue and fire risk.

[d] Focused group workshop

9.7 Face to Face Interview Method

The **team** interviewed 12 beneficiaries and 4 other non beneficiary respondents using structured questionnaire. They went to the doorsteps of the respondents to make physical observations and conducted interview with the respondents in order to collect information about their life and livelihood.

9.8 Consultation Workshop for Community Sensitization

Four consultations and discussions events were organized with beneficiary groups and nearby community people. Half a day long stakeholders' consultation workshop was arranged where about 200 people participated. Stakeholders comprise:

(a) Poultry farm owners

(b) Poultry traders

(c) NGOs

(d) Local administration peoples

(e) UP officials

(f) Social elites

(g) Religious leaders, teachers and

(h) Beneficiary group.

9.9 Focused Group Discussions

At the very outset of the study, a group discussion took place with local elites, local NGO officials and got an overview on the village. Based on discussions, the team designed its plan to carry out the PIP program and collected necessary information. During discussion the local elite of the society, religious leaders, NGO representatives were also present along with some UP members both male and female.

For convenience of the work the team distributed their works among them. Two of the members were engaged in taking photo and video recording and conducting case studies. In the group, the two lady members were devoted to undertake interview with women and girls. Other two members conducted interview with different cross section of people with respect to their professions.

9.10 Limitations of the Project Implementation

Time frame: Time frame of the PIP is only about 4 months. Thus the time is very limited to see a significant tangible impact.

Sustainability: During implementation period monitoring was very frequent. Every week PIP team visited the place to supervise the project activities, But in future the discontinuity of the closed supervision and constant monitoring may put the sustainability of the project at stake. However, there is an agreement among NGO MATI, beneficiary and poultry farm owner. This will help them to make the project sustainable in the future.

Theme	Stake holders	Responsibility	Remarks
1.Biogas plant and its operation	Beneficiari-es of bio gas plants	• The FGW agreed to follow two separate schedule of cooking. • Any dispute will be resolve through mutual discussion and consensus; "MATI" will arbitrate if necessary.	An agreement among farm owner FGW and MATI for management biogas peacefully.
2.Poultry Farm and Environment	a. Target Group (Beneficiay Group)	• No use of biomass and fire wood • Saved cooking time to be used for economic activities. • Consensus to allow others the same right of cooking. • Follow given time schedule to pour litter. • Upkeep health & hygiene issue on the top .	The interaction among stakeholdres made them aware of the benefits. The sharing of ideas will enhance social cohesion.
	b. Social responsibili-ty of farm owners and their traders	▪ Keep the farm and campus clean ▪ Clearing poultry litter, proper treatment and dumping properly. ▪ Making bio manures and ensure best use of the resources for better economic uses. ▪ Fish feed trader does not prevail there, no such threat found there	Encourage private sector to come forward and to ensure bio security for protection from bird flu. Government will enforce and NGO will promote bio security.
	C. Traders/ Constrainers	▪ Encourage proper cleaning and hygiene ▪ Develop confidence of consumers regarding safety and use of chicken and eggs.	Poultry has huge potential to create employment opportunity of 6 million people. It needs promotion.
	d. Community Responsibil-ity	▪ Encourage use of bio -fertilizer and increase agricultural Productively ▪ Restrict random thronging of litters ▪ Imposition of biogas plant as prerequisite for poultry farm ▪ Safe disposal of dead chicken and birds.	Community base organization sustain well. It helps to develop self guard and self protection.
3: Women employment and empower -ment.		▪ Assess the FGW employment opportunities ▪ Make seeds and seedlings available ▪ Prepare bed for plantation ▪ Identify & make best use of plantation scope ▪ Learn techniques of plants and birds ▪ Motivation for weeding and nursing ▪ Motivation for use of bio fertilizer ▪ Techniques for applying bio fertilizer and amount to be used.	About 86% rural women rare chicken and grow vegetable in home stead. Only small intervention can empower them in decision making & economic activities
Approvers and Supporters	MOWCA, Zila Parishd, Mati and BCSIR	▪ MOWCA,, Zila Parishad will release fund soon. ▪ BCSIR will help in installation of bio gas connectivity.	Post installation will supervise by Mati and District Woman Affairs officer

Physical distance: For implementing the project, it was difficult to keep close watch because of physical distance. Poor literacy and traditional attitude of the beneficiaries are the major impediments in getting their cooperation. However, four months efforts made may help to overcome and made the project a success.

10. Stakeholders Analysis

11. Data Analysis

For convenience of the analysis of data coded questionnaires were prepared for face to face interview. Primary data has been analyzed statistically. In order to make different diagram and chart MS Excel has been used. In interpreting results different analytical articulation was made using different tables and graphs.

Analytical Techniques: Quantitative analysis was made from the available information in order to get an overview of indoor air pollution, time spend for fuel wood collection, income generation activities that include homestead plantation, broiler rearing, courtyard farming, and income from selling slurry and using slurry to their agricultural farms.

Participatory Rural Value Appraisal: The study team observed that the inhabitants are living in a remote village, having the deep rooted values of the traditional culture. The rural appraisal provides the team to understand the perceptions, feelings, values and outlook of their way of life and extends an insight on the way forward about rural women.

12.0 Key Findings

12.1 Income of Focused Women Increased by 25%

It is set in the objective of PIP that a community owned and managed biogas plant will save 50% amount of time for each household and they will engage this time for homestead plantation, courtyard farming, broiler rearing and animal husbandry. The study attempted to estimate the income of the beneficiary group before biogas plant installation and after establishing biogas connection. The income accrued from getting biogas connectivity where charge for each connection was estimated to be TK 275 for each household. The average firewood requirement for each household was estimated based on information derived from base line survey of the study. Value of firewood saved was made quantify required for each household at price of Tk.2.5/kg. This is termed as income from gas

Table 1: Increased income of the beneficiary group in Tk.

Sl No	Name	Status of gas connection	Baseline income	**Direct Income from gas**	**Supplementary income**	**Increased income**
1	Nargis	yes	2000	275	405	680
2	Minara	yes	1200	275	90	365
3	Rokeya	yes	1000	275	95	370
4	Rizia	yes	900	275	95	370
5	Razia	yes	1000	275	110	385
6	Komola	yes	1800	275	245	520
7	Monwara	yes	700	275	100	375
8	Jeleka	no	2200	0	110	110
9	Sabiron	no	600	0	90	90
10	Tarabanu	no	300	0	75	75
11	Sufia	no	1200	0	90	90
12	Noytun	no	800	0	95	95
			13700			3525
			25.73			

Figure 1 : Total increased income of the beneficiary group over the base

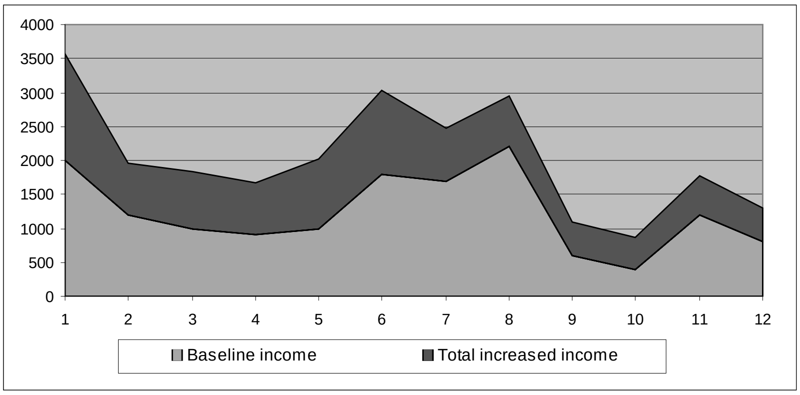

connection and firewood saved. The other sources of supplementary income that

Table 2: Addition employment generation time (hour per day)

Sl No	Name	Litter collection Minutes	Broiler rearing Minutes	Plantation Minutes	Cow raising Minutes	Total Minutes	Total Employment Hour
1	Nargis	20	30	90	30	170	2.83
2	Minara	20	30	60		110	1.83
3	Rokeya	20	30	60		110	1.83
4	Rizia	20	30	60		110	1.83
5	Razia	20	30	60		110	1.83
6	Komola	20	30	60	30	140	2.33
7	Monwara	20	30	60		110	1.83
8	Jeleka	20	30	120		170	2.83
9	Sabiron	20	30	60		110	1.83
10	Tarabanu	20	30	0		50	0.83
11	Sufia	20	30	120		170	2.83
12	Noytun	20	30	60		110	1.83

was derived from (i) broiler rearing; (ii) additional cow milk and (iii) vegetable production and sale where PIP group extended their support. On average income of each household increased by 25.73%, which more than the stipulated target. The table clearly demonstrates the level of income of the beneficiary group even at individual level. Figure also makes the increase the income effect visible.

12.2 Employment Created for 10-15 Women

In order to achieve the target of additional employment generation for the beneficiary group the following activities were undertaken, this includes (i) litter collection for the biogas plant, (ii) broiler rearing for increasing cash income (iii) homestead plantation and, courtyard gardening, (iv) providing improved cow feed for milk giving cows. All these activities created additional income for the beneficiary women about 1.83 to 2.83 hours per day.

12.3 Biogas Plant Installed & Connected to 7 Households

Under Managing At The Top2 (MATT2) the study team undertook a project at Dagari village under Gazipur Sadar with an intention of setting up a biogas plant harnessing the use of poultry litter for empowering rural women engaging more

in income generating activities.

A core group of twelve women were identified in the village Dagari. They have been familiarized with use of modern stoves and willing to replace the existing ones. They have been imparted training how to use modern stove for cooking using biogas. During imparting training, the trainees have been demonstrated how to use the burners i.e. how to switch on and off the burner under the supervision of an expert of BCSIR. The FG women were found comfortable with the new burners.

Women were interested in replacing conventional stoves because of the following reasons: (i) they are mainly responsible for cooking, which is convenient, (ii) they and their children are mainly responsible for collecting and processing fuel wood from the field, it will be no longer required, (iii) some of them can save time for running small business and cooking at the household level, (iv) women and children are the worst sufferers of traditional smoke based cooking system however, biogas ensures smoke free cooking.

The study team formed an implementation committee comprising of local UP Members, poultry farm owner, NGO representative, Upazila Women office staff and local level officials to construct biogas plant in schedule time. The PIP team

Table 3: Fire wood collection time used and saved

Sl No	Name	gas connection	Firewood collection time (hr)	Time of firewood collection saved (hr)	Average time saved	Firelwood used (Kg) before project	Fuel wood used (Kg) after project
1	Nargis	yes	2	2		4	0
2	Minara	yes	2	2		3	0
3	Rokeya	yes	3	3		4	0
4	Rizia	yes	2	2		3	0
5	Razia	yes	2	2		6	0
6	Komola	yes	3	3		5	0
7	Monwara	yes	2	2		3	0
8	Jeleka	no	3	0		6	6
9	Sabiron	no	2	0		3	3
10	Tarabanu	no	1	0		3	3
11	Sufia	no	3	0		4	4
12	Noytun	no	2	0		3	3
Total			27	16	2 hr/hh	47	19
			2.25hr /hh	59.26			28 Saved per hh 2.33 kg

Figure 02: Total firewood collection time save

monitored the progress shown in the picture. Within the stipulated time plant construction was completed and BCSIR installed 8 biogas connectivity to 7 households. The bio gas plant became full functioning from the 1st week of May 2008.

12.4 One third Cooking Time of Focused Women Saved

Table 03 indicates that depending on the size of family the households are spending time and for collection of firewood and for cooking. This shows that total time for collection of firewood for the twelve households are 27 hours (2.25 MH/HH) in a day. Out of twelve 7 households got biogas connectivity, then total

Fig. 03: Total firewood used before and after the project (kg/day)

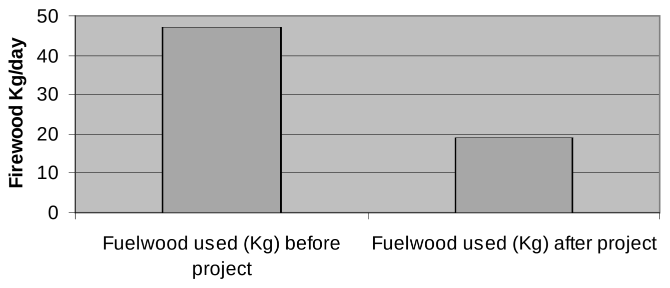

Table 4: Perception of time saved for cooking (beneficiary group with biogas connection)

	Frequency of respondents	Percentage
25%	0	0
50%	4	50.0
60%	1	12.5
75%	3	37.5
Total	8	100

man hour saved for collecting firewood on an average stands 16 hours (1.5 MH/ HH) in a day. This has also been explained graphically in figure 02.

12.5 3-6 Kg of Firewood Saved Everyday per Household

As regard to saving of the firewood, before biogas plant installation the total consumption of fire wood was about 47 kg for 12 households. This is now about 28 kg for 12 households. On average saving is 2.33 /hh per day. This ranges 3-6 kg as against the stipulated amount of 5-7 kg firewood saving per household.

Table 04 indicates that 4 (50%) beneficiaries reported that they saved 50% time, because of biogas connection. Again 3 (37.5%) beneficiary reported that they saved their 75% of their cooking time after biogas connection.

Table 5: Incidence of eye and respiratory problems/diseases due to smoke in the kitchen

Severity of diseases	Before Bio gas plant Installation			After Bio Gas Plant Installation		
	Eye Infection	Respiratory Infection	Fire risk	Eye Infection	Respiratory Infection	Fire risk
Severe			12			
Moderate	4 (25%)	1 (0.63%)			1 (0.63%)	
Minimal				4 (25%)		8
No pollution/ infection/disease	0	0		8	8	0

12.6 Reduction of Health Cost Relating to Respiratory Problem

Table 05 indicates about impact on health due to establishment of biogas connection to the beneficiary group. Out of 7 beneficiaries 4 reported that eye infection was minimal after biogas connection, where as it was moderate before biogas connection. One important thing all the respondents reported that before installation of biogas plant fire risk was severe, where as it is now minimal. The field experience indicated that peviously all the beneficiaries were using firewood and biomass for cooking. But currently, they are using modern biogas fuel. This is a significant shift towards modern way of life.

12.7 Health and Workload Change Before and After Biogas Plant Installation

Some positive changes have occurred in women's health condition after installation of biogas plant. Women having biogas connectivity about 78% reported that their workload has decreased after biogas connection.

Table 6: Impact on Agriculture

Usefulness of bio slurry	Yes	No / No idea
Do you use the bio -slurry	9	6
Is the bio-slurry increasing soil fertility	12	4
Is the bio-slurry helping to increase crop productivity	14	2

The study reveals that 16% of the beneficiary in this case found no decrease in workload. This is because they spend the saved time on other household activities. On the other hand, 6% of women claimed that their workload had increased as they found biogas plant operation laborious in terms of putting litter, cleaning, maintenance & management, and other economic activities like looking after broiler rearing, homestead plantation, farming and animal husbandry.

12.8 Impact on Agriculture and Productivity

Table 06 represents the impact on agriculture due to the use of slurry as bio

Table 7: Environment friendly fuel use by households at pre and post-plant periods

Sl. No.	Status of environment friendly fuel use	Pre-plant period		Post-plant period	
		Number	Percent	Number	Percent
1	Yes	0	0	16	100
2	No	16	100	0	0

fertilizer. The majority of the respondents replied saying positive impact of it. They love to use this fertilizer in their farm.

12.9 Impact on Energy, Emission Reduction and Environment

The traditional practice of firewood use for cooking by rural households is imperative for the local as well as global environment. The issue of carbon emission from fuel burning is a critical issue for the physical environment. The daily utilization of fuel from nature is also important for conserving the environment as a whole. The study indicates that the households strong perception on the pre-plant and present use. The pre-plant period fuel use was not friendly for the environment compared to their present use of biogas connection (Table 07).

12.10 Impact on Gender

12.11 Women's Participation in Decision Making Process

One of the targets of national policy of the government is to attain the Millennium Development Goals (MDGs) in terms of addressing gender equality by empowering women in decision making process.

This has been ensured by maximizing their participation in the biogas plant establishment, implementation and use of it. In the study area both women, men

Figure o4: Gender participation in decision making for construction of Plant

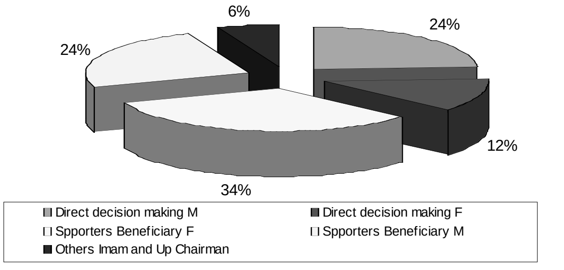

undertook initiatives in terms of generating idea of implementation of the biogas plant at household level, primarily for domestic use of biogas initiated by 8 male members. This includes 4 study team male members, one farm owner, one UP member, two MATI representatives. On the other hand 4 female members include 2 study team female members, one UP female member & farm owner's wife. In

case of direct support of the initiatives include 11 beneficiary group women. On the other hand 8 male members include 6 male members of the beneficiary families, one Imam and the UP Chairman. Thus male supporters are about 8. This gender participation is presented in Figure 04

12.12 Construction, Operation, Maintenance & Management of Biogas Plant

Good construction quality, proper operation and maintenance and good management ensured proper functioning of the biogas plant and biogas

Figure 05: Gender sensitibity in operation, maintenance and management

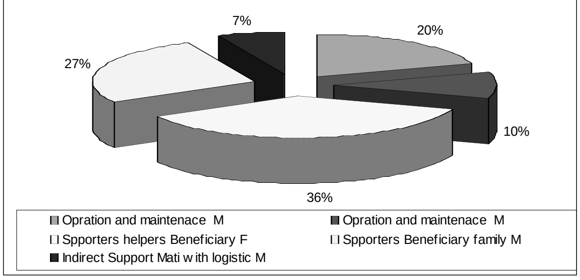

production. Construction work was done by an assigned technical expert in the study area. The study team had an idea about design specification of the plant and therefore, they also did know how to monitor the construction work. The study team and poultry farm owner and UP members (Male and Female) were responsible in monitoring the construction quality of the plant.

The gender sensitivity in biogas plant operation, maintenance and management is shown in Figure 05 In all these respects, i.e., operation, maintenance and management and construction monitoring, men (household members and domestic helpers) played a predominant role. But women participation was equally important in every sphere.

12.13 Satisfaction and Dissatisfaction of The Users

Impact survey report said that hundred percent of the users of the 7 beneficiaries reported to be satisfied with the biogas plant facilities. The ranking scale of measurement the degree of satisfaction *significantly*, *moderately* and *minimal*. Among the users 64% were found to be significantly satisfied. The remaining 28%, and 8% were moderately and minimally satisfied respectively.

12.14 Production of 700 Kg Organic Fertilizer per Month

All the slurry/bio-manure users feel that bio-manure increases soil fertility. There is a tripartite agreement among the beneficiary women, MATI and poultry farm owner. The agreement contains that MATI will buy this slurry at market price from the beneficiary and the beneficiary will share the profit equitably among them. The bio-slurry processing work is in progress.

13.0 Progress Report

The study Team after selecting the project title made number of steps to see whether the project was feasible and implementable. Once the study idea was conceived, the study members discussed among them and tested with different stakeholders including poultry farm owner, biogas plant owners in different locations of Savar, Gazipur and surrounding area. Field visits were made on 17 different occasions to Savar & Gazipur.

The team members met the officials of the local administration including DC, UNO Sadar, Chief Executive Officer, Gazipur Zila Parishad, District & UZ Livestock Officials, District and UZ Women Affairs Officials, other local Officials, Local Up Chairman, UP Members, NGOs, Teachers, Farm Owners, Local Elites, Focused Group Women and other stakeholders. The team also consulted with MATT2 management consultants, officials, Mentor, Secretary M/O Women & Children Affairs and other officials of the ministry, Joint Secretary, Local Govt. Division, Secretary, M/O Science & Information & Communication Technology, Hon’ble Special Assistant to the Hon’ble Chief Advisor in charge of the Ministries of Fisheries & Livestock, Science & Information Communication Technology and other relevant officials of the two ministries for approval, implementation and replication of the study. The study team members had also interacted with the Chairman BCSIR, technical experts and other concerned officials of the center.

The study team had formal meetings with the Mentor on 5 different occasions for

Table 8: Meetings and Discussions with stakeholders on study progress and implementation.

Formal Meetings with Mentor		Meeting with Focused Group		Meeting with Local Administration & Senior officials		Meeting with other Stakeholders	
No of Times	Hours	No of Times	Hours	No of Times	Total Hours	No of Time	Total Hours
5	9	15	60	10	25	8	20

about 9 hours of discussions on the progress of the study to informal consultations is many other occasions.

The study team had 31 formal meetings among themselves and also had more informal discussions and meetings in order to progress the implementation of the project.

The meetings and discussions held with the stakeholders have been summarized in the following Table :

The PIP team members during implementation of the project organized and monitored the –

i) Construction of the biogas plant;

ii) Arranged fund for the construction;

iii) Collected & verified the estimated cost and expenditure for the plant;

iv) Collected the specification of the plant size & design;

v) Monitored the quality of the materials and the construction works;

vi) Set the time schedules for construction works;

vii) Arranged, motivated, sensitized, harmonized the stakeholders including the UP chairman, members, poultry farmers, fish farmers, biomass traders, local elites, social workers, NGOs, focused rural women about the threat of bird flu and other hazards and also the potential opportunities of the project and

viii) Organized workshops and formal & informal meetings with the stakeholders.

The activities, the PIP members consider to proceed with in the coming days are

i) A committee/team may be formed to work and monitor the plant maintenance and operation and to harmonize the activities of the FGW;

ii) Mechanism may be developed to form similar focused groups in other locations to replicate the idea of the project.

14.0 Recommendations

1. Government may consider "Dagari project" as a model for development, MOWCA and MO/LGRD may replicate the Dagari Model as pilot project

throughout the country where applicable

2. Nation wide support should be extended for the rapid growth of bio-gas generation, as it can reduce the continuous and tremendous pressure on traditional energy.

3. Ministry of Fisheries and Livestock may impose bio-gas plant installation as an essential pre-requisite in establishing poultry farm.

4. Insurance coverage should be ensured to protect the interest of poor poultry farmers from bird flu and other risks.

5. Regular inspection and free medicine should be ensured to the poultry farms especially, the rural poultry farms by the livestock officials.

6. Nation wide campaign and publicity through electronic and print media to ensure bio security and sensitising community at grass root level.

7. Soft loan should be available for poultry farm and interest free loan for Bio-gas plant.

15. Follow Up/Outstanding Activities:

1. The Ministry of Establishment and MATT2 authority can send letter of request with this report including recommendations to concerned Ministries and Departments to replicate the idea for the greater interest of the nation.

2. Ministry of LGRD may be requested to include the “Dagari Model” in the Upazila Development Guideline tying with ADP fund.

3. A very brief documentary could be prepared for motivating the policy people in the line of “Dagari Model”.

4. The study team can request the Ministry of Science, Information and Communication Technology (ICT) and BCSIR to promote this model for renewable energy, healthy and clean environment and so forth.

5. The study team can request the Ministry of Science and ICT and BCSIR to take necessary action to include all biogas plants established with their assistance in carbon trading program for mutual benefit and to create motivational atmosphere for others.

16. Comments / Other Information:

1. In Bangladesh, people’s demand for protein is increasing sharply with the

increase of standard of living. Poultry industry is spreading to meet the demand of the market. The poultry industry pollutes the environment. It creates nuisances and hazards in the community also.

2. The PIP team has proved it in the community that nuisance or threat could be transformed into opportunity.

3. This PIP shows how successfully the threats could be transformed into opportunity for clean and healthy environment and empowerment of the women. At the same time it provides a very good instance of renewable clean energy.

17. Conclusion

It is here quite evident that one well conceived but small reform initiative, if it is strategically positioned in social setting, has the potential to eventually produce multifaceted benefits for the society. Bio-gas plant is nothing new innovation; but its application here is something unique and praise-worthy. In one go, this relatively old technology on innovation triggered benefits are of the nature of societal, environmental, political economical as well. The secret of this multidimensional benefits is nothing; but its placement or application in such a strategic location of a society where poor women are in acute need of cost efficient, health and environment friendly domestic full in one hand and

availability of poultry farms produced hazardous poultry litters on the other.

In view of this situation, the client focused service delivery oriented attitude induces the PIP team to undertake a very need based initiative (study) by utilizing locally available resource (poultry litter) rather it is treated as nuisance and hazard to serve the desperately domestic fuel starved community. This initiative empowers distressed women folk of the society by the way of providing health and environment friendly renewable energy in a very cost and time efficient manner. All should take initiative to think to mobilize unutilized and unaccounted resources to the greater benefit following this study initiative.

Reference

1. Billah, AHM. Mustain (2007) Environment Poverty Interface towards Achieving MDGs.

   Palok Publishers.

2. Billah, AHM. Mustain and others (2008) Harnessing Use of Poultry Litter for Biogas to

3. Enhance the Income of the Rural Women at Doguri –a Village in Gazipur. Group F, Managing At The Top-2 (MATT2) Development Workshop, Batch – 8

   (http:// www.undp.org/energy.weaover2004.htm): A guide to Energy's Role in Reducing

   Poverty; Energizing MDGs, UNDP 2005.

4. GOB (2006), Unlocking the Potentials, Poverty Reduction Strategy Paper. GEP, Planning Commission.

5. GOB, (2009), Step towards Change, National Strategy for Accelerated Poverty Reduction (NSAPR) Planning Commission.

6. Biogas User Survey (2007)National Domestic Biogas and Manure Programme (NDBMP)

7. Final Report, Submitted to Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) UTC Building (16th floor) 8 Panthapath, KarwanBazar, Dhaka-1215

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ

আল-আমিন সরকার*

বর্তমানে সারা বিশ্বের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক, সংবাদপত্র পাঠক তথা বিশ্বের সকল মানুষের আলোচনার বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন । বিশ্ব উষ্ণায়ন বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ গত প্রধান সমস্যা সমূহের অন্যতম । এটি জলবায়ু গত এমন এক পরিবর্তন নিয়ে আসছে যা প্রক্রিয়াগত ভাবে Green House প্রভাবের সাথে তুলনীয় । সমস্যাটিকে নিয়ন্ত্রনের মধ্যে নিয়ে আসার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী এজন্য যে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের রাসায়নিক গঠনটি একশ বছর পূর্বের অবস্থা থেকে ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে ।

বিশ্বের উষ্ণায়ন কি?

একশত বছর পূর্বের গড় তাপমাত্রার তুলনায় বর্তমান বিশ্বে গড় তাপমাত্রা প্রায় 0.60 সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে । কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু গত পরিবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে যে, ২১ শতকের সমাপ্তিকালের মধ্যে বিশ্ব তাপমাত্রায় আরও অতিরিক্ত ২.৫ থেকে ৫.৫ সেলসিয়াস তাপমাত্রা যুক্ত হতে পারে । কালের আবর্তের সাথে সাথে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকেই বিশ্ব উষ্ণায়ন বলা হয় ।

বিশ্বের উষ্ণায়ন পূর্বকালঃ পৃথিবীর জলবায়ুর অবস্থা সবসময় এক থাকে না । কখনও জলবায়ুতে উষ্ণতার প্রভাব বেশী থাকে, আবার কখনও হিমবাহের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় । যেমন-বিশলাখ বছর পূর্বে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক বেশী ছিল । গত ১০ হাজার বছর সময়ে বিশ্বের তাপমাত্রা ২° সেলসিয়াসের অধিক উঠানামা করে নি ।

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারনঃ- সাম্প্রতিক বিশ্ব উষ্ণায়নের কারন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় বায়ুমন্ডলের বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট গ্রীন হাউস গ্যাস সমূহের উপস্থিতির মাত্রার উত্তারোত্তর বৃদ্ধিকে । এই গ্যাসগুলো হলো কার্বন-ডাই অক্সাইড,

* প্রভাষক ন্যাশনাল কলেজ অব এডুকেশন, নরসিংদী । অতিথি প্রভাষক নরসিংদী সরকারী কলেজ সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সদস্য নং ৮৫২ ।

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, মিথেন এবং বায়ুমন্ডলের জলীয়বাস্প। শিল্পায়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, স্বয়ংক্রিয় যানবাহনের সংখ্যাগত বৃদ্ধি, বনাঞ্চল উজার হওয়া এ সবগুলোই প্রথম চারটি গ্যাসের পরিমান বৃদ্ধিতে তাৎপর্যময় ভূমিকা রাখে। এসবের কারনে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবঃ- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বে বেশকিছু পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সাধারন আবর্তন মডেল সমূহ ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বানী করেন যে

ক) তাপমাত্রার পরিবর্তন হবেঃ-বায়ুমন্ডলের কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমান দ্বিগুন হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বব্যপী তাপমাত্রার পরিবর্তনের পরিসীমাটি হবে ১.৫° থেকে ৪.৫° সেলসিয়াস। অবশ্য তখন থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর পর্যালোচনায় ধারণা করা হয় যে, বিগত ১০০ বছর তাপমাত্রা ০.৫% সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তি ৫০ বছরে অর্থাৎ ২০৬০ সালের মধ্যে তাপমাত্রা ১.৫-২.০ সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে।

খ) অধঃক্ষেপনের মাত্রা বৃদ্ধি ঃ অধঃক্ষেপন বলতে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিশিরপাত ইত্যাদিকে বুঝায়। বিশ্বব্যপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার অনুযায়ী পানিচক্রের তীব্রতার বৃদ্ধি ঘটে এবং বাস্পীভবনের হার ১২% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। পর্যায়ক্রমে তা বিশ্বব্যপী অধঃক্ষেপনের মাত্রা বৃদ্ধি করবে। এক্ষেত্রে অধঃক্ষেপনের পরিমানগত দিক থেকে আঞ্চলিকতা অনুসারে বিভিন্নতা থাকতে পারে ,তবে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ প্রায়শই ধ্বংসাত্মক বন্যা কবলিত হয়। গত তিন দশকের মধ্যে ব্যপক বন্যার ঘটনা ঘটে ১৯৮৭, ১৯৮৮,১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালে। এ সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমান বৃদ্ধি পরিস্থিতিকে আরও মারাত্মক করে তোলে।

গ) ঝড়ের পরিমান বৃদ্ধিঃ বিজ্ঞানীগন আরও ধারনা করছেন জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ের চেয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি করবে। ফলে ঘুর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ বরাবর সর্বনাশা ঘূর্নিঝড় কবলিত হয়ে আসছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে সিডর, আইলা ইত্যাদি সর্বনাশা ঘূর্নিঝড় বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চল তথা বাংলাদেশকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে।

ঘ) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিঃ স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিটি এলাকায় জোয়ার-ভাটা, বায়ুমন্ডলীয় চাপ এবং বাতাসের বেগের কারনে সমুদ্রপৃষ্ঠের অবিরাম পরিবর্তন ঘটে। তবে দীর্ঘমেয়াদে সমুদ্রপৃষ্ঠ পরিবর্তন একমাত্র বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে ঘটে থাকে। ব-দ্বীপিয় ভূমি হিসাবে বাংলদেশের একটি বিশাল এলাকা সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারনে জলমগ্ন বা নিমজ্জিত হবে। একটি টাস্কফোর্স প্রতিবেদন এমন ভাবিষ্যদ্বানী করেছে যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের প্রায় ১৬% এলাকা পানিতে নিমজ্জিত হবে।

ঙ) ভূমিক্ষয় ও প্লাবনের সৃষ্টিঃ জোয়ার ভাটার তীব্রতা বৃদ্ধির কারনে উপকূলীয় এলাকা সমূহে ভূমিক্ষয় এবং প্লাবনের মত ঘটনা ঘটবে। ধারনা করা হয় যে ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ০.৫ মিটার বৃদ্ধি পাবে এবং মিসিসিপি থেকে বাংলাদেশে উচ্চমাত্রায় জনসংখ্যা অধ্যুষিত উপকূলীয় এবং ব-দ্বীপ এলাকা সমূহে ব্যাপক প্লাবনের হুমকী দেখা দেবে।

চ) কৃষিজমি নষ্ট ও ভূভাগের সংকোচনঃ সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি জোয়ারের সময় লোনা পানিকে আরও অভ্যন্তর ভূমিতে অনুপ্রবেশে সহায়তা করবে। ফলে কৃষিজমি এবং মিঠাপানির প্রাণী ও উদ্ভিদ ধ্বংস হবে।

ছ) জনসংখ্যার ঘনত্বঃ জলবায়ু পরিবর্তন বা বিশ্ব উষ্ণতার ফলে জন প্রজনন বৃদ্ধি পাবে। বর্ধিত জনসংখ্যার আবাসস্থল তৈরীতে বনভূমি ক্রমশ হ্রাস পাবে যা আবহাওয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। তাই বলা চলে

সংকুচিত ভূখন্ডে তুলনামূলক অধিক সংখ্যক লোক বাস করবে যার দরুন জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর। যদিও জলবায়ু পরিবর্তন তথা পরিবেশ দূষনের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোই বেশী দায়ী, তথাপি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সমূহ পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য উন্নত রাষ্ট্রের চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরিবেশের প্রধান সমস্যাগুলো হলোঃ

১। গ্রীন হাউজের প্রভাব

২। ওজনস্তরে ছিদ্র

৩। এসিড বৃষ্টি

৪। বনভূমি ক্ষয়

৫। চাষাবাদের ভূমি হ্রাস

৬। পানি দূষন ও অতিরিক্ত ব্যবহার

৭। মৎস্য মজুত হ্রাস।

এসব সমস্যাগুলো প্রধানত জলবায়ু পরিবর্তনের ফল যা বহুলাংশে মানুষের তৈরী এবং বৃহদাকারে বহুদিন ধরে তৈরী। এগুলো অনেকাংশেই একটি অপরটির সাথে জড়িত। গ্রীন হাউজে গ্যাস উষ্ণ হওয়ায় বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নষ্ট হচ্ছে, মরে যাচ্ছে। এর ফলে বায়ুঝড়, দাবানল হবার প্রবনতা বেড়েছে। ফলে অনেক বিষাক্ত পদার্থ এবং রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। অনেক কঠিন পদার্থ নিগর্ত হচ্ছে এবং অতিবেগুনী রশ্মি বায়ুমন্ডলে বাড়ছে যার ফলে ওজনস্তর ক্ষয় হচ্ছে যা পরবতীর্তে ফসল ও বৃক্ষের ক্ষতি করে এবং শেষ পর্যন্ত খাদ্য চেইন নষ্ট হচ্ছে যা আপাত দৃষ্টিতে অনেক কম গতি সম্পন্ন হলেও ধীরে ধীরে মারাত্মক হুমকি হয়ে আসছে মানব জীবন তথা জগতের সকল প্রাণীগুলোর জন্য।

গত কয়েক দশকে পরিবেশ ধ্বংসের বিশ্বব্যপী যে প্রতি□য়া তার পেছনে ৪টি মূল ইস্যু রয়েছে যার কারনে এটা মানুষের সামনে দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

১। পরাশক্তির ভিতর মতবাদগত ও সামরিক সংঘর্ষ ও যুদ্ধ।

২। জনমত ও গনমাধ্যমে এই বিষয়টি বেরিয়ে আসা।

৩। বিশ্ব পরিবেশ সিস্টেমের ব্যপারে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সমাজের চিন্তাভাবনা বিশেষ করে জলবায়ুর উপর। ১৯৮০ এর দশকে এন্টার্কটিকার ওজনস্তরে ছিদ্র পাওয়া।

৪। শুধু বৈজ্ঞানিক সমাজ এবং বিশেষজ্ঞই নয় এখন প্রতিটি রাষ্ট্রই এবং নীতি নির্ধারকগন অনুধাবন করতে শুরু করছে পরিবেশ নষ্ট হলে তা যে নিরাপত্তাহীনতা ডেকে আনবে তা পুনরুদ্ধার করার কোন পথ আর থাকবে না।

পরিবেশ দূষন রোধের উপায়ঃ মানুষ পরিবেশের অংশ এবং প্রত্যক্ষ সুফল ভোগকারী। পরিবেশ বিপর্যস্ত হলে মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মানুষের ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হয়, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যহত হয়। তাই সুস্থ শরীর ও মন বিনির্মানে বিপর্যয়মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি প্রয়োজন। পরিবেশ সংরক্ষনে এবং দূষন রোধে নিম্নোক্ত কমর্পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

২। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস এবং তা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা।

৩। বায়ুদূষন রোধ করার নিমিত্তে উদ্ভিদ সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ব্যপক বনায়ন করা।

৪। পারিবেশ দূষনের সম্ভাবনাময় প্রতিটি শিল্প- কারখানায় বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৫। শব্দ দূষণ রোধে শব্দ নিয়ন্ত্রন এবং সুনাগরিকতার বিকাশ ঘটানোয় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৬। সঠিক রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে যানবাহন থেকে কালো ধোঁয়া নির্গমন রোধ করা।

৭। পরিবেশ সংরক্ষনে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়াসে রাজনৈতিক অঙ্গিকার সুনিশ্চত করা।

৮। জলবায়ু পরিবর্তনের উপর স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে সম্মেলন করা। উল্লেখ করা যায় ডিসেম্বর-২০০৯ এ ডেনমার্কের কোপেনহেগেনের সম্মেলন ছিল জলবায়ূ পরিবর্তন এবং প্রভাবের উপর। এ সম্মেলন থেকে সমগ্র বিশ্বের জনগন পরিবেশ সর্ম্পকে সচেতন হতে পেরেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারন ও ফলাফল সম্পর্কে অবগত হয়েছে। শুধু তাই নয় গত কয়েক দিন আগে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের সমুদ্রের নিচে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সম্মেলন করা এবং নেপালের প্রেসিডেন্টের হিমালয়ের উপরে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর সম্মেলন করা জলবায়ু সম্পর্কে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষন করেছে।

বস্তুর পরিবেশেকে দূষনমুক্ত রাখতে হলে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এজন্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়া এবং “পরিবেশ বিভাগ” এর আওতায় পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে জোড়দার করা দরকার।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২ ০ ১ ২

সিডর বিধ্বস্ত উপকূলীয় বিষন্ন অর্থনীতি

সরদার সৈয়দ আহমেদ*

ভূমিকা

বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের একটি বদ্বীপ। বাংলাদেশের রয়েছে ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল। উপকূল এলাকার সীমানা নিয়ে রয়েছে মতভেদ। Integrated Coastal Management এর মতে ১৯ জেলা নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চল গঠিত। জেলা গুলো হচ্ছে বরিশাল বিভাগের বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও চাঁদপুর। ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর এবং খুলনা বিভাগের খুলনা, যশোর, নড়াইল, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ২৯% উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে। উপকূলীয় অঞ্চলের জনসংখ্যা ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ। আয়তন ৪৭,৫৫১ বর্গকিলোমিটার যা দেশের মোট আয়তনের ৩২%। (পরিশিষ্ট-১-টেবিল-১) উপকূলীয় উপজেলার সংখ্যা ১৪৭ টি এবং গ্রামের সংখ্যা ১৭,৬৯৭ টি। (পরিশিষ্ট-১-টেবিল-২) সাগর ও উপকূলে রয়েছে অফুরন্ত সম্পদ ভান্ডার। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন উপকূলে অবস্থিত। সুন্দরবনের মোট আয়তন ৬০৯৭ বর্গকিলোমিটার যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা ৫.৬০ ভাগ। (পরিশিষ্ট-১-টেবিল-৮)। দেশের মোট বনভূমির ৪৪% এবং মোট রিজার্ভ ফরেষ্টের ৫১% ভাগ নিয়ে এ বনাঞ্চল গঠিত। বনজ খাতের ৪১ ভাগ রেভিনিউ এ বন থেকে আসে। ইহা দেশের মোট উৎপাদিত টিম্বার ও জ্বালানী কাঠ শক্তির ৪৫% ভাগ যোগান দেয় (বিল্লাহ-২০০৩) নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড মিল, মৎস্য এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কাঁচামালের যোগানদাতা এ সুন্দরবন। এ সুন্দরবনে ৬ লক্ষ লোক মধু সংগ্রহ, মাছ ধরা এবং কাঠ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত আছে। (খুদা-২০০১) অসংখ্য নদী-নালা, পুকুর-দীঘি সমৃদ্ধ উপকূলীয় অঞ্চল। এ সমস্ত জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। নদী থেকে ধৃত মৎস্যের অধিকাংশ মেঘনা এবং নিম্ন মেঘনায় পাওয়া যায় (বিবিএস-২০০১)। বঙ্গোপসাগরে রয়েছে ৭৯ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের মাছ ধরার উপযুক্ত ক্ষেত্র (খুদা-২০০১)। দেশের মোট ধৃত মৎস্যের প্রায়

---

* সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

২০% সমুদ্র থেকে ধৃত হয়। (বিবিএস-২০০৮) মৎস্য ধরার কাজে নিয়োজিত রয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ লোক। (মন্টু-২০০৮) উপকূল অঞ্চলে লোনা পানিতে চিংড়ি মাছের চাষ হয়। চিংড়ি মাছ বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানী পণ্য। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত এবং পটুয়াখালীর হিরণ পয়েন্ট পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান। এ সকল পর্যটন কেন্দ্র জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছে। উপকূল অঞ্চল দেশের লবণ চাহিদা মিটানোর জন্য লবন শিল্পেও সমৃদ্ধ। উপকূল অঞ্চলে বেশ কয়েকটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। সমুদ্রে প্রচুর তেল-গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্রের পানিতে নানারকম পদার্থ বিদ্যমান। সমুদ্রের পানি শোধন করলে স্বর্ণ-রৌপ্য সহ বহু মূল্যবান ধাতব পদার্থ পাওয়া যাবে (ইসলাম-২০০৬)। দেশের ২টি সামুদ্রিক বন্দর উপকূলেই অবস্থিত। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ দুটো সামুদ্রিক বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। এ দুটি বন্দর থেকে সরকারের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ প্রায় ৮০০ কোটি টাকা (সমীক্ষা-২০০৯)। চট্টগ্রামে গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপিত হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে। সমুদ্রের তরঙ্গ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগও আমাদের রয়েছে। যা একটি অফুরন্ত নবায়নযোগ্য শক্তি। সমুদ্রে রয়েছে উদ্ভিদ ও শৈবাল জাতীয় খাদ্যের অফুরন্ত ভান্ডার। সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে এদেশ হতে পারবে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। উপকূলীয় জেলা সমূহে বহু সংখ্যক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ ৮টি অঞ্চলের মধ্যে উপকূলীয় ৩টি তে মোট শিল্প কারখানার ৫০% ভাগের বেশী অবস্থিত।এ সকল ইপিজেড সমূহ থেকে ৯৯৫৮.৯৬ মিলিয়ন ডলার পরিমাণ রপ্তানী করা হয়। যা মোট ইপিজেড থেকে রপ্তানীর ৫৫% ভাগ। ইপিজেড সমূহে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ১ লক্ষ ৪১ হাজার যার ৬২% ভাগ এসব এলাকার ইপিজেডে নিয়োজিত (সমীক্ষা-২০০৯)।

ঘূর্নিঝড় সিডর ও ক্ষত-বিক্ষত উপকূল ঃ- ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব

ঘূর্নিঝড়ের ইংরেজী Cyclone. Cyclone শব্দটি গ্রীক শব্দ Kyklon থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। যার অর্থ হলো সাপের কুন্ডলী। (Coil of Snakes) গ্রীষ্মমন্ডলীয় সাইক্লোন ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির। বাংলাদেশ অন্যতম সাইক্লোন প্রবণ অঞ্চল। গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্নি ঝড়কে আমেরিকা মহাদেশে হারিকেন, পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশ সমূহে টাইফুন, দক্ষিণ এশিয়ায় সাইক্লোন বলা হয় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় তাকে উইলি-উইলি বলা হয়। সিডর বাংলাদেশের তৃতীয় সুপার সাইক্লোন। সিডর একটি ঘূর্ণিঝড়ের নাম। এটি উত্তর ভারতীয় সাগরের স্বনামযুক্ত গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড়গুলোর মধ্যে চতুর্থতম। যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাসিফিক এনসো এ্যাপলিকেশন সেন্টারের গবেষক জনাব রাশেদ চৌধুরীর মতে সিডর নামটি এসেছে উপসাগরীয় রাষ্ট্র ওমান থেকে। এটা একটি আরবী গাছের নাম। ঝড়টি গঠিত হয়েছিল মধ্য বঙ্গোপসাগরে এবং দ্রুতই তা শক্তিশালী হয়ে ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২১৫ কিলোমিটার বেগে পৌঁছায়। ২০০৭ সালের নভেম্বরের ১২ তারিখে ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) একে ঘূর্ণিঝড় সিডর বলে চিহ্নিত করে এবং ১৫ নভেম্বর সকালে ঝড়টি তার সর্বোচ্চ গতি বেগ ২১৫ কিলোমিটারে উঠে। Joint Typhoon Working Center (JTWC) এর মতে ঘন্টায় ২৫০ কিলোমিটারে উঠে (অক্সফাম-২০০৭)। এ বেগের ঝড়কে সাফির-সিম্পসন মানদন্ডে চতুর্থ মাত্রার ঝড় বলা হয়। ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে ঝড়টি হঠাৎ বাংলাদেশের উপর আছড়ে পড়ে।

বাংলাদেশের ৩০টি জেলা এ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। জেলা গুলো হলো খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, যশোর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী, নড়াইল, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ। সিডরে সমুদ্রের নিকটবর্তী উপকূল এলাকা সমূহ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলো ছিল পটুয়াখালী, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশাল, বরগুনা,

ঝালকাঠি, ভোলা, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, খুলনা ও সাতক্ষীরা। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলা হচ্ছে বরগুনা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, পিরোজপুর।

২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর উপকূলে সিডর মহাপ্রলয় সৃষ্টি করে। গোটা উপকূল ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। গাছ-পালা, রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, বেড়ী বাঁধ ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঠিকানা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। স্বজন হারাদের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠে উপকূলের আকাশ বাতাস। জেলে পরিবারের কান্না এখনও থামেনি। সিডরের আঘাতে সুন্দরবনের ১/৩ অংশ ধ্বংস হয়েছে। যে সুন্দরবন প্রাকৃতিক নিরাপত্তা হিসাবে এ দেশকে এতদিন দূর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করে এসেছিল সে সুন্দরবন নিজেই সিডরে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপকূল রক্ষার জন্য বেড়ীবাঁধে সৃষ্ট বনেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়।

সরকারি হিসাবে যে পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি ধরা হয়েছে তা অত্যন্ত কম বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। সরকারি হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা ৮৯ লক্ষ ২৩ হাজার ২৫৯ জন ধরা হয়েছে। এ সংখ্যা আরও অনেক বেশী বলে অনেক সূত্র দাবি করে। অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব পাওয়া যায় নাই। ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ী ঘরের ভিতরে মানুষের ব্যবহার্য জিনিসপত্র, কাপড় চোপড় ও মজুদ খাদ্য দ্রব্য এবং অংস্কাদির হিসাব বের করা যায়নি। গ্রাম এলাকায় সর্বত্রই গাছপালা ধ্বংস হয়েছে। এসকল গাছ-পালার প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব বের করা হয় নাই। নিম্নে প্রাপ্ত ক্ষয়-ক্ষতির একটি বিবরণ প্রদান করা হল ঃ

সিডর সংগঠিত হবার সময়ের ফসলের আনুমানিক ক্ষতির হিসাব করা হলেও জলোচ্ছ্বাসের ফলে জমিতে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধিতে উৎপাদনযোগ্য ফসল হারানোর পরিমাণ হিসাব করা হয়নি। সরকারি হিসাবে সিডরে মানুষের প্রাণহানীর সংখ্যা ৪ হাজারের কম বলা হলেও এ সংখ্যা ১০ হাজার হতে পারে বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়। (অক্সফাম-০৭) বন বিভাগ সূত্রে জানা যায় যে, সিডরে সুন্দরবনের ২৫-৩০ হাজার হেক্টর এলাকার

টেবিল ১ : সিডরের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ

ক্রমিক নং	খাত	পরিমাণ/সংখ্যা/আয়তন
০১।	ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা	৮৯,২৩,২৫৯ জন
০২।	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	২০,৬৪,০২৬ পরিবার
০৩।	ফসলের ক্ষতি সম্পূর্ণ	৭,৪২,৮২৭ একর
০৪।	ফসলের ক্ষতি আংশিক	১৭,৩০,১১৭ একর
০৫।	বাড়ী-ঘরের ক্ষতি সম্পূর্ণ	৫,৬৩,৮৭৭ টি
০৬।	বাড়ী-ঘরের ক্ষতি আংশিক	৯,৫৫,০৬৫ টি
০৭।	মানুষের প্রাণহানী	৩,৩৪৭ জন
০৮।	নিখোঁজ মানুষ	৮৭১ জন
০৯।	গবাদি পশুর প্রাণহানী	১৭,৭৮,৫০৭টি
১০।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সম্পূর্ণ	৪২৩১টি
১১।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি আংশিক	১২,৭২৩টি
১২।	ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সম্পূর্ণ	১,৭১৪ কিঃ মিঃ
১৩।	ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা আংশিক	৬৩৬১ কিঃ মিঃ
১৪।	বেড়ী বাঁধের ক্ষতি সম্পূর্ণ / আংশিক	২৩৪১ কিঃ মিঃ

উৎস ঃ রফিকুল ইসলাম, মন্টু, সিডর, বিপন্ন উপকূলের বিবর্ণ রূপ, ঢাকা ২০০৮।
বিক্ষিপ্ত তথ্য সমূহ একত্রিত করা হয়েছে।

গাছ-গাছালি সম্পূর্ণ এবং ৭০-৮০ হেক্টরের গাছপালা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সামগ্রিকভাবে সুন্দরবনের ২৭% গাছ সম্পূর্ণ ও আংশিক নষ্ট হয়েছে। সিডর কেবল গাছই নষ্ট করেনি বনের অধিবাসী হরিণ, বাঘ ও অন্যান্য প্রজাতির বণ্য প্রাণীর জীবন কেড়ে নিয়েছে। সুন্দরবনের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৮০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকা (মন্টু-২০০৮)। বিশেষজ্ঞদের মতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ঝড়ের শক্তি ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমিয়ে দিতে পারে। সুন্দরবন না থাকলে সিডরের আঘাত আরো বেশি হত এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হত আরো বেশি। সুন্দরবনের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হওয়াতে ভবিষ্যতের দুর্যোগ থেকে রক্ষা না পাওয়ার ক্ষতির পরিমাণ হবে অকল্পনীয়। সিডরের ধ্বংসযজ্ঞে (বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ) পরিবেশ জনিত খরচ অপরিমেয়।

এতবড় ধ্বংসযজ্ঞে মাত্র ৪ হাজার লোকের প্রাণহানী ঘটেছে এবং মাত্র ৮৭১ জন লোক নিখোঁজ হয়েছে- এসব তথ্য অবিশ্বাস্য। উপকূলীয় জেলাসমূহে সমুদ্রগামী জেলের সংখ্যা মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব মতে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার এবং অন্যান্য সূত্রে এ সংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশি বলে জানা যায়। সিডরের দিন শত শত ট্রলার এবং ৪০-৪৫ হাজার জেলে নৌকা নিখোঁজ হয়েছে। (মন্টু-২০০৮)। নৌকা নিখোঁজ হলে জেলেরা কি বেঁচে আছে? নিশ্চয়ই না। সিডরে হাজার হাজার মৎস্য খামারের মাছ নদী-সাগরে চলে গেছে। এসব ক্ষতির হিসাব করার কোন উদ্যোগ ছিল বলে মনে হয় না। ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব নিরুপনের জন্য ব্যাপক জরিপের প্রয়োজন ছিল। গ্রামের মেম্বার-চেয়ারম্যানগণ আনুমানিক ভিত্তিতে যে তথ্য প্রদান করেছে তা যোগ করে হিসাব নিরুপন করা হয়েছে। সিডরের ক্ষয়-ক্ষতির যে হিসাব পাওয়া গেছে তা প্রকৃত ক্ষতির একটি সামান্য অংশ মাত্র। প্রত্যেক খাতের সকল ক্ষতির সঠিক হিসাব বের করতে পারলে ভবিষ্যতে ঝড় নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ও দুর্যোগের সঙ্গে বসবাস রীতি গড়ে তোলার কৌশল গ্রহণে সহায়ক হত। কার্বন নিঃসরণকারী ধনী দেশ সমূহকে ক্ষতিপূরনের ক্ষেত্রে চাপ প্রয়োগ করা যেত।

দুর্যোগের সঙ্গে বসবাসঃ- ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও জলবায়ুর পরিবর্তন

সাগর উপকূলের মানুষদেরকে অস্তিত্বের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবন ধারন করতে হয়। উপকূল অঞ্চলে দুর্যোগ থাকবে এটা স্বাভাবিক। পৃথিবীতে ৬টি ঘূর্ণিঝড় প্রবল অঞ্চল রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশও একটি। বাংলাদেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে সমুদ্র উপকূল রয়েছে। সমুদ্র তট রেখার দৈর্ঘ্য ৭১০ কিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই এখানে ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে। এ অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় নতুন কিছু নয়। এ পর্যন্ত সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে বহুবার মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় হয়েছে এবং সর্বোচ্চ ৪৫ ফুট পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস হয়েছে। কিন্তু অতীত থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিনি। ঘূর্ণিঝড় নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল এখনো আবিস্কৃত না হলেও জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধ করা কঠিন কাজ নয়। ঘূর্ণিঝড় বাড়ী-ঘর, বৃক্ষাদি এবং ফসলের ক্ষতি করলেও মানুষের জীবন তেমন বেশী বিনাশ করতে পারে না। জলোচ্ছ্বাসের কারণেই বেশী মানুষ মারা যায়। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উপকূলে বাঁধ নির্মাণের ফলে ২০০৭ সালের সিডরে মানুষের প্রাণহানীর সংখ্যা আগেকার তুলনায় কম হয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চলের সন্তান হিসাবে সে ষাট দশক থেকেই বহু ঘূর্ণিঝড় প্রত্যক্ষ করার দুর্ভাগ্য হয়েছে। ১৯৭০ সালের প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড়ে লাশের মিছিল দেখেছি। মান্দার গাছের ডালে জড়ানো লাশের কান্না দেখেছি। মরক খাবার মত শৃগাল-কুকুর এবং এমন কি কোন শুকুনও ছিল না, সবাই নিজেই ভাগার। একই সঙ্গে একই সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ, জীব জানোয়ারের সলিল সমাধি পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি। ১৯৭০ সালের এ ঘূর্ণিঝড়টি সমগ্র উপকূলের উপর দিয়ে ২২৫ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয় এবং ২০ থেকে ৩০ ফুট জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়। সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা ৫ লক্ষ (চৌধুরী-২০০১) বলে দাবী করা হলেও এ সংখ্যা ১২ লাখের বেশী বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় (অক্সফার্ম-২০০৭)।

উপকূল এলাকা বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়-তুফানে আক্রান্ত হয় আজ নতুন নয়। সম্রাট আকবরের সভাকবি আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে ১৫৮৪ সালের এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের বিবরণ পাওয়া যায়। ৫ ঘন্টা ধরে বজ্রপাতসহ হ্যারিকেন জাতীয় ঝড় প্রবাহিত হয়েছিল যা মহাপ্লাবন আকারে ছড়িয়ে পড়ে এবং মন্দিরের উঁচু চূঁড়া ব্যতীত সকল ঘরবাড়ি জলে নিমজ্জিত হয়েছিল। এ ভয়াবহ দূর্যোগে বাকালার ২ লক্ষ মানুষ ও অগনিত জীব-জন্তু প্রাণ হারায়। (জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪)।

বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলভাগ প্রচন্ড ঝড় ও ক্রান্তীয় সাইক্লোন প্রবণ। সারা বিশ্বে সৃষ্ট ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের মাত্র ১০ ভাগ দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে সংগঠিত হলেও এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক প্রাণঘাতি। এগুলো বিশ্বের মোট সাইক্লোনে ক্ষতির ৮৫ শতাংশ এখানে করে থাকে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল মৌসুমী বায়ু দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। সরু ও উন্মুক্ত উপকূল, প্রচন্ড ঢেউ ও বায়ু প্রবাহ, নদী ভাঙন ও পলি সঞ্চায়নের গতিময়তা ও বৈচিত্র্য, সমুদ্রের স্বাভাবিক ঢালুময়তা ইত্যাদি বিশেষ বৈশিষ্ট্যই প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতার প্রধান প্রধান কারণ হিসাবে মনে করা হয়। (মন্টু-২০০৮)।

ইউএমজিপি'র প্রাকৃতিক দূর্যোগের ঝুঁকি কমানো, উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জ শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়েছে এশিয়ার সবচেয়ে বেশী ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকির মুখে রয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিশ বছর ঘূর্ণিঝড়ে মারা গেছে আড়াই লাখ মানুষ। যার ৬০ শতাংশই বাংলাদেশের। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী। ফিলিপাইন তিনগুণ বেশী ঝূঁকিতে থাকলেও ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যুর সংখ্যা ফিলিপাইন থেকে বাংলাদেশে ১০ গুণ বেশী (অক্সফাম-২০০৭) আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশী মানুষ মারা যায়। ১৯৯২-২০০১ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বের ৬,২৮,৩৬৩ জন মানুষ জীবন হারায়। এর ৭৫% ভাগই ছিল এশিয়া মহাদেশের, ১৯৯১ সালেই বাংলাদেশে সাইক্লোনে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১,৪০,০০০ জন। (রহমান-২০০৫)।

উপকূল অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ সংগ্রাম করে টিকে আছে। তাদের জীবন ধারা প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল। জীবন ধারণ কিংবা জীবিকা অর্জনের অফুরন্ত সম্পদের ভান্ডার যে প্রকৃতি, সে প্রকৃতিই আবার তাদেরকে নিমিষেই শেষ করে দেয়। ১৭৯৫ সাল থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত বড় ধরনের ২৮টি ঘূর্ণিঝড় হয়েছে। এগুলোর বেশি ভাগই দক্ষিণ উপকূলে আঘাত হানে। ১৭৯৭ সালে ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রাম শহরের ৫টি পাকা বাড়ী বাদে সকল বাড়ী ঘর মাটির সাথে মিশে যায়। (মন্টু-২০০৮)।

আঠারশত শতকে ৬টি বড় ধরণের ঝড় উপকূলে আঘাত হানে। ১৮২২ সালের জুনের প্লাবন হাতিয়া দ্বীপকে নিমজ্জিত করে এবং প্রায় সমগ্র জনপ্রাণী ধ্বংস করে। তৎকালীন জেলা প্রশাসক মিঃ কার্ডির প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, অফিস আদালত কয়েক ফুট পানির নিচে ডুবে যায়। ঝড়ে লক্ষাধিক লোক মারা যায় এবং প্রায় সকল গবাদি পশু মারা যায় এবং ফসল নষ্ট হয়। ১৮৬৯ সালে বরিশালের উপর দিয়ে প্রচন্ড সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বয়ে যায়। ১৮৭৬ সালে হাতিয়া ও নোয়াখালী অঞ্চলে ও ভোলা দ্বীপে সামুদ্রিক ঝড় ভয়ংকর প্রলয়ের সৃষ্টি করে এবং একই বৎসরে ১ মাসের মধ্যে ভোলা দ্বীপে প্লাবন সৃষ্টি হয়েছিল। প্লাবনে পানি দূষনের কারণে মহামারী দেখা দেয়। মহামারিতে ভোলার ১/৫ ভাগ লোক মারা যায়। উক্ত সামুদ্রিক ঝড়ে উপকূল এলাকাতে ১০ থেকে ৪৫ ফুট জলে প্লাবিত করে। এ দূর্যোগে ২ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। (জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪)

উন্নত দেশগুলোর শিল্প বিপ্লবের কারণে অধিক পরিমাণ কার্বণ-ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য সিএফসি গ্যাস নিঃসরনের ফলে বিশ্ব উষ্ণ হওয়াতে জলবায়ুর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, কয়েক বছরে দেশের উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা বেড়েছে এবং ঘূর্ণিঝড়ের ব্যবধান কমে এসেছে। পুর্বে ১০, ১৫ কিংবা ২০ বছর পরপর ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলেও এ সময়টা এখন ৪-৫ বছরে নেমে এসেছে। ১৮৯১ থেকে ১৯৯০

সাল পর্যন্ত ১০০ বছরে ছোট বড় ৭০০টি ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হেনেছে। এরমধ্যে ৬২টি ছিল মৌসুমী পূর্ব এবং ১৯২টি মৌসুমী উত্তর ঋতুতে সংঘটিত হয়েছিল। ১৭৯৩ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে ব্যাপক ক্ষতি করেছে এমন ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ৪৫টি। এ প্রবণতা থেকেই ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা বৃদ্ধির প্রমাণ মেলে। (অক্সফ্যাম-০৭)। উনিশ শতকে ঝড়ের তান্ডব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ১৯৬৫ সালে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসটি স্মরণীয়। এ ঝড়ে ১১ ফুট উঁচু তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সময় প্রায় ১৭ হাজার লোক প্রাণ হারায়। (জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪) ১৯৮৫ সালের ঘূর্ণিঝড়ে উড়ির চর ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার লোকের প্রাণহানী ঘটে। (বিইউপি-২০০৭)। সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৬ হাজার কোটি টাকা (চৌধুরী-২০০১)। সিডর ছিল সুপার সাইক্লোন এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ছিল সর্বকালের চেয়ে বেশী। উপকূলীয় ১৯টি জেলা ছাড়াও সর্বমোট ৩০টি জেলায় প্রচন্ড আঘাত হানে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ১ কোটিরও বেশী।

উপকূল এলাকায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ চ[illegible]াকারে সংঘটিত হয়। একটার কারণে অন্যটা কিংবা অন্যগুলি সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড় একা আসে না সঙ্গী হিসেবে জলোচ্ছ্বাসকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। জলোচ্ছ্বাস আবার একা আসে না লবণকে সঙ্গে নিয়ে আসে। লবণ পানি মাটির সঙ্গে দুস্তি করে মাটির উর্বরতা নষ্ট করে। উপকূল এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং নদী ভাঙ্গন বেড়ে চলেছে। বিগত ৪০ বছরে ভোলা জেলার ৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমান হারে ভাঙ্গন অব্যাহত থাকলে থাকলে আগামী ৪০ বছরে ভোলা সম্পূর্ণ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। (মন্টু-২০০৮) উপকূলের সবগুলো জেলাতেই প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক মানুষ নদী ভাঙ্গনে নিঃস্ব হচ্ছে। উপকূলীয় জেলাগুলোতে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যশোর, খুলনা এবং সাতক্ষীরার বিস্তৃর্ণ এলাকার মানুষ জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। হাজার হাজার মানুষ পানিতে বসবাস করছে। ধানক্ষেতে ধানের বদলে হাঁসেরা সাঁতার কাটছে।

সিডর পরবর্তী বিষন্ন অর্থনীতি

১৯০১ সালের উপকূলীয় জেলা সমূহের লোকসংখ্যা ছিল ৭২ লক্ষ। ১৯৯১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ। ১৯৯৮ সালে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩ কোটি ২০ লক্ষে। ২০০১ সালে জনসংখ্যা দাড়ায় ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ্যে এবং বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৪ কোটি। গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতকরা ১.২৯ শতাংশ। এ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে ২০৬০ সাল নাগাদ উপকূলের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৫ কোটি। (মন্টু-২০০৮)

উপকূলের জেলা সমূহের আয়তন ৩২ লক্ষ হেক্টর যার ৬২.৫% অর্থাৎ ২০ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য উপকূলের ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দৈনিক জোয়ার ভাটা সংগঠিত হয়। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং ফসল উৎপাদনের তীব্রতা হ্রাস পায়। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এ অঞ্চলের মানুষের মূল পেশা কৃষি। অক্সফার্ম এর এক রিপোর্ট মোতাবেক দেশের অন্যান্য এলাকার তূলনায় উপকূলীয় অঞ্চলের জনসাধারনের মাথাপিছু ভূমির প্রাপ্যতা কম। ১৯৯৬ সালে ৫৪% থানা কার্যকরভাবে ভূমিহীন ছিল এবং মাথাপিছু জমি ছিল ৫০ শতাংশেরও কম। এসব পরিবারের মালিকানায় আছে মাত্র ১৭ ভাগ ভূমি। আবার ১২ ভাগ পরিবারের মালিকানায় রয়েছে ৪৭ ভাগ ভূমি। (অক্সফাম-২০০৭)।

উপকূলের জেলা সমূহের মধ্যে বৃহত্তর বরিশালকে এককালে বাংলার শস্য ভান্ডার বলা হতো। উপকূলীয় অন্যান্য অঞ্চলেও খাদ্য ঘাটতি ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে W.W. Hunter তাঁর বিবরণীতে লিখে যে, "এখানকার প্রায় প্রত্যেক অধিবাসী এমনকি গৃহভৃত্যগণ ও অল্প স্বল্প জমির মালিক। তারা তাদের পরিবার পরিজনের ভরণ পোষনের জন্য ধান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করে থাকে। জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা

স্বচ্ছল ছিল"। (জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪)। বন্যা, ঝড়, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা ইত্যাদি বৃদ্ধির ফলে এসব জেলার লোকেরা দারিদ্রের চ□ পতিত হয়েছে বিবিএস এর হিসাবে বরিশাল বিভাগে দারিদ্রের হার বেশী। ১৮৭৬ সালে তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিবরণ থেকে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় "বাংলার অপরাপর অংশের তুলনায় বাখেরগঞ্জের অভাব অনটন কম। এ জেলার ভূমি উর্বর। এখানকার রায়তগন প্রচুর স্বচ্ছলতার মধ্যে বাস করেন। তাদের প্রচুর পরিমাণ ধান-চাল আছে। প্রত্যেক খানার পুকুর ডোবায় যথেষ্ট মাছ আছে এবং বাগানে নারিকেল সুপারী, কলা ইত্যাদির প্রাচুর্য আছে। লবণ, কাপড়-চোপড় এবং তামাক ছাড়া অন্য কিছু কিনতে হয় না" (গেজেটিয়ার-১৯৮৪)। উপকূলীয় চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলা খুবই সমৃদ্ধ ছিল। বাকলা বলতে তখন বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, নোয়াখালী, খুলনা জেলার বিস্তীর্ন অঞ্চলকে বুঝত। রালফ ফিচ নামক একজন ইংরেজ পর্যটক, ১৫৮৬ সালে বাকলার পরিদর্শনে আসেন এবং বলেন, "দেশে প্রচুর খাদ্য, সূতী বস্ত্র এবং রেশমী বস্ত্র ছিল। ঘর-বাড়িগুলো ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং উঁচু, রাস্তাগুলো ছিল বেশ চওড়া। লজ্জা নিবারনের জন্য সামান্য কাপড় ছাড়া লোকজন আর কিছু পরিধান করত না। মহিলারা গলায় এবং বাহুতে রূপার অলঙ্কার এবং পায়ে রূপা ও তামার খাড় পরত এবং আঙ্গুলে হাতির দাঁতের তৈরী অঙ্গুরী পরত"। (গেজেটিয়ার-১৯৮৪)।

উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবন এখনও কৃষি নির্ভর । বাগেরহাট, লক্ষীপুর, নড়াইল, শরীয়তপুর এবং বরিশাল বিভাগের সবগুলো জেলাতে কৃষির উপর নির্ভর পরিবারের সংখ্যা এখনও ৭০% ভাগের উপরে (পরিশিষ্ট-১- টেবিল-৪) উপকূলীয় অঞ্চলের জেলাসমূহে অকৃষিখাতের বিকাশ তেমন ঘটেনি। কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ও বেশী। ফলে দারিদ্র্যের সংখ্যাও বিপুল। (পরিশিষ্ট-১-টেবিল) উপকূলীয় জেলা সমূহে বোরো ধানের আবাদ দেশের অন্যান্য জেলাসমূহের তুলনায় অনেক কম (পরিশিষ্ট-১, টেবিল-৫)। গমের আবাদও কম। বোরা এবং গমের আবাদ কম বিধায় উপকূল অঞ্চলের গ্রামের অর্থনীতি আমন ফসল নির্ভর। বরগুনা, ভোলা, ঝলকাঠি, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, খুলনা, বাগেরহাট জেলায় বোরো ধানের আবাদ খুবই কম। (টেবিল-১)

সিডর সংঘটিত হবার সময়টা ছিল আমন ধান উঠা মৌসুম। সিডর কৃষকের পাকা ধানে মই দিয়েছিল। পুরো উপকূলীয় এলাকাতে খাদ্যের তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। আমন ফসলই উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান ফসল। কৃষি শ্রমিকেরা ধান কাটতে পারেনি বলে রোজগার হারায়। কৃষক ফসল হারিয়ে তীব্র খাদ্য সংকট ও আর্থিক সংকটে পতিত হয়। উপকূলীয় জেলাগুলিতে ২০ লক্ষ একর জমির আমন ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে ১২ লক্ষ টন ফসল নষ্ট হয়। টাকার অংকে আমনের ক্ষতির পরিমাণ ২ হাজার ১শ' কোটি টাকা। (মন্টু- ২০০৮) কৃষকদের ঘরবাড়ী ধ্বংস হওয়াতে পারিবারিক খাদ্য মজুদ একদম ছিল না। ব্যবসায়ীরা চালের মজুদ তেমন করেনি কারণ ফসল কাটার মৌসুম ঘনিয়ে আসছিল। পুরো অঞ্চলের মানুষ খাদ্য নিরাপত্তা হীনতায় পতিত হয়। এলাকায় চালের দাম বৃদ্ধি পায়। ২২ টাকার চাল তাদেরকে ৩০ টাকা কেজিতে কিনতে হয়েছে।

মঙ্গাঁ এলাকায় দেখেছিলাম মানুষ খাদ্যে কষ্ট পায় তবে সবাই নয়। কেবলমাত্র কৃষি শ্রমিকরাই মঙ্গার সময় অনাহারে থাকে। কিন্তু সিডর পরবর্তীকালে দেখা গেল ধনী-গরীব সবাই খাদ্য সংকটে পতিত হয়েছে। খাদ্য সংকট এতো তীব্র ছিল যে, মানুষ খাদ্যের জন্য জুতা মিছিল করেছে, বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে এবং এমনকি সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়েছে। ধনী গরীব সকলে রিলিফের লাইনে দাঁড়িয়ে রিলিফের চাল দিয়ে জীবন বাঁচিয়েছে। মানুষ অভাবে পড়লে গরু ছাগল বি□ করে অথবা গাছপালা বি□ করে অভাব মোচন করে। কিন্তু বাড়ীতে গরু-ছাগল নেই, গাছপালা, তাও নেই। সিডরে গ্রামাঞ্চলের গাছপালা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। গরু-ছাগল জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ৩২ হাজার কোটি টাকার পশু সম্পদ নষ্ট হয়েছে। (মন্টু-২০০৮) গ্রামাঞ্চলের গাছপালার ক্ষয়ক্ষতির হিসাব জানা যায়নি। তাল-খেজুর, নারিকেল ও সুপারি গাছ উপকূলীয় গ্রামীন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উপকূলীয় জেলা সমূহে প্রত্যেক গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে গাছের বাগান আছে। এ সমস্ত বাগানের বৃক্ষাদি ঘর নিমার্ণের কাঁচামাল যোগান

দেয়। গৃহস্থালী জ্বালানির উৎস ও এ সকল বাগান। এ সমস্ত গাছ ফলফলাদি অভাবও মোচন করে থাকে। তাল খেজুর গাছ দুধ দেয়া গাভীর মত প্রতিবছরই রস ও গুড় সরবরাহ করে কৃষকের বাড়তি রোজগারের সুযোগ করে দেয়। এ অঞ্চল সুপারি ও নারিকেল গাছের জন্য বিখ্যাত। এ সমস্ত গাছের পাতা নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসাবে কাজ করে। নারিকেলের তৈল ও ছোবড়া শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। নারিকেল- সুপারি গাছ ধ্বংস হওয়াতে এলাকার লোকেরা স্থায়ীভাবে রান্নার জ্বালানীর সংকটে পতিত হয়েছে। নারিকেল সুপারি, খেজুর, তাল গাছ নষ্ট হওয়াতে এলাকার মানুষ দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হয়েছে। বৈশাখ- জৈষ্ঠ এবং আর্শ্বিন-কার্তিক মাসের অভাবের সময় এ সমস্ত গাছ বেকারত্ব লাঘব করে এবং কিছু নগদ অর্থ কৃষকের হাতে তুলে দেয় বলে রংপুরের মত মঙ্গা আক্রান্ত হয় না। উপকূল অঞ্চলে নারিকেল গরীব মানুষের বিপদের বন্ধু। ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাতে নারিকেল গাছের ভূমিকা অতূলনীয়। সিডর এ সকল উপকারী বৃক্ষাদি ধ্বংস করে উপকূল অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা ভীষণভাবে বিঘ্নিত করেছে। উপকূলীয় জেলা সমূহে পুকুর ডোবা এবং পারিবারিক বাগান অনেকটা কমন সম্পত্তির মতন। একজনের বাগানের গাছের ডালপালা, পাতা ও লতাগুল্ম অন্যেরা ব্যবহার করতে পারে। একজনের গাছের ফল অন্যেরাও খেতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে এ রকম গণ দ্রব্যের (Public Goods) মত ভোগের সুযোগ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নেই। গাছ-পালা বিক্রি করে ভবিষ্যতে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেত তাও চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে। বৃক্ষাদি ধ্বংসের ফলে সারের সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিডরে ১৭ লক্ষ গবাদী পশু মারা যায় এবং পরবর্তীতে ঘাসের অভাবে এবং পরিবেশ দূষণজনিত কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে ১৪ লক্ষ গবাদী পশু মারা যায়। (মন্টু-২০০৮) ফলে দুধ ও মাংসের সংকট দেখা দেয়। এছাড়া হালচাষের জন্য মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়। গবাদী পশুর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে গো-সারের যোগান ভীষণভাবে হ্রাস পায়। আমিষ ও দুধের অভাবের কারণে মানুষেরা দীর্ঘমেয়াদী অপুষ্টির শিকারে পরিণত হয়। আটঘর, কুড়িয়ানার পেয়ারা বাগান সিডর সাফ করে ফেলেছে। উপকূলের উঁচু ভূমির রবি শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পানের বরজ ব্যাপকহারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উপকূলীয় ১৫টি জেলায় ৩৮৩টি পানের বরজের মধ্যে ২৯৮ টির ৭০% শতাংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং বাকী গুলোর ৫০% শতাংশ ক্ষতি হয়েছে (মন্টু-২০০৮)

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের জেলা সমূহে মৎস্যজীবি পরিবারের সংখ্যা ১০ লক্ষ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের চর এলাকায় মাছ ব্যবসায়ী এবং শুঁটকি মাছ ও মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের শিল্পে বহু সংখ্যক লোক নিয়োজিত থাকে। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চিংড়ি চাষ হচ্ছে । ১৯৭৯-৮০ সালে মাত্র ২০ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ করা হতো তা ১৯৯৬-৯৭ সালে ৪ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। (বারকাত-২০০৭) কক্সবাজার এবং খুলনা অঞ্চলে চিংড়ি চাষ বেশি হয়। সিডরে মৎস্য খাতের ক্ষতি করেছে আড়াই হাজার কোটি টাকার (মন্টু ২০০৮)। এই হিসাবে ব্যক্তিগত পুকুরের মাছের ক্ষতি ধরা হয়েছিল কিনা সন্দেহ আছে।

রফিকুল ইসলাম মন্টুর নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে সিডর পরবর্তী অর্থনীতির একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, "যে সময় নবান্নের উৎসব পালনের কথা, ঠিক তখনি উপকূলের কৃষক পরিবারে ঘরে ঘরে নেমে এসেছিল আকালের ছোবল। আমন মৌসুমে কৃষি মজুররা কর্মহীন হয়ে পড়ে। ক্ষেতের ফসল, কৃষি উপকরন, গবাদিপশু কিছুই ছিল না। সব হারানো কৃষকরা লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণের আশায় অপেক্ষা করছিল ঘন্টার পর ঘন্টা। প্রতিবছর আমন ফসল থেকে খাদ্য সংরক্ষণ করলেও ঘূর্ণিঝড় কৃষকদের সে সুযোগ কেড়ে নিয়েছিল। অথচ ঋণের বোঝা রয়েই গেছে। কৃষকদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারি সহায়তা যথাসময়ে মাঠে পৌঁছেনি। ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বিকল্প ফসলের। সহজ শর্তে কৃষিঋণ, বীজ, সার প্রান্তিক কৃষকদের কাছে পৌঁছেনি। হিসাব নিকাশ আর পরিকল্পনা তৈরি করতেই ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়"।

জেলেদের নৌকা ও জাল না থাকাতে জেলেরা বেকার হয়ে পড়ে। মাছ ব্যবসা ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত শিল্পের

লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকারত্বে ও দারিদ্রে নিপতিত হয়। ব্যাপক হারে গ্রাম থেকে শহরে মাইগ্রেশন বাড়তে থাকে। শিল্প নগরী খুলনায় শিল্প-কারখানা বিশেষ করে কয়েকটি চটকল বন্ধ হওয়াতে বেকারত্ব ও দারিদ্র ব্যাপক আকার ধারণ করে। উপকূল অঞ্চলে শিল্প কারখানা সিডর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে শিল্প মালিকগণও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এর ফলে শিল্প বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়ে। কৃষি শ্রমিক, জেলে ও শিল্প শ্রমিকরা শহরে রিক্সা চালানো, মাটি কাটা এবং নির্মাণ শ্রমিক ও নানা রকম ফেরীওয়ালার কাজে নিয়োজিত হতে থাকে। শহরে ভাসমান মানুয়ের সংখ্যা ও ভিক্ষুকের সংখ্যা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায়। হকারদের উচ্ছেদ করাতে গরীব মানুষদের বেঁচে থাকার সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায়। চাল, ডাল, আটা, পিঁয়াজ, রসুনের দাম আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। সব মিলে সিডর পরবর্তী সময় গোটা দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। দেশের অর্থনীতির চাকা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

সিডর পরবর্তী পুনর্বাসন

সিডরের পর জনগণকে পুর্ণবাসনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধান উপদেষ্ট, উপকূলীয় এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ৫ টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এসব খাতে ১শ' কোটি মার্কিন ডলারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। বাঁধ পুনর্বাসনে ২৫ কোটি ডলার, সুন্দরবনসহ উপকূল এলাকায় বনায়নে ১৫ কোটি ডলার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে ২০ কোটি ডলার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো র্নিমানে ১০ কোটি ডলার এবং সড়ক, যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন কাজে ৩০ কোটি ডলার প্রয়োজন হবে উল্লেখ করেন। (মন্টু-২০০৮)

ঘূর্ণিঝড়ের পরের দিন থেকেই সরকারের তরফ থেকে ব্যাপক ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে মাঠে নামে প্রশাসন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ১৭২৪০ মেট্রিক টন ডিআর চাল, ২,৪৯,৫৮,০০০/- টাকার জিআর ক্যাশ, ৫১৪৬,২৫,০০০/- টাকার গৃহ নিমার্ণ মজুরী, এবং প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিল থেকে ১১৮১৪৯০০০০/- টাকা, টন খাদ্য, ১৬৯০৪ পিস তাবু, ৬৬৭০০ পিস কম্বল এবং ১৩০০০ পিস ঢেউটিন বিতরণ করা হয়েছে (খাদ্য ও দুযোর্গ মন্ত্রণালয়- মন্টু-২০০৮ পৃ-২৪৩) (পরিশিষ্ট-১, টেবিল-১০)

সিডর পরবর্তী সময় উপকূলের ১০ লক্ষ লোকের হাতের কোন কাজ ছিল না কৃষি, শ্রমিক, জেলে, দিনমজুর, সবাই বেকার হয়ে পড়ে। জেলেদের নৌকা ছিলনা, নৌকায় জাল ছিল না। কৃষি শ্রমিকরা ধান কাটার কাজ না থাকাতে কর্মহীন যার পড়ে ছিল। কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারের তেমন কোন কর্মসূচী ছিল না। টেষ্ট রিলিফের কাজও অনেক বিলম্বে শুরু হয়েছিল। বেঁচে থাকার জন্য রিলিফের লাইনে দাঁড়ানো ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না মানুষের।

উপকূল এলাকার সিডরে বিধ্বস্ত বাড়ী ঘরের সংখ্যা ১৫ লক্ষ ১৮ হাজার। (টেবিল-১) এ বিপুল সংখ্যক মানুষ খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিয়েছিল। সিডরের পরের দিনগুলো শীতকাল ছিল বলে লোকজনেরা শীত বস্ত্রের অভাবে শীতের কষ্ট ভোগ করেছে। পানীয় জলের তীব্র সংকট ও শীতের কারণে নানারকম রোগব্যাধি দেখা দেয়। খাদ্য, পানি ও ঔষধের ভয়াবহ সংকট বিরাজ করছিল। বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকাতে মানুষের জীবন অচল হয়ে পড়েছিল। রিলিফের চাল, ডাল, কিছু পেলেও রান্নার ব্যবস্থা না থাকাতে মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল।

গৃহ নির্মাণের জন্য যে ঋণ দেয়া হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। যে সমস্ত ঘর নির্মিত হয়েছে পুনরায় ঘূর্ণিঝড় আইলা সংগঠিত হলে তা মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কারণ গৃহ সমূহ মানসম্মতভাবে তৈরি করা হয়নি। কোন রকম আস্তানা হয়েছে। মানুষের গৃহ নির্মাণের সহায়তার অর্থ খাদ্য □য়ে ব্যয় করেছে। গৃহ নির্মাণের জন্য মাথা পিছু সহায়তা

মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না। গৃহ নির্মাণের জন্য ঝড় প্রতিরোধী কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। ২০০৯ সালের ২৫ মে খুলনা, বাগেরহাট সাতক্ষীরা জেলার উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় আইলা বয়ে যায়। আইলায় বহু ঘর-বাড়ী পুনরায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

লক্ষ লক্ষ জেলে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। জীবন জীবিকার তাগিদে জীবন বাজি রেখে তার সমুদ্রে যায়। সমুদ্রগামী জেলেরা বহাদ্দরের ঋণজালে আবদ্ধ, আবার প্রকৃতিও তাদের উপর থাকে রুষ্ট। যে কোন সময় ঝড় আসতে পারে জেনেও অসহায় জেলে সমুদ্রে পাড়ি জমায়। সিডরে হাজার হাজার নৌকা ও ট্রলার নিখোঁজ হয়েছে। অনেক জেলে যারা ভাগ্যগুণে জীবিত থাকতে পেরেছে তারাও নৌকা, এবং জাল হারিয়ে নিঃস্ব। সিডরের পরে ক্ষতিগ্রস্তদের জরুরী খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং পুনর্বাসনে নানামুখী প্রকল্প হাতে নেয়া হলেও তাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ কোন কর্মসূচী গৃহীত হয়নি।

উপকূলের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ সমূহে মাছ প্রক্রিয়াকরণ কাজে বহাদ্দর বা মাছ ব্যবসায়ীরা শিশুদের কঠোর পরিশ্রমে বাধ্য করে। যুগ যুগ ধরে তারা চরগুলোতে জিয়িয়ে রেখেছে দাস প্রথা। শিশুদেরকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদেরকে দিয়ে মাছ বাছাই, মাছ কাটা এবং মাছ শুকানো ইত্যাদি কাজ করানো হয়। শিশুদেরকে মাসের পর মাস বন্দি করে রাখা হয়। এসব শিশু শ্রমিকদের বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনে বহুমুখী উদ্যোগ গৃহীত হয়। কৃষি ঋণ বিতরণ দ্রুততর করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিশেষ নির্দেশ জারী করা হয়। কিন্তু বাস্তবে তা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হয়রানিমূলক চিরাচরিত প্রথা মোতাবেক কৃষি ঋণ পেতে হয়েছে। এর ফলে কৃষকরা সময়মত কৃষিতে বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত তালিকায় ছিল অনেক সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা তালিকাভুক্ত না হওয়াতে রিলিফ পায় নাই আবার উপকরণ বাবদ সহায়তাও পায়নি।

সিডরের পরে এনজিও গুলোর কর্মকান্ড ছিল অমানবিক। অনেক এনজিও চরম দুর্যোগেও কিস্তি আদায় বন্ধ করতে চায়নি। এনজিওরা রংপুরের মঙ্গার সময়ও একই ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল বলে আমি মঙ্গা গবেষনায় দেখেছি। তারা দরিদ্রের নামে ব্যবসা করছে এ কথা মিথ্যা প্রমাণের কোন সুযোগ নেই। সরকারের চাপে এনজিওগুলো কয়েক মাস ঋণ আদায় বন্ধ রেখেছিল। অবশ্য কিছু কিছু এনজিও আবার সহায়তাও করেছে।

সিডর উপকূলীয় অঞ্চলের জীবন আরো ঝুঁকিপূর্ণ করেছে। আশ্রয় কেন্দ্রগুলো দুর্বল করেছে, বেড়ী বাঁধ দুর্বল করেছে, ২৫০০ কিলোমিটার বেড়ি বাঁধ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ভেঙে ফেলেছে। সিডর সংগঠিত হবার দুই বছর পরেও অনেক স্থানে বেড়ি বাঁধ এখনও মেরামত করা হয়নি।

সুন্দরবন রক্ষায় উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সিডরের আঘাতের পর এক বছর গাছকাটা নিষিদ্ধ ছিল। বনের পরিবেশ ও জীবন প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ভেঙে যাওয়া গাছপালা না কেটে ফেলে রাখার ঘোষণা দেয়া হয়। বনের উপর নির্ভরশীল বাওয়ালী, মৌয়ালি, জেলে ও কাঠুরিয়াদের কথা চিন্তা করে মধু ও মাছ আহরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি।

উপকূলীয় আরো কিছু বিষন্ন বিষয়

বিগত ৪ দশকের ব্যবধানে উপকূলের নানামুখী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফারাক্কার কারণে নদী-খাল ভরাট হওয়াতে বিপুল এলাকায় লোনা পানি প্রবেশ করায় উন্মুক্ত জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস

করে এবং ফসলও হ্রাস পায়। যা সামগ্রিকভাবে কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলছে। লবণাক্ততা এখন দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। দেশের সর্বত্রই আর্সেনিক দূষণ পানীয় জলের অন্যতম সমস্যাতো আছেই। তার সঙ্গে উপকূল অঞ্চলে নতুন সমস্যা লবণাক্ততা বৃদ্ধি। এ অঞ্চলের খাবার পানির সমস্যা দেশের অন্যান্য স্থানের তূলনায় অনেকগুণ বেশী। এসব এলাকায় খাবার পানির প্রধান উৎস ছিল পুকুর। চিংড়ী চাষ ও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে পুকুরের জল ও লবণাক্ততায় আক্রান্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অনেক কৃষি জমি চিংড়ী চাষের অধীনে চলে গেছে এবং নদী ভরাটের কারণে জোয়ারের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। জলাবদ্ধতা বেড়েছে এবং লবণাক্ততা চরম আকার ধারণ করেছে। এ অঞ্চলের ১৫ শতাংশ কৃষি জমি জলাবদ্ধতার শিকার।

উপকূলীয় অঞ্চল কেবল মৎস্য সম্পদের সমৃদ্ধ নয়, গো-সম্পদের ও সমৃদ্ধ। দেশে বর্তমানে ১.২৬ মিলিয়ন মহিষ আছে। যার ৮০% ভাগই উপকূলে পালন করা হয়। (ডেসটিনি ২৩.১২.২০০৯) লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং চিংড়ী ঘেরের কারণে গো–মহিষের চারণক্ষেত্র মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়েছে। মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে ফসল যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি ঘাস উৎপাদন না হওয়াতে গো-খাদ্যের সংকট ও তীব্র হচ্ছে। অতিরিক্ত লবণাক্ততা এবং বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে অধিকাংশ গবাদী পশুর ডায়রিয়া জনিত রোগে ভোগেছে। কয়েক দশকে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততার প্রভাব বেড়েছে। ১৯৭৩ সালে সারা দেশে লবণাক্ত জমির পরিমাণ ছিল ৭.৫০ শতাংশ, ২০০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯.০০ শতাংশ। তিন দশকে খুলনা জেলার লবণক্ততা ২১ শতাংশ বেড়েছে এবং বাগেরহাটে প্রায় ১৬ শতাংশ বেড়েছে। লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে কৃষির উপর। অনেক ফসলের চাষাবাদ একদমই বন্ধ হয়ে গেছে।

লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়াতে সুন্দরবন মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সিডরের আঘাতে প্রায় ১/৩ অংশ মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সিডরের পূর্ব থেকেই কাঠ, জ্বালানী কাঠের মজুদ ও গোলাপাতা উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। উপকূলের গ্রামীণ জনগণের বাড়ীর বাগানও মারাত্নকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় রান্নার কাজে যে জ্বালানী ব্যবহার করা হয় তা নিজ বাগান থেকে অথবা রাস্তার গাছ থেকে সংগ্রহ করত। এ সকল খাদ্যের সঙ্গে রান্নার জ্বালানীও কিনতে হবে। আবার জ্বালানী সংগ্রহ করার জন্য শ্রম ও সময় নষ্ট হবে। এসব কারণে দারিদ্র আরও বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যৎ আয় নষ্ট হওয়া ছাড়াও পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে গরীব দেশ এবং গরীব দেশের গরীব নাগরিকরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধনীদের বহুবিধ আয়ের উৎস আছে। তাই তাদের ঝুঁকিহ্রাসের সুযোগ অনেক বেশী। কিন্তু গরীবদেরকে অনেক ঝুঁকিতে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সরকারী নীতি-কর্মসূচী পযাপ্ত নয়। আর্থিক বাজারে প্রবেশের সুবিধা গরীবের জন্য বন্ধ। এসব কারণে উপকূলের দারিদ্র্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকূলের নির্কট বর্তীর অঞ্চলের উপজাতীয় লোকেরাই দুর্যোগে বেশী ক্ষতি গ্রস্থ হয়। বৃক্ষাদি ধ্বংস হওয়াতে প্রাকৃতিক সবুজ সারহ্রাস পেয়েছে। গবাদী পশুর গোবর জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে সার সংকটও বেড়ে গেছে ফলে দীর্ঘ মেয়াদে জমির উর্বরতাহ্রাসের কারণে কৃষি উৎপাদনহ্রাস পাবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে কমন প্রপার্টি (Common Property) ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে দরিদ্র লোকদের জীবিকার সুযোগহ্রাস পায়। আবার পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুঃখ দারিদ্র এ অঞ্চলের চিরস্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। বৃক্ষ ধ্বংস, গবাদী- পশু, হাঁস- মুরগী মারা যাওয়াতে দারিদ্রের কড়াল গ্রাসে পতিত হয়েছে অগণিত মানুষ। অথচ সিডর হওয়ার পূর্বে উপকূলীয় জেলা সমূহ এসব সম্পদে ছিল ভরপুর। প্রত্যেক বাড়ির বাগান ছিল জ্বালানীর উৎস এবং ফলবান বৃক্ষ ছিল খাদ্যের যোগানদার। গবাদী পশু পুষ্টির অভাব পুরণ করত এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধির সুযোগও করে দিত। জীবিকা অর্জনের সুযোগ সুবিধা এত বেশী সংকুচিত হয়েছে যে, তারা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে হলে কমপক্ষে দু'যুগ সময় লাগবে।

বিষন্ন অর্থনীতিকে আর বিষন্ন করে তুলেছে আইলা

২৫ মে ২০০৯ তারিখে উপকূলীয় জেলা সমূহের উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় আইলা বয়ে যায়। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় জেলা সমূহ আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীয়া জেলা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আইলার ক্ষয় ক্ষতি নিয়ে প্রচার মাধ্যমে প্রচারনা খুবই কম হয়েছে। আইলার ক্ষয়-ক্ষতিকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। আশানারূপ বৈদেশীক সাহায্য পাওয়া যায়নি। ২১/০১/২০১০ ইং তারিখে প্রথম আলো পত্রিকায় উন্নয়ন সংস্থার কাছে আইলা ভুলে যাওয়া দুর্যোগ শীর্ষক এক সংবাদ ছাপা হয়েছে। প্রথম আলো পত্রিকায় উক্ত প্রতিবেদন মোতাবেক আইলায় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সংখ্যা ৫০ লক্ষ। ৩ লক্ষ ২৩ হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। গবাদি পশু মারা গেছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার এবং ৭০ শংতাশ চিংড়ি ঘের ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বাঁধ নিমার্ণ এখনো শেষে হয়নি বলে সাতক্ষীরা জেলার ৬৬ হাজার ৭৯১ জন ও আশাসুনিতে ৫৭ হাজার ৯ শত জন এবং খুলনার কয়রা উপজেলার ৮৯ হাজার ৭ শত জন মানুষ ঝুঁকির মুখে রয়েছে। আইলার ছোবলের ৮ মাস পরেও আইলার বিধস্ত লোক জন ঘরে ফিরতে পারেনি। খুলনা জেলার কয়রাা উপজেলার ৪০ হাজার মানুষ এখনো বেড়ি বাঁধে বসবাস করছে। (প্রথম আলো-১৯/০১/২০১০ইং)। ২০/০১/২০১০ তারিখের প্রথম আলোর রিপোর্ট মোতাবেক আইলার দুর্গত এলাকায় প্রতিটি পরিবারের আয় ৪৪% কমে গেছে। ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা থেকে প্রায় ৬০ হাজার লোক কাজের খোঁজে অন্যত্র চলে গেছে। ভাঙ্গা বেড়ি বাঁধ মেরামত না হওয়াতে দুর্গত এলাকায় চাষাবাদ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সামগ্রিক ভাবে এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা স্থাবির হয়ে পরেছে।

০৯/০২/২০১০ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, "নয় মাস অতিক্রান্ত হলেও খুলনা উপকূলীয় এলাকায় আইলা দুর্গত মানুষের দুর্গতি শেষ হচ্ছে না। মাথা গোঁজার মত একটু ছাউনি তুলতে পারেনি অনেকেই। দুমুঠো খাবার যোগাড় করতেই যাদের প্রাণান্ত অবস্থা তাদের পক্ষে ঘরের ছাউনি তোলা পুরোপুরি দুঃসাধ্য। এর সঙ্গে রয়েছে পানীয় জলের তীব্র সংকট। আইলার সময় জলোচ্ছ্বাসে পুকুর, খাল, বিলের পানির এত নোনা হয়েছে যে, তা মুখে দেয়া যায় না। এর সঙ্গে রয়েছে সেনিটেশন ও চিকিৎসা সংকট। খোলা আকাশের নীচে মানবেতর জীবন যাপন করছে হাজার হাজার মানুষ। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের দুর্গতি সবচেয়ে বেশি। সব মিলিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় দেখা দিয়েছে মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়। ঘূর্ণিঝড় আইলায় খুলনা জেলার ক্ষতিগ্রস্থ পাঁচটি উপজেলা ও দুইটি পৌরসভার ৪ লক্ষাধিক অসহায় মানুষ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যাতের দিকে তাকিয়ে আছে।" উক্ত রিপোর্টে বলা হয় যে, গত ২৫ মে ঘূর্ণিঝড় আইলা উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় খুলনার জেলার কয়রা, দাকোপ, পাইকগাছা, বটিয়াঘাটা ও ডুমুরিয়া উপজেলার ৪৫টি ইউনিয়ন এবং চালনা পৌরসভা। ১ লাখ ২২ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বস্বান্ত হয়ে যায় সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাইকগাছা উপজেলা। এ উপজেলায় ১০ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ৯ হাজার ৩৬০ টি পরিবারের এক লাখ ৭৯ হাজার ২৫৪ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া কয়রা উপজেলায় ৭টি ইউনিয়নের ৩৭ হাজার পরিবারের দেড় লাখ, দাকোপের ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ৩০ হাজার ৫৩০ টি পরিবারের দেড় লাখ, বটিয়াঘাটার ৭টি ইউনিয়নের ৯০৯ পরিবারের অর্ধ লক্ষ এবং ডুমুরিয়ার ৭টি ইউনিয়নের ৩ হাজার ৩৭৯ টি পরিবারের ১৬ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

খুলনার এই পাঁচ উপজেলার ১০ হাজার ১৪২ একর জমির ফসলের ক্ষতি হয়। দুইটি উপজেলায় ৫৭ জন মারা যায়। ১ লক্ষ ১৩ হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৬শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে এলাকায় অধিকাংশ শিশুর লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। ৯৯৯ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হয়। পাঁচটি ব্রিজ ও ৫৯৭ কিলোমিটার বাঁধ পানির তোড়ে ভেসে যায়। ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত খুলনার কয়রা, দাকোপ ও সাতক্ষীরার শ্যামনগরের হাজার হাজার মানুষ রুটি-রুজির খোঁজে শহরে এসেও কাজ পাচ্ছেন না। অধিকাংশ মিল-কলকারখানায় কাজ-কর্ম না থাকায় খুলনা শহরে আসা

অনেককেই রিকশা চালাতে হচ্ছে। তবে যাদের সে সামর্থ্য নেই তাদের অনেকেই লিপ্ত হয়েছেন ভিক্ষাবৃত্তিতে। দুর্গত এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হওয়ায় ভিটায় ঘর তোলার মতো সাধ্য নেই কারো। ভাঙ্গা বাঁধের ওপর ছাপড়া তুলে আশ্রয় নিলেও বেঁচে থাকার মতো খাদ্য যোগাড় করতে না পেরে হাজার হাজার মানুষ শহরে পাড়ি জমিয়েছে।

৮/২/২০১০ তারিখের দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা মারফত জানা যায় যে খুলনা জেলায় দাকোপ, কয়রা এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার লক্ষাধিক মানুষ বেড়ি বাঁধ আবার তলিয়ে যাওয়ার আশংক্ষায় আছে। আইলার আঘাতে বিধ্বস্ত ৬৪৯ কিলোমিটার বেড়ি বাঁধের মাত্র ১০০ কিলোমিটার পানি উন্নয়ন বোর্ড মেরামত করেছে। মেরামত কৃত অংশে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। ৬৩৯টি সুইস গেটের মধ্যে ১০৯ টি অকেজো ও নষ্ট হয়ে গেছে। ৩৮টি পোল্ডারের সবগুলোই কম বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিগত নয় মাসে ৩৩ টি পোল্ডারের ১০০ কিলোমিটার অংশ মেরামত হয়েছে। আর ও ১০০ কিলোমিটার বেড়ি বাঁধ মেরামত প্রিয়া চালু আছে। বাকি ৪৮৪ কিলোমিটার মেরামত চলতি বছরে হবেকিনা সন্দেহ আছে। বেড়ি বাঁধ গুলোর ভাঙ্গা অংশ দিয়ে জোয়ারের পানি ঢোকায় প্রতিদিন ই বাধেঁর ভাঙ্গন আরও সম্প্রসারিত ও গাভীর হচ্ছে। কয়রা, দাকোপ ও শ্যামনগরের বেশ কিছু এলাকায় থেকে বেশীর ভাগ মানুষ বসত ভিটা ছেড়ে চলে গেছে।

জলাবদ্বতার কারণে বাগেরহাট জেলার ৬২,০০০ বিঘা জমি এ বছর চাষাবাদ করা যায়নি। এ ব্যপক পরিমান জমিতে ধানের আবাদ করা গেলে বাড়তি ২০,০০০ টন ধান পাওয়া যেত। আবাদ করতে না পাড়ায় কৃষকরা বছরে ২০ কোটি টাকার ক্ষতি সমূখীন হচ্ছে। (ডেইলী ষ্টার ১৯/০১/২০১০) খুলনা জেলার কয় একটি উপজেলার বির্স্তীন এলাকায় জোয়ারের পানির কারণে চাষাবাদ করা যায়নি। এছাড়া খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলার বির্স্তীন এলাকায় মাটিতে লবণাক্ততার কারণে ফসলের উৎপাদন ব্যহত হবে। বেড়ি বাঁধ মেরামত ও সংস্কার না হলে আগামী বছরও ফসল ফলানো যাবে না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ও উপকূলের উন্নয়নের উপায়

উপকূলীয় অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উপকূলের অবদান অনেক। অথচ উপকূলীয় জনগণ শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। আবার প্রকৃতির হাতের খেলার পুতুল। তাদের জন্য মৃত্যু একটা মামুলী বিষয়। মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে মানুষ জীবন সংগ্রাম ব্যস্ত। এ সংগ্রাম নিরন্তর। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুযোর্গ নতুন নয়। উপকূল সৃষ্টির মতই বহু পুরাতন। ১৫৮৪, ১৮৮৭, ১৯৬৫, ১৯৯১, ১৯৭০ সালের মহাবিপর্যয় থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি নাই। মানুষের বেঁচে থাকার মত মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যর্থতা উপকূলীয় জনগণকে ব্যথাতুর করেছে। বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ও বিকাশের দিনে প্রকৃতির সঙ্গে বসবাস রীতি গড়ে তোলা কঠিন নয়, প্রয়োজন প্রকৃতিকে বশ করার কলাকৌশল আবিস্কার। প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও আন্তরিকতা। জীবনের ঝুঁকি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন। উপকূলের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

১। **সতর্কতামূলক সিগন্যাল প্রচার বোধগম্য করাঃ** ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সিগন্যাল ব্যবহার হয় জাহাজের ক্যাপ্টেন ও লঞ্চের সারেংদের জন্য। সাধারণ মানুষের বোধগম্য সহজ সিগনাল ব্যবস্থা না থাকাতে সিডরের সময় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। সিডর যে এত বড় মহাবিপর্যয় সৃষ্টি করবে তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনি। ড. আইনুন নিশাত বলেছেন, বাতাসের গতিবেগ ও গতিপথের উপর নির্ভর করে সিগন্যালগুলো দেওয়া হয়। কাজেই ২০০7 সালের ঘূর্ণিঝড়ে যে সিগন্যাল ৪ থেকে একবারে ১০ নম্বরে চলে যাওয়াতে কিন্তু ভুল হয়নি। সমস্যা ছিল বিষয়টি সাধারণ মানুষ বুঝে নাই। প্রচলিত সিগন্যাল ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ

মানুষের জন্য বিশেষ সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। (মন্টু-২০০৮ পৃষ্ঠা-১১১)

২। **পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা ঃ** উপকূলীয় অঞ্চলে বর্তমানে মাত্র ২ হাজার ৫ শত আশ্রয়কেন্দ্র আছে। এ অঞ্চলে ১ কোটি লোক চরম ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে। পরিকল্পিত উপায়ে যথেষ্ট সংখ্যক আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। আশ্রয় কেন্দ্র জনসংখ্যার ঘনত্বের ভিত্তিতে এবং সুবিধাজনক স্থানে নিমার্ণ করতে হবে। আশ্রয় কেন্দ্রের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। উপকূলের স্কুল কলেজ এবং মসজিদ মন্দির সমূহ এমনভাবে নিমার্ণ করতে হবে যাতে এগুলিও প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সিডরের সময় দেখা গেছে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র তালাবদ্ধ থাকায় লোকজন আশ্রয় নিতে গিয়ে দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও তথ্য আদান প্রদানের জন্য উপজেলা ভিত্তিক লোক নিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে।

৩। **বেড়ীবাঁধ শক্ত করে নিমার্ণঃ** সিডরে ২৫০০ কিলোমিটার বেড়ীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক এলাকায় বেড়ী বাঁধ আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। পরবর্তীতে আইলায় কয়েশত কিলোমিটার বেড়ি বাঁধ পুনরায় ক্ষতিগ্রস্থ করে। বাঁধ আরো উঁচু এবং যথেষ্ট ঢালু করে বানাতে হবে। ঢালে বালুর বস্তা না ফেলে পাকা করার ব্যবস্থা করতে হবে। ঝড়ে মানুষ মারা যায় গাছের তলে পড়ে অথবা ঘরের নিচে পড়ে। কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে যে জলোচ্ছ্বাস আসে তাহাই অধিক সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ। কাজেই বেড়ীবাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে সুপরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

৪। **জেলেদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণঃ** উপকূলের লক্ষ লক্ষ জেলেদের জীবন বহাদ্দরের ঋণ জালে আবদ্ধ। কিন্তু বহাদ্দর তাদেরকে খারাপ আবহাওয়াতেও সাগরে থাকতে বাধ্য করে। ট্রলারে কোন রেডিও, জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট ও বয়া থাকে না। অনেক ট্রলারে রেডিও রাখতে দেয়া হয় না। ট্রলার রেজিস্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতা মূল্যক হলেও বর্তমানে ৫০ হাজার রেজিস্ট্রেশনবিহীন ট্রলার আছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। ট্রলার এবং নৌকার রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা থাকলে নিখোঁজ হওয়ার সংখ্যা বা দুর্যোগে মৃত্যুর সংখ্যা জানা সহজ হয়। রেজিস্ট্রেশন কঠোরভাবে বাধ্যতামূলক করতে হবে। উপকূলের নিকটবর্তী স্থানে জেলেদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে গড়ে তোলা উচিত। পুরাতনকালের পতুর্গীজ ও আরাকানী জলদস্যুদের মত এখনও বিদেশী জলদস্যুরা জেলেদেরকে আক্রমণ করে এবং সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। জেলেদেরকে জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য কোস্ট গার্ডের টহল দল বাড়ানো প্রয়োজন।

৫। **ঋণ থেকে মুক্তিঃ** সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল কৃষক ও জেলেদেরকে সব ধরনের ঋন থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা জরুরী। সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক, এনজিওদের ঋণ মওকুফের জন্য এবং গ্রাম্য মহাজন ও বহাদ্দরের কবল থেকে জেলেদেরকে রক্ষা করার জন্য একটি ঋণ কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

৬। **গৃহ নির্মাণে বিশেষ কৌশল গ্রহণ ঃ** পূর্বে উপকূলীয় জেলা সমূহে কাঠের পাটাতন ওয়ালা দোতলা ঘর নির্মাণ করা হতো। শক্ত কাঠের অভাবে দোতলা ঘর হ্রাস পেয়েছে। গৃহ নির্মাণে নতুন কৌশল গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী এলাকায় বহুতল পাকাবাড়ী নিমার্ণ করা উচিত। কাঠের ঘরের ভিটি রাখাইনদের মত ৭/৮ ফুট উঁচু করা উচিত। টিনের ছাউনী বেশ ঢালু করা উচিত। খুঁটিগুলো কাঠের বা বাঁশের না দিয়ে কংক্রিট ঢালাই হওয়া উচিত। এ ধরনের গৃহে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ অঞ্চলের গৃহ নির্মাণের জন্য আলাদা একটি সংস্থা গড়ে তোলা উচিত এবং গৃহ নির্মাণের জন্য স্বল্প সুদে অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করা উচিত।

৭। **দূর্যোগ সহনীয় ধানের আবাদ ঃ** ঘূর্ণিঝড় সাধারণত এপ্রিল থেকে মে এবং নভেম্বর মাসে হয়ে থামে। কাজেই উপকূলের ধান বপনের সময় এগিয়ে আনার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে অথবা ঝড়ে ধানের গাছ শুয়ে পড়েলেও ধানের ক্ষতি হবেনা এমন ধরনের ধানের আবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩০/৪০ বছর আগেও এ ধরনের ধানের আবাদ এ সকল অঞ্চলে হতো। সে ধানের পুনঃপ্রচলন করতে হবে। সবুজ বিপ্লবের ধাক্কায় সে সব ধান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। লবনাক্ত মাটিতে উৎপাদিত হতে পারে এমন ফসল আবাদ করতে হবে।

৮। **আলাদা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন ঃ** উপকূলীয় অঞ্চল সমূহে আগেরকার দিনে মানুষ সুখ-শান্তিতে ছিল। অভাব অনটন তেমন ছিল না। এককালের শস্য ভান্ডার বাকেরগঞ্জ (সিটি অব ব্যাঙ্গালোর) প্রাচ্যের ভেনিশ নামে খ্যাত, এবং প্রাচ্যের রানী নামে খ্যাত, বন্দরনগরী চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলেই অন্তর্গত। শিল্পনগরী খুলনা উপকূলেই অবস্থিত। জাতীয় অর্থনীতিতে উপকূলের অনেক অবদান। অথচ উপকূলের অধিবাসীদের জীবন তাসের ঘর। এ জনগোষ্ঠীর নিরাপদ জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। উাপকূলীয় মানুষের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনার। উপকূল নানা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এগুলোর যথাযথ ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনার বিকল্প নেই।

৯। **চিংড়ী চাষ সীমিত করা ঃ** উপকূল তীরবর্তী ১৪ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় লবণাক্ততা দেখা দিয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায়, ফারাক্কা বাঁধের কারণে স্বাদু পানির স্রোত কমে যাওয়ায় ও অপিরিকল্পিতভাবে বাঁধ নির্মাণের ফলে এবং চিংড়ি ঘেরের বিস্তারের কারণে দিন দিন লবণাক্ত জমির পরিমাণ বাড়ছে। উপকূল এলাকায় বর্তমানে ব্যাপকহারে চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। চিংড়ি চাষের জন্য বন ধ্বংসের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। চকোরিয়ার ২২ হাজার একর সুন্দরবন ধ্বংস হয়েছে। (মন্টু-২০০৮) ড. আবুল বারকাতের মতে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ একটা ব্যাড ইকোনোমিক্স এবং পরিবেশগতভাবে আত্মঘাতি। সামাজিক নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার অনুঘটক এবং অর্থনৈতিকভাবে অন্যায়। কাজেই চিংড়ি চাষ সীমিত করা উচিত। (বারকাত-২০০৭)।

১০। **বনাঞ্চল রক্ষা করা ঃ** বনাঞ্চল ঝড়ের শক্তি ৩০-৪০ ভাগ কমিয়ে দিতে পারে। কাজেই সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহন করা উচিত। বাওয়ালি, মৌয়ালী ও জেলেসহ ৫-৬ লক্ষ লোকের জীবিকা সুন্দরবন থেকে আসে। সুন্দরবনের উন্নয়নের স্বার্থে এ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সুন্দরবনের উপর তাদের নির্ভরতা কমাতে হবে।

কক্সবাজারের দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়ার কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট প্যারাবন ধ্বংস করে চিংড়ী চাষ করা হচ্ছে। প্রকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীবাসীকে বাঁচাতে প্যারাবন রক্ষা করতে হবে। সুন্দরবনের মোহনা থেকে তেতুলিয়ার মোহনা পর্যন্ত সবুজ বেষ্টনী তৈরী করতে হবে।

১১। **দেশীয় জাতের বৃক্ষরোপন ঃ** দেশীয় ফলজ ও রস উৎপাদক জাতীয় গাছের অর্থনৈতিক মূল্য অনেক বেশি এবং এগুলোর শিকর মাটির গভীরে প্রবেশ করে বলে ঝড়ে এ সব গাছের তেমন ক্ষতি করতে পারেনা। মাটির ক্ষয় রোধের ক্ষেত্রে ও এসকল গাছ বেশী সহায়ক। পৃথিবীর অনেক দেশে রান্নায় নারিকেল তৈল ব্যবহার করে থাকে। তাল খেজুরের রস জুস হিসাবে আমেরিকায় ভাল বাজার পেয়েছে। দেশে চিনির চাহিদা উৎপাদনের চেয়ে কম। তাল-খেজুরের রস থেকে গুড় উৎপাদন বাড়াতে পারলে চিনির চাহিদা হ্রাস পাবে। কাজেই উপকূলীয় অঞ্চলে বেড়ি বাঁধে গুচ্ছ গুচ্ছ নারিকেল গাছ, তাল গাছ, খেজুর গাছ, ইত্যাদি গাছের বাগান তৈরি করলে ঝড় ও জলোচ্ছাস ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং প্রাপ্ত কাঁচা মালের

ভিত্তিতে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে পারবে।

১২। **বাঁধ ও সুইস গেট রক্ষনাবেক্ষন ঃ** ষাটের দশক থেকেই পানি উন্নয়ন বোর্ড বন্যা নিয়ন্ত্রন, পানি নিস্কাষণ, লবণাক্ততা প্রতিরোধ ও সেচ সম্প্রসারনের জন্য বেড়ি বাঁধ ও সুইস গেট নির্মাণ করেছে। সুইস গেট খোলা ও বন্ধ করার জন্য খালাশী না থাকাতে সুইস গেটের নিয়ন্ত্রন চলে গেছে এলাকার প্রভাবশালীদের হাতে। প্রভাবশালী মহল নিজেদের স্বার্থে সুইস গেট নিয়ন্ত্রন করে থাকে। তারা অসময় লবণাক্ত পানি প্রবেশ করিয়ে চিংড়ি চাষ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে খালে নিজেরা মাছ চাষ করছে। ফলে কৃষকদের স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং সুইস গেট রক্ষনা বেক্ষনের জন্য সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা উচিত।

১৩। **যোগাযোগ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নঃ** উপকূল এলাকায় বাঁধ নির্মিত হয়েছে। সে বাঁধের মাধ্যমে ফসলের ক্ষেত, ঘরবাড়ী,মানুষও গবাদী পশুর জীবনই রক্ষা হবে না, মহাসড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। উপকূলের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে সহজ যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি হলে উপকূলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধঁ/ মহাসড়ক গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করতে পারে।

১৪। **নদী ভাঙ্গনের বাস্তুহারাদের পুর্নবাসনঃ** উপকূল এলাকায় নদী ভাংগন তীব্র হচ্ছে। জোয়ারের সময় প্রতিদিন ৩০,৮৬৮ ঘন মিটার জোয়রের পানি বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসে। আবার একই মোহনাগুলো দিয়েই নিম্ন উপকূলীয় ও মধ্য অঞ্চলের ৩৮,৮৯৬ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের উজান প্রবাহ নেমে যায়। এ ব্যাপক পরিমাণ জল প্রবাহের কারনে নদী ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। নদী ভাঙ্গন প্রতিনিয়তই হচ্ছে এবং এর ফলে প্রতি বৎসর এক মিলিয়ন মানুষ ছিন্নমূলে পরিনত হচ্ছে। (রহমান ২০০2) বাংলাদেশে বর্তমানে ৪০ লক্ষ মানুষ রয়েছে যারা নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে ভাসমান মানুষ হিসাবে জীবন অতিবাহিত করছে। পটুয়াখালি জেলার সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষ ভূমিহীন, নদী ভাঙ্গনই এর মূল কারন। (সানা -২০০১) নদী ভাঙ্গনে বাস্তহারাদের পূর্নবাসনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহন করা উচিত।

১৫। **জলাবদ্ধ এলাকার জন্য আলাদা কর্মসূচী গ্রহনঃ** অপরিকল্পিত বাঁধ তেরী, পোল্ডার ও সুইস গেট নির্মাণের ফলে দক্ষিণও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাপক এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। ভবদহ এলাকায় মাঠে বুক সমান পানি সারা বছরই থাকে। খুলনা, যশোর, সাতক্ষীর ও ঝিনাইদহের ১০ লক্ষ লোক কপোতাক্ষ নদ ভরাটের কারনে কয়েক মাস পানি বন্দী হয়ে থাকে। নোয়াখালীর দুঃখ নোয়াখালী খাল ভরাট হওয়ার কারনে বৃহত্তর নোয়াখালীর ৪০লক্ষ লোক জলাবদ্ধতার শিকার। লক্ষ্মীপুরের কড়ই বালা পয়েন্টে বাঁধ দেওয়ার ফলে লক্ষ্মীপুরের রামগতি ও নোয়াখালির সুধারামের প্রায় পাঁচ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকায় চর পড়ে যায়। (সানা-২০০১) পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হওয়াতে এবং চিংড়ী খামারের কারনে এ অঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরনের উদ্যোগ গ্রহন করা জরুরী।

১৬। **নদ - নদী -খাল সংস্কার ঃ** □টিপূর্ণ জল কাঠামো নির্মাণের ফলে, দেশের দক্ষিণও দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলে নদী-খালসমুহ ভরাট হয়ে গেছে। এই অঞ্চলের ১২টি নদী শুকিয়ে খালে পরিণত হযেছে। অসংখ্য অপরিকল্পিত ব্রীজ, □স ড্যাম এবং সুইসগেট নির্মান করে পানি নিয়ন্ত্রনের ফলে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে। পানি স্বল্পতার কারণে এসব এলাকার কৃষি ও জীবন ধারা পাল্টে যাচ্ছে। আমার নিজ এলাকার সন্ধা নদীর সুইস গেটের কারনে শিকারপুর - গৌরনদী খাল এবং জয়শ্রী-ডাবের কূল পর্যন্ত ঠান্ডা বিবির খালটি পুরাপুরি ভরাট হয়ে গেছে। ফলে গৌরনদী, উজিরপুর উপজেলার বিস্তীর্ন এলাকার সেচ কাজ তথা কৃষি মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের কারণে মহাসড়কের পশ্চিম দিকের এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়। রাস্তা তৈরীর সময় খালের উপর পুল না দিয়ে খরচ বাঁচানোর জন্য অসংখ্য কালবাট তৈরী করা হয়েছে। ফলে

পানি প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ না থাকতে রাস্তার পশ্চিম পাশ বন্যায় তলিয়ে যায়। বাংলাদেশের সর্বত্রই অপরিকল্পিত জল কাঠামো এবং সড়ক- মহাসড়ক তৈরী করা হয়েছে। রাস্তা তৈরীর সময় পরিবেশের প্রভাব বিবেচনায় আনা হয়নি এবং নৌ- পথের বিকল্প সস্তা যাতায়াত ও পরিবহনের কথাও মনে করা হয়নি। কাজেই খাল-নদীসমূহ খনন করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১৭। **অবকাঠামো নির্মাণে পরিবেশের প্রভাবের উপর গুরুত্ব প্রদানঃ** দেশের নদীর সংখ্যা ৪২০টি এবং সেন্টার ফর এনভারনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর হিসেবে বাংলাদেশে নদ-নদীর সংখ্যা ১২ শত। বাংলাদেশ ও ভারতে অভিন্ন নদীর সংখ্যা ৫৪টি । পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসেবে উত্তর ও দক্ষিন অঞ্চলের ২৭টি নদী মরে গেছে এবং আরও ৮টি মরার পথে। বাংলাদেশের নদীগুলো বছরে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন টন পলি বহন করে। ফারাক্কার প্রভাবে বিগত ৩ দশকে দেশে ৮০ টি নদীর মারাত্নক ক্ষতি হয়েছে। (অক্সফাম ২০০৭)ফারাক্কার বাধের ফলে গঙ্গা থেকে পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় নদীগুলো নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে। বিশষজ্ঞদের মতে গঙ্গা, ব্রক্ষপুত্র এবং মেঘনা বেসিনে ফারাক্কা বাঁধের প্রভাব পড়েছে। বিশ্ব ব্যাংক, আই, এমফও এডিবি সকলেই সাময়িক লাভ দেখিয়ে প্রকল্প গ্রহনে আমাদেরকে প্ররোচিত করে আসছে। এ দেশে যে কোন অবকাঠামো নির্মানের সময় পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণই হওয়া উচিত প্রকল্প বাছাইয়ের ভিত্তি।

১৮। **মৃত্তিকার ক্ষয়রোধঃ** উপকূল অঞ্চলের নদীগুলো খরস্রোত বিধায় মৃত্তিকায় ক্ষয় বেশী হয়। ডব্লিউ, এ, আর, পি- এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ভূমি ক্ষযের পরিমান ছিল ৭৩৪৫২ হেক্টর এবং একই সময়ে চর গঠনের পরিমাণ ছিল ১০,৬২৮ হেক্টর। কৃষি গবেষনা কাউন্সিলের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ভূমি ক্ষয়ের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমান প্রতি বছর ২০ কোটি মার্কিন ডলার। (সমীক্ষা ২০০৪) প্রতি বছর ২৫০০০ একর জমি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ১৯৯৯ সালে ৪১টি জেলার ৪ লক্ষ পরিবার নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছিল। নদী ভাঙ্গনকে Slow Silent disaster বলা হলেও গরীব মানুষের উপর এর প্রভাব দীর্ঘ মেয়াদী। (Rahman -2002)

নদী ভাঙ্গন মৃত্তিকা ক্ষয়ের প্রধান কারণ, প্রতি বছর ৩৮ বিলিয়ন টন পলি ও অন্যান্য পদার্থ নদী এবং সাগর মোহনায় সঞ্চিত হচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে পানি প্রবাহ বেশী হওয়াতে চর পড়া নদীগুলো তা বহন করতে পারে না। ফলে নদীসমূহ দিন দিন আরও ভরাট হয়ে যাচ্ছে। দেশের নদীসমূহে প্রবাহিত পানির মোট পরিমাণ ১০৭৪ বিলিয়ন ঘন মিটার। অথচ নদীগুলোর নাব্যতার জন্য পানির প্রয়োজন ১৫০ বিলিয়ন ঘন মিটার (খান-২০০৭)বর্ষা মৌসুমে পানির চাপে নদীকূল পানিতে ডুবে যায় এবং বন্যার সৃষ্টি করে এবং তীরবর্তী মাটির ক্ষয় সৃষ্টি করে। নদী খাল সংস্কারের সময় প্রসস্ততার চেয়ে গভীরতার দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন।

উপসংহার

ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে বহু পুরাতন বিষয় হলেও সিডর জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি ও খেসারত বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন। বিগত কয়েক দশক ধরে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গরীব দেশের গরীব জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল ঘূর্ণিঝড়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিকটতম উপকূলীয় অঞ্চল বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমূদ্র নিকটবর্তী এলাকার অধিবাসীরা ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলে। দারিদ্র্য এসব পেশার লোকদের নিত্য দিনের সঙ্গী। জীবিকার তাগিদেই তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র তীরে বসবাস করছে। ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে এ রকম লোক সংখ্যাও প্রায় ১ কোটি। এ ব্যাপক জনগণের জীবন ও

সম্পদের নিরাপত্তা দান করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। শত শত বছর ধরে উপকূলীয় জনগন নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে জীবন যাপন করে আসছে। উপকূলের লোকেরা নিজেদের জীবন বাজী রেখে মাতাল সমুদ্র বক্ষে বিচরণ করে সমূদ্র সম্পদ আহরণ করে অর্থনীতির চাকা সচল করে রাখছে। জাতীয় অর্থনীতিতে উপকূলীয় অবদান প্রচুর। দূর্যোগ দেখা দিলে ভাল কিছু কথা শুনা গেলেও শেষ পর্যন্ত কার্যকর কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়না। দূর্যোগ অনেক মানুষের জন্য সুযোগ ও বয়ে আনে। দারিদ্র ও দূর্যোগ বাণিজ্য আর না হোক এটাই সবার কামনা।

উপকূলীয় জনগন সাহসী, কর্মঠ, পরিশ্রমী। নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে চায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনগণের মধ্যে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী খুবই গুরুত্ব বহন করে। সিডরের পরে ধ্বংসযজ্ঞের ভিতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আবার জীবন সংগ্রামে অবতীর্ন হতে তারা একটুও বিলম্ব করেনি। পত্র পত্রিকায় জনগণের এসব গুণাবলীর কথা ছাপা হয়েছে। বিদেশী পরিদর্শকেরা সিডর আ□ান্ত জনগনের কর্ম উদ্যেগের অনেক প্রশংসা করেছেন। প্রকৃতির রুদ্ররোষ সাজানো গুছানো সোনার সংসার বারবার লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য পথ খুঁজতে হবে। বায়ু প্রবাহ এবং মেঘ মালাকে নিয়ন্ত্রনে আনার মত প্রযুক্তির আবিস্কার প্রয়োজন। দুর্যোগের সঙ্গে বসবাস রীতি গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। এ সব কিছুর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদীও সুচিন্তিত পরিকল্পনার। উপকূলের ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেদের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মসূচী গৃহীত হওয়া উচিত। এ সমস্ত দারিদ্র জনগনকে, মহাজন, বহাদ্দর এবং এনজিওদের শোষণ, জুলুম ও অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিত। সিডর বিধ্বস্ত দরিদ্র জনগণকে ঋণের দায় থেকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে একটি বিশেষ ঋণ কমিশন গঠন করে ঋন মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিত। উপকূলের বাসগৃহ নিমান, দুর্যোগের সঙ্গে অভিযোজনের লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই জরুরী বিষয়। সিডর পরবর্তী সময় এবং আইলার পর বাসগৃহ নির্মাণের জন্য পরিবার প্রতি যে পরিমান টাকা প্রদান করা হয় তা দিয়ে দূর্যোগ মোকাবেলার মত গৃহ নির্মান করা সম্ভব নয়।

সিডরের পর উপকূলের লোকজন চরম অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হয়। জনগন দারিদ্রের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়েছে। জীবনের সর্বস্ব হারিয়ে দরিদ্র শ্রেনীর মানুষেরা অথৈই অভাবের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ লোক কর্মহীন হয়ে পড়াতে দুঃখ - দারিদ্র্য স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। ঘূর্ণিঝড় সিডরের পরে আবার আইলার আ□মন উপকূলের মানুষের উপর মরার উপর খাঁড়ার ঘা সৃষ্টি করেছে। উপকূল অঞ্চলের ৭০ ভাগ গাছপালা ধ্বংস হওয়াতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। যা উপকূলের জীবনকে আরও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সুন্দরবনের উন্নয়ন এবং সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী জোরদার করা উচিত। ব্যপক ভাবে শস্য বীমা ব্যবস্থা চালুকরার পদক্ষেপ গ্রহন করা খুবই জরুরী। উপকূলের অধিবাসীদের আর যেন মৃত্যুর খাজনা দেয়া না লাগে-এটাই সবার কাম্য।

রেফারেন্স

১। অর্থ মন্ত্রনালয়-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০৪—২০০৯

২। Billah Dr. AHM Mustain – Green Accounting, Tropical Experience – polok Publishers – Dhaka, 2003

৩। বারকাত আবুল- বাংলাদেশের কৃষি, ভূমি, জলা সংস্কার- উন্নয়নের বিকল্প নেই-২০০৭, বি,ই,এ সম্মেলনে উপস্থাপিত।

৪. B.B.S- Statitistical Pocket Book Bangladesh -2008

৫. B.B.S- Statitistical Year Book Bangladesh -2001

৬। Choudhury AM – Cyclones in Bangladesh. Disaster in Bangladesh. Department of Geography and Environment , Dhaka University 2002.

৭। Field C. Barry – Environmental Eeconomics- An Introduction- Magraw Hill-1997.

৮। Gain A.K- et.al. – Effects of Environmental degradation on national security of Bangladesh. Asia Pacific journal on Environmental development vol-14 No-2 December 2007-BUP.

৯। ইসলাম মুহাম্মদ আনোরুল- সমুদ্র সম্পদে চট্টগ্রাম- অর্থনৈতিক ব্যবহারে সমস্যাও সম্ভাবনা- বিইএ জার্নাল-২০০৬

১০। খান হোসেন মোয়জ্জেম মোঃ- বাংলাদেশের পরিবহন কাঠামো উন্নয়নে নৌ- পরিবহনের ভূমিকা- বিইএ-২০০৭

১১। Khuda R.MM Zinatunnessa – Environmental Degradation challenges of the 21st Century –Dhaka-2001

১২। Kolstad D. Charles- Environmental Eeconomics- Oxford- University Press-2000.

১৩। পাল গৌতম-পরিবেশ ও দূষন- তৃতীয় সংস্করন কলকাতা-২০০৪

১৪। সমকাল ও অক্সফাম- বাংলাদেশের জলবায়ু- পরিবর্তনের ক্ষতি ও খেসারত- সংকলন-২০০৭ সালে

১৫। সানা জগদীস - আমাদের পরিবেশ, আমাদের জীবন-ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার - ২০০১

১৬। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়-জেলাগেজেটিয়ার বাখরগঞ্জ -১৯৮৪

১৭। মন্টু রফিকুল ইসলাম-সিডর বিপন্ন উপকূলের বিবর্ণরূপ্ বারসিক-ঢাকা-২০০৮

১৮। ইত্তেফাক-, আমাদের সময়, প্রথম আলো, আমাদের অর্থনীতি, ডেইলী ষ্টার বিভিন্ন সংখ্যা।

১৯। Rahaman Atiur and etal – Peoples Report – 2004-05, Bangladesh Environment .

২০। Rahaman Atiur and etal- Environment- Poverty Linkages in Bangladesh Perspective, Need for Sustainable Development - BEA Jounal- 2002.

পরিশিষ্ট ১

টেবিল ১ : উপকূল অঞ্চলের আয়তন, লোক সংখ্যা

জেলা	উপজেলা	আয়তন	লোকসংখ্যা ০০০	পরিবারসংখ্য ০০০
বাগের হাট	মংলা শরনখোলা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট সদর, চিতলমারী, ফকিরহাট, মোল-াহাট, রামপালও কচুয়া	৩৯৫৯	১৫৪৯	৩২৩
বরগুনা	আমতলী, পাথরঘাট,বামনা,বেতাগীও বরগুনা সদর	১৮৩১	৮৪৮	১৮০
বরিশাল	আগৈলঝড়া, বাবুগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, গৌরনদী, হিজলা, মেহেদিগঞ্জ, মুলাদী, উজিরপুর, বানরীপাড়াও বরিশাল সদর	২৭৯০	২৩৫৬	৪৭৪
ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, দৌলতখান,লালমোহন,মনপুরাও তজ মুদ্দিন	৩৭৩৭	১৭০৩	৩২৯
চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ,কচুয়া, মতলব শাহরাস্তি, হাইমচর ও হাজী গঞ্জ ।	১৭০৪	২২৭১	৪৩৪
চট্রগ্রাম	আনোয়ারা, বাঁশখালী, চট্রগ্রাম বন্দর, ডবলমুরিং,মীরেশ্বরাই পাহাড়তলী, পাঁচশাইল, সন্ধীপ,সীতাকুন্ডু, পতেঙ্গা, হালিশহর, কোতয়ালী, বায়েজিদ বো স্তামি, বোয়ালখালী, চন্দনাইশ, লোহাগড়া, রাঙ্গুরিয়া, চাঁদগাও, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, পাটিয়া, রাউজান, সাতকানিয়া, বাকুলিয়া, কর্নফুলী, খুলশী	৫২৮৩	৬৬১২	১২৪১
কক্সবাজার	চকোরিয়া, কক্সবাজার সদর, কুতুবদিয়া, উখিয়া, মহেশখালী, রামু ও টেকনাফ	২৪৯২	১৭৭৩	২৯৬
ফেনী	সোনাগাজী, ছাগলনাইয়া, ফেনী সদর, পরশুরামও দাঁগনভূইয়া	৯২৮	১২৪০	২২৩
গোপলগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী কোটলিপাড়া, মুকসুদপুর ও টঙ্গিপাড়া	১৪৯০	১১৬৬	২২২
যশোর	বাঘারপাড়া,চৌগাছা,ঝিকরগাছা,মনিরামপুর, অবয়নগর, কেশবপুর, যশোর সদরও শার্শা	২৫৭০	২৪৭২	৫২৪
ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, কাঠালিয়া নলছিটিও রাজাপুর	৭৫৮	৬৯৫	১৪৫
খুলনা	দাকোপ, কয়রা, বটিয়াঘাটা, দৌলতপুর, ডুমুরিয়া, দিঘলিয়া, খালিশপুর, খানজাহান আলী, খুলনা সদর, পাইকগাছা, ফুলতলা, রূপসা, সেনাডাঙ্গাঁ ও তেরোখাদা	৪৩৯৫	২৩৭৯	৪৯৯
লক্ষীপুর	রামগতি, লক্ষীপুর সাদর, রায়পুরও রামগঞ্জ	১৪৫৬	১৪৯০	২৮৯
নড়াইল	লোপাহড়া,নড়াইল সদর, কালিয়া, নাড়িগাতি	৯৯০	৬৯৮	১৪১
নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, নোয়াখালী সদর, চাটখিল, সেনবাগও বেগমগঞ্জ	৩৬০১	২৫৭৭	৪৬০
পটুয়াখালী	দশমিনা, রাঙ্গাবালি, গলচিপা, কালাপাড়া, বাউফল, মির্জাগঞ্জও পটুয়াখালী সদর	৩২২০	১৪৬১	২৮৭
পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া,ভান্ডারিয়া, কাউখালী, নাজিরপুর, পিরোজপুর সদরও নেছারবাদ (স্বরূপকাঠি)	১৩০৮	১১১১	২৩৩
সাতক্ষিরা	আশাশুনি,শ্যামনগর , দেবহাটা, কলারোয়া, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীর সদরও তালা	৩৮৫৮	১৮৬৫	৩৯১

সূত্র: আইসিজেডএমপি-(মন্টু-২০০৮) এবং বি বি, এস পকেট বুক ২০০৮

টেবিল ২ : উপকূল অঞ্চলের উপজেলা ও গ্রামের সংখ্যা এবং শিক্ষার হার

বিভাগ	জেলা	মিউনিসিপাটিলির সংখ্যা	উপজাতি (লোক সংখ্যা)	উপজেলার সংখ্যা	গ্রামের সংখ্য	শিক্ষার হার শতকরা৭+
বরিশাল	১। বরিশাল	৫	৫৩২১	১০	১২৯০	৫৫.২৮
	২। ভোলা	৫	১২৯৮৯	৭	৪৬১	৩৬.৮৮
	৩। বরগুনা	৪	৯৭২৮	৫	৫৬১	৫৩.৫৯
	৪। পিরোজপুর	৩	২৩৫৪	৬	৬৪৫	৬৪.৩১
	৫। পটুয়াখালী	৩	১৫২০৩	৭	৮৬৫	৫১.৬৮
	৬। ঝালকাঠি	২	৮৭৭	৪	৪৫২	৬৫.৩৪
চট্টগ্রাম	১। চট্রগ্রাম	৭	৫৭৩৯৭	২৬	১৩১০	৪৫.৫৪
	২। কক্সবাজার	৩	২৫৪৯৩	৭	৯৮৪	৩০.১৭
	৩। চাঁদপুর	৬	২৫৯১	৮	১২৩৭	৫০.২৯
	৪। ফেনী	২	১৯৭	৫	৫৭০	৫৪.২৬
	৫। নোয়াখালী	৫	১৬৫৩২	৬	৯৭৭	৫১.৬৯
	৬। লক্ষীপুর	৩	১৮৫	৪	৫৩৯	৪২.৯৩
ঢাকা	১। গোপালগঞ্জ	৪	১৮০৪	৫	৮৮০	৫১.৩৭
	২। শরীয়তপুর	৫	৬৯৮	৬	১২৩৫	৩৮.৯৫
খুলনা	১। নড়াইল	২	১৬৭৯	৩	৬৫১	৪৮.৫৫
	২। খুলনা	২	১৬১১১	১৪	১১৪১	৫৭.৮০
	৩। সাতক্ষীরা	২	৪৮৬৩	৭	১৪৩৫	৪৫.৫০
	৪। বাগেরহাট	৩	১১২৯৭	৯	১০৩১	৫৮.৭৩
	৫। যশোর	৪	২৭৫২	৮	১৪৩৪	৫১.২৮
	মোট	**৭০**	**১৮৮০৭১**	**১৪৭**	**১৭৬৯৮**	**৯৫৪.১৪**

উৎস্য *statistical pocket Book Bangladesh , B,B,S-2008.*

টেবিল ৩ : বিভিন্ন সাইক্লোনে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ এবং ঢেউয়ের উচ্চতা

ক্রমিক নং	সাল	সাইক্লোনর গতিবেগ (কিলোমিটার)	সামুদ্রিক জোয়ারের উচ্চতা (ফুট)	মৃতের সংখ্যা	মন্তব্য
১	১৫৫৮	-	১০-২৫	২০,০০০০	মন্দিরের চূড়া পর্যন্ত
২	১৮২২	১২০ মাইল	-	১,০০০০০	
৩	১৮৭৬	-	১০-৪৫	২,০০০০০	
৪	১৯৬০	২১০	১৫-২০	৫,১৪৯	
৫	১৯৬৫	১৬২	২০-২৫	১৯,২৭১	
৬	১৯৭০	২২৩	২০-৩০	৫,০০০০	অনেক সূত্র মৃতের সংখ্যা ১২,০০,০০০
৭	১৯৮৫	১৫৪	১০-১৫	১১,০৬৯	
৮	১৯৮৮	১৬২	৫-১০	২,০০০	
৯	১৯৯১	১২৫	২০-২৫	১,৪০০০০	
১০	২০০৭	২৪০	১৫-২০	৩.৩৮৭	অনেক সূত্র মৃতের সংখ্যা ১০,০০০

উৎসঃ জেলা গেজেটিয়ার, ১৯৮৪,বাখেরগঞ্জ, ডি আর টি এম সি -২০০১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রফিকুল ইসলাম মন্টু ২০০৮ ।

টেবিল ৪ : কৃষি ও অকৃষিখানা এবং কৃষি শ্রমিক খানার চিত্র

জেলা	মোট খানা	মোট কৃষিখানা	শতকরা	অকৃষি খানা	শতকরা	কৃষি শ্রমিক খানা	মোট কৃষি খানার শতকরা
বরগুনা	১৯৪৯৩২	১৫২৭৪৬	৭৮.৩৬	৪২১৮৬	২১.৬৮	৪৬৯১৫	৪০.২০
বরিশাল	৫০১২৫৪	৩৭১১৩৮	৭৪.০৪	১৩০১১৮	২৫.৯৬	১২২২০৭	৪২.৩৬
ভোলা	৩৫৭৩৫৮	২৩৮১৭৪	৬৬.৬৮	১১৯১৮৪	৩৩.৩৬	২২৭২৭০	৭১.৪৩
ঝালকাঠি	১৫৪০৫০	১১৮৪২৩	৭৬.৮৭	৩৫৬২৭	২৩.১৩	২৯০৩০	৩৪.৮৩
পটুয়াখালী	৩০৬৭৩০	২১০৪৭১	৬৮৬২	৯৬২৫৯	৩১.৩৮	৭৪৩৬০	৪০.৪১
পিরোজপুর	২৪৫৭৯৫	১৯৬২৩৩	৭৯.৩৪	৪৯৫৬২	২০.১৭	৬৯৩৪৮	৩৯.৪৪
চাঁদপুর	৪৪৮৭০১	২৬১২৫৯	৫৮.২০	১৮৭৫৪২	৪১.৮	১১৬৩৫৮	৪৫.৮১
চট্রগ্রাম	১৩৭৬৫৩৬	৪০১৬৯৬	২৯.১৮	৯৭৪৮৪০	৭০.৮২	১২৬৮৮০	৪২.৫৫
কক্সবাজার	৩৩২৩০৪	১৪৯৩৯১	৪৭.৯৬	১৭২৯১৩	৫২.০৪	৭৮৩৭৫	৫৭.৫২
ফেনী	২২৫৪০২	১৩৫১৪২	৫৯.৯৫	৯০২৬০	৪০.০৫	৩৬৯৪৪	২৯.৯
নোয়াখালী	৪৮৯৯২৭	৩০৮৩০৪	৬২.৯৩	১৮১৬১৯	৩৭.৭	১২৩৬৩৮	৪৪.০৩
গোপালগঞ্জ	২২৬৩৬৬	১৫০৫৯৮	৬৬.৫৩	৭৫৭৬৮	৩৩.৪৭	৫৯৩৩২	৪৩.১৪
শরীয়তপুর	২২৭১৮৭	১৬৩৯৫৭	৭২.১৬	৬৩২৩০	২৭.৮৪	৫৭৯৪৩	৩৯.৫৩
যশোর	৫৯০৬০৮	৩৬১৩০৮	৬১.১৭	২২৯৩০০	৩৮.৮৩	১৫৯৩৭০	৫৭.১৮
নড়াইল	১৪৯১৭৮	১১৬৩১৯	৭৭.৯৭	১১৬০১৯	২২.০৩	৩২৪৭০	৪১.৪৪
খুলনা	৫৪৭২৪১	১৯৭৮৪২	৩৬.১৫	৩৪৯৩৯৯	৬৩.৮৫	৪৩৬৭১	৫৭.৭৭
সাতক্ষীরা	৪৩৮৭৬৬	২৩৯২৯৮	৪৫.৫৪	১৯৯৪৬৮	৫৪.৪৫	১৪২৫১১	৭০.২৮
লক্ষীপুর	৩০৮৩৫৪	২১৪০২১	৬৯.৪১	৯৪৩৩৩	৩০.৫৯	৪২৪৬৮	৪৫.০৩
বাগেরহাট	৩৪২৪১০	২৪৫২৯০	৭১.৬৪	৯৭১২০	১৮.৩৬	৮৯৮৬৭	৪৬.৬৮
মোট	**৭৪৬৩০৯৯**	**৪২৩১৬১০**		**৩৩০৪৭৪৭**		**১৬৭৮৯৫৭**	

উৎসঃ *Agriculture Sample Survey of Bangladesh 2005, বিদ্রঃ শেষ দুই কলম ১৯৯৬ বিবিএস কৃষি শুমারী*

টেবিল ৫ : গবাদি পশু ও হাস মুরগীর সংখ্যা এবং বোরো ধানের অধীন জমির পরিমান

জেলা	গরু মহিষ	ছাগল-ভেড়া	হাসও মুরগি	নিট আবাদ যোগ্য জমি (একর)	বোরা চাষের অধিন জমি(একর)	শতকরা
বরগুনা	২৭৬২৭৬	১০৩০৩০	২২৯০২৩৯	১৯৯০৫০	৬৭০৮	৩.৩৭
বরিশাল	৪৩৯৩৮৫	১৪৬৮৯৫	৪০০৮২০২	১২২২৩৪	৩১৬২৭৬	৩৮.৬৮
ভোলা	২৬৭২৩৪	১৯৩২০৫	৪০২৬৭৭০	৪৭৬৩৫	২৩২০২০	২০.৫৩
ঝালকাঠি	১৫১৪৬৪	৫১২৩০	১৩৯০৯৯২	১১২৩৫	৯৫১৩৪	১১.৮১
পটুয়াখালী	৫১৪১৭২	১৭৯৮৯০	৩৬৭৫৮৯৯	১১৯৯৭	৩৪৩৫১১	৩.৪৯
পিরোজপুর	২০১৪৮৯	৭৭৯৮২	২৪৮১৭৮	৩৫১৭৭	১৬৩২০২	২১.৫৫
চাঁদপুর	২৭৩১৩৪৫	১২৫৬২৪	৬১৮৬২১৮	১০৪৫৩৭	১৬০৯২২	৬৪.৯৬
চট্রগ্রাম	৮৩০৪৭৭	৩৫৭৮১১	৭৭৪২৮৮২	১৪৩৮৩২	৩৩৬০৭৮	৪২.৭৯
কক্স বাজার	২৮৯৭৯৪	১৬৪৭০০	২৫০১১০২	৮০২২৯	১৩৬৭১৮	৫৮.৬৮
ফেনী	১৫৪৫৪৭	৪৪৮৫৯	২০৮৩২৯৮	৪৯৪০২	১১০৪২৩	৪৪.৭৪
নোয়াখালী	১৭৮০৮৫	৯৭৪৪২	২৩৯৮২০৫	৭৮৪০৭	৩১৪৭৭৩	২৪.৯০
গোপালগঞ্জ	২২৬৪৮৭	৭৪৫৩৫	১৩৮৩৯৪৫	১২৭৫৪৯	২১৮৬৬২	৫৮.৩৩
শরীয়তপুর	১৬৬৩৯৫	১১৯০১৪	১৭৭১৭১০	৫৩১৮৬	১৫১০২১	৩৫.২২
যশোর	৬৫৪৫৮৭৯	৫৮২১১০	৪৪৪৩৯২৫	২১৯৩৩৮	৩১৬২৮	৬৯.৩৪
নড়াইল	১৮৮৫৬৬	৯৫৭৯৯	৯৮৬৬৪৯	৭২৬২৩	১৪৪৮৩২	৫০.১৫
খুলনা	৩২৪৪২১	২২০৬৬৯	২৯০০১৯৮	৬৭৩৪৯	২৩৯৭৭৫	২৮.০৮
সাতক্ষীরা	৪৩৯৫৭৫	৪১৮৮৪৮	২৫৩৩০০২	১০৬২২৩	২০৯৭০০	৫০.৬৫
লক্ষীপুর	৩৫৯৫২৬	২১৭৪৯২	৪৫৭১৪৬২	৩৬৭৫৪	১৩৯৪৭২	২৬.৩৫
বাগের হাট	২৯২৩৫১	১৩৯২১৮	২৩৩৬৯৭	৭৯৩৫৪	২৭৫১০৫	২৮.৮৫
মোট	**১৪৫৭৭৪৬৮**	**৩৪১০৩৫৩**	**৫৫৩৭৬৫৭৩**	**১৬৪৬১১১**	**৩৬২৫৯৬০**	

উৎস ঃ *statistical pocket Book Bangladesh , B,B,S-2008.*

টেবিল ৬ : দূর্যোগ সম্পর্কে অবগত হওয়ার মতামত (আইলার পরে)

ক্রমিক নং	মাধ্যম	শতকরা
১	রেডিও	৫০
২	আত্মীয় সজন/ প্রতিবেশী	২৯
৩	স্বেচ্ছাস্বেবক	১৭
৪	টেলিভিশন	৪
	মোট=	১০০

উৎস- *Bishanijit Mallick and etal,World Habitat Day- 2009, CUS. Souvenir.*

টেবিল ৭ : সমুদ্রগামী জেলেদের কিছু মতামত

ক্রমিক	মতামতের ধরন	উত্তার দাতার শতকরা
১	পেশাগত বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এমন ে জেলের সংখ্যা	৯৩.৯৮
২	জীবন রক্ষাকারী বয়া নেই এমন ট্রলারের সংখ্যা	৭৩.৯৫
৩	ট্রলারের ফিটনেস সার্টিফিকেট লাগে তা না জানা জেলের সংখ্যা	৮৮.০০
৪	বেতার যন্ত্র আছে এমন জেলের সংখ্যা	৭৩.৩৩
৫	নিয়মিত আবহওয়া বার্তা শোনেনা এমন জেলে সংখ্যা	৫৮.৩৩
৬	রেডিওতে প্রচারিত আবহাওয়া বা র্তা সঠিক নয় বলে এমন জেলে সংখ্যা	২৫.৮৪
৭	রেডিও নেই এমন ট্রলারের সংখ্যা সম্পর্কে জানায়	৫৬.৯৯
৮	গভীর সমূদ্রে মাছ ধরার স্থানে বেতার বার্তা পৌছায়না বলে জানায় এমন জেলের সংখ্যা	৬৮.৩৩
৯	বিপদে ট্রলারে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেই এমন উত্তরদাতার সংখ্যা	৯৫.৬৫

উৎসঃ রফিকুল ইসলাম মন্টু ২০০৮ইং বিক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে স্মারনী বদ্ধ করা হয়েছে।

টেবিল ৮ : বাংলাদেশের বন অঞ্চলের বিবরন

ক্রমিক নং	বনের প্রকার	বনের আয়তন (মিলিয়ন হেকটর)	দেশের মোট আয়তনের শতকরা
১	পার্বত্য বন	১.৪০	৯.৭২
২	ম্যান গ্রোভ বন	০.৭৪	৫.০৬
৩	শাল বন	০.১২	০.৮৩
৪	গ্রামিন বন	০.২৭	১.৮৮
	মোট	**২.৫৩**	**১৭.৪৯**

উৎসঃ *Tree planting for a Green Bangladesh . 2005*

টেবিল ৯ : চিংড়ি খামারের খারাপ প্রভাব সম্পর্কে মতামত

ক্রমিক নং	মতামতের ধরণ	উত্তর দাতার শতকরা
১	গোচারন ক্ষেত্র সংকোচন	৮২
২	চাষ যোগ্য জমির দুস্প্রাপ্যতা	৫৮
৩	বেকারত্ব বৃদ্ধির কারনে কৃষি উৎপাদন কমতি	৭০
৪	পানীয় জলের গুনাগুন নষ্ট	২১
৫	আয় বৈশম্য বৃদ্ধি ও সামাজিক টেনশন বৃদ্ধি	৪২
৬	জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে	৯৪
৭	ভাইরাস জনিত রোগ ব্যধির আ মন বাড়ায় ।	৮৮

উৎসঃ *peoples Report – 2004/05,Compiled .*

টেবিল ১০ : ত্রান বিতরনের চিত্র

জেলা	জিআর চাল (মেট্রিক টন)	জিআর ক্যাশ (টাকা)	গৃহনির্মান মঞ্জুরি (টাকা)	প্রধান উপদেষ্টা ত্রান তহবিল থেকে (টাকা)	খাদ্য (কার্টন)	তাবু (পিস)	কম্বল (পিস)	ডেউটিন (পিস)
পটুয়াখালী	২৭৪০	৩৮০০০০০	১৮৪৫০০০০০	৮০০০০০০০	৬৫০০	২৬৭৬	৯২৩০	২০০০
বাগেরহাট	২৪৫০	৪২৯৭০০০	৩৪৫০০০০০	৩৮৮৮৩০০০০	৮০০০	২৭৭৫	৯২৩০	২০০০
বরগুনা	২৮০০	৩৫৫০০০০	৩১৯২৫০০০	৩৮৯৬৬০০০০	৬৫০০	২৬৭৭	৯১২০	১৫০০
ঝালকাঠি	১১৯০	২২৮৯০০০	১৬০০০০০০	৪৫০০০০০০	৬০০০	২০০	৪২২০	১০০০
পিরোজপুর	২৫৩৫	৪১২০০০০	১৮১৯০০০০০	৮০০০০০০০	--	২৩৬৬	৮৯০০	১৫
সাতক্ষীরা	৮৭৫	১৩৬৯০০০	১০৫০০০০০	৪০০০০০০০	--	৭০০	৫০০০	৫০০
বরিশাল	১৫০০	১২৮৩০০০	১৫৩০০০০০	৩৫০০০০০০	--	৭১০	৪০০০	----
ভোলা	৩৫০	১০৫০০০০	১৬০০০০০০	৩৫০০০০০০	--	৭০০	২০০০	৫০০
লক্ষীপুর	২০০	৩৭৫০০০	--	১০০০০০০০	--	৩০০	১০০০	--
খূলনা	৮৫০	১৬৫০০০০	৬০০০০০০	৩২৫০০০০০	--	৩৫০	৩০০০	৫০০
গেপালগঞ্জ	৪০০	২৫০০০০	৬০০০০০০	১২৫০০০০০	--	৩০০	২০০০	৫০০
শরীয়তপুর	২৫০	২৫০০০০	৬০০০০০০	১২৫০০০০০	--	৩০০	২০০০	৫০০
মাদারীপুর	৩৫০	২৫০০০০	৬০০০০০০	১৭৫০০০০০	--	৩০০	২০০০	৫০০
ফরিদপুর	১০০	--	--	৩০০০০০০	--	--	১০০০	--
মুন্সীগঞ্জ	১০০	--	--	--	--	--	--	--
ঢাকা	--	--	--	--	--	--	--	--
কাক্সবাজার	--	--	--	--	--	৬০০	১০০০	--
চট্রগ্রাম	--	--	--	--	--	৭০০	১০০০	--
চাঁদপুর	২০০	৪২৫০০	--	--	--	৩৫০	১০০০	--
নোয়াখালী	--	--	--	--	--	৪৫০	১০০০	--
নরসিংদি	৫০	--	--	--	২০০০	--	--	--
নারানগঞ্জ	৫০	--	--	--	২০০০	--	--	--
রাজবাড়ী	৫০	--	--	--	৪০০০	--	--	--
ফেনী	৫০	--	--	--	--	৪৫০	--	--
কুমিল-া	--	--	--	--	--	--	--	--
যশোর	৫০	--	--	--	২০০০	--	--	--
নড়াইল	--	--	--	--	১০০০	--	--	--
মৌলভীবাজার	৫০	--	--	--	--	--	--	--
কিশোরগঞ্জ	--	--	--	--	২০০০	--	--	--
মানিক গঞ্জ	৫০	--	--	--	৩০০০	--	--	--
মোট	১৭২৪০	২৪৯৫৮০০০	৫১৪৬২৫০০০	১১৮১৪৯০০০০	৪৩০০০	১৬৯০৪	৬৬৭০০	১৩০০০

উৎসঃ খাদ্য ও দূর্যোগ মন্ত্রনালয় (রফিকুল ইসলাম মন্টু ২০০৮) ১৩ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ

ফেরদৌস আরা কবির*

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি একসময় মানুষের চিন্তার পরিধিতেই ছিল না। প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত এর জলবায়ু বরাবরই বদলেছে। এই বদলের অন্যতম কারণ হলো প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইডসহ বড় বড় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সূর্যের আলো ও তাপ নির্গমনের তারতম্য এবং সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবীর অবস্থান পরিবর্তন। বিজ্ঞানীদের ধারণামতে প্রতি এক লাখ বছর অন্তর পৃথিবীতে একই ধরনের জলবায়ু ফিরে আসে। সর্বশেষ বরফগুলো শেষ হয়েছে এক লাখ ২৫ হাজার বছর আগে। তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা কমার কথা। অথচ সপ্তদশ শতকের শুরু থেকে যে শিল্পবিপ্লব শুরু হয় মুলতঃ তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বাড়তেই থাকে। মানুষ যখন ইঞ্জিন আবিস্কার করল তারপর আজ থেকে প্রায় সোয়াশ বছর আগে এক বিজ্ঞানী সাবধান করে দিয়েছিলেন জলবায়ুর উপর শিল্পায়নের প্রভাব পড়তে পারে। এটা এখন সারা পৃথিবী দলিল বলে স্বীকার করে নিয়েছে যে জলবায়ু বদলে যাচ্ছে। বিপন্ন হচ্ছে মানুষ। তাপমাত্রা যেভাবে বাড়ছে তাতে বিশ্বের বিরাট অঞ্চল ডুবে যাওয়ার আশংকা এর প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের কৃষি, পরিবেশ, অর্থনীতি জলবায়ু, জনস্বাস্থ্য জনজীবনসহ সামগ্রিক বিপর্যয় ঘটছে। তাই তো বিশ্বব্যাপী শ্লোগান উঠছে “বাংলাদেশ বাঁচলে বাঁচবে বিশ্ব”।

জলবায়ুর পরিবর্তন কিভাবে বুঝেছি

প্রায় একশত বছর আগে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি জানা গেছে। অন্তত চার দশক ধরে সচেতন বিশ্ব এটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তা সত্বেও এতে অবিশ্বাসীদের পক্ষ ও প্রবল ছিল। আর এ অবিশ্বাসীদের মধ্যে

---

* এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও প্রাক্তন ব্যাংকার

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled **"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তাই ১৯৯২ সালের ধরত্রী সম্মেলন রিওডি জেনিরোর গ্লোরিয়া সমুদ্র সৈকতে প্রতিবাদী এন.জি.ও দের শ্লোগান ছিল "জজ বুশের মুন্ডপাত"।

বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইডের নির্গমন কমাতেই হবে। পৃথিবীর সব দেশেরই ধনীদের বিলাসী জীবনযাত্রার ধরন দায়ী। এই জীবন যাপনের সব মাধ্যম জ্বালানী নির্ভর। যার মধ্যে কার্বন নির্গমনের সব উপকরণ রয়ে গেছে।

গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়ার মূল কথা হচ্ছে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড ও আরও দুটি গ্যাস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর কারণ ভূ-পৃষ্টের গড় উত্তাপ বাড়ছে। গড় উত্তাপ বহুদিন ধরে মাত্রা গেলে ও বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান সরাসরি সুক্ষভাবে মাপা যাচ্ছে মাত্র ১৯৫০ সাল থেকে। উত্তাপের সঙ্গে এর সরাসরি সম্পর্ক দেখাতে হলে আরও প্রাচীন উপাত্ত দরকার। সেটি সম্প্রতি পাওয়া যাচ্ছে লাইব্রেরিতে তবে বইয়ের লাইব্রেরিতে নয় বরফের লাইব্রেরিতে। চির বরফের অঞ্চলে নলকূপ খোড়ার মত প্রক্রিয়ায় বহু মিটার লম্বা নিরেট। নলাকৃতি বরফ আস্ত তুলে আনা হয়, যাকে বলা হয় আইসকোর। প্রতিবছরের তুষার পাতে নতুন একস্তর বরফ জমে জমে এই আইসকোরে রয়েছে হাজার বছরের বরফ। গত বছরটি বসার উপরে আর প্রাচীনতমটি সবার নিচে। স্তরের অবস্থান থেকে বলা কোন বরফ কোন বছরের। আর তাতে আটকা পড়া বুদবুদের মধ্যে জমা বাতাস বিশ্লেষণ করে জানা যায় সে বছর বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান কত ছিল। তা ছাড়া সাধারণ পানির সঙ্গে সব সময় খুব সামান্য পরিমানে ভারী আইসোটোপ গঠিত ভারী পানি থাকে। এই স্তরের বরফে ভারী পানির আনুপাতটি তখনকার গড় উত্তাপটি ও নিখুত ভাবে বলে দিতে পারে।

এতে দেখা যাচ্ছে এক হাজার বছর আগে থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান প্রায় সমান থেকেছে ২৮০ পিপিএম (পার্ট পার মিলিয়ন)। এই সময় গড় উত্তাপ ও প্রায় সমান থেকেছে ১৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর পর থেকে হঠাৎ আর্শ্চয্যজনকভাবে দুইটিই সমানে বেড়েছে ক্রমবর্ধমান হারে। স্পষ্টত শিল্পবিপ্লবই এর কারণ। অতি সম্প্রতিকালে এসে বাড়ার হার অত্যান্ত দ্রুত হয়েছে।

২০০৭ সালে হয়েছে ৩.৫০ পিপিএম আর ১৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি। এই শূন্য দশমিক ৬ ডিগ্রি উত্তাপ বৃদ্ধি সামান্য মনে হতে পারে কিন্তু এর তাৎপর্য অনেক।

উত্তাপ বৃদ্ধির প্রথম ফল হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর চারিদিক অনেক খানি জায়গায় বহু যুগ ধরে সঞ্চিত বরফ গলতে থাকে। সম্প্রতি উপগৃহ থেকে পর পর বছরগুলোতে ছবি নিয়ে স্পষ্ট দেখা গেছে এই বরফ এলাকা দ্রুত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বরফগলা পানি সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বাড়াচ্ছে যার বড়ভুক্তভোগী বাংলাদেশ। অকুস্থলে জিপিএস গ্লোবাল পজিশনিং সিষ্টেম স্থাপন করে ক্রমে দ্রুততর বরফ গলার অকট্য প্রমান পাওয়া যাচ্ছে। উত্তাপ বাড়ছে বলে বরফ গলছে, বরফ গলছে বলে চকচকে বরফ থেকে আগে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করে উত্তাপ যেটুকু কমতো এখন তা আর হচ্ছে না ফলে উত্তাপ আরও দ্রুত বাড়ছে। তাই বরফ আরও দ্রুত গলে প্রতিফলন আরও দ্রুত কমছে। এভাবে একটি আর একটিকে ক্রমাগত উসকে চলছে। এরকম চক্রবৃদ্ধি আরও কয়েকটি রয়েছে। সমূদ্রের পানি আরো যত কার্বনডাই অক্সাইড দুরীভুত করে আটকে রাখতে পারত উত্তপ্ত হলে তা পারে না। বাতাসে ছেড়ে দেয়। তাতে উত্তাপ আরও বাড়ে। ফলে বাতাসে ছেড়ে দেওয়া কার্বনডাই অক্সাইডও বাড়ে। এভাবে উত্তরের বিস্তীর্ণ জায়গায় একটু তলার মাটি রয়েছে বরফ শীতল হয়ে পার্মাফ্রষ্ট রুপে। উত্তাপ বাড়াতে এর সঙ্গে জমে থাকা কার্বনডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস উভয়ই গ্রীন হাউজ গ্যাস বাতাসে যাচ্ছে। উত্তাপ আরও বাড়ছে পার্মাফ্রষ্ট আরও দ্রুত গ্যাস ছাড়ছে।

জোয়ার মাপার টাইড গেজ থেকে সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা অনেকদিন ধরে মাপা হচ্ছে এখন উপগ্রহের সাহায্যেও মাপা হচ্ছে। ১৯৯২ সাল থেকে এটি ২.৮ মিমি হারে বেড়েছে। বর্তমানে বার্ষিক বৃদ্ধি ৪ মিমিতে দাড়িয়েছে।

খুলনায় ৫.১৮ মিমি পাওয়া গেছে। এর পুরোটা বরফ গলার ফল নয়। এর বেশীর ভাগ অধিক তাপে পানি আয়তনে সম্প্রসারিত হওয়ার ফল। সমুদ্রে উষ্ণতার পানির আরেকটি ফল হলো অধিক বাস্পীয়ভবন যা আবার জমে পানি হওয়ার সময় প্রচুর সুপ্ততাপ বের হয়ে আসে। এটিই ঘুর্ণিঝড়ের শক্তি জোগায়। তাই ১৯৭০ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত জরীপে দেখা গেছে এ সময় তীব্রতর ঘুর্নিঝড়গুলোর সংখ্যা ১৬ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশ হয়েছে। আমাদের সিডর বা আই জাতীয় ঘুর্নিঝড়েরর সংখ্যা মে যে বাড়বে এ তার স্পষ্ট প্রমান। এ থেকে আমাদের কম্পিউটার মডেলিং বলে দিতে পারে ভবিষ্যতে আমাদের অবস্থা কি হবে। মডেল দেখাচ্ছে যে শূন্য ৬ ডিগ্রি উত্তাপ বৃদ্ধি এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বেড়ে ১০ গুন হবে সমুদ্র পৃষ্টের উচ্চতা বাড়বে অন্তত: এক মিটার। বাংলাদেশের অন্তত: ১৭ শতাংশ সমুদ্রে চলে যাবে। উষ্ণতা ২.৪ ডিগ্রি বাড়বে ফলে এক সময় মেরু অঞ্চলের সব বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠ কয়েক মিটার বাড়বে। এ রকম পরিস্থিতি কল্পনা করতেই শিউরে উঠতে হয়। সেই সঙ্গে ঘুর্নিঝড়, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা, কৃষি ও খাদ্য ধ্বংশ ইত্যাদি যোগ করলে তো ভয়াবহ অবস্থাই। এর পর পৃথিবী আর কতদিন মানুষ বা অন্যপ্রাণীর বসবাসের যোগ্য থাকবে। বাংলাদেশের সিডর আইলা জলাবদ্ধতা, লবনাক্ততা ও খরার বাস্তবতার এটি আর ভবিষ্যতের ভয় নয়, বিপদ এখন দোরগোড়ায়।

জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে তাপমাত্রা বৃষ্টিপাত সহ বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক অসংগতি সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ চাষাবাদ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে হওয়ায় তা মূলত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। দেশের মধ্যভাগের কিছু অঞ্চল জুড়ে কেবল তিন ফসলের চাষ হয়। বাদ বাকী জমিগুলি হয় এক ফসলে বা দু'ফসলি। উত্তর বঙ্গের চাষাবাদ এখন প্রতিনিয়তই খরার কারনে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে ফসলের গুনাগুন ও উৎপাদন ক্ষমতা কমে আসছে এবং নতুন নতুন রোগ জীবনু দেখা দিচ্ছে। শুস্ক মৌসুমে পানির অভাবে উর্বরতা হারাচ্ছে চাষের জমি। তা ছাড়া একই জমিতে মাত্রাতিরিক্ত চাষ ও রাসয়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস সহ সামগ্রিক ভাবে পরিবেশ দুষিত হচ্ছে। মোট কথা কৃষির উপর জলবায়ুর প্রভাব পড়েছে মারাত্মকভাবে।

পানির উপর প্রভাব

বাংলাদেশ এক অর্থে একটি জলবেষ্টিত ভূ-ভাগ। যার মধ্যদিয়ে এশিয়ার তিনটি বৃহত্তর নদী (গঙ্গা, ব্রক্ষ্মপুত্র ও মেঘনা) নানা শাখা প্রশাখা বেয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই নদী পথে প্রবাহিত হয় হিমালয়ের বরফ গলা পানিসহ ভারত নেপাল ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পানি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতও অতিবৃষ্টিও অনাবৃষ্টি ঘটছে। হিমালয়ের বরফ আরও দ্রুত গতিতে গলে যাচ্ছে। পাশাপাশি বাস্পীয়ভবনসহ খরাও বেড়েছে। সব থেকে ভয়াবহ হল সমুদ্র পৃষ্টের উচ্চতা ও বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে। ফলে ঋতুচ বেঙ্গে পড়ছে। বাংলাদেশের জনগোষ্টীর জীবন নান প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। পানি সম্পদের এমন বিপর্যয় তাদের সমগ্র জীবন-যাপন তথা দেশের সামাজিক অর্থনীতি ও আজ সংকটাপন্ন।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুস্ক মৌসুমে যেমন দেখা দিচ্ছে তাপ ও শৈত্যপ্রবাহ শিলাবৃষ্টি ও কুয়াশার প্রকোপ, বর্ষায় বেড়ে যাচ্ছে বন্যা ও বন্যা পরবর্তী জলাবদ্ধতা অতিবৃষ্টি। এ ছাড়া মুর্হুমুহু টর্নেডো, সাইক্লোন ও নানা সামুদ্রিক ঝড়ের পরিমানও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকি

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বলেছিল জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী ২.৪ শতাংশ ডায়রিয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষনায় দেখা গেছে যে, ডায়রিয়ার জীবানু নীলাভ সবুজ শ্যাওলা আকড়ে পানিতে ভাসে, তাপমাত্রার সঙ্গে স্যাওলার বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে মাতৃস্বাস্থের ঝুঁকি বাড়ছে

আন্তর্জাতিক এনজিও এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ জলবায়ুর প্রভাব নিয়ে কাজ করছে। তাদের মতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারীর দায়িত্ব বাড়ছে। একই সঙ্গে তার অসহায়ত্ব বাড়ে। পানীয় জলের উৎস নষ্ট হয়ে তাকে দুর থেকে পানি আনতে হয়। ফলে নারী বিশ্রাম কম পায়। এর প্রভাব পরে তার স্বাস্থের উপর।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের উপর প্রভাব

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ব্যাপকভাবে গাছ-পালা ধবংশ হচ্ছে। হাওড়ে দু'ধরনের জলজ উদ্ভীদ থাকে, একটি শেকড়ধারী, অন্যটি ভাসমান। পানি কম হলে শেকড়ধারী উদ্ভিদের পরিমান বেড়ে যায়। একটি বেশি হলে অন্যটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বনাঞ্চলের বড় বড় গাছপালা যেমন: হিজল, বরুন, জারুল, ইত্যাদি গাছ বৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত। এ রকম কিছু উদ্ভিদ আছে যেগুলোর ফল গাছে থাকতেই শেকড় ছেড়ে দিতে পারে। এগুলো পানির সঙ্গে ভেসে যায়। এবং পানি নেমে গেলে মাটিতে আটকে গিয়ে গাছ হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় পানি না পাওয়ায় গাছের নিচে এক এক জায়গায় ফল ঝড়ে পড়ে। তা তখন কোন কাজে আসে না। ফলে বনাঞ্চলে নতুন গাছ জন্ম নিচ্ছে না। পরিবেশ হচ্ছে বিপন্ন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন-বনাঞ্চলে উজাড় হওয়ার বিরূপ প্রভাব শুধু এলাকার উপর পড়ে না দেশের সামগ্রিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। বনাঞ্চলে থাকা প্রাণীরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত একটি দেশ। জলবায়ু স্বরনার্থীরা নতুন করে দেশে গৃহায়ন ও আবাসন সমস্যার সৃষ্টি করে এবং দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতা বৃদ্ধি করে এবং সৃষ্টি করে সংকট ও বিবাদ।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় মৎস্য উপখাতে গুরুত্ব অপরিসীম। আভ্যন্তরীন মৎস্য আহরনে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় স্থান দখলকারী দেশ। মাছ চাষের ক্ষেত্রেও এদেশের অবস্থান পঞ্চম। বাংলাদেশ বছরে তিন হাজার কোটি টাকার মাছ রপ্তানী করে। আমাদের জাতীয় আয়ের ৩.৭% এবং রপ্তানী আয়ের ৪.৪% আসে মৎস্য খাত থেকে। বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু মাছ গ্রহনের পরিমান ১৩.৫ কেজি। আমাদের খাদ্যে প্রাণীজ ও আমিষের ৬০% আসে মাছ থেকে। বর্তমানে জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে মৎস্য খাতের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা

জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে খাদ্য নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখা গণবসতিপূর্ণ দেশ হিসাবে আমাদের প্রধান কর্তব্য। বর্তমান বিশ্বে ১০০ কোটিরও বেশি লোক চরম খাদ্য অনিরাপত্তা ও সীমাহীন অপুষ্টিতে ভুগছে। তাদের প্রায় ৯৫% উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য প্রাপ্তি ও অসম সুযোগ ও অধিকাংশই এর মূল কারণ।

অবকাঠামোর উপর প্রভাব

বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ২ মিটার বেড়ে যাবে। এতে বাংলাদেশের তিন কোটি মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে।

বাংলাদেশের সীমানা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সীমানা পরিবর্তিত হচ্ছে। □মাগত নদী ভাঙ্গনের ফলে বাংলাদেশের বিশাল ভুখন্ড নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অনেক গ্রাম শহর তলিয়ে যাচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে জনজীবন, ভিটে-মাটি হারা হচ্ছে মানুষ।

জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধান

জলবায়ু পরিবর্তনের মত বিপর্যয়কারী সমস্যা সমাধানের জন্য ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে জমা হয়েছে বিশ্বের ১৯২ টি দেশের সরকারী প্রতিনিধিরা। জলবায়ু সম্মেলন চলছে ৭-১৮ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত। দ্বীপ রাষ্ট্র, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো চায় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখার লক্ষ্য ঠিক করা হোক। কিন্তু জি-৮ ও শিল্পোন্নত দেশগুলো এটাকে রাখতে চায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। উন্নয়নশীল ও সম্ভাব্য ক্ষতির স্বীকার দেশগুলো চায় জলবায়ু পরিবর্তন রোধে আইনগত বাধ্যবাধকতা সহ বিশ্বের সব রাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি ও রাজনৈতিক মতৈক্যে আসুক। জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ চাইছে কেয়োটো প্রটোকলে স্বাক্ষর না করা চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রও চুক্তিতে স্বাক্ষর করুক। সম্মেলন স্থল হচ্ছে কোপেনহেগেনের বেলা সেন্টার। যা গ্রীন টেকনোলজি দিয়ে বানানো। এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা করা হয়েছে বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে। রয়েছে রয়েছে সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা। কোপেনহেগেনের মেয়র বলেছেন ২০৫০ সালে ডেনমার্কে কার্বন নিঃস্বরনের পরিমান শুন্যের কোটায় নামিয়ে আনা হবে। সারা দেশে সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। কোপেনহেগেন শহর বিবেচিত হবে মডেল শহর হিসেবে। বিজ্ঞানিরা বলেছে-একসঙ্গে বিশ্বের সব দেশে কার্বন নি:স্বরনের পরিমান শুন্যে নামিয়ে সম্ভব হবে না। হলেও তাতে জলবায়ুর পরিবর্তন বন্ধ হবে না। কারণ এর মধ্যে বিশ্বের জলবায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড সহ বিষাক্ত গ্যাস ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে গরীব দেশগুলোর যে ব্যাপক ক্ষতি হবে তার ক্ষতিপুরণ আদায় করে দরিদ্র দেশগুলোকে টিকে থাকতে সহায়তা দিতে একটি অভিযোজন তহবিল বা এডাফটেশন ফান্ড তৈরি করতে হবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার ব্যয় হিসাবে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বছরে ৭.২ বিলিয়ন ইউরোর একটি তহবিল গঠন করেছে। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের কথা বলেছে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর একটিও জি-৭৭ এর সদস্য হিসাবে।

আমাদের জরুরী করণীয়

ধনী দেশের অসম উন্নয়ন ও ভোগের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। যা পৃথিবী ব্যাপী বৈষম্য সৃষ্টি করছে। বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর উপর জলবায়ু পবিরর্তনের অভিঘাতও অসমভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠীই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই মানবাধিকার ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলি জরুরী ভিত্তিতে মোকাবেলার জন্য নিম্মোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১। বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে খাদ্য, আশ্রয় নিরাপদ পানি স্বাস্থ্য সেবা সহযোগীতা প্রদান করা।

২। বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জন্য পরিকল্পিত অভিবাসনের ব্যবস্থা করা।

৩। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট স্বরনার্থীদের প্রধান প্রধান কারণ নির্গমনকারী দেশগুলোয় বসবাস করার অধিকার দেওয়া এবং তাদের অভিবাসীদের দায়িত্ব নেওয়া।

৪। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো নিম্ন প্লাবন ভূমির দেশগুলো ও উপকূলীয় সব এলাকা এ ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিশেষ মনোযোগ সহযোগীতা প্রাপ্তির দাবী রাখে।

৫। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অবশ্যই যথাযথ কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাতে □মবর্ধমান জলবায়ূ ও শরনার্থীদের অধিকারগুলো রক্ষা ও বাস্তবায়ন করা যায়।

৬। নিকট ভবিষ্যতে অতি দ্রুত জলবায়ূ পরিবর্তনজনিত কারনে স্থানান্তরিত জলবায়ু শরনার্থীদের মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষায় একটি আলাদা প্রটোকল তৈরি করা।

৭। বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমিয়া আনা এবং তাদের মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষার স্বার্থে জলবায়ুর পরিবর্তন বন্ধ করা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অভিযোজন অর্থায়ন ও প্রযুক্তির হস্তান্তরের জন্য কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করা।

উপসংহার

তাই একজন মানুষকে কেবল একটি নির্দিষ্ট ভু-খন্ডের অংশীদার হিসাবে বিবেচনাধীন হয়তো সত্যি ফুরিয়েছে। ব্যক্তি মানুষও বিশ্বের একজন এবং প্রতিটি মানুষকেই মানবতার ভবিষ্যতের স্বার্থে একযোগে ভাবতে হবে। মা পৃথিবীকে কিভাবে বাঁচানো যায়। সবচেয়ে আগে সত্য “বাংলাদেশ বাঁচলে বিশ্ব বাঁচবে”।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Sixth Five Year Plan (2011-2015): Framework, Targets, Strategies, Financing and Challenges

Qazi Kholiquzzaman Ahmad*

Talking Points

❖ WELCOME THE RETURN TO MEDIUM TERM PLANNING—SIXTH FIVE YEAR PLAN - i**ndicative planning**

❖ BANGLADESH HAS REGISTERED SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS IN VARIOUS RESPECTS UP TO NOW. LET US REMIND OURSELVES ABOUT SOME OF THE MAJOR ONES

- **Certain Key Achievements**
  - ☞ **Average GDP growth rate**

1973-1995	:	around 4%
Fifth FYP 1997-2002	:	5.1%
FY02-FY06	:	5.5%
FY06-FY10	:	6.3%

Focus on
agriculture (production up from to million tonnes in 1973 to 92 million toones in 2020)

RMG exports
remittances

---

* Chairman, Dhaka School of Economic.

Presentation was made by the author in the seminar on "***Sixth Five year Plan (2011-2015)",*** Organised by BEA on 21-22 October, 2011 at the auditorium of Institute of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

- **Poverty**

  <u>Headcount Poverty Rate</u>

FY1992	: 58.8%
FY2000	: 48.9%
FY2005	: 40.0%
FY2010	: 31.5%

  Number of people poor?

- **Education**

  <u>Enrolment</u>

Primary 1991: 61%	2006: 91%
Secondary 1991: 28%	2006: 41%

  <u>Gender parity</u>

  Achieved at both primary and secondary levels. BUT at tertiary Level, female share is 34% only

- **Health**

  TFR: down from 7 live births per woman in 1970s to 2.7 in 2007
  Life expectancy: up from 46 years 1974 to 67 years 2007

	1990-95	2005-2010
Under 5 mortality rate	146	54
Infant mortality rate	92	41
Maternal mortality rate	574	194

Access to safe drinking water		
Urban	98.8%	99.9%
Rural	93.1%	79.0%
	(ARSENIC contamination)	

❖ LET US NOW CONSIDER FUTURE TARGETS AND PROSPECTS

- **Sixth Plan Targets**

  Targets in respect of many variables have been specified in the Plan. Let us consider the following overall two:
  - GDP growth
  - Poverty reduction: target by 2014-15: 22.5%
  - **Vision 2021**
  - Prosperous, democratic, non-communal, equitable and digital Bangladesh by 2021
- **Challenges**

  The challenges discussed below have been recognized in the Plan and strategies outlined to address them

- ☞ Population growth
- ☞ Disparity

  Worsening income distribution

  GINI

  National: 2000—0.451, 2005—0.467, 2010—slightly low 0.452

  Rural: 2000—0.393, 2005—0.428
- ☞ Regional disparity

  Barisal, Khulna and Rajshahi—higher poverty. But, there are certain upazilas and unions which are particularly lagging behind in these and other divisions
- ☞ Unemployment/underemployment

  low income/low productivity
- ☞ Quality of education—National Education Policy 2010
- ☞ Primary healthcare

  The poor, women
- ☞ Poverty & food insecurity
  - ✔ Number of poor people
  - ✔ Hunger
  - ✔ Human dignity
- ☞ Accelerating economic growth
  - ✔ Investment acceleration

    S-I gap: national savings: 29% & national investment: 25% of GDP; FDI: foreign grants and loans
  - ✔ Resource mobilization
  - \- The Plan proposes that most of the resources required will come from domestic public and private savings including remittances. This is a challenging prospect
  - \- Domestic and foreign borrowing
  - \- Inflation
  - ✔ Low productivity

    Particularly in all informal sectors including agriculture
- ☞ Infrastructural issues
  - ✔ Gas
  - ✔ Electricity
  - ✔ Port facilities
  - ✔ Marketing and transport facilities
  - ✔ Telecommunication
- ☞ Governance
  - ✔ Local governance
  - ✔ Corruption
  - ✔ Inefficiencies and wastages

- ☞ Managing externally originated risks
  e.g., oil price rise, global recession
- ☞ Climate Change: A huge threat to the country's future socio-economic prospects

❖ AS INDICATED EARLIER, IN SETTING STRATEGIES THE SIXTH FIVE YEAR PLAN HAS TAKEN THE ABOVE MENTIONED CHALLENGES INTO CONSIDERATION. IN FACT, STRATEGIES HAVE BEEN OUTLINED SEEKING TO ADDRESS ALL THESE CHALLENGES

❖ WHAT SEEMS TO BE MISSING IS AN OVERALL FRAMEWORK TO GLUE THE VARIOUS STRATEGIES TOGETHER FOR GENERATING A SUSTAINED PEOPLE-CENTRIC PROCESS OF DEVELOPMENT TOWARDS ACHIEVING VISION 2021.

THE ELEMENTS OF A PROPOSED OVERALL FRAMEWORK MAY BE:

- ☞ Freedom from all kinds of unfreedoms
- ☞ Empowerment of people: education, training, health
- ☞ Reorientation of the socio-economic policy regime—paradigm shift*
- ☞ Inclusiveness
- ☞ Good governance—all levels of society

* A little elaboration: The kind of market economy being pursued won't produce the results for realizing the people-centred Vision 2021. The paradigm shift must be based on the primacy of peoples agency and needs.

Should the implications of reintroduction of socialism in the Constitution find expression in the planning and development process? They don't in the present planning exercises.

In this context, one may take note of: Wall Street and global protests against, greed & corporate exploitation and reduction of public expenditure for the disadvantaged.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : জেন্ডার ইস্যু পর্যালোচনা

হান্নানা বেগম*

সারকথা

বাংলাদেশের দীর্ঘকালীন সমস্যা উত্তরণের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের গতিধারা পর্যবেক্ষণের জন্য যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে তন্মধ্যে জেন্ডার সমতা এবং ক্ষমতায়ন অন্যতম। এই পরিকল্পনার বিশেষ ইতিবাচক দিক হলো দলিলের প্রায় সর্বত্রই এখানে নারীকে খুঁজে পাওয়া যায়। পরিকল্পনা মতে নারী উন্নয়নে বর্তমানের চ্যালেঞ্জ হলো নারী প্রধান পরিবারের নিম্নমানের আয় তাদের জন্য বড় সমস্যা যদিও নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ চলছে তবে তাদের আয় কম দেশে নারী নির্যাতন, নারী পাচার কঠোর রূপ ধারণ করেছে। বাল্য বিবাহের জন্য নারীদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় নারী অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, প্রচলিত আইনের যথার্থ প্রয়োগ হয়না।

পরিকল্পনা অনুসারে জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলসমূহ হলো, সংবিধানকে ভিত্তি করে সরকার আন্তর্জাতিক ফোরাম- যেমন সিডও, বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনে নারীর জন্য যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছ তা বাস্তবায়ন করা হবে।

পূর্বকথা

বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্নের সিড়িতে উত্তরণের জন্য একটি মেয়াদকাল ধরে নিয়েছে। আর তা হলো বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী। আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে, এই সময়কালে দেশ স্বল্প আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। দেশের মাথাপিছু আয় বেড়ে চলবে। সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে দেশের। দেশ হবে মুক্তবাজার অর্থনীতির দেশ। তবে একইসাথে সেবার সুযোগ নিশ্চিত করতে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ভিশন একুশ অর্জন করতে দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় প্রয়োজন হবে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এ লক্ষ্যে দেশের অর্জন আর বিফলতার মূল্যায়নের আলোকে সম্প্রতি গৃহীত হয়েছে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)। পরিকল্পনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জনকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে - • গত চল্লিশ বছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১৩০ গুণ। • দেশটি

---

* প্রবন্ধকার পরিচিতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সহ-সভাপতি, সাবেক অধ্যক্ষ, ইডেন গালর্স কলেজ ঢাকা।

The paper was presented at a regional seminar on ***"Sixth Five Year Plan (FY2011-FY2015)"*** organised by Bangladesh Economic Association on March 10, 2012 at Rajshahi University, Rajshahi.

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যের প্রায় সব লক্ষ্যই অর্জন করতে শুরু করেছে। • প্রত্যাশিত গড় আয়ু ৪৬.২ বছর থেকে বেড়ে ৬৬.৬ বছর হয়েছে। • ১৯৭১ সালের ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ২০০০ সালে ৬% হয়েছে। • শিক্ষায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পিছিয়ে থাকা কন্যাশিশুগণ ছেলে শিশুদের পড়া-লেখায় সম পর্যায়ে পৌঁছেছে। • ১৯৭০ সালে খাদ্য উৎপাদন ছিল ১০ মিলিয়ন টন। এখন ২০১১ সালে এটি হয়েছে ৩২ মিলিয়ন টন। • বাংলাদেশ এখন (২০১১) প্রায় খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার দোরগোড়ায়। • দেশের মানুষ নিজেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষমতা রাখে।

এতোসব অগ্রগতির পরও পরিকল্পনা দলিল বলছে - • বাংলাদেশ এখনও একটি স্বল্প আয়ের দেশ। দারিদ্র, অসমতা ও বঞ্চনার দেশ। প্রায় ৪৭ মিলিয়ন জনগণ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। এদের মধ্যে বড় রকম আনুপাতিক হারে নারী প্রধান পরিবার রয়েছে। • শ্রমশক্তির অধিকাংশ ইনফরমাল খাতে কম আয়ের, কম উৎপাদনের কাজ করছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার হার সীমাবদ্ধ এবং শিক্ষার মান নিম্নস্তরের। দরিদ্র জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি, পয় নিষ্কাশন অসুবিধায় ভুগছে। • এসব জনগণের সাথে শিশু এবং নারী জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যায় দিনানিপাত করছে। এদের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনীর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তবে তা যথেষ্ঠ নয়।

এধরণের দীর্ঘকালীন সমস্যা উত্তরণের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের গতিধারা পর্যবেক্ষণের জন্য পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো ভিশন ২০২১ এবং মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্য অর্জনের জন্যও কার্যকরী হবে। ৭টি বড় বিভাজনে বিভক্ত এইসব টার্গেটসমূহ হলো- (ক) আয় এবং দারিদ্র (খ) মানব সম্পদ উন্নয়ন (গ) পানি এবং পয় নিষ্কাশন (ঘ) এনার্জি এবং অবকাঠামো (ঙ) তথ্য এবং যোগাযোগ টেকনোলজি (চ) জলবায়ু (ছ) জেন্ডার সমতা এবং ক্ষমতায়ন। প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় উপরোক্ত ৭টি কর্মযজ্ঞের অন্যতম **জেন্ডার সমতা এবং ক্ষমতায়ন**।

১. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জেন্ডার ইস্যু

তিন খন্ডে উপস্থাপিত এই দলিলের প্রথম খন্ডে রয়েছে সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচনা। দ্বিতীয় খন্ড ধারণ করেছে খাত ভিত্তিক উপস্থাপনা। তৃতীয় খন্ডে রয়েছে পরিসংখ্যানগত বর্ণনা ও টেকনিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক। প্রবন্ধের জেন্ডার ইস্যু বিষয়ক আলোচনা উপরোক্ত দুই খন্ডে সীমাবদ্ধ থাকবে।

এই পরিকল্পনা দলিলের বিশেষ ইতিবাচক দিক- দলিলের প্রায় সর্বত্রই নারীকে খুঁজে পাওয়া যায়। নারী আবদ্ধ নয় অল্প কয়েক পাতায়। অতএব জেন্ডার সমতার ইস্যু আলোচনা করতে হলে কমবেশী পরিকল্পনার সব পাতা উল্টাতে হবে। জানা যাবে, পরিকল্পনাবিদগণ জেন্ডার সমতাকে কোন, লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান।

কি আছে পরিকল্পনা দলিলে? অত্যন্ত সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়- সামষ্টিক পরিকল্পনায় (প্রথম খন্ডে) প্রথম অধ্যায়ে তুলে আনা হয়েছে সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশের নারীর পরিসংখ্যানগত অবস্থান। বলা হয়েছে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশল হলো- জেন্ডার সমতা যা ২০১১ এর নারী নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব। দ্বিতীয় অধ্যায়ের কর্মসংস্থানে (Employment) রয়েছে ১৯৭৪ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত নারীর □ম অগ্রসরমান বিষয়ক পরিসংখ্যান চিত্র। পঞ্চম অধ্যায়- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। রয়েছে এক্ষেত্রের ভবিষ্যতের কর্মকৌশল- বিষয় মাতৃস্বাস্থ্য, সদ্যজাত শিশু, রিপ্রোডাকটিভ হেলথ। সার্বিকভাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে জেন্ডার সমতা অর্জন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম Poverty Inclusion and Social Protection. এখানে রয়েছে জেন্ডার সমতা অর্জন বিষয়ক নীতি, নীতির লক্ষ্য, বাস্তবায়ন কৌশল, বর্তমান চ্যালেঞ্জ, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক পথনির্দেশনা।

খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় (দ্বিতীয় খন্ড) জেন্ডার বিষয়ক আলোচনা পূর্ণতা পেয়েছে ৯ম অধ্যায়ে। জেন্ডার সমতাকে দারিদ্র নিরসনের কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিকল্পনার দুর্লভ দলিলগুলো যাদের হাতের কাছে নেই তাদের অনুধাবনের জন্য জেন্ডার সমতার এই অংশের উপস্থাপনার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো (ইংরেজী অংশ)।

Chapter 9: Reaching Out The Poor And The Vulnerable Population

Strategies For Poverty Alleviation In Sfyp

Ensuring Social Protection For The Under-Privileged Population

Ensuring gender parity: Despite solid progress in improving gender balance in education and steps towards empowering them in areas of employment and political space, the gender gap between men and women remains large in Bangladesh. The women and girl child in the poor households tend to be worse off compared to male members, labor force participation of female still remains low, and wage differential between male and female still remains substantial. The National Policy for Women's Advancement 2011 provides for the elimination of all forms of discrimination against women, equal rights of inheritance to property and equal partnership in development.

Participation, Social Inclusion And Empowerment

Women's Advancement and Rights

Women frequently experience poverty differently, have different poverty reduction priorities and are affected differently by development interventions. In addressing gender based discrimination, the SFYP will follow a two-pronged approach. Firstly, gender will be integrated into all sectoral interventions. Secondly, attention will be given to remove all policy and social biases against women with a view to ensuring gender equality as enshrined in the National Constitution.

জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

• নারীর অধিকার রক্ষা করা • নারীর চিরায়ত দারিদ্র দূর করা • নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা • অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় নারীকে নিয়োগ দেওয়া • শিক্ষা ও বাজারযোগ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া • খাত ভিত্তিক পরিকল্পনায় নারীকে অংশীদারী করা • নারীর কর্মক্ষেত্রে সহায়ক সেবা দেওয়া • সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রাজনীতিতে নারীর অংশীদারীত্ব বাড়ানো • নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজের স্বীকৃতি দেওয়া • নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা • নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা • জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীকে নিয়োগ দেয়া • নারীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন করা ব নারীর জন্য অ্যাডভোকেসি করা • রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের উৎপাদনকারী নারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া • স্থানীয় ভিত্তিতে নারীদের প্রতি জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়া • পরিবেশ

জনিত বিপর্যয় থেকে নারীদের রক্ষা করা।

পরিকল্পনা মতে নারী উন্নয়নে বর্তমানের চ্যালেঞ্জ

- নারী প্রধান পরিবারের নিম্ন মানের আয় তাদের জন্য বড় সমস্যা • যদিও নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ হয়েছে তবে তাদের আয় কম • দেশে নারী নির্যাতন, নারী পাচার কঠোর রূপ ধারণ করেছে •বাল্য বিবাহের জন্য নারীদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে • প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় নারী অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয় • সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো প্রচলিত আইনের যথার্থ প্রয়োগ হয় না। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকদের জেন্ডার সচেতন হতে হবে।

পরিকল্পনা অনুসারে জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়ন কৌশল

নীতি, আইনগত ও কাঠামোগত কৌশল

- সংবিধানকে ভিত্তি করে সরকার আন্তর্জাতিক ফোরাম- যেমন সিডও, বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনে নারীর জন্য যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

- **কর্মসংস্থান কৌশল**

    - ফরমাল এবং ইনফরমাল সেক্টরে সম পরিমাণ কাজের জন্য সবাইকে সম পরিমাণ মজুরি দেওয়া হবে। শিশুদের জন্য দিবা যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কর্মরত নারীদের অসুস্থতার ইনসুরেন্স থাকবে। এইসব ক্ষেত্রে চাকরির নিরাপত্তা থাকবে।

- **জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা**

    - কন্যা শিশু এবং পুত্র শিশুকে একই নজরে দেখার জন্য অ্যাডভোকেসি করা হবে এবং পারিবারিক কাজে সম অংশগ্রহনের পরিবেশ তৈরী করা হবে। নিরাপদ কর্মস্থল, যাতায়াত সুবিধা এবং অবকাঠামোগত সুবিধা যেমন টয়লেট, খাবার রুম, খাবার সময় ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হবে।

- **শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সুবিধাগত বৈষম্য দূর করা**

    - নারী পুরুষের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত সুবিধাগত পার্থক্য দূর করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

- **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে মেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে**

    - দুর্দশাগ্রস্ত নারীদের জন্য চলমান কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারণে অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারী যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তা নিরসনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ক্ষুদ্র ঋণ দাতাদের এক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

- **রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ**

    - এক্ষেত্রে নারী যাতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচিত হতে পারে তার পরিবেশ

সৃষ্টি করা হবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বস্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

- **নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ**
  - এসবের প্রতিবিধানে বিভাগীয় পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রথমত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হবে। এখানে নারীর শারীরিক চিকিৎসা এবং মানসিক কাউন্সিলিং দেওয়া হবে। এছাড়া পুলিশ, প্রশাসন এবং বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- **মূল ধারা জেন্ডার**
  - যেসব নিয়ম, আইন, ধারা জেন্ডার সংবেদনশীল নয়, সেক্ষেত্রে এসবের সংস্কার করা হবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জেন্ডার সমতার ইস্যুসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সমন্বয় এবং মনিটরিং করা হবে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি**
  - এক্ষেত্রে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ওমেন ডেভেলপমেন্ট এবং এ ধরণের যেসব তত্ত্বাবধায়ক কমিটি আছে তা কার্যকর করা হবে। ওমেন ইন ডেভেলপমেন্ট (উইড) ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে।
- **জেন্ডার ইস্যুকে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।**
  - বাজেট এবং পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে।
- **অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।**
  - নারী যাতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে, উদ্যোক্তার ভূমিকা নিতে পারে, ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য চুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করা হবে এবং সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- **নৃ-গোষ্ঠী নারীদের উন্নয়ন ঘটানো হবে**
  - বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া হবে দরিদ্র নারীদের জন্য, বয়স্ক নারীদের জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের জন্য। এক্ষেত্রে তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সেবা প্রদানের পদ্ধতি উন্নয়নের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- **নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করা**
- এক্ষেত্রে গণমাধ্যম কর্মীদের জেন্ডার সংবেদনশীল করে গড়ে তোলা হবে।
- **অক্ষম/অসুস্থ নারীদের পক্ষে জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি করা**

২. গৃহীত পরিকল্পনায় জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

ইতোমধ্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত উদ্যোগ

- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর

নেতৃত্বে ইতোমধ্যে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। সদস্য সচিব- সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর প্রধান। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ কমিটির সদস্য।

- কমিটির কর্মপরিধিতে বলা হয়েছে- জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কল্পে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে সংশ্লিষ্ট সচিবের সভাপতিত্বে গঠিতব্য ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের রূপরেখা প্রদান এবং কর্মপরিধি নির্ধারণ করবে।

- নির্দেশনা অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটির গঠন এরূপ

১. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব- সভাপতি
২. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/বিভাগীয় প্রধান/যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)/যুগ্ম-প্রধান-সদস্য
৩. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংস্থাসমূহের প্রধানগণ- সদস্য
৪. পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-ডিভিশনের প্রতিনিধি- সদস্য
৫. পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রতিনিধি- সদস্য
৬. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপ-প্রধান/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান-সদস্য সচিব।

সরকারের উদ্যোগকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য কয়েকটি সুপারিশ

ওয়ার্কিং কমিটিতে জেন্ডার রেসপনসিভ প্রতিনিধি নেওয়া

কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সুপারিশ হলো- কমিটিতে পিছিয়ে পরা নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন জেন্ডার রেসপনসিভ প্রতিনিধিত্ব এখানে নেই। এক্ষেত্রে এই সংশ্লিষ্ট ৩ জন পূর্ব অভিজ্ঞ সদস্যকে যুক্ত করার জন্য আমি প্রস্তাব দিতে চাই। এরা হলেন- • সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উইড ফোকাল পয়েন্ট, • একজন জেন্ডার সচেতন প্রতিনিধি, যিনি বেসরকারীভাবে জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়নের সাথে ঐ সেক্টরে দীর্ঘদিন যুক্ত আছেন, • এবং উক্ত মন্ত্রণালয় এর জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট প্রণয়নকারী।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে মনিটরিং কমিটি গঠন

কার্যপত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের জেন্ডার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা সার্বিকভাবে মনিটরিং করার জন্য কোন কমিটির প্রস্তাব করা হয়নি। এক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর ওমেন ডেভেলপমেন্ট ইমপ্লিমেনটেশন অ্যান্ড ইভালুয়েশন কমিটিকে মনিটরিং এর দায়িত্ব দেওয়া যায়। এই কমিটির জবাবদিহিতা রয়েছে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন (এন সি ডব্লিউ সি ডি) এর নিকট। যার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। মহিলা মন্ত্রণালয়-এর উক্ত কমিটির দায়বদ্ধতা রয়েছে পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাফেয়ার্স এর নিকট। এখানে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে উইড ফোকাল পয়েন্ট/নেটওয়ার্ক কমিটি/উইড এসোসিয়েট ফোকাল পয়েন্টদের সাথে। এদের সাথে যুক্ত থাকবেন ফোকাল পয়েন্ট লাইন মিনিস্ট্রি, উইড ফোকাল পয়েন্ট সার্ভিসিং মিনিস্ট্রি। অতএব বহুল সম্পর্কিত এই কমিটির পূনর্জাগরণ ঘটালে এবং সার্বিকভাবে উপরি কাঠামো থেকে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি সৃষ্টি করলে আমরা জেন্ডার সমতা অর্জনে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারব। এ জায়গায় আমাদের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

পরিবীক্ষণ

নীতিগতভাবে আমরা একমত হব যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী হবে পরিমাপ যোগ্য । যার জবাব দিহিতা হবে স্বচ্ছ । জি ই ডি ইতোমধ্যে যে ৩৫টি ইন্ডিকেটর দিয়েছে তার মধ্যে সরাসরি জেন্ডার রেসপনসিভ ইন্ডিকেটর রয়েছে একটি । আর অপ্রত্যক্ষভাবে রয়েছে দুইটি । এই দুটি হলো এডুকেশন এবং হেলথ । যদিওবা প্রতিটি ইন্ডিকেটর বিশ্লেষণ করলে কিছুটা জেন্ডার রেসপনসিভনেস পাওয়া যাবে তারপরও বলতে হয় জেন্ডার রেসপনসিভ ইন্ডিকেটরের সংখ্যা এখানে কম । নারীর অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপর বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশ হওয়া

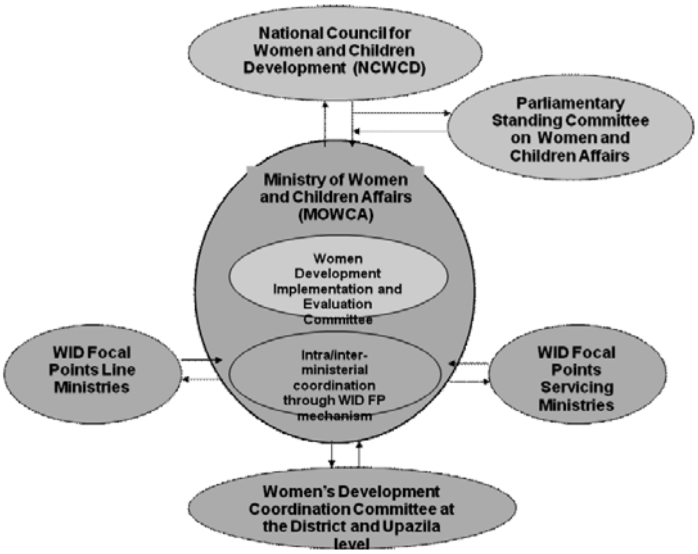

অনেকাংশে নির্ভর করে । ৩৫টি ইন্ডিকেটরের মধ্যে তুলনামূলকভাবে জেন্ডার সেনসিটিভ ইন্ডিকেটরের সংখ্যা খুব কম মনে হচ্ছে । আমরা কেন প্রতিটি গোল-এর বিপরীতে অথবা প্রতিটি মন্ত্রণালয় এর জন্য একটি ইন্ডিকেটর নির্ধারণ করিনা? নারী নির্যাতন একটি ভয়ংকর সমস্যা । এই সমস্যা দূর করাকে আউট কাম ধরে কেন আগামী ৫ বছরের জন্য ইন্ডিকেটর সেট করিনা, ওমেনস পলিটিক্যাল এমপাওয়ারমেন্ট এনহেনস্ড । এটিকে আউটকাম ধরে কেন আমরা ইন্ডিকেটর সেট করিনা?

প্রচার, প্রশিক্ষণ, জবাবদিহিতা ও কর্মমূল্যায়ন

- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নের মূল শর্ত হলো যারা এই পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন, কর্মসূচী পরিচালনা করছেন তারা আদতে জেন্ডার সমতায় বিশ্বাস করেন কিনা? এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন । এসব কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ।

- সরকারী কর্মকর্তাদের বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদনে কোন একটি কলামে চলতি বছরে তিনি জেন্ডার সংবেদনশীল কি কাজ করেছেন তা জানতে চাওয়া যায় । এতে একইসাথে একজন নাগরিক হিসেবে

জেন্ডার সংবেদনশীলতা সম্পর্কে তার ধারণা হবে।

- গৃহীত জেন্ডার সংবেদনশীল কার্যক্রমে গণমাধ্যমে নিয়মিত প্রচার প্রয়োজন। এই প্রচার জনগণের মধ্যে কর্মসূচী সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়াবে। এছাড়া এধরণের প্রচার জনগণের কাছে প্রশাসনের একধরণের জবাবদিহিতা তৈরী হবে।

Monitoring and Evaluation Framework for the Sixth Five Year Plan (Annex Table 9.1)

DRF		Ouncomes	Indicators	Baseline	Target 2011	Target 2015	Source	#
Human Resource Development	Education	Quality Education for all to reduce poverty and increase economic growth	Grade V completion rate by Gender.	Total: 60.2% (2010) Girls: 57% Boys: 53%	59% (gender parity)	75% (gender parity)	BANBEIS	11
			Net enrollment rate in secondary education by Gender|	Total: 44.8% (2009) Girls: 50.8 Boys: 39.5	59% (gender parity)	75% (gender parity)	BANBEIS	12
	Health	Sustainable improvements in health, including family planning particularly of vulnerable groups	% of births attended by skilled health personnel	26% (2010)	31%	50%	MMHS (BMMS)	13
			% of people using modern contracep tives in HPNSDP low performing areas by Gender.	Women: Sylhet: 35.7%/Chitt: 46.8% Male: Sylhet: 4.7/Chitt: 3.1% (2010)	Women: Sylhet: 38%/Chitt: 48% Male: n/a Sylhet: n/a (2010)	Women: Sylhet & Chitt: 65% Men Sylhet and Chitt. n/a	USED	14
Gender		Women and Men enjoy eqal opportunities	% of Women employed in the formal sector	24% (2009)	29%	49%	BBS (LFS)	21

মূল্যায়ন

গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া আই এম ই ডি-এর নিজস্ব মূল্যায়ন ফরমেট রয়েছে। মনে রাখার বিষয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ দ্রুত বেড়ে চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক বছর আগে করা মূল্যায়নের ইন্ডিকেটরগুলো সংস্কার করতে হবে। এক্ষেত্রে ইতোপূর্বে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত **জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও পর্যালোচনা নির্দেশিকা** ব্যবহার করা যেতে পারে।

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্রণালয়-এর এলোকেশন অফ বিজনেসে জেন্ডার সমতার অর্জনের বিষয়টি যথাযথভাবে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

শেষের কথা

এটি দিবা সত্য যে বাংলাদেশের নারী অর্থনৈতিক উন্নয়নের এজেন্ট। অতএব বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ করতে হলে নারীকে সত্যিকার অর্থে আত্মনিয়ন্ত্রিত, আত্মবিশ্বাসী, অর্থনৈতিক এজেন্ট হতে হবে। নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির ধারণা অনুযায়ী- 'প্রত্যেক অর্থনৈতিক এজেন্ট যৌক্তিক হবে' (Individual Rational Agent)| কিন্তু আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে নারীদের সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমঝোতা ভিত্তিক, নিয়ন্ত্রিত ও নির্ভরশীল। চিন্তার দিক থেকে এই নির্ভরশীল নারীকে আমরা যদি যৌক্তিক সিদ্ধান্তকারী হিসেবে পেতে চাই,

তাহলে যেসব কারণ অজান্তে নারীকে এমনকি সমাজকে প্রভাবান্বিত করে সেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে- এক্ষেত্রে বলা যায় নারী অধিকতর বঞ্চনার শিকার হয় তার পরিবারে, পারিবারিক আইনে উত্তরাধিকারে এবং দৈনন্দিন জীবন-যাপনে। বাস্তব জীবনে নারীকে যৌক্তিক, নির্মোহ সিদ্ধান্তকারী করতে হলে নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবার জন্য একই পারিবারিক আইন করতে হবে। এই প্রকৃত সত্যটি অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ তথা রাজনীতিবিদদের আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

এছাড়া নারীর গৃহস্থালী কাজের আর্থিক স্বীকৃতি প্রদান অত্যন্ত জরুরি। এটি করা সম্ভব হলে নারীর আত্মবিশ্বাস বাড়বে, নারীর প্রতি সামাজিক নির্যাতন কমে আসবে। পরিকল্পনা দলিলের বিভিন্ন অধ্যায়ে ২০১১ সালের নারী নীতিকে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের নীতি হিসেবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যা যথার্থ নয়। এই নারী নীতিতে নারীর সম উত্তরাধিকার ঘোষিত হয়নি। অতএব এটিকে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের নীতি বলে গ্রহণ করা যায় না। সাধারণত সিডও দলিলের ক্ষেত্রে আমরা এই বিশেষণ ব্যবহার করে থাকি। বাংলাদেশের নারী পুরুষের সমঅধিকার প্রদানের যে ওয়াদা আমাদের সংবিধানে রয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনাবিদদের যথার্থ অর্থে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে বলতে চাই, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাবিদগণ নির্মোহভাবে দেশে নারীর অবস্থান তুলে ধরেছেন, আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এক্ষেত্রে আরও বলতে চাই ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যথার্থতা নির্ভর করবে এর বাস্তবায়নের দক্ষতার উপর। পরিকল্পনার সারাংশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াদা রয়েছে- Being indicative in nature, the Sixth Plan should be considered as a living document. The implementation of the Plan will be reviewed on an annual basis. Development spending priorities and allocations will be reassessed on an annual cycle to ensure the consistency of these allocations in light of actual resources that are available, effectiveness of implementation and changing priorities in the context of a changing global environment.”। আমরা এ আশাবাদকে সাধুবাদ জানাই।

তথ্যসূত্র

১. Sixth Five Year Plan FY2011-FY2015—Planning Commission Ministry of Planning, Government of the People’s Republic of Bangladesh.

২. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি’র সভার কার্যপত্র।

৩. Annex Table 9.1: Monitoring and Evaluation Framework for the Sixth Five Year Plan

৪. জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা- পরিকল্পনা কমিশন অর্থনীতি বিভাগের মতবিনিময় সভায় হান্নানা বেগমের লিখিত বক্তব্য।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২ ০ ১ ২

স্বাধীনতার চার দশক : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারী

হান্নানা বেগম*

পূর্বকথা

আজ ২৪ মার্চ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মাস। এ ঘোষণার মূলমন্ত্র- "বৈষম্য ভয়াবহ অন্যায়। এর প্রতিবাদ অপরিহার্য।" আর এ বিশ্বাসের গর্ভেই বাংলাদেশের জন্ম। এ বিশ্বাসের ভিত, এ আত্মপ্রত্যয় এতই দৃঢ় ছিল যে অকাতরে জীবন দিয়েছে দেশপ্রেমিক জনগণ। অগণিত নারী নিজের জীবন, স্বামী-সন্তানের জীবন বিপদগ্রস্ত জেনেও আশ্রয় দিয়েছে, খাবার দিয়েছে গোপনে রেখেছে গেরিলা যুদ্ধাস্ত্র ও মুক্তিযোদ্ধাদের। ছদ্মবেশে যুদ্ধ করেছে নারী। আর আহত হয়েছে লক্ষ লক্ষ। কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন তার 'যুদ্ধ' উপন্যাসে একাত্তরে নারীর মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন- 'যুদ্ধাহত বিষণ্ন মাখন বলছে- যুদ্ধ? যুদ্ধে আমি একটি পা হারিয়েছি। তাতে কি হয়েছে, যুদ্ধ এমনই। মেয়েরাতো যুদ্ধ ক্ষেত্রে না যেয়েও অঙ্গ হারায়, সেটি জরায়ুর জখম।' সে যুদ্ধাহত বোনদের প্রতি, ভাইদের প্রতি, শহীদ ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি পরম ভালোবাসা জানিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করছি।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ৮ মার্চ বিশ্ব নারীর বিজয়ের মাস। ১৮৫৭ সালে এ দিবস উদযাপনের মধ্যে বস্ত্রশিল্প কারখানায় মালিক পক্ষের আ□মনে নারী শ্রমিকদের জীবন দিতে হয়েছে। রক্ত দিতে হয়েছে। আন্দোলনের ইস্যু ছিল শ্রমিক হিসেবে নারী-পুরুষের সমঅধিকার। সম্মান জানাতে চাই এ আন্দোলনের পুরোধা জার্মান স্যোশাল পার্টির অন্যতম নেত্রী ক্লারা জেটকিনকে। যিনি বলতেন "মানব সভ্যতার মূল্যবান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী মেয়েরা পারে সন্তানদের মধ্যে উপনিবেশ বিরোধী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে।" আমি সম্মান করি তার প্রতিবাদী চেতনাকে, উচ্চ কণ্ঠে বলতে চাই 'ক্লারা জেটকিন আমরা তোমায় ভালোবাসি।'

প্রবন্ধের শিরোনাম স্বাধীনতার চার দশক : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারী। সময়কাল '৭১ এর বিজয় থেকে ২০১১ এর স্বাধীনতা দিবস। প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য স্বাধীনতার চার দশকে নারীর অর্জন তুলে ধরা এবং একই সাথে আগামীর জন্য আলোর পথ সন্ধান।

প্রবন্ধের ভূমিকা অংশে আমি দুটি বিষয় তুলে আনতে চাই এর প্রথমটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে জাতীয়

---

* পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত **"স্বাধীনতার চার দশক : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারী"** শীর্ষক সেমিনারে প্রবন্ধটি পঠিত হয়। সেমিনার স্থান : অর্থনীতি সমিতি মিলনায়তন, ঢাকা। তারিখ : ২৪ মার্চ ২০১২

আন্তর্জাতিক পটভূমিকা, দ্বিতীয়টি স্বাধীনতার চার দশকে বাংলাদেশের নারীর অনন্য অর্জন যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীর অবস্থা ও অবস্থান বিনির্মাণে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকা- স্বাধীনতা পূর্বকালে ষাটের দশক থেকে বাংলাদেশের এ ভূখন্ডে কৃষিতে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ছিন্নমূল হয় পরিবার। প্রতিবেলার ক্ষুধা থেকে স্বামী-সন্তানকে বাঁচানোর জন্য নারী সামনে যে কাজটি পায়, সমুদ্রেপরা মানুষের খড়কুটা অবলম্বনের মতো তাই অবলম্বন করে। মজুরির বৈষম্য, কাজের ধরণ, প্রয়োজনের নিকট সবই উপেক্ষিত হয়। ছিন্নমূল নারী হয়ে উঠে শ্রমজীবী মানুষ।

সত্তরের দশক থেকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি মধ্যবিত্ত পরিবারের মানানসইভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব করে তোলে। প্রয়োজনের পীড়ন ও নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পরিবারের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাঙ্গন ধরায়। বিভিন্ন পেশায় নারী নিয়োজিত হতে উদ্যোগী হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, উচ্চবিত্ত পরিবারের রক্ষণশীলতার বাধাকেও কিছুটা শ্লথ করে তোলে। অর্থনীতির প্রতিটি স্তর থেকে খুব নিম্নহারে হলেও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নারী নানা পেশায় মান্বয়ে নিয়োজিত হতে থাকে।

আন্তর্জাতিক বিশ্বে ৬০ এর দশকে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে নারীবাদী আন্দোলনের যে স্ফুরণ ঘটে তা প্রবল চাপ সৃষ্টি করে উন্নয়ন চিন্তার ওপর। এর ফলে উন্নয়নে নারী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। বিশ্ব শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পায়।

১৯৭৪ সালে পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি ভাবনাচিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। লক্ষ্যবস্তু হিসেবে তত্ত্ব বেরিয়ে আসে যে, মহিলাদের অর্থনৈতিক কাজে অংশীদার করতে পারলে তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ হবেন। এ সময়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার পুঁজিপ্রবাহে নারী উন্নয়ন বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত হয়। কোনো কোনো বিদেশী সাহায্য সংস্থা নারীশিক্ষা ও নারী কর্মসংস্থানকে সাহায্যের শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাত্র ৪ বছরের মধ্যে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ ও ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে নারীদশক ঘোষণা করে।

সত্তরের দশকের শুরু থেকে টার্গেট গ্রুপ অ্যাপ্রোচের ফলাফল হিসেবে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন সংস্থাসমূহের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং তারই সংযোগ প্রভাবে বাংলাদেশে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা বা এন.জি.ও. কার্যমের সম্প্রসারণ ঘটে ৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে। এই এন.জি.ও. সমূহ যে তহবিল যোগান দেয় সেখানে নারী বিষয়ক কর্মসূচি ছিল উল্লেখযোগ্য। নারী শিক্ষা, নারীকে ঋণদান, নারীর সচেতনায়ন, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কর্মসূচির জন্য যে তহবিল যোগান হতে থাকে তা এন.জি.ও.- গুলোর কর্মতৎপরতা নির্ধারণ করে অনেকখানি। এর ফলে বাংলাদেশে ৮০'র দশকে এনজিও এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ২০ লক্ষাধিক নারী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় আসে।

অন্যদিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে শ্রম খুব সস্তা হওয়ায় সত্তরের দশক থেকেই এদেশে শ্রমনির্ভর শিল্প গড়ে ওঠে। অধিকতর দরিদ্র হওয়ায় এবং দরকষাকষির ক্ষমতা না থাকায় এ শ্রমবাজারে শ্রমিক হিসাবে নারী প্রথম সারিতে চলে আসে। একই দশক থেকে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে, এন. জি. ও সংস্থার কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। এ সমস্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভাব নারীকে শ্রমশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশে সহায়তা করে। ত্বরান্বিত ও প্রভাবান্বিত করে সরকারের নীতি নির্ধারণ ও পারিবারিক সিদ্ধান্তকে।

স্বাধীনতার চার দশকে বাংলাদেশে নারীর ব্যতিমধর্মী অর্জন- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ দেশের দ্রুত জন্ম হার হ্রাস। প্রজনন বয়সের নারীগণ বিপুলভাবে গর্ভনিরোধক ব্যবহার করায় এটি সম্ভব হয়েছে। • জনসংখা বৃদ্ধির হার ২০ বছরে ৩.৩ শতাংশ থেকে ২০০৩ সালে ১.৪৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এ হারে জনসংখ্যা হ্রাস পেতে ইউরোপে প্রায় ২০০ বছর লেগে ছিল। • সম্প্রতি শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে

হ্রাস পাওয়ায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী পুরস্কৃত হয়েছেন। এই অর্জন - নারীর, এ পরিশ্রম, এই নিষ্ঠা নারীর। • প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে শিশুর সমহারে মেয়ে শিশুর উপস্থিতি, মাধ্যমিকস্তরের মেয়েদের গৌরবময় ফলাফল নারীর দূরদৃষ্টি প্রমাণ করে। • সর্বোপরি ক্ষুদ্র ঋণ পরিশোধে অনন্যভাবে নিয়মিত থেকে নোবেল বিজয়ের অর্ধেক সম্মাননা পাওয়ার বিরল সম্মান অর্জন করেছে বাংলাদেশের নারী। তারা নিজেরাও সম্মানিত হয়েছেন, জাতিকে সম্মানিত করেছেন। আস্থা অর্জন করেছেন ঘরে বাইরে। গতিশীল করেছেন বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা।

স্বাধীনতার চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতে নারীর অবস্থানের মূল্যায়ণের জন্য আমি কয়েকটি সূচকের ব্যবহার করেছি সূচক সমূহ হলো-

(১) শ্রমশক্তিতে নারীর অর্জন ও সম্ভাবনা,
(২) বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন : পরিবার, নারী সংগঠনসমূহ, বেসরকারী সংস্থাসমূহ।
(৩) বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে নারীর জন্য বরাদ্দ ও কর্মসূচী বিশ্লেষণ।
(৪) জাতীয় বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীলতা।
(৫) বাংলাদেশের নারী অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সনদের প্রভাব।

১. শ্রমশক্তিতে নারীর অর্জন ও সম্ভাবনা

বিজয়ের চার দশকে বাংলাদেশে নারীর পরিসংখ্যান ভিত্তিক শ্রমচিত্র (%)

যা স্বাধীনতার চার দশকে নারীর অর্জনকে তুলে ধরে।

সারণি-১ বিশ্লেষণে দেখা যায় নারী শ্রমশক্তির শতকরা হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। যা ১৯৭৪ সালে ছিল শতকরা ৪.১ শতাংশ। ২০০৬ সালে হয়েছে ২৯.২ %।

সারণি-২ এ দেখা যাচ্ছে ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০২-০৩ সময়ের মধ্যে তুলনামূলক পরিসংখ্যান আমাদের বলছে বাংলাদেশে শহর/গ্রাম নারী/পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমশক্তি বেড়ে চলেছে। সারণির ২য় অংশে যৌগিক প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে ২০০২-০৩ সালে। এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রবৃদ্ধির হার নারী পুরুষ নির্বিশেষে শতকরা ৪.৪%। এটি বাংলাদেশে একধরণের উন্নয়নের ঘোষণা দিচ্ছে। পুরুষের ক্ষেত্রে এটি ৩.৮% এবং নারীর ক্ষেত্রে ৬.৫%,

সারণি ১

সময়	জাতীয়	পুরুষ	মহিলা
১৯৭৪	৪৩.৮	৮০.৪	৪.১
১৯৮১	৪৪.৩	-	৪.৩
১৯৮৪	৪৩.৯	৭৮.৫	৮.০
১৯৮৫	৪৩.৯	৭৮.২	৮.২
১৯৮৬	৪৬.৫	৮১.৪	৯.৯
১৯৮৯	৪৭.০	-	-
১৯৯১	৪৮.৮	-	-
১৯৯৬	৫২.০	৮৭.০	১৫.৮
২০০০	৫৪.৯	৮৪.০	২৩.৯
২০০১	-	-	-
২০০৩	৫৭.৩	৮৭.৪	২৬.১
২০০৬	৫৮.৫	৮৬.৮	২৯.২

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস্, লেবার ফোর্স সার্ভে।

আবার শহর এলাকায় এ প্রবৃদ্ধির হার নারীর চেয়ে পুরুষের ক্ষেত্রে বেশী। গ্রামে পুরুষ শ্রম শক্তির প্রবৃদ্ধির হার ২.৯%, নারীর ৬.২। যা পুরুষের চেয়ে নারী শ্রমশক্তি বৃদ্ধির হারের ঘোষণা দেয়। শ্রম শক্তি প্রবৃদ্ধির এই চিত্র

সারণি ২

বার্ষিক গড় শ্রমশক্তি প্রবৃদ্ধির হার শ্রমশক্তি (হাজার)

সময় এবং উৎস	বাংলাদেশ			শহর			গ্রাম		
	উভয়	পুরুষ	মহিলা	উভয়	পুরুষ	মহিলা	উভয়	পুরুষ	মহিলা
১৯৯৯-২০০০ LFS	৪০৭২৮	৩২১৭১	৮৫৫৭	৯২২৮	৭০৮৫	২১৪৩	৩১৫০০	২৫০৮৬	৬১৪১
২০০২-২০০৩ LFS	৪৬৩২৪	৩৫৯৭৮	১০৩৪৬	১১২৮৫	৮৬১৪	২৬৭১	৩৫০৩৯	২৭৩৬৪	৭৬৭৫
Annual compound growth rate (শতাংশ)									
২০০২-২০০৩ LFS	৪.৪	৩.৮	৬.৫	৬.৯	৬.৭	৭.৬	৩.৬	২.৯	৬.২

Annual compound growth rate (শতাংশ)
Note: LFS-Labour Force Survey Conducted by BBS
Source: Labour Force Survey 2002-2003, Bangladesh Bureau of Statistics, December-2004.

প্রমাণ করে, সুযোগ ও সম্ভাবনার দ্বার খোলা থাকলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী অবদান রাখতে পারে।

সারণি-৩ থেকে আমরা যে তথ্য পাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৫-৯৬ সালে নারী নিয়োগ কর্তা ছিলেন শতকরা ০.১ জন আবার এটি -২০০২-০৩ সালে হয়েছে শতকরা ০.২ জন। স্বনিয়োজিত নারী ৯৫-৯৬ সালে ছিল শতকরা ৮.৩ জন। ২০০২-০৩ সালে এটি দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৫.৬ জনে। অর্থাৎ ৭ বছরে নারী আত্মকর্মসংস্থানের সংখ্যা শতকরা তিনগুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার নারী যে বাইরের কাজ করছে তা দিন দিন বাড়ছে, দিন মজুরের পরিসংখ্যান তাই বলে। ৯৫-৯৬ সালে এটি ছিল শতকরা ৫.৭ জন এবং ২০০২-০৩ সালে এটি হয়েছে ১০.১ যা

সারণি ৩

বাংলাদেশে ১৫ বছর এবং তার বেশী বয়সী যারা কর্মে নিয়োজিত আছেন,
তাদের নিয়োগের অবস্থা অনুযায়ী শতকরা বিভাজন

নিয়োগের অবস্থা	জনশক্তি জরিপ ১৯৯৫-৯৬জনশক্তি জরিপ ২০০২-০৩					
	পুরুষ	মহিলা	উভয়	পুরুষ	মহিলা	উভয়
নিয়োগকর্তা	০.৪	০.১	০.৩	০.৫	০.২	০.৪
স্বনিয়োজিত	৪৬.৮	৮.৩	৩২.২	৫১.৮	২৫.৬	৪৬.১
কর্মচারী	১৪.৬	৭.৬	১১.৯	১৪.২	১৪.০	১৪.১
অবৈতনিক পারিবারিক শ্রমিক	১২.৭	৭৮.৩	৩৭.৭	১০.১	৩৬.২	১৮.৯
দিনমজুর	২৫.৫	৫.৭	১৭.৯	২৩.৫	১০.১	২০.৫
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

Source: Various issues of LFS Conducted by BBs.

প্রায় দ্বিগুণ।

সারণী -৪ ব্যাখ্যা করলে এক কথায় বলা যায়, ১৯৯৯ সালে বিসিএস প্রশাসনে নারী কর্মকর্তার মোট শতকরা হার ৮.৫৪%, আর ২০০৬ সালে এটি হয়েছে ১৫.০৫% যা একদিকে নারীর অগ্রগতি বোঝাচ্ছে কিন্তু অন্যদিকে মোট নারী নিয়োগের হার শতকরা মাত্র ১৫.০৫%। যা সরকারী সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নারীর স্বল্প প্রতিনিধিত্বের চিত্র বহন করে।

নারীর পেশাভিত্তিক শ্রমচিত্র

গৃহিনী

সন্তান ধারণ এবং সংসারের পুনরুৎপাদনমূলক কাজ একজন গৃহিনীর স্বীকৃত কাজ। কিন্তু সন্তান ধারণের যে

সারণী-৪
বিসিএস প্রশাসনে কর্মকর্তাদের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন

পদ	১৯৯৯				২০০৬			
	মোট	পুরুষ	মহিলা				মহিলা	
			সংখ্যা	শতকরা	মোট	পুরুষ	সংখ্যা	শতকরা
মোট	৪৩৬৯	৩৯৯৬	৩৭৩	৮.৫৪	৪৪৯২	৩৮১৬	৬৭৬	১৫.০৫

সূত্র ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (Database on women and children Issues,May 2008,Ministry of women and children Affairs)

অসামান্য ক্ষমতা এবং দৈনন্দির পূনরুৎপাদনমূলক কাজের যে শ্রমশক্তি কোনটির উপরে তার অধিকার থাকে না। স্বীকৃতি থাকে না। সন্তান যেমন তার নয়, সংসারের যে কাজ তারও কোন স্বীকৃতি নেই। অর্থনীতির জেন্ডার অন্ধত্বের কারণে একই কাজ বাইরে করে পুরুষ যে আয় করে, পরিবার পোষণ করে, পরিবারের কর্তা হয়, নারী তা ঘরে করে পরনির্ভরশীলরূপে পরিচিতি লাভ করে। পুরুষ ভাত দেয় বলে সাধারণের ভাষায় নারীর ভাতার হয়। শ্রেনী, ধর্ম, সম্প্রদায় ভেদে সামাজিক অবস্থানের বেশ খানিকটা হের ফের হলেও নারীর অধস্তনতার মুল সুরটি একই থেকে যায়। এটি বিশ্বচিত্র, এটি বিশ্বআয়না। বাংলাদেশ তার মতই একটি দেশ।

জাতিসংঘ বলছে- যেহেতু নারীর সাংসারিক কাজকে উৎপাদনমূলক বা অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়না- তাই প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতি থেকে Invisible Contribution হিসেবে ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায়, অর্থাৎ তা পরিমাপ করা হয়না।

১৯৯৪ সালে অর্থনীতিবিদ শামীম বলছেন ঘরের ভেতরে এবং বাইরে নারীর কাজগুলোর অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করলে বাংলাদেশে জিডিপিতে নারীর অবদান দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আর সাম্প্রতিক কালে (২০০০) বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত বলছেন- হিসেব অনুযায়ী গৃহস্থালী কর্মকান্ডে নারীর অবদানের অর্থনৈতিক মূল্য পরিমাপ করলে বাংলাদেশের জিডিপিতে নারীর অবদান হবে ৪৮ শতাংশ। এখানে অর্থনীতির ইতিহাস হলো ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘ যখন প্রথম সিস্টেমস অফ ন্যাশনাল একাউন্টস (SNNA) পদ্ধতি প্রকাশ করে তখন তাতে যে সমস্ত পণ্য এবং সেবা ঘরের ভেতরে ভোগের জন্য উৎপাদিত হয়, এবং যা বাজার জাত করা হয় না তাকে জিডিপির বাইরে রাখা হয়। পরে ১৯৯৩ সালে ইউনাইটেড ন্যশন কিছুটা সংশোধন করে তাতে পারিবারিক ভোগের জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের সেবাকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বলে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে ৮২টির বেশী দেশ গৃহস্থালী কাজে ব্যয়িত সময়ের জরিপ পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের সরকারকে এদিকে মনোযোগী হতে হবে। নারীর অর্থনৈতিক পরিচিতির জন্য এটি একান্ত প্রয়োজন। এটির অভাবে নারীর পরিচিতির সংকট হয়। আত্মবিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নারী গরীব বলে তার গায়ে সবাই হাত তুলতে সাহস পায়।

কৃষক নারী

কৃষক মানেই পুরুষ। আমাদের বইগুলোতে কৃষকের জায়গায় একজন পুরুষের ছবি আছে। অথচ কৃষিজ উৎপাদন

বপনের প্রথম দিককার কাজ এবং শেষের কাজগুলো নারীরা করে থাকে। তবে এসব অর্থনৈতিক কাজ বলে সমাজে স্বীকৃত নয়। যেজন্য নারীকে সাধারণভাবে কৃষক বলা হয় না। তবে নারী যে কৃষক এবং কৃষি কাজ করে এটি প্রমানিত হয়েছে বাংলাদেশের ১৯৯৫-৯৬ সালের শ্রম জরিপে। দেখা গেছে, ১৯৮৫-৮৬ সালে শ্রম শক্তি ছিল ৩০.৯ মিলিয়ন এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে তা হয় ৫৬.০ মিলিয়ন। এই শ্রম জরিপে নারীর অংশগ্রহণ যথাযথভাবে বিবেচনা করায় শ্রমশক্তির পরিমাণ বেড়ে যায়। শেষোক্ত শ্রম জরিপে গৃহপালিত পশু, হাঁস-মুরগী খামার, ধান ভানা, সিদ্ধ করা, শুকানো, ঝাড়া, প্রক্রিয়াজাতকরণ, খাদ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর গ্রামাঞ্চলে নারীরাই এ কাজ গুলো করে থাকে। কিন্তু এগুলোর বাইরে আরো অনেক কাজ আছে যা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচিত হয় না। এই স্বীকৃতি হীনতার কারণে রাষ্ট্রীয় সকল কৃষি পরিকল্পনার টার্গেট হয় পুরুষ। নারী নয়। যদিও বিশ্ব খাদ্য দিবস '৯৮ উদযাপনের জন্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছে 'অন্ন যোগায় নারী', এই প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে। মূলতঃ কৃষিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি প্রদানই ছিল ঐ বছরের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য কিন্তু বিশ্ব পরিসরে এধরনের চিন্তা ভাবনার সূচনা হলেও সাধারণত কৃষিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি এখনও সুদূর পরাহত।

বাংলাদেশ সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০১১ এর নারী নীতিকে সরকারের অনুসরণীয় নীতি বলে ঘোষণা দিয়েছে। এই নীতিতে রয়েছে- ক্রমিক নং-৩১.১ জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষি শ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। ক্রমিক নং-৩১.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে নারী কৃষি শ্রমিকদের সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা হবে, কৃষিতে নারী শ্রমিকদের মজুরী বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমকাজে সম মজুরীর নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ক্রমিক নং-৩১.৪ কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, কৃষক কার্ড, ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কৃষি শ্রমিকদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

বাংলাদেশের নারীদের নামে জমি নেই। এজন্য নারীগণ কৃষক কার্ড পায়না। অথচ তারা কৃষি কাজ করে থাকে। অতএব এক্ষেত্রে তাদের কৃষক স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। সামনে কৃষি বীমা দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি না পেলে নারী কৃষক এই সুবিধা সমূহ পাবে না। যার পরিণামে কৃষির উৎপাদন কম হবে।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় মৌসুম বহির্ভূত সময়ে একজন নারীর সাপ্তাহিক আয় পুরুষের ৪২%। নারীর মজুরির হার পুরুষের প্রায় অর্ধেক। কৃষক নারীর সামাজিক অজ্ঞতা কমবেশী আমাদের জানা। ঘরের বাইরে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম দেওয়া অনেক সময় তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এ কারণে জীবন নির্বাহ করার জন্য ও গৃহকাজে নারীর শ্রম অস্বীকৃত, যে নারীকে আমরা গৃহবধূ বলে থাকি তারা আসলে কৃষি শ্রমিক এবং ক্ষুদ্রায়তন বাজারে উৎপাদক।

চা শিল্পে নারী

এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের ৬০ শতাংশেরও বেশি নারী। বছরে প্রায় বারো মাসই এই নারী গোষ্ঠি সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করেন। কাজ করতে হয় বৃষ্টিতে ভিজে না হয় সূর্যতাপে পুড়ে। তবে এই পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা অতি সামান্য মজুরি পেয়ে থাকে। দেখা গেছে তাদের কাজের পরিবেশ ও কাজের শর্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমানবিক। (khan 1991, BPMI 1997, Saha2001, Paul-Mazumder 2001) এ অমানবিক শ্রম পরিবেশ তাদেরকে Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work অনুযায়ী শ্রমিকগণ যে কর্ম পরিবেশ পাওয়ার অধিকার রাখে তা থেকে দারুনভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রটির জন্য বহু ক্ষেত্রেই আলাদা শ্রমআইন রয়েছে। দেশের মূল স্রোতধারার অনেক উন্নয়ন এবং কল্যাণ এ ক্ষেত্রটিতে পৌছায় না। এর ব্যবস্থা নিতে হবে।

কিন্তু চা বাগানে পদোন্নতির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভিত্তিক বৈষম্য লক্ষণীয়। পাতা উত্তোলনকারীরা পদোন্নতি পেয়ে সর্দার হন। কিন্তু চা উৎপাদনে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মধ্যে সর্দার শ্রেণীর শ্রমিকের সংখ্যা পাওয়াই যায়নি। অথচ চা উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকের অধিকাংশই নারী। ব্যবস্থাপনা পর্যায়েও নারীদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। কিন্তু আশার বিষয় হলো এসব নারী শ্রমিকের মধ্যে যারা পঞ্চায়েত কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত তাদের অধিকাংশই এসব বৈষম্য সম্পর্কে জানেন। নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারে তারা নিজেরা মনে করেন যে, পুরুষদের তুলনায় নারীরা কম শিক্ষিত হওয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের মতামত প্রদানের অধিকার কিছুটা কম। গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় ৮৭ শতাংশ মহিলা চা শ্রমিক অশিক্ষিত। ব্যাপকহারে এসব অশিক্ষিত মহিলা চা শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে পুরুষ সর্দার এবং টিলা বাবুদের দ্বারা প্রতারিত হন। সারাদিনের উত্তোলিত চা পাতার পরিমাণের/ওজনের উপর শ্রমিকদের পারিশ্রমিক নির্ভর করে। কেননা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের নিচে চা পাতা উত্তোলন করলে তাদের পারিশ্রমিক কাটা হয়। আবার নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি চা পাতা উত্তোলন করলে তারা মজুরি বেশি পায়। অশিক্ষিত হবার কারণে ওজনের মাপ সম্পর্কে তাদের ধারণা খুবই কম। এক্ষেত্রে সর্দার ও টিলাবাবু শ্রমিকদের উত্তোলিত চা পাতার ওজন কম বললেও এ বিষয়ে প্রতিবাদ করার যোগ্যতা ও সাহস কোনটাই তাদের নেই। গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষ চা শ্রমিকেরা গড়ে সপ্তাহে যেখানে ১৮০ টাকা আয় করেন সেখানে মহিলা চা শ্রমিকরা আয় করে ১৫০ টাকা। নারী ও পুরুষের আয়ের এই ৩০ টাকা ব্যবধান এটিই প্রমাণ করে যে, অশিক্ষিত হওয়ার কারণে মূলত নারী চা শ্রমিকরা কাজে উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত এবং বেশি পরিমাণ চা পাতা উত্তোলন করেও ওজন/মাপের ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে।

নারী শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তাদের কর্মকে Decent করার জন্য বাল্য বিবাহ এবং বাল্য মাতৃত্ব রোধ করা অতি জরুরি। এই দুই কারণের জন্য নারী শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি দারুণভাবে খর্ব হয়। বাল্য বিবাহ এবং মাতৃত্ব দূর করার জন্য জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে কিশোরীদের অধিকার সম্পর্কে চা বাগানের নারী গোষ্ঠিকে সচেতন করা। এক্ষেত্রে এনজিও এবং নারী সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি বাগানে মহিলা শ্রমিকদের এ ব্যাপারে সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে। তাছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য যত্ন, প্রজনন স্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন প্রশিক্ষণ প্রদানও একই সঙ্গে করতে পারে।

নির্মাণ কাজে নারী শ্রমিক

নির্মাণ কাজে নিয়োজিত নারীদের প্রতি শোষণের দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় হলো: এরা গ্রামে থাকার সময়ে জোতদার-মহাজনের দ্বারা প্রতারিত-শোষিত হয়ে জমি হারিয়ে শহরে আসে। বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা এসব জোতদার মহাজনের পেছনে খুঁটি হিসেবে রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায় হলো: নির্মাণ কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিককে পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। যদিও প্রায়ই নারী শ্রমিককে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে আরো বেশি শ্রম দিতে হয় কিন্তু কোন অতিরিক্ত পারিশ্রমিক তাকে দেয়া হয় না।

গৃহশ্রমিক হিসেবে নারী

প্রাচীন ভারতে আদি কাল থেকেই গৃহ শ্রমিকেরা গৃহশ্রমে নিয়োজিত। আর এই পেশার উৎপত্তি প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রচলিত দাসবৃত্তি থেকে। দাস বা দাসীবৃত্তি ছিল প্রাচীন ভারতের একটি অনুমোদিত সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা। বাংলাদেশে যদিওবা এ ব্যবস্থার প্রচলন নেই তবে এর রেশটুকু রয়ে গেছে। গৃহশ্রমিক যারা বাসায় কাজ করে তাদের জন্য সরকারী কোন আদেশ না থাকায় এদের প্রতি ব্যবহার খুব কমই মানবেতর হয়। আবার এদের পাওনার পরিমাণ অত্যন্ত কম। বর্তমান সরকার (২০০৮ এ নির্বাচিত) এ বিষয়ে উদ্যেগে নেবে বলে পত্রিকান্তরে জানা গেছে। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি।

পোশাক শিল্পে নারী

পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের ৩৬ লাখের মধ্যে ৩০ লাখ নারী। (বি.জি.এম.ই এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারের মূল প্রবন্ধ-দেশের বার্তা-মার্চ ১৯, ২০১২)। এ শিল্প দেশের ৭৫ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। তাই প্রকারান্তরে দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও নারীর শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। তবে পোশাক শিল্পে যারা কাজ করে তাদের জীবিকার জন্য কাজ করতে হয় শৈশব থেকেই, অন্যের বাড়িতে। গার্মেন্টস তাদের জন্য একটি তুলনামূলক সম্মানজনক জায়গা। কিন্তু সেটি কিরূপ মজুরি? মজুরি খুব কম। সেটাও সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়া। দিনে রাতে ১২/১৪ ঘন্টা কাজ করতে হয়। বেতন ওভারটাইম নিয়মিত পরিশোধ করে এরকম গার্মেন্টস কারখানা খুঁজে পাওয়া যেমন দায়, আবার বকেয়া মজুরির অভিজ্ঞতা নেই, এরকম শ্রমিকও খুঁজে পাওয়া ভার। কারখানার ভিতরে ও বাইরে অনিরাপত্তার ভয়ে এরা তটস্থ থাকে। এটি আমাদের চোখে পড়ে যখন শিফট্ পরিবর্তনের পর দলে দলে দ্রুত পায়ে তারা ছুটে চলে। দলের ভিতর দ্রুত হাঁটার প্রধান কারণ পথে-ঘাটে অজস্র লোভী চোখ, কটূক্তি ও সরাসরি আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা। ছিটকে পড়া কিশোরী শিকার হয় দুর্বৃত্ত ও দানবদের। উঠিয়ে নিয়ে যায়, নির্যাতনের উৎসব হয়। তারপর কোথাও আগুনে পুড়িয়ে, কোথাও এসিড মেরে, কোথাও ছুরি মেরে খুন করা হয়, প্রমাণ শেষ করে দেবার জন্য। এসব টুকরো খবর কখনও পত্রিকার পাতায় আসে, কখনও আসেনা। গার্মেন্টস শ্রমিক মেয়েদের প্রতি সমাজের এক ধরনের অসম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা দুর্বৃত্তদের দুর্বৃত্তায়নকে সহজতর করে। শুধু পথেঘাটেই নয় গার্মেন্টস কারখানার ভেতরেও নারী শ্রমিক অব্যাহত ঝুঁকির মধ্যে থাকে। সমাজ এগুলোকে স্বাভাবিক হিসেবেই ধরে নেয়। কারখানার ভেতরে কি ঘটে এ সম্পর্কে শ্রমিকেরা খুব একটা মুখ খুলতে চায় না। কারণ নিয়োগপত্র নেই, ট্রেড ইউনিয়ন নেই, যে কোনো কথায় অপরাধ বিবেচিত হলে এক কথায় চাকুরি চলে যায়। এ বিষয়ে প্রতিমা পাল মজুমদারের গবেষণা রয়েছে, দীনা সিদ্দিকী যৌন হয়রানির বিষয়টিও দেখাতে চেয়েছেন। দেখা গেছে- গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে ধর্ষণ খুব সাধারণ ঘটনা। গার্ড থেকে এম. ডি. এমন কি বায়ারদেরও যেন সহজলভ্য সব নারী শ্রমিক।

এরপর আছে পুড়ে, পিষ্ট হয়ে, ত্রুটিযুক্ত ভবন ধসে পড়ে মরার ঘটনা। তারপর শুরু হয় সরকার ও মালিক যৌথ চেষ্টায় মৃত্যুর সংখ্যা কম দেখানোর এক নিষ্ঠুর পরিকল্পিত আয়োজন। মৃতের সংখ্যা বাড়লে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যদিও তার পরিমাণ খুব অল্প।

ক্ষুদ্র ঋণ প্রক্রিয়া ও আত্ম কর্মসংস্থানে নারী

মানুষের ভেতরে যে বিপুল সম্ভাবনা ও সৃজনশীলতা রয়েছে তাকে উন্মুক্ত করাই যথার্থ কাজ। এ তত্ত্বকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশের জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণের মডেলটি এখন বিশ্ব স্বীকৃত। ড. ইউনুস ও তাঁর তৈরি গ্রামীণ ব্যাংককে ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। ৬৩ লক্ষ নারীসহ ৬৬ লক্ষ সদস্য রয়েছে এই ব্যাংকের অধীনে। ড. ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বড় সাফল্য হচ্ছে গ্রামীণ গরীব নারীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা। গ্রামীণ ব্যাংকের আপাতত সাফল্যের কারণে এর সাথে সরকারী সহায়তা যুক্ত হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকসহ দেশে সক্রিয় এনজিও তৎপরতা সম্বন্ধে দু' ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বি আই ডি এস পরিচালিত গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ফলাফল (২০০২) বা প্রভাব শীর্ষক গবেষণায় দেখা যায়, ঋণ গ্রহীতা নারীগণ পরিবার ও সমাজের খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যের অবস্থা, পারিবারিক আয়, শিল্প ইত্যাদি বহুমুখী খাতে উন্নয়ন ঘটিয়ে, সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ঋণের ঋণ ব্যবস্থাপনা সুদের উচ্চহার, ইত্যাদি বিষয়ে সমাজে গুরুতর আপত্তি রয়েছে। আপত্তির মধ্যে রয়েছে সুদের হার, ঋণ দেওয়ার নীতি এবং একই এলাকাতে একাধিক ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম। সুদের হারের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে কার্যক্রম ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থ আদায়, ঋণ দেওয়া ছাড়াও অধিকাংশ ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। এজন্য এটিকে সুদের হার না বলে সার্ভিস চার্জ বলা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে এ হার যাকে সার্ভিস চার্জ অথবা সুদের হার বলা হয়

তা কত হওয়া উচিত।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে আগামী ৩০ জুনের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণের কার্যকর সুদের হার সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে। যেসব ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ব্যর্থ হবে তাদের বিরূদ্ধে ১লা জুলাই থেকে ব্যবস্থা নেয়া হবে। অনেকের কাছে 'সুদের হার ২৭ শতাংশ নির্ধারণ করায় মনে হতে পারে সুদের হার বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো সুদের হার ১৫ শতাংশ হলে কার্যকরী সুদের হার দাঁড়ায় ৩৪-৩৫ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকরী সুদের হার ২৭ শতাংশে নামিয়ে আনতে বলেছে। ক্ষুদ্রঋণ দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাণিজ্যিক প্রবণতা রোধ করতে হবে।

সম্প্রতি ২০০১ জন ঋণ গ্রহীতার উপর গবেষণা পরিচালনায় দেখা গেছে ৪৮% বলেছেন কিস্তি পরিশোধের জন্য তাদের অনেক সময় অধিকতর সুদের হারে মহাজনদের কাছ থেকে ধার নিতে হয়, ঘরের ছাগল ও তৈজসপত্র বি[illegible] করতে হয়। শতকরা ৫২ জন বলেছেন কিস্তি পরিশোধের জন্য ঐ নির্দিষ্ট ঋণের আয় ছাড়াও অন্যান্য সূত্রে অর্থ ব্যবহার করতে হয়। অনেক সময় খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ও হতে পরে। ৯৬% বলেছেন সপ্তাহান্তে কিস্তি পরিশোধের জন্য তাদের সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। (Dr.Qazi Kholiquzzan Ahmad- 'Socio Economics and Indebtedness-Related Impact of Micro-Credit in Bangladesh'-2007)।

শেষোক্ত প্রশ্ন হলো একই এলাকায় একাধিক ঋণ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান যা অনেক সময় নিরক্ষর নারীদের প্রয়োজনের কাছে দিকহারা করে দেয়। অনেক সময় পরিবারের প্রয়োজনে তারা কয়েকটি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। পরবর্তীতে অবস্থাটি এরূপ দাঁড়ায় যে, ঋণ গ্রহীতা নিজের বসবাসের এলাকা ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়। যা কখনও মানবিক নয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত নারী

সাংবাদিকতা নারী -পুরুষ উভয়ের জন্যই একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। নারীর জন্য আরও কঠিন। কারণ গণমাধ্যম কাঠামো পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো। তারপরও এ দেশের সাহসী তরুণীগণ শুধু শহর নয়, গ্রামেও প্রবল উদ্যমে কাজ করে চলেছেন। চ্যালেঞ্জের মোকবিলা করছেন। নারী সাংবাদিকগণ জেলা থেকে প্রাকশিত দৈনিকে/সপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়োগ পত্র পাচ্ছেননা। কন্ট্রিবিউটর হিসেবে অনেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর। নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনায় নিতে হবে এ জন্য রিপোটিং এ নারীর সংখ্যা কম। অধিকাংশ নারী সাংবাদিক ডেস্কে কাজ করছেন। ডিপ্লোমেটিক, অপরাধ বিটে বর্তমানে কয়েক জন নারী সাংবাদিক কাজ করছেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিটে এখনো নারী রিপোর্টার নেই বললেই চলে। বিশ্লেষণে দেখা যায় কর্মক্ষেত্রে মিডিয়ায় কর্মরত নারী সাংবাদিকদের মূল্যায়নে কাজের মানের চেয়ে সীমানা ছাড়িয়ে তাদের আচার ব্যবহার, পোশাক আশাক ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনা করা হয়। এই সম্পর্কে হাউজগুলোর নির্দিষ্ট নীতি মালা নেই। নীতিমালা না থাকার কারণে নারী সংবাদিকদের নিরাপত্তা, দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশে জাতীয় ভিত্তিক কোন গণমাধ্যম নীতি মালা নেই। প্রতিটি সংবাদপত্রের আলাদা নীতিমালা আছে। বাংলাদেশ সংবাদপত্র মুদ্রণ/প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রেস কাউনসিল প্রবর্তিত আচরণ বিধি নীতিমালা ছাড়া এ পর্যন্ত জেন্ডার প্রেক্ষিত কোন নীতিমালা নেই। কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার বিষয়ক নীতিমালা আছে। কিন্তু এর কোনাটাতেই জেন্ডার প্রেক্ষিত যুক্ত করা হয় নি। জানা মতে প্রথম আলোতে শব্দচয়ন ও আচরণ বিষয়ে নীতিমালা আছে।

মনে রাখার বিষয় বাংলাদেশের সংবিধান, স্বাক্ষরিত সিডও সনদ, বিশেষত প্ল্যাটফরম ফর একশানে গণ মাধ্যম ১২ টি কর্ম এজেন্ডার অন্যতম কর্ম এজেন্ডা। নারী নীতি ১৯৯৭, নারী নীতি ২০১১তে এ বিষয়ক নীতি মালার নির্দেশনা

আছে। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের মধ্যে ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা গণমাধ্যমের নারীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভারতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রকল্প 'বিল্ডিং পাথ টু ইকুয়ালিটি জার্নালিজম এর আওতায় মেনিফেস্টো ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইন ইন্ডিয়া' প্রণয়ন করা হয়। শ্রীলঙ্কার সাংবাদিক এসোসিয়েশন ২০০৬ সালের মে মাসে 'চার্টার অব জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইন মিডিয়া এন্ড জার্নালিজম' শীর্ষক একটি সনদ গ্রহণ করে। নেপালেও এ ধরণের একটি সনদ গৃহীত হয়েছে নেপালী সাংবাদিক ফেডারেশনের উদ্যোগে।

এ সনদগুলো উল্লেখ করার কারণ হলো বাংলাদেশের গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকগণ নিজ নিজ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এ ধরণের চার্টার করে নিতে পারেন। গণমাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা জোরদার করণে এবং জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে ও নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে গণমাধ্যম অকল্পনীয় ভূমিকা রাখতে পারে।

২. বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন : পরিবার, নারী সংগঠনসমূহ, বেসরকারী সংস্থাসমূহ

টেকসই উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করা। আর জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম জরুরী অনুষঙ্গ। এখানে আমাদের মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

জেন্ডার একটি প্র□িয়া যার মাধ্যমে শারীরিক নারী-পুরুষ সামাজিক নারী-পুরুষে পরিণত হয়। জেন্ডার এবং সেক্সকে কেন্দ্র করে সমাজে একধরণের দ্বিধা রয়েছে। যার ফলে অনেক মানুষ এ দুটিকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করে। কখনও কখনও একটির পরিবর্তে আরেকটি ব্যবহার করে। যদিও দুটি ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ। সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক লিঙ্গ। জন্মগতভাবে প্রাপ্ত লিঙ্গ। আর জেন্ডার সামাজিকভাবে গঠিত লিঙ্গ। সমাজ এটি তৈরী করে। পিতা, মাতা, শিক্ষক, সমবয়সী, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ, প্রচার মাধ্যম এখানে এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এজন্য দেখা যায় সমাজে গেড়ে বসা পিতৃতন্ত্রে দীক্ষিত মায়েরা শিক্ষায় অনগ্রসর হওয়ায়, পুরাতন চিন্তা ধারণ করায়- নিজেরাই এক একজন পিতৃতন্ত্রের এজেন্ট হয়ে থাকেন। মা তার কন্যাশিশুটিকে জন্ম থেকেই আলাদা করে গড়ে তুলেন।

নারীর ক্ষমতায়ন : পরিবার

বাংলাদেশ রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দিয়েছে। তা সত্ত্বেও জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্যক্তি জীবনে শিক্ষা, অর্থ, বুদ্ধি যা ক্ষমতাকে ধারণ করে তা রয়েছে পুরুষের নিয়ন্ত্রণে। ব্যক্তির এই ক্ষমতা যখন একই লক্ষ্যে সমাজের অন্যান্য ক্ষমতার সাথে মিলিত হয় তখন তা হয় সামাজিক ক্ষমতা। বর্তমানে সমাজে বিরাজমান পিতৃতন্ত্র একধরণের সামাজিক ক্ষমতা। এই ক্ষমতার আধিপত্যে বংশ নির্ধারিত হয় পিতার দিক থেকে। সম্পদের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকারে বিষয়টি ন্যস্ত থাকে পুরুষের হাতে, এই ব্যবস্থায় পুরুষ পরিবারের বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবং পরিবারের উপর ক্ষমতা বজায় রাখে। বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নারী কোথায় শ্রম দেবে তা নিয়ন্ত্রণ করে পুরুষ। কয়জন সন্তান নেবে তার সিদ্ধান্ত দেয় পুরুষ। সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পদ কাকে কিভাবে দেওয়া হবে তার সিদ্ধান্ত নেয় পুরুষ, নারীর যৌন সিদ্ধান্ত নেয় পুরুষ, নারী কোথায় যাবে আর যাবে না তা নির্ধারণ করে পুরুষ। নারীর পেশা নিয়ন্ত্রণ করে পুরুষ।

অর্থনীতি বলছে নিয়ন্ত্রিত মানুষ আর স্বাধীন মানুষের চিন্তা কখনও এক হয়না। ফলত টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত যে জেন্ডার সমতা বাংলাদেশে তা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রথমে নারী আর শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অপ্রচলিত পেশায় নারীদের নিয়োগ দিয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের তিনভাগের

একভাগ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করেছে।

নারীর ক্ষমতায়ন : নারী সংগঠন

বাংলাদেশের নারী সমাজের অর্থনীতি সহ সার্বিক ক্ষমতায়নে নারী সংগঠন সমূহ অত্যন্ত সক্রিয় ভুমিকা পালন করছে। নারী সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করা, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন পরিবর্তনে সরকারকে চাপ প্রয়োগ, সুপারিশ প্রদান ও জনমত গঠনে নারী সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উত্তাল আন্দোলন গড়ে তুলেছে ১৯৯৭ সালের নারী নীতি বাস্তবায়ন, ২০০৪ সালের নারী নীতি রহিতকরণ, ২০০৮ সালের ঘোষিত নারী নীতি কার্যকরী করণ, ২০১১ সালের নারী নীতিতে উত্তরাধিকারে সম অংশিদারিত্ব প্রদানের জন্য। নারীর প্রতি সংহিসতা প্রতিরোধে তারা এখন অসহায় নারীর অভিভাবকের ভুমিকা পালন করছে। তবে প্রসংগক্রমে এটিও বলতে হয় যে স্বাধীনতা পূর্ব '৬৯ এর গণ আন্দোলন পরবর্তী নারী সংগঠন, এমনকি ৭০, ৮০, ৯০ এর দশকের নারী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে গণ ভিত্তি ছিল সংগঠন ও সাধারণ কর্মীদের মধ্যে যে নীতিগত সম্পর্ক ছিল এখন তেমনটি নয়। ভিত্তিটা এখন আদর্শের নয়, অফিশিয়াল। অধিকাংশ সংগঠন বিদেশী সাহায্য সংস্থার অর্থে পরিচালিত হচ্ছে। জনমত গঠনের চেয়ে সরকারের সাথে অ্যাডভোকেসিতে তাদের অধিকতর উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন : বেসরকারী সংস্থা

স্বাধীনতা পরবর্তীতে বাংলাদেশে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহ সামাজিক উন্নয়ন বিশেষত নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কাজ করে আসছে। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলোর সাথে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলো একটি আন্দোলন প্রক্রিয়া গড়ে তুলেছে। যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সিডও সনদের সংরক্ষিত ধারা প্রত্যাহারের জন্য। প্রতিবাদী হচ্ছে মৌলবাদীদের দেওয়া ফতোয়ার বিরুদ্ধে। বাংলাদেশে বেসরকারী সংস্থাসমূহের পরিচালিত কর্মসূচীর মধ্য রয়েছে- আয় ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী, পরিবার পরিকল্পনা, এডভোকেসি, পরিবেশ সংরক্ষণ, গণসংস্কৃতি কিশোর কিশোরিদের শিক্ষা কার্যক্রম। এনজিও পরিচালিত এসব কর্মসূচীর ফলে দরিদ্র নারীদের একটি অংশের ভিতর দলীয় শক্তি, ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচীর ফলে গ্রাম পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে। যার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে। তবে তাদের ব্যয়বহুল জীবন যাত্রা জনমনে কিছুটা প্রশ্নের উদ্রেক করে।

নারীর জন্য বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রম

৩. বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে নারীর জন্য বরাদ্দ ও কর্মসূচী বিশ্লেষণ

সাধারণত সরকারের ইচ্ছা ও কর্মসূচীর প্রকৃত প্রতিফলন হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ। সূতরাং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর জন্য গৃহীত কর্মসূচী এবং বাস্তবায়ন ব্যাখ্যা করলেই এসময় আমরা পরিকল্পনায় জেন্ডার সমতার অবস্থার চিত্রটি খুঁজে পাব।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) নারীদের উন্নয়নের বিষয়টি আলাদাভাবে অনুসৃত হয়নি, শুধু যুদ্ধকালীন সময়ে যারা নির্যাতীত এবং নিঃস্ব হয়েছিল তাদের কল্যাণ এবং পূণবার্সনকল্পে ৫টি কর্মসূচী চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনাকালে কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়িত না হওয়ায় ১৯৭৮-১৯৮০ কালীন সময়ে আরো দুটি কর্মসূচী সহ মোট সাতটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৮০ সাল নাগাদ ৭টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র দুটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছিল। এবং এই কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নে মোট সম্পদের শতকরা ১ ভাগেরও কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) নারীদের আলাদা সত্তার স্বীকৃতিস্বরূপ মহিলা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী শিক্ষার প্রসার, দক্ষ কারিগর সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রেনিং দেওয়া, শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য সচেতনতা

বৃদ্ধি ইত্যাদি ছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে ২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রায় ৯০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এই টাকার পরিমাণ ছিল মোট বরাদ্দের শতকরা ০.৫৬ অংশ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে নারীদের জন্য চাকুরিতে শতকরা দশভাগ কোটা নির্ধারণ করা হয়। স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির (৬০%) প্রস্তাব করা হয়। নারী উন্নয়নে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে সাতটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে হাঁস-মুরগি এবং ডেইরি খামার গড়ে তোলার লক্ষ্যে দক্ষতা অর্জন, কুটিরশিল্প এবং পোশাক শিল্পে শ্রমিক হিসাবে দক্ষতা লাভ। মোট ৫০০ মিলিয়ন টাকা নারী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর তুলনায় এর পরিমাণ ৪০০ মিলিয়ন টাকা কম এবং শতকরা হারে মোট বরাদ্দের মাত্র ০.১৩ ভাগ। এই সময় দাতা দেশগুলোর অনুদানের একটি অংশ নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়।

দাতা দেশগুলোর অনুদানের অর্থের প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ ব্যয় হয়েছিল পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ নারীর প্রজনন ক্ষমতা রোধই হচ্ছে দাতা দেশগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দাতা দেশগুলোর ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারীদের জাতীয় উন্নয়ন কার্যমের মূলধারায় নিয়ে আসাকে কেন্দ্র করে নারী সংগঠন, পেশাজীবি সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রচুর আলোচনার জন্ম দেয়। দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় নারী সম্পর্কিত ব্যাপক সমীক্ষা, বাংলাদেশের নারী ইস্যুর সপক্ষে একটি শক্তিশালী ভিত তৈরী করে এবং সরকারকেও এ বিষয়ে মনোযোগী করে তোলে। এছাড়া এসময়ে বিশ্ব নারী সম্মেলনসমূহের প্রভাবও এই পরিকল্পনায় লক্ষ্য করা যায়। এই পরিকল্পনায় প্রধানমন্ত্রীকে সভা প্রধান করে নারী উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন নারী বিষয়ক কর্মসূচীসমূহের দিক নির্দেশনা এবং এসব কর্মসূচীর তত্ত্বাবধান করার কথা। তবে এত কিছুর পরও পরিকল্পনার কর্মসূচী গতানুগতিক ছিল। সরকার বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছে এটি বলা যায়না।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী (১৯৯৭-২০০০)– পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য নারী-পুরুষের ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন। দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন সাধনের জন্য আইন, সমাজকাঠামো এবং নীতিগত ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাসের ঘোষণা রয়েছে এ পরিকল্পনায়। কৌশল হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে দারিদ্র্য নিরসন, নারীর কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনি সাহায্য, ও নিরাপত্তা দানের মতো বিষয়সমূহ। এছাড়া নারীকে কর্মে সহায়তা দানের জন্য শিশুদিবাযত্ন কেন্দ্র, যাতায়াতের সুগম ব্যবস্থা দেয়ার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা, নারীর অগ্রযাত্রাকে উন্নীত করার জন্য একটি পরিসংখ্যানগত ভিত তৈরি করা, যা নারীর জন্য যথার্থ পরিকল্পনা গ্রহণে প্রধান ভিত হিসেবে ভূমিকা রাখে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(২০১১-২০১৫)-এই পরিকল্পনায় নারীকে সত্যিকার অর্থে মূল ধারায় গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনার প্রতিটি ক্ষেত্রে

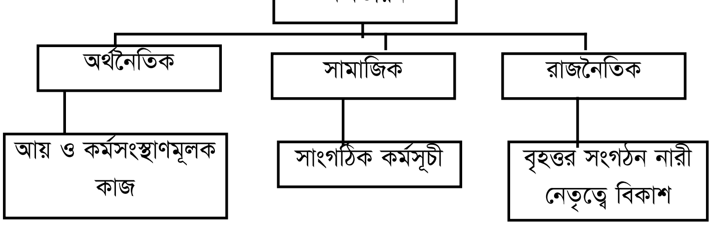

সারণি-৫

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী সেকটরের জন্য বরাদ্দ

(টাকা মিলিয়নে)

পরিকল্পনার বৎসর	মোট বরাদ্দ	নারী সেকটরের বরাদ্দ	মোট বরাদ্দের শতকরা হার
১৯৭৩-৮০	৮৪১৬০	২৯৮	০.৩৫
১৯৮০-৮৫	১৬০৬০০	৯০০	০.৫৬
১৯৮৫-৯০	৩৮৬০০০	৫০০	০.১৩
১৯৯০-৯৫	৬৭২৩০০	৮৮০	০.১৩

উৎস: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ: ১৯৮০, ১৯৮৫ ও ১৯৯০ (খসড়া)

নারীর অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং নারী নীতি '১১ এর আলোকে সমাধানের পথ খোঁজা হয়েছে। তবে এই পরিকল্পনায় নারীনীতি ২০১১ সম্পর্কে বলা হয়েছে এ নীতি নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, যেহেতু নীতিতে নারীর সম উত্তরাধিকারের ঘোষণা নেই অতএব এটি কখনও নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনের নীতি হতে পারে না। এছাড়া এ পরিকল্পনায় বেইজিং কর্মপরিকল্পনা এবং সিডও সনদের পূর্ণ বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনা প্রণয়নকালে জাতিসংঘের সিডও কমিটিতে বাংলাদেশের সরকারের পক্ষে যে রিপোর্ট প্রদান করা হয় তাতে সিডওর দুই নম্বর ধারা অনুমোদনের জন্য আরও সময় চেয়ে নেওয়া হয়। তবে এটিকে একটি আশার আলো হিসেবেও গ্রহণ করা যায়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ -এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই- যেমন, ইতিমধ্যে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করেছে। কমিটির কর্মপরিধিতে বলা হয়েছে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কল্পে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে সংশ্লিষ্ট সচিবের সভাপতিত্বে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করবে। কমিটিতে পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন জেন্ডার রেসপনসিভ প্রতিনিধিত্ব এখানে নেই। এক্ষেত্রে এ সংশ্লিষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞ সদস্যকে যুক্ত করা যায়। এরা হলেন- • সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উইড ফোকাল পয়েন্ট, • একজন জেন্ডার সচেতন প্রতিনিধি, যিনি বেসরকারীভাবে জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়নের সাথে ঐ সেক্টরে দীর্ঘদিন যুক্ত আছেন, • এবং উক্ত মন্ত্রণালয় এর জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট প্রণয়নকারী।

কার্যপত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহের জেন্ডার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা সার্বিকভাবে মনিটরিং করার জন্য কোন কমিটির প্রস্তাব করা হয়নি। এক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর ওমেন ডেভেলপমেন্ট ইমপ্লিমেনটেশন অ্যান্ড ইভালুয়েশন কমিটিকে মনিটরিং এর দায়িত্ব দেওয়া যায়। এই কমিটির জবাবদিহিতা রয়েছে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন (এন সি ডব্লিউ সি ডি) এর নিকট। যার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। মহিলা মন্ত্রণালয় এর উক্ত কমিটির দায়বদ্ধতা রয়েছে পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাফেয়ার্স এর নিকট। এখানে পারস্পারিক সম্পর্ক রয়েছে উইড ফোকাল পয়েন্ট/নেটওয়ার্ক কমিটি/উইড এসোসিয়েট ফোকাল পয়েন্টদের সাথে। এদের সাথে যুক্ত থাকবেন ফোকাল পয়েন্ট লাইন মিনিস্ট্রি, উইড ফোকাল পয়েন্ট সার্ভিসিং মিনিস্ট্রি। অতএব বহুল সম্পর্কিত এই কমিটির পূনর্জাগরণ ঘটালে এবং সার্বিকভাবে উপরি কাঠামো থেকে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি সৃষ্টি করলে আমরা জেন্ডার সমতা অর্জনে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারব। এ জায়গায় আমাদের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

পরিবীক্ষণ-নীতিগতভাবে আমরা একমত হব যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী হবে পরিমাপ যোগ্য। যার জবাব দিহিতা হবে স্বচ্ছ। জি ই ডি ইতোমধ্যে যে ৩৫টি ইন্ডিকেটর দিয়েছে তার মধ্যে সরাসরি জেন্ডার রেসপনসিভ

সারণি-৬

নারী বিষয়ক প্রকল্পের জন্য দাতা দেশের সাহায্য, ১৯৮০-৮৬ (ডলার)

প্রকল্পের ধরণ	মোট বরাদ্দ অর্থ	শতকরা হারে বরাদ্দ
স্বনির্ভর কর্মসূচি	২১৮৩১৯	২৫.৭
স্বাস্’্য	২০০৯১	২.৩
পরিবার পরিকল্পনা	৪৬০৬৭৩	৫৫.৭
শিা	৬৫৯২৯	৭.৮
কৃষি	২৪৭৮	০.৩
গণপূর্ত কাজ	২৯৯৭৬	৩.৫
ট্রেনিং	৩৮৯৩৯	৪.৬
গবেষণা	১২৫৩	০.১

উৎস: T.C shaffer: Survey of Development Projects and Activities for Women in Bangladesh (Dhaka, 1986) Human Development in Bangladesh, Empowerment of Women Dhaka, UNDP. 1994.

ইন্ডিকেটর রয়েছে একটি। আর অপ্রত্যক্ষভাবে রয়েছে দুইটি। এই দুটি হলো এডুকেশন এবং হেলথ। যদিওবা প্রতিটি ইন্ডিকেটর বিশ্লেষণ করলে কিছুটা জেন্ডার রেসপনসিভনেস পাওয়া যাবে তারপরও বলতে হয় জেন্ডার রেসপনসিভ ইন্ডিকেটরের সংখ্যা এখানে কম। নারীর অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপর বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশ হওয়া অনেকাংশে নির্ভর করে। ৩৫টি ইন্ডিকেটরের মধ্যে এখানে জেন্ডার সেনসিটিভ ইন্ডিকেটরের সংখ্যা খুব কম মনে হচ্ছে। আমরা কেন প্রতিটি গোল এর বিপরীতে অথবা প্রতিটি মন্ত্রণালয় এর জন্য একটি ইন্ডিকেটর নির্ধারণ করিনা? নারী নির্যাতন একটি ভয়ংকর সমস্যা। এই সমস্যা দূর করাকে আউটকাম ধরে কেন আগামী ৫ বছরের জন্য ইন্ডিকেটর সেট করিনা? ওমেনস পলিটিক্যাল এমপাওয়ারমেন্ট এনহেনস্ড। এটিকে আউটকাম ধরে কেন আমরা ইন্ডিকেটর সেট করিনা?

- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নের মূল শর্ত হলো যারা এই পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন, কর্মসূচী পরিচালনা করছেন তারা আদতে জেন্ডার সমতায় বিশ্বাস করেন কিনা? এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। এসব কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- সরকারী কর্মকর্তাদের বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদনে কোন একটি কলামে চলতি বছরে তিনি জেন্ডার সংবেদনশীল কি কাজ করেছেন তা জানতে চাওয়া যায়। এতে একইসাথে একজন নাগরিক হিসেবে জেন্ডার সংবেদনশীলতা সম্পর্কে তার ধারণা হবে।
- গৃহীত জেন্ডার সংবেদনশীল কার্যমে গণমাধ্যমে নিয়মিত প্রচার রাখা প্রয়োজন। এই প্রচার জনগণের মধ্যে কর্মসূচী সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়াবে, এছাড়া এধরণের প্রচার জনগণের কাছে প্রশাসনের একধরণের জবাবদিহিতা তৈরী হবে।

মূল্যায়ন-গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া আই এম ই ডি এর নিজস্ব মূল্যায়ন ফরমেট রয়েছে। মনে রাখার বিষয় বাংলাদেশের উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ দ্রুত বেড়ে চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক বছর আগে করা মূল্যায়নের ইন্ডিকেটরগুলো সংস্কার করতে হবে।

বাংলাদেশে দারিদ্র নিরসন কৌশল দলিলে জেন্ডার সমতা

প্রসংগক্রমে বলতে হয় ১৯৯১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ব ব্যাংক ও আই এম এফ দরিদ্র দেশগুলোর ঋণ গ্রহণের জন্য একটি নির্দেশনা প্রণয়ন করে। নির্দেশনায় বলা হয় দরিদ্র দেশ যারা ঋণ পেতে চায় তাদের দারিদ্র নিরসন কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। তদনুসারে বাংলাদেশ দারিদ্র নিরসন কৌশল প্রণয়ন করে। ঐ কৌশলসমূহে নারীর জন্য দারিদ্র নিরসন কৌশল প্রণয়ন করা হয়।

৪. জাতীয় বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীলতা

গত এক দশক ধরে বাংলাদেশের জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পাচ্ছে। নারী সংগঠনগুলো এ বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ নিয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের লক্ষ্য হলো-

- জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীর ওপর বাজেট ও নীতিমালার প্রভাব বোঝানো।
- জেন্ডার বাজেট এবং নীতিমালার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সরকারী জবাবদিহিতা বাড়ানো।
- জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী বাজেট এবং নীতিমালায় পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন আনা।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আলোচনার সব কেন্দ্রবিন্দু কেন্দ্রীভূত হচ্ছে উন্নয়ন বাজেট নিয়ে। দাবি করা হচ্ছে কেবল নারীর জন্য গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। নারী সংগঠনগুলো বলছে এই প্রকল্পগুলো সনাতনী কর্মকান্ডের নয়, নারীর দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে এরূপ হতে হবে। এ দাবি, এ আশা কিছুটা পূরণ হতে চলেছে বলা যায়। বাংলাদেশ ২০০৬-০৭ সালের বাজেটে জেন্ডার বাজেটিং শিরোনামে ৭ লাইনের একটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বর্তমান সরকার ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ সালের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে নারীর অংশ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এছাড়া বাজেট ঘোষণা কালে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থানের একটি খাতভিত্তিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে-প্রথম দফায় চারটি, তার পরের বছর দশটি এবং ২০১১-১২ সালে বিশটি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার প্রতিবেদন। বাজেটের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিওবা বছরের এ বরাদ্দ শেষতক কতখানি কার্যকর হয়েছে তার কোন রিপোর্ট এ প্রতিবেদন ধারণ করে না যা একান্তই অপরিহার্য বিষয়। বাজেটের সাথে প্রদত্ত 'জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন' উন্নয়ন বাজেটে নারীর জন্য উন্নয়নের কত অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে শুধু সে তথ্যই দিচ্ছেনা, এ প্রতিবেদনে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার সমতা চিত্রের অবস্থা ও অবস্থানগত তথ্য জনগণের অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি জেন্ডার সংবেদনশীল পদক্ষেপ। ২০১১-১২ সালে প্রদত্ত বাজেটের প্রতিবেদন চিত্রটি এরূপ যা একইসাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীচিত্রকেও উপস্থাপন করেছে।

বাজেটে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রদত্ত সহায়তা

- ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক ঋণের সুদের হার ১০ শতাংশে কমিয়ে আনা এবং এই খাতে বরাদ্দের ন্যূনতম শতকরা ১৫ ভাগ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য রাখার প্রস্তাব করা হয়।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার জন্য বর্তমান বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকা টার্নওভারের সর্বোচ্চ সীমা ৬০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সুবিধা হবে।

বাংলাদেশের বাজেটীয় সম্পদের কাঠামো বিশেষ করে কর রাজস্ব আয়ের কাঠামো জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জনের পথে অন্তরায়। কারণ অধিকাংশ বছর আয়ের সিংহভাগ আসে পরোক্ষ কর হতে। প্রকৃতিগতভাবে পরোক্ষ কর পশ্চাৎ মুখী (Regressive) কেননা প্রত্যক্ষ করের বোঝা যেখানে আয় উপার্জনকারীর উপর পরে, সেখানে পরোক্ষ করের বোঝা পরে ভোক্তার উপর। এই ভোক্তা অতি দরিদ্রও হতে পারেন। অথবা অতি উচ্চবিত্তও হতে পারেন। বিভিন্ন গবেষণা প্রকাশ করছে পরোক্ষ করের বোঝা দরিদ্রের উপর বেশী পরে। গবেষণা আরও বলছে

দরিদ্রদের মধ্যে নারীর অংশ পুরুষের তুলনায় বেশী, তাই পরোক্ষ করের বোঝা নারীদের উপরই গড়িয়ে পরে।

আমরা যদি রাজস্ব বাজেটে নারীদের অংশ দেখতে চাই, দেখা যাবে নারীর তুলনায় এ বাজেটের অনেক বেশী অংশের উপর পুরুষের অধিকার রয়েছে। বাজেটের বিরাট অংশ খরচ হয় সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, বিভিন্ন ভাতা, এবং পেনশন প্রদান করতে। এ খরচে পুরুষের অংশ ব্যাপক, মোট সরকারী কর্মকর্তাদের মাত্র ১৫ শতাংশ হচ্ছেন মহিলা। এছাড়া ভর্তুকি, দান, অনুদান প্রদানে যে বিপুল খরচ হয় তার বিশেষ কিছু নারী পায়না। কারণ ভর্তুকির জায়গাগুলো পুরুষের একক অংশীদারিত্বে রয়েছে।

নারীর উপর বিনিয়োগ অত্যন্ত উৎপাদনশীল, এটি প্রমানিত সত্য। গবেষণায় দেখা যায়, নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর বিনিয়োগ করলে তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যাদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা তাদের ব্যবসায়ের লাভ বিনিয়োগের তুলনায় বেশী। এখানে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে নানা রাজস্ব নীতির মাধ্যমে নারীর দিকে সম্পদ প্রবাহ বৃদ্ধি করলে তা রাজস্ব খাতের ইতিবাচক অর্জন হবে। তাই জেন্ডার সংবেদনশীল কর ও শুল্ক ব্যবস্থা কেবল নারীর কল্যাণের জন্যই জরুরী নয় পুরো দেশের কল্যাণের জন্যই জরুরী। অতএব নারী উদ্যোগী কর্মকান্ডকে শক্তিশালী করার জন্য বেশ কিছু রাজস্ব পদক্ষেপ নেওয়া যায়। নারী পরিচালিত শিল্পকে কিছুদিন পর্যন্ত ভ্যাটের আওতার বাহিরে রাখা, নারী পরিচালিত যেসব ব্যবসা বিদেশী কাঁচামালের উপর নির্ভর করে তাদের আমদানীর উপর শুল্ক রেয়াতদ দেওয়া, নারী উদ্যোক্তগণ যেসব পণ্য উৎপাদন করে বিদেশ থেকে তার আমদানি বন্ধ করা, অথবা উচ্চহারে শুল্ক বসানো। নারী উদ্যোক্তাগণ যাতে সহজেই গ্যাস বিদ্যুৎ সংযোগ পান, সেজন্য রাজস্ব বাজেটে কিছু Affirmative Action নেওয়া। নারীদের তথ্য সরবরাহের জন্য কল সেন্টারগুলোকে বিশেষ ছাড় দেওয়া। এক্ষেত্রে প্রয়োজন কল সেন্টারগুলোকে ভর্তুকি দেওয়া। নারী উদ্যোক্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনে রাজস্ব ব্যবস্থা রাখা।

৫. বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে অথবা জেন্ডার সমতা আনয়নে আন্তর্জাতিক সনদ ও সম্মেলনের ভূমিকা

ষাটের দশকে অতীত কর্ম মূল্যায়ণের পর জাতিসংঘ এ সিদ্ধান্তে পৌছায় যে বিশ্ব খাদ্য সংকট ও জনসংখ্যা সমস্যা নিরসনের জন্য নারীকে অর্থনীতিতে উপকারভোগী নয় অংশীদারিত্ব দিতে হবে।

বিজয়ের মাত্র চার বছরের মধ্যে জাতিসংঘ আহুত ১৯৭৫ সালে বিশ্ব সম্মেলন এবং ১৯৭৬-৮৫ পর্যন্ত নারী দশক উদযাপনের কর্ম পরিকল্পনায় বাংলাদেশ অত্যন্ত উদ্দীপ্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ধীরে ধীরে দেশে নারী উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা গুরুত্ব পেতে থাকে।

জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে সর্বস্তরের জনগণের জন্য মানবাধিকার সনদ অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করে- নারী এর সুফল পাচ্ছেনা। তখন ধারণা করা হয় যে, প্রথমত এ সুফল গ্রহণ করার মত নারীর সক্ষমতা নেই, দ্বিতীয়ত- সন্তান ধারণ ক্ষমতার জন্য নারীর আরও অতিরিক্ত কিছু পাওনা আছে। এ উপলদ্ধি থেকে ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর জন্য বিশেষভাবে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ CEDAW অনুমোদন করা হয়। ১৯৮৪ সালে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সময়কালে বাংলাদেশ সিডও এর ২টি ধারা সংরক্ষণ রেখে সনদে স্বাক্ষর করে।

সংরক্ষিত ধারাসমূহ হলো- ধারা ২- রাষ্ট্র কর্তৃক নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন করে সমতা স্থাপনের নীতিমালা গ্রহণ। ধারা ১৬-১(গ) বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ কালে নারী-পুরুষের একই অধিকার। ধারা ১৬-১(চ) অভিভাবকত্ব প্রতিপালকত্ব, ট্রাস্টিশীপ ও পোষ্যসন্তান বিষয়ক।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে এ সনদের কোন গড়মিল নেই। এ সনদের বৈশিষ্ট হলো

প্রতি চার বছরান্তে স্বাক্ষরকারী দেশকে জাতিসংঘ সিডও কমিটির নিকট রিপোর্ট পেশ করতে হয় এবং পরবর্তী রিপোর্টের বিষয় নির্ধারণ করতে হয়। বাংলাদেশ ১৯৯৭ সালে সম্মিলিত ৩য় ও ৪র্থ প্রতিবেদন উপস্থাপনের সময় ধারা ১৩(ক) ও ১৬ এর আংশিক অংশ প্রত্যাহার করে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সিডও সনদের বিভিন্ন ধারা অনুসারে বাল্যবিবাহ রোধে সহায়তার জন্য রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করণ, বিয়েতে ছেলের বয়স ২১ এবং মেয়ের বয়স ১৮ নির্ধারণ করেছে। কর্মক্ষেত্রে গেজেটেড পদে ১৫% চাকুরী নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের শূন্যপদে শতকরা ৬০ ভাগ নারী শিক্ষক নেওয়ার কার্য□ম চলছে,

২০১১-১২ সলের বাজেটের জেন্ডার প্রতিবেদন অবলম্বনে নারী বিষয়ক পরিসংখ্যান চিত্র

সারণী ৭

মন্ত্রণালয়ের নাম ২০১১-১২	কর্মকর্তার শতকরা হার ২০১০-১১		অংশ (%)		প্রকল্পে নারী উন্নয়নের
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৮১.৭০	১৮.৩০	৯১.৬০	০৮.৩৯	২৩
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮২.৫০	১৭.৫০	৭৪.০০	২৬.০০	৩৪
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	-	-	৯২.৫৯	০৭.৪১	১৪
সড়ক ও রেলপথ বিভাগ	-	-	৯৪.০	০৬.০০	১৯
দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	-	-	৯৪.০৪	০৫.৯৬	৭৮
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯৫.২৯	০৪.৭১	৯৫.৫২	০৪.৪৮	৩৮
ভূমি মন্ত্রণালয়	-	-	৯২.৪০	০৭.৬০	১৩
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৯৩.২১	০৬.৭৯	৯৫.০০	০৫.০০	৪৪
এৎস ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯০.৩০	০৯.৭০	৯০.১৪	০৯.৮৬	৩১
কৃষি মন্ত্রণালয়	৯১.৩৫	০৮.৬৫	৯২.৩৩	০৭.৬৭	৩৫
তথ্য মন্ত্রণালয়	৮৪.৩৩	১৫.৬৭	৮৫.৩৯	১৪.৬১	১০
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	-	৮৮.০০	১২.০০	৬৭
স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	-	৯৬.৬০	০৩.৪০	৫২
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	-	৮৫.৫৫	১৪.৪৫	২০
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	-	২৮.০৮	৭১.৯২	৮০
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	-	৬৮.৮২	৩১.১৮	৪০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	-	৭৮.০০	২১.৯০	৪০
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	-	৭৬.৬১	২৪.২৮	২০
শিা মন্ত্রণালয়	-	-	৭৪.০৭ (২০০৯-১০)	২৫.৩০ (২০০৯-১০)	২৮
প্রাথমিক ও গণশিা মন্ত্রণালয়	৮১.৭৩	১৮.২৭	-	-	

তথ্যসূত্র: জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন বাজেট ২০১১-১২।

স্থানীয় সরকারের ৪টি স্তরের কাঠামোতে এক তৃতীয়াংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচনের বিধান কার্যকরী হয়েছে, ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। অপ্রচলিত কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। তবে এসব ধারা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জও রয়েছে। চ্যালেঞ্জ রয়েছে সংরক্ষিত ধারা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে। ২০১১ সালে সিডও কমিটির নিকট ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিয়ডিক রিপোর্ট উপস্থাপন কালে জেন্ডার বিষয়ক অন্যান্য ধারার কার্য□মের অগ্রগতির সাথে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সিডও সনদের পূর্ণ কার্য□ম বাস্তবায়ন অপরিহার্য এ মন্তব্য করেছে।

বাংলাদেশ সিডও সনদ ছাড়াও ১৯৯৫ সালে চীনের বেইজিং এ অনুষ্ঠিত "বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর একশনের" ১২টি জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিঃশর্ত স্বাক্ষর দান করেছে। এ সম্মেলনে স্বাক্ষর দিয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার। সম্মেলনে ১২টি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে বাংলাদেশ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এবং এসব ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন চলছে। তবে চ্যালেঞ্জও রয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। বিশেষত নারী নীতি গ্রহণকালে 'নারীর সম উত্তরাধিকার বিষয়টি' রাজনৈতিক গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আশা করা যায়- অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ, অন্যান্য মুসলিম দেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে গৃহীত উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং সিডও এর সংরক্ষিত ধারা তুলে নেবে।

শেষের কথা

অর্থনীতিবিদদের মতামত দিয়ে প্রবন্ধের শেষের কথা বলতে চাচ্ছি-

উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের মতে- অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও এর সুফল নারী-পুরুষ সমভাবে পায় না।

- নিউক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির ধারণা অনুযায়ী-অর্থনৈতিক এজেন্ট যৌক্তিক (Individual Rational Agent) হবে। কিন্তু নারী-পুরুষের সামাজিক দায়বদ্ধতার ধরণের পার্থক্য এবং প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের কারণেই নারী ও পুরুষের পছন্দক্রম ও আচরণ ভিন্ন হয় এবং সবসময় স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে সামাজিক শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতার পার্থক্যের কারণে একজন Individual Rational Agent হিসেবে নারীর সিদ্ধান্ত প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সমঝোতা ভিত্তিক, নিয়ন্ত্রিত, নির্ভরশীল ও পরিবর্তিত হয়ে থাকে।
- আমাদের সমাজে যে সুযোগগুলো অর্থনীতিতে রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করার জন্য নারীর উপায় বা ক্ষমতা থাকে না। যেমন, শিক্ষা এবং দক্ষতার অভাবে নারীরা অনেক কাজ করতে পারেনা কিংবা শুধুমাত্র স্বল্প আয়ের এবং নীচু পর্যায়ের কাজগুলোতে অংশ নিতে পারে। এটি এমনকি বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পে নিয়োগের ক্ষেত্রেও সত্য। যেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ শ্রমিকই নারী। প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা, কর্পোরেট খাত ইত্যাদির বেলায়ও এটি বিদ্যমান। আর এ কারণেই দেখা দেয় আয় বৈষম্য।
- অর্থনীতিবিদ এবং তাত্ত্বিকগণ যেমন- জন স্টুয়ার্ট মিল, অ্যাডাম স্মিথ এবং কার্ল মার্কস যুক্তি দিয়েছিলেন মানুষের সহজাত ক্ষমতা নয়, বরং শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়। সমাজের আয় বৈষম্য এই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।
- গ্যারি বেকার, থিওডোর শুলজ এবং অ্যাডাম স্মিথের মতো অর্থনীতিবিদগণ তাদের বিখ্যাত 'মানব মূলধন' তত্ত্বের মাধ্যমে মানব মূলধনের ওপর বিনিয়োগ করতে বলেছেন। তার সুফল যদিও ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু সুদূর প্রসারী।
- বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বর্তমানে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং ধারা চলছে তা অসম এবং অঅন্তর্ভূক্তিমূলক। আর তার পেছনে কারণ হলো এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সবাইকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়না। নারীরা মূলত দুভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না।
- সুযোগের অভাব অর্থাৎ বিদ্যমান অর্থনীতি নারীর জন্য কাজের এবং আয়ের পর্যাপ্ত সুযোগ করে দিতে পারেনা।
- সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়াটাই যথেষ্ট নয়। সুযোগ কোন কাজেই লাগবে না যদি না তার ব্যবহার করা যায়। তাই দ্বিতীয় প্রয়োজনটি হলো সক্ষমতার, যেটির অভাব রয়েছে নারীর।
- কাউকে কোন পণ্য দিলেই তার জীবনযাত্রার মান বদলে যায়না। বদলানোটা নির্ভর করে ওই পণ্যটির ব্যবহার করার সক্ষমতা ওই ব্যক্তিটির রয়েছে কিনা তার ওপর (অমর্ত সেন ১৯৮৫)।
- অর্থনীতিবিদদের মতামতকে আমরা যথার্থ মনে করি। বাংলাদেশের নারী অর্থনীতিকে আমরা এভাবেই

দেখতে চাই ।

তথ্যপঞ্জি

১. সাহা, তপতি, *নারীর ক্ষমতায়ন : ধারণাগত কাঠামো ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বিংশতিতম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৯ ।

২. বেগম, হান্নানা, *বেইজিং কর্মপরিকল্পনার পরবর্তীতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারী*, সেমিনার প্রবন্ধ, ঢাকা স্কুল অফ ইকোনোমিক্স, ২৩-২৮ এপ্রিল, ২০১১ ।

৩. আখ্‌তার, কাজী সুফিয়া, (২০০৬), *মৌলবাদ মানবাধিকারের অন্তরায়*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সেমিনার প্রাবন্ধ ।

৪. বেগম, হান্নানা, *সিডও ও বাংলাদেশ*, সেমিনার প্রবন্ধ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ।

৫. মজুমদার, প্রতিমা পাল, *জাতীয় বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জনে রাজস্ব নীতি এবং রাজস্ব বাজেটের ভূমিকা*, বালাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, সপ্তবিংশতিতম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪১৬ ।

৬. বেগম, হান্নানা, *নারী ও বাংলাদেশের অর্থনীতি*, আয়শা প্রকাশনা, ঢাকা ।

৭. বেগম, হান্নানা, *নারীর মানুষ হওয়ার সংগ্রাম : জাতিসংঘের উদ্যোগ ও বাংলাদেশের চালচিত্র*, উন্নয়ন কথা, ঢাকা ।

৮. খাতুন ফাহমিদা, *জেন্ডার সংবেদনশীল অর্থনীতি ও জাতীয় বাজেট ।*

৯. শাহমদন, *জাতিসংঘে নারীর প্রতি বৈষম্যদূরীকরণ কমিটির সমাপনী অভিমত* (অনুবাদ) উন্নয়ন পদক্ষেপ সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা জুন ২০১১ ।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

ট্রানজিট বনাম ট্রান্সশীপমেন্ট : কোন্‌টি বাংলাদেশের জন্য শ্রেয়

মায়মুন আলী*

ট্রানজিট বা ট্রান্সশীপমেন্ট বর্তমানে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে ট্রানজিট বা ট্রান্সশীপমেন্টের মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য পরিবহনের সুযোগ দিতে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। বিশ্বময় কানেকটিভিটির বরাত এবং বাংলাদেশের আর্থিক লাভালাভের বিষয়ে সরকারেরর জোর প্রচারণা এবং অর্থনীতিবিদদের কৌশলী উপস্থাপনা জনগণের ট্রানজিট বিরোধী মনোভাবকে আস্তে আস্তে সহজতর করে তুলেছে।

ট্রানজিট কি- কোন দেশের পণ্য দ্রব্য ঐ দেশের পরিবহনের মাধ্যমে অন্যদেশের উপর দিয়ে চলাচল করার পদ্ধতিকে ট্রানজিট (Transit) বলে। যেমন- ভারতীয় পণ্য ভারতীয় পরিবহনের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর দিয়ে চলাচল করার ব্যবস্থা করা হলে বাংলাদেশ-ভারতকে ট্রানজিট দিয়েছে বলা হয়। [Hornsby's oxford advanced learner's Dictionary of Current English]

ট্রান্সশীপমেন্ট কি- কোন দেশের পন্য অন্যদেশের পরিবহনের মাধ্যমে ঐ দেশের উপর দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থাকে ট্রান্সশীপমেন্ট (Trans-Shipment) বলে। যেমন- ভারতীয় পণ্য দ্রব্য বাংলাদেশী পরিবহনের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করা হলে বাংলাদেশ ভারতকে ট্রান্সশীপমেন্ট দিয়েছে বলা হয়। [H.W. Fowler's A dictionary of Modern English Usage.]

গোড়ার কথা- পাকিস্তান আমলে জলপথে ভারত ট্রানজিট সুবিধা ভোগ করত। প্রফেসর রেহমান সোবহান প্রণীত ট্রান্সফরমিং ইষ্টার্ণ সাউথ এশিয়া/Transforming Eastern South Asia থেকে জানা যায়, ১৯৬৩ সালে ভারত জলপথে ট্রানজিট সুবিধা ব্যবহার করে প্রায় ১৭ লক্ষ টন পণ্য আসামে প্রেরণ করে। কিন্তু ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের পর এই সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে সময় শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ভারতকে ট্রানজিট প্রদানে আগ্রহী হয়। ১৯৮০ সালে তৎকালীন জিয়াউর রহমান সরকারের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী চৌধুরী তানভীর আহমদ

---

* প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, হাটহাজারী কলেজ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, ২০১১-তে উপস্থাপিত হয়েছিল। সম্মেলন স্থান: থিয়েটার ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম। তারিখ: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

ছিদ্দিকী এবং ভারতীয় বাণিজ্যমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর সাথে এ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি ১৯৮০ সালের ৪ঠা জানুয়ারি হতে কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৩ ও ১৯৮৬ সালে এটিকে দু'বার নবায়ন করা হয়। ১৯৯৩ সালে বেগম খালেদা জিয়া সরকারের আমলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনে SAPTA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির ১২ নং ধারায় বলা হয়, অত্র অঞ্চলের বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবেশি দেশগুলো যোগাযোগ, পরিবহণ, অবকাঠামো এবং ট্রানজিট সুবিধা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী পরিষদ ভারতকে ট্রানজিট দিতে সম্মত হয়।

সাম্প্রতিক অগ্রগতি- ২৯শে ডিসেম্বর, ২০০৮ এর সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করার পর ১০-১৩ জানুয়ারী, ২০১০ইং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর করেন। এই সফরেই ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দানের কথা চুড়ান্ত হয়। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এ বিষয়ে খসড়া চুড়ান্ত করার কথা বলা হয়।

ট্রানজিট/ট্রান্সশীপমেন্টের লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ- অন্যান্য বিষয়ের মত ট্রানজিট/ ট্রান্সশীপমেন্ট বিষয়ে দুই ধরণের জনমত দেখা যায়। একপক্ষ মনে করেন, ভারতকে ট্রানজিট/ট্রান্সশীপমেন্ট দিলে বাংলাদেশ আর্থিক দিক দিয়ে বিপুল ভাবে লাভবান হবে; বাংলাদেশের সামনে উন্নয়নের দ্বার খুলে যাবে। আরেক পক্ষ মনে করেন, ভারতকে ট্রানজিট বা ট্রান্সশীপমেন্ট দিলে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। মনে রাখতে হবে যে, অতি ভারত প্রীতি বা অন্ধ ভারত বিরোধীতা কোনটিই দেশের জন্য কাম্য নয়। বরং এবিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ট্রানজিটের লাভ-ক্ষতির বিষয়টি নিরুপণ করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ট্রানজিট হতে সম্ভাব্য লাভ- বাংলাদেশ-ভারতকে ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশ কি কি সুবিধা পাবে বা বাংলাদেশের কি লাভ হবে তা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে। নিচে এর কিছু তুলে ধরা হল ঃ

BIDS (Bangladesh Institute of Development Studies) এর PRP (Policy Research Program) এর আওতায় পরিচালিত India, Bangladesh and the North East: Transit and Trans-Shipment Consideration Working paper- 06 শীর্ষক একটি গবেষণায় ভারতকে ট্রানজিট দেওয়ার বিষয়ে চারটি বিষয় বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। এগুলো হল- (i) ট্রানজিট যোগ্য পণ্যের চাহিদা নিরূপণ, (ii) ট্রানজিটের পণ্য পরিবহনের সবচেয়ে ভাল পথ নির্ধারণ, (iii) সময় ও ব্যয় সাশ্রয় এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এর লাভ ভাগাভাগি এবং (iv) ট্রানজিট পরিচালনা।

এ গবেষণায় দেখা যায় যে, ভারতের প্রধান অংশের সাথে উত্তর পূর্ব ৭টি রাজ্যের পণ্য বহন মূলতঃ রেলপথ নির্ভর ও আসাম ভিত্তিক। সড়ক ও রেলপথ মিলিয়ে বছরে সাড়ে পাঁচকোটি টন পণ্য এ অঞ্চলগুলোতে পরিবহন হয়ে থাকে, যার অধিকাংশ আসামের উপর দিয়ে হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ ট্রানজিট সুবিধা দিলে এ পণ্যের কতখানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে পরিবহন করা হবে তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ গবেষণায় আরও বলা হয় যে, বছরে সমন্বিতভাবে ৩৩ লাখ টন পণ্য ট্রানজিট পরিবহন হতে পারে যা বর্তমানের এই বাজারের অতিক্ষুদ্র অংশ। সুতরাং আসাম ভিত্তিক বাণিজ্যের কতখানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে নিয়ে আসা যাবে তার উপর নির্ভর করছে ট্রানজিট দেওয়া থেকে বাংলাদেশের প্রাপ্তির বিষয়টি। জেনে রাখা দরকার যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে আসামের বাণিজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভর্তুকী পেয়ে আসছে। আসামের আগ্রহ ও সম্পৃক্ততা ছাড়া বাংলাদেশ যদি এককভাবে ট্রানজিট অবকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যয় শুরু করে তাহলে তা বাংলাদেশের জন্য ভুল পদক্ষেপ হবে বলেও গবেষণায় উল্লেখ করা হয়।

BIDS এর এই গবেষণায় রেলপথ ভিত্তিক ট্রানজিটকে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে লাভজনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যমুনার উপর বঙ্গঁবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের বিষয়টি অনিশ্চিত থাকায় ট্রেনের

বিরতিহীন যাত্রা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে যমুনার এপারে ওপারে পণ্য উঠা নামা করার এবং দুই পারের জন্য পণ্যবাহী ফেরি চালু করতে হবে যা আবার ব্যয়বহুল ও সময়ক্ষেপণকারী হবে। এছাড়া রেলওয়ের অবকাঠামো ও পরিচালনা উন্নয়নে অন্ততঃ ১০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করতে হবে বলেও এতে উল্লেখ করা হয়।

গবেষণায় আরও দেখানো হয় যে, মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে বছরে ৪০ লাখ টন পণ্য আনা-নেওয়ার ফলে টন প্রতি ১,০০০/- টাকা ট্রানজিট মাসুল নিলে বাংলাদেশ ৫ কোটি ৭০ লাখ ডলারের রাজস্ব পাবে। এ থেকে যদি বাংলাদেশ রেলওয়ের উপর দেওয়া ভর্তুকী বাদ দেওয়া হয় তাহলে প্রকৃত রাজস্ব আয় প্রায় দেড় কোটি টাকা হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। যদি দর কষাকষি করে মাসুল দ্বিগুণও করা হয় তবুও এই আয় ৩ কোটি ডলারের বেশি হবে না। ১০ কোটি ডলার বিনিয়োগের বিপরীতে দেড় কোটি থেকে ৩ কোটি ডলার পর্যন্ত আয় খুব বেশি নয়।

Asia Pacific Research and Training Network on Trade কর্তৃক ২০০৮ সালে প্রণীত ৫৬ নং Working Paper সিরিজে বর্ণিত সমীক্ষায় দেখা যায়, সীমান্তে যদি পরিবহণ এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ১০% ব্যয় কম হয় তবে রপ্তানীর পরিমাণ ৩% হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ট্রানজিট সুবিধা প্রাপ্তির ফলে ভারতের পরিবহণ ব্যয় ৭০% কমে যাবে। সেই হিসাবে বর্তমানের ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন (২০০২ সালের তথ্য মতে) পণ্যের স্থলে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩০ হাজার টন উভয় দিকে পরিবাহিত হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চোরাকারবারি প্রতিরোধের জন্য এই পণ্য অবশ্যই কন্টেইনারে পরিবাহিত হতে হবে। প্রতিটি ৪০ ফুট কন্টেইনারে যদি ৩০ টন মাল পরিবহণ করা হয় তবে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টন পণ্যের জন্য দরকার হবে ৫ লক্ষ ২৪ হাজার কন্টেইনার। জুলাই ২০১০ থেকে NBR কর্তৃক প্রতি কন্টেইনারের উপর আরোপিত ১০,০০০/- টাকা যদি ট্রানজিট ফি আদায় করা হয় তবে বছরে ৫২৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হবে। টোল চার্জ, লোড-আনলোডিং চার্জ, ডকুমেন্টেশন করার জন্য এজেন্সি ফি, স্থল ও জলপথের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, কাস্টম্‌স ক্লিয়ারেন্স স্টাফদের বেতন ভাতা ইত্যাদি বাদ দিলে ৫২৪ কোটি টাকার রাজস্বও পুরোপুরি সরকারী কোষাগারে জমা হবে না।

বিশ্ব ব্যাংক (WB) ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশ ভারতকে ট্রান্সশীপমেন্ট দিলে বাংলাদেশ বছরে ২০০ কোটি টাকা আয় করতে পারে এবং ২.৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

উপর্যুক্ত গবেষণাগুলোর সামগ্রিক বিশ্লেষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ট্রানজিট হতে বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ লাভ বা প্রাপ্তি যোগ আসলে সীমিত।

ট্রানজিটের সম্ভাব্য অসুবিধা- ট্রানজিটের সমালোচকগণ ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশ যে সব অসুবিধায় পড়তে পারে তার কতিপয় দিক উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ ভারতকে ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য বৈষম্য আরও প্রকট হবে। দ্বি-পক্ষীয় বাণিজ্যে বাংলাদেশ বর্তমানে প্রায় ৩০০ কোটি ডলারের ঘাটতি মোকাবিলা করছে। FBBCI এর সংকলিত পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ভারত থেকে ৩২১ কোটি ৪৬ লাখ ডলারের পণ্য আমদানির বিপরীতে সে দেশে মাত্র ৩০ কোটি ৪৬ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানী করা হয়েছে। বাংলাদেশ ট্রানজিট দিলে পণ্য পরিবহণ খরচ প্রায় অর্ধেকে নেমে যাবে। আর এর ফলে ভারতীয় পণ্য সস্তা হওয়ায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে বাংলাদেশের রপ্তানী কমে গিয়ে এই বাণিজ্য ঘাটতি আরও প্রকট হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ট্রানজিটের ফলে বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্যের কালোবাজার সৃষ্টি হতে পারে এবং অবৈধ ডাম্পিং এর সৃষ্টি

হতে পারে।

তৃতীয়তঃ ট্রানজিট দিলে নেপাল ও ভুটানকেও ট্রানজিট সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু ভারত নেপাল ও ভুটানকে ভারতীয় ভূ-খন্ড ব্যবহার করে শুধু মাত্র বাংলাদেশের সাথে আমদানী রপ্তানীর অনুমতি দিলেও চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করে তৃতীয় দেশের সাথে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়নি। এটা নিয়েও ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

চতুর্থতঃ প্রস্তাবিত ট্রানজিট বা ট্রান্সশীপমেন্ট বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য হুমকি স্বরূপও মনে করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর বিদ্রোহীদের টার্গেটে পরিণত হতে পারে বলেও অনেকে মনে করেন।

পঞ্চমতঃ ভারতের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করা হয় যে, ভারত বাংলাদেশের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রতি সম্মান দেখায় না বা বাস্তবায়নে গড়িমসি করে। যেমন- ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির শর্তানুসারে বাংলাদেশ ভারতকে বেরুবাড়ি হস্তান্তর করলেও বিনিময়ে ভারত এখনও তিনবিঘা বাংলাদেশকে হস্তান্তর করেনি।

সম্প্রতি ভারতীয় দুটি জাহাজ বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে কলকাতা থেকে ত্রিপুরা যাওয়ার সময় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক বা ফি আদায় করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ভারত ট্রানজিট মাসুল প্রত্যাহার করতে সরকারকে চিঠি লিখে। তাতে সাড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টার নির্দেশে NBR মাসুলের পরিবর্তে ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে জাহাজ দুটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এ ঘটনা ভারতের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুলোকে আরও দৃঢ় করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ হিসাবে ট্রানজিটের চেয়ে ট্রান্সশীপমেন্ট সুবিধা দেয়া অধিক যৌক্তিক হবে। এর মাধ্যমে ভারতের আচরণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করার পাশাপাশি ট্রানজিট দেওয়ার ফলে আসলে বাংলাদেশের কি লাভ হবে তাও পরিস্কার হবে। এছাড়া ট্রানজিটের চেয়ে ট্রান্সশীপমেন্ট অনেকটা ঝামেলাবিহীন, প্রতিরক্ষার দিক হতে ঝুঁকিমুক্ত, দেশে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বেশী সহায়ক। এতে বিনিয়োগও কম লাগবে।

তথ্যসূত্র

1. UNCTAD (1995): The Establishment of Trans-Shipment Facilities in Developing Countries.
2. Review of Maritime Transport- 2007.
3. Carlos M. Gallegos: Trend in Maritime Transport and port Development in the Context of world Trade.
4. Azad, A.K. “Converting Services trade between Bangladesh and India into Commodity trade: A Mutually beneficial Alternative,” Bangladesh journal of Political Economy, Vol. xvi, No. 1, 2002.

5. BIDS-PRP: India, Bangladesh and the North East: Transit and Trans-Shipment Strategic Consideration, working paper. 06.

6. Asia Pacific Research and training Network on Trade, 2008, Working Paper- 56.

7. Rehman Sobhan: Transforming Eastern South Asia.

8. প্রথম আলো ও দৈনিক আজাদী পত্রিকা, ২০১০ সালের বিভিন্ন সংখ্যা।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

আঞ্চলিক ট্রানজিট এবং ট্রান্সশিপমেন্ট ঃ প্রেক্ষাপট চট্টগ্রাম বন্দর

নাসির উদ্দিন চৌধুরী*

চট্টগ্রাম বন্দর, বাংলাদেশের অর্থনীতির নাভী মূলে যার অবস্থান শত সমস্যা সত্ত্বেও এর কর্মকান্ডের বিস্তৃতি আমাদেরকে আশান্বিত করে। শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতি নয়, চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান গত সুবিধা থেকে ভারত, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের অর্থনীতি লাভবান হতে পারে। বিশ্ব বাণিজ্য এবং আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের গুরুত্ব বিবেচনায় এনে প্রতিবেশী দেশ সমূহকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারে সুযোগ দেওয়া উচিত বলেই মনে হয়। তবে যে প্রশ্নটি সবাইকে উদ্বেগাকূল করে তা হলো, চট্টগ্রামবন্দর বর্তমান সীমাবদ্ধতা নিয়ে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কতটুকু প্রস্তুত?

চট্টগ্রাম বন্দর আমাদের আশা আকাংখার পোতাশ্রয়। জাতীয় রাজস্ব আয়ের এক বিশাল উৎস। ট্রান্সশিপমেন্ট প্রদানের মাধ্যমে এ আয় আরো কয়েক গুন বাড়তে পারে। ট্রান্সশিপমেন্ট বা ট্রানজিট, ভৌগলিক অবস্থানের কারণে এক রাষ্ট্রের মধ্যদিয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সমূহের জন্য মালামাল ও যাতায়াতের জন্য পরিবহন সুবিধা প্রদানকে বুঝায়। তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, বাণিজ্যিক স্বার্থ, জাতীয় নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে বিবেচনায় আনতে হয়। জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়েই তবে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চুক্তি হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দরের সুবিধা নিয়ে পাশ্ববর্তী দেশ গুলো অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে বাংলাদেশের ভূ-ভাগ ব্যবহার করে তাদের আমদানী ও রপ্তানী কার্য□ম পরিচালনা করতে আগ্রহী। ভারতের সেভেন সিষ্টার রাজ্য হিসাবে পরিচিত অঞ্চল, নেপাল এবং ভুটান পাহাড় পর্বত বেষ্টিত। সমুদ্র পথে সরাসরি যোগাযোগ সুবিধা তাদের নেই। স্বাভাবিক ভাবেই তারা বাংলাদেশের ভূ-খন্ড ব্যবহার করে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে তাদের পন্য আনা নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী। দীর্ঘদিন ধরেই এ নিয়ে আলাপ আলোচনা চল্লেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং ভারতের অতি সুবিধাবাদী নীতির কারণে এর বাস্তবায়নের কোন অগ্রগতি হয়নি। পাশাপাশি বাংলাদেশ নেপাল ও ভুটানের সাথে সরাসরি স্থল পথে বাণিজ্য সম্পর্কে আগ্রহী হলেও ভারতের নেতিবাচক ভূমিকার কারণে বিষয়টি ঝুলে থাকে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ, ভারতকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার

---

* প্রথম সহ-সভাপতি বিজিএমইএ

প্রবন্ধটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, ২০১১-তে উপস্থাপিত হয়েছিল। সম্মেলন স্থান: থিয়েটার ইনষ্টিটিউট, চট্টগ্রাম। তারিখ: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

সুবিধা সহ ট্রানজিট সুবিধা প্রদান করবে, পাশাপাশি নেপাল ও ভুটানের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগে ভারত তার ভূ-খন্ড বাংলাদেশকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। ফলে নেপাল ও ভুটান চট্টগ্রাম বন্দরের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

এপ্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব আরো অনেক বেড়ে গেলো। চট্টগ্রাম বন্দর অতঃপর শুধু বাংলাদেশের গেটওয়ে নয়। পূরো দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের জন্য গেটওয়ে হবে। সঙ্গত কারণেই চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা ও ক্ষমতার প্রশ্নটি সামনের চলে আসে।

ট্রানজিট এবং ট্রানশিপমেন্ট তখনি লাভ জনক হবে যখন চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ট্রানজিট/ট্রানশিপমেন্ট প্রদানকারী দেশ হিসাবে আমাদের দায়বদ্ধতা বাড়লো। পন্য পরিবহন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সামগ্রিক ভাবে বন্দরের অবকাঠামো আরো বিস্তৃত এবং উন্নত করতে হবে।

বিগত বৎসরে আমরা চট্টগ্রাম বন্দরে অনেক অনিয়ম ও বিশৃংখলা দেখেছি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বন্দর ব্যবহারকারীগণ এবং ভোক্তা জনগণ। জাহাজ জট, শ্রমিক অসন্তোষ, পণ্য খালাসের বাধা। পণ্য খালাসের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ভোগ্য পণ্যের দাম বেড়েছে। সম-সাময়িক পত্র পত্রিকার এতদসংক্রান্ত দু-একটি সংবাদই এর প্রমাণ দিবে।

১লা অক্টোবর ২০১০ দৈনিক কালের কণ্ঠে লীড নিউজ ছিল "২০ জাহাজের চাল খালাসে ধীরগতি, বাড়ছে দাম"। দৈনিক পুর্বকোণের ০২ নভেম্বর ২০১০ এর সংখ্যায় বলা হয় "নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির বড় কারণ জাহাজ জট, যে কারণে গত দু'মাসে চাল আমদানীতে দর বেড়েছে কেজিতে আড়াই টাকা।

যথা সময়ে বার্থিং বা জেটিতে ভীড়ার অনুমতি না পাওয়ায় আমদানীকৃত পণ্যবাহী জাহাজ গুলিকে ১১-১৫ দিন বর্হিনোঙ্গরে বসে থাকতে হয়। প্রতিদিন অতিরিক্ত চার্জ হিসাবে ১৫০০ মার্কিন ডলার গুনতে হয় প্রতিটি জাহাজকে। ব্যবসায়ীদের সূত্র মতে কম দামে চাল আনার পরও দীর্ঘ সময় বন্দরে অবস্থানের কারণে অতিরিক্ত চার্জ দিতে গিয়ে দাম বেড়ে যায় ভোগ্য পণ্যের।

এরজন্য মূলতঃ দায়ী শ্রমিক অব্যস্থাপনা, শ্রমিক অসন্তোষ, হরতাল, অবরোধ, বার্থ অপারেটর নিয়োগে দীর্ঘ সূত্রিতা, বন্দর অপারেশন কার্যক্রমে অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা। বিশেষ করে ৬টি কন্টেইনার জেটিতে বার্থ অপারেটর নিয়োগে জটিলতার কারণে বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গত মে-২০১০ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কার্গো হ্যান্ডেল করতে গিয়ে অদক্ষতার সাথে শ্রমিকদের ধীরে চলা নীতি যুক্ত হয়ে তীব্র জাহাজ জটের সৃষ্টি হয়।

বার্থ অপারেটর নিয়োগের জন্য ৩ বার দরপত্র আহব্বান করা হয়। প্রক্রিয়া শেষ করতে করতে বন্দর ব্যবহারকারীগণের নাভিশ্বাস উঠে। অন্যদিকে বার্থ অপারেটর নিয়োগের বিরোধিতা করে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেয় ৮ অক্টোবর ২০১০। এক পর্যায়ে বন্দর প্রশাসন, বার্থ অপারেটর ও শ্রমিকদের অনড় অবস্থানের কারণে বন্দর কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বন্দর ব্যবহারকারীগণ। দৈনিক পূর্বকোণের লীড নিউজ ছিল "বন্দর পরিস্থিতি ঃ তিন পক্ষই অনড়, ব্যবহারকারীরা উদ্বিগ্ন"। ১২ অক্টোবর ২০১০ প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগও ব্যার্থ হলে শেষ পর্যন্ত বন্দরে সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে হয় ১২ অক্টোবর। কিন্তু সেনাবাহিনী নিয়োগ কোন স্থায়ী সমাধান নয়। বলা যায় বন্দরে কোন কারণে পণ্য খালাসে বিঘ্ন হলে ভোক্ত পণ্যের মূল্যের উপর এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। অন্যদিকে একই কারণে রপ্তানীকৃত পন্যবাহী জাহাজ সময় মতো বন্দরে ত্যাগ করতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্থ হন রপ্তানীকারকগণ। বিজিএমইএ সূত্রে জানা যায় চলতি অর্থ বৎসরে তৈরী পোশাক রপ্তানী লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয় ১৩.৭ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু বন্দরে পণ্য উঠানামায় অতিরিক্ত সময় ক্ষেপন এর ফলে লক্ষ্যমাত্র অর্জন সম্ভব হবে না বলে মনে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে উড়োজাহাজে করে রপ্তানী পণ্য পাঠাতে গিয়ে পোশাক রপ্তানীকারদের গত মে ২০১০ ইং

থেকে অক্টোবর ২০১০ ইং পযর্ন্ত অতিরিক্ত ৯০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে।

বন্দর কর্তৃপক্ষের বেশ কিছু অব্যবস্থাপনা আমরা বিগত বৎসর গুলিতে দেখেছি। ২০০৭ সালে তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেনাবাহিনীর সহায়তায় বন্দরে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে বন্দরের এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও ২০১০ সালের প্রথমার্ধে পুনরায় শুরু হয় বন্দরের অব্যবস্থাপনা। এখানে বিশেষ করে বার্থ অপারেটর নিয়োগ নিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা ছিল অকল্পনীয়। এরজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বার্থ অপারেটরা দায়ী। এমন অবস্থার পুনরাবৃত্তি কখনই বন্দরের জন্য শুভ নয়।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পরিবহনের বিশাল স্রোত ধারণ করার মত প্রশস্ত নয়। তদুপরী স্থানে স্থানে ভাঙ্গাচুরা, রাস্তার উপর স্থায়ী অস্থায়ী বাজার, যত্রতত্র গাড়ী পার্কি ইত্যাদি। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবশ্যই ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপটে ছয় লেন করা প্রয়োজন। অভ্যন্তরীন পণ্য পরিবহনকারী ট্রাক, কার্ভাড ভ্যান, যাত্রীবাহী বাস গুলো স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারেনা। ৭ থেকে ৮ ঘন্টা সময় লেগে যায়। কখনো তা ড়ে ১০-১২ ঘন্টায় পৌঁছায়। মহাসড়কের অপ্রশস্ততাই এর জন্য দায়ী পাশাপাশি সীতাকুন্ড, মীরসরাই সহ বেশ কিছু এলাকায় রাস্তার অবস্থা খুবই করুণ। মহাসড়কের পার্শ্বে বাজার থাকায় স্থানে স্থানে শুরু হয় জট। বিশেষ করে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে বারৈয়াহাট পর্যন্ত বেশ কিছু বাজার অবস্থিত হওয়ার কারণে চট্টগ্রাম থেকে সড়ক পথে হতে কিংবা চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে যানজটের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ফেনী, চৌদ্দগ্রাম, মিয়া বাজার, গৌরিপুর ইত্যাদি স্থানে বাজার থাকার কারণে প্রায় যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সমস্থ বাজার গুলোকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সরিয়ে দেওয়া গেলে অথবা আরো পিছিয়ে দেওয়া গেলে যানজট কিছুটা কম হতো। অন্ততঃ পরিবহন গুলি পণ্য ও যাত্রী নিয়ে সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারতো। এমতাবস্থায় ট্রানজিট / ট্রান্সশিপম্যান্ট চালূ হলে আর গত্যন্তর থাকবে না। তখন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মালামাল পরিবহন কঠিন হয়ে উঠবে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে পণ্যবাহী কাভার্ড ভ্যান ট্রাকের নিরাপত্তার অভাব সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। প্রায়ই কাভার্ড ভ্যান ও ট্রাক থেকে পণ্য চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে। কখনোও গোটা কাভার্ড ভ্যান, ট্রাক ইত্যাদি গায়েব করে মাল লুট-পাট করা হচ্ছে। দৈনিক নয়া দিগন্তের ৭ নভেম্বর ২০১০ সালের সংখ্যায় ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি জানান যে, জানুয়ারী ২০১০ থেকে অক্টোবর ২০১০ পর্যন্ত দশ মাসের ১৫০টি কাভার্ড ভ্যান ও ট্রাক ছিনতাই করে মালামাল গায়েব করা হয়েছে। এসবের কয়েকটি তথ্য এখানে দেওয়া হলো।

সূত্র ঃ (দৈনিক আজাদী) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এর মীরসরাই, সীতাকুন্ড, ফেনী ও কুমিল্লার ২৩টি স্পটে ১১টি চ� পণ্য লুট-পাটে জড়িত। ২৯ শে সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে, এক কোটি টাকা মূল্যের ১৭০ বেল কাপড় কাভার্ড ভ্যান ছিনতাই হয়। ১৩ অক্টোবর ২০১০ তারিখে বন্দর এলাকা থেকে তুলাবাহী ১টি ট্রাক ছিনতাই। ১৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে সাভারের স্টাইল গার্মেন্টস্ এর ৩২ লক্ষ টাকার তৈরী পোশাক চট্টগ্রাম আসার পথে চুরি হয়। ০১ লা নভেম্বর ২০১০ পরিবহন কালে ছিতাই বাড়ছে, লাগাম টানতে পারছেনা পুলিশ।

২৭ অক্টোবর ২০১০ (ইত্তেফাক) জাহাজী করণের আগে পণ্য লুটপাট, চট্টগ্রামে গ্যাং লিডার গ্রেফতার।

মহাসড়কের নিরাপত্তা হীনতার চিত্রটি এখানে ফুটে উঠেছে।

উপরে বর্ণিত অবস্থায় ট্রানজিট / ট্রান্সশিপমেন্ট পরিচালনায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কতটুকু সফল হবেন তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হয়। অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন জরুরী। বন্দর ব্যবস্থাপনাকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে আর্ন্তজাতিক মানের বন্দর বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা যেতে পারে। পাশাপাশি বর্তমান লোকবল স্বল্পতা পূর্ণ করে বন্দরে অপারেশনাল কার্য�মে গলিশীলতা আনতে হবে। একই সাথে

বন্দর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়াতে হবে যাতে কোটারী স্বার্থ ও রাজনৈতিক প্রভাব অতিক্রম করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। পাশাপাশি সিঙ্গাপুর, পেনাং এবং কলম্বো বন্দরের অবকাঠামো ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে তাদের অভিজ্ঞতা চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনায় গতি আনতে পারে। এমন প্রেক্ষাপটে কিছু সুপারিশমালা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ-

১। চট্টগ্রাম বন্দর কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত প্রাকৃতিক বন্দর। মোহনার অনতিদূরে বহির্নোঙ্গরে অপেক্ষায় থাকা বাণিজ্য তরী গুলো পর্যায়ক্রমে চ্যানেল হয়ে জেটিতে আসে। চ্যানেলের স্বাভাবিক নাব্যতা জাহাজ চলাচলের উপযোগী রাখতে অব্যাহত ড্রেজিং, নেভিগেশন সুবিধা বাড়াতে হবে। বিশেষ করে চ্যানেলের যত্রতত্র লাইটারেজ জাহাজ গুলোর নোঙ্গর করে থাকার কারণে র্দুঘটনার আশংকা থেকেই যায়। অর্থাৎ চ্যানেলকে বাধামুক্ত ও সুনাব্য রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে।

২। ভবিষ্যত কর্মপন্থা মাথায় রেখে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় আধুনিক ইকুইপম্যান্ট ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে ব্যবহৃত ইকুইপম্যান্ট ও যন্ত্রপাতি বহুল ব্যবহৃত। এগুলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ জনবলের প্রয়োজন। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ থাকলে যে কোন যন্ত্রপাতির ব্যবহার যোগ্যতা বাড়ে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরকে অনুমতি দিলে এক্ষেত্রে গতি আসবে।

৩। বন্দরের ইয়ার্ড সম্প্রসারণ করতে হবে। এলক্ষ্যে কর্ণফুলি নদীর নীচ দিয়ে টানেল নির্মাণ করে আনোয়ারা থানায় বন্দর কার্যক্রম বিস্তৃতির পাশাপাশি চট্টগ্রাম শহর সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এতে করে নদী ওপারে শিল্প কারখনা গুলির জন্য বন্দর থেকে মালামাল খালাস ও গুদামজাত করা সহজ হবে।

৪। শ্রমিক ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে শ্রমিকদের যথোপযুক্ত মজুরী প্রদানসহ বিভিন্ন কল্যাণ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন জরুরী। দক্ষ শ্রমিকদের মূল্যায়ন বিশেষ ভাবে করতে হবে।

৫। আমদানী রপ্তানী কার্যক্রম দ্রুততার সাথে পরিচালনার স্বার্থে কার্যকর ব্যবস্থা করা জরুরি। বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রমকে "অত্যাবশ্যকীয় সেবা" হিসাবে এবং স্পেশাল এ্যাকট্ এর মাধ্যমে ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং, হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে বাধা প্রদান ইত্যাদি বে আইনী ঘোষণা করতে হবে। যে কোন অজুহাতে বন্দর বন্ধের মতো ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর কর্মসূচী আবশ্যই বন্ধ করতে হবে। এসব কারণে জাতীয় অর্থনীতি এবং বর্হিবিশ্বে দেশের ভাবমূর্ত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে মূহুর্তে আমরা প্রতিবেশী দেশ সমূহকে বন্দর সুবিধা দেওয়ার ইতিবাচক চিন্তা করছি, তখন আমাদের দক্ষতা ও ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠুক এমনটি কাম্য হতে পারে না।

৬। ঢাকা চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ ও সড়ক যোগাযোগ আরো উন্নয়ন করতে হবে। বিশেষ করে ঢাকা চট্টগ্রাম সর্ম্পূন রেলপথ ডাবল ট্রেক করতে হবে। মালবাহী বগী ও ইঞ্জিনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সড়ক পথে চার বা ততোধিক লেনের রাস্তা দ্রুত সম্পাদন করতে হবে। মহাসড়কের পাশে সুযোগ ও অবকাঠামো সৃষ্টি করে পার্শ্বস্থ সকল স্থায়ী ও আস্থায়ী বাজার হাট স্থানান্তর করতে হবে।

৭। চট্টগ্রাম বন্দরের অন্যতম সমস্যা লোকবল স্বল্পতা ও দক্ষতার অভাব যে কারণে বিভিন্ন দপ্তর ও শাখার কাজে বিঘ্ন ও বিলম্ব হয়। দ্রুত প্রয়োজনীয় লোকবল সংগ্রহ করে কার্যক্রমে গতিশীলতা ও দক্ষতা আনতে হবে। অটোমেশন কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করা অত্যবশক।

৮। বন্দরের শ্রমিক সংগঠন গুলো বন্দরের গুরুত্ব অনুধাবন করে যাতে দায়িত্বশীল আচরণ করে যে বিষয়ে তাদের সঙ্গে বন্দর কর্তৃপক্ষের এবং বন্দর ব্যবহারকারী ফোরামের সু-সম্পর্ক থাকা উচিত। জাতীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন করে এমন ধরেনের কর্মসূচী যাতে শ্রমিক সংগঠন গুলি পরিহার করে চলে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকেই সচেতন হতে হবে।

৯। বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক দক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও অনাবশ্যক রাজনৈতিক হস্তপেক্ষ থেকে বন্দর ও বন্দর কর্তৃপক্ষকে মুক্ত রাখতে হবে।

১০। বন্দর পরিচালনায় বন্দর ব্যবহারকারী ফোরাম সমুহের প্রতিনিধি রাখা যেতে পারে।

১১। বন্দর কর্তৃপক্ষের অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনা আমলাতন্ত্রিক জটিলতার কারণে বিলম্বিত হচ্ছে। দ্রুত ঐ সব পরিকল্পনা অনুমোদন, অর্থায়ন বাস্তবায়ন করে বন্দরের গতিশীলতা ও ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

১২। বন্দরের সাবির্ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর্ন্তজাতিক মান সম্পন্ন করতে হবে। একই সঙ্গে মহাসড়কে পন্যবাহী পরিবহনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

আমরা সকলেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন চাই। যে কোন সুযোগ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় ঐক্যমতের প্রয়োজন। ঐক্যমতের অভাবে আমরা সম্ভাব্য উৎসগুলো থেকে কাংখিত ফলাফল সময় মত অর্জন করতে পারি না। এ' ধরনের ব্যর্থতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। ট্রানজিট / ট্রানশিপম্যান্টের প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ যথাযত কাজে লাগানো গেলে আমাদের জাতীয় রাজস্ব আয় বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন হবে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। বাড়বে শিল্প কল-কারখানা। এ'ব্যপারে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ এবং জনগণের সমর্থন ও অংশগ্রহন একান্ত জরুরী।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২ ০ ১ ২

The Curse of being Landlocked, Importance of Port Service and Prospect of Regional Connectivity between Bangladesh and her Landlocked Neighborhood

NITAI C. NAG *

1. Introduction

It is quite reasonably that Regional Economic Cooperation (REC) is increasingly gaining popularity in the present world. Rising population pressure on the world's given or depleting resource base in combination with a virtual absence of any matching technological bust as well as planned method of economic development are supposed to be mostly responsible for this development. Nations now are desperate to find ways out of respective woes. RECs are considered to be one such way. Originally RECs were concerned with trade cooperation only (Viner,1950). Over time its jurisdiction grew wider to cover, at places, almost all economic issues of a nation. An example is the European Union. Thus one will find RECs now to be busy in addition to trade cooperation with regional economic growth, inflation, unemployment, finance, cross-border movement of productive agents, and regional connectivity. Although it is difficult in general to rank the issues on the basis of importance, certain issues turn out to be more crucial than others depending on time and place. For instance, free trade in goods appeared to be the panacea in the hard post war days for the founding members of the European

* Professor, Department of Economic, University of Chittagong, Chittagong.

প্রবন্ধটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, ২০১১-তে উপস্থাপিত হয়েছিল। সম্মেলন স্থান: থিয়েটার ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম। তারিখ: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

Community, although matters related to exchange rate movement or agricultural prices posed to be no less difficult challenges for them at other times. Similarly, the issue of connectivity is more crucial than tariff for geographically disfavored landlocked countries. Being land locked as such means lower economic growth and prosperity.

This paper attempts, first, to point out how landlocked condition of a state or region proves to be a curse upon its residents. In this context the paper uses examples of landlocked regions whose otherwise abundant resource base due only to lack of access to sea proves insufficient to mitigate economic hardship of the residents. In section three the paper narrates how a strategic sea port by helping to create regional connectivity, could, both improve the economic condition of the landlocked states and generate dividends for the coastal participants. In section four the case of Chittagong port has been used as an example. The relative feat of Chittagong as likely host to regional connectivity in Eastern South Asia as well as South West China has been examined. In section five, the paper argues that there already exist remnants of a prospective regional cooperation in the said region and it is a matter of patching up those remnants into a complete entity through concerted regional approach. It may be remembered that today's EU was but an initiative among six countries about cooperation on steel and coal titled European Steel and Coal Community. Concluding remarks appear in the last section.

2. Plight of a Landlocked State

According to 2006 statistics among the 188 countries in the world, 43 are landlocked.

Among continents, only North America and Australia do not have a landlocked country inside their respective continents.The United Nations Convention on the Law of the Sea now gives a landlocked country a right of access to and from the sea without taxation of traffic through transit states.

How transport costs are determined by a country's location can be seen from the following examples. The shipping cost for a standard container from Baltimore to the Ivory Coast amounts to around US$ 3,000. Sending the same container to the landlocked Central African Republic will cost up to US$ 13,000.[1] **It is estimated on the basis of 1990 data that seven billion Rupees are being spent as additional costs to transport goods and services to and from northeast India (Rahman et al., 2007).** The shipment of Assam tea to Europe is required to travel

1 While the distance between Baltimore to Abidjan is 4993 miles, between Abidjan and Bangui (Central African Republic) it is 1558 miles.

1400 km to reach Kolkata port along Shiliguri although an alternative route through Chittagong is shorter by 60%. (Rahmatullah, 2006)

MacKellar *et al.* (2000) shows that states that had no direct access to sea outlets had a 1.5% lower growth rate. The sluggish economic growth of landlocked Africa corroborates to this finding. Bangladesh’s landlocked neighborhood too is having to endure the same fate as we will detail out later. The study justly argues that development of alternative transportation routes rather than trade policies should get higher level of policy emphasis in such states, because, it is ‘fundamentally a transport problem’. This study argues that regional trade arrangements significantly mitigate the negative effects of being landlocked on trade. Each transit corridor requires an extensive marketing strategy to attract capital and transit traffic. Landlocked countries should realize that they could play a role in a sub-region and use this strategic location. In the case of Zambia, for example, it was only after independence that the country realized that it could take advantage of its strategic location in the sub-region and included such considerations in the planning and negotiation of corridors. Landlocked countries can take an active role in proposing and working on transit corridor planning. On the other hand, a transit or coastal country can use its potential to attract investment and customers, and increase its own and the region’s growth potential. A corridor systematically creates spillover effects which provide opportunities for a whole region. The upshot here is that both parties landlocked and coastal could become winners through transport cooperation.

Raballand (2003), using 10,000 observations, from a sample of 46 countries over a 5-year period, conclude that being landlocked would reduce trade by more than 80% when measured by a dummy variable. He also confirms empirically this result using econometric model.

A recent study found that simply crossing the border between the United States and Canada is equivalent to adding between 4,000 to 16,000 kilometres worth of transportation costs (Hauseman, 2001)

If a border adds such significant costs in trade between highly developed countries, it is obvious that countries with weak commercial and customs infrastructure are faced with even more costly hurdles.

Maritime trade has continuously expanded in the last three centuries. The decline of real costs of shipping explains its development. States deprived of sea coast could consequently be victims of this trend because inland haulage transport cost has not diminished at the same pace.

Limao and Venables (2001) find that it is more than seven times more expensive to transport goods by land than by sea.

Beilock *et al*. (1996) calculated that each border-crossing within the FSU (Former Soviet Union) region increases truckload freight rates by 400 US dollars.

The seven North Eastern Indian states are land locked; so also are Nepal and Bhutan. At present they use Kolkata port for their external trade. In terms of geographic location Bangladesh's Chittagong port is in a much better position to provide port service for external trade to these states and countries. These states could save considerably in terms of costs and time by having not to transport to and from Kolkata port. Bangladesh too could become gainer by charging fees for the service on regular basis.

2.1 Profiles of some Landlocked States in Bangladesh's Neighborhood

Here we have looked into the socioeconomic realities surrounding Indian state of Assam, and the Chinese Southwestern Province of Yunnan.

2.1.1 The Seven Sisters

Assam has over four crore people. Meghalaya, Manipur, Mizorem each has population of less than five million.

Four of the seven states, Meghalaya, Mizorem, Arunachal, and Nagaland — were just curved out of the original province of Assam, in the 1970s and 1980s. Tripura and Manipur were princely territories during the British rule.

The percentage of poor in Assam is the highest in the North East India. Four out of ten people in rural Assam are likely to be below the poverty line. The state has experienced decline since independence.

In 1950-51, Assam's per-capita income was 4.1 percent higher than the average for India. By 1980-81, and 1998-99, per-capita income became respectively 27 per cent and 46 percent lower than national average. According to a study by Bhattacharya (Rakhee Bhattacharya, http:// argueindia.org/ ecogrowth.pdf, browsed on January 2, 2011)

The gap is still widening. The following account on Indian Seven Sisters is based mainly on Rakhee Bhattacharya's work.

Assam's unemployment rate is twice as high as national unemployment according 1999-2000 statistics. The per capita income is in a decline especially in the rural areas.

Dependence on the primary sector remains unchanged at too high level. In most of India's rapidly growing states the agricultural sector is in relative decline, with growth in the service and manufacturing sectors accelerating. However, in the Northeast there is little evidence of economic diversification. Agriculture remains the backbone of the economy.

Unemployment is allegedly the root cause of insurgency and terrorism in North East India.

"India seems to be diverging into almost two different countries; prosperous, and modernising southern and western regions and poor and politically volatile northern and eastern regions"

. A Parallel economy is run by insurgent groups, who collect taxes from citizen to finance their insurgency.

Bridging the gap between the two Indias is perhaps the greatest challenge facing the country today.

All states are small and economically non-viable states .

Except Assam, the area of each state is less than 35,000 sq.km. and population less than 5 million each.

All the states are substantially dependent on government support and suffers from economic stagnation. So cooperation on regional basis urgent.

Paradox: it is difficult to think of another area in the world which can surpass India's north east in terms of its forest hydro and mineral resources.

The Region's central feature is: Abundance of water, forest, and mineral resources and distinct bio diversity. The public sector until now remains dominant resource manager crucial sector of employment.

Poverty incidence in Mizoram and Nagaland is below the national average. But this difference fails to change the region's picture since these two states are too small in terms of population. There is a robust statistical relationship that shows that,on average, resource-dependent economies perform poorly in terms of economic growth and development – a result so ubiquitous in developing countries that it has been termed the "resource curse"[2].

---

2 We are however inclined to describe the reality of these states in terms of curse of being landlocked.

As such, as a transit route through Bangladesh can integrate the northeast India with its mainland and is set to reduce transportation cost significantly.

Hydropower Potential in NE states

This report shows that hydropower from the Northeastern Region is of great importance to the realization of India’s development potential. And given the current socioeconomic and development status of the Northeast, the hydropower sector also emerges as one of the best opportunities for development in the region, provided that the hydropower projects are developed in a manner appropriate for the region’s social and environmental contexts. Hydropower project revenues could potentially double the region’s net state domestic product.

Also transport infrastructure to remote areas, built by the hydropower projects, would be of some importance to the region. Finally, benefits would include improved navigation and fisheries and considerable augmentation of lean season flows. Hydropower potential is around 66,000 megawatts, which represents about 40 percent of the national potential, but the operating hydropower projects and projects under construction together constitute 6 percent of the region’s potential (compared to the all- India figure of 28 percent. Power hungry Bangladesh could buy power from the region on sustainable basis.

Chart-1 Relative Decline of Indian North East Region Vis a vis the Rest of

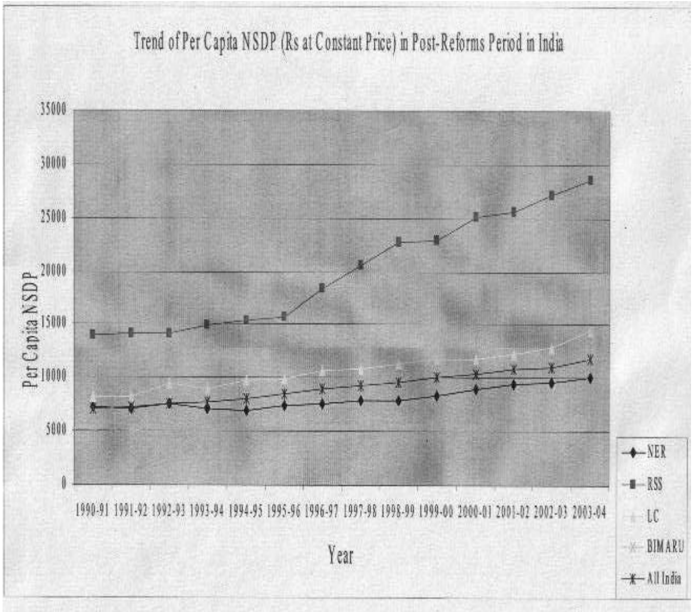

However, despite this high potential Indian North East region is facing both relative and absolute decline vis-a vis the rest of India (see chart-1).

2.1.2 Yunnan's Hardship

Yunnan is one of China's relatively underdeveloped provinces with more poverty tricken than the other provinces.

That is the province not unlike the seven sisters depend for development on public spending. Yunnan covers an area of 394,100 square kilometers and has a population of 43.75 million comprising 26 ethnic minorities. Yunnan has an 84 percent mountain area, 10 percent plateau, 6 percent basins, and has a high forest area of 28,732,001 hectares. The province is very rich in natural resources[3]. Potential for generation of electricity, availability of mineral and forest resources and varieties of cash crops etc. seem to uniquely characterize the province among the ones in the vast republic.

The theoretical hydropower reserve is estimated at 103.64 million kilowatts, the exploitable installed capacity amounting to more than 90 million kilowatts and the annual generating capacity being up to 394.45 billion kwh. In recent years there are working certain schemes for electricity transfer.

These are reportedly trumpeted as key to relieving eastern electrical shortages and providing rural electrification and poverty alleviation near the dams. Under one of these schemes in summer 2001, a delegation from Guangdong visited Yunnan and Guizhou with the purpose of establishing electricity transfer agreements The mission succeeded to make provision for 4 million and 1.6 million kWh, respectively from Yunnan and Guizhou. Several scholars liken such schemes as a type of internal colonization in which the key beneficiaries are hydropower companies and eastern provinces set to receive cheaper electricity (Magee, 2006). It is thus only natural that the Yunnan province will continue to be poorer among

---

3 Yunnan boasts the largest variety of plant species in China. Of nearly 30,000 species of higher plants in China, 17,000 or 62.9% , can be found in the province. This is why Yunnan earned the reputation of being a Kingdom of Plants.
In addition, Yunnan has more than 300 varieties of cash crops, including tea, rubber, oil palm, anise, tung tree, cinnamon, and coffee, many of which are unique to the province. She is also a treasure house of Chinese medicinal herbs. More than 2,000 species of medicinal herbs grow throughout the province.
Of the 168 kinds of minerals discovered in China, 142 can be found in Yunnan. The reserves of 54 of these minerals rank among the top 10 in China. Moreover,Yunnan comes out in the top three places in China in terms of the reserves of 25 minerals including lead, zinc, tin, phosphorous, copper, and silver. Yunnan is also rich in non-metallic minerals such as limestone, dolomite, halite, marble, and granite.

the community of provinces (see chart-2) while the lucky ones will be excelling at the expense of her resources. The province's per capita income is less than 1/8 th of that of Shanghai, the richest province. It somewhat heartening that the

Chart-2: Per capita GDP in China by Province (2003)

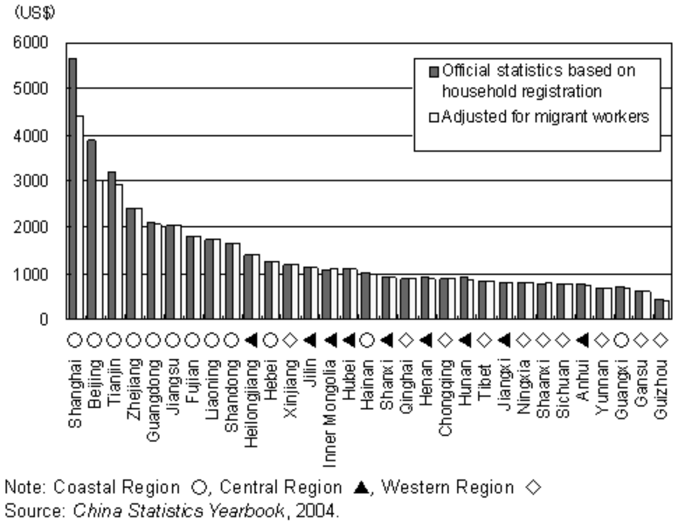

Source: **Kwan (2005)**

Chinese Government of late has shown being concerned as regards such adverse economic trend and expressed intention to reverse the trend.

3. Importance of Ports

The importance of sea-ports can be guessed from the very fact that 90% of the total volume of world trade depends on maritime transport. In recent times ports are identified as parts of port systems just as cities are conceptually defined as elements in urban systems rather than isolated elements serving respective dedicated region (Ducruet et al., 2009).

As parts of port systems, ports now both compete and cooperate and thus conceptually generate an integration (Cullinane and Song, 2007). Port activities now impact and are influenced by local and regional economic growth. Under this dynamics isolation means ruins. A port has to perform as vibrantly as is

4 The Port of Singapore Authority, for instance, operates terminals in Belgium, Portugal, and India. It also hopes to build up strong port linkages with other countries via the hub-spoke networks (Tongzon, 2006).

commensurate with the trend of competition and cooperation in its neighborhood not only for its viability but also, in the long run its very existence. Imagine a scenario under which a well established port exports services.[4]

A vibrant port could potentially become a hub city helping the mother country in terms of economic growth and employment.[5] Hub city in turn emerges due to economies of scale and technological improvements of transportation (Konishi, 2000)[6].

3.1 A Few Examples

Most of Togo's foreign trade passes through the port of Lome, which also serves as a transit point for goods for the land-locked countries, such as, Burkina Faso, Mali and Niger. While this transit trade encouraged the installation of communication networks between the port and to the landlocked countries, it also vastly opened up Togo to the outside world. The services sector within the Togolese economy remarkably expanded as a result.

The Rotterdam Port, which provides sea access to several landlocked European countries and Bandar Abbas Port in Iran which is providing the same to countries of Central Asia.

4. CHITTAGONG: A Brief Profile

Bangladesh is so suitably located geographically that she can provide transit of goods through her territory to India's Northeastern states and earn valuable foreign currency in exchange. She can also provide her ports as an entrepot to facilitate foreign trade of neighborhood which in turn extends from North East India, to parts of South-west China and Myanmar.

Construction of the SUEZ canal did revolutionize the world's sea traffic by cutting short the distance between European ports and the rest of the world.[7]

---

5 This location may develop into a new city due to the demand for transhipping and handling commodities, which in turn attracts workers and, therefore, stimulates population agglomeration at such hubs (Ducruet et al., 2009).

6 Studies (e.g., Limao and Venables, 2001) find that countries with direct access to sea do enjoy 50% less transport costs than landlocked countries**. Chittagong, by** handling the commercial carriers belonging to the landlocked Indian seven sisters, Nepal, Bhutan, and also distant Yunan state of China enroute to and from foreign destinations both via land and sea routes as freight forwarder alone could earn enormous revenues for national exchequer.

7 Before the canal opened it had taken at least 113 days for a steam ship to sail the 6000 miles from London to Calcutta via the Cape of Good Hope. The Canal cut the distance by a third.

The Egyptian nationalists, who opposed the SUEZ project, finaly reconciled as the canal started contributing billions of dollars in revenues from ships transiting through it.

Bangladesh too could gain a similar favor of geography if she can bravely go forward with an agenda on regional transport cooperation[8]. Fortune favors the brave.

Aside from port service the host city also needs to be equipped with a number of other facilities that include physical infrastructure, such as roads and highways, railway and inland waterway etc., information and technology, power and energy, banking and finance, hotels and restaurants, administrative service, specially effective law enforcing machinery essential for ensuring safe passage of foreign cargoes, and above all a corruption-free business atmosphere. This section will shed some light on the issue and show that Chittagong's feat is mostly alright. Deficiencies that prevail are amenable for being sorted out through concerted governmental efforts which in turn seems to be in place already.

According to available statistics, Chittagong produced a GDP of $16 (equivalent of a quarter of national GDP) billion in 2005. With an annual growth rate of 6.3% it is estimated that in 2020 the GDP of Chittagong will be $39 billion.

4.1 Chittagong is an Industrial City

Around 40% of the heavy industrial activities of Bangladesh is located in Chittagong. These include dry dock, Dock Yards, Oil Refinery, Steel Mills, Power Plant, Cement clinker factory, automobile industries, pharmaceutical plants, chemical plants, cable manufacturing, textiles mills, jute mills, paper mill and fertilizer factory.

There is a Korean Export Processing Zone (KEPZ) in Chittagong which this is expected to attract foreign direct investment worth $1 billion. There is as well a Karnaphuli Export Processing Zone, with the same acronym (KEPZ).

Major business houses of Bangladesh such as Galacticos Incorporation, M.M. Ispahani, A.K. Khan and Co. Habib Group, KDS Group, S. Alam Group, Mostafa Group and T.K. are based in Chittagong.

Chittagong Development Authority (CDA) and Bangladesh Parjatan Corporation (BPC) will jointly construct a 20 storied Commercial Bhaban at the city's Station

8 Transport cooperation, or connectivity, is ideally the key to regional economic cooperation.

Road. The project will cost a sum of Tk. 800 million. The Bhaban, to be constructed over 0.9112 acres of land, would have a hotel of international standard, restaurants, bar, conference hall, shopping complex, sufficient office-space for the local and foreign commercial establishments.

The Asian highway is reportedly to connect the South East Asian countries to Bangladesh through Myanmar. This will allow Bangladesh to serve as gateway between South and Southeast Asia. Chittagong will be required to play role of a hub city facilitating growing trade, business and commercial activities of the two emerging regions. This very facility will also increase India's dependence on Bangladesh which in turn will allow Bangladesh to utilize to reduce the now existing heavy trade gap in favor of India.

4.2 Socio Cultural Feat: Chittagong people are freedom lovers. History of Chittagong is records many occasions of popular uprising against alien domination. On the night of *18 November 1857*, the 2nd, 3rd and 4th companies of the 34th Bengal Infantry Regiment, stationed at Chittagong., rose in rebellion, released all the prisoners from jail, and left Chittagong carrying with them three government elephants, and much ammunition and treasure. Among the Swadeshi revolutionary groups, one of the most active and famous was the Chittagong group led by Masterda. Surya Sen. In 1971 Bangladesh's declaration of independence came from Chittagong Radio Station.

Following construction of the ***Assam Bengal*** Railway in 1905, Chittagong became well connected with its natural hinterland that covered eastern Bengal and Assam. This single event gave boost to Chittagong's prominence as its port began to service hinterlands effectively through railway. The Port city also has waterway connection covering almost the entire country.

During the recent years, not unlike Dhaka, a spectacular construction boom is going on through the entire Chittagon region indicating the later's vibrant economic dynamics. Over the years, scores of hotels, shopping centers, and other modern buildings have sprung up to change the face of the city. Ongoing developments include various multi-story shopping malls and a Chittagong World Trade Centre.[37]

Chittagong has a ship building industry. Sailing ships built in Chittagong include the Betsey, the Argo, and the Mersey. Ship Breaking began here as early as 1969.

4.3 Chittagong Port: Prospects and Challenges

The Public Undertakings Committee (PUC) of the Jatiya Sangsad in April 2010

laid emphasis on overall capacity building and modernisation of Chittagong port to develop it as an ideal regional transport hub so that it could provide services to the neighboring countries in future against the backdrop of rapidly expanding regional trades. The meeting directed the CCH authorities to take effective measures for easing the current acute vehicle congestions by expediting the auction process and construct a multi-storied building to accommodate more imported vehicles.

The WTC in the port city will be comprised of two high rise towers - one 25 storied commercial tower and another 18 storied 4-star hotel. The commercial tower will have a convention centre, permanent show room for major export-import items, three tier basement car parking for 600 cars, food court, shopping mall and permanent exhibition area

Using a loan facility from India the Government has also undertaken measures to improve railway infrastructure and logistics at a cost of Us$53.6 million.

4.3.1 Port Capacity

Chittagong Port is capable of handling additional load if it opens up to India and other neighbouring countries the port authority says. But they suggested widening hinterland and developing infrastructure for goods transportation in and out of the port. In this context the CPA official said the Inland Container Terminal (ICT) at Pangaon near Dhaka, construction of which is now progressing fast, will contribute a lot to container transportation through waterway and ease pressure on roads. In a recent letter, the CPA informed the parliamentary standing committee on finance ministry that the port with its existing resources can support additional load from the Seven Sisters up to 2015 With 8.5 percent annual growth, the port’s two-thirds capacity is now being utilised, the officials said, pointing also to underutilisation of berths.

If the three neighbours use the port, additional load is unlikely to cross 1 lakh TEUs, the officials added.

Meanwhile, a feasibility study carried out for the proposed deep-sea port, due in 2020, shows that the use of the port by seven northeast Indian states along with Nepal, Bhutan and Kunming province of China could generate an additional container handling of around 1 lakh TEUs a year.

Bangladesh’s annual handling of containers may rise up to 20 lakh TEUs by 2015 and 25 lakh TEUs by 2020, according to the CPA.

According to to a highly placed official of the CPA, with installation of equipment, development of back-up facilities at Newmooring Container Terminal (NCT), implementation of proposed Karnaphuli Container Terminal (KCT), the port's handling capacity may rise to 40 lakh TEUs. (The Daily Star, Jan 15, 2010)

4.3.2 Limitations

Port Service limitations relate to among others, human resource and equipment and corrupt practices.

According to reports (Janakantha, 29 Jan, 2011) there has not taken place new appointment during the last 10 years although every year officials are retiring after completing job tenure in the Chittagong Port Authority. While the port's work load is increasing fast, the government is also planning to provide transit facilities to some neighboring countries without expanding the port's manpower and physical infrastructure. According to another report, **31.9%** posts in port and 33.3% in customs are vacant against approved posts. Both these offices lack educated, experienced and efficient manpower. Existing equipment deficiency amounts to as high as 24 percent.

According to TIB (2004) a shipping agent had to pay bribes in at least 8-10 spots for anchoring a ship at Chittagong Port under normal circumstances. If tips are not paid, containers are deliberately damaged. Speed money amounting to Tk 12,000 – 15,000 has to be paid after payment of port charges and customs duties. The amount of bribes, paid during 2006 was estimated at Tk 943 crore 48 lakh 89 thousand.

5. Remnants of Cooperation

Here we mention a number of remnants of cooperation in the said region and also some aspects that could play positive role including minor limitations for likely endeavor. Theses include existing and to be built road connection, and social, economic and political factors. The factors are not presented in any order of importance.

1. Kunming –Chittagong Rail Link: Proposals for a rail link connecting Kunming in Yunnan with Chittagong in Bangladesh via Myanmar have been

9 According to reports, while the construction of a line connecting Dohazari with Gundum should pose no formidable problems, connecting Gundum with Yunnan would be more complex since tunnels will have to be constructed at some places. http:// intellibriefs.blogspot.com/ 2010/10/chinas-railway-link-up-with-chittagong.html

under consideration for some years as part of the Trans-Asian Railway (TAR) project of the UNESCAP. China, which happens to have the required funds and engineering expertise for undertaking such a project via Myanmar and Bangladesh, has already taken interest in it[9].

2. Chittagong Kunming Highway

The Chinese ambassador to Bangladesh said reportedly (Bangladesh Daily Newspapers September 15, 2010) that Myanmar had agreed to the proposal for construction of a tri-nation highway connecting Chittagong and the Chinese city of Kunming through Myanmar. . China and Bangladesh both are also going ahead with two more proposals.- Chinese assistance for up-gradation of Chittagong port and creation of a 'deep sea port' in Sonadia Island. In March, 2010, Prime Minister Sheikh Hasina visited Beijing and requested Chinese government to build the China -Chittagong road through Myanmar. The proposal had actually been first floated by her predecessor Begum Khaleda Zia in 2003.

3. Revival of Ancient Ties

Nalanda Mentor Group (NMG), under the chairmanship of Professor Amartya Sen, was established by the Government of India in 2007. The group examined the framework of international cooperation and the structure of partnership, which would govern the establishment of a proposed Nalanda University. The latter would work as a backdrop for developing a modern day land link and people to people contact between Indo China and India.

4. BIMSTEC

BIMSTEC or the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation was founded in 2004 among some South asian and South east Asian states. Countries seeking membership should satisfy the conditions of territorial contiguity to, or direct opening into, or primary dependence on the Bay of Bengal for trade and transportation purposes. BIMSTEC has thirteen priority sectors that cover, among others, Trade, Investment, Transport and Communication, Energy, Technology, Fisheries, Agriculture, Public Health, Counter Terrorism, and Poverty Alleviation.

5. Tripura -Bangladesh trade

"After years of facing various non-tariff, para-tariff and countervailing duty barriers, some export items from Bangladesh are slowly making inroads into

markets in mainland India and in her Eastern provinces, taking advantage of tariff concessions under SAPTA and SAFTA, MOUs between standards institutions of India and Bangladesh**,** improved banking arrangements in the Eastern Indian provinces for settlement of bills for imports from Bangladesh, and other improvements. Items now being exported include, besides raw jute and apparels in specified quantities, accumulator batteries, jute twine, yarn, cordage and ropes, cement, bricks and frozen fillets." (Rahman, 2010).

The Dhaka-Chittagong highway can be accessed from Tripura through a short 11 km road. Since this highway is connected with the Chittagong Port, Tripura could avail port service once there is transit facility for India. Bangladesh enjoyed a trade surplus with Tripura last year, although has large trade imbalance in India's favour. Tripura is also the gateway to the entire north-eastern region of India.

6. BCIM Initiative

Bangladesh, China, India and Myanmar (BCIM) Forum, a track II initiative for development and acceleration of regional economic cooperation presses on sustained basis the regional governments for establishing immediate transport connectivity among the member countries.

The forum also advocates that initiatives should be taken to develop concrete proposals for improving trade facilitation, enhancing tourism cooperation and promoting educational, scientific, cultural and social exchanges.

7. China India relation Improves

Chinese Premier Wen Jiabao's India 2010 visit to India, could be seen as a milestone in Sino-Indian relations. The visit led to the signing of 12 memoranda including a guiding principle for the settlement of boundary disputes and confidence-building measures along the Line of Actual Control. That is, cooperation, now ranks higher than almost all else.

8. India Bangladesh Relation Improves

The Indian Prime Minister has considered Bangladesh's duty free access to Indian market as an LDC country of SAARC. During PM Sheikh Hasina's Jan 2010 visit to India decisions were reached on a number of areas including improving rail and road connectivity between Bangladesh, Nepal and Bhutan, reduction of cross border crime and terrorism, cooperation in power sector, use of Bangladeshi ports by India etc.

9. Bangladesh is Pragmatic

Bangladesh envisions Chittagong as a transshipment hub for trade flowing into and out of India, Nepal, Bhutan, Burma, and China through a developing network of river, road, and rail links. She is appreciably quite pragmatic as regards methods to be followed. Just as she is negotiating with Beijing for investment in Chittagong and is considering road and rail links from Chittagong through Burma to Kunming in China's Yunnan Province, she also has already signed agreement with New Delhi for the transshipment of Indian goods through Bangladesh to land locked state of Tripura. Bangladesh would welcome Indian investment in developing Chittagong port as well as deep sea port at Sonadia Island in the Bay of Bengal.

10. China's and India's Common Goal

Both China and India need short cut passage to the Indian Ocean for the prosperity of their North East and South West respectively

Also, Myanmar's location is central to strengthening India's Look East
Policy, Both countries are anxious to tap Myanmar's oil and natural gas reserves.

11. The Asian Highway

The Asian highway reportedly is to connect the South East Asian countries to Bangladesh through Myanmar. Bangladesh's geographic location thus allows her to serve as gateway between South and Southeast Asia. Chittagong will be required to play role of a hub city facilitating growing trade, business and commercial activities of the two emerging regions.

12. India Myanmar Ties Improve

India has undertaken a number development projects in Myanmar. For instance a Rs 45,000 crores Indian hydel project aims to all harnes the resources of Myanmar's Chindwin river basin linking the project to Northern India through transmission lines. Indian Government funded the building of a road that joined Moreh (in Manipur) Mandalay, the second largest city of Myanmar

13. Myanmar Bangladesh Ties Improve

Myanmar has shown its willingness to take back some 9,000 Rohinga refugees

and also accepted Bangladesh's principle on demarcating sea boundaries between the two nations. Meanwhile, some of the Myanmar companies conducted feasibility study of exporting Bangladesh 600 MW electricity. In another development Bangladesh has taken decision to build 128 km railway line linking Gundum, a Bangladeshi border town, linking with Trans Asian Railway (TAR-1) running through Myanmar. The Kunming, Myanmar and Bangladesh road would provide connectivity for more economic activities. The deep sea port at Sonadia of Chittagong too, would also give Myanmar exploit the opportunity for rapid development of Arakan and Chin state, which are separated from main Myanmar area by Arakan-Yuma range.

14. A Rare Welcome instance of Unison: The ruling Awami League and the main opposition, Bangladesh Nationalist Party (BNP), fortunately for the nation, have shown a rare display of unison of policy as regards linking Bangladesh and East Asia, with land and sea i.e. the Sonadia deep sea port of Bangladesh and Kunming, Myanmar and Bangladesh link road. (The Financial Express, Oct. 26, 2010).

Thus one sees there are quite many remnants of cooperation already in existence. It is a matter now of capitalizing on these pieces in order for there to usher in wider form of cooperation among the nations particularly as regards regional transport connectivity and via that regional trade, business etc.

Concluding Remarks

This paper attempts to emphasis upon the observed reality surrounding regional cooperation that in cases of landlocked states, transit facility that gives them access to sea for meeting international trade needs is more important than tariff reduction. It observes that the curse of landlocked condition ranges from internal colonisation to insurgency, aside from slower economic growth and impoverishment. Indian Northeaster states and China's Yunnan province, have been shown as examples. The paper argues that Chittagong with her port facility as well as being a flourishing regional hub could successfully provide facilities to these states giving outlet to sea. Doing so the host country herself could enormously gain in terms of trade balance vis a vis both India and China. The host country could also successfully attract investment from now emerging India and China. The outcome would be a highly win-win situation for all the countries involved. For India, success of her Look East Policy will depend on whether she can successfully handle problems of the Northern region. It may be cautioned India's proposed billions Rupees worth of invetment for improving the North East

region is very likely to achieve nothing unless the region's fundamental curse of landlocked condition is resolved. For India it means only a little sacrifice in terms of some amount of transit fees to be given to Bangladesh against a vast prospect peace, prosperity and tranquility in a region which used to be ahead of India in terms of per capita income but now on the decline in absolute terms. China certainly does not hold any durable prospect by nourishing a model of development as it is now doing. No country in the present world can live long happy by tolerating widening regional inequality. Hopefully China is aware about the matter and accordingly wants to find shortcut access to sea for her Lanlocked

10. A PTI report from Washington, titled "US risks losing out to India China: Obama notes, "President Barack Obama today warned that the US risked losing out to countries such as India and China in areas like in education, technology and research, noting they were undertaking investments in these areas" PTI, January 27,2011

South west. India is aware too as we mentioned in the text. We are optimistic that one of the world's most impoverished regions on earth Eastern South-Asia and the contiguous parts of China and Myanmar will by patching up the remanants of cooperation as mentioned will soon turn a vibrant region on earth. Unsurprisingly, US President B. Obama in his recent State of the Nations Speech did express his being worried about emerging India and China[10].

References

1. Bhattacharya, R., (argueindia.org/econgrowth.pdf): Indian Divide on Economic Growth: North East India in the Perspective of Globalisation Beilock et al. (1996): Beilock, R. Boneva, P, Jostova, G, Kostadinova, K and Vassileva, D. 1996: Road conditions border crossings and freight rates in Europe and Western Asia. Transportation Quarterly 50(1): 79–90
2. Clark, X., Dollar, D., Micco, A., 2004, Port efficiency, maritime transport costs, and bilateral trade, *Journal of Development*
3. **Cullinane, Kevine and Song, Dong-Wook eds. (2007):Asian Container Ports: Development, Competition and Co-operation, Palgrave Macmillan, January 2007**.
4. **Ducruet et al. (2009): Competition and Coordination among Adjacent Seaports, Ashgate (Ed.) "Ports in Proximity", (2009), pp. 11-27**.
5. Gaël Raballand:Determinants of the Negative Impact of Being Landlocked on Trade: An Empirical Investigation Through the Central Asian Case *Comparative Economic Studies* (2003) 45, 520–536; doi:10.1057/ palgrave.ces.
6. Hausmann, Ricardo, *Prisoners of Geography* in Foreign Policy January 2001
7. Konishi, H., 2000, Formation of hub cities: transportation cost advantage and population agglomeration, *Journal of Urban Economics*, 48: 1-28.
8. **Kwan C.H. (2005): Redressing Regional Economic Disparities in China - The Domestic Use of FTAs, the "Flying Geese" Pattern and ODA, Column:0126, 2005** http://www.rieti.go.jp/en/columns/a01_0168.html (browsed on 18.1.2011)
9. Limao, N, and Venables AJ. 2001: Infrastructure, geographical disadvantage and transport costs. World Bank Economic Review 15(3): 451–479. | Article |
10. MacKellar, L, Wörgötter, A and Wörz, J. 2000: Economic development problems of landlocked countries. IHS working paper no. 14 Institut fur Höhere Studien: Vienna
11. Sushil Khanna: **LOOK EAST, LOOK SOUTH:**
12. **Backward Border Regions in India and China,**

13. Indian Institute of Management Calcutta http://www.burmalibrary.org/docs4/LookEast-LookSouth-08REVISED.pdf Browsed on 19.1.2011.

14. Darrin Magee (2006):**Powershed Politics: Yunnan Hydropower under Great Western Development*** The China Quarterly, 2006 *Economics*, 75, 417-450.

15. Rahmatullah, M., (2006): Transport Issues and Integration in South Asia, SAARC Secretariat (SRMT study).

16. Raballand, Gaël, (2003): “Determinants of the Negative Impact of Being Landlocked on Trade:

17. An Empirical Investigation Through the Central Asian Case.” *Comparative Economic Studies* 45; 520-536, 2003.

18. Ahman Atiur (2010): Bangladesh India co-operation in economic development and poverty reduction- targeting a new breakthrough. http://www.bangladesh-bank.org/mediaroom/speech/jan112010gs.pdf

19. Rahman et al. (2007): Mustafizur Rahman, Habibur Rahman, and W. B. Shadat, “ BCIM Economic Cooperation: Prospects and Challenges”, CPD occasional paper #64, 2007.

20. Viner, J., (1950): The Customs Union Issue New York The Carnegie Endowment for International Peace, 1950.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Rationale and the Economic Parameters that Justify Chittagong as a Regional Hub: The Prospect and Possibilities of Regional Connectivity, Transit & Trans-shipment

Ataul Karim Chowdhury*

Introduction

This paper focuses on issues like the rationale for investment in capacity building, the global maritime trade development, understanding the requirements of the global mega carriers, and the logistics operator with changing technological transportation technique to justify transit and transshipment or corridor.

Geopolitical- strategic importance of Chittagong & Bangladesh

Bangladesh is situated in between two emerging economic powers, China and India. The geographical setting of a state is significant and can be an advantage or a disadvantage. It may either help enhance national capabilities or add to the vulnerabilities of a state vis-a-vis its adversaries. As such any study on the national security of Bangladesh would remain incomplete unless the geographical setting and geopolitical environment in which it operates is given focus. Geopolitically, Bangladesh belongs to the South Asian region, which consists of less than 2% of the land mass but serves as habitat for 20% of the total humanity of the world. Geostrategically it is important for a number of reasons. Firstly, the

* Overseas Fellow of EDI, World Bank, Chartered Member of the institute of Logistics & Transport, UK, Port Operations, specialists, Local consultant, Nathan Associates Inc. USA, Chittagong Port Computerization Project.

প্রবন্ধটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, ২০১১-তে উপস্থাপিত হয়েছিল। সম্মেলন স্থান: থিয়েটার ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম। তারিখ: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

region is littoral area of Indian Ocean. Second, the region geographically is in close proximity to Russia and China. Third, the region serves as the "geographic bridge "between West Asia and South East Asia as its connects West Asia on the west and South East Asia on the East. Bangladesh with an area of 1,44,000 sq.km is located at the north eastern part of South East Asia. Except for a small length of border with Myanmar to the south east, Bangladesh is surrounded on three sides by India. Even the country's opening to south–the Indian Ocean–is patrolled by the powerful Indian navy. Thus Bangladesh virtually finds itself in an "India Locked" position. Bangladesh–India friendship of the liberation era and the post liberation period deteriorated into posture of mutual suspicion, distrust and rigidity, which hampered the development process of Bangladesh.

Look East: India begins Sittwe port construction

One of the major components of India's ambitious Look East policy was flagged off recently with the beginning of development of Sittwe port in Myanmar, a part of Kaladan Multiple–Modal River Transport Project between the two countries. Myanmar is considered as lynchpin for the Indian flagship Look East policy and the project is aimed at connecting the North Eastern state of Mizoram with Myanmar via river route giving this region a direct access to South East Asia as well as main land India by sea.

India is developing the Sittwe Port at Myanmar's Rakhine State – part of Kaladan multi modal transit transport project – as per the agreement signed between the two countries on April 2, 2008. India will develop the Sittwe port – about 12 hours sail from Haldia and 36 hours sail from Vishakapatnam. The project cost was estimated at US $ 120 million. Myanmar will extend US $10 million in the total expenditure.

The Burmese Narinjara News said, the port development plan included both 'motor roads and waterways in northwestern Chin state of Myanmar to enable Indian cargo vessels to travel along the Kaladan River in Sittwe's eastern bank to berth at Sitpyitpyin in Paletwa Township at the upper Kaladan River, where a high-standard port is to be built. A highway will also be built to connect with the port in Paletwa to enable access to the border area of Myeikwa to facilitate the flow of commodities to India's Mizoram State'. Mizoram is located about 160 km from the port. One more important component of the project is the construction of a 160 km road linking Kalewa in Myanmar to Moreh at an estimated cost of Rs 5.3 billion and also upgradation of Rhi-Tidim and Rhi-Falam roads.

"Once the port comes alive the entire North East will have direct access to the South East Asia for direct trading. Sittwe port will open up the North East region to the sea route and thus it will also help Indian cargoes reaching the region easily via Bay of Bengal.

Besides the transport and trade, the Indian presence in Sittwe would also have serious geo-strategic importance for New Delhi. The Sittwe port is located not very far from Kyakpiu port of Myanmar and Chittagong Port of Bangladesh. China is developing the Kyakpiu port and constructing a road and oil-gas pipeline connecting Kunming. Beijing had also proposed to develop Chittagong port and Sonadia deep sea port located seven kms off the Cox Bazaar. When the Sittwe port will be developed and road and river routes connectivity between Myanmar and Mizoram would be in place, India would be able to stay nearer to the Chinese projects.

Under the above circumstances, Do India actually need the Corridor, Transit and Transshipment relay over Bangladesh territories, since India have access via Sittwe port to its north east region (Seven Sisters)? The impact of Sittwe Port on Bangladesh Economy needs to be studied in terms t vis-à-vis investment on infrastructure.

We need to devise a win-win situation where Bangladesh allows Indian transit /Corridor on payment of appropriate toll, and in return gains greater acces into the huge Indian market to offset its huge investment on infrastructure. Opening up of Chittagong port for external users will mean generating greater revenue that will

Bird s eye view of the Bangladesh neighboring countries and prospect of regional connectivity

" Arunachal Pradesh
" Assam
" Nagaland
" Mizoram
" Magalaya
" Monipur
" Tripura

provide for modernization and expansion of port facilities. In fact, additional traffic could further justify a deep-sea port near Chittagong. We have been pushing back for too long on Asian Rail and Highway networks that are planned to connect Bangladesh with the rest of Asia. If the Government continues to drag its feet, the planned network will bypass Bangladesh and reach Assam, Myanmar and beyond through the Shiliguri Corridor.

Here lies the question of cost and the benefit and the priorities of transportation mode, what will be the infrastructure cost, how much cargo will be generated, what will be the ROI(Return on invested capital). Shiliguri Corridor or Taknaf-Kunming connectivity need to have comparative study to determine the impact on Bangladesh's exports, import, price competitiveness, gains from trade, employment and chain effect on physical distribution and logistics sector?

Bangladesh's Present Transport infrastructure

The transport system of Bangladesh, catering to domestic and international traffic, comprises roads, railways, inland waterways, two seaports, maritime shipping, and civil aviation. Presently the country has about 271,000 kilometers (km) of roads, including about 21,000 km of major roads. It has 2,706 route-km of railways; 3,800 km of perennial waterways, which increase to 6,000 km during the monsoon; the ports of Chittagong and Mongla; two international airports (Chittagong and Dhaka); and eight domestic airports. Major improvements have been made for roads; ports, especially in Chittagong; and civil aviation. The length of railways remains unchanged from what was inherited from the British Indian Railway system. It is a disjointed network separated by the Jamuna River with two separate and incompatible gauges. The length of navigable waterways has decreased from about 8,000 km in 1970 partly due to inadequate dredging and the effect of Farakkah Barrage.

Trade, logistics services Multi-modal Transportation, Transit & Transs-hipment.

Transshipment is defined as transfer of goods from one ship to another. This transfer may be direct or it may be necessary to discharge the goods on to the quay prior to loading them on to the second ship, or on to vehicles should the second ship be loading at a different berth. In Transit, goods are discharged from a sea going ship in one country but which are destined for another country.

The geographical location of countries is less relevant for today's trade patterns than are transport and logistics services. Countries mainly trade with one another depending on their patterns of production, income and whether they belong to economic blocs, with the distance between them also having some bearing. The latter

gives an advantage to countries located in the “centre of gravity”. There is an assumption of a close link between distance and transport costs, which would explain why countries closer to one another trade more than with countries further away.

Chittagong has all the characteristics to be a “center of Gravity” of the region for development of Physical Distribution & Logistics center, Airport, Sea port, Rail and possibility of deep Sea port. There is the need to study how the Logistics operator is focusing. Their philosophy is “where there is cargo there is a ship”. The economic benefit needs to be ascertained in terms of Global Context, its connectivity with the major Maritime routes, and industrial relocation around the port environ.

Determinants of logistics service quality and costs

When analyzing how to improve international logistics services, experts need to be aware of the different influencing factors and know which of these factors can be influenced by public policies. Empirical evidence suggests that the costs and quality of international logistics services are influenced by a large variety of factors, many of which are beyond the control of the public sector.

Thanks to new information and communication technologies, improvements in infrastructure and the growing rate of containerization, today the same price per ton of cargo can buy a quicker and more reliable transport service than a decade ago on most trade routes. In addition, it is worth noting that greater commercial demands as regards speed have at the same time given rise to an increase in the global share of air transport as compared with maritime transport, and may even entail an increase in the average cost of transport.

Chittagong Port’s present capacity with port efficiency development together with automation can cater the incremental demand in terms of price competitiveness per ton of cargo by interfacing Chittagong airport with warehousing, handling and packaging for Air/Sea vice versa movement of cargoes generated in the neighboring land-locked countries. At the same time rail connectivity at Akhura-Agartala with interchange inter-modal port development at Akhura may be a better option to cater Bangladesh locked seven sisters.

Interaction with Port Cities, Transit & Transshipment

Ports and the cities of which they are a part interact across many dimensions: economic, social, environmental and cultural. Any port reform process should take into account the linkages between port city objectives and port objectives. Transport integration – the smooth transfer of cargo and equipment from land to water-borne systems – is an essential port function; but it doesn’t take place in

isolation. A seaport node with a multi-modal transport system is frequently associated with the development of an urban center and generates substantial employment, industrial activity and national and regional development.

The above explains the rationale to consider for port and infrastructure development, historical shifting of a port and redevelopment. Transit & Transshipment via Chittagong port or Sonadia port would be viable if a balanced cargo, both in/bound and out/bound, is generated from the hinterland connectivity. Shipping lines & Logistics operator shall look for achieving economies of scale for calling such port. This assumption should be taken into consideration if Bangladesh wants to take any mega investment port project.

Conclusion

The notion of maritime transportation rests on the existence of regular itineraries, better known as maritime routes. They draw arcs on the earth water surface as intercontinental maritime transportation tries to follow the great circle distance. Maritime transportation operates on its own space, which is at the same time geographical by its physical attributes, strategic by its control and commercial by its usage. While geographical considerations tend to be constant in time, strategic and especially commercial considerations are much more dynamic. For instance, strong industrial growth in Asia Pacific has been accompanied with a surge in port activities along the Chinese coast as well as growth along transpacific and trans-Indian shipping routes.

The principle of economies of scale is fundamental to the economics of maritime transportation as the larger the ship, the lower the cost per unit transported. This trend has particularly been apparent in bulk and containerized shipping. For instance, the evolution of containerization, as indicated by the size of the largest available containership, has been a stepwise process. Changes are rather sudden and often correspond to the introduction of a new class of containership. Since the 1990s, two substantial steps took place. The first step involved a jump from 4,000 to 8,000 TEUs, effectively moving beyond the “panamax” threshold. This threshold is particularly important as it indicates the physical capacity of the Panama Canal and thus has for long been an important operational limitation in maritime shipping. The second step took place in the 2000s to reach the 13,000-14,000 TEU level. This is essentially a suezmax level or a “new panamax” class when the extended Panama Canal is expected to come online in 2014. From a maritime shipper’s perspective, using larger containerships is a straightforward process as it conveys economies of scale and thus lowers costs per TEU carried.

The study confirms what was already known. The adaptability of regular cargo shipping lines and advances in technology — mainly containerization – have accompanied or even encouraged the vigorous growth in the trade of manufactured goods and the transfer of their production to regions and countries offering significant comparative advantages, mainly in terms of labor costs.

It is obvious that Bangladesh needs to make mega investment in capacity building, infrastructure in transportation sector for Transit & Trans-shipment. The endeavor should be in line with global maritime trade mix and the trend in industrial re-location (FDI) to access the large manufacturing or market region that serves Chittagong. Shipping lines and logistics operator are in the process of changing technology and looking for achieving economies of scale. The deployment of larger ship reduces number of port call. From the shipping lines, point of view, a Hub port that generates 10 million and above of containers per annum in a particular geographic region is a viable option for the carrier to call mega ship to connect inter- continental maritime route.

We have two options a) Transit, Trans-shipment, Nepal, Bhutan, & Seven sisters: how much container concentration will be generated vis-à-vis return on investment? b) Similarly, Dohazari-Teknaf to Kunming rail connectivity? Which Connectivity can generate a strong industrial growth? Can Chittagong port achieve more than 10 million container concentration? This need to be justified in the case of Sonadia deep sea port.

Chittagong Port presently handles 1.2 million containers per annum with 10-12 % growth and serves on Hub and Spoke system of operation relay over Singapore, Port Kelang and Colombo for connectivity with Trans-pacific & Trans-Atlantic maritime routes. 30-35 feeder vessels with average capacity of 500 teus on weekly in-bound/out-bound container build-up of 7000-8000 teus. The current port capacity is underutilized together with the development of private sector ICD. Presently, the limiting factor is the draft restriction max.9.2 meters, for which carriers cannot increase the feeder vessel capacity more then 1200-1300 teus. If there is no significant container concentration, option for expansion of Chittagong Port, development of Terminal at Karnafully river mouth can cater vessel size of 3000-4000 teus. This can serve container growth from Agartala-Akhura rail inter –modal connectivity also interfacing Chittagong International airport for Air/Sea, a viable option under the current environment.

References

1. Whiter National Security Bangladesh, 2007? edited by Mufleh R.Osmany
2. Contemporary Physical Distribution and Logistics by James C. Johnson, Donald F.Wwood
3. People's Republic of Bangladesh: Preparing the Development of Transport Corridors for Trade Facilitation Project ADB TA report 37338
4. People's Republic of Bangladesh: Capacity Building and Support to the Transport Sector Coordination Wing of the Planning Commission ADB TA report 43062
5. UNESCAP report on Multimodal-Transport & Logistics Capacity Building.
6. Oecd Report The Role Of Changing Transport Costs And Technology In Industrial Relocation
7. World Bank Port Reform Tool Kit, Alternative Port Management Structures And Ownership Models
8. "tripurainfo' article by Manas Pal,Agartala, Dec 03'2010.
9. Ports and Maritime Trade, Dr. Jean-Paul Rodrigue, Associate Professor, Dept. of Global Studies and Geography, Hofstra University, Hempstead, NY, 11549

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Could Monetary Policy of Bangladesh be Rule-based, Rather than Discretionary

Mohammed Saiful Islam*

Abstract

This paper investigates the suitability of rule-based monetary policy in Bangladesh. The central bank of Bangladesh launches monetary policy under discretionary framework which is suboptimal with regard to inflation and output variabilities. Most of the developed economies, including few developing economies, follow inflation targeting strategy while formulating monetary policy, which has become a widely accepted monetary policy framework in many countries all over the world. Our study finds that the central bank of Bangladesh is neither inflation targeting nor does it follow any other rule-guided monetary policy. This paper provides evidence that the monetary sector of Bangladesh economy has gained considerable degree of maturity and fulfils a number of prerequisites to adopt inflation targeting strategy. Using data over 1980-2010 we estimate an error correction model in order to examine if interest rate policy could fight the inflation. This is evident that deviation in inflation from target can be corrected via the changes in interest rate. Empirical findings jointly with few descriptive statistics provide strong evidence to recommend inflation targeting as the monetary policy strategy for Bangladesh.

Key Words: *Bangladesh, Inflation Targeting, Monetary Policy.*

* Associate Professor, Department of Economics, University of Chittagong.

The paper was presented at a regional seminar organised by Bangladesh Economic Association, Chittagong Chapter-on 28 January, 2012 at Theatre Institute, Chittagong.

1. Introduction

The debate of rules versus discretion in launching monetary policy dates back to 1970s when Kydland and Prescott (1977) first introduced this debate in their novel job "Rules Rather than Discretion: the Inconsistency of Optimal Plans". Since then hundreds of papers have been written on rule-based, rather than discretionary, monetary policy. There seems to have been a general consensus regarding the superiority of rule-based policy over discretionary monetary policy, however. The superiority lies in the fact that if a typical economy follows policy rules, then its macroeconomic performance improves substantially. This paper examines the suitability of rule-guided monetary policy in Bangladesh perspective. Special focus is given on the performance of inflation targeting strategy that was first approved by New Zealand in 1990, followed by Bank of Canada and Israel in 1991 and the Bank of England in 1992. Numerical inflation target determining other countries are Czech Republic and Korea in 1988, Poland, Brazil and Columbia in 1999, South Africa and Thailand in 2000. The twenty year old inflation targeting strategy is accepted by more than twenty countries so far. A number of other countries have adopted certain aspects of this new regime and some are currently considering to adopt fully-fledged inflation targeting in the next few years. According to Petursson (2004), the reason for this increasing popularity is that inflation targeting is thought to combine the two aspects important for successful monetary policy: providing a credible medium term anchor for inflation expectation and allowing policy enough flexibility to respond to short-run shocks without jeopardising the credibility of the framework. It is evident from the available literature that many of the inflation targeting countries have been successful in fighting high inflation without harming output growth or increasing business cycle variability. Popularity of inflation targeting is unanimous but there is no study if Bangladesh could switch to this new regime. A good number of researches have been carried out regarding the suitability of inflation targeting in non-targeting countries like India, Pakistan, China and many others. Mishra and Mishra (2009) concluded that inflation band targeting should be a suitable monetary policy strategy for India. One research by Malik and Ahmed (2007) firmly suggests that Pakistan can adopt Taylor rule-based monetary policy that is indeed the reaction function under inflation targeting framework. This paper is the first effort to explore the implementability of inflation targeting in Bangladesh. A large number of developed economies, after getting familiar with policy rules, started to follow rules abandoning their discretionary attitude, which eventually lowered the variabilities in output and inflation to a greater extent. The underdeveloped economies with weak financial

structure, however, did not resort to any rule until 1980s. Because of the complex structure of least developed economies it is often difficult to follow some simple rules. Developing countries have weak institutions, small information set, low capacity of professionals and monetary policy having multiple objectives without clear prioritisation (Malik and Ather, 2007). Calvo and Mishkin (2003) indentify five fundamental institutional problems in developing countries: weak financial institutions, low credibility of monetary institutions, currency substitution, liability dollarisation and sudden stops in capital inflows. These practicalities induce the policymakers of developing countries employ their discretion which results in suboptimal planning or economic instability. This paper investigates the prerequisites for adopting inflation targeting strategy in Bangladesh with the policy reaction function being the Taylor (1993) rule.

The next section of the paper presents the characteristics of inflation targeting strategy. Section 3 discusses the implementability of the strategy in Bangladesh, section 4 provides the policy reaction function required to adopt inflation targeting strategy, section 5 presents the prerequisites, section 6 forecasts the impacts of the new strategy, and section 7 concludes.

2. Characteristics of Inflation Targeting

Inflation targeting strategy requires a public announcement of a numerical target of inflation with the commitment of maintaining price stability. Price stability obtains when economic agents no longer take account of the prospective change in the general price level in their economic decision making (Greenspan, 2004). Petursson (2004) illustrates, “the chief characteristic of inflation targeting can be said to involve a public announcement of numerical target to which the central bank commits itself to keep inflation as close as possible by implementing a forward-looking policy”. Inflation targeting is sometimes referred to as “inflation forecast targeting” because the inflation forecast over some horizon is the de facto intermediate target of policy (Svensson, 1997). There is a consensus among researchers that for a successful implementation of inflation targeting central banks have to be transparent and accountable. Transparency is the extent to which an institution discloses information that is related to the policy-making process (Gosselin, 2007). According to the IMF, the effectiveness of monetary policy can be strengthened if the goals and instruments are known to the public. This is to be stressed that even there are some central banks that view price stability as their policy objective and publicly announce the inflation target but they are not inflation targeting. European Central Bank is one such. At the same time it is not guaranteed that monetary policy was transparent at the time of introducing

inflation targeting. In many cases publication of inflation reports did not begin until several years after the country moved on to the new regime. The bank of Israel began publishing inflation reports in 1998 and the Central Bank of Chile in 2000, six and ten years, respectively, after they had formally begun targeting. Official inflation forecasts in Sweden, Mexico and Poland were not published until some time after targeting was adopted. Australia, Canada and Iceland did not announce monetary policy decisions until some time after the targeting strategy was introduced. The survey by Schmidt-Hebbel and Tapia (2002) found that only twelve of the sample twenty inflation-targeting countries interpreted their inflation forecasts as intermediate monetary policy targets.

Mishkin (2004) concluded that with the adoption of inflation targeting strategy, inflation and interest rate levels have declined and output volatility has not increased, exchange rate pass-through seems to be attenuated. Inflation persistence is lower and inflation expectation appears to be better anchored in inflation targeting countries. Mishkin, however, argues that such developments do not imply that the inflation targeting countries have done better than the non-inflation-targeting countries since these developments were also experienced by the non-targeting countries. There is a consensus that inflation targeting has led to substantial developments in the practical aspects of monetary policy (Gosselin, 2007). These developments include a more systematic and consistent internal decision process, more transparent communication with the private sector and a high degree of accountability (Svensson, 2005). Roger and Stone (2005) view inflation targeting as standard, transparent, accountable and credible. Paulin (2006) concludes that the resilience of the regime is attributable to its credibility and flexibility.

3. Implementability of Inflation Targeting in Bangladesh

The time inconsistency literature argues that a purely discretionary policy setting leads to higher long-run inflation (Kydland and Prescott, 1977; Barro and Gordon, 1983). Rule-based monetary policy may be the best strategy to avoid high inflation and to lower the variabilities in inflation and output. Monetary authority cannot directly control the ultimate objectives of monetary policy. Under rule-based regime central banks set explicit values for the intermediate target which they can control and which are strongly related to the ultimate goals of monetary policy like output and inflation stabilization. In recent times emerging market economies have experimented with three nominal targets at various times: exchange rate, money supply growth and inflation (Jha, 2006). Exchange rate targeting strategy fixes the inflation rate for internationally traded goods and thus

directly contributes to keeping inflation under control. Being simple, direct and well understood by the public, exchange rate provides an automatic rule for the conduct of monetary policy. The main disadvantage is that an exchange rate target leads to a loss of independent monetary policy (Obstfeld and Rogof, 1995). Exchange rate peg may persuade large scale foreign borrowing. Huge accumulation of such borrowing may lead to crisis, especially in emerging market economies where the loans are denominated in foreign currency. Mishkin (1997) argues that exchange rate peg can lead to financial fragility.

Monetary targeting enables a central bank to adjust its monetary policy to cope with domestic consideration. Monetary targeting is an accountable strategy that is easily understood by the common people. Existing literatures, however, identify at least two basic disadvantages of monetary targeting. Firstly, the link between money growth and inflation is subject to long and uncertain lags. Secondly, the demand for money may not be stable, there may be instability of velocity and money supply may not be controllable (Jha and Rath, 2003).

Inflation targeting enables monetary policy to focus on domestic consideration and to respond to shocks to the domestic economy. The goals of inflation targeting are defined almost exclusively in terms of addressing inflation shocks. Inflation targeting is easily understandable to the public and, above all, since the central bank has an explicit numerical inflation target, the possibility of slipping into a time inconsistency trap is reduced (Jha, 2008). Inflation targeting is a more flexible strategy as the short-term deviations of inflation from the target are acceptable and do not necessarily translate into losses in credibility. The scope for greater flexibility could reduce variability in the output gap. Inflation targeting involves a lower economic cost in the face of monetary policy failures. It seems inflation targeting provides a bridge to fill the gap between rules and discretion in pursuing monetary policy. Thus Svensson (1999) argues that inflation targeting is 'decision making under discretion' with central bank following a targeting rule which sets interest rates to reduce the deviation between conditional inflation forecast (the intermediate target of monetary policy) and the inflation target to zero over the target horizon. Bernanke et al. (1999) describe inflation targeting as "constrained discretion" where the target imposes the constraint while interpretation and implementation provide the flexibility.

Bangladesh economy faces a number of challenges stemming from both demand and supply sides. Highly volatile world price of oil causes considerable changes in general price level in the country. Besides oil, Bangladesh has to import food stuff to feed the big-sized population. Increasing world prices of food and oil exert

upward pressure on domestic inflation. Moreover, limited provision for industrial employment can absorb only a minor portion of labour force every year. Under the above circumstances, the central bank of Bangladesh, the Bangladesh Bank, has to be much prudent in structuring monetary policy. Apart from the basic objectives of price and output stabilities, Bangladesh Bank has to take account of government's fiscal management. This comes from the narrow base of fiscal revenue relative to fiscal and development expenditures.

The central bank of Bangladesh implements monetary policy by setting the reserve money (RM) as the operating target and broad money (M2) as intermediate target in the monetary policy framework. Reserve money is defined as the sum of currency outside bank, balances of deposit money banks (DMBs) and other financial institutions with Bangladesh Bank, and cash in tills of the DMBs. Broad money (M2), on the other hand, is defined as the sum of currency outside banks, demand deposits and time deposits. Bangladesh Bank influences the RM by using various policy tools. Success of monetary policy largely depends on the controllability of reserve money. In the context of Bangladesh economy there are four players who influence the money supply process, e.g., Bangladesh Bank, government, DMBs and public depositors and borrowers of DMBs. The Bangladesh bank projects GDP growth and inflation rate, and in line with projected GDP growth rate and inflation expectations it sets safe limit of M2 growth target. Reserve money expansion is targeted in a way that it is consistent with M2 projection. But despite the aforementioned measures, the Bangladesh Bank has a rather loose control over money supply which is evident in the existing gap between targeted and actual money growth (see Islam, 2008).

Both direct and indirect policy tools are employed by Bangladesh Bank to maintain reserve money at the desired level in line with targeted M2 growth. Among others, the main tools are SLR, CRR, repo, reverse repo, open market operation, intervention in the foreign exchange market and moral suasion. Until the early 1990s, the central bank of Bangladesh used to frequently change CRR, SLR, and the bank rate along with other direct instruments. Before introducing repo and reverse repo instruments in 2003 Bangladesh Bank relied on open market operations through government treasury bills (T-bills) auction in the 1990s, on its own T-bills (30-day and 90-day) and on interbank repo for meeting short term liquidity of DMBs. Bangladesh Bank reintroduced its own 30-day and 90-day bills in 2006 in the event of changing debt management by the government.

Under financial sector reform programme of 1990, the monetary authority of Bangladesh performed several restructuring in policy framework by replacing a few direct tools. Instead, it took liberal interest rate policy and market based

policy tools including flexible exchange rate system in 2003. Since January 2006 the central bank introduced the practice of announcing the bi-annual monetary policy stance through the monetary policy statement (MPS).

The dynamics of money supply in Bangladesh economy is tractable via the equation where indicates money multiplier that mainly depends on currency-deposit ratio, reserve-deposit ratio, and the excess reserve-deposit ratio. Whether Bangladesh Bank can implement effective monetary policy depends on if it has enough control over reserve money. Actual behaviour shows that reserve money level most often exceeded the target level which is due to government's pressure on central bank to take part in financing fiscal deficit. The above features characterise an incompetent monetary policy existence in the country. Both government and monetary authority have the consensus that a policy should be in place which can ensure price stability, maintain high growth, generate employment and at the same time stabilise exchange rate. Recently price stability has become the most overriding concern in Bangladesh because all other variables are posting favourable signs except inflation. Point-to-point inflation is about to reach a double digit rate whereas economic agents are quite inflation-averse. With reasonably good expansion of the real economy and sound stock of foreign currency reserve the country has the opportunity to head toward a successful inflation targeting strategy.

4. Policy Reaction Function Under Inflation Targeting Framework

Monetary policy committee meetings of the central bank revise its inflation and output forecast using updated information. Interest rate is raised if central bank finds a higher forecast of inflation than the target. Agents plan their consumption and investment accordingly. Inflation targeting central banks, in practice, would set their interest rate as a function of current inflation, output gap and the difference between current inflation and targeted inflation. Such formulation of reaction function is the famous Taylor (1993) rule. Taylor rule is a linear algebraic rule described by equation (1) below that specifies how the Federal Reserve must adjust its funds rate according to the inflation rate and the output gap:

$$i_t = \bar{r} + \pi_t + h(\pi_t - \pi^*) + by_t \quad \ldots\ldots\ \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (1)$$

where, i is the nominal rate of interest

τ is the long run equilibrium real rate of interest

π_l is the year on year inflation rate

π is target inflation rate, and

γ_l is percentage deviation of real output from potential output.

Equilibrium real interest rate τ together with current inflation rate, provides a benchmark recommendation for the nominal interest rate. Inflation gap adjustment factor, $(\pi_\iota - \pi_\iota)$ recommends raising the interest rate above the benchmark if inflation is above the target and lowering the interest rate below benchmark if inflation is below the target. The last term is an output gap adjustment factor based on the gap between real GDP and potential GDP. This factor recommends raising the interest rate above the benchmark if the gap is positive and lowering the interest rate below the benchmark if the gap is negative. Taylor (1993) sets both the long run equilibrium real interest rate and the target inflation rate equal to 2, and and are set equal to 0.5. Taylor applied his rule to the US for the period 1987-92 where he found that the proposed rule described the actual performance of policy very well. Inflation targeting, however, is not applied mechanically. The inflation targeting rule does not simply focus on current inflation but on containing inflation as a medium-term goal. Hence central banks pay close attention to indicators that can predict future inflation accurately (Bernanke and Mishkin, 1997).

5. Conditions Required to Make Inflation Targeting Operational

A number of prerequisites are expected to hold for the inflation targeting to be successful. However, there is no strong consensus that the success of inflation targeting strictly adheres to these prerequisites. We have documented several conditions below that are theoretical requirement for implementing inflation targeting but in practice these are neither necessary nor sufficient conditions for the success of this regime.

5.1 Central Bank Independence

For a successful introduction of inflation targeting there should be central banks' independence with considerable freedom in setting monetary policy instruments and a minimum burden of financing government deficits. Deficit financing is feared because high deficit causes high inflation that raises interest rate and that ultimately raises the deficit itself by raising debt service payment. Successful implementation of inflation targeting requires the avoidance of fiscal dominance. Mishra and Mishra (2009) define fiscal dominance as a situation when irresponsible fiscal policy (or a large fiscal deficit of the government) puts pressure on the monetary authorities to monetize debt, thereby producing rapid money growth and high inflation. Truman (2003) suggests, the probability of adopting inflation targeting increases with improved fiscal position. Mishkin and Schmidt-Hebbel (2007) and Truman (2003) argue that the more independent the

central bank, the greater the probability of adopting an inflation target but they did not find any significant correlation between inflation targeting adoption and central bank independence. Amato and Gerlach (2002), however, show that fiscal performance improved after inflation targeting had been adopted. Therefore, it should not be strictly viewed as a prerequisite. Israel and the Phillipines, for example, had high public debt/GDP ratios and larger fiscal deficits at the time they adopted inflation targeting. Central bank independence was not done for the Bank of England until 1997 and Swedish Riksbank until 1999 although both adopted inflation targeting some years earlier.

5.2 Disappearance of External Dominance

External dominance is defined as the presence of large external shocks that generate instability in the economy and may jeopardize the fulfilment of inflation target. Inflation targeting counties are more open to international trade and have comparatively less fiscal debt. Mishkin and Schmidt-Hebbel (2007) show that the probability of adopting inflation targeting increases the more open the economy is. As open economies are more vulnerable to external shocks they may have difficulties maintaining a fixed exchange rate regime, therefore choosing an inflation targeting to provide a nominal anchor (Calvo and Mishkin, 2003). Gerlach (1999) concludes that countries with relatively undiversified export base are more likely to adopt inflation targeting. If the export base is narrow then the economy is more vulnerable to the external shocks. In such a situation it is difficult to maintain a fixed exchange rate. Inflation targeting should be the best alternative that matches floating exchange rate. Some researchers, however, do not find significant relation between openness and inflation targeting adoption.

5.3 Sound Financial System

Inflation targeting requires an advanced and stable financial system for an independent and efficient implementation. If the financial sector is fragile and prone to financial crisis or segmented, it poses problems in the independent conduct of monetary policy. Developing economies often lack stable financial system and find inflation targeting framework risky to implement. Immature financial market results in lack of confidence among the investors. Volatility in stock market creates panic among the small scale investors. Such occurrences are frequent in emerging market economies. Bangladesh, for example, experienced a terrible stock market crash in 1996. Thousands of investors lost their capital overnight in the face of massive fall in capital market index. Recently, in December 2010, Dhaka Stock Exchange showed symptom of volatility through

the biggest crash in its 55-year history. Analysts, however, predict that stock market of Bangladesh does not seem to experience further catastrophic event similar to one that took place in 1996. If such prediction holds true then confidence on financial market of Bangladesh is likely to be regained. Overall monetary indicators, including the stability of export and foreign remittances in this country, seem to have improved over last couple of years. Our understanding favours the possibility of launching inflation targeting strategy in Bangladesh provided that the financial sector continues to maintain the current level of stability in next couple of years.

5.4 Well Developed Technical Structure

Central bank must have inflation forecasting and modelling capabilities and the data needed to implement them. Amato and Gerlach (2002) argue that since inflation targeting is a forward-looking monetary policy strategy, there is need for econometric models of the inflation process and the transmission mechanism. Only with such models, policy makers can judge what level of interest rates is appropriate in given economic conditions although the existence of such model is rare in practice. Survey of Batini and Laxton (2007) reveals that the majority of industrial and emerging market targeters started with little or no forecasting capability and no forecasting model. When a small model was available, most central banks report that it was not suitable to make forecasts conditional on different assumptions for the monetary policy instrument. In addition, although industrial country targeters often had some sort of systematic forecast process in place, most emerging market targeters did not. Batini and Laxton (2007) add that inflation targeting to be implementable, prices must be fully deregulated, the economy should not be overly sensitive to commodity prices, and exchange rates and dollarization should be minimal.

5.5 Interest Rate as the Policy Instrument

An inflation targeting framework requires short term nominal rate of interest as the policy instrument. Central bank is expected to set the rate of interest that will ensure substantial stability in terms of inflation and output variability. Nominal anchor of inflation plays the key role in inflation targeting regime. If there appears inflationary pressure, monetary authority would increase nominal rate by a substantial amount so the real rate of interest increases thereby reduce demand hence inflation. Similarly, if the economy operates above its capacity then demand would be forced down through the increase in interest rate.

Advanced economies have gained success in this regard. Federal Open Market Committee (FOMC) sets federal funds rate in the event of inflation and business cycle. Developing economies are lagging behind in this event since many of them use monetary aggregates as the policy instrument although monetary aggregate as the policy instrument is losing its popularity over time due to its vagueness.

The above preconditions are theoretical in nature as they exert little importance in practical perspectives of inflation targeting. Amato and Gerlach (2001) had one study with the conclusion that the preconditions do in fact play little role in practice, rather the evidence indicates that steps are taken to satisfy the so-called preconditions only after the adoption of inflation targeting. Mishkin (2004) has similar view: "However, although fiscal and financial stability are necessary conditions for inflation control, I think the view that these reforms are prerequisites for attempting an inflation targeting regime in emerging market counties is too strong. If an inflation targeting regime is to be sustainable, a commitment to and work on these reforms is required when inflation targeting is implemented."

Batini and Laxton (2007) administered a survey of 21 inflation targeting central banks to investigate how policy was formulated, implemented and communicated and how various aspects of central banking practice had changed before and during the adoption of targeting. The evidence indicates that no inflation targeter had these preconditions in place before adopting inflation targeting. It indicates that failure to meet the preconditions should not be an impediment to the adoption and success of inflation targeting. Even this finding is confirmed by econometric tests carried out by Batini and Laxton where they found that no precondition enters significantly in the equations explaining the improvement in macroeconomic performance following the adoption of inflation targeting. In fact, since its independence in 1971, Bangladesh has been conducting monetary policy with significant discretion. Frequent changes in political philosophy are largely attributable to the unsustainable development program. However, the source of political instability is poor economic performance. One can convincingly argue that amongst dramatic changes in political power, the economy of Bangladesh performed comparatively better. In the meantime foreign currency market got a market determined flexible exchange rate system although with substantial amount of indirect control by the central bank. Even the prominent economists within the country forecasted a probable indiscipline in the foreign exchange market but finally it survived. Figure 1 demonstrates a steady increase in foreign currency reserve until the second quarter of 2010.

Performance of foreign sector together with improving domestic economic indicators signifies the strength of Bangladesh economy to absorb inflation targeting regime. Bangladesh economy does not seem to face deliberate crises, only immediate run short lived crises appear that do not pose a threat to overall performance. Besides, Truman (2003) argues that if a typical economy has experienced currency crisis and poor economic performance in the past, the probability of inflation targeting adoption increases. Truman argues these factors make the policymakers think that the existing framework was not successful.

Figure 1
Foreign Currency Reserve Position in Bangladesh over 1972-2010

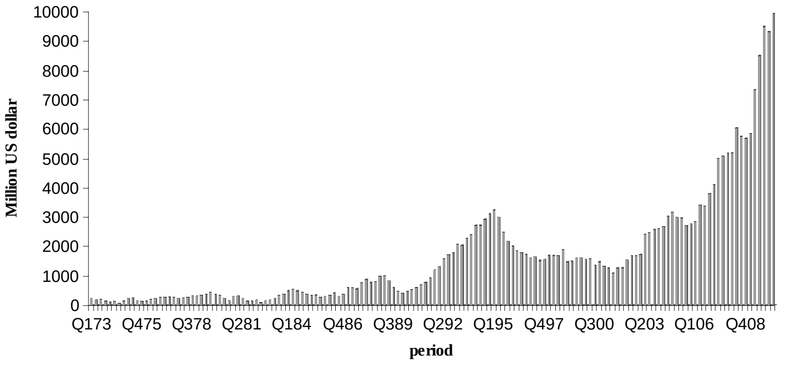

Despite that Bangladesh economy did not fulfil all the preconditions above, the overall representation is that the economy approaches toward rather than deviate from those conditions. Central bank's independence, by definition, is an ambitious notion in third world country perspective but central bank of Bangladesh got independence up to a satisfactory extent. Recently, for example, Bangladesh Bank took measures to introduce distinct salary structure for their employees. Besides, they have substantial degree of independence in terms of administrative and internal policy measures. Foreign sector of the economy also posts the sign of healthy behaviour. Deliberate increase in export earning and remarkable inflow of remittance lead the economy to a better position so the policymakers have the scope to think of a new regime- 'inflation targeting' as the monetary policy framework. Bangladesh Bank has established a separate research organ within their own, which has incredibly increased its technical capacity to introduce inflation targeting. Bank rate can't be viewed as the policy instrument because of its high degree of constancy but repo rate could be a good guide in this instance. Historical evidence suggests, in most countries inflation targeting has been introduced when inflation rate was already low- below 10%. Current rate of

inflation in Bangladesh is below 10% with less volatility. We find more incentive to view Bangladesh economy very promising in terms of its real economic activity. Figure 2 represents the dynamics of yearly real GDP until 2009.

Figure 2 clearly shows an exponential increase in GDP index, which signifies the strength of the economy. Recent global recession did not affect Bangladesh economy too much that is evident in upward trending GDP index. These evidences could be placed to argue Bangladesh economy's comparative maturity. If we look at GDP dynamics of the US in figure 3, it becomes clearer that global recession slowed its growth. Rule-guided monetary policy strategy dates back to 1980 for the US and many other industrialized countries but some emerging economies, including Bangladesh, are far from such strategy. There is no reason

Figure 2
Real GDP of Bangladesh during 1973-2009

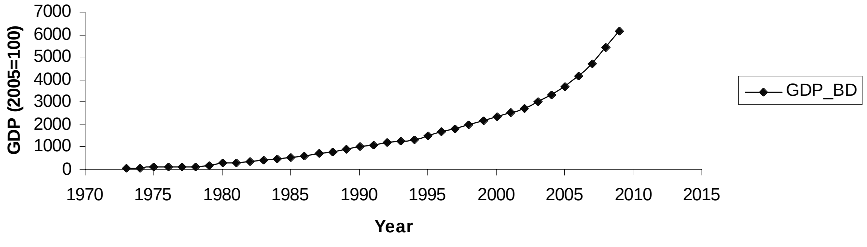

why Bangladesh economy should be termed as too rudimentary to introduce credible rule-based monetary policy. Rather, inflation targeting may result in identical success as floating exchange rate system in Bangladesh.

In addition to the above descriptive studies we also undertake some econometric studies to assess the implementability of rule-based policy in Bangladesh. Quarterly data spanning the period 1980-2010 have been used to estimate the

Figure 3
Real GDP of US during 1973-2009

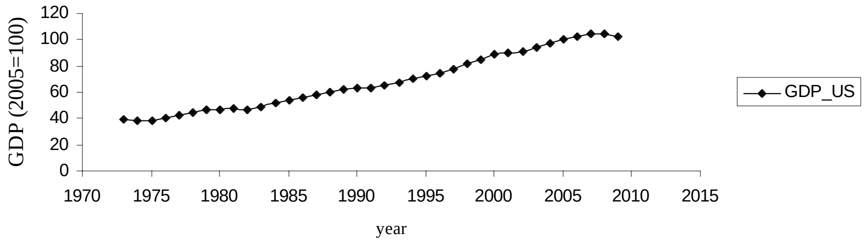

Taylor rule. Equation (1) is manipulated to obtain the following estimable form:

$$i_1 = \beta_1 + \beta_2 \pi_1 + \beta_1$$

Where, $\beta_1 = \tau - h\pi$ $\beta_1 = 1 + h$ and $\beta_3 = h$

In order for the interest rate policy to be inflation-fighting, β_2 should be larger than unity and β_3 should be positive. Estimated Taylor rule is found as:

$$i_t = \underset{(0.21)}{15.04} - \underset{(0.03)}{0.01}\pi_t - \underset{(0.03)}{0.01}y_t$$

The above equation does not comply with the Taylor rule because neither the inflation coefficient nor the output gap coefficient is significant and they have wrong sign. This finding is not very surprising because the central bank of Bangladesh does not follow Taylor rule or even they are not inflation targeting. Bangladesh Bank targets broad money (M2) as an intermediate target and reserve money as the operating instrument. Reserve money is indirectly influenced by the available policy instruments namely, statutory liquidity requirement (SLR), cash reserve requirement (CRR), repurchase agreement (repo), reverse repo, open market operation (OMO) and moral suasion. Since our study focuses attention on whether interest rate policy could guide the monetary policy of Bangladesh, we have to examine whether interest rate has substantial influence on inflation. In order to examine this proviso, we resort to a simple error correction model. Unit root in both inflation and short-term nominal rate, in this case the repo rate, validates the possibility of cointegration. First we estimate the interest rate as a function of inflation and then the residual is tested for cointegration. Null hypothesis of cointegration can't be rejected thus estimate the error correction coefficients. Cointegrating relation is:

$$\pi_t = 18.71 - 0.38 i_t$$

Cointegrating error, $\hat{e}_t = \pi_t - (18.71 - 0.38 i_t)$

Estimated error correction equations are: $\Delta\pi_t = \underset{(0.76)}{0.01} - \underset{(0.13)}{0.96}\hat{e}_{t-1}$

$$\Delta i_t = -\underset{(0.06)}{0.03} + \underset{(0.012)}{0.001}\hat{e}_{t-1}$$

Estimated error correcting equations have expected sign although the error correction coefficient of the second equation is insignificant. Deviation of inflation from its long run equilibrium path is corrected via the error correction term. Speed of adjustment from disequilibrium is fairly high which in our model is 96% in each quarter.

Responsiveness of inflation toward interest rate justifies the basis of interest rate rule under inflation targeting strategy in Bangladesh. The above empirical

analysis bears a positive message to the policymakers of Bangladesh about the suitability of rule-guided monetary policy. This finding discards the argument of some researchers who use to argue that Bangladesh economy is too rudimentary to host such advanced strategy.

6. Impacts of Inflation Targeting

It is too early to assess the economic performance of an economy if the new regime did not work for a complete business cycle. We document below some observations based on early research.

6.1 Effects on Inflation

Petursson (2004) shows that in the sample of 21 inflation targeting countries, inflation, inflation variability and inflation persistence have clearly fallen on average after the adoption of inflation targeting. The investigation also reveals that inflation went from over 30 percent in the last five years prior to adoption to roughly percent after inflation targeting. Even the sample includes the four former hyperinflation countries: Brazil, Israel, Peru and Poland. Along with Petursson, Siklos (1999), Bernanke et al. (1999) Corbo et al (2001), Levin et al. (2004) have the similar investigation that inflation in the inflation targeting countries has become less volatile.

6.2 Economic Growth

The school that views inflation targeting as a strict monetary rule argues that inflation targeting can be harmful for growth. Empirically this is true only for the hyperinflation experiencing countries. The study based on inflation targeting counties carried out by Petursson (2004) concludes that there is no evidence suggesting that inflation targeting has harmed growth, rather it lowers growth variability. Truman (2003) and Ball and Sheridan (2003) find positive effects of inflation targeting on growth. Corbo et al. (2001), Neumann and von Hagen (2002) and Truman (2003) drew the conclusion that flexible inflation targeting does not only reduce variability in inflation but also in growth.

6.3 Exchange rate volatility

It is a conventional belief that inflation targeting generates higher volatility in exchange rate because the framework puts more emphasis on stabilising the domestic value of the currency. The practical scenario is different. Out of twenty-one countries, Petrusson (2004) found that exchange rate fluctuations have fallen

in eleven countries and increased in ten countries. Eleven countries in the sample were on floating exchange rate regime and eight of them experienced smaller volatility in exchange rate when switched to inflation targeting. Interestingly, exchange rate volatility decreased in all the four industrial countries that were on floating exchange rate system. It seems inflation targeting reduces exchange rate volatility rather than increasing it in those countries which had a floating exchange rate before adopting inflation targeting. Bangladesh should be a good candidate in this viewpoint. Developing economy like Bangladesh could switch to inflation targeting by positively considering the evidence that some emerging countries that were fighting high inflation earlier could bring down inflation by switching to this monetary policy regime.

7. Conclusion

Inflation targeting can help achieve macroeconomic goals of price stability and output growth. Industrialized economies have exploited the benefits of this framework but developing economies, except a few, did not redesign their policy framework in this light. Monetary authority of Bangladesh economy formulates policy with considerable discretion which is time inconsistent. Central bank did not gain much independence in terms of policy formulation and implementation, which resulted in fiscal dominance on monetary policy. Since inflation targeting strategy encompasses explicit announcement of numerical inflation target, central bank has the opportunity to gain public confidence that would eventually build a good coordination between fiscal and financial sectors.

Although there are some prerequisites to hold in order for successful implementation of inflation targeting, those are neither necessary conditions nor sufficient conditions for this success. Nevertheless, several features favourable to targeting approach do appear in Bangladesh economy, which was not even the case for several inflation targeting countries. Stable balance of payment condition characterised by sound stock of foreign currency reserve, steady growth of real output and single digit inflation phenomenon are some evidences of plausibility of inflation targeting. Recently the country got the objective of achieving millennium development goal through the acceleration of growth and reduction of poverty. Under this circumstance, if price stability is not maintained then the outcome of economic growth would not lead to poverty reduction. Our descriptive and econometric findings provide evidence that the central bank of Bangladesh has substantial sophistication to undertake inflation targeting framework.

References

1. Amato, J. D. & S. Gerlach (2002), "Inflation Targeting in Emerging Market and Transition Economies: Lessons After a Decade." *European Economic Review*, vol. 46, pp. 781-90.

2. Ball, L. & N. Sheridan (2005), "Does Inflation Targeting Matter?" in Bernanke, Ben S., and Michael Woodford (eds.), *The Inflation-Targeting Debate*, The University of Chicago Press, pp. 249-276.

3. Batini, N. & D. Laxton (2007), "Under What Conditions Can the Inflation Targeting be Adopted? The Experience of Emerging Markets" in Mishkin, Frederic, and Klaus Schmidt-Hebbel (eds.), *Monetary Policy under Inflation Targeting*, vol. 11 of Central Banking, Analysis, and Economic Policies, Central Bank of Chile, 467—506.

4. Bernanke, B. S., T. Laubach, F. S. Mishkin, & A. S. Posen (1999), *Inflation Targeting: Lessons from the International Experience*, Princeton University Press, Princeton.

5. Bernanke, B. S. & F. S. Mishkin (1997), "Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?" *Journal of Economic Perspectives*, vol. 11, no. 2, pp. 97-116.

6. Calvo, G. (1978), "On the Time Consistency of Optimal Policy in a Monetary Economy", *Econometrica*, vol. 46, no. 6, pp. 1411-1428.

7. Corbo, V., O. Landerretche & K. Schmidt-Hebbel (2001), "Assessing Inflation Targeting after a Decade of World Experience," *International Journal of Finance & Economics*, vol. 6, no. 4, pp. 343-368.

8. Gerlach, S. (1999), "Who Targets Inflation Explicitly?", *European Economic Review*, vol. 43, pp. 1257-1277.

9. Gosselin, M. (2007), "Central Bank Performance under Inflation Targeting", *Bank of Canada Review*, vol. 2007-08, pp. 17-27.

10. Greenspan, A. (2004), "Risk and Uncertainty in Monetary Policy", *The American Economic Review*, vol. 94, no. 2, pp. 33-40.

11. Islam, M. E. (2008), "Money Supply Process in Bangladesh: An Empirical Analysis", Bangladesh Bank working paper no. 0805.

12. Jha, R. & D. Rath (2003) "On the Endogeneity of the Money Multiplier in India", in R. Jha (ed.) *Indian Economic Reforms*, Houndmills: Palgrave Macmillan.

13. Jha, R. (2008), "Inflation targeting in India: Issues and Prospects" *International Review of Applied Economics*, Taylor and Francis Journals, vol. 22, no. 2, pp. 259-270.

14. Kydland, F. & E. Presscott (1977), "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans", *Journal of Political economy*, vol. 85, no.3, pp. 473-492.

15. Levin, A. T., F. M. Natalucci & J. M. Piger (2004), "The Macroeconomic Effects of Inflation Targeting," *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, vol. 86, no. 4, pp. 51-80.

16. Malik, W. S. & A. M. Ahmed, (2007), "The Taylor Rule and the Macroeconomic Performance in Pakistan", Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) working paper no. 34, Islamabad.

17. Mishra, A. & V. Mishra (2009), "Pre-conditions for Inflation Targeting in an Emerging Economy: the Case of India", Development Research Unit, Monash University, discussion paper 08-09.

18. Mishkin, F.S. (2004), *"Can Inflation Targeting Work in Emerging Market Countries?"* National Bureau of Economic Research (NBER) working paper no. 10646.

19. Mishkin, F.S. & K. Schmidt-Hebbel (2007), "Does Inflation Targeting Make a Difference?" National Bureau of Economic Research (NBER) working paper no. 12876.

20. Neumann, M. J. M. & J. von Hagen (2002), "Does Inflation Targeting Matter?" *TheFederal Reserve Bank of St. LouisReview*, vol. 84, no. 4, pp. 127-148.

21. Obstfeld, M. & K. Rogoff (1995), "The Mirage of Fixed Exchange Rates," *Journal of Economic Perspectives*, vol. 9, no. 4, pp. 73-96.

22. Paulin, G. (2006), "Credibility with Flexibility: The Evolution of Inflation-Targeting Regimes, 1990–2006", *Bank of Canada Review*, vol. 2006, issue: Summer, pages 5-18

23. Pétursson, T. (2004), *"The Effect of Inflation Targeting on Macroeconomic Performance"*, Central Bank of Iceland, working paper no. 23.

24. Roger, S. & Mark, S. (2005), *"On Target: The International Experience with Achieving Inflation Targets"* IMF working paper 05/163.

25. Schmidt-Hebbel, K., & M. Tapia (2002), "Monetary policy implementation and results in twenty inflation-targeting countries", Central Bank of Chile Working Papers, no. 166.

26. Siklos, P. (1999), *Inflation Targets and the Yield Curve: New Zealand, and Australia vs. the US*, University of Technology, Sydney working paper no. 25.

27. Svensson, L. E. O. (2010). "Inflation Targeting", Sveriges Riksbank and Stockholm University working paper, April 2010.

28. Svensson, L. E. O. (2005), "Targeting Rules vs Instrument Rules for Monetary Policy: What is Wrong with McCallum and Nelson? *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, vol. 87, no. 5, pp. 613-625.

29. Svensson, L. E. O. (1997), "Inflation Forecast Targeting: Implementing and monitoring inflation targets", *European Economic Review*, vol. 41, pp. 1111-1146.

30. Svensson, L. E. O. & G. D. Rudebusch (1998), "Policy Rules for Inflation Targeting" in J. B. Taylor (ed.), *Monetary Policy Rules*, University of Chicago Press, Chicago, pp. 203-262.

31. Taylor, J. B. (1993), "Discretion versus Policy Rules in Practice", *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, vol. 39, no. 1, pp. 195-214.

32. Truman, E. M. (2003), "Inflation Targeting in the World Economy", *Peterson Institute for International Economics*, Washington, DC.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

The Global Financial Crisis and Recovery: 2007-2009

Rumman Karim Chowdhury*

Abstract

The main aim of this paper is to analyse the recent (2007-2009) global financial crisis regarding its causes, effects on financial markets and institutions, recovery processes, and the changes that came in the financial system after the crisis. The global recovery from financial crisis was stronger than anticipated earlier but was proceeding at different speeds in different regions. In most advanced economies, the recovery was expected to remain sluggish by past standards, whereas in many emerging and developing economies, activity is expected to be relatively vigorous, largely driven by internal demand, although in most cases both monetary and fiscal policies did not provide the necessary support as was expected from them. Policies need to foster a rebalancing of global demand, remaining supportive where recoveries are not yet well sustained.

Introduction

The recent financial crisis originated from global asset scarcity. Large capital flows towards the USA that caused an asset bubble that eventually burst. Anticipation of capital gains on housing property led to a bubble in asset prices. This trend started in the late 1990s and was not affected by dot.com bubble.

---

* The author is a graduate student of Queen Mary, University of London School of Economics and Finance. The paper was prepared for Dr. Andrea Carriera of Queen Mary, University of London School of Economics and Finance.

The paper was presented at a regional seminar organised by Bangladesh Economic Association, Chittagong Chapter-on 28 January, 2012 at Theatre Institute, Chittagong.

Persistent global imbalances, subprime crisis, and volatile oil and asset prices are heavily correlated with recent dooms in the world economy.

“The crisis started in July 2007 with the collapse of two Bear Stearns hedge funds, the Bear Stearns High-Grade Structured Credit Fund, and the Bear Stearns High-Grade Structured Credit Enhanced Leveraged Fund. With this collapse, the so-called subprime mortgage crisis became apparent with a substantial increase in mortgage delinquencies and foreclosures in the United States. As credit markets froze, the Treasury bill-Eurodollar spread known as the TED spread (difference between the 3-month US Treasury bill yield and LIBOR) started to increase dramatically” (Kenc & Dibooglu, 2010).

1. Factors That Triggered The Financial Crisis

1.1 Global imbalances

The crisis exacerbated the shortage of assets in world economy, which triggered a partial recreation of bubble in commodities. Rising oil price led to an increase in petrodollar investment in the US financial market. One of the underlying reasons for USA asset appreciation was the country’s current account deficit. Starting in 1991, US current account deficit was becoming worse day by day, reaching 6.4% of US GDP in the fourth quarter of 2005, and then falling back to 5% of GDP by early 2008. The counterparts of deficit were Japan, Europe and emerging Asia (IMF, 2009). The rapid growth in China and other East Asian economies, and the rise in associated commodity prices boosted capital flow to US, which was regarded as an attractive place. How were the macro economic imbalances sustained? “The trade surplus countries kept their exchange rate low relative to US$, which helped sustain the deficit configurations. The rise in asset prices led to an increase in consumer wealth, which further stimulated US consumption spending and imports and helped sustain the trade deficit” (Kenc & Dibooglu, 2010).

“The global “saving glut” hypothesis also views the global imbalances as direct results of increased savings and current account surpluses in developing and emerging economies. In these economies, export driven growth has led to higher incomes” (Kenc & Dibooglu, 2010).

1.2 Interest rate

The reallocation of capital flows subsequently led to a decline in US and world real rate of interest and a boom in market. In the context of low real interest rate,

US households were encouraged to take more housing risk than they could afford. Also Fed decreased the interest rate to make US current account deficit, which caused dollar to depreciate. The collapse of dot com bubble in 2001 led to a slowdown in the US economy and entered into depression in 2001. At that time US Fed reduced its interest rate. Lower target interest rates made by Fed contribute to the global flow of funds in making mortgages more affordable and house prices rose sharply as the demand for houses exploded" (Kenc & Dibooglu, 2010).

1.3 Securitization

Mortgage securitizations entail pooling of mortgages and issuing assets backed by the cash flow of the mortgage. It plays a vital role in relation of housing bubble. MBS (Mortgage based securities) are created when mortgage holders form a portfolio of mortgages and sell shares. Then, the cash flow from the portfolio of assets are passed to investor. Normally, this investment is more liquid than any individual mortgages since bundles of assets reduce risk. When considering mortgages, instead of creditworthiness, more emphasis has been given to make money by selling it to third party, e.g. ABS CDOs (Hull, 2009).

1.4 Lending standard

Since US government has been trying to encourage home ownership to expand and pressuring mortgage lenders to increase loan to low and moderate income people, lenders made it easier for less creditworthy families to buy real estates. House prices increased as a result. Also the lenders knew that their risk is covered by the underlying high asset price. With low interest rate, mortgage lenders follow lax standards in approving mortgages and optimism fueled speculation in housing market" (Kenc & Dibooglu, 2010).

1.5 Agency problem

Credit rating agencies (CRAs) are now under scrutiny for giving investment-grade ratings to MBS based on risky subprime mortgage loans. These high ratings enabled these MBS to be sold to investors, thereby financing the housing boom. These ratings were believed justified because of risk reducing practices, such as credit default insurance and equity investors willing to bear the first losses. However, there are also indications that some CRAs involved in rating subprime-related securities knew at the time that the rating process was faulty (US House of Representatives committee, 2008). According to Buttonwood (2007) the

rating agencies suffered from conflicts of interest, as they were paid by investment banks and other firms that organize and sell structured securities to investors. On 11th June, 2008, the SEC proposed rules designed to mitigate perceived conflicts of interest between rating agencies and issuers of structured securities. On 3rd December, 2008, the SEC approved measures to strengthen oversight of credit rating agencies, following a ten-month investigation that found "significant weaknesses in rating practices, including conflicts of interest practices,"

1.6 Subprime mortgage default

Around 80% of U.S. mortgages issued in recent years to subprime borrowers were adjustable-rate mortgages. After U.S. house prices peaked in mid-2006 and began their steep decline thereafter, refinancing became more difficult. As adjustable-rate mortgages began to be reset at higher rates, mortgage delinquencies soared. Securities backed with subprime mortgages, widely held by financial firms, lost most of their value. The result was a large decline in the capital of many banks and U.S. government sponsored enterprises, tightening credit around the world.

1.7 Shadow banking

The shadow banking system has been implicated as significantly contributing to the financial crisis of 2007. In a June 2008 speech, U.S. Treasury Secretary Timothy Geithner (speech Reducing systemic risk in a dynamic financial system), placed significant blame for the freezing of credit markets on a "run" on the entities in the shadow banking system by their counterparties. "The rapid increase of the dependency of bank and non-bank financial institutions on the use of these off-balance sheet entities to fund investment strategies had made them critical to the credit markets underpinning the financial system as a whole, despite their existence in the shadows, outside of the regulatory controls governing commercial banking activity. Furthermore, these entities were vulnerable because they borrowed short-term in liquid markets to purchase long-term, illiquid and risky assets. This meant that disruptions in credit markets would make them subject to rapid deleveraging, selling their long-term assets at depressed prices".

Nobel laureate Paul Krugman described the run on the shadow banking system as the "core of what happened" to cause the crisis. "As the shadow banking system expanded to rival or even surpass conventional banking in importance, politicians and government officials should have realized that they were re-creating the kind of financial vulnerability that made the Great Depression

possible—and they should have responded by extending regulations and the financial safety net to cover these new institutions. Influential figures should have proclaimed a simple rule: anything that does what a bank does, anything that has to be rescued in crises the way banks are, should be regulated like a bank." He referred to this lack of controls as "malign neglect" (Krugman, 2009).

2. Effects of The Crisis on Financial Markets

The rapid decline of US housing prices in 2007-2008 has significant impact on money market, bonds, stocks and derivatives. Asset Backed Securities (ABS) and Collateralized Debt Obligations (CDO) have been affected the most during that session. The fundamental of these securities is the availability of fund. Since the crisis started, there was lack of cash flow which contaminated the mortgage backed securities (MBS) (Mayer, *et al.*, 2009).

Regulators allowed giant banks to measure their own risk and set their own capital requirements. Given perverse incentives, this inevitably led to excessive risk taking. Deregulation allowed financial conglomerates to become so large and complex that neither insiders nor outsiders could accurately evaluate their risk. The Bank for International Settlement told national regulators to allow banks to evaluate their own risk—and thus set their own capital requirements—through a statistical exercise based on historical data called Value at Risk (VAR). VAR is an estimate of the highest possible loss in the value of a portfolio of securities over a fixed time interval with a specific statistical con?dence level. The standard exercise calculates VAR under negative conditions that are likely to occur less than 5% of the time.

There are four fundamental flaws in this mode of risk assessment. First, there is no time period in which historical data can be used to generate a reliable estimate of current risk. Second, VAR models assume that security prices are generated by a normal distribution. Third, the asset-price correlation matrix is a key determinant of measured VAR. The lower the correlation among security prices, the lower the portfolio's risk. VAR models assume that future asset price correlations will be similar to those of the recent past. However, in crises the historical correlation matrix loses all relation to actual asset price dynamics. Most prices fall together as investors run for liquidity and safety, and correlations invariably head toward one, as they did in the recent crisis. Again, actual risk is much higher than risk estimates from VAR exercises. Fourth, the trillions of dollars in assets held off-balance-sheet were not included in VAR calculations (Blankfein, 2009).Reliance on VAR helped create the current crisis and left banks

with woefully inadequate capital reserves when it broke out. A Financial Times editorial observed that 'risk management models . . . were catastrophic'. The Financial Time's Gillian Tett concluded that 'it was sheer madness for financiers ever to have relied so heavily on these VAR models during the first seven years of this decade' (Tett, 2008). Following discussion is on how the crisis affected the financial markets.

2.1 Derivatives Market effect

A financial security is backed by a loan, lease or receivable against assets other than real estate and mortgage backed securities (Hull, 1997). Mortgage classes can be identified by tranche: senior tranche (AAA), mezzanine tranche (BBB) and equity tranche (no rating). Different mortgage classes are associated with different risks and returns. The higher-ranking tranche receives higher priority return with minimised credit risk.

A mezzanine tranche for example can be "cut into different slices", separating prime and subprime mortgages and creating a new portfolio with AAA rated tranches, A rated tranches, and unrated tranches. ABS/CDO portfolios "started to experience increasing the due of the non-payment debt and foreclosures and their values declined precipitously" (International Labour Office, 2009). As AAA tranches associated with lower risk have suffered an intense increment in downgrades (Barnett-Hart, 2009). As initial risks have been miscalculated by rating agencies and financial institutions solely relied on credit ratings, repackaged BBB tranches were traded as AAA tranches in the market and therefore experienced default losses from the subprime mortgage segment. As a result financial institutions were no more able to raise funds through ABS and CDOs. The crisis has spread to other types of markets including credit default swaps, high-yield corporate bonds, the inter-bank market, commercial paper, money-market funds, hedge funds and the real economy. Defaulted mortgages and CDOs affected the Credit Default Swaps (CDS) as they required providing insurance against the default counterparty. The insurance holder has the right to sell the insured instruments (e.g. bonds) to the CDS seller at their initial face value or to claim the difference between the initial face value and the recovery rate if the reference entity defaulted. In 2007 and 2008 a large number of CDS sellers had to make payments to CDS holders. Moreover, CDS that were written on securities with AAA rating that actually deserved a credit rating of BBB forced CDS holders to make payments that were higher than expected because of the miscalculation of default risk and underestimation of positive correlation among sub prime tranches.

2.2 Stock market effect

In December 2007 (Homan and Matthews, 2007) US stock market started declining sharply as reaction to immense losses related to sub-prime mortgages. The US stock market further declined by the bankruptcy of Lehman Brothers in September. In between 0ctober 2007 and 2009 the Dow Jones industrial average lost 53% value of their stock.

2.3 Bond market

Fears of a recession in the United States and interest rate cuts by the Federal Reserve have pushed the yield on the 10-year Treasury Bond below the rate of inflation. In the wake of the collapsing housing market and credit market turmoil in the late 2007 and early 2008, the findings from the Federal Reserve's survey certainly come as no surprise. Over the past few months, credit spreads surged. The spread between Moody's Baa bond yield and the 10-year Treasury yield doubled in the past year to over 300 basis points, a rise usually associated with recessions (The sceptical speculator, 2008). In 2007 CDS spreads increased for all securities which were not considered as riskless, especially for those which were rated with BBB, such as high-yield corporate bonds. Suppose such a bond pays 8%, but now has a CDS spread of 400bp (4%) rather than 200bp (2%). Assuming LIBOR/swap rates to be constant, investors' return on insured high-yield bonds fell by 2%. To raise funds on the capital markets, such a company would now be forced to increase its bond yield by 2%, thus increasing its cost of financing.

3. Recovery from The Crisis

Recovery processes are different depending on different types of financial crisis. Historical evidence shows that each and every financial crisis was followed by an economic expansion and those expansions are different in nature which includes credit booms involving upset labour markets, goods and services, booming real-estate business, equity prices and asset price bubbles as well. According to the IMF (2009):

- Recessions in the advanced economies over the past two decades have become less frequent and milder, whereas expansions have become longer, reflecting in part the "Great Moderation" of advanced economies' business cycles.
- Recessions associated with financial crises have been more severe and longer lasting than recessions associated with other shocks. Recoveries

from such recessions have been typically slower, associated with weak domestic demand and tight credit conditions.

- Recessions that are highly synchronized across countries have been longer and deeper than those confined to one region. Recoveries from these recessions have typically been weak, with exports playing a much more limited role than in less synchronized recessions.

The current financial crisis was highly synchronized across the countries and this is why it was thought that it world stay long. The governments of different countries took different actions to stabilize their economy.

3.1 Introduction of Term Auction Facility

The first policy action to manage the financial crisis was the introduction of Term Auction Facility (TAF) in December 2007. The primary objective of this policy was to make the borrowing easier for other banks from the Fed and reduce the spreads in the money market and eventually increase the flow of money that would lead to a lower interest rate. By this new policy banks could borrow directly from the Fed avoiding the discount window with larger maturity dates in order to inject liquidity into the market. The fed was trying to lower the gap between the long term lending rates and the overnight rates (Taylor and Williams, 2008). Figure 1 shows the amount of funds taken up along with Libor and OIS spread.

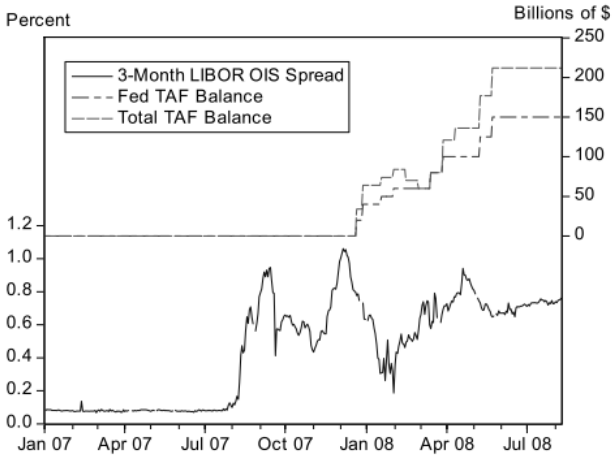

Figure 1: Impact of the term auction facility on the spread (Taylor, 2008)

Figure 1 is showing that soon after the starting of the TAF, the spread came down for a while but after that rose again showing no respect for the TAF.

3.2 Interest rate adjustment

Interest rate change is the primary initiative for any central bank regarding monetary policy to handle the financial crisis. Federal Reserve Bank reduced their funds rate from 5.25% from the beginning of the crisis in August 2007 to 2% in April 2008 to minimize the crisis. However, that initiative did not work according to their expectation but depreciated the Dollar sharply, which influenced the dramatic increase of the oil price as well as other consumer goods prices instead. From the beginning of the financial crisis in August 2007 to July 2008 the oil price almost doubled.

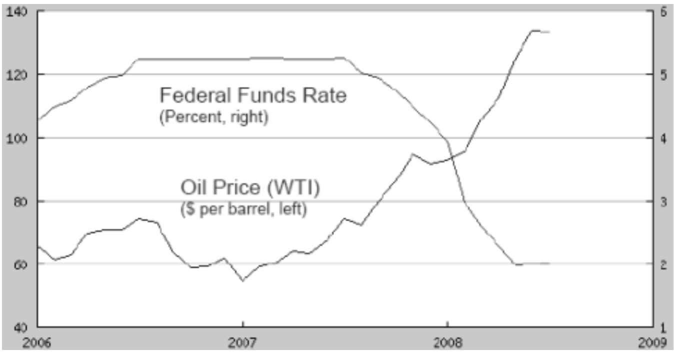

Figure 2: Cut in interest rates was accompanied by a rapid increase in oil price

The relationship between oil prices and interest rates is proved by empirical studies. For instance, the First Deputy Managing Director of the International Monetary Fund John Lipsky (2008) said: "Preliminary evidence suggests that low interest rates have a statistically significant impact on commodity prices, above and beyond the typical effect of increased demand. Exchange rate shifts also appear to influence commodity prices. For example, IMF estimates suggest that if the US dollar had remained at its 2002 peak through end-2007, oil prices would have been $25 a barrel lower and non-fuel commodity prices 12 percent lower."

3.3 Temporary Cash Infusions

Economic Stimulus Act of 2008 passed in February 2008 was another recovery policy action. Like a package, the aim of this stimulus was to boost up the family and individual consumption by providing cash totalling over $100 billion in May, June, and July 2008. This was done by tax rebates to lower and middle income tax payers, as incentives to encourage business and to increase the limits forced on mortgages that could be obtained by the government agencies. It was not completely a monetary policy because the rebate was financed by borrowing rather than money creation (Taylor, 2008).

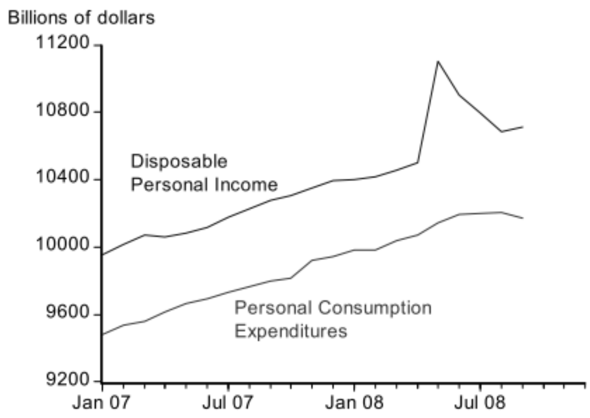

Figure 3: The rebates increased income, but not consumption

As shown in the figure 3 consumption did not increase as was expected whereas the personal disposable income increased sharply because of the rebate.

3.4 Fiscal support for the American International Group (AIG)

In September 2008, after a sudden financial deterioration of American International Group, a big financial panic was developed, whose result was judged to have significant adverse effect on the economy. The Fed announced an 85 billion dollar financial support for AIG to backup its finance and to keep the money market mutual fund from "breaking the buck" (Goodfriend, 2009). "The Fed's financial support for AIG was criticized immediately by some important members of Congress as a questionable commitment of taxpayer funds, in effect, a "bridge too far" (Blackstone & Yoest 2008)."

3.5 Interest on reserves

"The Financial Services Regulatory Relief Act, signed in 2006, gave the Fed the authority to pay interest on reserves starting in 2011 for the first time in its history. In May 2008, Fed Chairman Bernanke asked that Congress give the Fed immediate authority to pay interest on reserves. Using authority granted under the Emergency Economic Stabilization Act of 2008, the Fed announced that it would begin paying interest on required and excess reserve balances (Goodfriend, 2009)." The payment of interest on reserves was intended to assist in maintaining the federal funds rate close to the target. Nevertheless, the Fed's authority to pay interest on reserves was timely and valuable because, in principle, it gave the Fed the operational capacity to exit credibly from the zero bound without first drawing

down the stock of bank reserves. Unfortunately, in practice, the fact that the federal funds rate had fallen somewhat below the rate of interest paid on reserves indicates that some financial institutions holding balances at the Fed that traded in federal funds market ware not authorized to receive interest on those balances.

Although most of the central banks lowered interest rates to tackle the global downturn, they were appropriately cautious in doing so in order to maintain incentives for capital inflows and to avoid disorderly exchange rate moves or a full-blown capital account crisis (IMF, 2009). In the context of a financial crisis, fiscal policy was particularly effective in shortening the duration of recessions, whereas the impact of monetary policy was reduced. However, room to provide such fiscal support would be limited if such efforts eroded credibility in the absence of a medium-term framework. Thus, governments ware faced with a difficult balancing act—delivering short-term expansionary policies but also providing reassurance for medium-term prospects. This task was becoming increasingly difficult as the downturn extended in depth and duration. Although governments acted to provide substantial stimulus in 2009, it was then apparent that the effort needed to be at least sustained, if not increased, in 2010, and countries with fiscal room were to introduce new stimulus measures as needed to support the recovery.

4. Financial Regulatory Reform

Banking supervisors, including the Federal Reserve, have broad powers to set binding rules limiting financial activities of the institutions they regulate and to issue guidance describing the standards they will consider in supervising and evaluating those firms. Rules, for example, set standards on the amount of capital that institutions must hold to engage in certain activities. Examples of guidance issued prior to the financial crisis include statements describing how examiners would evaluate firms' exposures to commercial real estate lending and non-traditional mortgage products. The federal banking supervisors seek to work together and with state supervisors to introduce consistent rules or guidance where possible, either through informal channels or through the Federal Financial Institutions Examination Council, which was established for that purpose. However, where they cannot reach agreement, supervisors can and have introduced guidance independently to their respective institutions (Gramlich, 2007).The Federal Reserve also works with foreign supervisors to develop consistent standards. For example, the Federal Reserve played a key role in the international development of the first Basel capital standards in 1988 (Basel I) and in the revised Basel Capital Accord in 2004 (fcic.gov).

Policy and regulatory reform

1. Stronger macroeconomic policy and macro prudential analysis to avoid too loose monetary policy and excess liquidity; assessment of asset bubble, tightening monetary policy when money or credit grows in an unsustainable way (IMF, 2009)

2. Reforming expeditiously the Basle 2 capital requirement process for bank capital for banks and higher quality of capital; counter-cyclical approaches – capital buffers; higher capital for trading books; measuring and limiting liquidity risk; stricter rules for off-balance sheet vehicles; common definition of own funds.

3. Credit rating agencies (CRA's) to be supervised by new European Securities Authority; fundamental review of role of CRAs in the financial system; distinct new approach to rating of securitized products (OECD, 2009).

4. Accounting Strengthened governance of the IASB; wide reflection of the role of mark to market accounting necessary; improved valuation techniques. Accounting standards should not bias business models, promote pro-cyclical behaviour or discourage long-term investment (General Accounting Office, 2007).

5. Insurance Essential to deliver Solvency before May this year. Appropriate safeguards to be defined to ensure an effective group support regime. Within the EU, a strengthened CESR should be in charge of registering and supervising CRAs; A fundamental review of CRAs' business model, their financing and of the scope for separating rating and advisory activities should be undertaken.

6. Sanctions/supervisory powers to be strengthened throughout the EU – so sanctions bite and are deterrent. Competent authorities in all Member States must have sufficient supervisory powers, including sanctions, to ensure the compliance of financial institutions with the applicable rules; competent authorities should also be equipped with strong, equivalent and deterrent sanction regimes to counter all types of financial crime.

7. Parallel banking system (HP's, private equity). All parts of the financial system where they have a potentially systemic nature should be appropriately regulated and supervised; for hedge funds information requirements on hedge funds should become mandatory – through regulation of hedge fund managers.

8. Securitized products/derivative markets should be standardized and simplified; at least one well-capitalized clearing house for credit default swaps should be created in the EU to simplify and standardise over-the-counter derivatives; introduce and require the use of at least one well-capitalised central clearing house for credit default swaps in the EU; guarantee that issuers of securitised products retain on their books for the life of the instrument a meaningful amount of the underlying risk.
9. Investment funds. Common EU rules should be strengthened –including tighter control over depositories and custodian.

Most of the Economic specialists agree that governments failed to make a proper regulatory framework for the financial system which would be able to keep the financial market stable. It has been proved that supervision and regulation was inadequate as they were not able to tackle this big sized crisis. Main weaknesses of the regulations taken that time are measured as the following:

1. There should be sufficient government supervision for the banks. Hedge funds even operated completely outside of the supervisory framework.
2. Systemic risk has been underestimated by the regulators in the financial system. Banks are interconnected, and highly leveraged institutions can affect the entire financial system if they failed.
3. Requirements for capital and liquidity were too low. Financial institutions were not required to hold sufficient capital to cover their assets. Moreover, regulators did not require firms to hold enough capital for scenarios such as a shortfall of liquidity or an abrupt increase of counterparty risk.
4. As the responsibility for supervising financial institutions was split among various authorities, banks could decide which authority to choose and therefore act in their own interest.

Regulations of the financial system should become more vigorous and reliable. Regulatory standards for financial institutions should not allow for excessive risk-taking and give banks no opportunities for arbitrage, gaps or loopholes.

5. New Trends on The Financial Landscape

Financial markets have recovered faster than expected, helped by strengthening activity. Nevertheless, financial conditions are likely to remain more difficult than before the crisis. Specifically:

Money markets have stabilized, and the tightening of bank lending standards has moderated. Moreover, most banks in core markets are now less reliant on central bank emergency facilities and government guarantees. Nonetheless, bank lending is likely to remain sluggish, given the need to rebuild capital, the weakness of private securitization, and the possibility of further credit write-downs, notably related to commercial real estate.

Equity markets have rebounded, and corporate bond issuance has reached record levels, amid a reopening of most high-yield markets. However, the surge in corporate bond issuance has not offset the reduction in bank credit growth to the private sector. Those sectors that have only limited access to capital markets, namely consumers and small and medium-size enterprises are likely to continue to face credit constraints. So far, public lending programs and guarantees have been critical in channelling credit to these sectors.

Sovereign debt has come under pressure for some small countries, as they struggle with large government deficits and debt, and as investors increasingly differentiate across countries.

Amid a relatively rapid return to healthy growth in many emerging economies, portfolio flows into these markets have picked up, easing financial conditions and prompting nascent concerns about asset price valuations. By contrast, cross-border bank financing is still contracting in most regions, as global banks continue to delever. This will limit domestic credit growth, especially in regions that had been most reliant on cross-border bank flows.

Conclusion

Economic production and trade bounced back worldwide in the second half of 2009. Confidence increased strongly on both the financial and real fronts, as extraordinary policy support forestalled another Great Depression. In advanced economies, the beginning of a turn in the inventory cycle and the unexpected strength in U.S. consumption contributed to positive developments. Final domestic demand was very strong in key emerging and developing economies, although the turn in the inventory cycle and the normalization of global trade also played an important role. Driving the global rebound was the extraordinary amount of policy stimulus. Monetary policy has been highly expansionary, with interest rates down to record lows in most advanced and in many emerging economies, while central bank balance sheets expanded to unprecedented levels in key advanced economies. Fiscal policy has also provided major stimulus in response to the deep downturn.

Reference

1. Barnett-Hart, A. K., 2009, *The Story of the CDO Market Meltdown: An Empirical Analysis*
2. Blackstone, B. & Yoest, P., 2008. "Bailouts Turn Up Heat on Fed Chief", *The Wall Street Journal.com*, September 18, 2008
3. Blankfein L., 2009. "Do not destroy the essential catalyst of risk". *Financial Times* (2009) 8 February.
4. Buttonwood, 2007: "Credit and blame", *Economist.com*. September, 2007.
5. Crotty, J., 2009. Structural causes of the global financial crisis: a critical assessment of the 'new financial architecture', *Cambridge Journal of Economics*, Vol. 33, pp. 563–580.
6. General Accounting Office, 2007. *Agencies engaged in consolidated supervision can strengthen performance measurement and consolidation* (GA-07-154, Washington, DC).
7. Goodfriend, M., 2009. "Central banking in the credit turmoil: An assessment of Federal Reserve practice, Princeton University", In: *Monetary-Fiscal Policy Interactions, Expectations, and Dynamics in the Current Economic Crisis*, May 22-3, 2009, Princeton, New Jersey.
8. Gramlich, E.M., 2007, *Subprime Mortgages: America's Latest Bust and Boom.*
9. Homan, R and Matthews, S., 2007. "U.S. Recession Started in 2007, Longest Since 1980s", [online] Available at: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&sid=al4iyIoRhvao&refer=home , (Accessed 21 March 2010).
10. Hull, J.C., 1997, *Introduction to Futures and Options Markets,* 3rd ed, Prentice Hall Ltd.
11. Hull, J.C., 2009. *Risk management and financial institutes*, 2nd ed, Pearson education.
12. International Labour Office, 2009, *Impact of the Financial Crisis on Finance Sector Workers,* International Labour Office, Geneva,
13. International Monetary Fund, 2009. *World Economic Outlook: Crisis and recovery,* April 2009, Washington DC.
14. Kenc, T. & S. Dibooglu, 2010. "The 2007–2009 financial crisis, global imbalances and capital flows: Implications for reform", *Economic Systems*, Vol. 34, pp. 3–21.
15. KPMG, 2008, *Beyond the Credit Crisis, The Impact and Lessons learnt for Investment Managers*

16. Krugman, P., 2009. The return of depression economics and the crisis of 2008,

17. Lipsky, J.P., 2008. "Commodity Prices and Global Inflation", *Council on Foreign Relations*, New York City, May 8, 2008

18. Mayer, C., K. Pence, and S. Sherlund, 2008. The Rise in Mortgage Defaults, *Finance and Economics Discussion Series 2008-59*, Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, November

19. OECD, 2009. *Finance, competition and governance: Priorities for reform and strategies to phase out emergency measures, Paris*.

20. Taylor, J.B., 2008, *The Financial Crisis and the Policy Responses: an Empirical Analysis of What Went Wrong*, [online] Available at: http://www.stanford.edu/~johntayl/FCPR.pdf (Accessed 20 March 2010)

21. Taylor J. B. & Williams J. C., 2008. *A Black Swan in the Money Market*. NBER Working Paper No. 13493.

22. Tett G., 2008. "Insight: Volatility returns with a vengeance". *Financial Times* (2008) 27 October.

23. The Sceptical Speculator, 2008. "US recession, dollar crisis and bond market meltdown". The sceptical speculator online. 11 February, Available at: http://skepticalspeculator.blogspot.com/2008/02/us-recession-dollar-crisis-and-bond.html (Accessed 25 March 2010)

24. US House of Representatives committee on govt. oversight and reform.22nd Oct, 2008.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

অজয় কুমার বিশ্বাস*

সারসংক্ষেপ

মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফসল হ'ল অর্থনৈতিক মন্দা। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার উত্থানের যুগে এ সংকটের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি যদিও তা ভ্রূণ অবস্থায় এ অর্থ ব্যবস্থার মধ্যেই পুষ্টি লাভ করছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল, আলফ্রেড মার্শাল, জিন ব্যাপটিস্ট সে প্রমূখ মুক্ত বাজার দর্শনের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা অবাধ অর্থনীতির ধ্যান-ধারণায় পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসী ছিলেন। সরকারি হস্তক্ষেপকে অগ্রাহ্য করেছেন। সে সময় এ আচরণের গ্রাহ্যতাও ছিল। কেননা (ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের) তাদের সময়কালে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজতন্ত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন রাজা। জনগণ ছিল প্রজা। রাজা প্রজার সম্পর্ক ছিল শোষণের। তৎকালীন সময়ে রাজাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা বৃদ্ধির অর্থই ছিল শোষণ বৃদ্ধি আর এ কারণেই ক্ল্যাসিক্যাল নব্য ক্ল্যাসিকাল এমনকি চিকাগো স্কুল চিন্তাধারার প্রবর্তক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান, নাইট, শুজ এবং ষ্টিগলার অবাধ বাজারের দক্ষতায় বিশ্বাস স্থাপন করে অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনায় সরকারের সীমিত হস্তক্ষেপ সমর্থন করেছেন। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে মুক্তবাজারই সমাজে কাম্য কল্যাণের অদ্বিতীয় ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা অদৃশ্য হাতের (আপেক্ষিক দাম ব্যবস্থা) নৈপুণ্যে দীর্ঘকালে কখনো অতি উৎপাদন অথবা স্বল্প উৎপাদন সমস্যা দেখা দেয় না। সমাজের সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান সমান হয়। বেকার সমস্যা থেকে অর্থ ব্যবস্থা মুক্ত থাকতে পারে। সকল সম্পদ বরাদ্দ হয় জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা অনুসারে। সর্বোপরি এ মুক্ত ও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জনের দ্বারা সামাজিক কাম্যতা রক্ষা করে। এ বিশ্বাসে কুঠারঘাত হানে ১৮৭০ ও ১৯৩০ এর দশকের মহামন্দা। বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরাজমান দীর্ঘকালীন চরম বেকারত্ব বাজার দক্ষতার ভিত্তিতে ফাটল ধরায়। জে. এম. কেইনসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সরকারের শক্তিশালী অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ দ্বারাই শুধুমাত্র কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারের ব্যর্থতা দুর করে পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জন সম্ভব। এভাবে জন্ম হয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের। যার মূলমন্ত্র হল রাজস্ব নীতি ও আর্থিক নীতির সমন্বয়ে বাজার অর্থনীতির

---

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ, কুষ্টিয়া সদস্য, বি.ই.এ।

প্রবন্ধটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও অর্থনীতি বিভাগ, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক সেমিনার উপস্থাপিত হয়েছিল। সম্মেলন স্থান: অডিটোরিয়াম, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ, কুষ্টিয়া। তারিখ: ৪ ফেব্রুয়ারি-২০১২

ব্যর্থতা অপনোদন করে তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উপযোগী করে তোলা। এ পদক্ষেপ অর্থনৈতিক মন্দা থেকে সাময়িককালের জন্য হলেও বাজার অর্থনীতিকে উদ্ধার করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে লগ্নি পুঁজির বিকাশের সাথে লিবারালিজম এর নামে অবাধ বাজার ব্যবস্থার পুনরুত্থান ঘটে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঝাঁক নব্য অবাধ বাজার অর্থনীতিবিদদের (ফ্রিডম্যান প্রমূখ) মূল কথা হল অর্থনীতির ওপর থেকে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে হবে।

নিয়ন্ত্রণহীন এই বাজার অর্থনীতিই হল বিশ্বায়নের অর্থনীতি। তাদের ধারণা ছিল নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয় না বলেই জাতীয় অর্থনীতিগুলি চাহিদা স্বল্পতার সমস্যায় পড়ে। যেটা তাঁরা বোঝেননি তা হল - চাহিদা স্বল্পতার এই সমস্যা পুঁজিবাদের কাঠামোগত সমস্যা। জাতীয় সীমা ভেঙে দিলে এ সমস্যা চলে যায় না বরং সমস্যার পরিধিটাই বেড়ে যায়। তাই সাম্প্রতিককালের আমেরিকার লগ্নি পুঁজির সংকট থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক মন্দার বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশসহ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। এ থেকে সাময়িক পরিত্রাণের কৌশল হল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী নীতি গ্রহণ আর সংকট থেকে অব্যাহতির উপায় হল সমাজ নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পিত অর্থনীতির বিনির্মাণ।

অর্থনৈতিক মন্দা

ব্যবসা বাণিজ্যের নির্দিষ্ট সময় অন্তর উত্থান পতন হল বাণিজ্য চক্র। J.M Keynes, K Gordon প্রমূখ বাণিজ্য চক্রের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা পর্যালোচনা করে বলা যায়, ব্যবসা ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক উন্নতি ও অবনতি অবস্থা বাণিজ্য চক্র নির্দেশ করে।

বাণিজ্য চক্রের চারটি পর্যায় আছে যথা - (i) সমৃদ্ধি (Boom) ও উর্ধ্বগতি (Upswing) (ii) অবনতি (Recession) (iii) মন্দা (depression) এবং (iv) পুনরুদ্ধার (Recovery)

সমৃদ্ধির পর সাধারণত ক্রমাবনতি তারপর মন্দা দেখা যায়। আবার মন্দার পর অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হয়। সাধারণভাবে সর্বত্র অর্থনৈতিক কাজকর্মের নিম্নাভিমুখী গতি যখন গভীরে প্রবেশ করে তখন মন্দাবস্থা সৃষ্টি হয়। ব্যবসা, বাণিজ্য, ব্যাংক ব্যবস্থা সর্বত্র ভাঙনের অবস্থা দেখা দেয়।

অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির ঐতিহাসিক পরিক্রমা

১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সাল ব্যাপী বৃটেনের শিল্প অর্থনীতির বিকাশ তথা শিল্প বিপ্লব পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে। এ পর্বের বুদ্ধি মুক্তি আন্দোলন মানুষের ব্যক্তি সত্তার বিকাশ ঘটিয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের অর্থনীতি বা মুক্ত বাজার অর্থনীতি যা মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমার্থক। আর ভ. ই লেনিনের ভাষায় "পুঁজিবাদ বলতে পণ্য উৎপাদনের ঐ উন্নত স্তর বুঝায় যেখানে মনুষ্য শ্রমের উৎপাদন শুধু নয়, মনুষ্য শ্রমশক্তি নিজেই পণ্যে পরিণত হয়।" পুঁজিবাদে শ্রমশক্তি এমন এক পণ্য যা নিজের বিনিময় মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য উৎপন্ন করে। এই উদ্বৃত্ত মূল্য মালিক শ্রেণি মুনাফা হিসেবে গ্রহণ করে এবং বর্ধিত পুঁজি হিসেবে পুনউৎপাদনে বিনিয়োগ করে। যে মালিক বেশি বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎকরে পুনবিনিয়োগে নিযুক্ত করতে সক্ষম হয় তার পুঁজির আয়তন ও আঙ্গিক বিন্যাস বৃহৎ এবং শক্তিশালী হয়। পুনউৎপাদনে বর্ধিত পুঁজি বিনিয়োগে পিছিয়ে পড়া মালিকগোষ্ঠী অবাধ প্রতিযোগিতার এ বাজার থেকে বিতাড়িত হয়। তাদের সম্পদও বাজারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃহৎ পুঁজি মালিকের হস্তগত হয়। এভাবে ১৯ শতকের শেষার্ধে একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব ঘটে। এ পর্যায়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজির ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় বিধায় মুনাফার গড় হার হ্রাস পায়। অথচ মুনাফার

তাড়নাই পুঁজিবাদকে প্রথম থেকে বাধ্য করেছে কাঁচামাল ও বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হতে, সমগ্র পৃথিবী দখল করে নিজ নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চলে ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে গিয়ে পুঁজি বিনিয়োগের অক্ষ পরিবর্তন ঘটাতে। একচেটিয়া পুঁজিবাদের এ পর্যায়ে উৎপাদনশীল শিল্প পুঁজির (যে পুঁজি প্রকৃত উৎপাদনে সহায়তা করে) পাশাপাশি ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিল লগ্নিপুঁজি (ফিন্যান্স ক্যাপিটাল)। লগ্নি পুঁজির বিনিয়োগ সরাসরি উৎপাদন বাড়ায় না। তাই প্রকৃত বিচারে, বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে গেলে এই পুঁজি অনুৎপাদনশীল। উৎপাদনশীল পুঁজির সহায়ক শক্তি হিসাবে লগ্নিপুঁজি অন্তত শুরুর দিকে পরোক্ষভাবে একটা উৎপাদনশীল ভূমিকা পালন করেছে। লগ্নিপুঁজির প্রকৃত পরিচয় লেনিনের উদ্ধৃতি থেকে আরো স্পষ্ট হবে "Finance capital is capital controlled by banks and employed by industrialists".

একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব ও বিকাশের সাথে অর্থনৈতিক মন্দার কার্যকারণগত সম্পর্ক রয়েছে। ১৮৬৫ থেকে ১৯২৯ সালের প্রাক্কাল পর্যন্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতি মন্দায় পতিত হয়েছে আবার তার উত্তরণও ঘটেছে। কিন্তু ১৯৩০ এর দশকের দীর্ঘকালীন মন্দাবস্থা অবাধ বাজার ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণকর্মসংস্থান অর্জনের দর্শনকে সম্পূর্ণ অবাস্তব প্রমাণ করে। বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরাজমান দীর্ঘকালীন চরম বেকারত্ব বাজার দক্ষতার ভিত্তিতে ফাটল সৃষ্টি করে। এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গ্রাহ্যতা পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের প্রবক্তা জে. এম. কেইনস্ সরকারের শক্তিশালী অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ দ্বারাই শুধুমাত্র কার্যকরি চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে মুক্ত বাজারের ব্যর্থতা দুর করে পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জন সম্ভব বলে অভিমত দেন। তাই "End of laissez faire" নিবন্ধে তিনি সরকারের গুরুত্ববহ অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন "The important thing for government is not to do things which individuals are already and to do them a little better or a little worse but to do those things which at present are not do at all". ১৯৩০ এর বৃহৎ মন্দা সে সময়কার সব থেকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৩ সালে বেকারত্ব শ্রমশক্তির ২৫ শতাংশে পৌছিয়ে ছিল। বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ পূর্ব অভিজ্ঞতার বিচারে চক্রাকার উর্দ্ধগতি অনুযায়ী আশা করেছিলেন যে, অর্থনীতি পূর্ণ নিয়োগের স্তরে পৌছাবে; তা হল না। এমনকি ১৯৩৭ সালে পৌছেও বেকারত্ব ১৪ শতাংশ রয়ে গেল। মন্দার মধ্যে তারপর শুরু হল আর একটা নিম্নমুখী গতি। কর্মহীনতা ১৯৩৮ এ ১৯ শতাংশে উঠে গেল এবং মনে হলো ঐ দশকটা যেন বা শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নয়, গোট সমাজটাকেই গভীর সংকটে নিয়ে ফেলবে। রুজভেল্টের 'নিউ ডিল' পলিসিতে যে সমস্ত দীর্ঘ বকেয়া সংস্কারগুলো চালু করা হয়েছিল তা জনসমর্থন হারাচ্ছিল এবং আমেরিকার ইতিহাসে সর্বপ্রথম স্বয়ং পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই পর্বের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে জন কেনেথ গলব্রেথ বলেছেন, "মহামন্দা কখনই শেষ হয়নি, বরং তা যুদ্ধ অর্থনীতিতে বিলীন হয়েছে।" অর্থনৈতিক মন্দা ও পুঁজিবাদ অবিচ্ছেদ্য।

চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার স্বরূপ

জন মেইনার্ড কেইনস্ - এর ১৯৩৬ - এর একটি লেখা থেকে প্রায়শ উদ্ধৃত একটি অংশে তিনি বলেছিলেন, "উৎপাদন সংস্থার প্রবাহমানতার স্রোত বজায় থাকলে ফাটকাবাজদের ভূমিকা হয় বুদ্‌বুদের মতো, তারা ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু সংস্থাটিই যদি ফাটকাবাজির ঘূর্ণিপাকের বুদ্‌বুদে পরিণত হয়, তখনই ঘনিয়ে আসে বিপদ। একটি দেশের পুঁজির বিকাশ যখন জুয়াখেলার উপজাত বিষয় হয়ে পড়ে, তখন উৎপাদনের কাজটাই আর ঠিকভাবে করা যায় না।" তাঁর উপর্যুক্ত সতর্ক বার্তা প্রায় ৮ দশক পরে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নয় বরং সারা পৃথিবীতে সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়ে গেছে।

মানবিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদনের প্রকৃত অর্থনীতির সরল সহায়কের আদি ভূমিকা থেকে একবার ছিন্ন হয়ে লগ্নি পুঁজি অবধারিতভাবে হয়ে উঠেছে ফাটকা পুঁজি যা তার নিজের প্রসারের জন্য পুরোপুরি নিয়োজিত। অতীতে কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে, স্বয়ং পুঁজিবাদের মতোই পুরনো একটি প্রক্রিয়া - ফাটকা পুঁজি - এমন বেড়ে উঠতে পারে, যা কেবল একটি জাতীয় অর্থনীতিকেই নয়, বরং একাই পৃথিবীকে কব্জা করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই ঘটলো।

আন্তর্জাতিক পুঁজির বাজারে সৃষ্ট সংকটজনিত কারণে IMF এর অনুমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাজারে লোকসান হয়েছে প্রায় ১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার। ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশ্লেষণ অনুসারে বাজার চাঙ্গা করতে সম্ভবত ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার দরকার হবে। মার্কিন বিষয়-সম্পত্তির (Real estate) বাজারে মর্টগেজ এ যে পরিমাণ ডলার ঢালা হয়েছে তার পরিমাণ হবে ১৪ ট্রিলিয়ন ডলার যার অন্তত ২০ থেকে ২৫ ভাগ কখনো আদায় করা যাবে না। সংকট শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ নেই। সংকট ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপ, জাপন, কোরিয়া এমনকি ভারতবর্ষেও।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকট এসেছিল বিত্ত সম্পত্তির-বাজারকে কেন্দ্র করে। বাণিজ্যিক বা কমার্শিয়াল ব্যাংকের টাকা খাটাবার একটা বড় জায়গা ছিল এই বিত্ত-বাজার। ব্যাংক ডলার ধার দিত ফ্ল্যাট, জমি, বাড়ি কেনবার জন্য। ধারের টাকায় ক্রেতা কিনবে বিত্ত-সম্পত্তি এবং তারপর কিস্তিতে ক্রেতা সে অর্থ (সুদসহ) শোধ করবে দীর্ঘ সময় ধরে। ব্যাংকের এ ব্যবসা পুরনো ব্যবসা এবং কিস্তিতে শোধ করার এই প্রথা শুধু বিত্ত-বাজারে সীমিত ছিল না। ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বাড়ির ফার্নিচার, গাড়ি, বিদেশ ভ্রমণ সবকিছুই ছিল এই ব্যবসার অন্তর্গত। সাধারণভাবে বলা যায়, এ ব্যবসাটা এমন কিছু জটিল ব্যবসা নয়। ক্রেতার যদি নিয়মিত আয় থাকে এবং কিস্তির অর্থ যদি তার সামর্থ্যের মধ্যে থাকে তবে এই ব্যবসায় কোনো ঝুঁকি নেই। লাভও দু'পক্ষেরই। ব্যাংক তার বিনিয়োগের ওপর সুদ পায়। ক্রেতাও একটা বিত্ত-সম্পত্তি বা ভোগ্যপণ্য ভোগ করতে পারে নিজস্ব সঞ্চয় থেকে এককালীন অনেকটা অর্থ ব্যয় না করেই। অর্থনীতিতেও এর প্রভাব থাকে ইতিবাচক। যাদের এককালীন সঞ্চয় নেই এমনকি তাদেরও জুটিয়ে নিয়ে একটা বড় বাজার গড়ে ওঠে ব্যাংক ঋণের ওপর নির্ভর করে এবং সেই বাজারের ওপর নির্ভর করে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বিত্ত-সম্পত্তির বাজার থেকে যেমন নির্মাণ শিল্প এবং তাকে কেন্দ্র করে ইস্পাত, সিমেন্ট, বালি থেকে যাবতীয় গৃহ সরজ্ঞামের বাজার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেটাই ঘটেছিল। এদেশের বড় এবং মাঝারি শহরে গড়ে উঠছিল জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাটের বাজার। চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল নির্মাণ শিল্প। ক্রেডিট কার্ডের ব্যবসাও উঠছিল ফুলে ফেঁপে।

আপাতত কোন সমস্যা ছিল না, সমস্যা হল বাজার মৌলবাদীদের (নিও-লিবারাল বা নয়া উদার নৈতিক) পরামর্শ মতে চলতে গিয়ে এ বাজরে বিনিয়োগের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ না রাখা। সমস্যা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে একটা উদাহরণ দিয়ে সেটা বর্ণনা করা যেতে পারে। বিত্ত-সম্পত্তি কেনা-বেচার বাজার আছে। বিত্ত-সম্পত্তির বাজার যেহেতু তেজি এবং সহজেই যেহেতু ঋণ পাওয়া যেতে পারে, একটা তৈরি ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় ক্রেতা পাওয়া কঠিন নয়, যার কাছে সেটা বেশি দামে বিক্রি করা যায়। ব্যাংক থেকে টাকা ধার করে কেনা একটা ফ্ল্যাটের দাম ধরা যাক কেনার সময় ছিল ১ লক্ষ ডলার। ৫ হাজার ডলার ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এক বছরে শোধ করা হয়েছে ২০ হাজার ডলার। এখনও ব্যাংক পাবে ৮০ হাজার ডলার। ফ্ল্যাটটার বাজার দাম ইতিমধ্যে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১.১ লক্ষ ডলার। মালিক যদি ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে তাহলে ব্যাংকের ঋণ শোধ করেও তার হাতে থাকবে ৩০ হাজার ডলার। একে বলা হয় 'ক্যাপিটাল গেইনস' বা 'পুঁজি

অর্জন'। এটাকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে ফাটকার ব্যবসা যা থেকে ব্যবস্থাটা গোলমালে পড়তে পারে। যদি আইন থাকত যে বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রি করা যায় না, তাহলে এই বিত্ত-সম্পত্তি বিক্রি করে লাভ করা যেত না, বাজারও

থাকত নিয়ন্ত্রিত। ফ্ল্যাটটি হত বাসস্থান, ফাটকা বিনিয়োগের বিত্ত হিসাবে তা আর্থিক সংকট সৃষ্টি করতো না। গোলমাল কিভাবে দেখা দিল এবার তা থেকে বিশ্ব অর্থনীতিই বা কীভাবে মুখ থুবড়ে পড়লো তার অংশবিশেষ ব্যাখ্যা করা যাক - বিত্ত-সম্পত্তির বাজারে ক্রেতা যখন ব্যাংকের অর্থে বিত্ত-সম্পত্তি কেনে, সম্পত্তির দলিল তখন ব্যাংকের কাছে বন্ধক থাকে। বন্ধকি এই কাগজটাই হলো ব্যাংকের সম্পত্তি। ক্রেতা যদি কিস্তি খেলাপ করে তবে এই বন্ধকি কাগজের দৌলতেই আইনি উপায়ে ব্যাংক তাকে সম্পত্তি থেকে উৎখাত করে। বিত্ত-সম্পত্তির বাজার যত গড়ে উঠল এই বন্ধকের বাজারটাও একটা মসৃণ প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পেল। ক্রেতাকে ব্যাংকে দৌড়ানোর দরকার নেই। ব্যাংকের সঙ্গে কারবার করে বিল্ডিং সোসাইটি বা এই ধরণের প্রতিষ্ঠান যারা এজেন্ট মারফত ক্রেতা পাকড়াও করে। ক্রেতার সামর্থ্য কতটা সেটা যাচাই করে আর একটি প্রতিষ্ঠান। সম্ভাব্য ক্রেতাদের সামর্থ অনুযায়ী স্তর বিন্যাস বা রেটিং করা হয়। যার রেটিং যত ভালো, তার কিস্তি খেলাপের সম্ভাবনা ততো কম। রেটিং করে বিশেষজ্ঞরা এবং এই রেটিং দেখে বিল্ডিং সোসাইটি ক্রেতাকে ঋণ দেবার জন্য সুপারিশ করে। ব্যাংক ঋণ দেয় ক্রেতাকে, সোসাইটি কাগজপত্র সই করায় ঋণের চেক নেয়, ফ্ল্যাটের চাবি দেয় এবং বন্ধকি কাগজ ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়। ক্রেতা এরপর ঋণ শোধ করতে থাকে চুক্তিমত আগাম চেক দিয়ে চেক নাকচ হলে ক্রেতা বিপন্ন হবে, তাকে রিকভারি এজেন্ট দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বের করে দেওয়া হবে। ঠিকমত কিস্তি পেলে সমস্যা নেই। মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে বন্ধকির কাগজ যখন ফেরত আসবে বাড়ি বা ফ্ল্যাটের দলিল মালিকের হস্তগত হবে। ব্যবস্থাটি মসৃণ এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক চেহারাটি আইনসিদ্ধ। বিত্তের মালিক যদি ক্যাপিটাল গেইনস বা পুঁজি প্রাপ্তির আশায় (বা অন্য কোনো কারণে) বিত্তটি ছাড়তে চায় তাতেও অসুবিধা নেই। অতি দ্রুত এই কাজটি করা হবে। তার জন্যও এজেন্ট আছে অথবা বিল্ডিং সোসাইটিই এই কাজটি করে দেবে। অবশ্যই ক্যাপিটাল গেইনস্ এর এক অংশ পাবে এই এজেন্টরা। নতুন ক্রেতা করবে নতুন চুক্তি, নতুন মর্টগেজ ডিড বা বন্ধকি পত্র তৈরি হবে, আগেরটা বাতিল হবে। নতুন বন্ধকি কাগজে বিত্তের দাম থাকবে বেশি কেননা ওটা কেনা হয়েছে বেশি অর্থ দিয়ে।

একটা বিত্ত-সম্পত্তি থেকে এই রকম লাভ করার সম্ভাবনা যদি থাকে তবে তা থেকে নানা ব্যবসা তৈরি হয়। একটা সম্পত্তি ক্রমাগত হাত বদল করানো, একজন ক্রেতাকে দিয়ে একাধিক সম্পত্তি কেনানো এবং সবগুলিতেই নতুন নতুন ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা - এইভাবে এই বাজার ফুলে ফেঁপে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে এই বিত্ত-সম্পত্তির বাজারের আয়তন দাঁড়িয়েছে ১৪ ট্রিলিয়ন ডলার এবং এর অনেকটাই তৈরি হয়েছে এভাবে সম্পত্তির হাত বদল ঘটিয়ে। বাজার যখন এতটা বাড়ে তখন ঠিকমতো ক্রেতা অর্থাৎ যে ক্রেতা নিয়মিত কিস্তির অর্থ দিয়ে যেতে পারবে, সেরকম ক্রেতা জোটানো কঠিন হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এ সমস্যা দেখা দিল। সমস্যা দেখা দেবার মূল কারণ অর্থনীতিতে যে হারে আয় বৃদ্ধি হবার আশা করা হয়েছিল আয় সেভাবে বাড়লো না। আয় বৃদ্ধি না হওয়ায় মজুরি বাড়লো না। বস্তুতঃ মার্কিন শ্রমজীবীর এক-চতুর্থাংশ এখন যা মজুরি পায় তার পরিমাণ সে দেশের দারিদ্র্য রেখার নীচে। এই অবস্থায় এ রকম মর্টগেজের বাজার ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে গিয়ে এমন ক্রেতার কাছে বিত্ত -সম্পত্তি বিক্রি করার চেষ্টা শুরু হলো যার রেটিং ভালো নয় অর্থাৎ যার সামর্থ্য কম। যার সামর্থ্য কম তাকে দিয়ে যদি বিত্ত-সম্পত্তি কেনানো হয়, তবে কিস্তি খেলাপের সম্ভাবনা বাড়ে। কিস্তি খেলাপ হলে ঋণের টাকা আটকে যায় এবং তা থেকে সমস্যা তৈরি হয়। সেটাই ঘটলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ঋণ দেওয়া হচ্ছে কম সামর্থ্যসম্পন্ন ক্রেতাকে যাকে বলা যায় সাব-প্রাইম ক্রেতা। আর বন্ধকি কাগজকে যদি বলি সাব-প্রাইম মর্টগেজ সেটার ওপর কিস্তি আটকে গেলে যে সংকট দেখা দেয় তাকেই বলা হয় 'সাব-প্রাইম ক্রাইসিস'। কিন্তু সম্পত্তির বাজারে এই সংকটটিই দেখা দিল।

সংকটটি কেবল এই নয় যে কিছু সম্পত্তির ওপর কিস্তির ডলার জমা পড়ল না। সেটা যতোই হোক, তা থেকে অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ত না। সংকটের ব্যাপ্তি আরও ব্যাপক। এর ব্যাপকতা কত, সেটা অনুমান করতে হলে এই বন্ধকি কাগজ নিয়ে কত রকম ব্যবসা হয় সেটা বলতে হবে। গোড়ায় বলেছি ঋণের অর্থ আসে বাণিজ্যিক

ব্যাংক থেকে। ব্যাংক যে পরিমাণ ডলার ঋণ দেয় সেটা আটকা পড়ে থাকে দীর্ঘদিন এবং ব্যাংক পায় একটা নির্দিষ্ট সুদের অঙ্ক।

ইতোমধ্যে বাজারে সুদের হার বেড়ে গেলেও তার আয় বাড়ে না কারণ ঋণের ওপর সুদের হার পূর্বনির্ধারিত। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকতে গেলে ব্যাংককে এভাবে ডলার আটকে রাখলে চলবে না, বাজারে নতুন যে আয়ের সুযোগ আসছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। এই অবস্থায় এলো একটা নতুন লগ্নি মাধ্যম যার নাম 'সিকিউরিটাইজেসন'। ঋণপত্র অর্থাৎ বন্ধকি কাগজগুলো যার ওপর সুদ পাওয়া যায়, ব্যাংক সেগুলো বিক্রি করে দেবে বান্ডিল করে কিনবে বিনিয়োগকারী ব্যাংক ও অন্যান্য লগ্নি প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকের লাভ, সে তার আটকে যাওয়া ডলার ফেরত পেল। এবং একটি 'ফি' পেল। বিনিয়োগকারী ব্যাংকের লাভ সে এই ঋণের ওপর চুক্তিমাফিক কিস্তির ডলার পাবে এবং কোনো মর্টগেজ সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেলে ক্যাপিটাল গেইনস বা পুঁজি প্রাপ্তির সুবিধার খানিকটা নিজের পকেটে পুরবে। যেহেতু এই মর্টগেজের ওপর সুদের হার সরকারি সুদের হারের চেয়ে বেশি, বিনিয়োগকারী ব্যাংকের মিউচুয়্যাল ফান্ড (যাতে পেনশন ফান্ডের জমানো ডলার, প্রভিডেন্ট ফান্ডের জমানো ডলার বিনিয়োগ হয়) এখানে বিনিয়োগ করা লাভজনক মনে করল। বলা বাহুল্য, শুধু বিত্তের বাজারে নয়, কিস্তি শোধ নেওয়া ঋণের যাবতীয় বাজারেই এই 'সিকিউরিটাইজেশন' এর ব্যবসা বাড়তে লাগল। ২০০৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত পাওয়া হিসেবে এই সিকিউরিটির বাজারে খাটছে ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার, যার অনেকটাই হলো মিউচুয়্যাল ফান্ডের নামে জোটানো সাধারণ মানুষের অর্থ।

এর সঙ্গে দেখা দিল আর একটা ব্যবসা। বন্ধকি কারবারে ঝুঁকি থাকে, কিস্তির অর্থ জমা না পড়ার ঝুঁকি। যত সাব-প্রাইম ক্রেতাকে ফ্ল্যাট বা বাড়ি গছানো হয়, ততই এই ঝুঁকি বাড়তে থাকে। সিকিউরিটিগুলোকে তাই বিমার আওতায় নিয়ে আসার চিন্তা বাড়তে থাকে। মাত্র এক দশক আগে এরকম একটা লগ্নি মাধ্যম গড়ে ওঠে। এই মাধ্যমটির নাম ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপ' বা সিডিএস। দু'টো ঝুঁকি থাকে এই সিকিউরিটির ব্যবসায় একটা হলো সুদের হারের ওঠানামা, অন্যটা হলো কিস্তি আটকে যাওয়া। দু'টোকে আলাদা করা হলো সিডিএস-এ এবং কিস্তি আটকে যাওয়ার সম্ভাবনার ওপর বিমা করা চালু হলো সিডিএস মারফত। বিমা কোম্পানিরা এ ব্যবসায় নামলো। বুদ্ধি খাটিয়ে প্রিমিয়াম কাঠামো তৈরি করলো তারা, যাতে ভালো মর্টগেজকেও বীমা করতে হয় খারাপ বা ঝুঁকিবহুল মর্টগেজকে বিমার আওতায় আনতে হলে অচিরেই এই সিডিএস-এর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল। অবিশ্বাস্য শোনালেও এটা সত্যি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সিডিএস-এ বাঁধা থাকা সম্পত্তির পরিমাণ ২০০৭ এ ছিল ৬০ ট্রিলিয়ন ডলার। ২০০৮ নাগাদ তা সামান্য কমে দাঁড়ায় ৫৫ ট্রিলিয়ন ডলার। বলা বহুল্য, এর সবটা বিত্ত-সম্পত্তির বাজারে নয়, সিডিএস ছড়িয়ে আছে সমস্ত কিস্তির ব্যবসাতেই।

এখানেই শেষ নয়। লগ্নির ব্যবসা জমে উঠল ঋণপত্রের বা সিকিউরিটির ভবিষ্যৎ দামের ওপরও। ভবিষ্যতের দাম কী হবে তা নিয়ে যে ব্যবসা সেটা পুরনো ব্যবসা। ভবিষ্যৎ ফসল কেনা হবে একটা ঘোষিত দামে - কৃষিপণ্যের বাজারে এ ব্যবসা বহুদিন যাবৎ চালু ব্যবসা। নতুন যা উপাদান যুক্ত হলো তাকে বলে অপসন। অপসনে কেনা বা বেচার বাধ্যবাধকতা নেই। অপসন একটা চুক্তি, যেটা চালু রাখতে নিয়মিত একটা প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে। ধরা যাক, ক্রেতা ছ'মাস পরে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থে একটা ঋণপত্র কিনতে পারে, এই চুক্তির ওপর মাসে মাসে কিছু অর্থ প্রিমিয়াম হিসাবে দিয়ে গেল। ছ'মাস পরে সে যদি দেখে কিনলে লাভ আছে তাহলে সে সেটা কিনে নিল। সে না কিনতেও পারে, তার কোনো দায় নেই কিনবার - তবে না কিনলে প্রিমিয়ামের অঙ্কটা তার লোকসান হবে। এই অপসন ব্যবসাও বেশ জোরদার হয়ে উঠলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

এবার ফিরে আসি কিস্তি খেলাপের কথায়। নড়বড়ে ক্রেতাকে গছিয়ে দেওয়া সম্পত্তির ওপর যখন কিস্তি খেলাপ শুরু হলো, গোড়ার দিকে তা নিয়ে খুব একটু চিন্তায় পড়েনি লগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলি। কিস্তি খেলাপ হলে এজেন্ট দিয়ে

ক্রেতাকে হটিয়ে আর কাউকে সেই সম্পত্তি গছানো হতো। ২০০৬ সাল থেকে বোঝা গেল, অক্ষম ক্রেতাকে হটিয়ে লাভ নেই, কারণ সম্পত্তি কেনার লোক নেই। উল্টো ওই খালি বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ওপর উচ্চ হারে পৌর কর গুনতে হবে। দাম কমিয়ে সমস্যার সুরাহা হবে না কারণ আটকে থাকা ডলার তাতে উদ্ধার করা যাবে না। যে ঋণপত্রগুলো এভাবে অনাদায় থাকছে সেগুলো এবার বোঝা হয়ে উঠল। এগুলোর ওপর যে সিডিএস আছে তড়িঘড়ি সেগুলো উসুল করার জন্য বিমা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ বাড়তে থাকল, কারণ ভবিষ্যৎ দামের ওপর ব্যবসা আর চলছে না। সাব-প্রাইম ক্রাইসিস চেপে বসলো লগ্নি পুঁজির বাজারে।

এই অবস্থায় বিনিয়োগকারী ব্যাংক কী করতে পারে ? তারা এই লোকসান পুষিয়ে নেবার জন্য অন্য ব্যবসায় অর্থ ঢালতে লাগল। ২০০৭ সাল থেকেই ব্যাংকগুলো তাদের মিউচুয়্যাল ফান্ডের অর্থ সম্পত্তির ব্যবসার বদলে জ্বালানি তেলের ভবিষ্যৎ দাম, গম ও ভুট্টার ভবিষ্যৎ দাম, ধাতু পণ্যের ভবিষ্যৎ দাম - এ সবের ফাটকায় লাগাতে শুরু করলো। তেলের দাম বাড়তে লাগল হু হু করে, স্রেফ লগ্নি পুঁজির লোকসানের দাম মেটানোর জন্য খাদ্যশস্যের দামও বাড়লো, বাড়লো শিল্পপণ্যের দাম। মূল্য বৃদ্ধির চাপ বাড়লো দুনিয়া জুড়ে। তাতেও অবস্থা সামাল দেওয় গেল না। কারণ লগ্নি পুঁজির ক্ষতির পরিমাণ বিপুল এবং তেলের বাজার, খাদ্যশস্যের বাজার ও ধাতু পণ্যের বাজারে এই ভবিষ্যৎ দামের ওপর ফাটকা দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে না।

সুতরাং, শেষ পর্যন্ত শেয়ার বাজারে চালু শেয়ার বিক্রি করে অর্থ জোটানো শুরু হলো। বিদেশের বিভিন্ন শেয়ার বাজারে মার্কিন লগ্নিপুঁজি যা খাটানো হতো তা তুলে নেওয়া শুরু হলো যার ধাক্কায় বিশ্বের শেয়ার বাজারে ধ্বস নামলো। তবু সংকট কাটলো না। এ সংকট এভাবে এক বাজার থেকে অন্য বাজারে লগ্নি সরিয়ে খাটানো যাবে তার সম্ভাবনাও ফুরিয়ে এলো। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগকারী ব্যাংকগুলো হাত তুলে আত্মসমর্পন করাই শ্রেয় মনে করলো। বাজার মৌলবাদীদের পথে বসিয়ে অর্থনীতি ফিরে যেতে লাগলো সরকারি নিয়ন্ত্রণের পুরনো কেইন্সীয় মডেলে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক মন্দার মিশ্র প্রতিক্রিয়া

কেন্দ্রের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর চেয়ে প্রান্তের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে লগ্নি পুঁজির তুলনায় উৎপাদনশীল পূঁজির প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি থাকায় বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার তাৎক্ষণিক নেগেটিভ প্রভাব এদেশে অনুভূত হয় নাই।

১ নং টেবিলে প্রতীয়মান হয় যে, সাম্প্রতিক মন্দা পরবর্তীকালে (২০০৭-২০১০) বিশ্বের উন্নত দেশসমুহের প্রবৃদ্ধি উন্নয়নশীল বিশ্বের চেয়ে দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হ্রাস ঘটেছে।

২ নং টেবিলে ১৯৮০-৮১ অর্থ বছর থেকে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর মেয়াদকালে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের মাত্রার উল্লেখযোগ্য প্রসারের চিত্রটি দৃষ্ট হয়েছে।

৩ নং টেবিল ঃ বিশ্ব মন্দার পরের অর্থ বছরে (২০০৮-২০০৯) বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার ৬% এর কাছাকাছি থেকেছে। এই প্রবৃদ্ধির হারকে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকটকালে যথেষ্ঠ সন্তোষজনক বলা যায়।

৪ নং টেবিলে দেখা যায় যে, মন্দাকালীন সময়ে বাংলাদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্টের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে বিস্ময়কর মাত্রায়।

৫ নং টেবিল ঃ ২০০৮ এর অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোশাক যথেষ্ঠ পরিমাণ আমদানি করলেও চিনের ঐ সব পণ্যের উপর থেকে সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক কোটা অবমুক্ত করায়

এ বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী চিন এগিয়ে রয়েছে। চিন তার রপ্তানি পণ্যের উপর ভর্তুকী ও কর ছাড়ের হার বৃদ্ধি করায় এবং কোটামুক্ত হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গার্মেন্টস পণ্যের বাণিজ্যে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যদিও তার রপ্তানি বাণিজ্যে উত্থান-পতনের মাত্রা বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। বিষয়টি নিম্নে লেখচিত্রে প্রদর্শিত হ'ল।

Table 1 : Growth projections for major economics, 2007-2008 (% of GDP)

	Actual 2007	Actual 2008	January 2009 report		March 2009 analysis	
			2009	2010	2009	2010
World output	5.2	3.4	0.5	3	-1.0 to -0.5	1.5 to 2.5
US	2	1.1	-1.6	1.6	-2.6	0.2
Euro area	2.6	1	-2	0.2	-3.2	0.1
Germany	2.5	1.3	-2.5	0.1	-	-
France	2.2	0.8	-1.9	0.7	-	-
Italy	1.5	-0.6	-2.1	-0.1	-	-
UK	3	0.7	-2.8	0.2	-	-
Middle East	6.4	6.1	3.9	4.7	-	-
China	13	9	6.7	8	-	-
India	9.3	7.3	5.1	6.5	-	-

Source : IMF WEO updates (various)

Imports by the US: Bangladesh's major RMG export items vis-a-vis China, 2006-2008 (IS$m)

Table 2 : Bangladesh s degree of openness and extent of globalisation, Y1980/81-FY2007/08 US$m)

	FY1980/81	FY1990/91	FY2000/01	FY2006/07	FY2007/08
1. Export (X)	725	1718	6467	12,154	140,88
2. Import (M)	1954	3472	9335	17157	20,217
3. Remittance (R)	379	764	1882	5978	7915
4. ODA disbursed	1146	1733	1369	1565	1873
5. FDI (net)	NA	24	550	793	650
Total (1-5)	4204.0	7710.5	19,603.4	37,646.3	44,743.8
GDP (current price)	19,811.6	30,974.8	47,306.0	67,714.0	78,996.9
Degree of openness (X+M as % of (GDP)	13.5	16.8	33.4	43.3	43.4
Extent of globalisation	21.2	24.9	41.4	55.6	56.6

Source : CPD IRBD database 2009.

বিশ্ব অর্থনীতির এ সংকটকালে বাংলাদেশের অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল থাকার পিছনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, অদক্ষ জনশক্তির বিশ্বময় চাহিদা ও গার্মেন্টস শিল্পের রপ্তানিজাত পণ্যের ভূমিকা রয়েছে। এ খাত তিনটিতে

Table 3 : GDP growth projections for Bangladesh for FY2008/09 (% of

	GDP growth (%)	
BB Monetary Policy Statement	6.5 (high case 6.6%; low case 6.3%	
IMF	5.6	
World Bank[2]	Scenario 1	Scenario 2
	5.4	4.8
Country Report, EIY [3]	5.5	
ADB4	Scenario 1	Scenario 2
	5.5	6.0

Sources : ADB (2008); BB (2009a); EIU (2009); IMF (2008); World Bank (2008)

শ্রমজীবী দরিদ্র জনগোষ্ঠী সৃজনশীল অবদান রয়েছে সে সাথে উৎপাদনশীল পুঁজির প্রাধান্য থাকায় লগ্নি পুঁজির সংকট সৃষ্টি হয়নি। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক জরীপে বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২০০৮ সালে ছিল ১২তম, ২০০৯ সালে উন্নীত হয়ে ৮ম হয়েছে এবং ২০১১ সালে তা ৭ম

Table 4 : Growth in US imports, Q4 2007 and Q4 2008 (In value terms)

Country of origin	Oct-Dec 2007	Oct-Dec-2008
World total	10.1	-8.8
Africa sub-total	35.4	-18.1
Cambodia	6.7	-8.5
China	6.8	0.1
India	14.7	-3.2
Pakistan	-1.5	7.5
Sri Lanka	-11.4	0.4
Vietnam	33.9	20.1
Bangladesh	-3.4	18.1

Source : Computed from the USITC database.

এ উন্নীত হয়েছে।

তবে ইতোমধ্যেই বৈশ্বিক মন্দা ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের জনশক্তি

Table 5 : Growth in US imports of major RMG export items (>US$40 million) Q4 2007 and Q4 2008 (in value terms)

Country	Oct-Dec 2007	Oct-Dec 2008
Bangladesh	2.6	22.1
Cambodia	7.9	-7.3
China	-11.5	34.4
India	-6.5	-4.1
Pakistan	-1.5	-2.3
Sri lanka	-17.8	1.8
Vietnam	74.7	10.9

Source : Computed from USITC database.

রপ্তানিতে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। সঞ্চয় বিনিয়োগ হ্রাস পাচ্ছে, মূল্যস্ফীতি বেড়েছে, "বৈদেশিক লেনদেনে সার্বিক ভারসাম্যে ঘাটতি হয়েছে ৫২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (জুলাই-মার্চ ২০১১) অথচ গত বছর একই সময়ে সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২,২৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।"

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১১

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ডলারের ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি লগ্নি পুঁজির বাজারে বিশেষ করে শেয়ার বাজারে অস্বাভাবিক দর পতনের জন্য দেশীয় দুর্নীতিবাজদের ভূমিকা যেমন রয়েছে তেমনি এ সংকট বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সাথেও

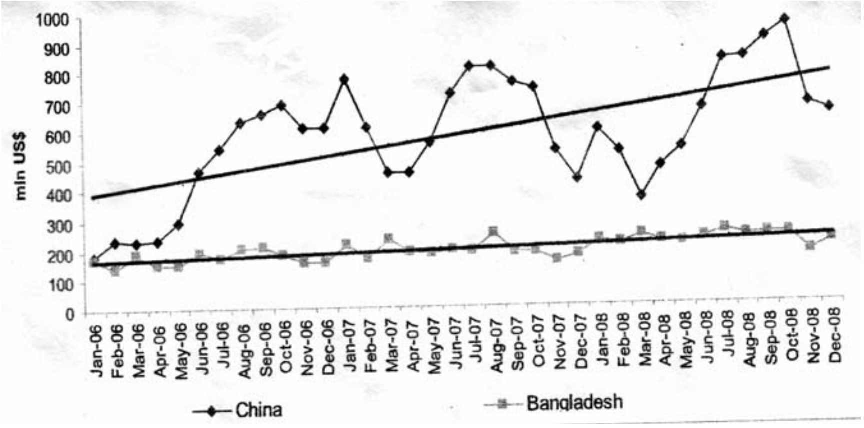

সম্পর্কিত যা প্রবন্ধের অন্যত্র ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। এ সংকট নিরসনে সরকারি উদ্যোগের বিকল্প নাই। তবে বর্তমান সরকারের রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বক্তব্য কোট করে বলবো, "শুটকী মাছের নৌকায় বিড়াল চৌকিদার রাখলে চলবে না।"

অর্থনৈতিক মন্দা উত্তরণের কৌশল এবং পথ

অর্থনৈতক মন্দা থেকে উত্তরণ গোটা মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আবশ্যক। মন্দা যেহেতু পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার একটি আবশ্যকীয় শর্ত তাই এই ব্যবস্থার মধ্যে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংকটের প্রশমন ঘটানো যায় মাত্র। ১৯৩০ দশকে কেইনসীয় এই নীতি (অর্থনীতির উপর

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার) গৃহীত হয়েছিল আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলা সময়ে অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ায় ঐ নীতি পরিত্যাগ করা হয়েছিল। নব্যবাজার অর্থনীতিবিদেরা অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপকে সমর্থন করায় কেইনস্কে সমালোচনা করে Prophet of the boom বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু সামাজিক কল্যাণের নিরিখে তাদের সমালোচনা সঠিক ছিল না। কারণ বাজার অর্থনীতিতে সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জন সম্ভব নয়। সুষম বন্টন এবং সম্পদ বরাদ্দ অবাধ বাজারে অসম্ভব। বাজার অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা এ্যাডাম স্মিথও জাতীয় প্রতিরক্ষা, আইন শৃঙ্খলা, গণপূর্ত এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরকারি নিয়ন্ত্রণের সমর্থন দিয়েছিলেন। আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বৃহৎ শিল্প, ব্যাংক, বীমা কোম্পানীসহ বিভিন্ন লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানকে সংকট থেকে রক্ষার জন্য বেইল আউট কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে। যেসব নব্যবাজার অর্থনীতিবিদরা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জীবন যাপনের ন্যূনতম মান রক্ষার জন্য ভর্তুকী প্রদানের সরকারি কর্মসূচিকে “ফ্রি লাঞ্চ” বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন তারা আজ ধনীক শ্রেণির উপর্যুক্ত ভর্তুকী কর্মসূচির নীরব দর্শক হয়েছেন। ফাটকা কারবার করে ধনী হওয়ার কৌশল আবিস্কারকারীদের (রবার্ট মার্টন ও মায়ারন স্কোলসকে) নোবেল পুরষ্কার পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, অর্থনৈতিক মন্দার তীব্রতা নিরসনে সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির পজিটিভ ভূমিকা রয়েছে। ১৯৯০ এর দশকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পতনে (সমাজতন্ত্রের নয়) নব্য উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদরা, বিশ্বায়নের প্রবক্তারা দম্ভ করে ঘোষণা দিয়েছিলেন, “There is no alternative”. মাত্র তিন দশক পরে অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার বিকল্প অনুসন্ধানের গ্রাহ্যতা পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উৎপাদনের হাতিয়ারের (means of production) সামাজিক মালিকানা ভিত্তিক পরিকল্পিত অর্থনীতি হল সেই বিকল্প যা পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার অমীমাংসিত (সামাজিকভাবে উৎপাদিত সম্পদের অসমতা ভিত্তিক বন্টনের দ্বন্দ্ব) দ্বন্দ্ব নিরসনে সক্ষম। ১৯৩০ সালের মন্দা তৎকালীন পরিকল্পিত অর্থনীতির রাশিয়াকে স্পর্শ করতে পারে নাই। সাম্প্রতিককালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরোধী “ওয়াল স্ট্রিট অকিউপাই (occupy)” মুভমেন্ট মন্দার ভ্রূণমুক্ত পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাষ দেয়।

তথ্যসূত্র

১. V. I. Lenin, “Imperialism, the highest stage of capitalism, Foreign Languages Press, Peking, 1975.

২. মোঃ আজিজুর রহমান, সামাজিক কাম্যতা ঃ অবাধ বাজার অর্থনীতি বনাম সরকার, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী, ২০০৪।

৩. P.A. SAMUELSON, Economics an Introductory Analysis, Seventh Edition, Kogakusha Company Ltd., Tokyo.

৪. হায়দার আকবর খান রনো, বিশ্ব অর্থনীতিতে স্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকা, নতুন দিগন্ত, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৪, ঢাকা।

৫. দীপংকর চ□বর্তী, অর্থ ব্যবস্থার বিশ্ব সংকট না ইতিহাসের প্রত্যাবর্তন, নতুন দিগন্ত জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৯, ঢাকা।

৬. পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট; হায়দার আকবর খান রনো, ঐ এপ্রিল-জুন, ২০১০.

৭. দীপংকর চ□বর্তী সম্পাদিত, সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি ও অর্থনীতি, পল সুইজির নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন, পিপলস্ বুক সোসাইটি, ১২ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

৮. নুরুন নাহার বেগম, মানুষের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

৯. রতন খাসনবীশ, লগ্নি পুঁজির সংকট, অনীক, নভেম্বর সংখ্যা, ২০০৮, শ্যামবিহার, ব্লক-৫, ফ্ল্যাট ১ ডি রঘুনাথপুর, কলকাতা।

১০. মনোরঞ্জন দে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, ১৫/১, সতীশ সরকার রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

১১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১১।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২ ০ ১ ২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি – চট্টগ্রাম চ্যাপটারের

সাধারণ সম্পাদকের দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন

দ্বিতীয় দ্বিবাষিক সম্মেলন ২০১০ ও আঞ্চলিক সেমিনার

স্বাগত বক্তব্য – খোরশেদুল আলম কাদেরী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি – চট্টগ্রাম চ্যাপটার

শুভেচ্ছা বক্তব্য – ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক,বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

উদ্বোধনী বক্তব্য – ড. আবুল বারকাত, সভাপতি ,বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

প্রধান অতিথির বক্তব্য – অধ্যাপক রেহমান সোবহান, চেয়ারম্যান, সিপিডি

সভাপতির বক্তব্য –মু. সিকান্দার খান, সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি– চট্টগ্রাম চ্যাপটার

প্রথম কার্য অধিবেশন – **Managment of Chittagong port**

সভাপতি – অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম, অধ্যাপক চ. বি.

মূখ্য আলোচক – প্রকৌশলী সুলতান মাহমুদ

- ড. ইরশাদ কামাল খান

প্রবন্ধ উপস্থাপন

ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী-The application of just in time (JIT) approach to improve the management efficiency of Chittagong port: some observations

মিসেস হালিমা বেগম – e-Port: A case study of Chittagong Port

জনাব এ. এইচ এম সলিমউল্লাহ - Role of Ctg. Sea Port in economic co-operation In Eastern South Asia

মো নাছির উদ্দিন চৌধুরী – আনঞ্চলিক ট্রানজিট এবং ট্রান্সসিপমেন্ট, প্রেক্ষাপট চট্টগ্রাম ।

মূখ্য আলোচক – ড. ইরশাদ কামাল খান

মূখ্য আলোচক – প্রকৌশলী সুলতান মাহমুদ

সভাপতি– ড.মইনুল ইসলাম

দ্বিতীয় কার্য অধিবেশন - **a. Role of Chittagong in the context regional co-operation in Estern South Asia .**

b. Use of Chittagong in the port by neighboring countries: Transit vs Transshipment

সভাপতি : অধ্যাপক মু . সিকান্দার খান, সভাপতি. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার ।

মূখ্য আলোচক : ১. ড. মুস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

২. ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, ডীন, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, চ.বি.

৩. ড. মোঃ আলী আশরাফ, অর্থনীতি বিভাগ, চ.বি.

*ড. আবুল কালাম আযাদ - Transit corridor controversy: Optimum service charges, gains, risk and alternative.

* অধ্যাপক মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান - ট্রানজিটের রাজনৈতিক অর্থনীতি : বাংলাদেশ প্রাপ্তি

* নিতাই চন্দ্র নাগ Issues on a Regional Economic Co-operation between Bangladesh and Her Landlocked Neighborhood weigh highlight son the Role of Chittagong

* জনাব এ . এ.আতাউল করিম চৌধুরী - Rational and the economic parameters that justify Chittagong as a regional Hub The prospect and possibilities as regional Connectivity, Transit and Transshipment a Extract of Opinion & Thought .

* অধ্যাপক মায়মুন আলী - ট্রানজিট বনাম, ট্রান্সসিপমেন্ট : কোনটি বাংলাদেশের জন্য শ্রেয় ।

সাধারন সভা

সভাপতি – অধ্যাপক মু .সিকান্দার খান - সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন - মনছুর এম .ওয়াই. চৌধুরী - বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

বিবিধ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

নির্বাচন, দ্বিবার্ষিক সম্মেলনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিগত ০১/০৬/২০০৭ হইতে ৩১/১২/২০১০ পর্যন্ত, অনুদান, রেজিষ্ট্রেশন ইত্যাদি বাবদ চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার ২,৪৮,২৪৭.০০(দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুইশত সাতচল্লিশ)টাকা ব্যয় করে ।

২,৩৮,৮০২.০০ (দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার আটশত দুই)টাকা আয় করে এবং উদ্বৃত্ত ব্যয় নির্বাহে পূর্বের কার্যকরী কমিটির কোষাধক্ষ্য ও সাধারণ সম্পাদক সহ কমিটির সদস্যগণ অনুদান হিসাবে সহযোগিতা করেন ।

৩১/০৩/২০১০

ড. মইনুল ইসলামের রচিত গ্রন্থ **A Profileof Bank Loan Default in the Private Sector in Bangladesh”** এর প্রকাশনা উৎসব

সভাপতি - অধ্যাপক মু. সিকান্দার খান

আলোচক - নওশাদ আলী চৌধুরী

-ড. ইরশাদ কামাল খান

০৬/০৩/১০

সমিতির কার্য - নির্বাহক কমিটির সদস্য মোসাম্মত দিলরুবা খানমের বিদায় সম্বর্ধনা স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় ।

২৪/০৬/১০

CPD ও চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার যৌথ উদ্যোগে বাজেট পর্যালোচনা ২০১০–২০১১ ।

সভাপতি অধ্যাপক মু. সিকান্দার খান

প্রধান অতিথি	দিলীপ বড়ুয়া, শিল্পমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
প্রবন্ধকার	ড. ফাহমিদা খাতুন
আলোচক	মঈনউদ্দিন খান বাদল, সাংসদ, চট্টগ্রাম-৮
	ড. মঈনুল ইসলাম
	সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ
	ড. মুস্তাফিজুর রহমান

০৫/০২/২০১১

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের বিগত ০৫/০২/২০১১ সালে ২য় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে সমিতির প্রবীন সদস্য জনাব জাহাঙ্গীর আলম চৌধরী ও নির্বাচন কমিশনার হিসাবে মো: বাদশা আলম ও এডভোকেট ইলিয়াছ মিয়া দায়িত্ব পালন করেন।

উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অধ্যাপক জ্যোতি প্রকাশ দত্তকে সভাপতি ও মনছুর এম ওয়াই চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মনোনিত করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের নতুন কার্য়করী কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সদস্যদের নাম ও পদবী

সভাপতি	ড: জ্যোতি প্রকাশ দত্ত
সহ –সভাপতি	এ.কে.এম ইসমাইল
সহ –সভাপতি	খোরশেদুল আলম কাদেরী
সহ –সভাপতি	এ.এ. আতাউলকরিম চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক	মনছুর এম ওয়াই চৌধুরী
কোষাধক্ষ্য	এ.টি. এম. কামরুদ্দিন চৌধুরী
যুগ্ম-সম্পাদক	শাহ কামাল মোস্তফা
সহ –সম্পাদক	সুজিত কুমার বিশ্বাস
সদস্য	মু. সিকান্দার খান
সদস্য	ড. মো: আলী আশরাফ
সদস্য	মোহাম্মদ জহিরুল হক স্বপন
সদস্য	মো:খোরশেদ আলম
সদস্য	তম্ময়ী হাসান অয়ন

নতুন কার্যকারী কমিটি গঠনের পর সমিতির নিয়মিত মাসিক সভা ও বিশেষ সভা ব্যাতিত সমিতি চ্যাপ্টার বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠান আয়েজন করে।

চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের নির্বাচন উপলক্ষে জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান নির্বাচন কমিশার ও জনাব এডভোকেট মোহাম্মদ ইলিয়াছ ও জনাব মোহাম্মদ বাদশাহ আলম তাদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিকতায় আমাদের যে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

২৫/০৬/১১

২। CPD ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারে যৌথ উদ্যোগে বাজেট পর্যালোচনা ২০১১– ২০১২

সভাপতি - ড: জোতি প্রকাশ দত্ত

প্রধান অতিথি- সাংসদ মইন উদ্দিন খান বাদল এমপি চট্টগ্রাম –৮

প্রবন্ধকার- ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

আলোচক- ড. মইনুল ইসলাম
ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী
ড.মোস্তাফিজুর রহমান

২৮.০১.২০১২

আঞ্চলিক সেমিনার ২০১১

১ ম কার্য অধিবেশন - বিষয় :***Bangladesh Bank and Management of Financial Sector***

প্রবন্ধ উপস্থাপন-

*** Bangladesh Bank and Management of Financial Sector**
Mohammad Naushad Ali Chowdhury -Executive Director, Bangladesh Bank, Chittagong.
***Could Monetary Policy of Bangladesh be Rule-based, Rather Than Discretionary?**
Mohammed Saiful Islam- Associate Professor, Department of Economics, University of Chittagong.
***বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম - এদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে হতে পারে অনুকরণীয় মডেল।**
মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন - প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ,ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ, ফেনী।
***বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা ঃ একটি সমীক্ষা**
সানজিদা আক্তার - বি.এস.এস. (সম্মান), এম.এস.এস অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়.

নির্ধারিত আলোচক : ড. আবুল কালাম আযাদ
: ড. মোঃ আলী আশরাফ
সভাপতি : অধ্যাপক মু. সিকান্দার খান

২য় কার্য অধিবেশন -বিষয় : ***Current Global Recession & Foreign Trade of Bangladesh.***

প্রবন্ধ উপস্থাপন-

***Global Financial Crisis in the Late 2000s and Exports, Imports and Economic Growth in Bangladesh: A Granger Causality Analysis.**
Md Abdul Wadud - Ph.D.(Newcastle, U.K.), Professor, Department of Economics, Rajshahi University.
***Global Recession and the Road Transport of Bangladesh**
Fatema Johara- Premier University & Dr. Md. Fashiul Alam, University of Chittagong.
***Impact of Global Financial Crisis on the Economy of Bangladesh**
Md. Selim Reza- Lecturer, Department of Economics, Rajshahi University.
***THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND RECOVERY: 2007-2009**
Rumman Karim Chowdhury- Institute: Queen Mary, University of London School

Of Economics and Finance,

নির্ধারিত আলোচক : ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত
: ড. আ ন ম মঈনুল ইসলাম
: মোঃ সেলিম উদ্দিন
সভাপতি : ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী

বর্তমান কার্য নির্বাহক কমিটি গঠনতন্ত্র মোতাবেক আমাদের পেশাগত সমৃদ্ধি ও স্বার্থ সংরক্ষণসহ এ দেশের গণমানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আন্তরিক সহযোগিতা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। বাংলাদেরশর প্রথম ও এ পর্যন্ত একমাত্র আঞ্চলিক চ্যাপ্টার হিসাবে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিকভাবে বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে আসছে। জনগনের প্রত্যাশা মিটাতে যতাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। নবতর সংগঠনের কাছে দেশের ও বৃহত্তর চট্টগামের সচেতন সমাজের অনেক প্রত্যাশা আছে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি যাতে সবাইকে তাঁদের চাহিদার কিছু হলেও মিটানো যায়।
পরিশেষে, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের বিগত কার্যক্রমে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহ কমিটির সম্মানিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দ সহ সকল পর্যায়ের সদস্য /সদস্যা বিভিন্ন ভাবে সাহায্য- সহযোগিতা করেছেন তাঁর জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আশা করি ভবিষ্যতেও আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

মনছুর এম.ওয়াই.চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Socioeconomic Evaluation of Producing Bilatidhonia at Farm Level in Selected areas of Kishoreganj District

M. Mohiuddin[1]
Md. Kamrul Hasan[2]
M. Serajul Islam[3]

Abstract

Bilatidhonia is newly introduced in Bangladesh and it is largely cultivated in kishoreganj district. The study was conducted at Tamni pitua and Guzadia villages under Karimganj upazila in Kishoreganj district during March - April, 2010 to assess the economic benefit of producing this spice at farm level. Data were collected for one crop season and analyzed to determine the return and assess the resource use efficiency of this spice production. Considering the yield net return from the production of this spice, and benefit cost ratio, the study concludes that farm income could be increased with the adoption of this crop in the existing cropping pattern in certain areas of Bangladesh.

Introduction

Bilatidhonia or false coriander (Eryngium foetidium L.) belongs to the family Apiaceae, is a minor cash crop and popular horticultural crop in Bangladesh (Moniruzzaman, 2002) and falls under spices and condiments. Spices and

1. The first two authors are Ph.D students and the third author is Professor, Department of Agricultural Economics, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh. The paper was derived partially from the Annual Research Report (2009-2010) of On-Farm Research Division, BARI, Gazipur-1701 and presented at a regional seminar on ***"Minor Crope, Livestock and Fish Farming in Bangladesh: Prospects and Challenges"*** organised by Bangladesh Economic Association and the Faculty of Agriculture Economics and Rural Sociology of Bangladesh Agricultural University on February 25, 2012 at BAU Campas, Mymensingh.

condiments are important crops all over the world. These are the vital part of our daily diets. Spices are used to make our food delicious and the people of Bangladesh cannot think of a meal without the use of spices. On the basis of area, yield, demand and availability, spices are divided into three categories viz. major, minor and exotic. Major spices are regularly used in daily diet in large amount, minor spices are used in small scale, and exotic spices are used in special items of food. Due to increasing population, demand for spices has increased significantly. To meet this demand the country has to spend a huge amount of foreign exchange (about 6000-8000 million Taka) every year for importing spices from abroad (Hasan, 2010). Most of the spices are high value crops. Net returns of spices are almost 2 to 3 times higher than any other crops. *Bilatidhonia* or false coriander is one of the most commonly used spices in Bangladesh. Besides it is also a medicinal plant and its leaves and roots contain volatile oils and acids (Leclercq *et* al., 1992, Wong, *et al.*1994). Its leaves and tender stems are used as spice condiments and culinary herb. Recently remarkable quantities are being exported to the UK and Middle East markets for its popularity as culinary herb (Mozumdar et al 2009).

Now a days in Bangladesh 17 kinds of spices are cultivated but 27 types of spices are used. Bangladesh possesses a favorable agro-ecological condition for the production of spice crops. The cultivation of *bilatidhonia* started for a longer period of time in the south east hilly region of Bangladesh. But in the recent years, its commercial cultivation started in the plain land such as in Karimganj upazilla of Kishoreganj district. Its popularity is increasing day by day to the consumers and exporters, which encouraged the farmers to increase its production both for home consumption and export. Accordingly, farmers of Kishoreganj district produced *Bilatidhonia* commercially. But no study regarding prospects and potentiality of *bilatidhonia* production has yet been conducted. So the present study was undertaken to determine the present status and profitability of the *bilatidhonia* grown in Kishoreganj district.

Methodology

The study was based on primary data collected through farm household survey with the help of predesigned interview schedules from March to April 2010. Survey was conducted in the Tamni pitua and Guzadia villages under Karimganj upazila in Kishoreganj district where a large number of farmers produced *Bilatidhonia* in their fields. A complete list of bilatidhonia growers were prepared and a total of 120 farmers were selected using simple random sampling technique taking 60 from each village. Tabular method was used to determine the yield and

economic return wheras Cobb-Douglas production function model was used to measure the economic efficiency of producing bilatidhonia.

However, to determine the contribution of some important inputs to the production process of bilatidhonia, the Cobb Douglas production model was used because of the best fit of the sample data. The functional form of the Cobb-Douglas multiple regression equation was as follows:

$$Y = aX_1b_1X_2b_2X_3..................X_9b_9+U_i$$

$$\text{or } \text{Log } y = \text{Log } a + b_1\text{Log } X_1 + b_2 \text{ Log } X_2+.................+ b_9 \text{ Log } X_9 + U$$

Where

Y = Per hectare gross return (tk/ha), X_1 = Cost of human labor (tk/ha), X_2 = Cost of plough (tk/ha), X_3 = Cost of seed (tk/ha), X_4 = Cost of manure (tk/ha), X_5 = Cost of urea (tk/ha), X_6 = Cost of TSP (tk/ha), X_7 = Cost of MoP (tk/ha), X_8 = Cost of irrigation (tk/ha), X_9 = Cost of pesticide (tk/ha), a = intercept value, U_i = Error/disturbance term, $b_1b_1b_{1.........}b_1$= Coefficient of the relevant variables.

Results and Discussion

Production Practices and Input Use

Several cropping patterns were identified that were practiced by the farmers in the study area. Most of the farmers practiced T.Aman – *Bilatidhonia* – Jute cropping pattern followed by T. Aman - *Bilatidhonia* – Aus, T. Aman - *Bilatidhonia* - Jute leaf/ Vegetables, T. Aman - *Bilatidhonia* – Vegetables and T. Aman - *Bilatidhonia* – Fallow, respectively (Table 1). Table-2 shows that on an average, 0.67 ha of land was suitable for *bilatidhonia* cultivation in the selected locations but only 0.17 ha was cultivated for *bilatidhonia*. Thus, about 26% area is occupied by *bilatidhonia*, which indicates that the adoption rate is very poor due to lack of scientific knowledge about its production technology and lack of linkage with extension workers as well as unavailability of HYV seed. All of the sample farmers reported that they sowed seeds in their field in between first and third week of November after harvesting T. Aman rice with land preparation by power tiller. They started harvesting *bilatidhonia* from 2nd week of March to the last week of May and ended up by the 1st week of June. They cultivate traditional/local variety. Human labor was mainly employed in land preparation, seed sowing, fertilizing, pesticide application, weeding and crop harvesting. Table 3 shows that 245 man-days of human labor were required for *bilatidhonia* cultivation. The farmers of Tamni pitua village used more family labor compared to farmers of Guzadia for doing the same activities. For this reason, cash expenses on labor were proportionally

lower for farmers of Tamni pitua village than that of Guzadia village farmers. On an average 24.7 kg of seeds were used for *bilatidhonia* cultivation in the study area. Organic and inorganic fertilizer were used. The farmers of Tamni pitua used lower amounts of all types of fertilizer than Guzadia farmers except using TSP.

Yield and Economic Return

Total operating costs were classified into two major groups such as labour and power tiller cost and material costs. In Addition, two indirect costs namely interest on operating capital and land use cost were considered to compute total cost of producing *bilatidhonia*. Cash cost included all cash expenses while full cost covered both variable and fixed costs. Power tiller was used mainly for land preparation. Thirty-seven percent of operating cost was spent on human labor followed by costs incurred for purchasing seed, fertilizer, pesticide and using spices land mainly. On an average per hectare net return was Tk. 195582 and that of gross margin was Tk. 202969 on full cost basis (Table 5). However, the estimated BCR was 2.94 which indicated that spices farmers would be benefited with the adoption of *bilatidhonia* in the existing cropping pattern and also in the present farming system. Returns to labor was found Tk. 949/man-day on the basis of full cost. By using Cobb-Douglas production function, the important factors were identified which influenced the production and economic return of *bilatidhonia* (Table 6). The coefficient of R^2 indicated that the explanatory variables included in the model explained 71% of the variation in *bilatidhonia* production. The F value of the equation is significant at 1% level of confidence implying that the variation in *bilatidhonia* production depends mainly upon the explanatory variables included in the model. The results showed that the coefficients of the cost of plough, manure, urea, TSP and MoP had considerable effect on gross return. Whereas the coefficient of the expenditure on human labor, seed, irrigation and pesticide use were neither significant nor negative. These insignificant production coefficients implied that either the data failed to pick-up the actual impact of the inputs or these were used most inefficiently. However the production coefficient for TSP was found to be negative but highly significant at 1% level indicating that excessive and untimely use of TSP in the study area for *bilatidhonia* cultivation. Farmers were asked to identify the problems and constraints they encountered in cultivation of bilatidhonia and their responses are presented in Table 7. The main problems and constraints was lack of scientific know how as reported by 98% farmers. High price of pesticide, lack of modern variety seed, disease infestation and lack of proper seed storage system were the major constraints identified by the farmers. Farmers also proposed their

suggestions to overcome these problems. Farmers training on modern production technology should be provided, shade on the field, supply good quality and low prices seed, ensure quality pesticide timely and extension contact on regular basis should be ensured

Conclusion

Bilatidhonia is profitable at farmers level. It is cost effective and farmers can grow it round the year in their homestead area. Farmers household usually use *bilatidhonia* for increasing the taste of all curries. If *bilatidhonia* cultivation is popularized in our country, large amount of foreign currency can be saved by not importing dhonia as spices. Government and different agencies should take necessary measures to bring more land under *bilatidhania* cultivation in the country.

Table 1: Bilatidhonia based cropping pattern in the study area

Sl. No.	Cropping pattern
1	T. Aman - Bilatidhonia - Jute
2	T. Aman - Bilatidhonia - Aus
3	T. Aman - Bilatidhonia - Vegetables
4	T. Aman - Bilatidhonia - Jute leaf - Vegetables
5	T. Aman - Bilatidhonia - Fallow

Table 2: Acreage under bilatidhonia in the studied farmers

Item	Location		All
	Tamni pitua	Guzadia	
Bilatidhonia suitable area	0.62	0.71	0.67
Bilatidhonia cultivated area	0.13	0.21	0.17
% area under bilati dhonia cultivation	21	30	26

Table 3: Level of input use per hectare for bilatidhonia cultivation in the study area

Input	Location		All
	Tamni pitua	Guzadia	
Human labour (Man -days/ha)	239	251	245
Family labour	91	83	87
Hired labour	148	168	158
Cost of plough (Tk/ha)	3568	3488	3528
Seeds	25.05	24.35	24.7
Manure	1768	2232	2000
Home supplied	602	398	500
Purchased	1166	1834	1500
Urea	175	185	180
TSP	152	128	140
MoP	112	118	115
Cost of pesticide (Tk/ha)	7481	7803	7642
Irrigation cost (Tk/ha)	3981	3171	3576

Table 4: Cost of bilatidhonia cultivation per hectare in the study area

Cost item	Location		All
	Tamni pitua	Guzadia	
Human labor (Tk/ha)	35850	37650	36750 (37)
Own	13650	12450	13050 (13)
Hired	22200	25200	23700 (24)
Ploughing cost (Tk/ha)	3568	3488	3528 (3)
Seed cost (Tk/ha)	30060	29220	29640 (29)
Manure (Tk/ha)	3536	4464	4000 (4)
Home supplied	1204	796	1000 (1)
Purchased	2332	3668	3000 (3)
Urea (Tk/ha)	2275	2405	2340 (2)
TSP (Tk/ha)	3344	2816	3080 (3)
MoP (Tk/ha)	2800	2950	2875 (3)
Irrigation (Tk/ha)	3981	3171	3576 (3)
Pesticides (Tk/ha)	7481	7803	7642 (8)
Land used cost (Tk/ha)	5778	5822	5800 (6)
Int. op. capital	1561	1614	1588 (2)
Total cost (Tk/ha)	100234	101403	100819 (100)
Total variable cost (Tk/ha)	92895	93967	93431 (93)
Total Cash cost (Tk/ha)	78041	80721	79381 (79)

Table 5: Profitability of bilatidhonia cultivation per hectare in the study

Item	Location		All
	Tamni pitua	Guzadia	
Yield (Kg/ha)	14948	14695	14820
Price (Tk/kg)	19.76	20.24	20
Gross return (Tk/ha)	295371	297429	296400
Gross margin	202476	203462	202969
Net return	195137	196026	195582
Returns to labor	966	931	949
Benefit cost ratio	2.95	2.93	2.94

Table 6 : Estimated coefficient and related statistics of bilatidhonia under Cobb-Douglas model

Parameters	Coefficient	Standard error	t-value
Intercept	6.392	4.215	8.97
Cost of human labor (X_1)	0.217	0.081	2.92
Cost of land preparation (X_2)	0.031*	0.015	3.11
Cost of seed (X_3)	0.003	0.061	0.078
Cost of manure (X_4)	0.042***	0.012	4.03
Cost of urea (X_5)	0.110***	0.041	2.75
Cost of TSP (X_6)	-0.172***	0.116	-2.17
Cost of MoP (X_7)	0.026**	0.006	3.09
Cost of irrigation (X_8)	0.037	0.012	3.81
Cost of pesticide (X_9)	0.069	0.034	2.15
R2	0.713		
F- Value	7.23		

*=Significant at 10% level, **= Significant at 5% level and ***= Significant at 1% level

Table 7 : Constraints faced by the farmers in bilatidhonia cultivation

Constraints	% of respondents
Lack of scientific know -how	98
Lack of extension contact	91
Lack of proper seed storage facilities	90
Lack of HYV seed	86
Higher rate of disease infestation	83
Lack of irrigation facility	71
Adulteration of pesticide and its higher price	68
Scarcity of labour	68

References

1. Anonymous.2008. http//www.uni-graz.at/~katzer/engl/cori/sat.html Viewed 15.08/2008

2. Hasan, Sarjana (2010). *Economic study of onion production in selected areas of Bangladesh.* M.S. Thesis, Department of Agricultural Economics, BAU, Mymensingh

3. Moniruzzaman, M. 2002. *Effect of light intensity and nitrogen on the yield and quality of Bangladhonia (Eryngium foetidum L.).* M.S. Thesis. Bangabandhu Sheikh Mijibur Rahman Agricultural University, Salna, Gazipur. 1706.

4. Mozumdar, S. N., M. Moniruzzaman and M. Atik. 2009. "Effect of NPK on yield and yield attribute of Bilatidhonia in Hill Areas of Bangladesh". *J. Agri. Res*. Vol. 33 (2).

5. Leclercq, P. A., N.X. Dung., and N.V. Tonah. 1992. "Composition of essential oil of *Eryngium foetidum* L." Department of Chemical Engineering, Windhaven Univ. of Technol. Netherland. J. Essential Oil Res. 4 (4): 423-424.

6. Wong, K. C., M. C. Feng., T. W. Sam, and G. L. Tan. 1994. "Composition of the leaf and root oils of *Eryngium foetidum* L." J. Essential Oil Res. 6 (4): 369-374.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

Employment Generation, Poverty Reduction and Sixth Five Year Plan (FY2011-FY2015): Role of Rajshahi Krishi Unnayan Bank

Md. Abdul Khaleque Khan[1]

Introduction

Over the past 40 years since independence, Bangladesh has increased its real per capita income by more than 130 percent, cut poverty rate by sixty percent, and is well set to achieve most of the millennium development goals. Some of the underlying specific achievements include reducing total fertility rate from 7.0 to 2.7; increasing life expectancy from 46.2 years to 66.6; increasing the rate of economic growth from an average rate of 4% in the 1970s to 6% in the 2000s; increasing the savings and investment rates from below 10 percent each in the 1970s to 24 percent (investment rate) and 30 percent (savings rate) in FY10; achieving gender parity in primary and secondary education; and more than tripling of the production of rice (from 10 million tones in FY73 to 32 million tones in FY10) thereby achieving near self-sufficiency in normal production years. The economy today is lot more flexible and resilient, as indicated by the ability to withstand the global financial crisis with minimum adverse effects, Bangladesh also is now much more capable of handling natural disasters with minimum loss of life. Bangladesh achieved this remarkable progress with development despite numerous internal and external constraints.

1. General Manager, Rajshahi Krishi Unnayan Bank, Rajshahi.

The paper was presented at a regional seminar on ***"Sixth Five Year Plan (FY2011-FY2015)"*** organised by Bangladesh Economic Association on March 10, 2012 at Rajshahi University, Rajshahi.

In recognition of the long-term development challenges, the Government under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina adopted the Vision 2021. The Vision 2021 and the associated Perspective Plan 2010-2021 have set solid development targets for Bangladesh by the end of 2021. Those targets if achieved will transform the socio-economic environment of Bangladesh from a low income economy to the first stages of a middle income economy. Along with higher per capita income, Vision 2021 lays down a development scenario where citizens will have a higher standard of living, will be better educated, will face better social justice, will have a more equitable socio-economic environment, and the sustainability of development will be ensured through better protection from climate change and natural disasters. The associated political environment will be based on democratic principles with emphasis on human rights, freedom of expression, rule of law, equality of citizens irrespective of race, religion and creed, and equality of opportunities. The Bangladesh economy will be managed within the framework of a market economy with appropriate government interventions to correct market distortions, to ensure equality of opportunities, and to ensure equity and social justice for all.

Notwithstanding past progress with poverty reduction, the Government recognizes that Bangladesh is still a low income developing country. An estimated 47 million people live below the poverty line. Most of the labor force is engaged in informal low productivity and low income jobs. The access to secondary and tertiary education is limited and the quality of education at all levels is deficient. The poor group in Bangladesh is severely disadvantaged in terms of ownership of assets and has inadequate access to institutional finance as well as to basic services, including quality education, healthcare, water and sanitation. This group of people is also disproportionately affected by natural disasters and the adverse effects of climate change. Publicly supported mitigating measures in the form of social protection programs are inadequate.

In recognition of these substantial development challenges, recently the Government has embarked on a Perspective Plan covering 2010 to 2021 aimed at implementing Vision 2021. The key message of Vision 2021 and the associated Perspective Plan is summarized as follows. “The development perspective envisages to achieving, in the coming days, a prosperous progressive nation in which food and energy security shall prevail with drastic reduction of poverty and a low level of unemployment. The perspective also includes great strides in human development, including health and nutrition, effective population control, progress in all levels of education, primary, secondary and tertiary in addition to commendable improvement in science and technology, along with great

achievement in ICT. Infrastructure development will improve integrated multi-modal transport, encompassing railways, roads and inland water transport having connectivity with our neighbors. In other words, the development perspective implies the simultaneous fulfillment of economic and social rights of the people alongside civil and political rights. For this to happen, strong links between economic growth on the one hand, and expansion of employment opportunities, reduction of poverty, expansion of democracy and empowerment, consolidation of cultural identity and protection of environment with its freshness for the next generation on the other will be established" [page 1, Outline Perspective Plan of Bangladesh 2010 to 2021 (making vision 2021 a reality)].

A number of core targets have been identified to monitor the progress of the Sixth Plan. These targets have been set according to the vision and objectives of the perspective plan as well as the goals of the Millennium Development Goals. The achievement of these targets by the end of the Sixth Plan should likely put Bangladesh on course to realize most of the objectives of the Vision 2021 and MDG goals. These monitorable targets fall in seven broad categories; (i) Income and Poverty; (ii) Human Resource Development; (iii) Water and Sanitation; (iv) Energy and Infrastructure; (v) Gender Equality and empowerment; (vi) Environment Sustainability; and (vii) Information and communications Technology (ICT).

Income and Poverty

- Attaining average real GDP growth rate of 7.3% per year over the Plan period.
- Reduction in the head-count poverty ratio by about 10 percentage points.
- Creating good jobs for the large pool of under-employed and new labor force entrants by increasing the share of employment in the industrial sector from 17 percent to 25 percent.
- Increasing the contribution of factor productivity in economic growth to 10 percent.
- Overseas employment of skilled labor to be increased from 35% to 50%.

Acceleration of economic growth and employment

At the operational level the fundamental task of the Sixth Five Year Plan is to develop strategies, policies and institutions that allow Bangladesh to accelerate growth and reduce poverty. An essential pre-requisite for rapid reduction of poverty is to attain high economic growth such that it provides the foundations for

sustainable productive employment and incomes for the growing Bangladesh labor force. As is evident from international experience, productive employment is the most potent means of reducing poverty on a sustained basis. But this is not easily achieved. This requires strategies and actions on the demand side of the labor market (driven primarily by economic growth) as well as strategies and policies on the supply side (labor force growth and quality). The employment challenge in Bangladesh is not just to create any job but to create high income jobs in the formal sectors. Presently some 78 percent of the labor force is engaged in low income, low productivity jobs in the informal sectors. The employment target for the Sixth Plan will be to create adequate number of high productivity, high income jobs not only for new entrants but also to allow a substantial transfer of labor from the informal sector to the formal sector.

Rapid economic growth, its composition, and absorption of labor in high productivity, high income jobs are inter-linked. Low income elasticity of basic food items, land constraint and difficulties of penetrating the world agricultural export markets limit the ability of agriculture to grow at the same pace as manufacturing or services. Presently, the average labor productivity and income in agriculture are also low. Similarly a large part of the labor force is occupied in informal services with low productivity and income. Accordingly, the economic growth process in the Sixth Plan needs to be appropriately balanced, thereby creating more employment opportunities in manufacturing and organized services sectors and allowing a transfer of a large number of workers engaged in low productive employment in agriculture and informal services sector of the economy to these higher income jobs.

Ensuring Food Security

The recent global food price inflation illustrates the critical importance of ensuring food security for a large poor country like Bangladesh. Past progress in rice production suggests that Bangladesh has the capacity to achieve food security efficiently through domestic production. Indeed, with proper incentives there is scope for food exports. The emphasis on productivity improvements will be particularly helpful in reconciling food security objectives with farmer incentives. In the case of food production, climate change adaptation strategy in the agriculture sector will be prioritized to tackle the global food insecurity susceptibility due to climate change. The achievements of goals under the three dimensions of food security – availability, access and utilization, will be facilitated by the implementation of the National Food Policy and its Plan of Action and the Country Investment Plan (CIP) 2010-2015.

Participation, Social inclusion and Empowerment

There are heterogeneous groups of people in the society with different identities and vulnerabilities. These groups face different realities, obstacles, and opportunities and have different needs and priorities. There is a need to take such differences into consideration to remove obstacles, address needs, and expand opportunities for the people. The excluded, disempowered, and vulnerable members of society in many cases are women, children, ethnic people, people with disabilities and other disadvantaged groups. In accordance with the principles of Vision 2021, the SFYP would focus on establishing the overall rights of women, achieve gender equality and empower women, and include women in the mainstream of development activities. 95 lakh accounts have been opened in state owned banks for marginal farmers with deposit of Tk 10 (ten) only.

Development of Agriculture and Rural Economic Activities

Even though the share of agriculture in GDP is shrinking over time, it is still the focus point of the rural economy. Special emphasis will be given to the development of agro-processing, non-farm economic activities in the lagging regions. Following steps can be taken:

- Careful attention would be given to removing the specific constraints and vulnerabilities to farm production and agricultural incomes in the lagging regions in terms of weak rural infrastructure (power, rural roads and irrigation) and adverse effects of natural disasters (floods and droughts). This would be done in the context of allocation of Sixth Plan resources as well as through special programs for the lagging regions. Improved farm productivity and income in the lagging regions will go a long way to reduce regional imbalances and lower rural poverty.

Role of Agricultural Credit Program

As food security, improvement of the living standard, generation of employment opportunities and poverty reduction of the huge population of the country are directly linked to the agriculture sector, it is imperative for greater institutional and policy supports for the sector. There have been continued efforts by the Government for the overall development of this sector to fulfill the food and nutritional demand of the growing population of the country and to ensure and sustain dependable food security. Special emphasis has been laid on building up a modern agriculture system based on appropriate technology.

Keeping in view the importance of credit for ensuring sustainable growth in the agriculture sector, annual program based indicative disbursement targets of credit by the lending banks are designed. Yearly targets of disbursement are set by the banks themselves taking into consideration the expected demand for credit for the year, previous years' disbursements and the availability of fund.

In the above scenario Bangladesh Bank has declared its pragmatic rural credit policy of 2011-2012: Tk.138.00 billions. The main features of the guidelines are as follows :

1. Three prime sectors of agriculture (crop, fisheries and livestock) will have to be given priority other sectors;
2. Agriculture credit will have to be disbursed based on area approach basis;
3. Providing credit facility in time to the sharecroppers, and small and marginal farmers is one of the most important objectives of agriculture credit guideline. Therefore, banks will have to emphasize on disbursing loan to the farmers of backward and neglected places like alluvial land, marsh and costal areas. Bangladesh Bank will consider refinance facilities to the banks for encouraging credits to those areas;
4. Agriculture credit will have to be provided to the actual small farmers and sharecroppers through easy procedures;
5. Credit facility will have to be provided to the real farmers for stock and marketing activities in order to ensure actual prize of their produced crop;
6. Required amount of credit will have to be disbursed among the successful farmers so that other farmers become encouraged observing their success;
7. Importance will have will need to be given on disbursing loans openly for bringing transparency in credit activities;
8. Rebate on interest will have to be offered;
9. Providing credit to the auxiliary sectors of agriculture like irrigation and agri equipments;
10. Banks will have to provide individual or group credit facility to the rural people;
11. All banks should ensure effective monitoring so that actual farmers get the required amount of credit in time without any harassment;
12. The farmers of coastal areas involved in salt production are to be offered credit on the basis of area approach;
13. Women entrepreneurs are to be prioritized in disbursing agriculture/rural credit;
14. The success of a bank in achieving the target of agriculture credit disbursement will be considered as a measure for the bank's new branch opening and

15. The District Agriculture Credit Committee headed by the District Commissioner in each district will have to be made more effective. The lists of borrowers will have to be preserved in the information cells of the District commissioner officer.

Role of Rajshahi Krishi Unnayan Bank in Development of Agriculture and Poverty Elevation and Employment Generation

Credit for Marginal & Small Farmers And Sharecroppers

Landless (having land less than 0.494 acres) and small and marginal framers (having land from 0.494 to 2.47 acres) are considered as sharecroppers who will have to be given preference for getting credit. The sharecroppers directly involved in crop production are eligible to have credit facility under this credit guideline. A share cropper who is a permanent inhabitant within the jurisdiction of a bank branch will get credit submitting a certificate from the original owner of land as a proof of tenant/share cropper at that bank branch. Banks may disburse loan against a certificate by any responsible and honorable person of the area in case of failure of the farmer's collecting certificate from the land lord. In case of such certificates the field officer/staff will have to enquire and verify it to find its genuineness. The sharecroppers must have National ID Card to get loan. Banks may claim Farmer's ID card if issued by Directorate of Agriculture Extension. After selecting actual sharecroppers, banks will disburse loan according to the annual crop guideline prepared by Bangladesh Bank. If the share cropper uses the land on hire basis, he will get loan including rental amount. Banks may issue pass book in favour of the borrowers. The "Revolving Crop Credit Limit" will be applicable to a share cropper, if he cultivates the land of the same land lord for continuous three years. The branch manager will have to monitor whether any false farmer do not get opportunity to receive credit under the program.

Credit for Fisheries Development

Now-a-days fisheries is considered a profitable sector. It is important to increase the production of shrimp and pond fishes to meet the deficiency of animal protein. For this purpose banks will disburse loan for production of fishes like-koi, magur, sing, rui, katla, mrigel, monosex telapia etc. It is important to disburse loan to fisheries to increase export earnings of the country. Therefore, banks will assess the possibilities of fish production within their jurisdictions and fix credit limit, terms of loan and repayment schedule discussing with local fisheries officers.

Credit for Livestock and Poultry Development

Livestock sector plays a vital role in the national economy of the country. But presently supply of meat and milk is insufficient to meet the country's demand. Banks will take necessary steps to disburse loan on the following sectors/ sub sectors of livestock for achieving the targets of the govt. livestock policy:

1. Providing credit for purchasing plough bullock, establishing dairy firm, goat/sheep firm, beef fattening etc.
2. Providing credit to poultry and fish feed producers;
3. Providing credit for establishing poultry firms;
4. Providing credit for establishing profitable firms of Koil, Rabbit and Guinea pig etc.

The banks themselves will fix the credit limit, terms and repayment schedule for those credit lines discussing with local livestock officers.

Credit for Irrigation and Agricultural Equipments

Scarcity of water and plough bullocks are two major problems in cultivation all over the country. Under such circumstances the problem of water scarcity will need to be solved. With a view to mechanizing cultivation practice, banks will disburse loan for deep/semi deep/hand driven tube-wells, treble pumps etc. It is important to increase credit for purchasing tractors, power tillers etc for ensuring scientific practices of cultivation. Moreover, banks will provide credit facility to the producers of USG Machine used to turn urea into marble form for preventing misuse and system loss of fertilizer for decreasing production cost.

Credit for Specific Crops at 4% Rate of Interest

There is a great demand of crops like pulses, oil seeds, spices and maize in our domestic market. Every year we expend large amount of foreign currency for importing those crops. Though government has declared to disburse loan at 4% rate of interest, the disbursement amount in this sector is not satisfactory. For saving foreign currency banks will have to disburse loan for producing these import substitute crops at subsidized rate of interest. The government will subsidize the banks on the basis of the reports of Bangladesh Bank.

Credit for Establishing Nursery

A large number of seedlings are necessary for making the government's tree plantation program successful to protect the country from being deserted. Banks

will disburse loan on establishing nursery for producing seedlings at private level to assist the government program. Besides, credit will have to be made available according to the demand for commercial production of flowers, fruits, seeds, showy plants, cactus, orchid etc. Banks themselves will decide credit norms, terms of loan and repayment schedules after discussing with local horticulturists and officers of forest department.

Collateral Free Group Credit Policy for Landless and Sharecroppers

A remarkable portion of total cultivable lands are cultivated by landless farmers and sharecroppers in agrarian Bangladesh. It is very important to provide required amount of crop credit to landless, marginal and small sharecroppers for increasing crop production. But these classes of farmers face lot of problems to get institutional credit for not having their own cultivating lands. Bangladesh Bank has given special instruction for disbursing loan in favour of sharecroppers in its agriculture/rural credit guidelines for the financial year 2009-2010. According to the instruction of Bangladesh Bank RAKUB has undertaken a special credit program for landless farmers and sharecroppers.

Under the program RAKUB offers crop credit to landless sharecroppers who are actual farmers contributing directly to crop production of our country. It is a group based collateral free credit program. Under the program a farmer group is constituted of five to ten members. The following factors are considered for including a farmer in a group:

RAKUB Revolving Crop Credit Limit (RCC)

Technological development in agriculture has brought miracle in crop production. Only 10-15 years ago while a land had capacity to produce only one crop, at present that very land is capable to produce 2-3 crops. All these are blessings of technological development. With this development, demand for credit has also increased. Moreover, farmers face a lot of problems to have credit from bank branches as they are to receive and make repayment twice or thrice a year. Therefore, RAKUB has introduced a credit program branded “RAKUB Revolving Crop Credit Limit”. Under the program credit is offered to a farmer for 2-3 crops as per yearly crop calendar/production pattern. This loan is sanctioned in the pattern of cash credit for three years. At the end of each financial year the credit is automatically renewed on making repayment of interest amount only. At the end of the last or third year documentation is to be furnished newly.

RAKUB Fisheries Village Credit Program

Fish is the main source of Protein in Bangladesh. Fish is associated with our food habit from generation to generation. The soil and water of Bangladesh is genuinely suitable for fish cultivation. Recently, for many reasons like filling ponds, canals, and marshes for crop cultivation and residence, global warming and wastages from mills and factories natural fish production has deceased. Fish is paid highest priority in the government fisheries Policy. For creating job scope and increasing fish production it is important to provide credit facilities to the fish producers. The small fish producers are to be given importance for success in this sector. RAKUB has undertaken a special program named "RAKUB Fisheries Village Credit Program." Under the program ponds and ditches of different villages/unions will be selected for fish production. The owners of ponds and ditches of a village/union will be financed for this purpose. RAKUB has already established fisheries village in Chapila at Natore and Raninagar at Nowgaon. This program will bring a revolution in fish production in the North-West region of the country.

Small and Medium Enterprises (SMEs) Credit Program

The attention on the small and medium enterprise of SMEs as they are called is a departure form concentrating only on large businesses as the route to generate income and employment opportunities of a significant number of people in a country like Bangladesh. SMEs are typically labour intensive industries with relatively low capital intensity and as such for Bangladesh which is a labour abundant and capital scarce country, SMEs have a natural competitive advantage. In recognition of the importance of the development of SMEs in promoting growth, employment generation and poverty reduction, the SMEs have been declared as a priority sector in the government Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs), the Industrial Policy 2005, and the Draft Industrial policy 2009.

SMEs have been considered to have significant development potential. SMEs played a vital role in the classic development success stories, like Japan, Taiwan, and Hongkong. Other developed and developing countries have also promoted SMEs which played positive roles in development.

Special Credit Program for Govt. Primary School Teachers

Most of the teachers of government primary schools in rural areas are involved in different income generating activities like managing Dairy, Poultry, Beef fattening

Firms, Fish cultivation, Horticulture, Small business etc. besides their teaching profession. RAKUB has introduced a special credit program for govt. primary school teachers for involving them in production activities. Under this program the teachers who draw their salaries from RAKUB branches will get a credit opportunity of maximum Tk. 60,000.

Loan Disbursement through Transparent Procedure in RAKUB

Bangladesh Bank has instructed to disburse agriculture credit specially crop loan at union level in the presence of local public representatives, agriculture officers, teachers and other respectable persons in order to ensure easy, transparent and timely disbursement of loan to the actual small farmers and sharecroppers. RAKUB has started to disburse crop credit to the farmers in the transparent procedure as instructed by Bangladesh Bank. Representatives from Bangladesh Bank, local administration and public representatives are invited to attend the loan disbursement programs. Dr. Atiur Rahman, Governor, Bangladesh Bank attended such programs of RAKUB in Natore and Joypurhat. Members of the Parliament; General Manager, Bangladesh Bank, Rajshahi and local administrative officers have attended the loan disbursement programs organized at Bagmara, Mohanpur, Sardah, Durgapur and Haraggram in Rajshahi. Similar activities are going on in other zones of the bank. This program will continue.

RAKUB Milk Village

In recent years due to decreasing grazing lands and high cost of animal feed, farmers are lacking interest in rearing cattle in their houses. Moreover, marketing of produced milk and low return are other problems for them. However, it is a matter of hope and inspiration that a number of companies like Milk Vita, Arang, Pran, Rangpur Dairy have started to collect milk from the rural areas. These companies are paying reasonable prices for milk. This has created a favourable circumstance in rural areas for rearing cattle. RAKUB is going to undertake "RAKUB Milk Village" credit program for rearing milch cow. Under the

program RAKUB will provide credit facility for feed and treatment purposes. The bank has selected Pabna, Serajganj, Jaipurhat, Natore and Rangpur districts as milk pocket areas.

Special Micro-credit/Poverty Elevation Programs in RAKUB

Poverty is a serious problem in Bangladesh. Both the government and private organizations have undertaken various programs for poverty reduction. Rajshahi

Krishi Unnayan Bank is not an exception in this concern. Since RAKUB is the largest development partner and provider of agriculture credit in the north-west region of the country, it has also launched a number of micro-credit/poverty alleviation programs. It is noticed that RAKUB has been implementing such programs since its establishment. RAKUB has implemented 11 micro credit programs in the 16 districts of Rajshahi Division. The programs are as follows:

1. Swanirvar Credit Program;
2. RAKUB Self help Credit Program (RSCP);
3. United Nations Capital Development Fund (UNCDF);
4. Women Entrepreneurship Development Program (WEDP);
5. Saysa Gudam Reen Prokalpa (sagrip);
6. Marginal & Small Farm System Crop Intensification Project (MSFSCIP);
7. Pilot Employment Generation Program (PEGP);
8. Special Micro credit Program for Handicaps;
9. Semi-intensive Goat Rearing Program;
10. Zero Poverty Loan Scheme and
11. Medicinal Plants Nursery.

Zero Poverty Loan Scheme

RAKUB implemented “Zero Poverty Special Credit Program” in the year 2004. The ultra poor people of the rural areas having no capacity to offer collateral security are the target groups under the program. Both male and female groups are organized under the program for making them self employed providing micro credit. At present the program is implemented in 104 branches of the bank. Total loan outstanding under the program is Tk.610.85 lac against 3737 borrowers as on 31-12-2011.

Special Micro-credit Program for Handicaps

RAKUB launched a special micro-credit program for handicaps in the year 2003. This program is implemented in almost all branches of RAKUB. A handicap gets an amount of maximum Tk.25,000.00 collateral free credit facility for self employment. Total loan outstanding under the program is Tk.53.03 lac against 286 handicaps.

RAKUB Small Enterprises Credit Program

Besides the special micro credit programs RAKUB has launched a special credit program named Small Enterprises Credit Program (SECP) with the financial

assistance of the Royal Norwegin Government in the year 2003.. The program is implemented in 50 Upazilas of

Rajshahi, Bogra and Pabna districts. Moreover, this program is also implemented in Vurungamari Upazila of Kurigram district. The ratio of investment of RAKUB and NORAD is 60 : 40, respectively. Under this credit program an amount of Tk. 25,000.00 to maximum Tk.75,000.00 collateral free credit facility is provided to the entrepreneurs for establishing small projects/firms and operating small businesses. The borrowers pay 13% interest against their borrowings. Moreover, up to Tk.5.00 Lac is disbursed against collateral security as cash credit for running rice mills and other businesses.

Credit Program for Freedom Fighters

Bangladesh achieved independence on 16 December 1971 through nine months of freedom struggle. We are proud of those thirty lac. Martyrs who sacrificed their lives for mother land. We are also grateful to all freedom fighters who are the real heroes of the nation. There are a great number of our freedom fighters who are struggling with poverty and passing hard lives. We believe that it is our sacred duty to help those heroes of our nation.

As part of corporate social responsibility RAKUB has launched a special credit program for the freedom fighters. The salient features of credit program are as follows:

1. Real freedom fighters, War injured freedom fighters, wife/son/daughter of freedom fighters economically in crisis are to be provided credit facility;
2. Credit facility will be offered for small business and income generating activities;
3. Rate of interest is 8% (simple) under the program;
4. Maximum Tk. 5.00 Lac credit is to be disbursed against required collateral security;
5. An amount of up to Tk. 1.00 Lac credit is to be disbursed without any collateral security;
6. Duration of credits is 12 months to 36 months.

RAKUB- Aborigines/Minority Races Special Credit Program

A remarkable number of aboriginal inhabitants such as Sawtal, Urao, Pahan etc. live in Rajshahi and Rangpur divisions. These minority races of people are mostly involved in activities like agriculture, handicrafts, cattle rearing, small business

etc for their livelihood. Most of these aboriginal inhabitants are poor and deprived of financial inclusion. RAKUB has launched a special credit program entitled **"RAKUB- Aborigines/Minority group Special Credit Program"** in order to bring these helpless and neglected people under organizational credit support as a part of Corporate Social Responsibility. It is believed that such a special credit program would play a positive role in social and financial development of the aboriginal people of the north-west Bangladesh. The salient features of the program are as follows:

1. Credit support will be provided for crop production, small business and income generating activities, housing and making lands free from lease;
2. Interest rate is only 9% per annum. In case of crop credit 2% rebate is offered if the credit is fully realized within due date;
3. Up to Tk 50,000.00 no collateral security is required;
4. Other terms and conditions are relaxed under the program;

Recommendations

The success stories of some projects in RAKUB indicate remarkable achievements in income earning, empowerment of women and creation of employment opportunities and reduction of poverty. An adequate credit support would help our farmers in adopting the improved agricultural technology, which will raise agricultural production and improve economic condition of the rural population.

The fact that the SME and agriculture influence each other, it is to be seen how both can help each other in improving their performance and contribute to the overall economy of the country. Agricultural engineering has got to play an important role in removing drudgery in the farmers' life and bring in the required efficiency in various farming operations leading to higher production. The rural development cannot be conceived without agriculture. Poverty alleviation would be impossible unless the people living in the villages are ensured of gainful employment in the farming, or various rural-based employment opportunities are created in the villages. An integrated approach would be necessary to maximize the income of the farmers by integrating agriculture, animal production, poultry, fisheries and horticulture, depending upon their suitability under different agro-climatic zones in the country.

A growing number of World Bank economists are now convinced that most of the poor nations need a healthy farm sector as the basis of a robust economy (Source: An article published in the Wall Street Journal, June 10, 2008). In the 21st century,

agriculture continues to be a fundamental instrument for sustainable development and poverty reduction (World Development Report 2008). This is obviously true for a poor country like ours. As voiced in National Agriculture Policy Draft 2009, agriculture is considered to be the dominant economic activity in Bangladesh and regarded as the lifeline of her economy.

A National Strategic Plan (NSP) is a prerequisite for accelerating the sustainable growth of agricultural production and productivity while an effective agricultural financing system would constitute an integral component of NSP for agriculture, including all the sub sectors. (The Financial Express dt. 30-12-2009)

As a specialized financial organization of the government RAKUB has paid highest priority to the government's Millennium Development Goal (MDG). To achieve success in food security and poverty alleviation, RAKUB has taken special measures. RAKUB is determined to develop the socio economic condition of the north-west Bangladesh. The bank's special programs for agriculture and micro credit finance have already created hope and aspiration in the mind of the poor people. We do not want to see the people of Kurigram, Gaibandha, Lalmonirhat and Nilphamari districts living under hard core poverty. We believe, people of this locality will be living in peace with smiling faces within 2015. Moreover, RAKUB's efforts will create huge employment opportunities in Rajshahi Division. It is RAKUB which can play a vital role in the economic development of the region better than any other organization. For success it is necessary to maintain transparency and accountability, which are already implemented at all level of the Bank. It can be said that we cannot escape the reality and have to perform honestly and sincerely. If it is so, success is at our door steps.

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সম্মাননা স্বর্ণপদক ২০১০:
সম্মাননা পরিচিতি

শাহ এ এম এস কিবরিয়া

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য শাহ এ এম এস কিবরিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকার কারণে তিনি কারাবন্ধী হয়েছিলেন।

মেধাবী এই ব্যক্তি পাকিস্তান পররাষ্ট্র সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৭ সাল থেকে বহুদেশে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা করে জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন শাহ এ এম এস কিবরিয়া। স্বনামধন্য এই ব্যক্তি বিশিষ্টজন বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের হাইকমিশনার, জেনেভায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সুদীর্ঘ ১১ বছর জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল ও এসকাপের নির্বাহী সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত তিনি কম্বোডিয়ায় মানবিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূতের দায়িত্ব পালন করেন।

শাহ এ এম এস কিবরিয়া রাজনীতিতে যোগদান করেন ১৯৯২ সালে। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও সামষ্ঠিক অর্থনীতি পরিচালনা করে বিপুলভাবে প্রশংসিত হন। তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ২০০১ সালে।

২০০২ সালে 'মৃদু ভাষণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশিত নন্দিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য', 'দ্যা ইর্মাজিং নিউ ওয়ার্ল্ড', 'বাংলাদেশ অ্যাট দ্যা ক্রস রোডস' উল্লেখযোগ্য।

২০০৪ সালে নিজ নির্বাচনী এলাকায় বক্তৃতাদান কালে আততায়ীর গুলিতে গুরুতর আহত হয়ে মানবতাবাদী এ অর্থনীতিবিদ-রাজনীতিবিদ-এর প্রয়াণ ঘটে।

স্বদেশ রঞ্জন বোস

স্বদেশ রঞ্জন বোস সাবেক পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট ইকোনমিকস (পিআইডিই) পরবর্তীতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) এর অর্থনীতি বিষয়ক কৃর্তি গবেষকের এক অনন্য নাম। জন্ম ১৯২৮, বরিশালের কাশীপুর গ্রামে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পি.এইচ.ডি করেন অর্থনীতি শাস্ত্রে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কলেজ জীবনে জড়িয়ে পড়েন প্রগতিশীল বাম রাজনীতির সাতে। তাঁকে কারণে অকারণে বিভিন্ন মেয়াদে প্রায় বিনা বিচারে বহুবার কারাবন্দী জীবন যাপন করতেহয়। সহ্য করতে হয় শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন।

কর্মজীবনে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী হতে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় পিআইডিই কার্যালয় স্থানান্তরে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। মুক্তিযোদ্ধা বোস ১৯৭১ সালে তৎকালীন সময়ে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনাসেল-এর তিনি অন্যতম সদস্য পদে গুরুদায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি বিনিমার্ণের ও উন্নয়নের রূপকল্প প্রনয়ণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তিনি কুদ-রত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৭৪ সালে এক বছরের ফেলোশীপ নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরবর্তীতে ওয়াশিংটনস্থ বিশ্বব্যাংকের চাকুরীতে যোগ দেন। অবসর গ্রহণ করেন ১৯৯১ সালে।

তিনি নিজ অবস্থানে থেকে আজীবন সাম্প্রদায়িতকতা, দারিদ্র ও অপশাসনের বিরোধিকায় সক্রিয় ছিলেন। উন্নয়ন অর্থনীতির একজন সুলেখক হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর অসংখ্য প্রকাশনা রয়েছে যা অর্থনীতি বিষয়ক গবেষক ও চিন্তাবিদদের অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য এ মানবদরদী গবেষকের প্রয়াণ ঘটে ২০০৯ সালের ৩ ডিসেম্বর।

বজলুর রহমান

প্রয়াত নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিক বজলুর রহমান। জন্ম **১৯৪১** সালে ময়মনসিংহের চরয়িামত গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ করেন।

কর্মজীবন শুরু **১৯৬১** সালে সংবাদের সহকারী সম্পাদক হিসেবে। স্বল্পকালের জন্য দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক পদে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে সংবাদ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

দেশপ্রেমিক সাংবাদিক বজলুর রহমান ছিলেন শিশু-কিশোর সংগঠন খেলা ঘরের প্রিয়- 'ভাইয়া'। স্বচ্ছ রাজনৈতিক চেতনার অধিকারী এ নেপথ্য সংগঠক এক সময় রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপাত্র 'সাপ্তাহিক-একতার' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এ সংগঠনের মুখমাত্র 'মুক্তিযুদ্ধ' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। পরবর্তী সময়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত না থাকলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

বহু সঠগঠনের প্রাণপুরুষ বজলুর রহমান ছিলেন আফ্রো-এশিয় গণসংগতি পরিষদ-এর সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদ-এর সভাপতি মন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, জাতীয় প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ সোভিয়েত মৈত্রী সতিরি সহ-সভাপতি, আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংস্থা বাংলাদেশ শাখার সবাপতি, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের সদস্য, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং সম্ভাবনাময় দক্ষিন এশিয়ার (ইনসার) বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিটির আহবায়ক।

মৃত্যুর কিছুদিন আগেও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত South Asia Free Media Association-SAFMA-এর সম্মেলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ২০০৮ এর ২৬ ফেব্রুয়ারি এই মানবতাবাদী নির্ভীক সাংবাদিকের প্রয়াণ ঘটে।

অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ স্মরণে স্মরণসভা

নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার ব্যাপারে কোন আপোস করেননি, অর্থনীতিবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য, স্পষ্ট ভাষী ও নির্ভীক মানুষ হিসেবে তাঁর অবস্থান ছিল অসাধারন, তিনি বলতেন নির্মোহ সত্য এবং বলতেন ক্ষমতাসীনদের সামনেই, লোভ লালসা কোন কিছুই তাঁর মাঝে ছিল না। এই সমাজে তাই তিনি বিবেকবান মানুষের কাছে ছিলেন ব্যতিক্রম।

গত ২৬ মে ২০১২ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত স্মরণসভায় অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের স্মৃতিচারণ করে বক্তারা এসব কথা বলেন। অর্থনীতি সমিতি মিলনায়তনে এ সভায় স্মৃতিচারণ করেন অর্থনীতিবিদ ড. রেহমান সোবহান, ড. সৈয়দ মকসুদ আলী, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, ড. এটিএম নুরুল আমিন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ উদ্দিন, অধ্যাপক হাফিজ এ সিদ্দিকী ও অধ্যাপক আলী আশরাফ প্রমুখ।

ড. রেহমান সোবহান বলেন, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আমার সহপাঠী ও সহকর্মী ছিলেন। বিদেশে পড়াশোনা করেছেন, গবেষণা করেছেন। কর্মজীবনে খ্যাতি অর্জন করেছেন। অথচ অনেক কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা দূরে ঠেলে দিয়ে মানুষের মাঝে চেতনা, বিবেক জাগাতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। তাঁর আন্দোলন ছিল দেশ গড়ার। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন।

রাশেদ খান মেনন বলেন, যে শিক্ষকরা শুধু লেখাপড়া শেখাতেন না, পাশাপাশি দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেন, অধ্যাপক মোজাফ্ফর ছিলেন তাদেরই একজন। দায়িত্বের প্রতি খুবই নিষ্ঠাবান, সত্যের প্রশ্নে ছিলেন অটল। তিনি এ দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছেন। সচেতনতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

ড. আতিউর রহমান বলেন, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ অর্থনীতিকে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন। তিনি অর্থনীতিকে দার্শনিক ভিত্তি দেয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি এত স্পষ্টভাষী ছিলেন যে কাউকে ছাড় দিয়ে কথা বলতেন না। এরশাদ সরকারের শেষ দিকে তিনি স্বৈরচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। সে সময়ে তার কার্যক্রম ও কথার দিকে সরকারের কঠোর নজরদারির পরও তিনি এ থেকে পিছপা হননি। অধ্যাপক মোজাফফর নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারকাত বলেন, কিছু বিশিষ্ট মানুষ আছেন যারা সত্য কথা সবার পরে বলেন এবং উঁচুস্বরে বলেন। এ কৌশল নেওয়ার কারণ, সত্যও বলা হলো সুবিধাও পাওয়া গেল। অধ্যাপক মোজাফ্ফর এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি সত্য সবার আগে বলতে পছন্দ করতেন। সংকীর্ণতা, স্থূলতা অতিক্রম করে মানবিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তিনি। তাই তাকে শুধু স্মরণ নয়, অনুসরণ করা যায়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, শোকবার্তা ও অন্যান্য

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ৫ এপ্রিল, ২০১০

আগামী ৮-১০ এপ্রিল, ২০১০ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৭দশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে বিস্তারিত জানাতে আগামী ৭ এপ্রিল বুধবার বিকেল ৩.৩০টায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদসহ কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে আপনার পত্রিকার/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার একজন অর্থনৈতিক প্রতিবেদককে প্রেরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শুভেচ্ছাসহ

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ১০ জুন, ২০১০

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আগামী ১৩ জুন, ২০১০ তারিখ রবিবার বিকেল ৩.৩০টায় **২০১০-১১ সালের বাজেট-উত্তর** এক প্রেস কনফারেন্স-এর আয়োজন করেছে। প্রেস কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি **অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত**। সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়ামে (৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা)।

উক্ত প্রেস কনফারেন্সে আপনার পত্রিকার/গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'ল।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ১৫ জুলাই, ২০১০

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি “Intellectual Property & Development: Relevance for Bangladesh” শীর্ষক এক সেমিনার আয়োজন করেছে। সেমিনারে মূল বক্তব্য প্রদান করবেন Dr. Francis Gurry, Director General, World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva, Switzerland।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি **অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত**। সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২০ জুলাই ২০১০ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১১.৩০টায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মিলনায়তনে (৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা)।

উক্ত সেমিনারে আপনার পত্রিকার/গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'ল।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ১৬ অক্টোবর, ২০১০

আগামী ২১ অক্টোবর, ২০১০ বৃহস্পতিবার সকাল ১০:০০টায় সোনারগাঁও হোটেলের বল রুমে “Mitigating Socio-economic Inequalities to Accelerate Poverty Reduction: Investing in Vulnerable Children” শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব **এ এম এ মুহিত,** এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি দিয়েছেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী **ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী,** এমপি। প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন Mr. Carel de Rooy, আবাসিক প্রতিনিধি, ইউনিসেফ বাংলাদেশ। আলোচক হিসেবে থাকবেন **অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী**, চেয়ারম্যান, স্যোসাল ডেভেলোপমেন্ট ফাউন্ডেশন; **অধ্যাপক সাদেকা হালিম**, মেম্বার, তথ্য কমিশন, তথ্য কমিশনার এবং **ড. ফাহমিদা খাতুন**, এডিশনাল ডিরেক্টর এন্ড হেড অব রির্চাস, সিপিডি। (কার্ড সংযুক্ত)

সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত,** সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। বিভিন্ন পেশার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সেমিনারে অংশ গ্রহণ করবেন।

উক্ত সেমিনার কভার করার জন্য একজন রিপোর্টার ও একজন ফটোসাংবাদিককে এ্যাসাইমেন্ট দেয়ার অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ৬ জানুয়ারি, ২০১১

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আগামী ৮ জানুয়ারি, ২০১১ শনিবার বিকেল ৩:৩০টায় সমিতির মিলনায়তনে (৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা) **"কানকুন সম্মেলনের ফলাফল ও বাংলাদেশ"** শিরোনামে একটি সেমিনার আয়োজন করেছে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন **ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ**, চেয়ারম্যান, ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস্।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি **ড. আবুল বারকাত**।

উক্ত সেমিনার কভার করার জন্য একজন রিপোর্টার ও একজন ফটোসাংবাদিককে এ্যাসাইমেন্ট দেয়ার অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ শুক্রবার বিকেল ৪.০০টায় সমিতির মিলনায়তনে (৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা) "Importance of WTO System for Development" শীর্ষক এক লোকবক্তৃতার আয়োজন করেছে। Dr. Harsha V. Singh, Deputy Director General, WTO লোকবক্তৃতা প্রদান করবেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি **অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত**।

উক্ত সেমিনার কভার করার জন্য একজন রিপোর্টার ও একজন ফটোসাংবাদিককে এ্যাসাইমেন্ট দেয়ার অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

আপনারা অবগত আছেন যে, Dr. Harsha V. Singh, Deputy Director General, WTO আগামীকাল (১৮ই ফেব্রুয়ারি, বিকাল ৪টায়) বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মিলনায়তনে "Importance of WTO System for Development" শীর্ষক একটি Public Lecture প্রদান করবেন (এ ব্যাপারে আমাদের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখের চিঠির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি)। উপরোক্ত lecture অনুষ্ঠানটির ঠিক পর পরই (আনুমানিক বিকাল ৫.৩০ মিঃ/ ৬টায়) Dr. Harsha সাংবাদিকদের সাথে আলাদাভাবে আলোচনায় (meet the press) অংশ নিতে আগ্রহী। সেজন্য Public lecture সহ Meet the Press আনুষ্ঠানটির জন্য এক বা একাধিক অর্থনৈতিক রিপোর্টার, প্রেস রিপোর্টার ও ফটো সাংবাদিককে assignment দেয়ার অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ১৯ এপ্রিল, ২০১১

আগামী ২৩-২৮ এপ্রিল, ২০১১ ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির যৌথ আয়োজনে এবং ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফোরাম ২০১১-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য এবং বিস্তারিত কর্মসূচী জানাতে আগামী **২২ এপ্রিল শুক্রবার বিকেল ৩.৩০টায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে**। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে আপনার পত্রিকার/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার একজন অর্থনৈতিক প্রতিবেদককে প্রেরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শুভেচ্ছাসহ,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ২৬ মে, ২০১১

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আগামী ২৮ মে, ২০১১ তারিখ শনিবার বিকেল ৪.০০টায় **"প্রাক-বাজেট: ২০১১-১২"** এক প্রেস কনফারেন্স-এর আয়োজন করেছে। প্রেস কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি **অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত**। সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়ামে (৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা)।

উক্ত প্রেস কনফারেন্সে আপনার পত্রিকার/গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'ল।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ১৯ অক্টোবর, ২০১১

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে আসছে ৬ ও ৭ কার্তিক ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/২১ ও ২২ অক্টোবর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ শুক্রবার ও শনিবার **"ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা"** শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। দুই দিনব্যাপী সেমিনারটি তিনটি অধিবেশনে বিভক্ত।

প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি, **অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত**। প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন **ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ,** চেয়ারম্যান, গভর্নিং কাউন্সিল, ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল,** সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন **ড. নারায়ন চন্দ্র নাথ,** রিচার্স ফেলো, বিআইডিএস, **ড. এম. মোয়াজ্জেম হোসেন খান**, অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, **ড. সেলিম রায়হান**, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও **অধ্যাপক ড. মোয়াজ্জেম হোসেন**, চেয়ারম্যান, প্রশিকা।
তৃতীয় অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি দিয়েছেন জনাব **এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ.কে. খোন্দকার** এমপি, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সভাপতিত্ব করবেন **ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ**, চেয়ারম্যান, গভর্নিং কাউন্সিল, ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস। প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন **অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত**, সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এবং **ড. আনছারুল করিম**, Advisor, IUCN Bangladesh।

সেমিনারস্থল: ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকা; সময়: প্রথম অধিবেশন ২১ অক্টোবর, ২০১১ বিকেল ৩:৩০ টায়; ২২ অক্টোবর ২০১১ দিনব্যাপী।

জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ সেমিনার সম্পর্কিত খবর প্রচারের জন্য আপনার পত্রিকা/টেলিভিশন চ্যানেলের একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ২৮ জানুয়ারি, ২০১২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আগামী ৩১ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) ২০১২ তারিখ সকাল ১০:৩০ টায় **"টিপাইমুখ প্রকল্প: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত"** শীর্ষক একটি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করেছে। আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হবে সিরডাপ (তোপখানা রোড) মিলনায়তনে।

উক্ত গোলটেবিল আলোচনায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে থাকবেন **ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ**, চেয়ারম্যান, গভর্নিং কাউন্সিল, ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস। প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন **ড. এম. এ. কাসেম**, Chairman, National Disaster Management Advisory Committee and Former DG, Water Resources Planning Organization (WARPO)।

গোলটেবিল আলোচনায় সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত,** সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। গোলটেবিল আলোচনা সভায় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, সরকারী ও বেসরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ, দাতা সংস্থার প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ আলোচনা সভা সম্পর্কিত খবর প্রচারের জন্য আপনার পত্রিকা/টেলিভিশন চ্যানেলের একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ২১ মার্চ, ২০১২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে আগামী ২৪ মার্চ, ২০১২ শনিবার **"নারী অর্থনীতি ঃ বাংলাদেশে বিজয়ের চার দশক"** শিরোনামে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হবে বিকেল ৪:০০টায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মিলনায়তনে (৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা)।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন **অধ্যাপক হান্নানা বেগম,** পরিচালক, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক। উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন **ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ,** চেয়ারম্যান, ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকস এবং চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ। আলোচক হিসেবে থাকবেন **ড. সাদেকা হালিম**, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন, **অধ্যাপক মাহফুজা খানম**, সভাপতি, পেশাজীবি নারী সংগঠন ও **ড. আনোয়ারা বেগম**, গবেষণা পরিচালক, সিরডাপ। প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে একটি মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত,** সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। সভায় অর্থনীতিবিদ, সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ ও বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

এ সেমিনার সম্পর্কিত খবর প্রচারের জন্য আপনার পত্রিকা/টেলিভিশন চ্যানেলের একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ২৯ মার্চ, ২০১২

আগামী ১ এপ্রিল (রবিবার) ২০১২ খৃঃ/১৮ চৈত্র ১৪১৮ বঙ্গাব্দ তারিখে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি একটি লোকবক্তৃতা আয়োজন করেছে। বক্তৃতা প্রদান করবেন **ড. লামি প্যাসকাল লুসিয়েন ফারনান্ড,** মহাপরিচালক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)।

অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকেল ৪.০০টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকা মিলনায়তনে। লোকবক্তৃতায় সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি **অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত**।

উক্ত লোকবক্তৃতা সম্পর্কিত খবর প্রচারের জন্য আপনার পত্রিকা/টেলিভিশন চ্যানেলের একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী

সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ২৪ মে, ২০১২

আপনারা অবগত আছেন যে, বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ গত ২২ মে, ২০১২ তারিখ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর রুহের মাগ্‌ফেরাত কামনার জন্য ও মরহুমের জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ আমাদের স্মৃতিতে অম্লান রাখার জন্য একটি স্মরণ সভা আগামী ২৬ মে ২০১২ তারিখ (শনিবার) বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মিলনায়তনে (৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা) বিকেল ৪ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে। স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত**, সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। দেশের অর্থনীতিবিদসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত থাকবেন।

দেশ বরেণ্য অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ-এর স্মরণ সভা সম্পর্কিত খবর প্রচারের জন্য এবং স্মরণ সভার দিন (২৬ মে, ২০১২, বিকেল ৪টা) আপনার পত্রিকা/টেলিভিশন চ্যানেলের একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ৩০ মে, ২০১২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে আগামী ২রা জুন, ২০১২ শনিবার "Demutualization of Stock Exchanges: Rationale, Country Practice and A Road Map for Bangladesh" শিরোনামে একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন **অধ্যাপক ড. এম খায়রুল হোসেন**, চেয়ারম্যান, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন **ড. জামালউদ্দিন আহমেদ**, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। আলোচক হিসেবে থাকবেন **জনাব মসিহ্‌ মালিক চৌধুরী**, এফসিএ এবং কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে সেমিনার বিষয়বস্তুর উপর একটি মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত**, সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হবে বিকেল ৪:০০টায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মিলনায়তনে (৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা)।

উক্ত সেমিনার সম্পর্কিত খবর প্রচারের জন্য আপনার পত্রিকা/টেলিভিশন চ্যানেলের একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।
ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ***১২ জুন, ২০১২***

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আগামী **১৪ জুন, ২০১২** বৃহস্পতিবার বিকেল ৪.০০টায় **২০১২-১৩ সালের "বাজেট-উত্তর"** এক সংবাদ সম্মেলন (প্রেস কনফারেন্স)-এর আয়োজন করেছে। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক **ড. আবুল বারকাত**। সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়ামে (৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা)। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত থাকবেন।

উক্ত সংবাদ সম্মেলন সম্পর্কিত খবর প্রচারের জন্য আপনার পত্রিকা/টেলিভিশন চ্যানেলের একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক

শোক বার্তা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ০৩ মে, ২০১১

ড. নাসরিন খন্দকার-এর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জীবন সদস্য। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক পদে নিয়োজিত থেকে অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর অবদানের কথা আমরা স্মরণ করি। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ৩০ জুলাই, ২০১১

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদস্য এদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব সালাহ উদ্দিন আহমদ গত ৩০ জুলাই ২০১১ তারিখ (শনিবার) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি গণমানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কাজ ও প্রাগ্রসরচিন্তার সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থেকে বিরল সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সালাহ উদ্দিন আহমদ-এর স্মৃতি আমাদের কাছে অর্থনীতিবিদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে চিরজাগরুক থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছে।

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ১৪ আগস্ট, ২০১১

আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক, এটিএন নিউজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক আশফাক মুনীর মিশুকসহ পাঁচজন গত কাল ১৩ আগস্ট ২০১১ তারিখ (শনিবার) দুপুরে মানিকগঞ্জ-এ এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। তাঁদের মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

গুরুতর আহত হয়েছেন ক্যাথরিন মাসুদ, ঢালী আল মামুন ও দিলারা বেগম জলি। তাদের দ্রুত সুস্থ্যতা কামনা করছি।

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১

বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রাক্তন সহ-সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ আব্দুল হাই গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ (শুক্রবার) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জীবন সদস্য এবং প্রায় এক যুগ সমিতির সহ-সভাপতি ও কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচিত সদস্য পদে নিয়োজিত থেকে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি গণমানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কাজ ও প্রাগ্রসরচিন্তার সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থেকে বিরল সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অর্থনীতি শিক্ষা, চর্চা ও গবেষণায় তাঁর অবদান অনন্য। অধ্যাপক হাই-এর স্মৃতি আমাদের কাছে অর্থনীতিবিদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে চিরজাগরুক থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১

বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রাক্তন সহ-সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ আব্দুল হাই গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ (শুক্রবার) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জীবন সদস্য এবং প্রায় এক যুগ সমিতির সহ-সভাপতি ও কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচিত সদস্য পদে নিয়োজিত থেকে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি গণমানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কাজ ও প্রাগ্রসরচিন্তার সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থেকে বিরল সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অর্থনীতি শিক্ষা, চর্চা ও গবেষণায় তাঁর অবদান অনন্য। অধ্যাপক হাই-এর স্মৃতি আমাদের কাছে অর্থনীতিবিদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে চিরজাগরুক থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

আপনার ও আপনার পরিবারের সুস্বাস্থ্য কামনায়

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ১ ডিসেম্বর, ২০১১

বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মোঃ কায়সার হুসেইন আজ ১লা ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ (বৃহস্পতিবার) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জীবন সদস্য। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি গণমানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কাজ ও প্রাগ্রসরচিন্তার সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থেকে বিরল সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অর্থনীতি শিক্ষা, চর্চা ও গবেষণায় তাঁর অবদান অনন্য। অধ্যাপক ড. মোঃ কায়সার হুসেইন-এর স্মৃতি আমাদের কাছে অর্থনীতিবিদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে চিরজাগরুক থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ১ ডিসেম্বর, ২০১১

বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মোঃ কায়সার হুসেইন এর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জীবন সদস্য ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি গণমানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কাজ ও প্রাগ্রসরচিন্তার সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থেকে বিরল সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অর্থনীতি শিক্ষা, চর্চা ও গবেষণায় তাঁর অবদান অনন্য। অধ্যাপক ড. মোঃ কায়সার হুসেইন-এর স্মৃতি আমাদের কাছে অর্থনীতিবিদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে চিরজাগরুক থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

আপনার ও আপনার পরিবারের সুস্বাস্থ্য কামনায়

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত সভাপতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি	অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

বাংলাদেশের বিশিষ্ট মঞ্চ, টিভি ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব **হুমায়ুন ফরীদি** গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ (সোমবার) ধানমন্ডির বাসায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের পঞ্চম ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করছে।

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত সভাপতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি	অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ২৩ মে, ২০১২

বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ গত ২২ মে ২০১২ তারিখ (মঙ্গলবার) রাতে ধানমন্ডির বাসায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জীবন সদস্য এবং ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে সভাপতি পদে নিয়োজিত থেকে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি গণমানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কাজ ও প্রাগ্রসরচিন্তার সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থেকে বিরল সাংগঠনিক দতার পরিচয় দিয়েছেন। অধ্যাপক মোজাফ্ফর-এর স্মৃতি আমাদের কাছে অর্থনীতিবিদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে চিরজাগরুক থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করছে।

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সভাপতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২ ০ ১ ২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৭তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১০

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীর অর্থনীতি : কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই

স্বাগত বক্তব্য

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী

Welcome Address Prepared for Presentation at the XVII Biennial Conference
of the Bangladesh Economic Association held on 08-10 April 2010
the theme being ***The Economy at the Golden Jubilee of the War of Liberation: What Type of Bangladesh We Would Like to See***
Osmani Auditorium and the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সপ্তদশ সম্মেলন

প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়কের শুভেচ্ছা ভাষণ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৭তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানীয় সভাপতি- মানবীয় ধীমান অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, এই সম্মেলনের মাননীয় প্রধান অতিথি - আগামী দিনের আধুনিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সম্মেলনের বিশেষ অতিথি - বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অর্থনীতির কুশলী নীতি-নির্ধারক জনাব

* আহবায়ক- সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

আবুল মাল আব্দুল মুহিত, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমিতির সাধারণ সম্পাদক - সামাজিক দায়বদ্ধ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত, সমিতির নিবেদিতপ্রাণ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন অধিবেশন এবং বিশেষ অধিবেশনের বিজ্ঞ সভাপতিবৃন্দ ও আলোচকবৃন্দ, প্রাজ্ঞ প্রবন্ধ উপস্থাপকবৃন্দ, সমিতির প্রাণসঞ্চারী সদস্যবৃন্দ, বিদগ্ধ অতিথিবৃন্দ, তারণ্যদীপ্ত ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ, গণমাধ্যমের নিষ্ঠাবান প্রতিনিধিবৃন্দ এবং পরম শুভার্থী ভদ্র মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ। চৈত্রের এই শুভ সকালে আপনাদের জানাই সালাম ও শুভেচ্ছা এবং আপনাদের স্বাগত জানাই বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এই দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে।

প্রিয় সুধী,

এবারের সম্মেলনের মূল বিষয় হোল মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীর অর্থনীতি : কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী হবে ২০২১ সালে। সেই শুভক্ষণে কিংবা সম-সাময়িককালে বাংলাদেশ কেমন হবে বা কেমন হওয়া উচিত এটি এখন শুধু একটি সাধারণ জিজ্ঞাসা বা কৌতুহল নয়, ঐকান্তিকভাবে বিবেচ্য বিষয়। এ নিয়ে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা-ভাবনাও আছে। মোটামুটিভাবে সবাই অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উন্নততর বাংলাদেশের প্রত্যাশী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিশেষ করে ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ নং অনুচ্ছেদে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার মত মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়ে জনগণের বস্তুগত ও সংস্কৃতগতমানের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধণের কথা বিধৃত আছে। পরিশেষে আপনারা জানেন যে, বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প বা ভিশান ২০২১ নামে উন্নয়নের এক সাহসী রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে।

প্রিয় সুধী,

রূপকল্পে অন্যান্যের মধ্যে কিছু কল্পনা কিছু উপলব্ধি (imagination and intuition) থাকে। কল্পনা ও উপলব্ধি শক্তির পরিচয় বহন করে। আইনষ্টাইন-এর মতে 'কল্পনা এবং উপলব্ধি বিশ্বজয়ী- উন্নয়নের আলোকবর্তিকা। দেশকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে পরিচালিত করার জন্য ভবিষ্যতের রূপকল্প বা ভিশান এই শক্তির পরিচয় বহন করে। মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীতে এক উন্নততর মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে গৌরব লাভ করার যেমন সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে, এই অর্জনের পথে তেমনি কিছু চ্যালেঞ্জ আছে যার মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট সমাধান, ভৌত-অবকাঠামোর উন্নয়ন, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগীতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জঙ্গীবাদ দমন এবং ভূমি দস্যুতা দমন প্রভৃতি অন্যতম।

বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্থে দুটি ধারণা ব্যাপকভাবে আলোচিত হোত। ধারণা দুটি হোল small is beautiful এবং big is better। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে উভয় ধারণাই সত্য। মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ দেখতে চাইলে উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা আবশ্যক। এর জন্য বড় এবং সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সাহসী সংকল্পের জন্য সাহসী পদক্ষেপ সময়ের দাবী। এখানে ইতিহাসের একটি শিক্ষা স্মর্তব্য। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করলে দেশের প্রভুত উপকার হবে - ইতিহাস পুরস্কৃত করবে। আর তা করতে ব্যর্থ হলে দার্শনিক ভ্যাসিলি ক্লিওচ্চেকির বাণী অনুযায়ী ইতিহাস তার নিজস্ব পন্থায় শাস্তি দেবে। আমরা শাস্তি নয়, পুরস্কার চাই।

প্রিয় সুধী,

উদ্বোধনী অধিবেশন ছাড়া তিনটি স্মারক বক্তৃতা আছে এবং একটি বিশেষ অধিবেশন আছে। বারটি কর্ম

অধিবেশনে নব্বইটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে। বিভিন্ন অধিবেশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে "সমৃদ্ধ বাংলাদেশ" গড়ার লক্ষ্যে আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে বক্তব্য শেষ করছি।

Welcome Address

Professor Dr. Ashraf Uddin Chowdhury
Convener – Conference Preparation Committee

Respected chairman of the inaugural session of the 17th Biennial Conference of the Bangladesh Economic Association – people-oriented economist of erudition Qr. Quazi Kholiquzzaman Ahmad, Honorable chief guest of the conference – visionary of a modernized prosperous Bangladesh in the coming days – Sheikh Hasina, Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh. Honorable special guest - a profoundly experienced skillful economic policy maker Mr. Abul Mal Abdul Muhit, Finance Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, General Secretary of the Association- a social duty-bound Professor Dr. Abul Barkat, the deeply committed executive members of the Association, learned chairs and discussants of various sessions, scholarly presenters of various papers, the invigorating members of the Association, accomplished guests, youthful students, devoted representatives of the media and the very well-wishing ladies and gentlemen. On this auspicious morning I tender my salam and good wishes to you and welcome you all to the 17th Biennial Conference of the Association.

Dear Learned Audience,
The main theme of this conference is the *Economy at the Golden Jubilee of the War of Liberation; what type of Bangladesh we would like to see.* The Golden Jubilee of the War of Liberation will be on 2021. How Bangladesh would look like or how we would like it to see on the auspicious moment or at about the time is not a general question or curiosity now, rather it is a serious question for consideration. There are some thinking and views regarding this of some institutions as well as personalities. Generally speaking all are desirous of a more developed Bangladesh – socially and economically. The constitution of the Peoples Republic of Bangladesh particularly in its 15, 16, 17 and 18 articles makes provision for planned economic development to provide the basic necessities of life - food, clothing, shelter and medical treatment and continuous up-gradation of material and cultural standard of the people. And then you are aware that the government of Bangladesh has outlined Vision 2021 as a bold

roadmap for development.
Dear Learned Audience,
Vision contains, among others, imagination and intuition. Imagination and Intuition represent power of mind. According to Einstein imagination and intuition can conquer the world - pointer of development. Vision is very essential to lead a country to higher levels of development. As there are opportunities to transform Bangladesh into an honorable middle income country so are there some challenges along the way of which are solution of electricity and fuel problem, development of physical infrastructures, skilled manpower, information technology, strengthening of regional and international cooperation, establishment of good governance, subduing terrorism and land grabbers etc.

In the second half of the previous century two ideas were widely discussed. The ideas are ***small is beautiful*** and ***big is better***. Depending the context of time, place and issue both ideas are right. In order to see Bangladesh as a prosperous nation at the golden Jubilee, the challenges to development have to be addressed. For that purpose it is essential to go for some big and bold steps. Brave resolution demands brave decisions. It is worthwhile to remember here the lesson of history. Doing right works at the right time brings forth wonderful benefits to the nation - history rewards it. History punishes, according to the aphorism of Philosopher Vassily Kliuchesky, in its own way for failing to do this. We want reward not punishment.

Dear Learned Audience,
Besides the inaugural session there are three memorial lectures and a special session. In twelve working sessions ninety articles will be presented. It is our expectation that by actively taking part in various sessions you will give your considered advice for building a prosperous Bangladesh.

I express gratitude and heartfelt thanks for your presence in this session. Before concluding, I wish you all well and every success.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৭তম দ্বিবার্ষিক
সম্মেলন ২০১০-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

আবুল বারকাত*

সম্মানিত সভাপতি, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি,

শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,

শ্রদ্ধাভাজন বিশেষ অতিথি, জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

সম্মানিয় বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিদেশী অতিথিবৃন্দ,

সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ,

বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পদস্থ প্রতিনিধিবৃন্দ

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণপদক সম্মাননা ২০১০ প্রাপ্ত প্রয়াত তিন বিশিষ্ট জন,

সম্মানিত অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, আহবায়ক, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি

---

* সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

This Paper was presented at the *XVII Biennial Conference titled* ***"Economy at the Golden Jubilee of War of Liberation : Bangladesh We Want to See"*** of the Bangladesh Economic Association held during 8-10 April, 2010 at Osmani Memorial Auditorium & Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

সুপ্রিয় ছাত্র-ছাত্রী এবং
উপস্থিত সম্মানিত সুধীজন

১. বসন্তের এই সুন্দর সকালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৭তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত থেকে আমাদের অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী– শেখ হাসিনা– আপনি আপনার হাজারো ব্যস্ততার মাঝে আমাদের এ- দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে এসে – ৩০০০ সদস্যের বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পরিবারকে চিরকৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবিষ্ট করলেন। আপনাকে অজস্র-আন্তরিক ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনি– অর্থনীতিবিদ না হওয়া সত্ত্বেও– দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করলেন– সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন "ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস (DSE)"-এর উদ্বোধন ঘোষণার জন্য। ধন্যবাদ DSE প্রতিষ্ঠায় সরকারের তরফ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদানের জন্য। আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, আমরা আপনার সুস্থ-শতায়ু কামনা করি।

৩. সম্মেলনের বিশেষ অতিথি, জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার- অনেক ব্যবস্থার মধ্যে যে আপনি সময় দিতে পারলেন - এ জন্য আমরা আপনার প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

৪. জনকল্যাণকামী সুকীর্তির স্বীকৃতি প্রদানে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কুণ্ঠাবোধ করে না। এলক্ষ্যে আমরা **বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণপদক সম্মাননা** চালু করেছি। বস্তুনিষ্ঠ নির্মোহ বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এ-বছরে (২০১০) তিন জনকে অর্থনীতি সমিতির স্বর্ণপদক সম্মাননা প্রদান করা হলো। প্রয়াত তিন জনের আত্মার শান্তি কামনা করছি। এঁ তিন জনকে সম্মানিত করতে পেরে সমিতি নিজেই গৌরবান্বিত বোধ করছে। তাঁদের সহধর্মিনী যথাক্রমে নুরজাহান বেগম, আসমা কিবরিয়া এবং বেগম মতিয়া চৌধুরী - আপনারা এসেছেন এজন্য আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ; আমরা আপনাদের সুস্থ - দীর্ঘজীবন কামনা করি।

৫. আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে আগামী তিনদিন মোট ১২টি কর্ম অধিবেশন ও ২টি বিশেষ অধিবেশনে যে-সকল বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সভাপতিত্ব করতে সম্মত হয়েছেন তাদের সবাইকে অগ্রিম ধন্যবাদ।

৬. আগামী তিনদিন বিভিন্ন অধিবেশনে মোট ৯০টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে। মোট ১০৫ জন প্রবন্ধ রচয়িতা জ্ঞানার্জনে যে ক্লান্তি স্বীকার করেছেন সে জন্য প্রত্যেককে অভিনন্দন। আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

৭. আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ আগামী তিনদিন ব্যাপি দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আয়োজনে সমিতির

কার্যনির্বাহক কমিটির বিভিন্ন কমিটি-উপকমিটির সকল সদস্য এবং সমিতির সীমিত সংখ্যক কর্মচারী-কর্মকর্তারা নির্ঘুম পরিশ্রম করেছেন– এঁদের সবাইকে ধন্যবাদ।

৮. বিশাল আয়োজনে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীসহ প্রস্তুতি কমিটির সবাইকে ধন্যবাদ।

৯. বাজার অন্ধত্বের যুগে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছেন এবং সামনের তিন দিন দেবেন– সেজন্য সবাইকে সমিতির পক্ষ থেকে আগাম ধন্যবাদ।

১০. আজকের এ মিলনায়তনে অনুপস্থিত অথচ সম্মেলন-সংশ্লিষ্ট কর্মকা সুন্দর ও সার্থক করা 'পর্দার অন্তরালের' যেসব ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া অসম্ভব সেই দরিদ্র রাত-জাগা মুদ্রণ কর্মী, ভোর বেলার ভ্যান-রিকশা চালক, হোটেলের বাবুর্চি, বাইরের খাদ্য পরিবেশক এবং শান্তি-শৃংখলা সংশ্লিষ্ট কর্মকা-ের সাথে জড়িত– সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

১১. সম্মেলনের বিভিন্ন কার্যক্রমে যারা মেধা-শ্রমসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

১২. সবশেষে, ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন-এর কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী

আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। বাংলা নববর্ষের আগাম শুভেচছা জানাই। আগামী তিনদিন বিভিন্ন কর্ম অধিবেশনে আমন্ত্রণ রইলো।

আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন; দীর্ঘায়ু হোক আপনাদের জীবন; মঙ্গল হোক আপনাদের সবার পরিবারের।

ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির

২৭ চৈত্র ১৪১৬ /১০ এপ্রিল ২০১০-এ অনুষ্ঠিত
সমিতির সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহক কমিটির

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

মান্যবর সভাপতি ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মানিত সদস্য/সদস্যাগণ

বাংলাদেশের দূর-দূরান্ত থেকে, জেলা-উপজেলা শহর থেকে এমনকি, প্রত্যন্ত জনপদ থেকে প্রচ গরম আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে, মূল্যবান সময় এবং পেশাগত ও পারিবারিক কাজকে পেছনে রেখে আপনারা তিন দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন, এজন্য অজস্র ধন্যবাদ আপনাদের প্রাপ্য। কিছুদিন আগেই দেশব্যাপী পালিত হলো মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১০। আর ক'দিন পরেই শুরু হবে আরো একটি নতুন বাংলা বছর। স্বাধীনতা দিবসের গাম্ভীর্যময় আবহে আপনাদের বাংলা নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি আমার প্রতিবেদন পেশ করছি।

শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৭তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের পড়ন্ত বেলায় গত তিনদিন উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন কর্ম অধিবেশনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এবারের সম্মেলনে মোট ১০৫ জন প্রবন্ধকার ৯০টি প্রবন্ধ দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধকারের সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সৃজনশীল এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে সম্মেলনকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য প্রিয় প্রবন্ধকারদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আপনাদের গবেষণা কর্মের আরো সফলতা কামনা করি।

গত দুই বছর সমিতির বিভিন্ন কর্মকা- আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আন্তরিক সহযোগিতা সমিতির কার্যক্রমকে গতিশীল করেছে। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীসহ সরকার প্রধান ও সরকারী নীতিনির্ধারকদের কাছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পরিচিতি এবং আস্থা এখন বিগত যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি– এজন্য আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। গত কয়েকবছরের বহুমুখী পেশাগত ও সামাজিক

দায়বদ্ধতা পালন-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এখন অধ্যাপক নুরুল ইসলামের ভাষায় "জনস্বার্থরক্ষাকারী অর্থনীতিবিদদের প্লাটফর্ম" ("Public Economist's Platform")-এ রূপান্তরিত হবার পথে ধাবমান। এ সাফল্যের অংশিদার আমরা-আপনারা সবাই।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

গত দু'বছরে আমরা আমাদের সমিতির প্রাণপ্রিয় ক'জন সদস্যকে চিরতরে হারিয়েছি। আমাদের সমিতির সম্মানীয় আজীবন সদস্য এবং বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন; মৃত্যুবরণ করেছেন অধ্যাপক ড. স্বদেশ রঞ্জন বোস এবং শামসুল হক মন্ডল। আমরা তাঁদের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। আমাদের সদস্যদের অনেকেই তাঁদের অতি প্রিয়জনদের হারিয়েছেন– আমরা আপনাদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে আমাদের সদস্যদের অনেকেই এখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন এবং/অথবা অসুস্থ– তাঁদের সবার সুস্থতা কামনা করছি।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি– এ-দেশের অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাগত সংগঠন। আমাদের সমিতি যে জনস্বার্থরক্ষাকারী অর্থনীতিবিদদের প্লাটফর্ম তার অন্যতম একটি প্রমাণ এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য চয়ন, যেটা ছিল, "মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর অর্থনীতি–কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই"। একথা সত্য যে সম্ভবত অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্যের কারণেই এ-দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যার অধিকাংশই দরিদ্র-প্রান্তিক-বঞ্চিত-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত এবং সেই সাথে সমাজ, রাষ্ট্র ও স্বাধীনতার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা অন্য অনেক পেশাজীবী সংগঠনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী। এ কারণেই আমরা একদিকে যেমন অর্থনীতি শাস্ত্রের সাধারণ্যে দুর্বোধ্য অথচ প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল বিষয়াদির চর্চা অব্যাহত রেখেছি, অন্যদিকে মুক্তি-স্বাধীনতা সংশ্লিষ্ট মানব-উন্নয়ন দর্শনে গভীর বিশ্বাসের কারণে যা কিছু আমাদের অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্রের গতিপথ নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করে, এবং সমাজ-রাজনীতি-রাষ্ট্রের যা কিছু অর্থনীতি দিয়ে নির্দ্ধারিত হয়– এ সবের নির্মোহ বিশ্লেষণ এবং তা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া আমাদের সমিতির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ-দেশে সত্যভাষ্যের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও গত দুই বছরে আমরা এসব দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবার কারণে কোনো অবস্থাতেই পিছপা হইনি, সাহস হারাইনি।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ

২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আপনাদের ভোটে দু'বছর মেয়াদের জন্য আমরা নির্বাচিত হয়ে (১৫ ডিসেম্বর, ২০০৭ তারিখে) সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির দায়িত্বভার গ্রহণ করি। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ব্যস্ততা, ফেব্রুয়ারি উদযাপন, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন, এবং সম্মেলনের ব্যয়ভার বহনে অনুদান সংগ্রহ-এসব কারণে সম্মেলনের আয়োজনে একটু দেরি হয়ে গেলো। এ অনিচ্ছাকৃত কারণের জন্য আপনাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি। এবারের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের দিন তারিখ নিয়ে আপনাদের কাছে কার্যনির্বাহক কমিটির সিদ্ধান্ত সম্বলিত প্রথম চিঠিটি পাঠিয়েছিলাম ২২ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গত দুই বছরে (প্রকৃত অর্থে ২৬ মাসে) যে যথেষ্ট মাত্রায় সচল ছিল এবং বহুমুখী কর্মকা- সুসম্পন্ন করেছে তার প্রমাণ মিলবে এ প্রতিবেদনের শেষে সংযুক্ত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি “২০০৮-১০-এর মূল কর্মকা-ের খেরোখাতায়। সমিতির গঠনতন্ত্র মোতাবেক আমাদের পেশাগত উৎকর্ষ ও স্বার্থসংরক্ষণসহ এ দেশের গণ-মানুষের প্রতি আমাদের দায়-দায়িত্ব পালনে বর্তমান কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যদের মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও সকল সদস্যের সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। অনেক কিছু নিয়েই আমরা বেশ খুশী তবে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা আত্মতুষ্ট নই।

গত দু’বছরে সমিতি যে যথেষ্ট মাত্রায় কর্মমুখর ছিল তা আমাদের দৃশ্যমান কর্মকাের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিলে স্পষ্ট হবে। গত দু’বছরে সমিতির সফল কর্মকা-ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সমিতির উদ্যোগে জনকল্যাণ-উদ্দিষ্ট এবং অর্থনীতি শাস্ত্রের নির্মোহ জ্ঞান চর্চার মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস প্রতিষ্ঠার কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। এই ‘ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস’-কে আমরা অর্থনীতি শাস্ত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একটা ‘সেন্টার অফ এক্সেলেন্স’ হিসেবে দেখতে চাই। আমরা গত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সাধারণ সভায় আপনাদের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আগামী দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের মধ্যেই ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস-এর কাজ আরম্ভ করব। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। আমরা আশা করছি, সমিতির বর্তমান সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে ‘ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস’ দৃঢ় পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

২. **দুটো নাগরিক কমিশন** গঠন: পাট-অর্থনীতি; গ্যাস-কয়লা-তেল বিষয়ক। আমাদের এসব নাগরিক কমিশন দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনীতিবিদদের পেশাগত সংগঠনের সাথে অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনসহ বিভিন্ন পেশার চিন্তাশীল মানুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করেছে। “দেশের স্বার্থ সবকিছুর উর্ধ্বে”-এ নীতির ভিত্তিতে নাগরিক কমিশনদ্বয় ইতোমধ্যে বেশ কিছু কাজ করেছে; বিষয়টি চলমান।

৩. সৃজনশীল প্রতিভা, মেধা-মনন, এবং জনকল্যাণউদ্দিষ্ট গবেষণা ও কর্মকাের স্বীকৃতি স্বরূপ **বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণপদক সম্মাননা ২০০৭** (৭ জন সৃজনশীল ব্যক্তিকে) এবং **বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণপদক সম্মাননা ২০১০** (৩ জন সৃজনশীল ব্যক্তিকে) প্রদান।*

* অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণপদক সম্মাননা ২০০৭ পেয়েছিলেন: **অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ কায়সার হুসেইন** (অর্থনীতি শাস্ত্রে শিক্ষাদান ও গবেষণায় জীবনব্যাপী অর্জিত সাফল্য), **অধ্যাপক ড. আবুল হুসসাম** (ভূগর্ভস্থ পানি থেকে আর্সেনিক দূরীকরণে কমখরচের বিস্ময়কর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের স্বীকৃতি), **ডা. এ কে এম মুনীর** (ভূগর্ভস্থ পানি থেকে আর্সেনিক দূরীকরণে কমখরচের বিস্ময়কর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের স্বীকৃতি), **অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা** (অর্থনীতি শাস্ত্রে শিক্ষাদান ও গবেষণায় জীবনব্যাপী অর্জিত সাফল্য), **অধ্যাপক মুহাম্মদ সিকান্দার খান** (অর্থনীতি শাস্ত্রে শিক্ষাদান ও গবেষণায় জীবনব্যাপী অর্জিত সাফল্য), **অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস** (অর্থনীতি শাস্ত্রে শিক্ষাদান ও গবেষণায় জীবনব্যাপী অর্জিত সাফল্য), **মাহফুজ আনাম** (সাহসী সাংবাদিকতা এবং কৃতিত্বপূর্ণ সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনায় অনন্য অবদান)। এবছর অর্থনীতি স্বর্ণপদক সম্মাননা ২০১০ পেলেন প্রয়াত **ড. এস আর বোস, শাহ এমএস এ কিবরিয়া**, এবং **বজলুর রহমান**।

৪. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মানিত সদস্য যারা ২০০৮-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের সম্মানে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সমিতির কৃতি সদস্য যাঁরা রাষ্ট্রিয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

৫. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির **জর্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি**-র" দুই খ- (২০০৮-'০৯) প্রকাশ।

৬. **বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১০** প্রকাশ (১০৪৯ পৃষ্ঠা এবং দুই খ-)।

৭. **সেমিনার:** ৬টি জাতীয় এবং ৪টি আঞ্চলিক– চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়া।

৮. **গোলটেবিল, সংলাপ, মতবিনিময় সভা:** মোট ৫টি।

৯. **সাংবাদিক সম্মেলন** ৫টি।

১০. **প্রশিক্ষণ কর্মশালা** ৩টি: শিক্ষক; ব্যাংক কর্মকর্তা; অর্থনীতি বিষয়ক সাংবাদিকতা।

১১. দ্বিবার্ষিক সম্মেলন **চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার।**

১২. **গবেষণা পুস্তক প্রকাশনা** : প্রকাশ অপেক্ষমান "বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ।

১৩. **সদস্য আইডি:** সমিতির সকল সদস্যের জন্য এবারই প্রথম প্লাস্টিক আইডি কার্ড তৈরি ও সরবরাহ করা হয়েছে।

১৪. **জন্ম বার্ষিকী উদযাপন:** অর্থনীতি শাস্ত্রের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব **অধ্যাপক মুশাররফ হোসেনের** ৮০তম জন্ম দিবস উদযাপন।

১৫. **একুশের প্রভাত ফেরি (২০০৮,২০০৯, ২০১০) এবং শোকসভা।**

গত দু'বছরে সমিতি আয়োজিত সম্মেলন, সেমিনার, গোল টেবিল, সংলাপ, মতবিনিময় সভা, সংবাদ সম্মেলন, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, একুশে প্রভাত ফেরি, সম্বর্ধনা ও সম্মাননা অনুষ্ঠানে মোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিল (সমিতির নথি অনুযায়ী) ৫,৭১৬ জন, যা উল্লেখিত ইভেন্ট প্রতি গড়ে ১৮৪ জন। গত দুই বছরে জাতীয় সেমিনারে গড় উপস্থিতি ২৩৭ জন, আঞ্চলিক সেমিনারে ৩২৫ জন, সংলাপ-গোলটেবিল-মতবিনিময় সভায় ১৩৯ জন, সাংবাদিক সম্মেলনে ১২১ জন, প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৩৬ জন, সংবর্ধনা/ সম্মাননা অনুষ্ঠানে ৩০২ জন, একুশের প্রভাত ফেরিতে ১১৫ জন। এছাড়াও, প্রকাশনা অনুষ্ঠানে (১টি) ২৬৭ জন, এবং অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন-এর ৮০তম জন্ম দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ২৩৭ জন। এ সময়ে সংবাদপত্রে মোট ৬টি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এসব তথ্য নির্দেশ করে যে একদিকে যেমন আমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব আমরা পালনে সচেষ্ট ছিলাম অন্যদিকে সম্মানিত সদস্যরা গভীর আগ্রহ নিয়ে সকল কর্মকা অংশগ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত স্বচ্ছ ধারণা দেবার জন্য ***"বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি: ২০০৮-২০১০-এর মূল কর্মকা র খেরোখাতা"*** শিরোনামে একটি স্ব-বিশ্লেষিত সারণি প্রতিবেদনের শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রিয় সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ

সমিতির গঠনতন্ত্রের ধারা ৬.১ মোতাবেক কার্যনির্বাহক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা প্রতি ৩ মাসে অন্তত একবার। অর্থাৎ গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক সমিতির দায়িত্বভার নেবার পরে গত ২৬ মাসে

(৩১ ডিসেম্বর ২০০৭ থেকে ৭ এপ্রিল ২০১০) কার্যনির্বাহক কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা ২০০৮ সনে ১৩টি, ২০০৯ সনে ১০টি এবং ২০১০ সনে (তিন মাসে) ২টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যদের গড় উপস্থিতি হার ছিল ৭৫%। গত দুই বছরে কার্যনির্বাহক কমিটির জরুরি সভা হয়েছে ৮টি। আশা করি আপনারা সকলেই একমত হবেন যে সমিতির ইতোমধ্যে উল্লেখিত তুলনামূলকভাবে ব্যাপক কর্মকা আর সেই সাথে কার্যনির্বাহক কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা-এ দু'য়ের মধ্যে সম্পর্কটি সমিতিতে গত দুই বছরে আমাদের সক্রিয়তার মাত্রা নির্দেশ করে।

শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দ

এদেশে অর্থনীতিবিদদের পেশাজীবী সংগঠনের বয়স ৬২ বছর (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৮ সন)। আমরা বয়সে প্রৌঢ় এ সংগঠনের অতীতের যা কিছু ভাল ঐতিহ্য-অভিজ্ঞতা তা গ্রহণ ও আত্মস্থ করে সমিতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি সাধনে মানুষের জীবন ও সময়ের চাহিদা মেটাতে নতুন-নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। মানুষের বুদ্ধি-মনন-মানসিক শক্তি-সাহস ও আত্মশক্তির প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকেই আমরা আমাদের সকল কর্মকা পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিলাম। এ মর্মে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় প্রতিবেদনে নথীভুক্ত করা প্রয়োজন বোধ করছি:

১. এদেশের অর্থনীতিবিদরা জনকল্যাণকামী দেশ-রাষ্ট্র বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় গত অর্ধশতক ধরে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন। তারা অবদান রেখেছেন দুই পাকিস্তানের বৈষম্য বুঝতে এবং বৈষম্য দূর করার পথ অনুসন্ধানে; অবদান রেখেছেন মুক্তিযুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমতাধর্মী জনকল্যাণকর দেশ গঠনের পরিকল্পনা রচনায়; অবদান রাখছেন মুক্তিযুদ্ধোত্তর বিগত ৩৮ বছরের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বিশ্লেষণে এবং তা জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিতে। আমরা এ দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের জীবন-সংশ্লিষ্ট যে অর্থনীতি সে অর্থনীতির বিচার-বিশ্লেষণে আমাদের প্রৌঢ়-প্রজন্মের অর্থনীতিবিদদের পেশাগত দক্ষতা, মানবিক যোগ্যতা ও মানসিক মূল্যবোধ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট।

২. আমরা বহুকাল যাবৎ শুনে আসছি যে, অর্থনীতিবিদদের জ্ঞান চর্চা ও গবেষণা আরো সুসংগঠিত, আরো সুসংবদ্ধ করার লক্ষ্যে পেশাগত সংহতির পাশাপাশি সমিতির একটা কল্যাণকামী এবং উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা দরকার। বর্তমান কার্যনির্বাহক কমিটির সবার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতার কারণে "ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস" প্রতিষ্ঠা পাবার পথে। বহু দিনের কাঙ্খিত স্বপ্নটি বাস্তবায়ন হতে চলেছে। এখন আমাদের সবার উচিত "ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস-"কে কিভাবে সর্বোচ্চ জনহিতৈষী জ্ঞান চর্চার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যায়– সে লক্ষ্যে অবদান রাখা।

৩. দেশের অর্থনীতি ও অর্থনীতি-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে যা কিছু জনকল্যাণের নিরিখে সত্য ও সঠিক বলে মনে হয়েছে– সমিতি তা সাহসিকতার সাথে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছে। এসব কারণেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমরা অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে "পাট অর্থনীতি", "গ্যাস-তেল-কয়লা" বিষয়ক নাগরিক কমিশন গঠন এবং ধর্মের নামে উগ্র-সশস্ত্র শক্তির দেশব্যাপি বোমাবাজিসহ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পিছপা হইনি।

৪. আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের সাথে একমত হবেন যে এ-দেশে বাংলাদেশ অথনীতি সমিতি

সম্ভবত একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন যা সময় সম্পর্কে সচেতন। গত দুই বছরে সমিতি আয়োজিত এমন একটিও অনুষ্ঠান পাওয়া যাবে না যা আমন্ত্রণপত্রে উল্লেখিত সময়ে (ঘণ্টা-মিনিটসহ) শুরু হয়নি। অর্থাৎ আমরা অন্যের সময়কে মূল্য দেয়া শিখেছি এবং তা চর্চা করার মাধ্যমে এ-দেশে "সময়-সংস্কৃতি" (time-culture) প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। বিষয়টিকে আমরা আমাদের অন্যতম প্রধান অর্জন বলে মনে করি। তবে এ অর্জনেও আমরা আত্মতুষ্ট নই, কারণ যে কোনো অনুষ্ঠান শুরুর সময়টা যেভাবে নির্ধারিত হয় এবং মানার সংস্কৃতি তৈরি করা গেছে ঠিক তেমনি অনুষ্ঠান শেষ হবার সময়টা নির্ধারণ করা এবং তা মেনে চলার সংস্কৃতি চালু করা যায় কিনা (?)।

৫. আমাদের সমগ্র কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই পত্র মারফত আপনাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করেছি। কার্যনির্বাহক কমিটির প্রয়োজনীয় সকল সিদ্ধান্ত সময়মত আপনাদের অবগত করেছি। সমিতির কার্যক্রম আরো ফলপ্রদ আরো ভালো করার জন্য আপনাদের পরামর্শ চেয়েছি। আর্থিক হিসেব-নিকেশের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কার্যনির্বাহক কমিটিতে কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট প্রদানের বিধি অব্যাহত রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয় প্রতিটি কার্যনির্বাহক কমিটির সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় নিয়মিতভাবে 'টাইপ' করা অবস্থায় উপস্থাপন করা এবং সুসংবদ্ধভাবে নথীভুক্ত করা হচ্ছে– এসবই স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক স্বেচ্ছাশ্রমের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

৬. কার্যনির্বাহক কমিটিতে যাঁরা আছেন তাঁদের সকলেই সকল বিষয়ে একইভাবে ভাববেন বা ভাবেন তা হতে পারে না। তাহলে তো গণতন্ত্রের মূল চেতনাটিই থাকে না। কিন্তু এ পর্যন্ত কার্যনির্বাহক কমিটিতে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি যেখানে কোনো বিষয়ে শেষ পর্যন্ত কারো দ্বিমত ছিল। অর্থাৎ একটি পেশাজীবী সংগঠনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে আমাদের সমিতি ও তার কার্যনির্বাহক কমিটি।

৭. সমিতির কার্যক্রম অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে রাজধানী শহর ঢাকার বাইরের কর্মকা জোরদার করা হয়েছে। ঢাকার বাইরে সমিতির প্রথম চ্যাপ্টার হিসেবে চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার খোলা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের প্রথম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ১৪ জুন ২০০৮-এ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া তাদের নির্বাচন, সাধারণ সভা এবং দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। গত দুই বছরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়ায় আঞ্চলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঐসব আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধসমূহ আমাদের জর্নালের সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে বাংলাদেশ জর্নাল অফ পলিটিক্যাল ইকনমির দু'টি ভলিউম-এ এবং সাময়িকী ২০১০-এ প্রকাশিত হয়েছে। এটাও সমিতির কার্যক্রমের সুচিন্তিত বিকেন্দ্রীকরণের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

৮. অর্থনীতিবিদ ও অর্থনীতি শাস্ত্রের বাইরে আছেন অথচ এ-দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে যারা অবদান রেখেছেন সমিতি এ বিষয়ে গত চার বছরে তের জন সৃজনশীল মানুষকে *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সম্মাননা স্বর্ণপদক* প্রদান করেছে। সমিতির এ এক

গঠনমূলক সিদ্ধান্ত যা সকলের মনোযোগ লাভে সক্ষম হয়েছে।

৯. সমিতি **বাংলাদেশ জর্নাল অফ পলিটিক্যাল ইকনমির** ২-টি বড় আয়তনের ভলিউম প্রকাশ করেছে। আমাদের সম্পাদনা পরিষদের একনিষ্ঠতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম এ নজির সৃষ্টি করেছে।

১০. অর্থনীতিবিদদের পেশাগত দায়-দায়িত্ব পালনের সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের স্বচ্ছ সমন্বিত প্রয়াসের প্রতিফলন– এবারের ***বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১০***। এবারের মত এত বৃহদায়তন ও বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ সাময়িকী বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ইতিহাসে বিরল।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ

সবাই আমাদের কাজকে সাধুবাদ জানাবে– চমৎকার বলবে– স্বীকৃতি দেবে, এমনটা আমরা কখনোই মনে করি না। মানুষ হিসেবে এমনটা মনে করাও উচিত নয়। সমিতির চলমান কর্মকা সম্পর্কে কোনো লিখিত অভিযোগ না পেলেও আমরা মাঝে-মাঝে কিছু অভিযোগ শুনেছি। অলিখিত অভিযোগ-অনুযোগ-এর মধ্যে আছে: (১) বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ক্ষেত্র বিশেষে অর্থনীতির চেয়ে রাজনৈতিক অথবা রাজনৈতিক-অর্থনীতি নিয়ে বেশি তৎপর– কেউ কেউ বলেন যে পাটের অর্থনীতি নিয়ে (অথবা পাট কল বিলুপ্তি নিয়ে) অথবা গ্যাস-তেল-কয়লা নিয়ে নাগরিক কমিশন গঠন কেন? অর্থনীতি-মানুষের জীবনের বাইরের বিষয় নয় এবং পেশাগতভাবে দেশ-জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এসব কমিশন। আর ইতিহাসই সাক্ষী যে এ দেশের অর্থনীতিবিদরাই সর্বপ্রথম দুই পাকিস্তানের অর্থনীতিক বৈষম্যের বিষয় উত্থাপন করে আমাদের মুক্তি-স্বাধীনতার তত্ত্ব-ভিত্তি বিনির্মাণে প্রধান ত্বরান্বয়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমরা সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। (২) এমনও অনুযোগ আছে যে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিতে বিশুদ্ধ অর্থনীতি চর্চা কমে আসছে। একথা সম্ভবত খুব সত্য নয় এ জন্য যে বিশুদ্ধ অর্থনীতি চর্চার সর্বোত্তম ক্ষেত্রে হিসেবে আছে আমাদের ***জর্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি*** এবং ***বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী*** আর অন্যদিকে বিশুদ্ধ অর্থনীতি চর্চার জন্য অর্থনীতি সমিতির প্লাটফর্ম সবসময় সবার জন্য উন্মুক্ত। (৩) সময় মতো চিঠিপত্র/আমন্ত্রণপত্র পান না– এ ধরণের অভিযোগ আছে। আমাদের কার্যালয় ব্যবস্থাপনা অতীতের তুলনায় এখন অনেক বেশি সুসংগঠিত। সুতরাং ঠিকানা পরিবর্তীত হলে আমাদের জানাবেন আমাদের দপ্তরের যোগ্য কর্মকর্তারা সাথে সাথে আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন রেকর্ড করে ফেলবে। আর পোস্টাল বিভাগ অথবা কুরিয়ার সার্ভিস কোনো কারণে দেরি করে ফেললে সেক্ষেত্রে করণীয় কী হতে পারে সে বিষয় ভাবতে হবে। সেই সাথে ইলেক্ট্রনিক মেইল প্রযুক্তির যুগে করণীয় কিছু হতে পারে কি না সে ব্যাপারে আপনারা সুচিন্তিত মত দিলে যোগাযোগ দ্রুততর হবে বলে আশা করি।

সুধীজন

তিনদিন ব্যাপি দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আয়োজনে সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির বিভিন্ন কমিটি-উপকমিটির সকল সদস্য এবং সমিতির সীমিত সংখ্যক কর্মচারী-কর্মকর্তারা নির্ঘুম পরিশ্রম করেছেন– এজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বাজার অন্ধত্বের যুগে আমাদের প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরাসহ অন্যান্যরা যে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছেন সেজন্য সমিতির পক্ষ থেকে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের এ মিলনায়তনে অনুপস্থিত অথচ সম্মেলন কর্মকা সুন্দর ও সার্থক করা 'পর্দার অন্তরালের' যেসব ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রম

ছাড়া অসম্ভব সেই দরিদ্র রাত-জাগা মুদ্রণ কর্মী, ভোর বেলার ভ্যান-রিকশা চালক, হোটেলের বাবুর্চি, বাইরের খাদ্য পরিবেশক এবং শান্তি-শৃংখলা সংশ্লিষ্ট কর্মকা র সাথে জড়িত– সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সম্মেলনের বিভিন্ন কার্যক্রমে যারা মেধা-শ্রমসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। যেসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি তাদের মধ্যে আছেঃ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, থারমেক্স গ্রুপ, আরএসআরএম গ্রুপ, এস আলম গ্রুপ, আবুল খায়ের গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, মেঘনা গ্রুপ,) যমুনা গ্রুপ,নোমান গ্রুপ, পারটেক্স গ্রুপ, ড্রেজ বাংলা (প্রাঃ লিঃ), অনোনট্রেক্স গ্রুপ, সিটি ভেজিটেবল ওয়েল মিল লিঃ, ল্যান্ডমার্ক গ্রুপ, এবি ব্যাংক লিমিটেড, জিকে গ্রুপ, বাংলাদেশ ব্যাংক, গ্রীণ ডেলটা ইন্সুরেন্স কোং লিঃ, এপেক্স গ্রুপ, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ (আইসিবি) এবং সায়হাম কটন মিল্স লিমিটেড। সবশেষে, ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন ও ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ-এর কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির গত দুই বছরের কর্মকা সংক্রান্ত সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করলাম। আমরা সব কিছু পেরেছি– একথা বলবো না। তবে আমাদের সদিচ্ছা এবং স্বেচ্ছাশ্রমে চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। যা কিছু আমরা করেছি সেখানে ***দেশের স্বার্থ ও দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সব কিছুর উর্ধ্বে*** -এ বিবেচনা আমরা কখনও ভুলিনি। কারণ এসবই আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার মূল চেতনা।

এবারের সম্মেলনসহ গত দুই বছরে আমাদের কোনো ভূল-ত্রুটি থাকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

সমিতি এখন এক স্বচ্ছ রূপ ধারণে সক্ষম হয়েছে। সমিতি অতীতের তুলনায় সক্রিয়তর হয়েছে। এ অর্জন ধরে রাখা প্রয়োজন। সেই সাথে সময়ের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ভবিষ্যতে আরো সৃজনশীলতার প্রয়োগ প্রয়োজন।

বাংলা নববর্ষ ১৪১৭-র আগাম শুভেচ্ছা রইলো।

সবশেষে অবশ্যই আপনার ও আপনার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব– সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আপনাদের সবাইকে আরো একবার ধন্যবাদ।

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ২০০৮-২০১০-এর মূল কর্মকাণ্ডের খেরোখাতা

১। জাতীয় সেমিনার (National Seminar)

তারিখ/স্থান	সেমিনারের শিরোনাম	প্রবন্ধের বিষয়	প্রবন্ধকর	সভাপতি, নির্ধারিত আলোচক ও স্বাগত বক্তা	উপস্থিতি
৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থিয়েটার ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম	যৌথ সেমিনার- বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, এএলআরডি, অর্থনীতি সমিতি (চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার)	• বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারঃ উন্নয়নের দিগন্ত • অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক বঞ্চনাঃ প্রকৃতি ও সমাধান	• অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত • অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত	অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী অধ্যাপক মু. সিকান্দার খান অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম অধ্যাপক ড. অনুপম সেন সৈয়দ ইউসুফ হোসেন শামসুল হুদা, বেগম মুশতারী শফী অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, এ্যাডভোকেট পূর্ণেন্দু বিকাশ চৌধুরী অধ্যাপক ড. এম শাহ আলম মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার খোরশেদুল আলম কাদেরী অধ্যাপক ড. ইরশাদ কামাল	২৮৪ জন
২৬ এপ্রিল ২০০৮ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, ঢাকা	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও দ্রব্যমূল্য	বাংলাদেশের অর্থনীতি ও দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতি ও দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি Increase in food price and decrease in calorie and protein returns from food in Dhaka city, 1991-2007	সৈয়দ ইউসুফ হোসেন ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন Dr. Harun K.M. Yusuf Dr. Lalita Bhattacharjee	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত	২৬৩ জন
২৯ মে ২০০৮ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, ঢাকা	বাংলাদেশ পাট অর্থনীতি বিকাশ সহায়ক নাগরিক কমিটি	বাংলাদেশ পাটের অর্থনীতি পুণরুজ্জীবনে করণীয়	অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক গঠিত পাট কমিশনের সদস্যবৃন্দ	কমিশনের সদস্যবৃন্দ	২৭৭ জন
৫ জুলাই ২০০৮ ডিসিসিআই, ঢাকা	যৌথ সেমিনার	The best of Bangladesh is Business			১৩৭জন
২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম, ঢাকা	সিডও-নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য সনদঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	সিডও ও বাংলাদেশ	অধ্যাপক হান্নানা বেগম	অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী সালমা খান, ড. মাহমুদা ইসলাম ড. জাফর ইকবাল, ড. সাদেকা হালিম	২৩৭ জন
১৫ নভেম্বর ২০০৮ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম, ঢাকা	প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের অর্থনীতি	Economics of Migrant Remittance What Shapes and What Shakes Can We Do More for the Expatriates? ....Remittance Scenario of Bangladesh	ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এ.কে.এম. শামীম	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ গোলাম মুস্তাফা অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত	২২৩জন

২। প্রকাশনা অনুষ্ঠান *(Publication)*

তারিখ/স্থান	আয়োজনে	বই	রচয়িতা	উপস্থিতি
১১ মে ২০০৯ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে	"The Poverty Discourse and Participatory Action Research in Bangladesh"	ড. মইনুল ইসলাম	২৬৭ জন

৩। আঞ্চলিক সেমিনার *(Regional Seminar)*

তারিখ/স্থান	সেমিনারের বিষয়	প্রবন্ধের বিষয়	প্রবন্ধকার	নির্ধারিত আলোচক/বক্তা	উপস্থিতি
২১ মার্চ ২০০৯ থিয়েটার ইনিস্টিটিউট, চট্টগ্রাম	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চট্টগ্রামের প্রাসঙ্গিকতা	Life and Livelihood of Indigenous Peoples in the Chittagong Hill Tracts: What We Know?	Professor Dr. Abul Barkat	অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী অধ্যাপক মু. সিকান্দার খান ড. আবু ইউসুফ আলম অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম অধ্যাপক ড. ইরশাদ কামাল খান মোঃ খোরশেদুল আলম কাদেরী আলোচক : ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী ড. নিতাই চন্দ্র নাগ ড. আবুল হোসাইন নূরুল কবীর চৌধুরী ড. জামাল নজরুল ইসলাম অধ্যাপক বেনু প্রসাদ বড়ুয়া ড. আহমেদ ফজলে হাসান চৌধুরী ড. আলী আশরাফ ড. সুধীন কুমার চাকমা	২৮৭ জন
		Impact of Real Depreciation of Taka on Export Earning of Bangladesh: A Causality Analysis.	Md. Rafayet Alam		
		An Econometric Analysis of the Scale of Operation in the Chittagong Sea-port.	Dd. Anamul Kabir		
		CHT: A comprehensive study on Indigenous Ethnic Communities, Natural Resources and Sustainable Environment.	Dilip Kumar Barua		
		Paradigm of Better-Life: Reconceptualizing Development amoung the Pahari of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.	Dr. Nasir Uddin		
		Role of Tourism in Economic Deveplopment: Bangladesh Perspective.	Maimun Ali		
		Agriculture and Food Security: How Climate Change Affects the Extreme Poor in Bangladesh	Md. Muzaffar Ahmed		
		Measuring Stock Market Volatility: An Experience from Chittagong stock Exchange.	Md. Abdur Rahman Forhad Amirul Islam		
		Chittagong Port: Policy and Objective in Increasing Private Sector Involvement in Port Operation System.	Halima Begum		

১৩ জুন ২০০৯ কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীন সমাজবিজ্ঞান অনুষদীয় সভা কক্ষ, ময়মনসিংহ	Agriculture Reform and Food Security	Socioeconomic Impact of Changing Land Use Pattern on Food Security for Farm Household in Bangladesh	M Serajul Islam and M Mojammel Haque	প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার মন্ডল প্রফেসর ড. আবুল বারকাত প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ প্রফেসর তোফাজ্জল হোসেন মিয়া	১৬৭ জন
		Yield Disparity and Food Security of Marginal Farmers in Basail Upazila of Tangail Diatrict	Mahbub Hossain and M Harun-Ar Rashid		
		Present Status and Sustainability of Food Security in Bangladesh	Sadika Sharmin, Katsumi Arahata and M Serajul Islam		
		Land Tenure and Credit: A Study in Selected Areas of Mymensingh District	M A Bashar and Md Zhohirul Haque		
		Comparison between Irrigation Payment Methods and Profitability of Using Water Saving Technology	Md Saidur Rahman and Arild Angelsen		
		Impact of Land Tenure System on Boro Paddy Production in a Selected Area of Mymensingh District: An Economic Analysis	Tanvina Khan, Hasneen Jahan and Tofazzal H Miah		
		Changing Land Use Pattern and the Hybrid Rice Production: A Way to Improve Food Security in Bangladesh	M A Salam, M Shahe Alam and M Serajul Islam		
		Income Generation Through Edible Mushroom Cultivation: A Potential Source of Food Security for Small Households in Bangladesh	Taznoore Samina Khanam, Md Habibur Rahman and Mahbub Hossain		
১১ জুলাই ২০০৯ শাহ্ আজিজুর রহমান অডিটেরিয়াম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	Economic Issues Related to South-Western Region	"Role of BRB Group of Industries Limited in Employment Generation in Southern Region of Bangladesh"	Umme Habiba Rahman Md. Mizber Rahman		৩৭১জন
		Utilization of the Government Primary Health Care Services: A Micro Level Study on Married Women and Children	Md. Alamgir Hossain Bhuiya		
		খাজানগরে অবস্থিত চাতাল ও রাইস মিল ঃ কর্মপদ্ধতি, nggrïvGesngvab	প্রফেসর রহমত ছিদ্দিকী		
		Economics of Tobacco in Bangladesh: Lessons Learned and Actionable	Dr. Abul Barkat Md. Shahnewaz Khan		
		Impacts of Climate Changes on Beel Fisheries of Bangladesh: A Case Study of Chapaigachhi Beel in Kushtia.	Md. Aynul Islam PhD Md. Abdul Muyeed		

১-লা আগষ্ট ২০০৯ সিনেট ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	"বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা (Problems and prospects of Economic Development of the Western Region of Bangladesh)"	Performance of industrial Establishments in Northwest Bangladesh : A Stochastic Frontier	Md. Abdul Wadud	প্রফেসর ডঃ মোঃ মহসিন আলী ডঃ আবুল বারকাত প্রফেসর এম. আব্দুর রহমান প্রফেসর মুহম্মদ নূরুল্লাহ্ প্রফেসর ডঃ এম. আব্দুস সোবাহান প্রফেসর ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান	৪৭৬জন
		বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চিংড়ি চাষের ভূমিকা ঃ প্রেক্ষিতে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার আশাশুনি ইউনিয়নের চারটি গ্রাম	নিবেদিতা মল্লি ক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান		
		রাজশাহী কৃষি উন্নয়নে ব্যাংকের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ।	শামিমা সুলতানা ড. মোহাম্মদ আলী		
		বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মংলা বন্দরের ভূমিকা ।	সৈয়দ ফার আবীর ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান		
		বাংলাদেশের পাট শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ প্রেক্ষিত রাজশাহী পাটকল ।	জেসমিন আরা ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান		
		Impact of Microcredit on Economic indicators of the Borrowers: An Empirical Analysis.	Md. Elias Hossain Mohammad Mosaddequr Rahman		
		A Study of A Vailability of Meat in Western Bangladesh	Tariq Saiful Islam Qamarullah Bin Tariq Islam Nazmullah Bin Tariq		
		Rajshahi From Education City to Special Education Zone	A.N.K. Noman		

৪। গোলটেবিল, সংলাপ, মতবিনিময় সভা
(Round Table Discussion and Dialogue Meeting)

তারিখ/স্থান	বিষয়	প্রবন্ধের মূল বিষয়	প্রবন্ধকার/উপস্থাপক	আলোচক, সভাপতি	উপস্থিতি
২৯ মার্চ ২০০৮ সমিতির অডিটোরিয়াম	বাংলাদেশ নারী ক্ষমতায়ন	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীর অবস্থান They Are Coming Anyway	হান্নানা বেগম Dr. Mahmuda Khatun	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ খুশি কবির অধ্যাপক আবুল বারকাত	১৭৩ জন
১৫ জুন ২০০৮ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম	বাংলাদেশের বাজেট উত্তর সংবাদ সম্মেলন ২০০৮-০৯			ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত	১২৪ জন
২৯ নভেম্বর ২০০৮ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম	বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থায় ধ্বস ও প্রকট মন্দার পদধ্বনি ঃ সংকট উত্তরণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয়	Global Financial Meltdown and Intensifying Recession in the Developed World and State Action to Put the Financial Systems and Economies Back of Track and Implications for Bangladesh	Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	১৪৭ জন
২৬ জুন ২০০৯ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম	গোলটেবিল আলোচনা বাজেট ২০০৯-২০১০ ঃ নারীর ক্ষমতায়ন	সম্প্রতি ঘোষিত ২০০৯-১০ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে জেন্ডার সংবেদশীলতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন	প্রতিমা পাল মজুমদার	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ড. মোহাম্মদ ফরাশ উদ্দিন সালমা খান আয়েশা খানম রোকেয়া কবির	১১২ জন

৫। সাংবাদিক সম্মেলন: বাজেট, গ্যাস-তেল-কয়লা

তারিখ/স্থান	বিষয়	প্রবন্ধের বিষয়	উপস্থাপক	উপস্থিতি
২৭ ফেব্রু য়ারি ২০০৮ সমিতির অডিটোরিয়াম	সংবাদিক সম্মেলন	কয়লানীতি এবং তেল-গ্যাস অনুসন্ধান	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	১৩৭ জন
১৯ এপ্রিল ২০০৮ জাতীয় প্রেস ক্লাব	মত বিনিময় সভা	কয়লানীতি, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও জাতীয় স্বার্থ	অধ্যাপক বদরুল ইমাম	১০৫ জন
১৫ জুন ২০০৮ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম	বাংলাদেশের বাজেট উত্তর সংবাদ সম্মেলন ২০০৮-০৯			১৩২ জন
৪ জুন ২০০৯ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম	মত বিনিময় সভা	জ্বালানী নিরাপত্তা ও সমন্বিতনীতি	নাগরিক কমিশন	১১৬ জন
১৬ জুন ২০০৯ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম	বাংলাদেশের বাজেট উত্তর সংবাদ সম্মেলন ২০০৯-১০			১১৭ জন

৬। প্রশিক্ষণ কর্মশালা

তারিখ/স্থান	বিষয়	প্রশিক্ষণের বিষয় ও প্রশিক্ষক	সভাপতি ও অতিথি	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
৮-১৩ আগস্ট ২০০৯ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মিলনায়তন	শিক্ষক রিফ্রেসার কোর্স	Dr. M. Mouzzam H. Khan, Economic Reform: Lesson from Chinese experience, Political Economy in Under Developed Countries-Prof. Muinul Islam C.U. Dr. Atiqur Rahman, N U, Inflation and unemployment Dr. Sadika Halim, Gender issue in Development in Bangladesh and Development Dr. M.A. Sattar Mandal Sustainable Development : Bangladesh Perespective , Dr. Abul Barkat, Human Development Dr. Ashraf Uddin Chowdhury Issues in National Income Accounting Dr. Shahidul Alam Administration and management development in Bangladesh Mr. Habibullah Bahar B.B., Money Market Prof. Muzaffar Ahmed D.U, Teaching in Micro Economics Prof. Abu Ahmed D.U., Capital Market Dr. Jyoti Prakash Dutta C.U IS - LM Model and Effect on Equilibrium Estimation of models Mr. Nurul Haque J.U Md. Zahirul Islam Sikder Welfare Economics , Dr. M. Mouzzam H. Khan Infrastructure and Economics development Bangladesh: perspective Dr. Bazlul Haque Khandakar, DU, I O System Prof. S. A. Hye J.U. Labour Market issues Bangladesh Perspective Dr. Azizur Rahman Market Structure: Monopolistic competition Dr.Jyoti Prakash Dutta C.U., Structuralist - Monoterist Controversy and Structural Adjustment Dr. Amir Hossain J.U, Linear and Non - LPP Prof. Amirul Islam Chowdhury J.U Public Choice Theory of Government Intervention Prof. Muinul Islam C.U. Globalization Issues, Problems and Prospects Md. Nuruzzaman, Role and issues of NGO Partnership in the Development Process Prof. Anu Mohammad J.U WTO, Global Energy and Bangladesh Dr. Shafiquzzaman D.U, Industrial concentration	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রফেসর ড. কাজী শহিদুল্লাহ, উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক মোঃ আনিসুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়	২৭ জন

১ জানুয়ারি ২০১০ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মিলনায়তন	অর্থনীতি বিষয় সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	Poverty and Climate Issues Dr. Q.K. Ahmad WTO and Trade Issues Dr. Mustafizur Rahman, Executive Director, CPD Macro Economic Fundamentals Prof. Dr. Asraf Uddin Chowdhury, Vice-President, BEA.	Dr. Q.K. Ahmad Dr. Mustafizur Rahman, Prof. Dr. Asraf Uddin Chowdhury Prof. Dr. A.A.M.S Arefin Siddique, Mr. A.B.M. Musa Mr. Iqbal Sobhan Chowdhury Mr. Moazzem Hossain Prof. Dr. Asraf Uddin Chowdhury	৪০ জন
২৩ জানুয়ারি ২০১০ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মিলনায়তন	ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা	Inclusive Growth/Sustainable Development -Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad Issues Involved with Inclusive Banking. -Dr. Toufic Ahmad Choudhury	Dr. Atiur Rahman Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad Dr. Mustofa Kamal Muzeri Dr. Salehuddin Ahmed Mr. K.I. Khaled Dr. Moinul Islam. Dr. Asrafuddin Chowdhury Dr. Abul Barkat	৪২ জন

৭। দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

তারিখ/স্থান	বিষয়	প্রবন্ধের বিষয়	প্রবন্ধকর	নির্ধারিত আলোচক/বক্তা	উপস্থিতি
১৪ জুন ২০০৮ থিয়েটার ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম	বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহঃ আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়	In search of the Present stat of Nuclear-energy-use, Cost comparison, and the Developing Country Context with some Highlights on Bangladesh	Nitai C. Nag	ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অধ্যাপক মু. সিকান্দার খান ড. মইনুল ইসলাম অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী অধ্যাপক আবুল বারকাত খোরশেদুল আলম কাদেরী মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী	২৬৯জন
		A Little Drop in the Ocean : In Quest for Finding Solutions to the Food Problems of the Mankind	Dr. Kazi Muzafar Ahammed		
		Spiralling Price Inflation of Food Items and The Issur of Food Security in Bangladesh	Dr. Muinul Islam		
		বাংলাদেশ আর্থনীতি সমিতি - চট্রগ্রাম চ্যাপ্টার এর প্রথম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, নির্বাচন ও সাধারণ সভা উপলক্ষে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি - চট্রগ্রাম চ্যাপ্টার কর্তৃক আয়োজিত দিনব্যাপী সেমিনার	ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী		
		বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক প্রধান চ্যালেঞ্জ : কৃষি ও খাদ্য	নারায়ন বৈদ		
		দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা - বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা	দিলীপ বড়ুয়া		

৮। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সম্বর্ধনা/সম্মাননা

তারিখ/স্থান	বিষয়	সম্বর্ধনা প্রাপ্তদের নাম	উপস্থিতি
৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ অর্থনীতি সমিতির-অডিটোরিয়াম	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মানিত সদস্য যারা সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে সংবর্ধনা	জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম পি ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, এম পি জনাব রাশেদ খান মেনন, এম পি জনাব মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ, এম পি অধ্যাপক আলী আশরাফ, এম পি জনাব মোঃ ফজলে হোসেন বাদশা, এম পি	২৭২জন
৬ জুন ২০০৯ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম	সংবর্ধনা সভা	'একুশে পদক ২০০৯' প্রাপ্ত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল এবং শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ সালেহ উদ্দিন।	৩৩১ জন

৯। জন্ম বার্ষিকী উদযাপন

তারিখ/স্থান	বিষয়	উপস্থিতি
৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম	অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন-এর ৮০তম জন্ম বার্ষিকী	২৩৭ জন

১০। পত্রিকায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি/শোক বার্তা

৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৮	অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত-এর প্রাণ নাশের হুমকির প্রতিবাদে সংবাদপত্রে প্রতিবাদ লিপি
২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৮	প্রবীন সাংবাদিক বজলুর রহমান-এর মৃত্যুতে শোকবার্তা
১০ মে ২০০৯	বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী, আনবিক শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. ওয়াজেদ মিয়া-এর মৃত্যুতে শোকবার্তা
৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯	বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ-এর উপর পুলিশি হামলায়-বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নিন্দা প্রস্তাব
৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯	এদেশের প্রখ্যাত ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব এম সাইফুর রহমান-এর মৃত্যুতে শোকবার্তা
৫ ডিসেম্বর ২০০৯	প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামী অধ্যাপক স্বদেশ রঞ্জন বোস-এর মৃত্যুতে শোক বার্তা

১১। মত বিনিময়

১৬ এপ্রিল ২০০৮ পরিকল্পনা কমিশন অডিটোরিয়াম, ঢাকা	বাজেট বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টার সঙ্গে মত বিনিময়	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির ২১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন

১২। একুশের প্রভাত ফেরি

তারিখ/স্থান	বিষয়	উপস্থিতি
২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ শহীদ মিনার	প্রভাতফেরি	১০৩ জন
২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ শহীদ মিনার	প্রভাতফেরি	১১৭ জন
২১ ফেব্রুয়ারী ২০১০ শহীদ মিনার	প্রভাতফেরি	১২৬ জন

১৩। "ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস" প্রতিষ্ঠা

১৪। প্রকাশনা ও অন্যান্য

- বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাময়িকী ২০১০ (দুই খ- বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল
- ইকনমি: ২০০৮-২০০৯-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী দুই খ- ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।
- সমিতির আজীবন সদস্য-এর আইডি কার্ড তৈরী হয়েছে (আবেদিত সদস্যদের)

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
Bangladesh Economic Association
১৭তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ২০১০
17th Biennial Conference 2010
শেখ হাসিনা
Sheikh Hasina

Chief Guest : Sheikh Hasina, Honourable Prime Minister, Govern
বিশেষ অতিথি : আবুল মাল আব্দুল মুহিত, মাননীয়
Special Guest : Abul Mal Abdul Muhit, Honourable Minister for Finance,
সভাপতি : ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ,
President : Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad,
২৫-২৭ চৈত্র ১৪১৬/৮-১০ এপ্রিল ২০১০
25-27 Chaitra

প্রধান অতিথি ঃ শেখ হাসিনা,
Chief Guest : Sheikh Hasina, Honourable Prime Minister,
বিশেষ অতিথি ঃ আবুল মাল আব্দুল মুহিত,
Special Guest : Abul Mal Abdul Muhit, Honourable Minister for Finance,
সভাপতি ঃ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ,
President : Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad,
২৫-২৭ চৈত্র ১৪১৬/৮-১০ এপ্রিল ২০১০
১ম ও ২য় দিন : ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা
৩য় দিন : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা
25-27 Chaitra

সভাপতি ঃ ড. কাজী খলীকুজ্জমান
President : Dr. Qazi Kholiquzzaman
২৫-২৭ চৈত্র ১৪১৬/৮-১০ এপ্রিল ২০১০
১ম ও ২য় দিন : ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা
৩য় দিন : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

শেখ হাসিনা,
Chief Guest : Sheikh Hasina, Honourable Prime Minister, Government
আবুল মাল আব্দুল মুহিত,
Special Guest : Abul Mal Abdul Muhit, Honourable Minister for Finance, Gover
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ,
President : Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad,

২০১০-১১ বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলন
১৩ জুন ২০১০, বিকেল ৩:৩০টা
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি অডিটোরিয়াম, ঢাকা

ectual Property & Development :
Relevance for Bangladesh
20 July 2010
desh Economic Association Auditorium
Economic Association

দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ২০১০
ও
আঞ্চলিক সেমিনার
০৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
শিক্ষক রিফ্রেশার কোর্স-২০১১

of WTO System for Development
Dr. Harsha V. Singh, Deputy Director General, WTO
Dr. Abul Barkat, President, Bangladesh Economic Association
February 2011
Association Auditorium
মদিনা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সংবাদ সম্মেলন
প্রাক-বাজেট ঃ ২০১০-১১
বিকেল ৩:৩০টা
অডিটোরিয়াম, ঢাকা
ATN BANGLA

২০১০-১১ বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলন
১৩ জুন ২০১০, বিকেল ৩:৩০টা
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি অডিটোরিয়াম, ঢাকা

Intellectual Property & Development :
Relevance for Bangladesh
20 July 2010
Bangladesh Economic Association Auditoriu
Bangladesh Economic Assoc

SEMINAR 2012
Demutualization of Stock Exchanges:
Rationale, Country Practice and A Road Map for Bangladesh
Chief Guest : Dr. M. Khairul Hossain, Chairman, SEC
Chair : Dr. Abul Barkat, President, BEA

২০১২-১৩ বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলন
সভাপতি ঃ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
১৪ জুন ২০১২, বিকেল ৪:০০টা

জাতীয় সেমিনার ২০১২
নিজ অর্থে পদ্মা সেতু
সভাপতি ঃ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
বিকেল ৪:০০টা
সমিতির অডিটোরিয়াম
অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
Bangladesh Economic Association
4/C Eskaton Garden Road, Dhaka 1000
Phone & Fax : 880 -2 - 9345996
Email : bea.dhaka@gmail.com, Web : bdeconassoc.org